বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ

দলিলপত্র ঃ ষষ্ঠ খণ্ড

পটভূমি

(১৯০৫-১৯৫৮)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রথম প্রকাশ	:	অগ্রহায়ণ ১৩৮৯/নভেম্বর-১৯৮২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্যমন্ত্রণালয় ।
পুনর্মুদ্রণ	:	ফাল্গুন ১৪১০/মার্চ-২০০৪
পুনর্মুদ্রণে	:	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর পক্ষে আব্বাস আলী মিয়া প্রকল্প পরিচালক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ঃ দলিল ও ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ প্রকল্প এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
পুনর্মুদ্রণের কপিরাইট	:	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পুনর্মুদ্রণ প্রচ্ছদ	:	কাইয়ুম চৌধুরী
পুনর্মুদ্রাকর	:	প্রিয়াংকা প্রিন্টিং এ্যান্ড পাবলিকেশন্স ৭৬/এ, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৩৩৩১৮৪.

First Published	:	Agrahayan 1389 / November 1982 Government of the People's Republic of Bangladesh Ministry of Information
Reprinted	:	Falgun 1410 / March 2004
Reprinted by	:	Abbas Ali Mia Project Director Liberation War of Bangladesh : History & Documens Publication Project On behalf of Ministry of Liberation War Affairs Government of the People's Republic of Bangladesh
Reprinted Cover		Quaiyum Chowdhury
Reprinted at		Priyanka Printing and Publications 76/A Naya Palton, Dhaka-1000, Tel : 9333184

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ
দলিলপত্র

পুনর্মুদ্রণ : প্রাক্‌কথন

স্বাধীনতাযুদ্ধ বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। এটি একদিকে যেমন বেদনার, শোকের তেমনি অন্যদিকে বীরত্বের ও গৌরবের। অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অনেক রক্তের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীনতা। যাঁদের সুমহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে এই স্বাধীনতা তাঁরা আমাদের গৌরব ও অহংকার। তাঁরা জাতির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান। বেদনা আর বীরত্বগাঁথা গৌরবোজ্জ্বল এই মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের নিকট যথাযথভাবে তুলে ধরা আমাদের সামাজিক ও নৈতিক পবিত্র দায়িত্ব।

স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস প্রণয়নের লক্ষ্যে স্বাধীনতার মহান ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নির্দেশনায় ১৯৭৭ সালে মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিল প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৭ সময়কালে বাস্তবায়িত "বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত ১৫ (পনের) খণ্ডে স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিল প্রকাশিত হয়। দলিলখণ্ডগুলো সর্বমহলে যথেষ্ট সাড়া জাগায় ও ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভে সমর্থ হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে এর প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যায়। এ প্রেক্ষিতে জনসাধারণের ব্যাপক চাহিদা মেটানোর এবং দলিলখণ্ডগুলো তাদের কাছে সহজলভ্য করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে উন্নত প্রযুক্তিতে পুনরায় প্রকাশের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি প্রকল্প প্রণয়নের কাজ শুরু করা হয়। অপরদিকে বাংলা একাডেমী "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ" শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রণয়ন করে। এমতাবস্থায় বিগত সরকারের সময়ে প্রকল্প দু'টিকে একীভূত করে "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : দলিল ও ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ" শীর্ষক সমন্বিত প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলা একাডেমীর মাধ্যমে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়।

দুর্ভাগ্য হলেও সত্য যে, বিগত তিন দশকে আমরা স্বাধীনতাযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য এমন কিছু করতে পারিনি যা একটি বৃহৎ দৃষ্টান্ত হতে পারে। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, ত্রিশ বছর পরেও রাষ্ট্রীয়ভাবে সেই মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বর্তমান সরকার। মুক্তিযোদ্ধাদের সামাজিক রাষ্ট্রীয়ভাবে মর্যাদা দান, তাঁদের সার্বিক কল্যাণ সাধন, মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস প্রণয়ন, প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা চূড়ান্তকরণ, মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহ্য ও স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২৩ অক্টোবর ২০০১ তারিখে গঠিত হয়েছে একটি স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয়—মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সে প্রেক্ষিতে সরকারের Rules of Business অনুযায়ী "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : দলিল ও ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ" শীর্ষক এই প্রকল্পটির বাস্তবায়নের

দায়িত্ব সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্থলে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত হয়। সে অনুযায়ী জুলাই ২০০২-এ প্রকল্পের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাংলা একাডেমী থেকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তরিত হয় এবং তখন থেকে এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

বিগত সরকারের সময়ে এই প্রকল্পের আওতায় ইতোপূর্বে প্রকাশিত ১৫ খণ্ড দলিল পুনর্মুদ্রণ, অতিরিক্ত ৪ খণ্ড দলিল প্রণয়ন ও ৬৪টি জেলাভিত্তিক মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং অতিরিক্ত ৮ খণ্ড ইতিহাসগ্রন্থসহ মোট ৯১টি গ্রন্থ প্রণয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। বর্তমান সরকার উক্ত প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় ১৫ খণ্ড দলিল পুনর্মুদ্রণ, অতিরিক্ত ৫ খণ্ড দলিলগ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ এবং ৬৪টি জেলার ইতিহাসগ্রন্থ রচনার পরিবর্তে স্বাধীনতাযুদ্ধে পরিচালিত ১১টি সেক্টর এবং ১টি বিগ্রেডভিত্তিক ইতিহাসগ্রন্থ (কে ফোর্স, জেড ফোর্স এবং এস ফোর্সের সমন্বয়ে) প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

বর্তমান সরকার প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এর সার্বিক তত্ত্বাবধান এবং প্রকাশিতব্য দলিল ও ইতিহাসগ্রন্থের তথ্যাদি নিরপেক্ষ ও সঠিকভাবে যাচাই করে দেশের সকল অঞ্চলের প্রামানিক তথ্যের বিবরণ সংবলিত বস্তুনিষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ দলিল ও সাধারণ মানুষের পাঠোপযোগী ও বোধগম্য করে মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাসগ্রন্থ প্রকাশের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে দেশের বিশিষ্ট ও বরেণ্য ব্যক্তিত্বদের সমন্বয়ে ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রত্যয়ন কমিটি গঠন করেন। উক্ত প্রত্যয়ন কমিটিতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী সভাপতি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সর্বজনাব প্রফেসর এম মনিরুজ্জামান মিঞা, প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ, ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন, ডঃ কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী, প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম, প্রফেসর কে এম মোহসীন, প্রফেসর আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, প্রফেসর জসীম উদ্দীন আহমেদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক জনাব আব্বাস আলী মিয়া সাচিবিক দায়িত্ব পালন করে প্রত্যয়ন কমিটিকে সহায়তা করেন।

প্রত্যয়ন কমিটি কার্য পরিধি অনুযায়ী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসগ্রন্থে অন্তর্ভুক্তির জন্য সংগৃহীত সকল প্রকার উপাত্ত এবং দলিল পত্রাদির যাচাই, প্রত্যয়ন ও অনুমোদন, প্রকাশিতব্য ইতিহাসগ্রন্থসমূহের যথার্থতা যাচাই এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদানের ক্ষেত্রে নিরলস শ্রম, মেধা, পরামর্শ ও সময় দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রত্যয়ন কমিটির বাইরেও দু'টি সাব-কমিটি নিরলসভাবে আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছেন। প্রফেসর কে এম মোহসীনকে আহ্বায়ক এবং প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম ও প্রফেসর আবুল কালাম মনজুর মোরশেদকে সদস্য করে গঠিত সাব-কমিটি ইতোপূর্বে প্রকাশিত ১৫ খণ্ড দলিলগ্রন্থ পুনর্মুদ্রণ ও অতিরিক্ত ৫ খণ্ড দলিলগ্রন্থ প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করেন। প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদকে আহ্বায়ক এবং ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, প্রফেসর জসীম উদ্দীন আহমেদ এবং মেজর

জেনারেল (অবঃ) ইমাম-উজ-জামান বীর বিক্রমকে সদস্য করে গঠিত অপর সাব-কমিটি সেক্টর ও ব্রিগেডভিত্তিক ইতিহাসগ্রন্থ প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করেন।

উল্লেখ্য প্রকল্পটি ১৯৯৭ সালে শুরু হলেও বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকল্পের জনবল নিয়োগ এবং জেলাভিত্তিক ইতিহাসগ্রন্থ রচনার প্রাথমিক কার্যাদি সম্পাদন ছাড়া প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রমের তেমন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। ২০০২ সালের জুলাই মাসে প্রকল্পটি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তরিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সর্বাত্মক সহযোগিতায় এর সার্বিক কার্যক্রমে গতিসঞ্চার হয়। ১৫ খণ্ড দলিলগ্রন্থ পুনর্মুদ্রণের কার্যক্রম ত্বরান্বিত হয় এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পুনর্মুদ্রণের কাজ সফলভাবে সমাপ্ত হয়।

১৫ খণ্ড দলিলগ্রন্থ পুনর্মুদ্রণের সফল সমাপ্তকরণে অক্লান্ত শ্রম, মেধা, পরামর্শ, দিক-নির্দেশনা ও সময় দিয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের জন্য প্রত্যয়ন কমিটি ও সাব-কমিটির সকল সম্মানিত সদস্যকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ ও প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে তাদের প্রসংশনীয় ভূমিকার জন্য জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। দলিল খণ্ডসমূহ পুনর্মুদ্রণের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রেসসমূহকেও জানাই মোবারকবাদ।

পুনর্মুদ্রিত দলিলখণ্ডগুলো সুধী পাঠকসমাজ, গবেষক ও ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে পারছি বলে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। এগুলো আপনাদের কাছে সমাদৃত হলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে আমরা মনে করব।

অধ্যাপক মোঃ রেজাউল করিম
সভাপতি
প্রত্যয়ন কমিটি
ও
প্রতিমন্ত্রী
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পুনর্মুদ্রণ : প্রসঙ্গ কথা

"বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : দলিল ও ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ" প্রকল্পের প্রত্যয়ন কমিটির সভাপতি তাঁর প্রাক্‌কথনে বর্তমান প্রকল্প সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভূমিকা রেখেছেন। ইতোপূর্বে প্রকাশিত ১৫ খণ্ডে স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিল বাজারে দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এবং দেশে এ দলিলগুলোর চাহিদা থাকায় জনগণের কাছে সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকার উক্ত দলিলখণ্ডসমূহ পুনর্মুদ্রণের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে ১৫ খণ্ড দলিল পুনর্মুদ্রণ এবং অতিরিক্ত ৫ খণ্ড দলিলগ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশের লক্ষ্যে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ সংক্রান্ত সাব-কমিটির বিভিন্ন সভায় দলিলখণ্ড পুনর্মুদ্রণের বিভিন্ন বিষয় যেমন—পুনর্মুদ্রণের লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদান, বানান ও তারিখ সংশোধন, তথ্যগত ত্রুটি দুরীকরণ, প্রচ্ছদ চূড়ান্তকরণ, প্রাক্‌কথন ও পুনর্মুদ্রণ সংক্রান্ত প্রসঙ্গ কথা, মুদ্রণের ফন্ট নির্ধারণ, কাগজ নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মূল দলিলখণ্ডের বিষয় অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্পের পিপির সংস্থান অনুযায়ী দলিলগ্রন্থের ২২৫০ কপি করে প্রতিটি খণ্ড পুনর্মুদ্রণ করা হয়।

উল্লেখ্য, দলিলখণ্ডসমূহ বিজি প্রেস থেকে মুদ্রণের প্রচেষ্টা নেয়া হয় কিন্তু বিজি প্রেস নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উহা মুদ্রণে অপরগতা প্রকাশ করে। তাই বিজি প্রেসের তালিকাভুক্ত প্রেসসমূহের কাছ থেকে দরপত্রের মাধ্যমে একই দরদাতা হিসেবে বিবেচিত ৫টি প্রেসের সাহায্যে দলিলখণ্ডগুলো পুনর্মুদ্রণ করা হয়। সে কারণে দলিলখণ্ডের ইনারে প্রেসের নামের নির্ধারিত স্থানে বিভিন্ন খণ্ডে বিভিন্ন প্রেসের নাম লেখা রয়েছে। সাব-কমিটির দিক নির্দেশনায় পূর্ব প্রকাশিত ১৫ খণ্ড দলিলগ্রন্থে কোন পরিবর্তন ব্যতিরেকে কেবলমাত্র বানান ভুল, অসঙ্গতি ও তথ্যগত ত্রুটি/বিচ্যুত সংশোধন করে পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে। প্রয়োজনে এরূপ সংশোধনীর ব্যাখ্যা ফুট নোটে উল্লেখ করা হয়েছে।

কমিটি সকল সদস্য প্রকল্পের পরিচালক এবং গবেষকগণকে (তালিকা সংযুক্ত) তাদের প্রশংসনীয় ভূমিকা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য অশেষ ধন্যবাদ জানাই। সেই সঙ্গে প্রত্যয়ন কমিটির সভাপতি এবং সকল সদস্যকে তাদের কর্মপ্রচেষ্টার জন্য জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

পুনর্মুদ্রিত দলিলখণ্ডগুলো পাঠকসমাজ, গবেষক ও নতুন প্রজন্মের কাছে সমাদৃত হলে আমাদের প্রচেষ্টা স্বার্থক বলে মনে করবো।

প্রফেসর কে এম মোহসীন
আহ্বায়ক
১৫ খণ্ড দলিলগ্রন্থ পুনর্মুদ্রণ এবং অতিরিক্ত ৫ খণ্ড
দলিল প্রণয়ন সংক্রান্ত সাব-কমিটি

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের নয় সদস্য বিশিষ্ট প্রামাণ্যকরণ কমিটির তরফ থেকে এই দলিল সংগ্রহের প্রকাশনা সম্পর্কে দুটি কথা নিবেদন করছি। এ প্রকল্পের উৎপত্তি ও গঠন, এর মূল উদ্দেশ্য ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব হাসান হাফিজুর রহমান বিস্তারিত বলবেন।

বিপুলায়তন ও সংগৃহীত উপাত্ত থেকে প্রকাশিতব্য দলিলসমূহ নির্বাচনে কমিটির সদস্যবৃন্দ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। তাঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে দলিলাদির পাণ্ডুলিপি ধৈর্য্য ধরে পরীক্ষা করেছেন, বিস্তারিত আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে সংযোজন ও সংশোধনের জন্য মূল্যবান উপদেশ দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করেছেন। আমাদের কোন মন্তব্য ছাড়াই দলিলগুলো সরাসরি পাঠক ও গবেষকদের কাছে উপস্থিত হচ্ছে। দলিলপত্র যথাসম্ভব মূলসূত্র থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রকাশিত দলিলগুলো প্রামাণ্যকরণ কমিটি অনুমোদন করে দিয়েছেন।

প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠাব্যাপী দলিল থেকে প্রাথমিক নির্বাচনের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন প্রকল্পে নিয়োজিত বিভিন্ন গবেষকবৃন্দ। তাঁরা জনাব হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে এ দায়িত্ব যথাযথ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করেছেন।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সকল সদস্যকে এবং প্রকল্পের গবেষকবৃন্দকে তাঁদের প্রশংসনীয় ভূমিকার জন্য আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই। সেই সঙ্গে প্রকল্পের প্রধান বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে নিরলস ও অকাতর কর্মপ্রচেষ্টার জন্য জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন।

বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত ও সুবিবেচনার সাথে নির্বাচিত দলিলগুলো থেকে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি সার্বিক, প্রামাণ্য ও নিরপেক্ষ চিত্র বেরিয়ে আসবে, আমরা এ আশা পোষণ করছি। সংগৃহীত সমুদয় দলিল একটি স্থায়ী আর্কাইভস্ গঠনে সহায়তা করবে। অনুদ্ঘাটিত ও অনাবিষ্কৃত দলিলগুলো ভবিষ্যতে সংগৃহীত হলে পরিশিষ্টের মাধ্যমে সেগুলো মূল দলিলের সঙ্গে সংযোজিত হতে পারে।

প্রকাশিত দলিলগুলো পাঠক সমাজ ও গবেষকদের কাছে সমাদৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

মফিজুল্লাহ কবীর
চেয়ারম্যান
প্রামাণ্যকরণ কমিটি

১৪ সেপ্টেম্বর
১৯৮২

ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়সীমা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত সারা বিশ্বে যা কিছু ঘটেছে তার তথ্য ও দলিলপত্র সংগ্রহ এবং সে সবের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচনা ও মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পিত হয় মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্পের ওপর। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই প্রকল্পটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর কাজ শুরু হয় ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী থেকে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ইতিহাস রচনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর কারণ, সমকালীন কোন ঘটনার বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মতো একটি যুগান্তকারী ঘটনার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা এবং বিকৃতির সম্ভাবনা এড়িয়ে যাওয়া বস্তুত অত্যন্ত দুরূহ। এ জন্যই আমরা ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি। এর ফলে দলিল ও তথ্যাদিই কথা বলবে, ঘটনার বিকাশ ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে, ঘটনা পরম্পরার সংগতি রক্ষা করবে।

এই লক্ষ্য সামনে রেখেই কয়েকটি খণ্ডে সংগৃহীত দলিলসমূহ প্রকাশের সিদ্ধান্ত প্রকল্প গ্রহণ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের সামনে একটি বিশেষ বিবেচ্য বিষয় দেখা দেয় এই যে, দলিলপত্র সংগ্রহের সময়সীমা স্বাধীনতা যুদ্ধকেন্দ্রিক হওয়া সত্ত্বেও এ সত্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের পশ্চাতে বিরাট পটভূমি রয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধকে এই পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। এই পটভূমির ঘটনাবলি— যাকে মুক্তিসংগ্রাম বলে অভিহিত করা যায়— তার অনিবার্য পরিণতিই স্বাধীনতা যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। তাই মুক্তিসংগ্রামের স্বরূপ জানা ছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধকে তুলে ধরা সম্ভবই নয়। এই পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল প্রকাশের সঙ্গে এর পটভূমি সংক্রান্ত দুখণ্ড দলিলসংগ্রহ প্রকাশের সিদ্ধান্তও প্রকল্প গ্রহণ করে। এর ফলে প্রকল্পের দলিল প্রকাশের পরিকল্পনা নিম্নরূপে দাঁড়ায় :

প্রথম খণ্ড	:	পটভূমি (১৯০৫–১৯৫৮)
দ্বিতীয় খণ্ড	:	পটভূমি (১৯৫৮–১৯৭১)
তৃতীয় খণ্ড	:	মুজিবনগর : প্রশাসন
চতুর্থ খণ্ড	:	মুজিবনগর : প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতা
পঞ্চম খণ্ড	:	মুজিবনগর : বেতারমাধ্যম
ষষ্ঠ খণ্ড	:	মুজিবনগর : গণমাধ্যম
সপ্তম খণ্ড	:	পাকিস্তানী দলিলপত্র : সরকারী ও বেসরকারী

অষ্টম খণ্ড	:	গণহত্যা, শরণার্থী শিবির ও প্রাসঙ্গিক ঘটনা
নবম খণ্ড	:	সশস্ত্র সংগ্রাম (১)
দশম খণ্ড	:	সশস্ত্র সংগ্রাম (২)
একাদশ খণ্ড	:	সশস্ত্র সংগ্রাম (৩)
দ্বাদশ খণ্ড	:	বিদেশী প্রতিক্রিয়া : ভারত
ত্রয়োদশ খণ্ড	:	বিদেশী প্রতিক্রিয়া : জাতিসংঘ ও বিভিন্ন রাষ্ট্র
চতুর্দশ খণ্ড	:	বিশ্বজনমত
পঞ্চদশ খণ্ড	:	সাক্ষাৎকার
ষোড়শ খণ্ড	:	কালপঞ্জী, গ্রন্থপঞ্জী ও নির্ঘণ্ট

মূল পরিকল্পনায় ৭২০০ পৃষ্ঠা মুদ্রণের পরিকল্পনা থাকলেও সংগ্রহের পরিমাণ বিপুল হয়ে যাওয়ায় আমাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হয়। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি খণ্ড প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠা, সর্বমোট ১৫০০০ পৃষ্ঠার মধ্যে সংগ্রহগুলোর মুদ্রণ সম্পন্ন করার বাজেট বরাদ্দ অনুমোদিত হয়। এই ভিত্তিতে আমাদের কাজ এগিয়ে যায়।

দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যাপারে নীতিমালা আমরা ব্যাপক ও খোলামেলা রেখেছি। তবে পটভূমি সম্বন্ধে দলিল ও তথ্যাদি গ্রহণে কিছুটা সংযত দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করি। আমরা শুধু সেইসব তথ্য ও দলিলই পটভূমি খণ্ডে সন্নিবেশিত করার সিদ্ধান্ত নিই যা বাংলাদেশের বর্তমান ভূখণ্ডের বৈশিষ্ট্য ও এখানে বসবাসকারী জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। অর্থাৎ, যেসব ঘটনা, আন্দোলন ও কার্যকারণ এই ভূখণ্ডের জনগণকে মুক্তিসংগ্রামের দিকে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করেছে, প্রধানত সেসব সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যই এই খণ্ডে কালানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বাংলাদেশের অতীত ঘাঁটতে বহু দূর-অতীতে প্রত্যাবর্তন করি নি। ১৯০৫ সালের বংগভংগ থেকেই পটভূমি সংক্রান্ত দলিল-তথ্যাদির সন্নিবেশন শুরু করি। আমরা মনে করি, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ব্যাখ্যায় এই শুরুর সীমাটি বাহুল্যবর্জিত, প্রত্যক্ষ এবং যুক্তিগ্রাহ্য।

১৯০৫-এর বংগভংগ এবং তা রদ-এর পর ১৯৪০ সাল পর্যন্ত মধ্যবর্তী এ দীর্ঘ সময়ের আর কোন দলিল এ খণ্ডে সন্নিবেশ করা হয় নি। কারণ ১৯১১ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত এ ভূখণ্ডে অনুষ্ঠিত সকল রাজনৈতিক আন্দোলন সর্বভারতীয় বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৪০ সালে গৃহীত লাহোর প্রস্তাবে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সত্তারূপে বাংলার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিহিত ছিল। আর তা উত্থাপন করেছিলেন বাংলাদেশেরই সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর অবিসংবাদিত নেতা এ, কে, ফজলুল হক। ১৯৪৬ সালে নিতান্ত অবৈধভাবে দিল্লী কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাবের যে সংশোধনী করা হয়, তাতে বাংলার স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয়রূপের প্রশ্নকে পরিহার করা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ সম্পর্কে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণার পর স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা

প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হয়, কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং যেভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়। এরই পরিণতিতে পরবর্তীকালে বাংলাদেশের জনগণের সম্মুখে স্বায়ত্তশাসন তথা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা ঐতিহাসিক প্রয়োজন হয়ে দেখা দেয়। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনকে মূর্ত করে তুলেছে এমন সমস্ত দলিলই এ খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে।

পটভূমি সংক্রান্ত দলিলপত্র দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডটি শেষ হয়েছে ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের সময়সীমায়। এখানে কাল বিভাজন করা হয়েছে একান্তই খণ্ড পরিকল্পনার পৃষ্ঠাসংখ্যার সুবিধার দিকে লক্ষ রেখে— কোন বিশেষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।

পটভূমির বেলায় যে ধরনের দলিল ও তথ্যাদি আমরা গ্রহণ করেছি সেগুলো হলো গেজেট বিজ্ঞপ্তি, পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী, কোর্টের মামলা সম্পর্কিত রিপোর্ট ও রায়, কমিশন রিপোর্ট, রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী ও প্রস্তাব, জনসভার প্রস্তাব, আন্দোলনের রিপোর্ট, ছাত্রদলের প্রস্তাব ও আন্দোলন, গণপ্রতিক্রিয়া, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রামাণ্য সমীক্ষা ও প্রবন্ধ, রাজনৈতিক পত্র, সরকারী নির্দেশ ও পদক্ষেপ ইত্যাদি। স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদির বেলায় সংগ্রহের ধরন বিস্তৃততর হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। কারণ এ যুদ্ধের সংগে সারা বিশ্ব জড়িত হয়ে পড়েছিল। ফলে কেবল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নয়, সারা বিশ্বের বিষয়াদি যোগাড় করা অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয় এবং প্রকল্প সেভাবেই অগ্রসর হয়। এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত ডায়েরী, চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার, স্মৃতিকথা, সরকারী নথিপত্র, রণকৌশল ও যুদ্ধ সংক্রান্ত লিপিবদ্ধ তথ্যাদি, মুক্ত এলাকায় মুক্তিবাহিনী ও বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক তৎপরতা, জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, কমিটি গঠন, বিবৃতি, বিশ্বজনমত, বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী প্রভৃতি নানা ধরনের তথ্য ও দলিল এই সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে নজর রেখেছি যাতে সর্বসাধারণের মনোভাব প্রতিফলনে কোন ফাঁক না থাকে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে গণসহযোগিতার প্রতিস্তরের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডে যতদূর সম্ভব মূল দলিল সন্নিবেশিত করার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তবে যেসব দলিল ঐতিহাসিক গুরুত্ব অর্জন করেছে এবং যেগুলো বাদ দিলে ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় না সেগুলো আমরা প্রকাশিত সূত্র থেকে গ্রহণ করেছি।

এ-কাজে একটিই আমাদের প্রধান বিবেচ্য ছিল, সঠিক ঘটনার সঠিক দলিল যেন সঠিক পরিমাণে বিন্যস্ত হয়। আমাদের কোন মন্তব্য নেই, অঙ্গুলি সংকেত নেই, নিজস্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও নেই। আমরা বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ মনোভাব আগাগোড়া বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। এই মূল লক্ষ্য সামনে রেখেই দলিল-তথ্যাদি বাছাই, সম্পাদনা এবং বিন্যাস করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমরা শুধু এইটুকু সতর্কতা অটুট রেখেছি যাতে কারো প্রতিনিধিত্ব ক্ষুণ্ন না হয়। দলিলের যথার্থতাই যার যা ভূমিকা ও গুরুত্ব তা যথাযথভাবে তুলে ধরবে। বস্তুত জনসাধারণই এ ধরনের ঘটনার প্রকৃত মহানায়ক। জনসাধারণের মধ্যে অবস্থা পরিবর্তনের

ইচ্ছা যখন পরিণত ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে, কেবল তখনই জনগণের মধ্য থেকে যোগ্যতম নেতৃত্বের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশের বেলাতেও তাই ঘটেছে। আর তাই এমন সব দল বা সংগঠনের দলিল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যে দল বা সংগঠন আমাদের জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে হয়তো মুখ্য ভূমিকা বা নেতৃত্ব গ্রহণ করে নি। তবু একাত্তরের অনেক আগেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার চিন্তা একটা দেশের একটা জাতির নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী অন্তঃস্রোতকেই সামনে তুলে ধরে। আসলে মহীরুহের চারপাশে জেগে ওঠা অজস্র গাছপালা নিয়েই বনের গঠন-কাঠামো। বনকে জানতে হলে এর সবটাই জানা দরকার।

তবে ব্যাপক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে সবটুকু হয়তো প্রতিফলিত নাও হয়ে থাকতে পারে। এর দুটো কারণ, প্রথমত গ্রন্থের সীমিত পরিসরে স্থান সঙ্কুলানের প্রশ্ন, দ্বিতীয়ত অনেক তথ্য ও দলিল হাতে না আসা যা বহু ক্ষেত্রে যোগাযোগ করেও পাওয়া যায় নি; কিছু ক্ষেত্রে যোগাযোগেরও সুযোগ ঘটেনি। সবাইকে আমরা জায়গা দিতে চেয়েছি এবং ভূমিকা অনুযায়ী গুরুত্ব বিধানের দিকেও লক্ষ্য রেখেছি— এইটেই মূল কথা। এই নীতি পটভূমি ও অন্যান্য খণ্ডে একইভাবে অনুসৃত হয়েছে।

সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার মতো দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহ সংখ্যার দিক থেকে বিপুল বলতে হবে। তবু আমাদের ধারণা এই যে, বহু দলিল ও তথ্য এখনো সংগ্রহের বাইরে রয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি লোকই কোন না কোন ভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। গ্রামে গ্রামে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বহু ঘটনার উদ্ভব হয়েছে, বহু বীরত্ব-গাঁথা, বহু ত্যাগ, বিশ্বাসঘাতকতা, অত্যাচার, নিপীড়নের কাহিনী স্তরে স্তরে গড়ে উঠেছে। এর পরিমাণ অনুধাবন করা কঠিন। তাছাড়া সারা বিশ্ব জুড়েও ছিল এ-সম্পর্কে সমর্থন ও প্রতিক্রিয়া এবং প্রবাসী বাঙালীদের ব্যাপক তৎপরতা। তাই সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে তা বলা যায় না। দেশ ও বিদেশের তথ্য সংগ্রহের কাজ তাই কেবল বাড়তে পারে, শেষ সীমায় পৌঁছানোর ঘোষণা দেয়া এখনই সম্ভব নয়। এর জন্য দীর্ঘ পরিক্রমা ও সক্রিয়তার প্রয়োজন।

সীমিত সময়ের জন্য আমাদের প্রকল্পের আয়ু; তদুপরি আমাদের লোকবলও মাত্র চারজন। এই অবস্থায় এই বিশাল কাজের কতখানি বাস্তবায়ন সম্ভব তা ভাববার বিষয়। তবু আমরা অসাধ্য সাধনের লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম এবং যতদূর সফল হয়েছি তাতে স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত তথ্য ও দলিলের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে, নির্দ্বিধায় এ-কথা বলা যায়। এখন এর বিকাশ ও উন্নয়নের অপেক্ষা রাখে মাত্র। তথ্য ও দলিল সংগ্রহ করতে গিয়ে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এ-কথা বলা যায়।

দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টা ছিল ব্যাপক এবং খোলামেলা। ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছাড়াও এ-উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্ন সময়ে পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছি এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পত্রপত্রিকার দপ্তর, গ্রন্থাগার এবং ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের কাছে প্রেরণ করেছি কয়েক হাজার প্রশ্নমালা। কিন্তু দুঃখজনকভাবে আশানুরূপ সাড়া মেলে নি। প্রতিটি রাজনৈতিক, ছাত্র, শ্রমিক এবং কৃষক

সংগঠনের সাথেই যোগাযোগ করা হয়েছে কিন্তু দলগতভাবে নয়, ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ দিয়ে গেছেন নিজস্ব সংগ্রহের দলিলপত্র। আবেদনের জবাবে আশানুরূপ সাড়া না পাবার কারণ হিসেবে আমরা দুটি বিষয় লক্ষ্য করেছি : প্রথমত, ইতিহাসের গুরুত্ব সম্পর্কে অসচেতনতা, যার ফলে খুব কম সংখ্যক মানুষই দলিলপত্র সংগ্রহ বা সংরক্ষণ করে থাকেন এবং দ্বিতীয়ত, ভিত্তিহীন সংশয়— বিশেষ করে কারো কারো প্রতিক্রিয়ায়। আমাদের মনে হয়েছে যে, ইতিহাস প্রণয়নের প্রচেষ্টাটি সরকারী হওয়ায় এর সততা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে তাঁরা যথেষ্ট সন্দিহান এবং ফলে দলিলপত্র প্রদানের মাধ্যমে পরিকল্পিত ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করার পরিবর্তে অপূর্ণাঙ্গতার সম্ভাবনাকেই যেন তারা মেনে নিয়েছেন। ব্যাপক ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে এই সমস্যা আমরা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছি। সরকারী উদ্যোগের কারণে ইতিহাসের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে যে আশংকা, তা আমাদের দলিল খণ্ডগুলি নিরসন করবে বলে আমরা মনে করি।

এছাড়াও আমরা লক্ষ্য করেছি, এমন অনেকের কাছেই দলিল ও তথ্যাদি রয়েছে যা তাঁরা হাতছাড়া করতে রাজী নন। অনেকেই কিছু ছেড়েছেন, কিছু হাতে রেখে দিয়েছেন। আবার কারো কারো প্রত্যাশা, দলিলাদি পুরানো হলে সেগুলো অনেক বেশী লাভের উৎস হয়ে উঠতে পারে। আমরা মূল দলিলের ফটোকপি রেখে অনেককেই তাঁর মূল কপি ফেরত দিয়েছি। এক্ষেত্রেও অনেকেই ফটোকপি রাখারও সুযোগ দিতে রাজী হননি— অর্থাৎ তাঁর হাতের দলিলটি তিনি বেরই করেন নি ভবিষ্যতের আশায়। সরকার দলিল সংগ্রহের ব্যাপারে কোন অর্ডিন্যান্স পাস করেন নি। ফলে দলিল পাওয়ার জন্য আমরা ব্যক্তিগত অনুরোধ ও প্রয়াস চালাতে পারি, আইনগত চাপ সৃষ্টি করতে পারি না। অথচ এ কথাও সত্যি যে, স্বাধীনতা সংক্রান্ত দলিল মাত্রই জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ; তাকে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিষ্ঠানগতভাবে কুক্ষিগত করে রাখা উচিত নয়।

এই সংগে আমরা দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ করি যে, এই প্রকল্প শুরু হবার আগেই স্বাধীনতা যুদ্ধের বিশিষ্ট নেতাদের অনেককে আমরা হারিয়েছি। ফলে তাঁদের কাছে রক্ষিত দলিলপত্র পাওয়ার কিংবা তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি।

এই সব বাধাবিঘ্নের মধ্যেই আমাদের এগিয়ে যেতে হয়েছে। ফলে আমাদের এতদ্‌সংক্রান্ত যে বুনিয়াদ তৈরী হয়েছে তা অতীতের ত্রুটি সংশোধনে এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সহায়ক হতে পারে। যে তথ্যগত ফাঁক থেকে যাচ্ছে তা পূরণ হওয়া দরকার। সম্ভব হলে অপ্রকাশিত দলিলপত্র থেকে কিংবা ভবিষ্যতে আরো দলিলপত্র সংগৃহীত হলে তা থেকে নির্বাচন করে অতিরিক্ত খণ্ড প্রকাশ করে এই ফাঁক পূরণের চেষ্টা করা যাবে। দেশে-বিদেশের দুষ্প্রাপ্য দলিল সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রাখা একান্ত জরুরী বলেই আমরা মনে করি। এ ধারা ক্ষুণ্ন হলে এ কাজ দূরূহতর হবে, এমনকি এটা সম্পূর্ণ করা অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে। এ ব্যাপারে স্থায়ী কর্মসূচী সুফলদায়ক হবে সন্দেহ নেই।

দলিল এবং তথ্য প্রামাণ্যকরণের জন্য সরকার নয়-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রামাণ্যকরণ কমিটি গঠন করেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

আঠার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীর এই প্রামাণ্যকরণ কমিটির চেয়ারম্যান।

কমিটির সদস্যরা হলেন :

ড. সালাহউদ্দীন আহমদ, প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ড. আনিসুজ্জামান, প্রফেসর বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ড. সফর আলী আকন্দ, পরিচালক, ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ স্টাডিজ রাজশাহী।

ড. এনামুল হক, পরিচালক, ঢাকা জাদুঘর।

ড. কে, এম, করিম, পরিচালক, জাতীয় আর্কাইভস্ ও গ্রন্থাগার।

ড. কে, এম, মোহসীন, সহযোগী প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ড. শামসুল হুদা হারুন, সহযোগী প্রফেসর রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জনাব হাসান হাফিজুর রহমান, সদস্য-সচিব।

প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ নির্দিষ্ট গ্রন্থের জন্য দলিলাদি বাছাই করে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সামনে পেশ করেন। প্রামাণ্যকরণ কমিটি সেগুলো নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য কিনা তা পুংখানুপুংখরূপে যাচাই করেন। কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তানুযায়ী যে-সকল দলিল ও তথ্য প্রামাণ্য বলে গৃহীত হয়, কেবলমাত্র সেগুলোই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থের জন্য পেশকৃত দলিলাদির কিছু কিছু কমিটি নাকচ করেন; কিছু নতুন দলিল ও তথ্য যা গ্রন্থের উৎকর্ষের জন্য নেহাৎ জরুরী তা সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দেন। প্রকল্পের পক্ষ থেকে তাঁদের এই নির্দেশ যথাসাধ্য পালন করা হয়েছে। তবে এ-ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রকল্পকে বেশ দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। একেই লোকবল নগণ্য, তার ওপর স্বাভাবিক কাজ সেরে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য দলিলের সন্ধানে প্রকল্পের কর্মীদের হিমশিম খেতে হয়েছে। তবুও কর্মীরা লেগে থেকেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফলও হয়েছেন। তবে সংগ্রহ যথাসময়ে হয়তো হয় নি, অনেক সময় গড়িয়ে গেছে। ফলে খণ্ডবিশেষে সংযোজন অধ্যায় যোগ করতে হয়েছে। বিশেষভাবে পটভূমি খণ্ড সংকলনে এ পরিস্থিতি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯০৫ সালের মূল গেজেট বিজ্ঞপ্তিটি পাওয়া যাচ্ছিল না। পটভূমি খণ্ডের জন্য আমরা প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে এই বিজ্ঞপ্তিটি উদ্ধৃত করি। কিন্তু প্রামাণ্যকরণ কমিটি যতদূর সম্ভব মূল দলিল সংকলনের পক্ষপাতী। তাই মূল দলিল সংগ্রহের চেষ্টা নতুনভাবে নেয়া হয়। ঢাকা গেজেটে এই বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয় নি। কোলকাতা গেজেটেও নয়। ইতিমধ্যে পটভূমি খণ্ডটি প্রেসে চলে যায়। এই গেজেটের ফাইল লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল, হঠাৎ অন্য কাগজের স্তূপের ভেতর ধুলিধূসরিত অবস্থায় পাওয়া যায়। তমিজুদ্দিন খানের রীট আবেদনের মূল দলিল খুঁজতে গিয়ে অপরিসীম পরিশ্রমের পরও তা পাওয়া যায় নি। এর মূল কপি সিন্ধু হাইকোর্টে রয়েছে। আনা সম্ভব হয় নি। সুতরাং তা উদ্ধৃতির আকারেই গিয়েছে। এ থেকে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সংকলনের কাজ নিখুঁত ও সুষ্ঠু করার জন্য অটল আগ্রহ ও আন্তরিকতাই ব্যক্ত হয়। প্রকল্পের কর্মীরাও তাঁদের

এই অনুভূতির যথাসাধ্য মর্যাদা দিয়েছেন; তাঁদের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে কসুর করেন নি, প্রায় ক্ষেত্রেই সফল হয়েছেন। পটভূমি খণ্ডে দলিলসমূহ কালানুক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। অন্যান্য খণ্ডের দলিলের বেলাতেও কমবেশী এই নীতি অনুসৃত হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডেই নির্ঘণ্ট ও কালপঞ্জী দেয়া হয়েছে। শেষ খণ্ডে গ্রথিত হচ্ছে সকল খণ্ডের নির্ঘণ্ট এবং কালপঞ্জী; ফলে পাঠকদের পক্ষে কোন্ খণ্ডে কী আছে তা একনজরে জানা সম্ভব হবে।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল দলিলসমূহ মূল যে ভাষায় আছে তাতেই ছাপা হবে; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এতে বিশেষ অসুবিধে দেখা দেয়। বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় মূল দলিলগুলো আমরা সংকলনে স্থান দিয়েছি। তাছাড়া, উর্দু, হিন্দী, আরবী ও রুশ ভাষার বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল অনুবাদসহ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্কান্দেনেভীয়, ফরাসী, জার্মান, জাপানী ও ইন্দোনেশীয় প্রভৃতি ভাষায় বেশ কিছু দলিল ও তথ্য থাকা সত্ত্বেও তার অনুবাদ করা এবং গ্রন্থে সে সবের স্থান দেয়া এখনও সম্ভবপর হয় নি। এগুলো ভবিষ্যতের জন্যে জমা রইল। প্রাসঙ্গিকতা ও পরিসরের কথা বিবেচনা করে কোন কোন দলিল সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, তবে সেক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছি যাতে মূলের বিকৃতি না ঘটে।

বর্তমানে আমাদের সংগ্রহে প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার দলিল ও তথ্যাদি জমা হয়েছে। এর ভেতর ১৫ হাজার পৃষ্ঠা ছাপা হচ্ছে। বাকি দলিল ও তথ্যাদি ছাপার বাইরে রয়ে যাবে। এছাড়া সংগ্রহের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকায় আরও দলিলপত্র সংগৃহীত হবে। এগুলোর গুরুত্বও কম নয়। অর্থাৎ, এগুলোর ওপর গবেষণা করা এবং তার ওপর ভিত্তি করে প্রকল্প-প্রকাশিত খণ্ডগুলোর বাইরেও নতুন তথ্য সংবলিত মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতাযুদ্ধ সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশের সম্ভাবনা অবারিত থেকে যাবে। এ সুযোগ সম্প্রসারিত করা দেশ ও জাতির স্বার্থেই একান্ত অপরিহার্য। কারণ এ সম্পর্কে যত বেশী বস্তুনিষ্ঠ তথ্যাদি জাতি জানতে পারবে, আমাদের অগ্রযাত্রা তত বেশী নির্ভুল ও সচ্ছল হবে। তাছাড়া এ আমাদের অনন্ত অনুপ্রেরণার উৎস; তাই এ সম্পর্কিত প্রতিটি ছত্র পরম যত্ন, দায়িত্ব ও আগ্রহে সংরক্ষিত করা দেশ ও সরকারের নৈতিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত প্রায় প্রতিটি আত্মসচেতন দেশই তাদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে জড়িত ঘটনাবলী সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য স্থায়ী আর্কাইভস প্রতিষ্ঠা করে থাকেন এবং এ সংগ্রহের কাজ ও এর ওপর গবেষণার কর্মসূচী অব্যাহত রাখেন। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতাযুদ্ধের ব্যাপারে এ সম্ভাবনার বাস্তবায়ন করার সুযোগ সৃষ্টি সমানভাবে দরকার—বিশেষভাবে এ কারণে যে, এ সংগ্রামে এদেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেছিলেন, যত দিন যাবে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ তত বৃদ্ধি পাবে, নতুন নতুন তথ্য আর্কাইভস-এর সংগ্রহ সমৃদ্ধতর করতে থাকবে। এ সুযোগ বিনষ্ট করা দুর্ভাগ্যজনক ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না।

প্রকল্পের বিপুল পরিমাণ দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়ে যাঁরা আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এ পর্যায়ে কিছু প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, ব্যক্তি ও কর্মীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঢাকা জাদুঘর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলাদেশ অবজারভার

লাইব্রেরী, দৈনিক বাংলা লাইব্রেরী, জাতীয় সংসদ লাইব্রেরী এবং জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর এবং দিনাজপুর কালেকটরেট হতেও আমরা কিছু দলিল ও তথ্যাদি পেয়েছি। এছাড়া তথ্য মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় গ্রন্থাগার এবং সামরিক গোয়েন্দা পরিদপ্তর (ডি,এম,আই)-এর সৌজন্যে বহুসংখ্যক দলিল-দস্তাবেজ আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে অনেকে দলিলপত্র দিয়ে প্রকল্পকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু নাম এখানে উল্লেখ করা খুবই সঙ্গত মনে করছি। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী কিছুসংখ্যক মূল্যবান দলিল প্রকল্পকে দিয়েছেন। বিদেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং মার্কিন কংগ্রেসের বহুসংখ্যক দলিল এ, এম, এ, মুহিতের সৌজন্যে আমরা পেয়েছি। প্রবাসে বাংলাদেশ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত অনেকে তাঁদের দলিলপত্র প্রকল্পকে দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মরহুমা রাশীদা রউফ, আজিজুল হক ভূইয়া, ড. এনামুল হক, আমীর আলী, সাখাওয়াত হোসেন ও জহিরউদ্দীন আহমদের নাম উল্লেখযোগ্য। বিদেশ হতে কিছু মূল্যবান দলিল পাঠিয়েছেন মাহমুদুল হক এবং খোন্দকার ইব্রাহিম মোহাম্মদ। মুজিবনগর সরকার এবং স্বাধীন বাংলা বেতারের দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে যাঁদের সাহায্য-সহযোগিতার কথা আমরা বিস্মৃত হব না তাঁরা হলেন হাসান তৌফিক ইমাম, মওদুদ আহমদ, মাঈদুল হাসান, আবদুস সামাদ, দেবব্রত দত্তগুপ্ত, শামসুল হুদা চৌধুরী ও আলমগীর কবীর। পটভূমি পর্যায়ের কিছু গুরুত্বপর্ণ দলিল দিয়ে সাহায্য করেছেন বদরুদ্দীন উমর, কাজী জাফর আহমদ, অজয় রায়, ইসমাইল মোহাম্মদ, যতীন সরকার, শেখ আবদুল জলিল, ড. সাঈদ-উর রহমান এবং আমিনুল হক। ইসমত কাদির গামা, শামসুজ্জামান খান মিলন, উৎপলকান্তি ধর, স্বপন চৌধুরী ও রেজা মোস্তাক স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদি দিয়েছেন। উল্লিখিত সকলকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া আমাদের বিপুল সংগ্রহের বিরাট কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন আরও অনেকে। এই স্বল্প পরিসরে তাঁদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আমাদের আর্কাইভস-এর দলিল সংরক্ষণ খাতায় তাঁদের সকলের নাম দলিলাদির উৎস হিসেবে লিখিত রয়েছে। তাঁদেরকেও ধন্যবাদ।

দলিল ও তথ্যাদির সত্যতা যাচাই-এর ক্ষেত্রে প্রামাণ্যকরণ কমিটির অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। কমিটির সদস্যগণ পরম ধৈর্য, যত্ন ও আগ্রহ সহকারে দলিলাদির প্রাসঙ্গিকতা ও মূল্য বিচার করেছেন। তাঁরা শুধু দলিলাদির সত্যতা যাচাই করেন নি, প্রকল্পের উন্নয়ন এবং বিশেষ করে খণ্ডসমূহের তথ্যসমৃদ্ধি ও সৌকর্য বৃদ্ধির জন্য মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীরের কথা আন্তরিকতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

দলিল সংগ্রহ খণ্ডগুলোর প্রকাশনার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাই। এই সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের মুদ্রণ বিভাগ এবং দি প্রিন্টার্স-এর প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

সবশেষে আরও কয়েকজনের কথা বলতে হয়— স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলসংগ্রহ খণ্ডগুলোর পেছনে রয়েছে যাঁদের অক্লান্ত শ্রম ও নিরলস সাধনা। তাঁরা এই প্রকল্পের চারজন গবেষক— সৈয়দ আল ইমামুর রশীদ, আফসান চৌধুরী, শাহ আহমদ রেজা এবং ওয়াহিদুল হক। শুধুমাত্র চাকরির দায়িত্বে নয়— গবেষণার স্পৃহা ও প্রকল্পের কাজের সঙ্গে একাত্মতায় তাঁরা দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজ হতে শুরু করে দলিলসমূহের সংগ্রহ, বাছাই, সম্পাদনায় সহায়তা, প্রেসকপি তৈরীকরণ, মুদ্রণ তত্ত্বাবধান— সর্ববিধ কাজ সীমিত ও সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করেন। এছাড়া সুকুমার বিশ্বাস ও রতনলাল চক্রবর্তীর শ্রম ও নিষ্ঠার কথা উল্লেখযোগ্য। প্রশাসনিক দিক থেকে আবদুল হামিদের গভীর দায়িত্ববোধ এবং নিরলস তৎপরতা প্রকল্পের স্বাভাবিক কাজকর্ম অব্যাহত রাখতে সাহায্য করেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছেন, যাঁরা নির্যাতিত হয়েছেন, যাঁরা ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সর্বব্যাপী প্রতিকূল পরিবেশে যাঁরা দেশপ্রেমের দীপশিখা অমলিন রেখেছেন, যাঁরা আমাদের কর্মের পথে প্রতি মুহূর্তের প্রেরণাস্বরূপ তাঁদের সকলের উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রের এই সংগ্রহ আমরা দেশের মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছি।

হাসান হাফিজুর রহমান
সম্পাদক

দলিল প্রসঙ্গ
মুজিবনগর—গণমাধ্যম

স্বাধীনতার সপক্ষে বাংলাদেশ ও বিদেশে বাঙালীদের উদ্যোগে প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহ এই খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে। মুজিবনগরসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোকে গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে (১-৬৭২ পৃষ্ঠা) এবং বৃটেন, আমেরিকা ও কানাডাসহ বিদেশে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোকে দ্বিতীয় অধ্যায়ে (৬৭৩-৯০৫ পৃষ্ঠা) সংযোজন করা হয়েছে। গেরিলা আক্রমণ ও সম্মুখ সমরসহ মুক্তিযোদ্ধাদের নানা ধরনের তৎপরতার খবরের পাশাপাশি এই পত্রিকাগুলোতে থাকতো বাংলাদেশ সরকারের কার্যক্রম ও নির্দেশাবলী, রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দের বিবৃতি ও তৎপরতা, প্রবাসে বাঙালীদের সংগঠন ও আন্দোলনের খবর এবং বাঙালী কূটনীতিকদের কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণী। উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দলের উদ্যোগে প্রকাশিত এই পত্রিকাগুলো সকল পর্যায়েই মুজিবনগর সরকারের প্রতি অনুগত ছিলো।

প্রথম অধ্যায়ে সন্নিবেশিত দু'টি ছাড়া অন্য সংবাদপত্রগুলোর ভাষা বাংলা। ইংরেজী পত্রিকা দু'টিকে অধ্যায়ের শেষে সংযোজন করা হয়েছে (৫৬২—৬৭২ পৃষ্ঠা)। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংযোজিত অধিকাংশ সংবাদপত্রই ইংরেজীতে প্রকাশিত হতো। এক্ষেত্রে বাংলায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলোকে লণ্ডনস্থ সংবাদপত্র অংশে দ্বিতীয় পর্যায়ে সন্নিবেশ করা হয়েছে। বিন্যাসের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থে তারিখভিত্তিক কালানুক্রমিতার পরিবর্তে মুদ্রিত সংবাদপত্রটির ধারাবাহিকতাকে বজায় রাখা হয়েছে। অধিকাংশ সংবাদপত্রেরই প্রথম সংখ্যা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি বলে সংগৃহীত সংবাদপত্রের তারিখভিত্তিক প্রথম সংখ্যাটি শুরুতে মুদ্রিত হয়েছে।

সন্নিবেশিত প্রতিটি পত্রিকার পরিচিতি প্রারম্ভিক পৃষ্ঠার পাদটীকায় মুদ্রিত হয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রকাশিত অধিকাংশ সংবাদপত্রে সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রকের ছদ্মনাম ব্যবহৃত হতো গ্রন্থের পাদটীকায় সে নামই মুদ্রিত হয়েছে।

সন্নিবেশিত সংবাদপত্রগুলো গণহত্যা ও নির্যাতন, গেরিলা ও সশস্ত্রযুদ্ধের খবরও পরিবেশন করতো। কিন্তু এদুটো বিষয়ের ওপর প্রকাশিত কয়েকটি ছাড়া, অবশিষ্ট বিবরণ দলিলপত্রের অন্যান্য প্রাসঙ্গিক খণ্ডে স্থান দেয়ার জন্যে এ খণ্ডে বাদ দেয়া হয়েছে।

পরিশিষ্ট

[এক]

The Bangladesh Gazette, Part II, September 1, 1971, Page 503. Ministry of Information & Broadcasting.



বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ২৩শে আগস্ট, ১৯৭৭

নং-তথ্য/৪ই-২৫/৭৭/৪১৪৮১—স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে দৈনিক বাংলার প্রাক্তন সম্পাদক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত অফিসার পদে ১৯৭৭ সনের ১লা জুলাই হইতে জনস্বার্থে এক বৎসরের জন্য চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগ করা হইল।

২। চুক্তির শর্তানুযায়ী তিনি তাঁহার বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে—

আবদুস সোবহান

উপ-সচিব

পরিশিষ্ট

[দুই]

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
DACCA

No. 51/2/78-Dev/231 Dated 18-7-1978.

RESOLUTION

In connection with the Writing and Printing the History of Bangladesh War of Liberation the Government have been pleased to constitute an Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh War of Liberation" with the following members :

1. Dr. Mafizullah Kabir,	Pro-Vice Chancellor, Dacca University.
2. Professor Salahuddin Ahmed,	Chairman, Department of History, Jahangirnagar University.
3. Dr. Safar Ali Akanda,	Director, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi.
4. Dr. Enamul Huq,	Director, Dacca Museum.
5. Mr. K. M. Mohsin,	Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University.
6. Dr. Shamsul Huda Harun,	Associate Professor, Deptt. of Political Science, Dacca University.
7. Dr. Ahmed Sharif,	Professor and Chairman, Deptt. of Bengali, Dacca University.
8. Dr. Anisuzzaman,	Professor, Deptt. of Bengali, Chittagong University.
9. Mr. Hasan Hafizur Rahman,	O. S. D., History of Bangladesh War of Liberation Project.

The following shall be the terms of reference of the Committee;

(a) To verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.

(b) To determine validity and price of documents are required for the purpose.

Syed Asgar Ali
Section Officer.

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

DACCA

No. 51/2/78-Dev/10493/(25) Dated : 13.2.1979

RESOLUTION

In partial modification of Resolution issued under No. 51/2/78-Dev/231, dated 18.7.78 Govt. have been pleased to reconstitute an Authentication Committee for the Project 'Writing and Printing of a History of Bangladesh War of Liberation' with the following members :

1.	Dr. Mofizullah Kabir, Pro-Vice Chancellor, Dacca University	Chairman
2.	Prof. Salahuddin Ahmed, Chairman, Deptt. of History, Jahangirnagar University	Member
3.	Dr. Anisuzzaman, Prof. Deptt. of Bengali, Chittagong University.	Member
4.	Dr. Safar Ali Akanda, Director, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi.	Member
5.	Dr. Enamul Huq, Director, Dacca Museum.	Member
6.	Mr. K. M. Mohsin, Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University.	Member
7.	Dr. Shamsul Huda Harun. Associate Professor, Deptt. of Political Science, Dacca University.	Member
8.	Dr. K. M. Karim, Director, National Library and Archive, Dhaka.	Member
9.	Mr. Hasan Hafizur Rahman, O.S.D., History of Bangladesh War of Liberation Project.	Member-Secy.

2. The following shall be the terms of reference of the Committee :

To verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.

To determine validity and price of documents required for the committee.

M. A. Salam Khan
Section Officer

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

স্বাধীনতা যুদ্ধকালে বাংলাদেশ এবং মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা

মুজিবনগর সংবাদপত্র : ইংরেজী

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতা যুদ্ধকালে প্রবাসী বাঙালীদের দ্বারা প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা

বৃটেন

(ইংরেজী সংবাদপত্র)

বাংলা সংবাদপত্র

আমেরিকা

কানাডা

প্রথম অধ্যায়

স্বাধীনতাযুদ্ধকালে বাংলাদেশ
এবং
মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত
পত্র-পত্রিকা

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জয়বাংলা★	৩১ মার্চ, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
২য় সংখ্যা		

সম্পাদকীয়

ইংরেজীতে একটা কথা আছে "Man does not live by bread alone", অর্থাৎ মানুষ শুধুমাত্র আহার করিয়াই বাঁচিয়া থাকে না।

কথাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আমাদের বর্তমান স্বাধীনতা সংগ্রাম উহার প্রমাণ। স্বৈরাচারী সরকারের আমলে জনসাধারণ ভুট্টা, গম, চাউল ইত্যাদি মোটামুটি খাইতে পাইত। স্বাধীনতা স্বাধীনতা বলিয়া চিৎকার না করিলে "বাসমতী" চাউলও কিছু খাইতে পাইত! শুধু ভাত খাইয়া বাঁচিয়া থাকিবার অধ্যায়টির ইতি হইয়াছে। ভাতের সঙ্গে আমরা স্বাধীনতাও চাহিয়াছি এবং আমরা পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে সফলতা অর্জন করিয়াছি।

আমরা মনে করি ভাতের সঙ্গে মানুষের মনের খোরাকেরও প্রয়োজন আছে।

"জয় বাংলা" সেই চাহিদার কিঞ্চিৎ মিটাইবার চেষ্টা করিতেছে।



গতকল্যকার সংখ্যায় আমরা জনসাধারণের প্রতি আবেদন করিয়াছিলাম—প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্রয় করিবেন না। জানিতে পারিলাম কিছুসংখ্যক লোক বেহুশের মত লবণ কিনিতে শুরু করিয়াছেন। এই জাতীয় কর্ম হইতে বিরত থাকুন। ইহাতে বাজারে সংকট সৃষ্টি হইতে পারে। আমরা মনে করি দোকানদারদের উচিত লবণের মত একটি অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ কাহারও নিকট এক সঙ্গে অর্ধসেরের বেশী বিক্রয় না করা।

এই সমস্ত ছোটখাট ব্যাপারেও সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশের অপেক্ষায় থাকিবেন—ইহা কোন কাজের কথা নহে। সংগ্রাম পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে আপনারাও সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি নাগরিকের জাতীয় স্বার্থের কথা চিন্তা করা কর্তব্য।



"জয় বাংলা" জনসাধারণ, সংগ্রাম পরিষদ ও সেনাবাহিনীর সমর্থন ও উৎসাহ পাইয়াছে। সেজন্য আমরা সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ।



উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নওগাঁর বাহিরেও বেশকিছুসংখ্যক পত্রিকা প্রেরণ করা হইয়াছে।

★ জয় বাংলা ঃ স্বাধীন বাংলার আদি পর্যায়ে নওগাঁ হতে প্রকাশিত একটি ক্ষুদ্রাকার দৈনিক পত্রিকা।

সম্পাদক : রহমতউল্লাহ এম, এ,।

সম্পাদক দাবী করেছেন, "জয় বাংলা"-ই সে সময়ে স্বাধীন বাংলার একমাত্র দৈনিক পত্রিকা এবং স্বাধীন বাংলার সাড়ে সাত কোটি জনগণের একমাত্র মুখপত্র।



নিরস্ত্র যুদ্ধ বন্দীদের হত্যা করা ন্যায়নীতি ও যুদ্ধনীতির পরিপন্থী। ভাবাবেগে চালিত না হইয়া সংশ্লিষ্ট সকলে বিচার বিবেচনা করিয়া কার্য করিবেন। ইহা আমাদের কথা নহে— পবিত্র কোরানে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে।



বাংলা মুক্তিবাহিনী, পুলিশ, আনসার এবং স্বেচ্ছাসেবকদের সহিত সর্বপ্রকার সহযোগিতা করিবেন। মনে রাখিবেন, হয় আমরা জয়ী হইব, নতুবা ধ্বংস হইব। মাঝামাঝি কোন পথ আর নাই।

সংগ্রাম পরিষদের সদস্যদের নানা প্রকার গুরুত্বপূর্ণ কাজে এখানে-ওখানে ছুটাছুটি করিতে হইতেছে বলিয়া অনেক সময় জনসাধারণের তাহাদের সহিত যোগাযোগ করিতে অল্প-স্বল্প অসুবিধা হইতেছে। আমরা মনে করি জনসাধারণের সহিত সর্বক্ষণ যোগাযোগ রক্ষার সুবিধার্থে মহকুমা প্রশাসকের দপ্তরে সরকারী কর্মচারীদের রোষ্টার ডিউটি দিয়া একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা প্রয়োজন। সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশের আওতার মধ্যে উক্ত নিয়ন্ত্রণ কক্ষ হইতে বিশেষ বিশেষ কাজ— যেমন পেট্রোল, কেরোসিন ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারে। ইহাকে উপ-নিয়ন্ত্রণ কক্ষ নাম দেওয়া যাইতে পারে।

কোরানের বাণী

"... যদি কেহ তোমাকে আক্রমণ করে তবে ঠিক সেইভাবেই তুমি তাহাকেও আক্রমণ কর ..."

(সুরা বাকারা—১৯৪ আয়াত)

"... অত্যাচার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত লড়াই কর — ধর্ম আল্লাহরই। যদি তাহারা বিরত হয় তবে শুধুমাত্র অত্যাচারীদের ছাড়া অপর কাহারও ওপর বিদ্বেষ না রাখাই শ্রেয় ..."

(সুরা বাকারা—১৯৩ আয়াত)



★ " এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

★ "ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল।"
— বঙ্গবন্ধু
(ঘোড়দৌড় মাঠ, ঢাকা, ৭ই মার্চ)।

★ "তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীনতা সংগ্রাম
চালাইয়া যাও।" — মওলানা ভাসানী
(পোলোগ্রাউন্ড, চট্টগ্রাম—২১শে মার্চ)।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জয়বাংলা	১ এপ্রিল, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
৩য় সংখ্যা		

সম্পাদকীয়

সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার কৃপায় "জয় বাংলা"র তৃতীয় সংখ্যা বাহির হইল। নওগাঁর মত ছোট শহর হইতে বর্তমান পরিস্থিতিতে একটি দৈনিক পত্রিকা (যত ছোট কলেবরই হোক) বাহির করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য ব্যাপার। মুদ্রণালয়ের কর্মচারীদের অকুণ্ঠ এবং আন্তরিক সহযোগিতা না পাইলে "জয় বাংলা" হয়ত বা আপনাদের কাছে পৌঁছিত না।



ইংরেজ কবি শেক্সপীয়ার সিজারের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন :—

"Cowards die many times before their death,
The valiant never tastes of death but once."

কাপুরুষেরা মৃত্যুর আগেও বার বার মরে, বীরেরা কখনও এক বারের বেশী মৃত্যুবরণ করে না। (আমাদের অনুবাদ) টিপ্পনী নিষ্প্রয়োজন।



"জয় বাংলা"র প্রথম সংখ্যায় আমরা লিখিয়াছিলাম সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশ কেহ অমান্য করিবেন না। আমরা পুনর্বার সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশাবলী মানিয়া চলিবার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাইতেছি।



আমাদের চূড়ান্ত বিজয় সমাসন্ন। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, যুদ্ধে যত ক্ষতি হয় বিজয় পূর্বে বিশৃঙ্খলার দরুণ অনেক সময় তাহার চাইতে বেশী ক্ষতি সাধিত হয়। একটা উদাহরণ দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইতিহাসে আছে ফরাসি বিপ্লবের পরে আত্মকলহ, হিংসা এবং বিশৃঙ্খলা এত চরমে উঠিয়াছিল যে বিপ্লবের অনেক লক্ষ্যই অর্জিত হয় নাই। এমনকি বিপ্লবী পরিষদের অধিকাংশ নেতৃবর্গকেই "গিলোটিনে" প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল। পরিণামে ফ্রান্সে পুনর্বার রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কাজেই আমাদের অনুরোধ জনসাধারণ, নেতৃবৃন্দ এবং মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন শাখা সকলে হুঁশিয়ার থাকিবেন।



সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ ফেরেশতা নহেন— তাহারাও মানুষ। কাজেই ছোটখাট ভুল-ভ্রান্তি ত হইবেই। আমাদিগকে দুঃখের সহিত লিখিতে হইতেছে এই চরম সত্যটি অনেকেই স্বীকার করিতে চাহেন না। লক্ষ্য করা গিয়াছে কিছুসংখ্যক শিক্ষিত লোকও

এসব ব্যাপার নিয়া জনমনে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের অনুরোধ, জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করিয়া সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ করতঃ আপনাদের গঠনমূলক মতামত পেশ করিয়া সামান্য ভুলত্রুটি দূর করার ব্যাপারে সহায়তা করুন। আমরা মনে করি "Voice of reason must prevail".

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, আকাশবাণী ও অন্যান্য সূত্র হইতে আপনারা যথেষ্ট খবর পাইতেছেন। সে কারণে এবং ছোট কলেবরের দরুন "জয় বাংলা" কোন খবর ছাপান হইতে বিরত রহিয়াছে। সব খবরের সারমর্ম নজরুলের ভাষায় বলা যায়— "মাভৈ মাভৈ আর ভয় নাই—নবযুগ ঐ আসে ঐ।"



বাংলা মুক্তিবাহিনী, পুলিশ, আনসার এবং স্বেচ্ছাসেবকদের সহিত সর্বপ্রকার সহযোগিতা করিবেন। নওগাঁর আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা এবং লুঠতরাজ বন্ধের ব্যাপারে বিভিন্ন মহল্লার স্বেচ্ছাসেবকরা যে রকম সুষ্ঠুভাবে কাজ করিয়া যাইতেছেন সে জন্য নওগাঁবাসীর পক্ষ হইতে "জয় বাংলা" তাহাদিগকে অভিনন্দন জানাইতেছে। সাবাস!



নওগাঁ হাসপাতালে বেশ কিছুসংখ্যক জখমী লোক চিকিৎসাধীন রহিয়াছে। জনসাধারণ এবং ঔষধ বিক্রেতাদের প্রতি আমাদের আবেদন, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া তাহাদের চাহিদা মত কিছু ঔষধপত্র বিনামূল্যে দান করিবেন। মনে রাখিবেন পীড়িতদের সেবা করা মহান কাজ। বেশী দামের সম্ভব না হয় কম দামের ঔষধপত্রই দান করিবেন।



বঙ্গবন্ধু বলিয়াছেন, "বাংলাদেশে বসবাসকারী প্রতিটি নাগরিকের জানমাল রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। সে বাঙালী হউক, বিহারী হউক, হিন্দু হউক, মুসলমান হউক।"

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জয়বাংলা	৩ এপ্রিল, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
৫ম সংখ্যা		

সম্পাদকীয়

বাংলার বীর সৈনিকেরা— বাংলা রাইফেল বাহিনী, বাংলা রেজিমেন্ট, পুলিশ, আনসার, স্বেচ্ছাসেবক— যেভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লড়াই করিতেছেন তাহার তুলনা বিশ্বের ইতিহাসে মিলিবে না। সারা বিশ্ব তাহাদিগকে সালাম জানাইতেছে। বাংলার সাড়ে সাত কোটি বীর জনতার পক্ষ হইতে "জয় বাংলা"ও তাহাদিগকে জানাইতেছে হাজারো সালাম।



একের পর এক শত্রুর ঘাঁটি আমাদের বীর সৈনিকেরা প্রাণপণ লড়াই করিয়া দখল করিয়া লইতেছেন। অত্যাচারী জালেমদেরকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইতেছে। বাংলার মাটি হইতে শত্রুদেরকে নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত আমাদের আরাম হারাম।



বাংলার সমগ্র উত্তরাঞ্চল (দুই একটি জায়গা ছাড়া) মুক্তিবাহিনীর দখলে। পূর্বাঞ্চলেরও অধিকাংশ অংশ মুক্তিবাহিনীর করায়ত্ত। স্বাধীন বাংলার সৈন্যবাহিনী অন্যান্য অংশ হইতে ইন্‌শাআল্লাহ অচিরেই শত্রুদেরকে উৎখাত করিবে। বাংলার অন্যান্য বীর সন্তানদের প্রতি আহ্বান— আপনারা বাংলা-সেনাবাহিনীর সহিত কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া লড়াই এবং তাহাদের সহিত সর্বপ্রকার সহযোগিতা করুন। জনসাধারণের প্রতি আহ্বান : সৈনিক ভাইদের যখন যা প্রয়োজন আপনাদের সাধ্যমত যোগাইবার চেষ্টা করিবেন। নিজেদের হাজার অসুবিধা হইলেও লক্ষ্য রাখিবেন, সৈনিক ভাইদের যেন কোন কষ্ট না হয়, কেননা বাংলাদেশের পতাকাকে সমুন্নত রাখিবার জন্য তাহারা প্রাণপণ লড়াই করিতেছেন। আমরা সকলেই লড়াই করিতেছি সন্দেহ নাই, কিন্তু সৈনিক ভাইরাই সকলের আগে রহিয়াছেন। ঝড়-ঝাপটা তাহাদের উপর দিয়াই বেশী যাইতেছে।



বাংলাদেশের শুধুমাত্র ঢাকা এবং চট্টগ্রাম হইতেই দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত। উক্ত দুইটি শহরে প্রচণ্ড লড়াই চলিতেছে বিধায় কোন দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। বাংলাদেশের অন্য কোন শহর হইতে কোন দৈনিক পত্রিকা আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক ও সাময়িকী বহু প্রকাশিত হয়, কিন্তু কোন দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় না। দেখা যাইতেছে এই ক্ষুদ্র আকারের "জয় বাংলা"-ই বর্তমানে বাংলাদেশের একমাত্র দৈনিক পত্রিকা। কাজেই "জয় বাংলা"-ই স্বাধীন বাংলার সাড়ে সাত কোটি জনগণের একমাত্র মুখপত্র। ইহা অযৌক্তিক দাবী নহে, এই দাবী অখণ্ডনীয় যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেহেতু "জয় বাংলা"র মতামতকে সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া সকলের কর্তব্য বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। ...

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জয়বাংলা	৪ এপ্রিল, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
৬ষ্ঠ সংখ্যা		

সম্পাদকীয়

আমরা বীরের জাতি। পৃথিবীর বীর জাতিগুলির তালিকায় সর্বাগ্রে বাঙালীদের নাম অবশ্যই থাকিবে। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা যেভাবে ট্যাঙ্ক, কামানের বিরুদ্ধে লাঠি, সাধারণ বন্দুক ইত্যাদি দ্বারা লড়াই করিয়া শত্রুকে ধ্বংস করিয়া দিতেছে তাহার তুলনা বিশ্বের ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। পৃথিবীর অন্যান্য দুই এক জায়গায় এই ধরনের প্রতিরোধের কথা শোনা গিয়াছে। কিন্তু এমন ব্যাপকভাবে আর কোথাও প্রতিরোধ করা হয় নাই। বীর মুক্তিযোদ্ধারা— আল্লাহর উপর ভরসা রাখিবেন। জয় আমাদের হইবেই।

এতদিন বাঙালীরা ঘুমন্ত সিংহের ন্যায় ছিল। আজ তাহারা জাগ্রত হইয়াছে। আজ তাহাদের গতি রোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই।

গত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া তাহাদিগকে জাগাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, অনেক জাগরণী গানও শোনান হইয়াছে। কিন্তু তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে জাগাইতে একমাত্র বঙ্গবন্ধুই সক্ষম হইয়াছেন। জয় বঙ্গবন্ধু!

অতীতে কে কি করিয়াছেন ভুলিয়া যান।

যে যা হাতিয়ার— লাঠি, বৈঠা, বন্দুক, রামদাও, বল্লম, বর্শা, সড়কী, কাস্তে, হাতুড়ি, তীর-ধনুক ইত্যাদি যোগাড় করিতে পারেন, উহা লইয়াই মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ুন। বাংলার কামারেরা অস্ত্র তৈরি করিতে থাকুন। শুধু বন্ধুদের মুখাপেক্ষী না থাকিয়া নিজেদের যা আছে তাহার উপরও নির্ভর করিতে শিখুন।

সাঁওতাল, গারো, হাজং, চাকমা, মগ ও অন্যান্য ভাইয়েরা আপনাদের বিষমাখা তীর-ধনুক লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়ুন। সৈন্যদলে বিভিন্ন উপশাখা থাকে। আপনারা বাংলার ধনুক-বাহিনী হইবেন। ...

প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্রবর্গের কাছে স্বাধীন বাংলার সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর পক্ষ হইতে আমাদের আবেদন— প্রয়োজনমত আমাদিগকে সর্বপ্রকার সাহায্য দিবেন। বাঙালীরা অকৃতজ্ঞ নহে। আপনাদের বিপদের দিনেও আমরা আপনাদের পাশে দাঁড়াইব। কে জানে কার উপর কখন বিপদ নামিয়া আসিবে।

প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের জনগণ স্বাধীন বাংলার জনগণের প্রতি সমর্থন দান এবং তাহাদের সহিত একাত্মতা প্রকাশ করিয়াছেন। সেজন্য বাঙালীরা তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। আমরা সকল সময়েই প্রতিবেশীদের সাথে ভাল সম্পর্ক রাখিতে চাহিয়াছি। আমাদের শত্রুরাই তাহাতে বাধা দিয়াছে। এবার শত্রুদের উৎখাত করা হইয়াছে এবং হইতেছে। ...

বন্ধ করুন

কিছু কিছু বর্বর ব্যক্তি আইন নিজেদের হাতে নিয়া বহু নিরস্ত্র নিরীহ লোকের ওপর জুলুম চালাইতেছেন। উহা অবিলম্বে বন্ধ করুন। এইরূপ বর্বরদের ওপর খোদার গজব আসিবে। জনসাধারণ ও অন্যান্যদের প্রতি আবেদন আপনারা বাধা দিন।

কিছু সংখ্যক লোক শহর ত্যাগ করিয়া গ্রামে চলিয়া গিয়াছেন। অসমর্থ ব্যক্তিরা শহর ছাড়িয়া যান আপত্তি নাই। কিছু কিছু সমর্থ ব্যক্তিরাও শহর ছাড়িয়া পালাইয়াছেন। বহু চেনা মুখকেই নওগাঁ শহরে দেখা যাইতেছে না। এই সমস্ত লোকগুলিই সময়ে শহরে ফিরিয়া লম্বা লম্বা কথা বলিবে, উজির নাজির মারিবে, নওজোয়ান মাঠ চেঁচাইয়া ফাটাইবে। এই সমস্ত লোককে জানান যাইতেছে "জয় বাংলা"র কলমের খোঁচা খাইতে না চাহিলে অবিলম্বে শহরে প্রত্যাবর্তন করুন। জানেনইত "Pen is mighter than the sword"— "কলম তরবারীর চাইতে শক্তিশালী।" ...

হিংসা সংক্রামক রোগের ন্যায়। কোন কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে হিংসাকে চাপা দেওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। যদি সম্পূর্ণ চাপা দেওয়া সম্ভব না হয় (চাপা দিতে পারিলেই মঙ্গল) তবে উহাকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণে রাখা কর্তব্য। আজ যে হিংসার স্রোত কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর লোকদের দিকে প্রবাহিত হইতেছে পরে উহা যে অন্য কোন দিকে দিক পরিবর্তন করিবে না তাহা কি কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন? সব কিছুকেই নিয়ন্ত্রণে রাখা ভাল। সময় অতিক্রান্ত হইলে কোন কিছুকেই হাজার চেষ্টা করিলেও নিয়ন্ত্রণে আনিতে পারিবেন না। অত্যাচারীদের অবশ্যই শাস্তি দিতে হইবে, তবে নিরপরাধ ব্যক্তিদেরকে লঘু পাপে গুরু দণ্ড দেওয়া কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নহে। উহা নীতিবিরুদ্ধ এমনকি পবিত্র কোরআনের নির্দেশেরও পরিপন্থী। অত্যাচারীর সঙ্গে লড়াই করা ধর্মীয় এবং নৈতিক কর্তব্য। হিংসার সঙ্গে উহার কোন সম্পর্ক নাই। বঙ্গবন্ধু নিজেও একাধিকবার হিংসা পরিহার করিবার নির্দেশ দিয়াছেন।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জয়বাংলা	৫ এপ্রিল, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
৭ম সংখ্যা		

সম্পাদকীয়

ইনশাআল্লাহ জয় আমাদের হইবেই। উহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

মুক্তিযোদ্ধাদের সহিত সর্বপ্রকার সহযোগিতা করিবেন। তাহাদিগকে আশার বাণী শোনাইবেন, সাহস দিবেন। মনে রাখিবেন তাহারাও মানুষ। আপনাদের আশার বাণী তাহাদের মনে নব-বলের সঞ্চার করিবে। নব উদ্যমে তাহারা শত্রুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে এবং কামিয়াব হইবে।

রাজশাহীতে বহু সংখ্যক শত্রুকে ধ্বংস করার সময় আমাদের কয়েকজন সৈনিক ভাই জখম হইয়াছেন। তাহারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রহিয়াছেন। "জয় বাংলা"র পক্ষ হইতে তাহাদের জন্য ৬টি গ্লুকোজ ও এক ডজন গ্লুকোজ বিস্কুট হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে দেওয়া হইয়াছে।

মুক্ত এলাকার আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার দায়িত্ব আঞ্চলিক সংগ্রাম পরিষদ, আনসার, মোজাহিদ ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ওপরে। তাহারা নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথ পালন করিবেন। কেহ কোন অপকর্মকে প্রশ্রয় ত দিবেনই না বরং কঠোর হস্তে দমন করিবেন। মনে রাখিবেন, যে যাহা করিবেন তাহার ফল পাইবেন। অন্যায় অত্যাচার চোখের সামনে ও জানামতে সংঘটিত হইতে দেখিয়াও যদি কেহ উহাকে কঠোর হস্তে দমন না করেন তবে তাহাদিগকে আল্লাহ যথোপযুক্ত শাস্তি দিবেন। অন্যায় অন্যায়ই। আল্লাহর বিচার অতি সূক্ষ্ম, কেহই তাঁহার বিচারের আওতার বাহিরে নহে। দুই একদিন আগে পরে প্রতিটি অত্যাচারীকেই কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। কবিগুরু বলিয়াছেন:—"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে"—অর্থাৎ অন্যায় করাও পাপ, অন্যায় চোখের সামনে সংঘটিত হইতে দেখিয়া বাধা না দেওয়াও পাপ। কেহ কোন প্রকার পাপকর্ম নিজেরাও করিবেন না বা অন্যকেও করিতে দিবেন না।

'ক' আপনার ভাইকে মারিয়াছে— উহার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আপনি নিরস্ত্র নিরপরাধ 'খ'-কে মারিবেন— তাহা হইতে পারে না। 'ক' অত্যাচারী, উহাকে সমুচিত শাস্তি দিতেই হইবে। যদি আপনি 'ক' এর নাগাল না পাইয়া নিরপরাধ 'খ'-কে মারেন তবে আপনিও 'ক'-এর সমান অত্যাচারী হইলেন। 'খ'-এর ওপরে আপনার সন্দেহ থাকে অথবা উহার পক্ষ হইতে বিপদের আশঙ্কা থাকে তবে 'খ' কে নিরস্ত্র করিয়া বন্দী করিতে পারেন। কিন্তু কোন অবস্থাতেই হত্যা করিতে পারেন না।

"জয় বাংলা"র কণ্ঠ স্তব্ধ না হওয়া পর্যন্ত সত্য কথাই বলিবে। "জয় বাংলা" বিশ্বাস করে—"সত্যম শিবম সুন্দরম"—অর্থাৎ যাহা সত্য তাহাই মঙ্গলময় এবং সুন্দর। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তায়ালা "জয় বাংলা"র কণ্ঠকে স্তব্ধ হইতে দিবেন না। আপনাদের সকলের দোয়া চাই।

কোথায় কি চক্রান্ত হইতেছে না হইতেছে, কে কোথায় কি দুষ্কর্ম করার চেষ্টা চালাইতেছে আল্লাহর মেহেরবাণীতে "জয় বাংলা"র কানে তাহা যথাসময়েই পৌছে। শয়তানদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইল। "জয় বাংলা"কে কেহ দুর্বল মনে করিবেন না।

আল্লাহ্‌র মেহেরবাণী ত আছেই; তদুপরি সংশ্লিষ্ট সকল মহলেরই সমর্থন এবং সহযোগিতা "জয় বাংলা" পাইয়াছে এবং পাইতেছে। কাজেই হুঁশিয়ার।

জানা গিয়াছে সান্তাহারে বেশ কিছুসংখ্যক নিরস্ত্র নিরপরাধ নারী, শিশু এবং পুরুষ কতিপয় হিংস্র দানব এবং লুটেরাদের ভয়ে সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌কে ডাকিতেছে এবং সকলের সাহায্য ভিক্ষা করিতেছে। সংশ্লিষ্ট সকল মহলের প্রতি আবেদন, আপনারা অবিলম্বে তাহাদের সকলের নিরাপত্তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন। প্রয়োজনবোধে তাহাদিগকে অতি সত্বর নিরাপদ জায়গায় অপসারণ করুন। বঙ্গবন্ধু একাধিকবার বলিয়াছেন "বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী প্রতিটি নাগরিকই বাঙালী—সে যে ভাষায়ই কথা বলুক না কেন?" বঙ্গবন্ধুকে যদি আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করেন এবং তাহার নির্দেশ মানেন তবে আর কালবিলম্ব না করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

দেশে এখন যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান বলিয়া জনস্বার্থের খাতিরে "জয় বাংলা" স্ব-আরোপিত সেন্সর নীতি (Self censorship) অবলম্বন করিয়াছে। কেহ ইহাকে অন্য অর্থে নিবেন না। "জয় বাংলা" প্রথমতঃ আল্লাহ্‌ এবং দ্বিতীয়তঃ জনস্বার্থ ও দেশের মঙ্গল ছাড়া আর কিছুরই তোয়াক্কা করে না।

"জয় বাংলা" পশ্চিমা বর্বরদের বিরুদ্ধে আরও ব্যাপকভাবে বিশ্বজনমত গড়িয়া তুলিবার কথা চিন্তা করিতেছে। ...

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জয়বাংলা	৮ এপ্রিল, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
৮ম সংখ্যা		

সম্পাদকীয়

বগুড়ার তরুণ মুক্তিফৌজের বীর সদস্যদের সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর পক্ষ হইতে "জয় বাংলা" লাখো ছালাম জানাইতেছে। যে রকম বীরত্ব তাহারা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং হানাদারদের যেভাবে উৎখাত করিয়াছেন তাহার তুলনা বিশ্বের ইতিহাসে খুব বেশী একটা পাওয়া যাইবে না। একদিকে কয়েকশত মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত শত্রুসেনা অপরদিকে মামুলি বন্দুক-রাইফেলে সজ্জিত বগুড়ার বীর তরুণেরা। চার পাঁচ দিন বাহিরের কোনরূপ সাহায্য ছাড়াই অবিরাম লড়াইয়ের পর তাহারা বহিরাগত হানাদারদেরকে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। কে জানে ঐ একটি ঘটনাই সমস্ত যুদ্ধের মোড় ফিরাইয়া দিয়াছে কিনা। সেই দিন বগুড়ার তরুণেরা যদি মৃত্যুর ভয় করিয়া শত্রুদেরে বাধা না দিত তবে যুদ্ধের গতি কোন্ দিকে মোড় নিত তাহা বলা কঠিন। আল্লাহর মেহেরবাণীতে তাহারা সফলকাম হইয়াছেন। জয় বগুড়ার বীর তরুণ মুক্তিফৌজ!

মূল শহরে প্রবেশের মুখে (যাহাকে ১নং ফ্রন্ট বলিব) মাত্র ২৩ জন তরুণ মুক্তিফৌজ কয়েকটি রাইফেল ও বন্দুকসহ বিভিন্ন দালানের ছাদে উঠিয়া হানাদারদের গতিরোধ করিবার প্রথম প্রচেষ্টা চালাইয়াছিল। এই দলেরই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক জনাব আসাদুজ্জামানের পুত্র বগুড়া জিলা স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র বিংশ শতাব্দীর তীতুমীর বীর তীতু অন্যান্যদের সাথে ঘণ্টাখানেক লড়াই করিবার পর শাহাদাৎ বরণ করে। তাহার সাথে একটি রাইফেল ছিল। তাহার সঙ্গে আর যে ৪ জন ঐ দালানের ছাদ হইতে—রাইফেল এবং বন্দুক হইতে শত্রুদের উপর অবিরাম গুলিবর্ষণ করিয়া বেশ কিছুসংখ্যক সৈন্যকে ঘায়েল করিয়াছিল, তাহাদের আর কোন খোঁজ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। দালানটি আমরা দেখিয়াছি। উহা রাস্তার মুখে অবস্থিত। এইদেশে শান্তি ফিরিলে বাংলার মানুষ যে শহীদদের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলিতে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করিবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শহরের অন্য অঞ্চলে (২নং ফ্রন্ট) বগুড়া মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি তরুণ মুক্তিযোদ্ধা আকবর হোসেন ওরফে বকুলের নেতৃত্বে বেশ কিছুসংখ্যক তরুণ ও জনতা হানাদারদের বাধা দিবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এক নং ফ্রন্ট অপেক্ষা এই দলে মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা বেশী ছিল। কিন্তু বন্দুক ও রাইফেলের সংখ্যা ছিল কম। এই ফ্রন্টেও হানাদারদের সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই চলে। এই ফ্রন্টে বীর বকুল একাই একটি ২-২ বোর রাইফেলের সাহায্যে বেপরোয়া এবং অবিরাম গুলিবর্ষণ করিয়া হানাদারদেরকে দেড় ঘণ্টা ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। তৎপরে অন্যান্যরা হানাদারদের ঘিরিয়া ফেলিবার প্রচেষ্টা চালাইলে উহারা কাপুরুষের মত পশ্চাদপসরণ করে। এই ফ্রন্টে সকলেই কিছু না কিছুর আড়ালে কভার নিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া হতাহতের সংখ্যা বেশী নহে।

১১

বিশেষ ঘোষণা

আল্লাহর মেহেরবাণীতে এবং সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিশেষ করিয়া বাংলা রাইফেল বাহিনীর প্রাণপণ চেষ্টার ফলস্বরূপ গতকল্য দুপুরের আগে রাজশাহী আমরা পুনরুদ্ধার করিয়াছি। শত্রুদের ধ্বংস করিয়া ফেলা হইয়াছে। দুই একটি ক্যান্টনমেন্ট ছাড়া সমস্ত উত্তরাঞ্চল আমাদের দখলে। এইগুলিও ইনশাআল্লাহ অনতিবিলম্বে আমাদের করায়ত্ত হইবে। পূর্বাঞ্চলের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। ঐ অঞ্চলেও মাত্র দুই একটি ক্যান্টনমেন্ট শত্রুদের দখলে রহিয়াছে। শত্রুদেরকে স্বাধীন বাংলার মাটি হইতে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত না করা পর্যন্ত আমাদের সকল প্রকার আরাম হারাম করা কর্তব্য। স্বাধীন বাংলার উত্তরাঞ্চলের বীর যোদ্ধাদের এবং তাহাদের তরুণ সর্বাধিনায়ককে স্বাধীন বাংলার সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর পক্ষ হইতে "জয় বাংলা" সংগ্রামী অভিনন্দন জানাইতেছে ...

প্রথম হামলায়ই হানাদারেরা যে প্রস্তর-দৃঢ় প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় তাহাতে তাহাদের প্রায় বিলুপ্ত মনোবল আরও ভাঙ্গিয়া পড়ে। ইহার পরে আরও তিন চারদিন ধরিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে মুক্তিফৌজের সঙ্গে হানাদারদের খণ্ড লড়াই চলে এবং পরিশেষে তাহারা বেশ কিছুসংখ্যক হতাহতকে পিছনে ফেলিয়া রাত্রির অন্ধকারে চোরের মত পলায়ন করে। শত্রুদের আগমনের খবর ২৫শে মার্চ সন্ধ্যায় পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তি সেনারা তাহাদেরকে বাধা দিবার জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। প্রথম লড়াই শুরু হয় ২৬শে মার্চ শুক্রবার।

এদিকে শহরের অপর প্রান্তে শহর হইতে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত আড়িয়ারী বাজার ক্যাম্পে অবস্থানরত বাঙ্গালী এবং পশ্চিমা সৈন্যদের মধ্যে কনফ্রন্টেশন চলিতেছিল। পশ্চিমারা অবস্থা বেগতিক দেখিয়া বিমান সাহায্য চাওয়ায় ক্যাম্পকে টারগেট করিয়া দুইদিনে বেশ কিছুসংখ্যক বোমা ফেলা হয়। শোনা যায় উহাদের অন্য বিশেষ মতলব ছিল। আল্লাহ্‌র মেহেরবাণীতে শত্রুদের কোন কুমতলবই হাসিল হয় নাই। শহরেও কয়েকটি বোমা ফেলা হয়। উহাতে ৪-৫টি ঘর বাড়ী মাত্র আংশিক পুড়িয়াছে। কেহ হতাহত হয় নাই। অবশেষে মুক্তিসেনা শহরের অপর অংশ হইতে হানাদারদের বিতাড়ন করিয়া আড়িয়ার বাজার ক্যাম্পের বাঙ্গালী সৈন্যদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হয়। এই সময়ে কিছু পুলিশ ও পার্শ্ববর্তী এলাকা হইতে প্রেরিত কিছু নিয়মিত সৈন্যও তাহাদের সঙ্গে যোগ দেয়। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অনধিক এক ঘণ্টার মধ্যে শত্রুদেরকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়। এই ফ্রন্টে বগুড়া শহর আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান তরুণ মুক্তিযোদ্ধা বীর মাসুদ শহীদ হন।

প্রথম দিনেই হানাদারদের বাধা দিতে রওয়ানা হইবার পূর্বে বগুড়ার মহকুমা প্রশাসক জনাব আব্দুল হাই সাহেব তাহাদের উদ্দেশে প্রদত্ত এক উদ্দীপনাময়ী ভাষণ দিয়া তরুণ মুক্তি সেনাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় হাই সাহেব বয়োঃবৃদ্ধ হইলে কি হইবে— বগুড়ার বীর তরুণেরা তাহাকেও তরুণ বলিয়া স্বীকার করিয়া নিয়াছে! জেলা প্রশাসকসহ অন্যান্য সরকারী কর্মচারীবৃন্দও তাহাদের সহিত সর্বপ্রকার সহযোগিতা করিয়াছেন। অপর

একজনের নাম উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না— তিনি হইলেন মুক্তি সেনাদের "কমন মামা" (সম্পাদকও তাহাকে "মামা" বলিয়া ডাকে) ক্যাপ্টেন (অবসরপ্রাপ্ত) এম. আর. চৌধুরী। মুক্তি সেনাদের ঠিক পথে পরিচালিত করাই তাহার অন্যতম প্রধান কাজ। পুলিশ বাহিনীর বর্তমান অধ্যক্ষও মুক্তি সেনাদের সঙ্গে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করিয়াছিলেন এবং করিতেছেন। ইহা ছাড়া দু'একজন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পরামর্শও তাহারা পাইয়াছিলেন।

গত ৫ তারিখ রাত্রি হইতে ৭ তারিখ সকাল পর্যন্ত বগুড়ায় অবস্থানকালে দেখিতে পাইয়াছি বেশ কিছুসংখ্যক গর্তে পলায়নকারী তথাকথিত রাজনৈতিক নেতারা মাঠে নামিয়া তাহাদের নানাপ্রকার কুমতলব হাসিলের চেষ্টায় রত রহিয়াছেন। ইহাদের কার্যকলাপ এতই জঘন্য যে উহারা মুক্তিসেনাদের মাঝেও বিভেদ সৃষ্টি করিবার চেষ্টার ক্রুটি করেন নাই। আল্লাহ্‌র মেহেরবাণীতে তাহাদের প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি বিশেষ করিয়া বেসামরিক, সামরিক এবং মুক্তিসেনাদের প্রতি আমাদের আবেদন অবিলম্বে চোর-ছ্যাচড়দের যে সব গর্তে উহারা পলাইয়াছিল সেই সব গর্তেই উদাদিগকে ফেরত পাঠান। এখন যুদ্ধাবস্থা। এ ব্যাপারে কোন রকম শৈথিল্য দেখান কাহারও পক্ষে উচিত হইবে না। সকলেই স্মরণ রাখিবেন, একতা ছাড়া আমাদের কোন প্রচেষ্টা কোনদিনই সফলতা লাভ করিতে পারিবে না। আর একটি কথাও স্মরণ রাখিবেন— আমরা বাঙ্গালী। যুদ্ধের সময় প্রধান প্রধান নেতৃবৃন্দের আত্মগোপনের প্রয়োজন অবশ্যই রহিয়াছে। কিন্তু সকলেরই পলায়নের অধিকার বা প্রয়োজন রহিয়াছে, তাহা আমরা মানিয়া নিতে প্রস্তুত নহি।

আমরা একটি প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিতেছি— অবিলম্বে মুক্ত অঞ্চলসমূহে বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে স্ব-স্ব অঞ্চলের বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের সমূলে ধ্বংস করিবার পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া কর্তব্য। এই ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করিতে হইবে। নতুবা দেশে অরাজকতা দেখা দিতে পারে। হিংসাও মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইতে পারে। যে কোন প্রকার হিংসা এবং অনৈক্যকে প্রশ্রয় দিলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। কে কী করিয়াছে শুধু তাহাই আমরা দেখিব না বা অনুসরণ করিব না— আমরা কী করিব তাহাই চিন্তা করিতে হইবে। অরাজকতা এবং হিংসার বৃদ্ধি কোন অবস্থাতেই চলিতে দেওয়া যাইতে পারে না। আমরা মনে করি, সময় নষ্ট না করিয়া অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

টেলিফোন বিভাগের কর্মীরা আমাকে জানাইয়াছেন যে, মুক্ত অঞ্চলসমূহে অনতিবিলম্বে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করার জন্য তাহারা আপ্রাণ চেষ্টা চালাইবেন। সংশ্লিষ্ট সকলে তাহাদের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিবেন।

"জয় বাংলা"-র সংখ্যাগুলি শুধুমাত্র বগুড়ায় দশ পয়সা মূল্যে বিক্রয় করিবার অনুমতি দেওয়া হইল। একমাত্র শর্ত কাহারও নিকট হইতে কোন অবস্থাতেই ঐ বাবদ দশ পয়সার বেশী লওয়া চলিবে না। তরুণ মুক্তিফৌজের তরুণতম সদস্য বগুড়া জিলা স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র বাবলুর অনুরোধে এই অনুমতি দেওয়া হইল। সে নিজেই উদ্যোগী হইয়া বগুড়ার মুক্তি ফৌজের বড় ভাইদের বিভিন্ন টুকিটাকি জিনিস যোগান

দিবার উদ্দেশ্যে বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা "জয় বাংলা" ফান্ড খুলিয়াছে। 'মামা' সহ মুক্তিফৌজের অন্যান্য সকলেই উহা অনুমোদন করিয়াছেন বিধায় আমাদিগকে নতী স্বীকার করিতে হইল।

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানাইতেছি, এই ফান্ড হইতে "জয় বাংলা" কর্তৃপক্ষ (কর্তৃপক্ষ বলিতে এ ক্ষেত্রে আমাকেই বোঝাইতেছে) এক পয়সাও গ্রহণ করিবে না।

বগুড়ার মুক্তিফৌজের তরুণ ভাইয়েরা "হাইজ্যাক" বাদ দিন। সিগারেট না পান দাদার আমলের হুক্কা ধরুন!!

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জয়বাংলা ৯ম সংখ্যা	৯ এপ্রিল, ১৯৭১	সম্পাদকীয়

সম্পাদকীয়

আমরা সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করিতেছি। অত্যাচার, অনাচার, অবিচার দূর করিয়া স্বাধীনভাবে শির ও স্বদেশের পতাকাকে সমুন্নত রাখিয়া বিশ্বের বুকে বিচরণ করিবার জন্যই লড়াই করিতেছি। আল্লাহর মেহেরবাণীতে জয় আমাদের হইবেই। আমাদিগকে ঠেকাইবার শক্তি (এক আল্লাহ ছাড়া) আর কাহারও নাই।

যে সমস্ত মুক্তিযোদ্ধা এবং অন্যান্য নিরস্ত্র লোক বর্বরদের হাতে নিহত হইয়াছেন তাহাদের সকলের আত্মার শান্তির জন্য আমরা পরম করুনাময়ের কাছে প্রার্থনা জানাইতেছি।

গতকল্যকার বিশেষ সংখ্যায় বগুড়ার মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা হইয়াছে। প্রতিটি খবরই বিভিন্ন মহল হইতে সংগ্রহ করিয়া নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে যাচাইয়ের পরেই পত্রিকায় প্রকাশ করা হইয়াছে। যতগুলি 'ফ্রন্টের' উল্লেখ রহিয়াছে প্রতিটি অঞ্চলই ব্যাপকভাবে পরিদর্শন করা হইয়াছে। উহা ছাড়াও সমস্ত শহরও একাধিকবার চষিয়া বেড়ান হইয়াছে। এই কাজে দ্বিচক্রযানের পিছনে বসাইয়া ঘোরানোর এবং গাইডের কাজ করিবার জন্য জনাব আলমগীর হোসেন সাহেবকে এবং দ্বিচক্রযানের খোরাক এক গ্যালন পেট্রোল যোগাড় করিয়া দিবার জন্য মুক্তিযোদ্ধা দোস্ত পেস্তাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

চূড়ান্ত বিজয় সমাসন্ন। এখন সকলকেই আরও বেশী হুঁশিয়ার থাকিতে হইবে। অনৈক্য, অরাজকতা, হিংসা, বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি কোন মতেই বৃদ্ধি পাইতে দেওয়া চলে না। পশ্চিমা বর্বরেরা যতখানি ক্ষতি করা সম্ভব করিয়াছে। কিন্তু আমরা যদি উপরি-উল্লিখিত পাপগুলিকে (আমরা ঐগুলিকে পাপ বলিয়া মনে করি) প্রশ্রয় দেই বা নির্মূল না করি তাহা হইলে যাহা অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহা হয়ত বা আমাদের নিজেদের হাতেই ধ্বংস হইবে। ঐক্য, শৃঙ্খলা ও শান্তির গুরুত্ব যুদ্ধবিশারদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, জনপ্রশাসনবিদ যাহাকেই জিজ্ঞাসা করুন না কেন একবাক্যে স্বীকার করিয়া নিবে। বিজয়ের মুহূর্তে এবং বিজয় পরবর্তী সময়ে ঐগুলির গুরুত্ব অপরিসীম।

পশ্চিমা বর্বরদের অত্যাচারে সারা বাংলাদেশে এমন লোক পাওয়া দুষ্কর যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। চূড়ান্ত বিজয়ের পরে পশ্চিমা বর্বরদের চিহ্ন একরকম থাকিবে না। এদিকে যাহারা উহাদের অত্যাচারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বা হইতেছে তাহাদের একটি অংশ ধীরে ধীরে হিংস্র হইয়া উঠিতেছে। এখনই ইহাকে বাধা না দিলে জয়ের শেষে হিংসাকে বাধা দেওয়া কাহারও পক্ষে সম্ভব হইবে না।

একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন— যুদ্ধের শেষে শত্রু একরকম নিশ্চিহ্নই হইয়া যাইবে। কিন্তু হিংসা শুধু থাকিবেই না— নিত্য নতুন বর্বরতার খবর কানে আসিবার (সমস্ত বর্বরতার সঠিক খবর এখনও পাওয়া যায় নাই) সঙ্গে সঙ্গে উহা আরও বৃদ্ধি

পাইবে। এই পুঞ্জীভূত হিংসা কোন দিকে ধাবিত হইবে? দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা ত ওঁৎ পাতিয়া রহিয়াছে— যে দিকে ইচ্ছা হিংসাকে দিক পরিবর্তন করাইবার চেষ্টার ক্রটি করিবে না। আমাদের তৃতীয় সংখ্যায় (১৮ই চৈত্র, ১৩৭৭) আমরা ফরাসী বিপ্লবের উদাহরণ দিয়াছিলাম। ইতিহাস একেবারে অস্বীকার করা চলে না— যদি তাহাই চলিত তবে কেহ আর উহা নিয়া মাথা ঘামাইত না— আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা আন্দোলন, ফরাসী বিপ্লব বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কাহিনী পড়িত না।

কাজেই আমরা আশা করি সংশ্লিষ্ট সকলেই দেশের মঙ্গল ও জনস্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করিবেন।

আমরা একাধিকবার বলিয়াছি অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং উহাদিগকে ধ্বংস করা ধর্মীয় এবং নৈতিক কর্তব্য। হিংসার সঙ্গে উহার কোনই সম্পর্ক নাই।

মুক্ত অঞ্চলসমূহে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে যাহা করা প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট সকলেই সেদিকে নজর দিবেন।

পশ্চিমা বর্বরদের বেতার কেন্দ্র কেহ ধরিবেন না। আমরাও তাহা শোনা অনেক পূর্বেই বাদ দিয়াছি। নিজস্ব একটি বেতার কেন্দ্র যতদিন আমাদের চালু না হইতেছে ততদিন বন্ধু-রাষ্ট্রসমূহের বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানাদি শুনিতে পারেন। পূর্বের একটি সংখ্যায় আমরা উত্তরাঞ্চলে একটি বেতার কেন্দ্রের আবশ্যকীয়তার কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জয়বাংলা ১১শ সংখ্যা	১১ এপ্রিল, ১৯৭১	সম্পাদকীয়

সম্পাদকীয়

পশ্চিমা বর্বরদের সীমানা মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন দেশী-বিদেশী সূত্র হইতে প্রাপ্ত খবরগুলি যেমনই পৈশাচিক তেমনিই হৃদয়বিদারক। খবরগুলি যতই হৃদয়বিদারক হউক না কেন এখন আর শোক প্রকাশের সময় নাই। বর্বরদেরকে অবিলম্বে বাংলাদেশের মাটি হইতে চিরতরে উৎখাত করিবার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে। বাংলার প্রতিটি সবল দেহ লোক বিশেষ করিয়া যুবকদের প্রতি আমাদের আহ্বান, হাতিয়ার তুলিয়া নিন, হানাদারদের বর্বরোচিত হামলার উপযুক্ত জবাব দিন।

বাংলার মা-বোনেরা— ছেলে, ভাই, স্বামীদেরকে উৎসাহ দিন, প্রেরণা যোগান। তাহাদগিকে লড়াই করিতে উদ্বুদ্ধ করুন। কোন প্রকার স্নেহের ডোরে এখন আর বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিবেন না। দেশের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে, এমনকি নিজেদের স্বার্থে তাহাদিগকে অবিলম্বে যুদ্ধে পাঠান। মনে রাখিবেন, শত্রুকে নির্মূল না করিতে পারিলে কাহারও কোন প্রকার নিরাপত্তা থাকিবে না।

গতকল্যকার সংখ্যায় আমরা সবল দেহ লোকদিগকে যুদ্ধ-ট্রেনিং দানের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়াছি। এ ব্যাপারে স্বেচ্ছাসেবকদেরকেই অগ্রণী হইতে হইবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস সংশ্লিষ্ট সকল মহলেরই সহযোগিতা আপনারা পাইবেন। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও এ ব্যাপারে যোগাযোগ করিতে পারেন।

এই সংখ্যা হইতে কিছু কিছু খবর ছাপিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিছু বিদেশী সূত্রে প্রাপ্ত, কিছু আমাদের নিজস্ব সংস্থা "জবাসসের"—"জয় বাংলা" সংবাদ সংস্থা—মাধ্যমে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের এবং জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতায় প্রাপ্ত।

খবর ছাপিবার প্রস্তাবটি যিনি দিয়াছেন তাহাকে "জয় বাংলার" পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

কলিকাতার ইংরেজী দৈনিক Amrita Bazar Patrika-র ৯ই এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত এক সংবাদে প্রকাশ, ঢাকার The Pakistan Observer, Morning News, দৈনিক পাকিস্তান, পূর্বদেশ এবং আজাদ—এই দৈনিক পত্রিকাগুলি পশ্চিমা সামরিক বাহিনীর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হইতেছে। পত্রিকাগুলির অধিকাংশ সাংবাদিক ও কর্মচারীদের নির্মমভাবে হত্যা করা হইয়াছে। পশ্চিমা বর্বরেরা বিশ্বকে ধোঁকা দিবার জন্য উক্ত বিখ্যাত পত্রিকাগুলির নাম বা Goodwill ব্যবহার করিতেছে। উক্ত খবরে আরও বলা হইয়াছে দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ ও The People-এর কার্যালয়গুলি ২৫শে মার্চ দিবাগত রাত্রে অর্থাৎ ২৬শে মার্চ ভোরে ধ্বংস করিয়া ফেলা হইয়াছে।

"জয় বাংলা" বাংলার সাংবাদিক, সংবাদপত্র কর্মচারী, তথা সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর পক্ষ হইতে ইহাতে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করিতেছে এবং বর্বরদের হাতে নিহত

সকলের আত্মার শান্তির জন্য বিশ্ব-নিয়ন্তার দরবারে প্রার্থনা জানাইতেছে। ইহার উপযুক্ত বদলা অবশ্যই লওয়া হইবে।

হে বিশ্বপ্রভু, আমাদের উপরে তোমার রহমত অবিলম্বে আরও অধিকমাত্রায় বর্ষিত হউক।

জয় আমাদের সুনিশ্চিত। জয় বাংলা!

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলাদেশ★	১৭ এপ্রিল, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ১ম সংখ্যা		

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের নির্মম নিষ্ঠুর আঘাত আর অত্যাচারে আজও বাংলার মানুষ নিপীড়িত, আজও বাংলার মানুষ দস্যুর সহিত রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত। বর্তমান শতাব্দির সভ্যতার চরম বিকাশের যুগেও এই সম্পাদকীয় লিখতে হচ্ছে বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষের জমাট বাঁধা রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে। তাই বিশ্বের মানবতাকামী সকল রাষ্ট্র ও জনসাধারণের মানবতাবোধের কাছে আমরা আবেদন জানাই এই বর্বর অত্যাচারের বিরুদ্ধে রক্ত শপথে রুখে দাঁড়াবার জন্য।

★ বাংলাদেশ : বরিশাল হতে প্রকাশিত একটি অনিয়মিত অর্ধসাপ্তাহিক।

সম্পাদনায় : এস. এম. ইকবাল, মিন্টু বসু, হেলালউদ্দিন।

প্রকাশনায় : হারেচ এ. খান, এনায়েত হোসেন, মুকুল দাস।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জয়বাংলা★	১১ মে, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ১ম সংখ্যা		

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের মুক্তিপাগল মানুষ আজ ইয়াহিয়া ও তার জঙ্গীচক্রের দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মরণপণ করে রুখে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পাক-ফৌজের বিরুদ্ধে চলছে মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড লড়াই। অস্ত্র বলে বলীয়ান খান-সেনাদের নায়ক টিক্কা খান ভেবেছিল মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভেঙে দেয়া যাবে বাঙ্গালীর প্রতিরোধ। তাদের পরিণত করা যাবে গোলামের জাতে। কিন্তু তাদের সে আশা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। প্রতিদিন বাড়ছে মুক্তিবাহিনীর শক্তি। বাংলাদেশের হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন যোগ দিচ্ছে মুক্তিবাহিনীতে। স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী নিচ্ছে খান-সেনাদের খতম করার চূড়ান্ত প্রস্তুতি। শত্রুর কামান চিরতরে স্তব্ধ না করা পর্যন্ত থামবে না এ যুদ্ধ। কিন্তু এছাড়া কি অন্য কোন পথ খোলা ছিল সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী ও তাদের নেতাদের জন্যে?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে নানা বিষয়ের ওপর আলোকপাত করতে হয়। গণতন্ত্রের পথেই হয়েছিল পাকিস্তানের জন্ম এবং তা অর্জনের উদ্দেশ্যই ছিল আপামর দেশবাসীর সার্বিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি। কিন্তু বাঙ্গালী জাতি কি কোন দিন পেয়েছে মুক্তির স্বাদ? বারবার বাঙ্গালীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের ওপর হানা হল একটানা হামলা।

গোড়াতেই চলল বাঙ্গালীর মাতৃভাষার ওপর আক্রমণ— যদিও পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার মধ্যে বেশীরভাগ ছিল বাঙ্গালী। বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্যে প্রাণ দিতে হল আমাদের সন্তানদের, কিশোর-তরুণের তাজা রক্তে লাল করতে হল ঢাকার রাজপথ। অনেক খুন, অনেক রক্ত ও অনেক সংগ্রামের বিনিময়ে বাংলা রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি পেলেও কোনদিন তার ন্যায্য মর্যাদা পেল না।

বাংলাভাষার বিরুদ্ধে ওদের কত ঘৃণা, কত বিদ্বেষ, বাংলাদেশব্যাপী শহীদ স্মরণে গড়ে ওঠা শহীদ মিনারগুলো কামান দাগিয়ে ধ্বংস করা থেকেই পাওয়া যায় তার প্রমাণ।

শুধু ভাষা নয়, বাংলার সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা চালাল হামলা। আমাদের সংস্কৃতিকে গলা টিপে মারার প্রচেষ্টা চলল সুপরিকল্পিত ভাবে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও চললো একটানা শোষণ-বঞ্চনা। বাংলাদেশকে শোষণ করে গড়ে তোলা হল পশ্চিম পাকিস্তান। ফলে একদিকে সোনার বাংলা পরিণত হল শ্মশানে

★ "জয় বাংলা" : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাপ্তাহিক মুখপত্র। সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি : আহমদ রফিক, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মতিন আহমদ চৌধুরী। মুজিবনগর, জয় বাংলা প্রেস থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষে আহমদ রফিক কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অন্যদিকে মরুময় পশ্চিম পাকিস্তান হয়ে উঠলো শস্য শ্যামলা। কেন্দ্রীয় সরকারে চাকুরী-বাকুরী সশস্ত্রবাহিনী কোথাও হল না বাঙ্গালীদের স্থান। আজাদীর চব্বিশ বছর পরও সশস্ত্রবাহিনীতে বাঙ্গালীদের সংখ্যা শতকরা দশজনও ছিল না। বিদেশী সাহায্য, ঋণ প্রভৃতি ক্ষেত্রেও পেল না বাংলাদেশ তার ন্যায্য হিস্যা। সাড়ে বার কোটি পাকিস্তানীর নামে এসব বিদেশী সাহায্য ঋণ ও মঞ্জুরী এনে তা ভোগ করলো দেশের মাত্র একটি অংশের মানুষ। বাংলাদেশের পাট বেচা টাকা থেকে আয় হত পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার মোট শতকরা ষাট ভাগ। কিন্তু কোন দিন বাঙ্গালী এর অর্ধেকও নিজের ব্যবহারের জন্য পায়নি। বাংলাদেশের উদ্বৃত্ত বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে পূরণ করা হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের ঘাট্‌তি। কেনা হয়েছে দেশের সেই অঞ্চলের জন্য কলকারখানা ও শিল্পের যন্ত্রপাতি, আর আনা হয়েছে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস বাঙ্গালীর অর্থে কেনা অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে আজ নির্বিচারে খুন করা হচ্ছে বাঙ্গালীদের।

আওয়ামী লীগ যখনই এসব অন্যায়, অবিচার ও শোষণ বঞ্চনার প্রতিকার দাবী করেছে তখনই তাদেরকে আখ্যায়িত করা হয়েছে ভারতের দালালরূপে, ইসলাম ও সংহতির দুষমনরূপে। তবু নির্ভেজাল গণতন্ত্রে বিশ্বাসী আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব চেয়েছিলেন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জাতীয় সমস্যাবলীর সমাধান করতে, কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যকার তথা দেশের দুই অংশের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ধারণ করতে। ভাই ভাই হিসেবে এক সাথে বাস করতে। কিন্তু বেঈমান ইয়াহিয়া ও তার সামরিক চক্র রুদ্ধ করে দেয় গণতন্ত্রের পথ। গণতন্ত্রের সব পথ বন্ধ হয়ে যাবার পরই শুরু হয়েছে আজকের এই যুদ্ধ। এ যুদ্ধের জন্য বাঙ্গালীরা দায়ী নয়। এ যুদ্ধ ইয়াহিয়া ও তার জঙ্গীচক্রের চক্রান্তেরই ফলশ্রুতি।

বাংলাদেশের মানুষ সব সময়ই শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমস্যার সমাধান চেয়েছে। তাই যখনই দেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমস্যা সমাধানের সামান্যতম সুযোগ এসেছে তাকে তারা গ্রহণ করেছে সযত্নে। ১৯৫৪ সালে বাংলাদেশের মানুষ গণতান্ত্রিক উপায়ে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবরূপ দানের জন্যে ঐক্যবদ্ধ হয়। যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। যুক্তফ্রন্ট বাংলাদেশে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করে। পরাজিত হয় পশ্চিম পাকিস্তানের দালাল নূরুল আমিন ও তার মুসলিম লীগ দল। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ৯২ক ধারা প্রয়োগ করে ১৪ দিনের বেশী মন্ত্রিত্ব করতে দেয়া হয় না। এরপরে চলে নানা চক্রান্ত। শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে সাজান হল ডাকাতির মামলাসহ অনেকগুলো মামলা। কথা ছিল ১৯৫৯ সালে সারা পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন হবে। আওয়ামী লীগ নির্বাচন অনুষ্ঠানের শর্তে সেদিন কেন্দ্রে মন্ত্রিসভায় যোগ না দিয়েও ফিরোজখান নুন মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করেছিল। কারণ সেদিন বাঙ্গালীরা ভেবেছিল এই নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের কথা। পশ্চিমা স্বার্থ যখন বুঝতে পারল যে নির্বাচন হলেই আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসীন হবে তথা বাঙ্গালীদের হাতে কেন্দ্রের ক্ষমতা চলে যাবে তখন আইউব খান করলেন ক্ষমতা দখল। পাকিস্তানে চালু হল সামরিক রাজ। সামরিক রাজ মানেই পাঞ্জাবী রাজ। বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী সব নেতাদের জেলে পাঠান হল। আওয়ামী লীগের অসংখ্য নেতাকে করা হল বছরের পর বছর কারাবরণ। তাদের অপরাধ ছিল, তারা পাকিস্তানে চাচ্ছিলেন সত্যিকার গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। আর চাচ্ছিলেন বাঙ্গালীদের ন্যায্য অধিকার। ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন তার বিখ্যাত ছয় দফা

কার্যসূচী। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আইউব শাহীর বিরুদ্ধে দানা বাধতে থাকে গণ-আন্দোলন। ঢাকার রাস্তায় নিরস্ত্র মিছিলের ওপর চলে গুলি। অবশেষে শেখ সাহেবকে গ্রেপ্তার করা হয় ও কুখ্যাত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সাজান হয়। এই মামলা চলাকালীন সারা দেশে সৃষ্টি হয় বিরাট গণ-অভ্যুত্থান। আইউব শাহী বাধ্য হয় তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তুলে নিতে।

আইউবের জায়গায় আসেন ইয়াহিয়া খান তার নির্বাচন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বুলি নিয়ে। ইয়াহিয়া নির্বাচন দেন জনসাধারণের চাপে পড়ে। কিন্তু নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল জয় দেখে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন ইয়াহিয়া সামরিক চক্র, পশ্চিম পাকিস্তানী আমলাতন্ত্র ও কায়েমী স্বার্থবাদীর দল। নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু হয় আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে। আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে শতকরা ৭৯টি পপুলার ভোট পেয়ে ৩১৩ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় পরিষদে বাংলাদেশের জন্য নির্ধারিত ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি দখল করে। আওয়ামী লীগ নিজেকে প্রমাণ করে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলরূপে এবং বাংলাদেশের একমাত্র মুখপাত্ররূপে। গণতন্ত্রের সার্বজনীন নিয়মরীতি অনুসারে আওয়ামী লীগেরই ছিল মন্ত্রিসভা গঠন করার, গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করার অধিকার। কিন্তু সে পথে না গিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক চক্র, আমলাতন্ত্র ও কায়েমী স্বার্থবাদীর দল নতুন করে চক্রান্ত শুরু করে বাংলার বিরুদ্ধে। অনেক টালবাহানার পর ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হয়। আওয়ামী লীগ এগিয়ে চলল তার শাসনতান্ত্রিক বিল নিয়ে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতিদের দালাল ভুট্টো সামরিক বাহিনীর ইঙ্গিতে দাবী তুললেন জাতীয় পরিষদের বাইরেই শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান করতে হবে। এটাকে ছুতো হিসেবে ব্যবহার করে ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বন্ধ করে দিলেন অনির্দিষ্টকালের জন্য। সারা বাংলাদেশ ফেটে পড়ল গণ-বিক্ষোভে। সামরিক চক্র চাইল গুলি ছুড়ে এই বিক্ষোভ দমন করতে। কিন্তু পারল না। শত শত শহীদের রক্তে রাঙা হল বাংলার রাজপথ। শেখ সাহেব ঘোষণা করলেন তার অসহযোগ আন্দোলনের কথা। সারা বাংলাদেশ সাড়া দিল তাতে। ইয়াহিয়া সরকার প্রমাদ গণলেন। ইয়াহিয়া এলেন ঢাকায়। আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করলেন শেখ সাহেবের সাথে। কিন্তু এই আলোচনা ছিল আসলে এক বিরাট ষড়যন্ত্রের অংশমাত্র।

আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল কেবল সময় নেওয়া। আলোচনার অছিলায় সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করা। ইয়াহিয়া যখন ঢাকায় আলোচনায় বসেন তখন বাংলাদেশে যা সৈন্য ছিল তাকেই যথেষ্ট ভাবতে পারেননি ইয়াহিয়া চক্র। আরো বিপুল রণসম্ভার আনা হতে থাকে এই সময়। আনা হল কমপক্ষে আরো বিশ হাজার সৈন্য। বাঙ্গালীরা যা সামান্য কিছু সংখ্যক সেনাবাহিনীতে ছিল তাদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হতে থাকল অস্ত্রপাতি। ই,পি,আরকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা চলল। এমনকি পুলিশ বাহিনীর কাছ থেকেও অস্ত্র-শস্ত্র সব নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হল।

যাতে লোকের সন্দেহ না হয় তাই ইয়াহিয়া বলতে থাকে বিভিন্ন মন ভোলান কথা। কিন্তু আলোচনা শেষ হবার আগেই ২৫শে মার্চ মধ্য রাত্রিতে ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে ঢাকায় নিরস্ত্র ঘুমন্ত বাঙ্গালীদের ওপর। সারা দেশে আরম্ভ হয়ে যায় ফৌজি

বিভীষিকা। পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে এমনি ভয়াবহ জঘন্য বেইমানির নজির আর নেই। হিটলারের নিষ্ঠুরতাও হার মেনেছে এদের কাছে।

আওয়ামী লীগ ছয় দফার ভিত্তিতে নির্বাচনে জয়ী হয়। ছয় দফার গোড়ার কথা ছিল: পাকিস্তানকে হতে হবে একটি গণতান্ত্রিক ফেডারেল প্রজাতন্ত্র। এই প্রজাতন্ত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে পররাষ্ট্র (বৈদেশিক বাণিজ্য বাদে) ও দেশ রক্ষার ভার। অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে। ছয় দফার মধ্যে পাকিস্তানকে ধ্বংস করার কোন পরিকল্পনা ছিল না। ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের সাথে আলোচনায় এর সব কিছুই বাহ্যতঃ স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু পরে দেখা গেল এ সবই ছিল ভাওতা। তার আসল লক্ষ্য ছিল সময় নেওয়া। আলোচনার নামে আক্রমণের প্রস্তুতি চালান।

ইয়াহিয়া ও পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা, সেনাবাহিনীর নরঘাতি আক্রমণ বাঙ্গালীকে বাধ্য করেছে অস্ত্রধারণ করতে। স্বাধীন সরকার গঠন করতে। বাঙ্গালী আর কোন ষড়যন্ত্রে পতিত হতে চায় না। ওদের সাথে এক সাথে বসবাস করা যাবে না— এটা প্রতিটি বাঙ্গালী আজ বুঝতে পেরেছে। অস্ত্রের ভাষায় জবাব বাঙ্গালী আজ দিতে প্রস্তুত অস্ত্রের ভাষায়। বাংলাদেশের লক্ষ কোটি ভাইবোন এগিয়ে আস, অস্ত্র ধর, বাংলার মাটি থেকে শোষক, অত্যাচারী, নিপীড়ক ও স্বৈরাচারী খান সেনাদের খতম করতে। খুনের উত্তর খুন। রক্ত দিয়েই আমরা রক্তের বদলা নেব। বাংলাদেশের মাটিতে জন্ম নিয়েছে এক নতুন পতাকা। বাংলাদেশের সবুজ প্রান্তরে পড়ছে লাল রক্তের দাগ। এ রক্তের কথা আমরা ভুলব না। বাঙ্গালীর রক্ত বৃথা যেতে দেব না। পূত পবিত্র এ রক্ত আমাদেরকে যুগ যুগ ধরে দেবে অনুপ্রেরণা। আবার বলি এ যুদ্ধ আমরা চাই নি। বাধ্য হয়েই আমরা স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষণা করেছি। নিজেদের সরকার গঠন করেছি আর পশ্চিম পাকিস্তানী জল্লাদদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছি। কারণ তারা আমাদের সামনে আর কোন পথ খোলা রাখে নি। জয় বাংলা।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জয়বাংলা	১১ মে, ১৯৭১	এ যুদ্ধ আপনার
১ম বর্ষ : ১ম সংখ্যা		আমার সকলের

এ যুদ্ধ আপনার আমার সকলের

রক্তের অক্ষরে লেখা হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস। যেমন লেখা হয়েছে আরো অনেক দেশের। অন্যান্য দেশের মানুষের দেশপ্রেমের কাছে হার মেনেছে বিদেশী হানাদারেরা। আমাদের কাছেও মানবে। ঘাতকের ক্ষমা নেই। শত্রুকে নির্মূল না করে ক্ষান্ত হব না আমরা।

আমরা এ যুদ্ধ চাই নি। কিন্তু যুদ্ধ আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাতের অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমাদের ওপর জঙ্গীশাহীর সেনাবাহিনী। হাতে তার সর্বাধুনিক মারণাস্ত্র। সমস্ত শক্তি নিয়ে সে আক্রমণ করেছে। কিন্তু লক্ষ্য সিদ্ধ হয় নি। শত্রু আমাদের পরাভূত করতে পারে নি। হিটলারী কায়দায় হঠাৎ আক্রমণ করে, ভয় পাইয়ে আমাদের নিষ্ক্রিয় করে দিতে চেয়েছিল। মৃত্যুর বিভীষিকা দেখিয়ে চেয়েছিল আমাদের স্তব্ধ করে দিতে। কিন্তু তা সে পারে নি। বাঙলার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত আজ রুখে দাঁড়িয়েছে প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা নিয়ে। জেগে উঠেছে বীর জনতা তার বিপুল উদ্দীপনা নিয়ে।

প্রথমে আমাদের দাবী ছিল স্বায়ত্তশাসনের। কিন্তু ইয়াহিয়া আর তার জঙ্গীচক্রের বিশ্বাসঘাতকতা খুলে দেয় আমাদের দৃষ্টি। জন্ম নিয়েছে আজ গণপ্রজাতান্ত্রিক স্বাধীন বাঙলাদেশ। আর এই সরকার ও জনতার সহযোগিতায় বাঙলাদেশের প্রতি অঞ্চলে গড়ে উঠেছে মুক্তিফৌজ। তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছে শত্রু নিধনের। আমাদের এই যুদ্ধ একটি জাতির বাঁচা মরার যুদ্ধ। আসুন, আপনিও শরীক হন এই যুদ্ধে। শত্রুকে ধ্বংস করে রক্ষা করুন আপনার দেশের হাজার হাজার মানুষকে। আমাদের শত্রু নির্মম। আর নির্মম হাতেই রচনা করতে হবে তার কবর।

আমাদের রণনীতি :

আমরা যে রণনীতি গ্রহণ করেছি তার মূল লক্ষ্য হল, যত কম ক্ষতি স্বীকার করে যত অধিকসংখ্যক শত্রু সৈন্য হত্যা করা যায়। আমাদের লক্ষ্য হল, শত্রু সৈন্যকে আক্রমণের পর আক্রমণ করে তাকে সদা ব্যস্ত রাখা। তাকে ক্লান্ত করে তোলা। তার মনবল নষ্ট করে দেওয়া। তারপর একসময় মনবলহীন ক্লান্ত শত্রুকে আক্রমণ করে সমূলে উৎখাত করা। পাকিস্তান সরকার অস্ত্রপাতি তৈরি করে না। গোলাবারুদের জন্য বিশেষভাবে সে অন্যদেশ নির্ভর। তার অর্থনীতিতে দেখা দিয়েছে তীব্র সংকট। তাই দীর্ঘ প্রলম্বিত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে গিয়ে তার সমর কৌশল ব্যর্থ হতে বাধ্য।

আমাদের কাছে এ যুদ্ধ হল গণযুদ্ধ বা জনগণের যুদ্ধ। আমরা ভাড়াটে পেশাদার সৈনিক নই। অস্ত্রবল আমাদের কম। কিন্তু আমাদের মনে আছে প্রবল দেশপ্রেম। শুধু অস্ত্র দিয়ে যে যুদ্ধ হয় তার থেকে আমাদের যুদ্ধের চেহারা আলাদা। গণ-সমর্থন আমাদের

যুদ্ধের মূল ভিত্তি। সমস্ত বাঙালী আজ জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ। এ যুদ্ধ মুষ্টিমেয় পেশাদার সৈনিকের বিরুদ্ধে একটা সমগ্রজাতির স্বাধীনতা যুদ্ধ। এ যুদ্ধের কোন নির্দিষ্ট অঞ্চল নেই। আমাদের লড়াই কোন নির্দিষ্ট যুদ্ধক্ষেত্রের লড়াই নয়। যে কোন সময়, যে কোন স্থানে, সুযোগ পেলেই আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব শত্রুসেনার ওপর। আমরা তাদের হত্যা করব। আমরা তাদের সরবরাহ ব্যবস্থাকে বানচাল করবো। বিদেশী বিশেষজ্ঞদের মতে বাঙলাদেশে যে পাকিস্তানী সৈন্য আছে তা একটা যুদ্ধজয়ের জন্য যথেষ্ট নয়।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জয়বাংলা	১৯ মে, ১৯৭১	সম্পাদকীয় :
১ম বর্ষ : ২য় সংখ্যা		আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট

সম্পাদকীয়

আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট

রাওয়ালপিণ্ডি-ইসলামাবাদসহ পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই মর্মে এক সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে যে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে ইচ্ছুক। তবে দুটি মাত্র শর্তে। তাহলো সামরিক সরকারের হাত থেকে ক্ষমতা নেয়ার আগে সংশ্লিষ্ট সকলকে তাঁরই দেয়া একটি অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্র মেনে নিতে হবে। তারপর জাতীয় পরিষদ যে শাসনতন্ত্র রচনা করবে তাও হুবহু অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্রের অনুরূপ হতে হবে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানী পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত সংবাদের ওপর আদৌ গুরুত্ব দিতাম না। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা যথার্থ গুরুত্ব না দিয়ে পারছি না। পশ্চিম পাকিস্তানীরা ইয়াহিয়া বা অন্য কারো দেয়া শাসনতন্ত্র গ্রহণ করবে কি করবে না, তা তাদের নিজস্ব ব্যাপার। তারা যদি রোজ কেয়ামত পর্যন্ত সামরিক আইনে শাসিত হতে চায় তাহলেও আমাদের বলার কিছু নেই। কেননা, ওটা তাদের ঘরোয়া ব্যাপার। তারা একটা আলাদা রাষ্ট্র।

আমাদের বিশ্বাস, সামরিক সরকারের ইঙ্গিতেই পশ্চিম পাকিস্তানের সংবাদপত্রগুলো আলোচ্য সংবাদটি গুরুত্বসহকারে বাজারে ছেড়েছে। কেননা, পাকিস্তানের সংবাদপত্রসমূহের ওপর সামরিক আইনের যে খড়্গ উদ্যত হয়ে আছে তার প্রেক্ষিতে কোন সংবাদপত্রের পক্ষেই সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ ধরনের কিছু প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে যে উল্টা-পাল্টা সংবাদ ছাপিয়ে পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকদের ক্ষেপিয়ে তুলবে?

বিশ্বের ইতিহাসে যখনই কোন বিদেশী শক্তি অস্ত্রের জোরে পরের দেশ দখল করেছে তখনই তারা চেষ্টা করেছে সে-দেশে একটা শিখণ্ডী সরকার খাড়া করার। ইয়াহিয়া-ভুট্টো-টিক্কা খানও আজ সেই মহাজনী পন্থার আশ্রয় নিয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা, তাদের মনোবল নষ্ট করা, চূড়ান্ত বিজয় সম্পর্কে তাদের মনে সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টি করা। অতীতে কোন দখলদার শক্তি সাময়িকভাবে সফল হলেও তাদের সফলতা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি— ইয়াহিয়া-ভুট্টো চক্রেরও হবে না, হতে পারে না। শোষক, নিপীড়ক, বর্বর এই পশ্চিম পাকিস্তানী চক্র হয়তো ভেবেছে যে, আওয়ামী লীগকে অবৈধ ঘোষণা করে শিখণ্ডীদের দ্বারা বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করাবে। তাই তারা আজ সওয়ার হয়েছে নূরুল আমীন, হামিদুল হক, সবুর খান, ফ কা চৌধুরী, ফরিদ আহমদ, মাহমুদ আলী, সোলায়মান, খয়ের উদ্দীন প্রমুখ কুখ্যাত, গণধিকৃত, সুবিধাবাদী

ও জনগণবর্জিত লোকের ঘাড়ে। এদেরকে বাঙালীরা ডাস্টবিনের আবর্জনা ছাড়া আর কিছুই মনে করে না।

আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিতে চাই যে, ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা হস্তান্তর বা পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার সাথে বাংলাদেশের মানুষের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা যখন ক্ষমতা চেয়েছিলাম তখন তা দেয়া হয় নি। তার বদলে আমরা পেয়েছি গুলি। এতে প্রাণ দিয়েছে আমাদের লাখ লাখ ভাইবোন, ইজ্জত হারিয়েছে আমাদের মা-বোনেরা, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়েছে লাখ লাখ পরিবার, গৃহহারা হয়েছে দেড় কোটির মত বাঙালী সন্তান। লাখো শহীদের লাশের তলায়, লাখো মায়ের তপ্ত অশ্রুর অতলতলে কবর হয়ে গেছে পাকিস্তানের। আমরা ঘোষণা করেছি স্বাধীনতা। আমাদের সন্তানরা ধরেছে অস্ত্র, বহাচ্ছে খুনের বন্যা। আমরা লিপ্ত হয়েছি এক মরণপণ সংগ্রামে— হয় স্বাধীন জাতি হিসেবে বাঁচবো, না হয় মরবো। আজ আমাদের একটি মাত্র কথা— মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।

তাই আজও যারা ইয়াহিয়ার কাছ থেকে ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট গ্রহণের জন্য ঢাকা-পিণ্ডি ছুটাছুটি করছে, এক পা কবরে রেখে আরেক পা নিয়ে সংহতির নামে বিবৃতি দানের জন্য রেডিও পাকিস্তানে দৌড়াচ্ছে, তাদেরকে আমরা হুঁশিয়ার করে দিতে চাই— বাঙালীর স্বার্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার দিন আর নেই। ১৭ জন সৈন্য নিয়ে বাংলাদেশ দখলের দিন ফুরিয়ে গেছে। এক মীরজাফরকে হাত করে পলাশীর যুদ্ধ জয় করার দিন অতীত হয়ে গেছে। শত মীরজাফরকে মসনদে বসিয়েও বাংলাদেশকে আর পদানত রাখা যাবে না।

বাঙালী আজ জেগেছে। শেখ মুজিবের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে। পশ্চিমা বর্বর সৈন্যদের ঝরানো রক্তের প্রতি ফোঁটায় জন্ম নিয়েছে হাজার হাজার মুজিব। প্রয়োজনবোধে তারাই দেবে জাতিকে নেতৃত্ব। মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকদের বাংলার ব্যাপারে নাক গলানোর প্রয়োজন বা অধিকার নেই। বাঙালী জাতি নিজেকে মুক্ত করবেই করবে। টিক্কা খান ৩০ লাখ কেন তিনশ' লাখ বাঙালী সন্তানকে হত্যা করেও শান্তিতে ঘুমুতে পারবে না। একটি বাঙালী তরুণ বেঁচে থাকা পর্যন্তও সে অস্ত্র চালিয়ে যাবে বিদেশী হানাদারদের বিরুদ্ধে। কেননা, বাঙালী আজ বেঁচে মরতে চায় না, সে মরে বাঁচতে চায়।

নূরুল আমীন, হামিদুল হক প্রমুখরা অতীতে বাংলাদেশ ও বাঙালীর অনেক সর্বনাশ করেছে। আর সে সুযোগ তাদেরকে দেয়া হবে না। নূরুল আমীন মাতৃভাষায় কথা বলার দাবী করার অপরাধে আমাদের সন্তানদের গুলি করে মেরেছে। বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলার কোন অধিকার বাঙালী তাকে দেয় নি। গত ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত গণভোটে বাঙালী এ অধিকার দিয়েছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও তার দলকে। 'অতি বুদ্ধিমান' ও ধনকুবের হামিদুল হক চৌধুরীর পরামর্শেই যে পাক ফৌজ বর্বরের মত ঢাকাসহ বাংলাদেশের সমস্ত বস্তি এলাকা ধ্বংস করে দিয়েছে তাও আমাদের জানা হয়ে গেছে। অতীতেও বহুবার হামিদুল হক বাংলার স্বার্থকে জলাঞ্জলী দিয়েছে। ফরিদ আহমদ,

মাহমুদ আলী ও সোলায়মানের মত সামাজিক কীটগুলো তো দালালের দালাল তস্য দালাল। উপসংহারে আমরা স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই যে, পাকিস্তান মরে গেছে। সেজন্য আমরা দায়ী নই— দায়ী ইয়াহিয়া-ভুট্টো চক্র। তার কবরও দিয়েছেন ইয়াহিয়া খান যথারীতি সামরিক কায়দায়। কবর থেকে লাশ তুলে আহাজারি করাতে কারো কোন লাভ হবে না। যারা বাঙালী হয়েও এ লাশ নাড়াচাড়ার চেষ্টা করবে তাদেরকে আমরা জাতিদ্রোহী বলেই গণ্য করবো। সাথে সাথে জাতিদ্রোহীতার যে একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড তাও আমরা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেব।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জয়বাংলা	১৯ মে, ১৯৭১	অমানিশার অবসানে পূর্ব দিগন্তে
১ম বর্ষ : ২য় সংখ্যা		উষার আলো দেখতে পাচ্ছি

অমানিশার অবসানে পূর্ব দিগন্তে উষার আলো দেখতে পাচ্ছি

জাতির উদ্দেশ্যে অস্থায়ী রাষ্ট্র প্রধানের বেতার ভাষণ

'মুক্তি সংগ্রামের অন্ধকার অধ্যায় কাটিয়ে আমরা শুভ প্রভাতের দিকে এগিয়ে চলেছি। ইতিমধ্যে আমি পূর্ব দিগন্তে উষার আলো দেখতে পাচ্ছি।'

গত ১৮ই মে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরোক্ত ঘোষণা করেন।

তিনি বলেন, সেদিন বেশী দূরে নয়, যখন স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার বহু বিদেশী রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করবে।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাঁর ভাষণে মুক্তি ফৌজের ভূমিকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং বলেন, মুক্তিফৌজের কঠোর প্রতিরোধ ও তীব্র পাল্টা আক্রমণে, পাকিস্তান বাহিনী হিমশিম খাচ্ছে এবং তাদের মনোবল একেবারে শূন্যের কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মুক্তি-পাগল মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করে সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশের মানুষ ইতিমধ্যেই অভাবিতপূর্ব ত্যাগ স্বীকার করেছে। লাখো লাখো লোক ইয়াহিয়ার বর্বর বাহিনীর গুলিতে প্রাণ দিয়েছে, কোটি লোক গৃহহারা হয়ে পথের ভিখারী বনেছে। লাখো লাখো মাতা তাদের সন্তান হারিয়েছেন, তাদের অশ্রুতে বাংলার আকাশ-বাতাস আজ সিক্ত। শহীদদের রক্তে বাংলাদেশের পথ-প্রান্তর আজ নদী। তবু তারা আজো সংগ্রামী মনোবল হারায় নি। আজ তাদের এতসব ত্যাগের প্রতিদানে তিনিও শুধু অশ্রু দিতে পারেন।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর ত্যাগ বৃথা যেতে পারে না এবং তা বৃথা যেতে দেওয়া হবে না। তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, বাঙ্গালীর এ অশ্রু একদিন তাদের মুখে হাসি ফোটাবে।

বাংলাদেশ কেন স্বাধীনতা ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে তার কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন, ইয়াহিয়া ও তার উপদেষ্টাদের সাথে আলাপ-আলোচনা শেষে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহ-কর্মীরা ২৫শে মার্চ সামরিক আইন প্রত্যাহার করে গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছ থেকে একটা ঘোষণা শোনার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু সে ঘোষণা কোন সময় আর আসল না। তার বদলে ইয়াহিয়ার বর্বর সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল নিরীহ, নিরস্ত্র মানুষের ওপর।

তথাকথিত দুই শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে আওয়ামী লীগের ওপর যে দোষ চাপানোর প্রয়াস চলছে অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান ওটাকে একটা মিথ্যার বেসাতি বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, ইয়াহিয়ার উপদেষ্টারাই তাদের খসড়ায় এ প্রস্তাব করেছিলেন। তাতে স্পষ্টভাবে লেখা ছিল যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ সদস্যগণ পৃথক পৃথক বৈঠকে মিলিত হয়ে দুটো শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন। তারপর যৌথ অধিবেশনে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হবে। ভুট্টোকে খুশী করার জন্যই ইয়াহিয়ার পক্ষ থেকে এ প্রস্তাব করা হয়েছিল। সৈয়দ নজরুল ইসলাম এ ব্যাপারে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর অপচেষ্টার তীব্র নিন্দা করেন।

সশস্ত্র আওয়ামী লীগ কর্মী এবং দুষ্কৃতকারীদের ওপরই শুধু সামরিক বাহিনী আক্রমণ চালিয়েছে বলে সামরিক জান্তার পক্ষ থেকে যে দাবী করা হয়েছে তার জবাবে সৈয়দ নজরুল জিজ্ঞেস করেন : তাহলে ইপিআর ও পুলিশের সদর দফতরের ওপর আক্রমণ চালান হল কেন? তারা তো আওয়ামী লীগ কর্মী বা দুষ্কৃতকারীর কোনটাই ছিলেন না।

বাংলাদেশে ইতিহাসের বৃহত্তম গণহত্যা দেখেও বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রবর্গ আজ যে নীরবতা অবলম্বন করেছেন তার জন্য সৈয়দ নজরুল ইসলাম গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। তাদের উদ্দেশ্যে তিনি জিজ্ঞেস করেন : লাখো লাখো নিরীহ, নিরস্ত্র মানুষকে বিনা কারণে হত্যা করা কি ইসলাম অনুমোদন করে? মসজিদ, মন্দির বা গীর্জা ধ্বংস করার কি কোন বিধান ইসলামে আছে?

বাংলাদেশের মানুষকে আশ্বাস দিয়ে অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান বলেন, নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ জনগণকে যেসব ওয়াদা দিয়েছিল তার প্রতিটি তারা পালন করবে। তিনি জানান যে, তার সরকার ভূমিহীনকে ভূমি দান, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ, বড় বড় শিল্প জাতীয়করণ করে দেশকে সমাজতন্ত্রের পথে নিয়ে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

যে সমস্ত বিশ্বাসঘাতক পশ্চিমা সামরিক বাহিনীর সাথে সহযোগিতা করছে, তাদের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাদেরকে অবিলম্বে বাংলার স্বার্থ বিরোধী ও মুক্তি সংগ্রাম বিরোধী ঘৃণ্য কাজকারবার থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেন। অন্যথায় অদূর ভবিষ্যতেই তাদেরকে এসবের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। তখন তাদের প্রতি কোনরূপ কৃপা প্রদর্শন করা হবে না।

উপসংহারে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন যে, নিরীহ নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করে সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর মুক্তির সংগ্রামকে স্তব্ধ করা যাবে না। বাঙ্গালীরা তাদের দেশকে শত্রুমুক্ত করবেই করবে।

তিনি বাংলাদেশের জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও মতাদর্শ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষকে আজ স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লক্ষ্য অর্জনে— মুক্তি অর্জনে সহায়তা করার আবেদন জানান। কেননা, জয় আমাদের সুনিশ্চিত। কোন শক্তিই তা ঠেকাতে পারবে না।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জয়বাংলা	১৯ মে, ১৯৭১	বিদেশী সাংবাদিকের জিজ্ঞাসা
১ম বর্ষ : ২য় সংখ্যা		

পশ্চিম পাকিস্তানী জল্লাদ
বাংলাদেশের কত লাখ লোক খুন করেছে?

গত ২৫শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী নিরস্ত্র নাগরিককে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করার জন্য ইয়াহিয়া-টিক্কা এবং তাদের জল্লাদ বাহিনী যে ঘৃণ্য পথ গ্রহণ করে তার কুকীর্তি বিশ্ববাসীর চোখে ঢাকা দেওয়ার জন্য ঢাকায় অবস্থানরত ৩৫ জন বিদেশী সাংবাদিককে ২৬শে মার্চ জোর করে ধরে তাদের ফিল্ম ক্যামেরা কেড়ে নিয়ে বিমানে করে পশ্চিম পাকিস্তানে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারপর থেকে সংবাদপত্র, বেতার-টেলিভিশনের ওপর কঠোর সামরিক সেন্সারশীপ আরোপ করে পাক হানাদার বাহিনী সারা বাংলাদেশে এক লোমহর্ষক গণহত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও ধর্ষণ অভিযান চালিয়ে যায়। পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষ বাংলাদেশের সত্যকার ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। তবু লৌহ যবনিকার অন্তরালে এবং পাকফৌজের কঠোর দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে যেসব সাংবাদিক প্রাণভয়কে তুচ্ছ করে সীমান্ত ডিঙ্গিয়ে যে টুকরো টুকরো খবর সংগ্রহ করলেন তা দিয়ে বিশ্ববাসী জোড়া করলেন বাংলাদেশের একটি বীভৎস চিত্র। আর তখন সমগ্র বিশ্ব আজকের বিক্ষুব্ধ ও বিধ্বস্ত বাংলার চিত্র দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। বিশ্বজনমত মূল তথ্য জানবার জন্য চাপ শুরু করে দিলেন। গুটিকতক স্থান ঠিকঠাক করে ইয়াহিয়া খান বাধ্য হয়ে ৬ জন বিদেশী সাংবাদিক যারা এর আগে কোনদিন বাংলাদেশে আসে নি, তাদের আমন্ত্রণ করলেন। এসব নতুন সাংবাদিককে সফরে আনায় ইয়াহিয়া খানের একটি লাভ হলো— এরা রেসকোর্স ময়দানের ঢাকার জনসংখ্যা দেখে নি, দেখে নি সদরঘাটের বাস, নবাবপুরের রাস্তায় ভীড় আর দেখেনি ঢাকার পথে সাইকেল, রিক্‌সা, বেবীট্যাক্সি, মোটর গাড়ীর প্রচণ্ড ভীড়।

সে যাহোক সামরিক গাড়িতে সামরিক নিয়ন্ত্রণে এসব সাংবাদিককে ৬ দিনের জন্য বাংলাদেশে সফরের অনুমতি দেওয়া হল। এই সফরের আগে ইয়াহিয়া সাহেব বায়না ধরলেন যেসব সাংবাদিক ২৫শে মার্চ পর্যন্ত ঢাকায় অবস্থান করেছিলেন তাদের এই সফরে আসতে দেয়া হবে না। কারণ তাদেরকে এই নিয়ন্ত্রিত সফরে আসতে দিলে আদিম পৈশাচিকতার মূল তথ্যকে ফাঁকি দেয়া যাবে না। তবু এই নিয়ন্ত্রিত সফরের ব্যবস্থা করেও বাংলাদেশে নবাগত সাংবাদিকের চোখকে যথার্থভাবে ফাঁকি দিতে পারলেন না বেঈমান ইয়াহিয়া-টিক্কা চক্র।

এসোসিয়েট প্রেসের প্রতিনিধি সাংবাদিক মর্ট রোজেন ব্লুম বলেন যে সামরিক কর্তৃপক্ষ এই সফরের নিয়ন্ত্রিত পথে বিভিন্ন স্থানে ভাড়া করা লোক দাঁড় করে রাখে। পথঘাট মেরামত করে মূল তথ্যকে ঢাকতে চেষ্টা করে। কিন্তু তার মধ্য থেকেও

বাংলাদেশের এক ভয়ঙ্কর বীভৎস চিত্র ফুটে উঠেছে। তাঁর সফরের অভিজ্ঞতার বর্ণনা করতে গিয়ে একটামাত্র দৃষ্টান্তের মধ্যে তিনি সারা বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর পৈশাচিক নরহত্যার একটি খণ্ডাংশ তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখেছেন, গলিত লাশের মাংসে শকুনী, গৃধিনীদের পেট এত পূর্ণ হয়েছে যে পদ্মার তীর ধরে উঠে যেতেও কষ্ট হচ্ছে। তার মতে মাত্র ৫ সপ্তাহে হানাদার বাহিনীর হত্যালীলায় বাংলাদেশের ৫ লক্ষ লোকের লাশ শকুনীরা মেজবাণীর জন্য পেয়ে গেছে।

রোজেন ব্লুম লিখেছেন, বাংলাদেশে পাক-ফৌজ কত লাখ লোককে হত্যা করেছে তা কারও পক্ষে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু নির্ভরযোগ্য ও নিরপেক্ষ হিসাবের ভিত্তিতে এ সংখ্যা কমপক্ষে দশ লক্ষ হবে বলে তাঁর ধারণা।

কিন্তু আমাদের কাছে আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য সূত্রে যে সমস্ত হিসাব এসেছে তার থেকে বলা যায় যে এ যাবৎ অন্ততঃ ৩০ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ লোককে তারা হত্যা করেছে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জয়বাংলা	১৯ মে, ১৯৭১	বাংলাদেশ প্রশ্নে
১ম বর্ষ : ২য় সংখ্যা		বিশ্ব-শক্তিবর্গের নিষ্ক্রিয়তা

মানবতার ক্রন্দনরোলে কাঁপছে আল্লাহ্‌র আরশ
কিন্তু কুম্ভকর্ণদের ঘুম ভাঙবে কবে?

থোক থোক রক্তের ওপর প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে স্বাধীন গণপ্রজাতান্ত্রিক বাঙলাদেশ। এই শিশু ও নবগঠিত রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য, নির্মূল করার জন্য নরঘাতক জঙ্গী ইয়াহিয়া লেলিয়ে দিয়েছে তার হায়নাদের সবুজ বাঙলার শ্যামল প্রান্তরে। চলছে নির্বিচারে গণহত্যা, শিশু, নারী, বৃদ্ধ, যুবক-যুবতী কোন ভেদাভেদ নেই। অবলীলায় ধ্বংস করছে সভ্যতার পীঠস্থান শিক্ষাঙ্গনকে, মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে মসজিদ-মন্দির, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে অর্থনৈতিক বুনিয়াদ, শিল্প-কারখানা, বিপণীকেন্দ্র আর এই বর্বর নাৎসি হামলার মর্মন্তুদ ঘটনাকে চাপা দেওয়ার জন্য বুদ্ধিজীবী এবং সাংবাদিকদের করছে নিধন, ভস্ম করে দিয়েছে স্বাধীন সংবাদপত্র অফিসগুলো।

সারা বাংলাদেশ আজ রণক্ষেত্র। বাংলার মাঠে জ্বলছে আগুন— বাতাসে তার রূঢ়তা, আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন। আর চারদিকে ভীত, বিহ্বল ও আতঙ্কগ্রস্ত অসহায় মানুষের চিৎকারে বাংলাদেশ হয়ে পড়েছে প্রেতপুরি। মানবতার এহেন অবমাননায় আল্লাহ্‌র আরশ হয়তো থর-থর করে কাঁপছে। কিন্তু বিশ্বমানবতার এবং শান্তির সোল এজেন্ট জাতিসংঘের বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের ঘুম ভাঙছে না, বিবেক দংশিত হচ্ছে না।

উ-থাণ্ট সাহেব কি জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদের কথা ভুলে গিয়েছেন? না শুধু বৃহৎ শক্তিবর্গের স্বার্থ জড়িত না থাকলে তাঁর কণ্ঠে শান্তির ললিতবাণী বেরোতে বাধে? শুধু বিনয়ের সাথে উ-থাণ্ট সাহেবকে জানাতে চাই বাঙলাদেশে যে মানবনিধনযজ্ঞ চলছে তা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার নয়। এ যুদ্ধ একটি স্বাধীন জাতির সার্বভৌমত্ব রক্ষার যুদ্ধ— তাই সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করুন, সিদ্ধান্ত নিন। যাতে জাতিসংঘের প্রতি মানুষ আস্থা হারিয়ে না ফেলে। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শক্তি আমেরিকা আজ নীরব। নীরব নিক্সনের কণ্ঠ। কিন্তু কেন? তিনিও কি ভাবেন এটা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়, তাই নাক গলানোর প্রয়োজন নেই? কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় নাক গলাতে তো তারা কোন পাত্রাপাত্র, স্থান, কাল বিচার করে না— তবে এখানে কেন এত চিন্তা—এত ভাবনা। ফুলব্রাইট এবং এডওয়ার্ড কেনেডির মত প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ যখন বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দানের দাবী জানিয়েছেন, তখনও নিক্সন কেন কোন ব্যবস্থা করছেন না? আমেরিকার পত্র-পত্রিকাও মানবতার এই ক্রন্দন বেদনায় ভারাক্রান্ত, বিহ্বল।

কিন্তু নিক্সন সাহেব কি বাঙলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার ব্যাপারে নিজের এবং তাঁর সরকারের দায়িত্ব এড়াতে পারেন? তাঁর জানা উচিত বাংলাদেশে আজ যা ঘটছে তাতে তিনি মার্কিন অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দিতে পারেন না। নিক্সন সরকারের পক্ষ থেকে

হয়তো বলা যেতে পারে যে, ইয়াহিয়া জঙ্গীচক্র কমিউনিস্ট চীনের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রদত্ত মার্কিন অস্ত্র-শস্ত্র তাদের অনুমতি ব্যতিরেকেই বাঙলাদেশে নরমেধযজ্ঞে ব্যবহার করছে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও কি তাদের কিছু করণীয় ছিল না বা নেই? তাঁরা কি চুক্তিভঙ্গের অজুহাতে পাকিস্তানের জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন না? আসল কথা হলো ক্ষমতাসীন মার্কিন সরকারের গণতন্ত্র ফাঁকি। দেশে দেশে একনায়কত্ববাদীদের ফাঁকি। দেশে দেশে একনায়কত্ববাদীদের পোষণের যে নীতি মার্কিন সরকার অনুসরণ করে আসছে পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। কেননা, মার্কিন সরকারের সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য না পেলে পাকিস্তানের সামরিকচক্র বাঙলাদেশে এক দিনও যুদ্ধ চালাতে পারে তা আমাদের বিশ্বাস হয় না। মার্কিন সরকারের জেনে রাখা উচিত, বাঙলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ তাদের অস্তিত্ব রাখার প্রয়োজনেই আজ মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। এ যুদ্ধে তাদের জয়লাভ করতেই হবে। জয় তাদের অবশ্যম্ভাবী। মাঝখানে মার্কিন সরকার বাঙলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের পক্ষ অবলম্বন না করে চিরকালের জন্য তাদের বন্ধুত্ব হারালেন— এই আমাদের দুঃখ।

বৃটেনও একই পথের পথিক। বৃটেন বিশ্ববাসীকে শিক্ষা দিলো মানবিক মূল্যের কথা। পাকিস্তান আজও কমনওয়েলথের অন্যতম সদস্য। বৃটেনের কাছ থেকে সে পাচ্ছে নানারকম সাহায্য ও সহযোগিতা। সুতরাং বৃটেন সরকার ইচ্ছে করলে এই গণহত্যার বিরুদ্ধে ইয়াহিয়া সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারতো কিন্তু তারা তা করে নি। কারণ পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকচক্রের সাথে রক্ষণশীল বৃটিশ সরকারের বাণিজ্যিক ও অন্যবিধ সম্পর্ক জড়িত। বৃটিশ শ্রমিক দলের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী হীথ পাকিস্তান সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে পাকিস্তানে বৃটিশ সাহায্য অব্যাহত থাকবে।

পশ্চিমা শক্তিবর্গ ভাবছেন, এটা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং বাঙলাদেশ বিচ্ছিন্নতাবাদী। ইয়াহিয়া, ভুট্টো ও টিক্কা চক্রের বক্তব্যও এই। ভাবখানা এই বায়াফ্রা, নাগা ও মিজোদের মত বাঙলাদেশও একই পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু যুক্তির ধোপে তা কি টিকে? একটু আলোচনা করে দেখা যাক। বায়াফ্রা নাইজেরিয়ার একটি ক্ষুদে অংশ— সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সামাজিক বন্ধনের দিক থেকে নাইজেরিয়ার অন্য এলাকার সাথে কোন পার্থক্য নেই। নাগা ও মিজোল্যাণ্ড ভারতের বিরাট অংশের দুইটি ক্ষুদ্র এলাকা। তাদের দাবীর সঙ্গে বাঙলাদেশের বক্তব্যকে এক করে দেখার অর্থ— জেগে ঘুমোনোর মত। কারণ, পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ছাপ্পান্ন জনের বাস বাঙলাদেশে। ভৌগোলিক দিক থেকে বাঙলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের দূরত্ব বারশত মাইল। মধ্যবর্তী স্থানে ভারত অবস্থিত। ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সামাজিক বন্ধন এবং আচার অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী এবং তথাকথিত পাকিস্তান সংহতির নামে বিগত তেইশ বছরে পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাঙলাদেশকে শোষণ করেছে, গণতন্ত্রের গলাটিপে হত্যা করে রাজনৈতিক অধিকারটুকুও ছিনিয়ে নিয়েছে। ৫৪ হাজার বর্গমাইল ভূমিকে তারা তাদের বাজারে পরিণত করে। অতএব অর্থনৈতিক মুক্তি, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও মানবিক মূল্যায়নের এই সংগ্রামকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বলে অভিহিত করা যায় না।...

বাঙলাদেশ যখন ইয়াহিয়ার হায়নাদের ছোবলে ক্ষত-বিক্ষত তখন রেডক্রস এগিয়ে এসেছিলো আর্তের সেবায়। কিন্তু সামরিক জান্তা যেহেতু বাঙলাদেশে প্রবেশের অনুমতি দেন নি সেহেতু তারা মানবতার সেবা করতে নিরস্ত রয়েছেন। তা নিরস্ত রয়েছেন বলে জঙ্গীচক্রের মানবনিধনযজ্ঞ বন্ধ হয় নি, বন্ধ হয় নি মানবতার ক্রন্দন। প্রশ্ন রয়ে যায় রেড ক্রসের দায়িত্ব কি শেষ হয়ে গিয়েছে? বিশ্ব জনমতের কাছে তারা এই নগ্নতার বর্বরতার বীভৎস করুণ চিত্র তুলে ধরে বৃহৎ শক্তিবর্গের ওপর আশু চাপ সৃষ্টির দাবী করতে পারেন না? আমরা আশা করবো, তারা আর মুখ ফিরিয়ে থাকবেন না। আমরা এতদিন শুনে এসেছি চীন এশিয়ার গৌরব, নির্যাতিত নিপীড়িত সংগ্রামী জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতিক। বিশ্ববাসী জানতো, বাঙলার সাড়ে সাত কোটি মানুষও জানতো বিশ্বের যেখানেই শোষণ, বঞ্চনা আর অত্যাচার সেখানেই আছে মহাচীনের শীতল স্পর্শ। সেখানেই মহাচীন নিপীড়িত মানুষের দুঃখ মোচনের চেষ্টায় সচেষ্ট। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের হানাদার দখলদার বাহিনীর বর্বরোচিত আক্রমণে সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর জীবন যখন আজ বিপন্ন, অর্থনৈতিক জীবন যখন বিপর্যস্ত, তখন চীন আক্রমণকারী হানাদারদের পক্ষ অবলম্বন করছে এটা ভাবলে সত্যিই অবাক হতে হয়।

বলা যেতে পারে যে চীনের রাষ্ট্রনায়কগণ বাঙলাদেশের গণমানসের সত্যিকার পরিচয় না জেনেই জঙ্গী শাসকদের সমর্থন যোগাচ্ছেন। কিন্তু তাও বা আমরা কিভাবে বিশ্বাস করবো? কারণ চীন বিশ্বের নাড়ী-নক্ষত্রের খবর রাখেন তারা সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর মুক্তি-সংগ্রামের প্রকৃতি ও পরিচয় জানবেন না তা কোনমতেই বিশ্বাস করা যায় না।

অবাক বিস্ময়ে তাকাতে হয় আরব জাহানের দিকে। ইসলামের শিক্ষা যেখানে অন্যায়, যেখানে জালিমের জুলুম তাকেই প্রতিহত করতে হবে, যে কোন মূল্যের বিনিময়ে মজলুমকে দিতে হবে ছায়া কিন্তু তারতো কোন নমুনা বিশ্ববাসী দেখছেন না। আরব জাহানের মানবতা ও বিবেক জাগ্রত হোক, ইসলামের মূলমন্ত্র সাম্য স্বাধীনতা সৌভ্রাতৃত্বের পরশে স্নাত হোক বাঙলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ এই কথাই বিশ্ববাসীর চোখে-মুখে বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

আরব জাহানের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে জানা উচিত যে, কেবলমাত্র ধর্মীয় বন্ধনের জোরেই বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী এক রাষ্ট্রে বসবাস করতে পারে না। যদি তাই হতো, তাহলে একই ভাষা, একই ভূগোল, একই বর্ণ ও একই সংস্কৃতির অধিকারী আরব জনগণ আজ এতগুলো রাষ্ট্রে বিভক্ত কেন?

মানবতার এই অবমাননা ও বৃহৎ শক্তিবর্গের এই ন্যাক্কারজনক পলায়নী মনোভাবের মধ্যেও সাড়ে সাত কোটি নিরস্ত্র নিরন্ন মানুষের যন্ত্রণা চিৎকারে সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করে যারা নজির স্থাপন করেছেন, তারা হলেন বুদ্ধ, গান্ধী, নেহেরু, রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের মানব প্রেমিকতার আশীষে পুষ্ট মহামানবের মিলন ক্ষেত্র ভারতবর্ষ আর মহামতী লেনিনের আদর্শে পরিচালিত সোভিয়েট রাশিয়া। বিশ্ব মানব-প্রেমিকরা এ দুটি রাষ্ট্রকে জানাচ্ছে প্রীতিসিক্ত সালাম।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জয়বাংলা	১৮ জুন, ১৯৭১	সম্পাদকীয় :
১ম বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা		রাজনৈতিক সমাধান

সম্পাদকীয়

রাজনৈতিক সমাধান?

বাংলাদেশ সমস্যার এক রাজনৈতিক সমাধানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশ্বের বহু দেশ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। কিন্তু এর কোন রূপ পাওয়া যাচ্ছে না বলে 'রাজনৈতিক সমাধান' এ অস্পষ্ট কথাটি অনেক কল্পনা-জল্পনার জাল বুনে চলেছে। যে কোন সমাধানের পথে কল্পনা-জল্পনা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং সমস্যাটিকে জটিলতর করে। এ জন্যে সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট পথের একান্ত প্রয়োজন।

যে কোন সমস্যার মত বাংলাদেশের সমস্যাকে বাস্তবতার নিবিখে বিশ্লেষণ না করে কেবল বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিচার করা হলে, আমরা মনে করি এর সমাধান পাওয়া যাবে না। কেন আজ বাঙালী মরণপণ করে মুক্তিযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছে— এ কথাটির জবাব পেতে হবে।

পৃথিবীর কাছে অজানা নয় যে, আওয়ামী লীগ গণতান্ত্রিক এক রাজনৈতিক দল। আওয়ামী লীগ নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী। তাই, আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল, নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে জয়ী হয়েও শান্তিপূর্ণ, সহ-অবস্থানের জন্যে আলোচনা বৈঠকে মিলিত হয়েছিল। সহিংস বিপ্লবী মত ও পথ আওয়ামী লীগের নয়। তবু কেন আজ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাংলাদেশের মানুষকে মুক্তি সংগ্রাম চালাতে হচ্ছে এর সদুত্তর পেতে হবে। এ সংগ্রামের, এবং ইয়াহিয়া খান সরকারের পৈশাচিক বর্বরতার বহু কথা বলা হয়েছে, বহু বই লেখা হয়েছে। দুনিয়ার সকলের কাছে এসব কথা জানা।

মূল সমস্যার মৌলিক কারণগুলোকে এড়িয়ে কোন সমাধানের চেষ্টা করা হলে, সাময়িকভাবে স্বস্তি পাওয়া গেলেও, স্থায়ী শান্তি আসতে পারে না। স্থায়ী সমাধানের জন্যে নিরপেক্ষ, প্রভাবমুক্ত মন, গভীর ও সুদূরপ্রসারী অন্তর্দৃষ্টি এবং বাস্তব উপলব্ধির প্রয়োজন। তাই, যারা রাজনৈতিক সমাধানের ধুয়া তুলেছেন তাঁদের কাছে সংগ্রামের সার্বিক রূপটি স্পষ্ট থাকতে হবে।

বাংলাদেশের মানুষ নির্বাচন শেষে স্বাভাবিক ভাবেই আশা করেছিল, গণতন্ত্রের সাধারণ নিয়মে, একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে, আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের সংবিধান রচনা করবে, পাকিস্তানের শাসনভার, পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত চালিয়ে যাবে। কিন্তু জন্মলগ্ন থেকে পাকিস্তানে যে ষড়যন্ত্রের রাজনীতি চলে আসছে তারই পথ ধরে সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে কায়েমী স্বার্থবাদী, অগণতান্ত্রিক শক্তি আবারও চক্রান্ত শুরু করল। মানুষের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নস্যাৎ করে দিয়ে শাসন ও শোষণকে অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে তারা

আকস্মিকভাবে নিরপরাধ, নিরস্ত্র বাঙালীর ওপর পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য লেলিয়ে দিল। তারা বাংলাদেশকে গোরস্তানে পরিণত করেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে গৃহহারা, সর্বহারা করেছে, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাকে হত্যা করেছে, লক্ষ লক্ষ মা-বোনদের ইজ্জত হানি করেছে, কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি লুট করেছে। পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক চক্রের নজিরবিহীন নির্মমতা ও পাশবিকতা, সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর মনকে রক্তাক্ত করে দিয়েছে। বাঙালীর চোখে আজ তীব্র ঘৃণা ও প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে। গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্র প্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলামের কণ্ঠে যেদিন ধ্বনিত হল— 'লক্ষ লক্ষ শহীদের লাশের ওপর বসে আলোচনা চলতে পারে না'— সেদিন ক্ষত-বিক্ষত বাঙালীর মনের কথাটিই প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বাস্তব ও যুক্তিবাদী বলে ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দেন না। মূলতঃ তাঁরা নিয়মতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ রাজনীতিতে বিশ্বাসী বলে অপ্রয়োজনে রক্তপাতে আগ্রহী নন। বিনা রক্তপাতে যদি লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব হয়, বাঙ্গালীর আশা-আকাঙ্ক্ষা যদি রূপায়িত হওয়া সম্ভব হয়, সেই পথ অনুসরণে যাতে কোন প্রতিবন্ধকতা না আসে, তারই জন্য অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম চারটি পূর্বশর্ত দিয়েছেন। সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন, সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিত অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধানের কেবল দেশপ্রেমেরই পরিচায়ক নয়, এতে তাঁর মানবিকতা ও আন্তরিকতাকেও প্রতিভাত করেছে। তাঁর চারটি শর্ত বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালীর মনের কথাটিকেই প্রতিধ্বনিত করেছে।

সৈয়দ নজরুল ইসলামের চারটি শর্ত হল : (১) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিনাশর্তে মুক্তি (২) বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানী সমস্ত সৈন্যদের অপসারণ (৩) স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতি এবং (৪) বিগত ২৩ বছরের বঞ্চিত অর্থসহ বর্তমান যুদ্ধে ক্ষতিসাধিত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার অবিসংবাদিত নেতা। তিনি গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান। তাঁকে কারাগারে রেখে কোন আলোচনা চলতে পারে না। আলোচনা চালাবার জন্যে তাঁর ও তাঁর সহকর্মীদের বিনা শর্তে মুক্তি দিতেই হবে। বাংলা ও বাঙালীর পক্ষে অভিমত দেবার একমাত্র অধিকারী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের বাঙ্গালীরা বিদেশী হানাদার বলে মনে করে। পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের ওপর বাঙালীদের কোন আস্থা নেই। তাদের উপস্থিতিতে বাঙ্গালী নিরাপদ মনে করতে পারে না এবং এ কারণেই ক্ষমা প্রদর্শনের কথা বলা সত্ত্বেও কোন উদ্বাস্তু ফিরে যান নি। ভীতি ও অবিশ্বাসের মধ্যে নিরাপত্তার ভাব জাগতে পারে না। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার বাংলার সর্বস্তরের মানুষের আস্থাভাজন। বাংলার আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে প্রতিফলিত। বাংলার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত এই সরকার প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারী। আর পশ্চিম পাকিস্তানীরা গত ২৩ বছরে বাংলাকে শোষণ করে, বঞ্চিত করে এবং সর্বশেষে গত মার্চ মাসের ২৫ তারিখ থেকে হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদিতে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে যেভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। নৈতিক বা আইনগত যে কোন বিচারে বাঙালী ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারে। বিনা অপরাধে তার সম্পদ নষ্ট করা হয়েছে। তাছাড়া বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে বলতে হয়, অনাহার-অনটনক্লিষ্ট, দারিদ্র-পীড়িত মানুষ কখনো শান্তিতে

থাকিতে পারে না।

সৈয়দ নজরুল ইসলামের চার দফার ভিত্তিতে রাজনৈতিক সমাধান হলে স্থায়ী ফল পাওয়া যাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। একটি জাতি নির্দিষ্ট এক লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে জীবন মরণ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক সমাধান সেই লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে ব্যর্থ হলে স্থায়ী ফল বা শান্তি আসতে পারে না। সত্য যে যতই কঠোর হোক, তাকে অস্বীকার করা যায় না এবং করাও উচিত নয়। বাস্তব ও সত্যকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করা হলেও পরিস্থিতি তার নিজস্ব গতিতে বয়ে যেতে বাধ্য।

বাংলাদেশের ব্যাপারেও সত্যকে অস্বীকার করা উচিত হবে না। আজ নগ্নভাবে এ সত্যটি ভেসে উঠেছে যে বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এক নয়, বাংলা ও বাঙালীর সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের মিলনের কথাই ওঠে না, এমনকি সম্প্রীতিও জাগতে পারে না। বাংলার প্রতি ঘরে যে হাহাকার উঠেছে, প্রতিটি বাঙালীর মন যে ভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে, আর কোন মধুর বাণী এ হাহাকার, এ আর্তিতে প্রলেপ দিতে পারবে না। আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বাংলার স্বাধীনতাই একমাত্র সমাধানের পথ। বাঙালীর সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সাহিত্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টির কোন মিল নেই এ সর্ববাদীসম্মত বক্তব্যের সাথে গত ২৩ বছরের বঞ্চনা এবং গত কয়েক মাসের হত্যা, লুণ্ঠন, ব্যাভিচার, নির্যাতন মিলে বাঙালী মন যেভাবে বিষাক্ত হয়ে গেছে, তাতে কোন বন্ধনের কথা প্রলাপ বলেই মনে হবে। তাই আজ স্বীকার করে নিতে হবে পাকিস্তান যে কোন বাস্তব বিচারে তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। কেবল আবেগ ও অনুভূতিতে সমস্যার বিচার চলে না।

এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানকে গড়ে তোলার চিন্তাও বাতুলতার সমান। পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর পৈশাচিকতায় শত শত কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট হয়েছে, বাংলাদেশে এমন কি পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতি আজ প্রায় ধ্বংসের পথে। এ ধ্বংসস্তূপ থেকে অর্থনীতিকে গড়ে তুলতে হলে জনসাধারণের সহযোগিতা অপরিহার্য। ভয়-ভীতি, ত্রাস, ঘৃণা, অবিশ্বাসের মধ্যে সহযোগিতা হতে পারে না। চাপে পড়ে যে কাজ তাতে আন্তরিকতা থাকে না এবং আন্তরিকতা না থাকলে কার্যকরী প্রচেষ্টা চলতে পারে না। তাই রাজনৈতিক সমাধানের নামে যদি বাংলাদেশকে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা চলে তাতে সংহতি— সে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক যে কোন ক্ষেত্রেই হোক, আসতে পারে না। বরং এ কথা বলা চলে, বাস্তব সত্যকে স্বীকার করে বাংলার স্বাধীনতাকে মেনে নিলে, কালের গতিতে বর্তমানের পুঞ্জীভূত হিংসা, বিদ্বেষ, অবিশ্বাস কেটে যেতে পারে এবং এক সময়ে হয়ত প্রীতির বন্ধন গড়ে উঠতে পারে।

তাই, আমাদের অভিমত ভবিষ্যতের কল্যাণ কামনায়, বর্তমানে বাস্তবতার প্রেক্ষিতে নির্মম সত্য— বাংলার স্বাধীনতার স্বীকৃতিতে সমাধান হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং দীর্ঘস্থায়ী সুফল পাওয়া সম্ভব হবে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জয়বাংলা	১৮ জুন, ১৯৭১	ঐক্যবদ্ধ বাঙালী আজ
১ম বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা		সাম্প্রদায়িক মনোভাবের উর্ধ্বে

ঐক্যবদ্ধ বাঙালী আজ সাম্প্রদায়িক মনোভাবের উর্ধ্বে

পৃথিবীর সভ্য মানুষ মাত্রেই রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বা একই রাষ্ট্রের মধ্যকার ধর্ম সম্প্রদায়ের হানাহানিকে ঘৃণা করে। এই সাম্প্রদায়িকতা ক্ষয়িষ্ণু শাসকচক্রের আত্মরক্ষার কবচস্বরূপ। বর্তমান পাকিস্তান সরকারও নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে বাংলাদেশকে শাসনের হাতিয়ার হিসাবে বেছে নিয়েছে। এখন বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার যে বিষ পাকিস্তান সরকার ছড়াচ্ছে তার পশ্চাতে আছে শাসকগোষ্ঠী পাকিস্তান সরকারের অনেক কৌশল, অনেক চক্রান্ত এবং অনেক স্বার্থের দ্বন্দ্ব।

একনায়ক শাসন ব্যবস্থায় শাসক শ্রেণী শাসন ও শোষণযন্ত্রকে অব্যাহত রাখতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাস, দ্বিধা-সন্দেহ সৃষ্টি করে পরিণামে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বাঁধিয়ে দেয়। পাকিস্তানে যতবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধেছে ততবারই তার মূলে পশ্চিম পাকিস্তান শাসক শ্রেণীর চক্রান্ত ক্রীয়াশীল ছিল। উদ্দেশ্য হচ্ছে, মূল সমস্যা থেকে বাঙালীদের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে দেয়া ও বাঙালী জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠা ব্যাহত করা। ফলে পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক বাংলার শোষণ সহজতর হবে। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকচক্র বরাবরই চেয়েছে পূর্ব বাংলার জনগণ যেন একতাবদ্ধ না হতে পারে। কারণ পূর্ববাংলার হিন্দু-বৌদ্ধ মুসলমান-খৃস্টান যদি একতাবদ্ধ হয় তবে তাকে কিছুতেই পশ্চিম পাকিস্তান রুখতে পারবে না। এ জন্যেও সাম্প্রদায়িকতার পক্ষে তার এত উৎসাহ। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই পূর্ববাংলার মানুষ ধীরে ধীরে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে মতামত গড়ে তোলে; এই অভিজ্ঞানের পর থেকে সাধারণ মনোভঙ্গী গড়ে উঠতে থাকে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ও ১৯৫৪ সালে জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রচেষ্টায় যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন ও বাংলাদেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির প্রভাবে সাম্প্রদায়িক চক্রান্ত সৃষ্টির সমাধি রচনা হলো। আজ যাঁরা স্বাধীনতা যুদ্ধের পুরোভাগে তাদের দ্বারা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এবং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল সেদিনই। আর এই ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক সংগ্রাম চালাতে গিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানসহ অসংখ্য রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর বিভিন্ন নির্যাতনমূলক আইনের মাধ্যমে জেল ও নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। ১৯৬৪ সালে আইউব খানের প্রধান সহচর পূর্ববাংলার তদানীন্তন গভর্নর মোনায়েম খান পুনরায় এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করেন। শেখ মুজিবুর রহমান সহ অন্যান্য নেতৃবর্গ বাংলাদেশের সর্বত্র দাঙ্গাবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানালেন। এই সময় ঢাকার সকল পত্রিকায় 'পূর্ব বাংলা রুখিয়া দাঁড়াও' শিরোনামায় বাঙালীর প্রতি এক আকুল আবেদন

করা হয়। সেই আহ্বানে এক অপার মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমস্ত চক্রান্তের বিরুদ্ধে বাঙালী জাতি সাড়া দিল। দাঙ্গা রোধ করতে গিয়ে সেদিন আমির হোসেন চৌধুরীর মত বহু মুসলমান অকাতরে মৃত্যুবরণ করে নিল। কথার ফানুস দিয়ে নয়, বুকের তাজা রক্ত দিয়ে বাঙালী এবারও তাঁর মানবতাপ্রীতি প্রমাণ করলো। তারপর থেকে শাসক শ্রেণী চেষ্টা করতে লাগলো বাঙালী অবাঙালী দাঙ্গা বাঁধিয়ে তাদের উদ্দেশ্য সফল করতে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ সে ঘৃণ্য চেষ্টাও ব্যর্থ করে দিয়ে তাদের নিরাশ করলো। বর্তমান সংগ্রামের এক পর্যায়ে আবার পশ্চিমী শাসকচক্র সাম্প্রদায়িকতার ধূয়া তুললো। পাকিস্তানী বেতার যন্ত্র হিন্দুদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারে তৎপর হয়ে উঠলো। এই পর্যায়ে ইয়াহিয়ার জঙ্গীচক্র সুপরিকল্পিতভাবে বেশ কিছু হিন্দু অধ্যুষিত গ্রাম পুড়িয়ে দিয়ে অসহায় জনগণকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য করেছে। হিন্দুদের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান গ্রামও পুড়লো, অগণিত হিন্দু-মুসলমান বাঙালী জঙ্গী মেশিনগানের গুলিতে প্রাণ দিল। তার ফলে সারা বাংলাদেশ আজ শ্মশান ভূমি।

এই অত্যাচার চালানোর জন্যে বর্বর সৈন্যবাহিনী ভয় দেখিয়ে কিছু লোককে গ্রামে গ্রামে অগ্নি সংযোগ ও লুঠতরাজের কাজে নিয়োগ করে এবং সেই অগ্নি সংযোগকারীকে দুষ্কৃতকারী প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে ক্যামেরার সাহায্যে তাদের ছবি তুলে নিয়েছে। আবার পরক্ষণেই গুলি করে তাদেরকে হত্যা করেছে। তবু বাংলাদেশের ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতা প্রিয় মানুষ সাম্প্রদায়িক উস্কানিতে উত্তেজিত হয় নি। ইস্পাতের মত কঠিন একতা নিয়ে অপেক্ষা করছে শত্রুর ধ্বংস দেখার জন্য।

আজ সর্বত্র সামরিক বাহিনী সাধারণ মানুষকে হত্যা করে, ভয় দেখিয়ে নিজেদের এই লুটপাটে নিয়োজিত করেছে। এই সমস্ত জঘন্য অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে নিরুপায় নিরীহ জনগণ দলে দলে পালিয়ে ভারতবর্ষে যেতে শুরু করে। হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ খৃস্টান সকলেই পালাচ্ছে— এতেই প্রমাণিত হয় অত্যাচার এসেছে বাঙালী জাতির ওপর। কোন ব্যক্তি বিশেষ, কোন গোষ্ঠী বিশেষ বা কোন সম্প্রদায় বিশেষের ওপর নয়। বহু বৌদ্ধ অধ্যুষিত এলাকা, খৃস্টান গীর্জা আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত, হিন্দুদের মন্দির, মুসলমানদের মসজিদ কিছুই রেহাই পায়নি এই বর্বর অত্যাচারীদের হাত থেকে।

বাঙালীদের নিশ্চিহ্ন করতে যেভাবে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়েছে, সেখানে হিন্দু-মুসলমান সমান হারে মরেছে। এর কারণ বাঙালীকে নেতৃত্বহীন করে দেওয়া। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ গোবিন্দ দেব-এর পাশাপাশি পরিসংখ্যান বিভাগের প্রধান জনাব মনিরুজ্জমান এবং অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতার পাশে অধ্যাপক মোক্তাদিরও একই হাতের শিকার।

তাই দীর্ঘ চব্বিশ বছরের ইতিহাসের দিকে তাকালে বোঝা যায়, অত্যাচারী পাকিস্তান সরকারের অতীত ও বর্তমান রাজনীতির প্রধান হাতিয়ার এই সাম্প্রদায়িকতা। আজ বাংলাদেশের মুক্তির প্রচেষ্টায় যে ঐক্যবদ্ধ শক্তির বিকাশ ঘটেছে তা বানচাল করার উদ্দেশ্যে প্রতিক্রিয়াশীল জঙ্গী সরকার বাঙালীর মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছে। তারা অবাঙালীদের হাতে প্রচুর অস্ত্র দিয়ে গ্রামে গ্রামে পাঠিয়ে দিচ্ছে, সেখানে তারা নতুন করে অত্যাচার শুরু করছে, রাস্তায় রাস্তায় এসব অবাঙালীরা টহল দিয়ে

বেড়াচ্ছে। এদিকে ইয়াহিয়া সরকারের প্রচার যন্ত্র একথা প্রচার করছে যে, বাংলা ও বাঙালীদের স্বাধিকারের জন্য যারা সংগ্রাম করেছে এবং এই সংগ্রামে যারা সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে তারা এবং যেহেতু বাংলার সংখ্যালঘুরা ধর্মনিরপেক্ষ এবং অসাম্প্রদায়িক স্বাধিকার সংগ্রামের সাথে একাত্মতা করেছে, কাজেই তারাই পূর্ববাংলার এই দুরবস্থার জন্য দায়ী। এই ঘৃণ্য অপ-প্রচারের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারত ও বাংলাদেশের সর্বত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানো। লক্ষ লক্ষ বাঙালী আজ ভারতে আশ্রয় নিয়েছে, এ অবস্থায় যদি পাকিস্তানের উস্কানির ফলে কোথাও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধে তাহলে পাকিস্তান সরকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। তাই এই মুহূর্তে সব থেকে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে বাংলার শত্রু ঘৃণ্য পশ্চিমী কুচক্রীদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করা, তাদের কোন প্রকার উস্কানিতে কান না দেওয়া বরং দিনের পর দিন মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে নিজেদের তৈরী করা। একথা মনে রাখতে হবে যে কোন স্বাধীনতা যুদ্ধেই সহজে সাফল্য অর্জন করা যায় না। সুতরাং সংগ্রাম যত কঠিন ও দীর্ঘ হোক না কেন তা চালিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরী থাকতে হবে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জয়বাংলা	২৫ জুন, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ৭ম সংখ্যা		এরই নাম কি স্বাভাবিক অবস্থা?

সম্পাদকীয়

এরই নাম কি স্বাভাবিক অবস্থা?

মিথ্যার শত জাল বুনেও সত্যকে কোনদিন ঢেকে রাখা যায় না। স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ বিশ্ব মানবতার কাছে আজ একটি মহাসত্য। এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সাড়ে সাত কোটি মানুষ ত্যাগ, তিতিক্ষা, শৌর্যবীর্য্য ও আত্মদানের যে নজির স্থাপন করেছে তা মানব ইতিহাসে চিরদিন ভাস্বর হয়ে থাকবে। অথচ এই মহাসত্যটিকে মুছে ফেলার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে জল্লাদ ইয়াহিয়া খান প্রথম থেকে একের পর একটি করে মিথ্যার জাল বুনে বুনে তার প্রচার যন্ত্র, ব্যক্তিগত দূত ও পৃথিবীর সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত ডিপ্লোম্যাটিক মিশনের মাধ্যমে প্রচার চালিয়ে পৃথিবীর মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার কত কোশেশই না করে এসেছে। সত্যের কাছে মিথ্যা পরাজিত হবেই। তাই ইয়াহিয়া খানের ধোঁকাবাজীও বিশ্ব-মানবতার কাছে হার মানতে বাধ্য।

সাড়ে ৭ কোটি বাঙালী জাতিকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তথা সর্বতোভাবে নিশ্চিহ্ন করার মানসে নজিরবিহীন নৃশংস গণহত্যা, ব্যাভিচার, লুণ্ঠন, প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। যার ফলে প্রায় ১০ লক্ষ নিরস্ত্র মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষ সর্বহারা বাস্তুত্যাগী হয়ে ভারতে আশ্রয়গ্রহণ করেছে এবং দুই কোটিরও অধিক বাঙালী বাংলার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে আশ্রয়ের আশায় অনিশ্চয়তার পিছনে পিছনে ঘুরছে। শুধু তাই নয়, গুটি-কয়েক শহর ও বন্দর এবং মুষ্টিমের এলাকায় হানাদার বাহিনীর আধিপত্য সীমাবদ্ধ থাকলেও বাংলার ৬৪ হাজার গ্রামের প্রায় ৪ কোটি পরিবারের প্রায় প্রত্যেকটি গ্রাম ও পরিবার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে আজ জল্লাদ ইয়াহিয়ার নৃশংস হত্যাযজ্ঞ ও অত্যাচারের স্বীকারে পরিণত হয়েছে। অথচ সম্পূর্ণ ব্যাপারটিকে ঢেকে রাখার জন্য পৃথিবীর মানুষকে অপপ্রচারের মাধ্যমে এ কথাই বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, বিষয়টি একান্তভাবেই পাকিস্তানের "ঘরোয়া ব্যাপার।" কিন্তু, সাড়ে সাত কোটি মানুষের করুণ ফরিয়াদে বিশ্বের দরবারে এই সত্যটি আজ প্রকাশ্য দিবালোকের মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, ইয়াহিয়া খানের কাছে যা ঘরোয়া ব্যাপার, মানব ইতিহাসে সেটা জঘন্যতম কলঙ্ক। কখনো ইসলামের ব্যবসা করে, কখনো তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে অখণ্ডতার নামে, আবার কখনো সাম্প্রদায়িকতার জঘন্যতম অপপ্রচার করে বাংলার সাড়ে ৭ কোটি মানুষের শাশ্বত সত্য প্রাণের চেয়েও প্রিয় যার জন্য প্রতিটি বাঙালী যে কোন ত্যাগকে হাসিমুখে গ্রহণের জন্য সদা প্রস্তুত সেই স্বাধীনতা সংগ্রামকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য কত কোশেশই না করেছে। কিন্তু সূর্যের আলো থেকে কুয়াশা দূরে সরে যাবেই। যতই দিন যাচ্ছে শত মিথ্যার ধূম্রজালকে ভেদ করে পূর্ব দিগন্তে সূর্যরশ্মি ততই

আসন্ন হচ্ছে।

আজ সার্বভৌম বাংলাদেশ যেমন মহা সত্য, তথাকথিত পাকিস্তানের অবলুপ্তিও তেমনি একটি সত্য। ব্যক্তি বিশেষ কিংবা গোষ্ঠীবিশেষের স্বার্থান্ধতা ও হঠকারিতা এবং ভুলের মাশুল হিসাবেই এই অবলুপ্তি ঘটেছে, একথা আমরা পূর্বেই বলেছি এবং পৃথিবী তা স্বীকার করেছে। কারণ, মৃত পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক সাহায্য দিতে পৃথিবী আজ নারাজ। এর কোন বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। কনসোর্টিয়াম বৈঠক থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি সাহায্যকারী দেশ অভিমত প্রকাশ করেছে ইয়াহিয়ার পাকিস্তানের 'আভ্যন্তরীণ ব্যাপারটি' আন্তর্জাতিক দৃষ্টিতে এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, বাংলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত সাহায্য দেওয়ার প্রশ্নটি স্থগিত রাখাই বাঞ্ছনীয়। এরকম অভিমত প্রকাশের পিছনে অবশ্য একটি গূঢ় রহস্য আছে। সাহায্যকারী দেশ ভালভাবেই জানেন যে, বাংলাদেশ আর ইয়াহিয়া খানের মৃত পাকিস্তান এক নয়। আর বাংলার পাট, চা, তামাক এবং চামড়ার টাকা ছাড়া বৈদেশিক ঋণ শোধ করার কোন সম্ভাবনা নেই। সুদের জন্যই যেখানে কিস্তি ভিক্ষে সেখানে আসল পাওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? কাজেই জনাব ইয়াহিয়া খান ঢাক-ঢোল পিটিয়ে মুক্তিফৌজ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে যারা দু'দিন আগে দুষ্কৃতকারী ও অনুপ্রবেশকারী বলে আখ্যায়িত করেছে তাদেরকে সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের নামে রিসেপশন ক্যাম্প খুলে, আগে অস্বীকার করে পরে বিপাকে পড়ে মাত্র ৪০ হাজার বাস্তুত্যাগী স্বীকার করে 'স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে' শিরোনামওয়ালা ১২ পৃষ্ঠার জায়গায় ২ পৃষ্ঠায় সংবাদপত্রগুলোকে প্রকাশ করতে বাধ্য করে। আর মুক্তিফৌজের কাছে পাক সেনাবাহিনীর বেধড়ক মার খাওয়া গোপন করে, গুটিকতক ভাড়াটিয়ে পদলেহী তথাকথিত শিল্পীকণ্ঠে ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে ইসলামের গান গাইয়ে ইয়াহিয়া খান এ কথাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করছেন যে সাহায্য পাওয়ার স্বাভাবিক অবস্থা এখন ফিরে এসেছে।

বাংলায় স্বাভাবিক অবস্থা বাঙালীরাই ফিরিয়ে আনবে। প্রতিটি বাঙালী আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে, সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর নয়নমণি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্ত করে, হানাদার ইয়াহিয়া বাহিনীদের বাংলার মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন করে, বাংলার স্বাধীনতার স্বীকৃতি আদায় করে, বিগত দিনের অর্থনৈতিক বঞ্চনার প্রতিশোধ ও ক্ষতিপূরণ আদায় করে বাংলার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনবেই।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জয়বাংলা ১ম বর্ষ : ৮ম সংখ্যা	২ জুলাই, ১৯৭১	তোমরা তোমরা আমরা আমরা

সম্পাদকীয়

"তোমরা তোমরা আমরা আমরা"

আওয়ামী লীগ ও স্বাধীনতামন্ত্রে দীক্ষিত তার অসংখ্য কর্মী ও সদস্য এবং মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্য করে তথাকথিত পাকিস্তান সরকারের প্রচার যন্ত্রগুলো কতকগুলো বিশেষ বিশেষণ ব্যবহার করে থাকে। সরাসরিভাবে প্রকৃত নাম উচ্চারণ করার বাধা কোথায় আমরা তা বুঝি না। বিশেষণগুলো হলো— দুষ্কৃতকারী, বিচ্ছিন্নতাবাদী, দেশদ্রোহী, ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ইত্যাদি।

এই বিশেষণগুলোর ব্যবহার পাকিস্তান সরকারের পক্ষে যদি নেহাৎ লজ্জাজনিত হয়ে থাকে আমাদের কিছু বলার নেই। কারণ বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটিকে যখন তার স্বামীর নাম জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো তখন লজ্জাবনতভাবে সে বলেছিলো—

"বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি
জান হে স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী।"

সরাসরিভাবে স্বামীর নাম উচ্চারণ করতে ইয়াহিয়া সরকারের যদি বাধে তা হলে আমাদের বলার কিই-বা থাকতে পারে। এটা হলো তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু এই বিশেষণগুলোর ব্যবহার যদি ঘৃণাজনিত হয় অথবা আওয়ামী লীগ, মুক্তিযোদ্ধা এবং অগণিত স্বাধীনতাকামী মানুষের নাম বিস্মৃতির অন্তরালে নিয়ে যাওয়ার অপচেষ্টা হয়ে থাকে তা হলে আমাদের অবশ্যই কিছু বলার আছে।

ইয়াহিয়া খানের জানা দরকার শেখ মুজিব শুধু মুক্তি-পাগল সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর অবিসংবাদিত রাজনৈতিক নেতাই নয়, শেখ মুজিব কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-জনতা ও আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার 'মুজিব ভাই'। শেখ মুজিব একটি নাম— একটি ইতিহাস। এ নামের প্রভাবে একদিকে যেমন সাম্রাজ্যবাদী, সামন্তবাদী, আমলাতন্ত্র, সামরিক জান্তা ও যাবতীয় কায়েমী স্বার্থবাদীদের প্রাসাদচক্র খান খান হয়ে ধুলায় লুণ্ঠিত হতে চলেছে, অন্যদিকে তেমনি বঞ্চিত, লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত সাড়ে সাত কোটি বাঙালী স্বাধীন সার্বভৌম জাতি হিসাবে জন্মলাভ করেছে। তার নেতৃত্ব ত্যাগ তিতিক্ষা নির্যাতন ও অগ্নি-পরীক্ষায় পরীক্ষিত। তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বহু চড়াই উতরাই পার হয়ে গিয়ে আজ বিশ্বের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত। তার অলৌকিক জনপ্রিয়তা আজ কঠিন বাস্তব। তার অপরিসীম সংগঠনী ক্ষমতা আজ সকল সন্দেহের উর্দ্ধে। মুজিবের আর এক নাম সংগ্রাম। আর এই সংগ্রামের জন্ম হয়েছে মানবাধিকার আদায়ের সংগ্রাম ও দুঃস্থ মানবতার সেবায় নিয়োজ্বিত দেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগের অঙ্গনে। যে প্রতিষ্ঠানের জন্ম, পরিস্ফুটন পরিব্যাপ্তি এবং অসাধারণ বিস্তৃতি ঘটেছে নিরলস নিরবচ্ছিন্ন

সংগ্রাম ও সাধনার মধ্য দিয়ে নির্বাচনে শতকরা সাড়ে আটানব্বইটি আসন ও শতকরা ৮১ জনের সমর্থন লাভ করা একমাত্র ত্যাগ তিতিক্ষা ও নিষ্কলুষ সংগ্রামের বিনিময়ে অর্জিত জনপ্রিয়তার মাধ্যমেই সম্ভব। অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন সশস্ত্র বিপ্লবে রূপান্তরিত হয়ে সুদীর্ঘ ৪৩ বছর লেগেছিল ভারতের স্বাধীনতা লাভ করতে। আর ২৫শে মার্চ পর্যন্ত অহিংস অসহযোগ আন্দোলন করে রাতারাতি সশস্ত্র সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়ে মাত্র তিন মাস মুক্তিফৌজের সাথে অসম যুদ্ধের পর আধুনিক সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত ইয়াহিয়ার বাহিনীর নাভিশ্বাস উঠেছে। এটা সম্ভব হয়েছে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠানের সংগঠনী শক্তিমত্তা ও দলীয় ঐক্য সংহতি শৃঙ্খলা এবং নেতৃত্বের প্রতি অটুট আস্থার পরিপ্রেক্ষিতে।

আর মুক্তিফৌজ ও আওয়ামী লীগ এরা একে অপরের পরিপূরক। প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধা স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত। হানাদার বাহিনীর হাত থেকে দেশমাতৃকাকে মুক্ত করার কঠিন শপথে তারা আবদ্ধ।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জয়বাংলা	২ জুলাই, ১৯৭১	মুক্তিযুদ্ধে আপনার
১ম বর্ষ : ৮ম সংখ্যা		করণীয় কী?

মুক্তিযুদ্ধে আপনার করণীয় কি?

পাঞ্জাবী শোষক গোষ্ঠীর তল্পীবাহক ইয়াহিয়ার সরকার স্বাধীন বাংলাদেশে যে নারকীয় হত্যালীলা চালিয়ে যাচ্ছে তার নজীর ইতিহাসে নেই। মুখে ইসলাম, মুসলিম ভ্রাতৃত্ব, এক জাতীয় বুলি আওড়িয়ে সে তার পশু সৈন্যদের হিংস্র কুকুরের মত লেলিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশের সমস্ত মানুষের বিরুদ্ধে। সারা দেশে সৃষ্টি করেছে এক বিভীষিকার রাজত্ব, ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা। স্বাধীন বাংলাদেশ, সোনার বাংলাদেশ, বাঙালী জাতির গৌরব, তাদের পীঠস্থান। বাংলাদেশকে এই দানবীয় পিশাচের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে, বাংলাদেশকে শত্রুসৈন্য মুক্ত করবার জন্যে আজ বাংলাদেশের মুক্তিকামী সমস্ত জনতা ইস্পাতকঠিন শপথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আজ রক্তের শপথ নিয়েছে বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা, তারা আঁজলা ভরে বুকের রক্ত ঢেলে দেবে, বিনিময়ে স্বাধীন বাংলার বুক থেকে শত্রুসৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করবে। সুতরাং লড়ছে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা, বাংলাদেশের সোনার ছেলেরা। সিংহের মত তারা ওঁৎপেতে বসে থাকে সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে পাক সৈন্যের ওপর, নির্মমভাবে হত্যা করছে হানাদার দস্যু পাক সেনাদের। প্রতিদিন শত শত্রুর রক্তে স্নাত হয়ে বাংলার মাটিকে করছে কলুষমুক্ত। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে, অপূর্ব বীরত্বে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে পাক সেনা। প্রতিদিন শত শত পাক সেনার মৃত্যুতে পাক সেনাবাহিনীতে হাহাকার উঠেছে। তারা আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছে এমনিভাবে আর কিছুদিন যুদ্ধ চললে বাংলাদেশ থেকে আর একটি পাক সৈন্যও জীবিত ফিরে যেতে পারবে না। মুক্তিযোদ্ধাদের অতুলনীয় বীরত্বে সারা বিশ্বের মানুষ আজ বিস্মিত, মুগ্ধ। তাদের অপূর্ব সাফল্যে আজ শত্রুদের অন্তিমদশা উপস্থিত।

বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা তাদের কর্তব্য করে যাচ্ছেন, একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। তাদের অজেয় দেশপ্রেম, তাদের ত্যাগ, তাদের অপূর্ব নিষ্ঠা সারা বাঙালী জাতিকে এক গৌরবময় মহিমা দান করেছে।

মুক্তিযোদ্ধারা যেমন তাদের কর্তব্য করে যাচ্ছেন অপূর্ব নিষ্ঠার সাথে তেমনি আজ বাংলাদেশের সমস্ত মানুষের একান্ত কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিটি কাজে সর্বতোভাবে সাহায্য করা। কারণ মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত সাফল্য নির্ভর করছে দেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক, মধ্যবিত্ত সমগ্র জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থনের ওপর।

মুক্তিযোদ্ধারা যেমন এ দেশের কৃষক শ্রমিক জনতার শ্রেষ্ঠ সন্তান, তেমনি বাংলাদেশের মানুষকেও, মুক্তিযোদ্ধাদের একান্ত আপনজন হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনের নিরাপত্তা এবং সাফল্য সম্পূর্ণরূপে গ্রামের কৃষক, শ্রমিক, জনতার ওপর নির্ভরশীল। বর্তমান যুদ্ধে অবলম্বিত গেরিলা যুদ্ধের নীতিই হলো শত্রুর সন্ধান

নেয়া, শত্রুকে অতর্কিতে আক্রমণ করা, ধ্বংস করা এবং নিজেকে রক্ষা করা। সুতরাং, শত্রুর সন্ধান নিতে হলে, শত্রুকে অতর্কিতে আক্রমণ করতে হলে সর্বশেষে গেরিলাদের আত্মরক্ষা করতে হলে সংঘর্ষের এলাকার এবং তার চার পাশের এলাকার কৃষক শ্রমিক জনতার সক্রিয় সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। কারণ, মুক্তিযোদ্ধাদের শত্রুর চোখ এড়িয়ে শত্রুকে আক্রমণ করতে সাহায্যও তারাই করতে পারেন। তাছাড়া শত্রুকে আক্রমণের আগে এবং দ্রুত পশ্চাৎঅপসরণের সময়েও আশ্রয় দিয়ে সাহায্যও তারাই করবেন। এ কথা অনস্বীকার্য যে আজ মুসলিম লীগ ও জামাতে ইসলামীর একদল অনুচর শত্রুকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করছে। এরা সব সময়ে চেষ্টা করছে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটি এবং মুক্তিযোদ্ধাদের শত্রুকে চিনিয়ে দিতে। এদের ঘৃণ্য প্রচেষ্টায় এরা যদি সাফল্য লাভ করতে পারে তাহলে মুক্তিযুদ্ধে এরা চরম ক্ষতিসাধন করবে। সুতরাং, বাংলাদেশের মানুষের প্রথম কর্তব্য হবে এই সমস্ত শত্রুচরদের দৃষ্টি থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের রক্ষা করা। তা হলে বর্তমান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের আশু করণীয় হচ্ছে, মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটির সাথে যোগাযোগ রাখা, শত্রুর গতিবিধির খবর গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটিতে পৌঁছিয়ে দেয়া, মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেয়া, পশ্চাদপসরণ কালে তাদের সাহায্য করা, শত্রুকে এবং শত্রুর চরদের ধ্বংস করতে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করা। এছাড়া তাঁরা নিজেদের প্রচেষ্টা চালিয়েও শত্রুর চরদের খতম করবেন। গ্রামকে শত্রুচর মুক্ত করতে না পারলে মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের সহায়কদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে।

উপরে উল্লিখিত উপায়ে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করতে হলে গ্রামগুলোকে সংগঠিত হতে হবে। নিঃসন্দেহে এ কথা বলা চলে যে, মুষ্টিমেয় শত্রুর অনুচর ব্যতিরেকে সারা বাংলাদেশের মানুষ আজ মুক্তিযোদ্ধাদের অনুকূলে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে এ কথাও একান্ত সত্য যে, গ্রামে দু একটি শত্রুচর থাকলেও গেরিলা যোদ্ধা কিংবা মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারীগণ কেউ নিরাপদ নন। সুতরাং সুযোগ পেলেই শত্রুর চরকে খতম করে দিতে হবে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জয়বাংলা	৩০ জুলাই, ১৯৭১	সম্পাদকীয় :
১ম বর্ষ : ১২শ সংখ্যা		জাতিসঙ্ঘের মাধ্যমে নয়া চক্রান্ত

সম্পাদকীয়

জাতিসঙ্ঘের মাধ্যমে নয়া চক্রান্ত

বাঙলাদেশে এবং ভারতের সীমান্তে জাতিসঙ্ঘ পর্যবেক্ষক দল মোতায়েন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। জাতিসঙ্ঘের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরের হাই কমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দিন বাঙলাদেশে জাতিসঙ্ঘের চল্লিশজন পরিদর্শক পাঠাবার প্রস্তাবও করেছেন। উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হয়েছে, ভারতে চলে গিয়েছেন এমন লক্ষ লক্ষ শরণার্থী যাতে নিরাপদে স্বদেশে ফিরে আসতে পারেন এবং তারা পুনর্বাসিত হন তার তদারকি করা। দৃশ্যতঃ প্রস্তাবটি খুবই নির্দোষ ও সাধু। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে দৃশ্যতঃ সাধু ও নির্দোষ প্রস্তাবটির আড়ালে রয়েছে জাতিসঙ্ঘ ও তার প্রধান মুরুব্বি যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন এডমিনিস্ট্রেশনের নতুন চক্রান্ত। কেবল একটি প্রস্তাব এসেছে তাদের পাকিস্তান ঘেঁষা এজেন্ট প্রিন্স সদরুদ্দিনের মারফৎ। গণপ্রজাতান্ত্রিক বাঙলাদেশ সরকার এবং ভারত সরকারও সঙ্গে সঙ্গে জাতিসঙ্ঘ পর্যবেক্ষক মোতায়েনের 'সাধু প্রস্তাব' প্রত্যাখ্যান করেছেন।

কিছুদিন আগে, জাতিসঙ্ঘের তরফ থেকে বাঙলাদেশের উদ্বাস্তুদের পরিদর্শনের নামে ভারত, পাকিস্তান ও অধিকৃত বাঙলাদেশ সফরে এসেও সদরুদ্দিন নানা উল্টা-পাল্টা কথা বলে গেছেন। উদ্দেশ্য ছিল সম্ভবতঃ, তার দোস্ত ইয়াহিয়ার গণহত্যার পাপ যথাসম্ভব কমিয়ে দেখানো।

প্রিন্স সদরুদ্দিনের কথা থাক। বাঙলাদেশ ও ভারতে জাতিসঙ্ঘের পর্যবেক্ষক মোতায়েন করার প্রস্তাব শুনে অতি দুঃখের মধ্যেও আমাদের একটি পুরনো গল্প মনে পড়েছে। একবার এক সার্জন একজন রোগী দেখে বললেন, এমন কিছু বড় অপারেশন নয়। এখনই তিনি রোগীকে রোগমুক্ত করে দেবেন। ঘটা করে সার্জন রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে কক্ষের বাইরে এসে রোগীর রুদ্ধশ্বাস আত্মীয়দের বললেন, "আপনাদের কি বলবো, অপারেশন অত্যন্ত সাকসেসফুল হয়েছে। তবে দুঃখের কথা এইটুকু যে, রোগী মারা গেছে।"

বাঙলাদেশে ইয়াহিয়ার দস্যুচক্র বেপরোয়া গণহত্যা চালাচ্ছে আজ চার মাস হয়ে গেল। দখলীকৃত বাঙলাদেশ এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত। এখনো বাঙলার জীবন ও সম্পত্তি ধ্বংসের কোন সঠিক হিসাব হয়নি। বেসরকারী হিসাবে আশঙ্কা করা হয়েছে, মৃতের সংখ্যা দশ লাখ, গুরুতর ভাবে আহতের সংখ্যা পঁচিশ হাজার, সাধারণভাবে আহত তিন লাখ, নির্যাতিতা নারীর সংখ্যা পনর হাজার থেকে বিশ হাজার। আর বাঙলাদেশ থেকে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান নির্বিশেষে শরণার্থী ভারতে ঠেলে দেয়া হয়েছে ৭০ লাখের

ওপরে। এই পৈশাচিক ধ্বংসযজ্ঞ ও হত্যাকাণ্ড যখন চলছিল, তখন বাঙলাদেশের নেতারা বার বার জাতিসঙ্ঘ ও বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের কাছে মানবতা ও বিশ্বশান্তির নামে আকুল আবেদন জানিয়েছেন, এই শিশুঘাতী ও নারীঘাতী বর্বরতা বন্ধে সক্রিয় হোন, বাঙলাদেশে মানবতার স্বার্থে জাতিসঙ্ঘের হস্তক্ষেপ চাই। জাতিসঙ্ঘ কোটি কোটি মানুষের এই বিপন্ন আর্তনাদে কান দেননি। আর বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে আমেরিকা জাহাজ বোঝাই করে অস্ত্র পাঠিয়েছে; এই অস্ত্র নিরীহ ও নিরস্ত্র নর-নারী হত্যার কাজে লাগানো হবে এই তথ্য জেনেও। এই দীর্ঘ চার মাস পরে যখন ইয়াহিয়া চক্রের ধ্বংসযজ্ঞ প্রায় সমাপ্ত হয়ে এসেছে, তখন জাতিসঙ্ঘ কর্তৃপক্ষ পর্যবেক্ষক পাঠাতে চান কী প্রয়োজনে? সেখানে স্তূপাকৃত মৃতদেহের সংখ্যা গুণতে? ধ্বংসস্তূপে পরিণত দখলীকৃত বাঙলাদেশে জাতিসঙ্ঘের তথাকথিত ত্রাণকার্যের মহড়া দিতে? হ্যাঁ, তাতে জাতিসঙ্ঘের ত্রাণকার্যের অপারেশন অবশ্যই সাকসেসফুল হবে, কিন্তু রোগী বাঁচবে না, অর্থাৎ বাঙলাদেশের ধ্বংস ও চূড়ান্ত বিপর্যয় ঠেকানো যাবে না। এই ধ্বংসস্তূপ ও মৃতদেহের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়েই জাতিসঙ্ঘের পর্যবেক্ষকরা তখন হয়ত দাবী করবেন, বাঙলাদেশ ধ্বংস হয়ে গেছে তাতে আমাদের কী? আমাদের অপারেশন অভিযান সাকসেসফুল।

জাতিসঙ্ঘ নামক একটি বিশ্ব প্রতিষ্ঠানের যদি যথার্থই কোন অস্তিত্ব থাকতো, তাহলে তারা ভারতে তো দূরের কথা, বাঙলাদেশেও পর্যবেক্ষক পাঠাবার নাম এখন মুখে আনতেন না। জাতিসঙ্ঘের কর্তা ব্যক্তিদের স্মরণ আছে কিনা আমরা জানি না। এপ্রিল-মে মাসের দিকে দখলীকৃত বাঙলাদেশে ইয়াহিয়ার গণহত্যাযজ্ঞ যখন পুরোদমে চলেছে, তখন জাতিসঙ্ঘ সেখানে ত্রাণসামগ্রী প্রেরণ এবং নিজেদের তদারকিতে তা বণ্টনের জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল। ইয়াহিয়া তখন আন্তর্জাতিক রেডক্রসের একটি টিমকেই শুধু পাকিস্তান থেকে বহিষ্কার করে দেয়নি, উথান্টের প্রস্তাবেও সাফ না বলে দিয়েছিল। তারপর জাতিসঙ্ঘের পক্ষ থেকে আবার নরম ভাষায় প্রস্তাব দেয়া হল, জাতিসঙ্ঘের ত্রাণসামগ্রী ইয়াহিয়ার সরকারী সংস্থাগুলোই বণ্টন করবে, তবে তদারকি করবে জাতিসঙ্ঘের লোকেরা। এই প্রস্তাবটি প্রথমে ইয়াহিয়ার মনোপুত হয়নি। ইয়াহিয়ার কাছে জাতিসঙ্ঘ আমল পায়নি। এমন কি তার পৈশাচিক গণহত্যা বন্ধ করতেও জাতিসঙ্ঘ পারেন নি। আক্রমণকারী ও অত্যাচারীর বর্বরতা বন্ধ করতে সাহসের সঙ্গে না এগিয়ে দীর্ঘ চার মাস পর এখন সক্রিয় হয়েছেন, পর্যবেক্ষক নিয়োগের নামে আক্রান্ত পক্ষের আত্মরক্ষার প্রস্তুতি ও উদ্যোগ আয়োজন নষ্ট করার জন্য। এ না হলে আর জাতিসঙ্ঘ! আসলে জাতিসঙ্ঘ নামক বিশ্ব সংস্থাটির বহুদিন আগেই অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে। নিউইয়র্কে জাতিসঙ্ঘ সদর দপ্তর নামে যে ভবনটি আছে, তা প্রকৃতপক্ষে একটি বৃহৎ শবাধার। আর এই শবাধারটি বহনের জন্য সর্বাগ্রে এগিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন এডমিনিস্ট্রেশন এবং সর্বশেষ ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হয়েছেন পাকিস্তান নামক একটি অধুনালুপ্ত রাষ্ট্রের বেআইনী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া।

সবচাইতে মজার ব্যাপার এই যে, জাতিসঙ্ঘ ভারত সীমান্তেও পর্যবেক্ষক মোতায়েন করতে চেয়েছেন। এ যেন মামার বাড়ীর আব্দার। ভারত সরকার অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যাপারে না বলে দিয়েছেন। তথাপি প্রশ্ন থেকে যায়, ভারতে পর্যবেক্ষক পাঠিয়ে কী হবে?

গৃহস্থ বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে। ডাকাত না বেঁধে, গৃহস্থ বাঁধার এমন চমৎকার প্রস্তাব আর কখনো শোনা যায়নি। অপরাধ করেছে পাকিস্তান। সত্তর লাখ শরণার্থী সে ভারতের ঘাড়ে চাপিয়েছে। ভারত এই শরণার্থীদের সাময়িকভাবে আশ্রয় দিয়ে বিরাট মানবতাবাদী ভূমিকার পরিচয় দিয়েছে। এক্ষণে অপরাধী পাকিস্তানের সঙ্গে মানবতাবাদী ভারতকে একাসনে বসিয়ে ভারতের ঘাড়েও পর্যবেক্ষক বসিয়ে দেয়ার প্রস্তাব বাতুলতা না নতুন চক্রান্ত পরিবর্তিত বিশ্ব-পরিস্থিতিতেই তা বিচার্য। এখানে আরো একটি কথা বলা দরকার; শরণার্থীরা ভারতে গিয়ে বিপন্ন হয়নি। এ জন্যেই পাকিস্তান ঘেঁষা জাতিসঙ্ঘ প্রতিনিধি— প্রিন্স সদরুদ্দিন ইয়াহিয়ার অনেক দুষ্কর্ম চাপা দিতে চাইলেও বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'পাকিস্তানে ফিরে গেলে শরণার্থীদের জীবন বিপন্ন হবে না, এমন গ্যারান্টি আমি দিতে পারি না।' যে স্বীকারোক্তির একমাত্র অর্থ, পাকিস্তানে এখনো অত্যাচার চলছে এবং দেশত্যাগীদের প্রত্যাবর্তন সেখানে নিরাপদ নয়। এই অবস্থায় জাতিসঙ্ঘের যদি সত্যই কোন দায়িত্ববোধ থাকে, তাহলে তাদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে, বাঙলাদেশ থেকে অবিলম্বে অত্যাচারী হানাদার বাহিনী অপসারণের ব্যবস্থা করা এবং লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন নিরাপদ ও নিশ্চিত করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশ সরকারকে তাদের বৈধ কর্তৃত্ব সম্প্রসারণে সাহায্য করা। তা না করে শরণার্থীদের জন্য মেকি দরদ দেখিয়ে বাঙলাদেশে এবং ভারতে পর্যবেক্ষক প্রেরণের প্রস্তাব আসলে নতুন মোড়কে একটি পুরনো সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত মাত্র। জাতিসঙ্ঘ এই চক্রান্তেরই বহু ব্যবহৃত মাধ্যম।

জাতিসঙ্ঘ পর্যবেক্ষক ও জাতিসঙ্ঘ বাহিনীর মোতায়েনের 'চমৎকার ফল' বিশ্ববাসী একবার মধ্যপ্রাচ্যে এবং আরেকবার কঙ্গোতে প্রত্যক্ষ করেছে। জাতিসঙ্ঘের চমৎকার পর্যবেক্ষণ ও খবরদারি প্যালেস্টাইনেও দেখেছে। কঙ্গোতে বিপুল ভোটাধিক্যে নির্বাচিত প্রথম জাতীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বা দেশের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য জাতিসঙ্ঘ বাহিনীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিজ দেশে নিয়েছিলেন। এই জাতিসঙ্ঘ বাহিনীর নাকের ডগায় দাঁড়িয়ে কঙ্গোর ফ্যাসিস্ট চক্র মহান দেশনায়ক লুমুম্বাকে পৈশাচিক নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করেছে। জাতিসঙ্ঘ এই হত্যাকাণ্ডের নীরব দর্শক ছিলেন মাত্র। সুতরাং বাঙলাদেশের শরণার্থীদের সেবার অছিলায় সূঁচ হয়ে ঢুকে জাতিসঙ্ঘ কাদের জন্য ফাল্ হতে চান, তা বুঝতে 'বোকা বাঙালীরও' খুব বেশী দেরী হয়নি।

জাতিসঙ্ঘের মাধ্যমে এই নয়া চক্রান্তের উদ্দেশ্য অতি স্পষ্ট। দখলীকৃত বাঙলাদেশে ইয়াহিয়ার হানাদার বাহিনী এখন ক্রমবর্ধিত গেরিলা তৎপরতায় কাবু হয়ে পড়েছে। মুক্ত অঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর ওপর চূড়ান্ত আঘাতহানার প্রস্তুতি নিচ্ছে। জাতিসঙ্ঘ সংগঠিত ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং ইয়াহিয়ার হানাদারচক্রের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে তাদের নেপথ্যের মুরুব্বিরা চাচ্ছে হানাদারদের এই চরম মার থেকে বাঁচাতে। পর্যবেক্ষক মোতায়েনের নামে যদি বাঙলাদেশে ও ভারত সীমান্তে জাতিসঙ্ঘ বাহিনী মোতায়েন করা যায়, তাহলে মুক্তিবাহিনী ও গেরিলাদের তৎপরতা রোধ করা যাবে এবং তাদের মার থেকে হানাদার বাহিনীকে বাঁচানোও যাবে, এই তাদের দুরাশা। পাকিস্তানকে এখনো অস্ত্র প্রদানের যুক্তি হিসাবে নিক্সন সরকার যে অভিনব তথ্য আবিষ্কার করেছেন, তাহল, বাঙলাদেশে উগ্রপন্থীদের দমনের জন্য অস্ত্র প্রেরণ দরকার। ভবিষ্যতে এই উগ্রপন্থীদের

দমনের নামে মুক্তিবাহিনীকে দমনেরও এক চমৎকার যুক্তি নিক্সন সাহেবেরা খাড়া করতে পারবেন। বাঙলাদেশে যখন জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ চলছে, তখন সেখানে যারা 'উগ্রপন্থীদের' অস্তিত্ব বা তাদের প্রভাব আবিষ্কার করতে পারেন, তাদের পক্ষে সবই সম্ভব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বড় ব্যবসায়ীদের এখন প্রধান ব্যবসা অস্ত্র বিক্রয়। ভিয়েতনামের কিছু উদ্বৃত্ত মার্কিন সৈন্য জাতিসঙ্ঘ পর্যবেক্ষক বাহিনীতে ঢুকিয়ে যদি বাঙলাদেশে পাঠানো যায়, তাহলে এখানেও আরেকটি ভিয়েতনাম সৃষ্টিতে দেরী হবে না এবং মার্কিন অস্ত্র ব্যবসায়ীদের অস্ত্র ব্যবসায়ও ভাটা পড়বে না। যুক্তরাষ্ট্রের শান্তিকামী ও গণতন্ত্রকামী মানুষেরও তাই উচিৎ, তাদের দেশের রক্ত ব্যবসায়ীদের এই নতুন চক্রান্ত সম্পর্কে সজাগ হওয়া।

বাঙলাদেশ সমস্যায় জাতিসঙ্ঘ যদি কোন কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে চায়, তার পথ এখনো উন্মুক্ত রয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশের উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাঁর সাম্প্রতিক এক ভাষণে এই পথের কথাই সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন। এই পথ হল, বাঙলাদেশ থেকে পাক হানাদার বাহিনী অবিলম্বে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করা, স্বাধীন বাঙলাদেশকে স্বীকার ও জাতিসঙ্ঘে স্থান দেয়া। গত তেইশ বছর ধরে বাঙলাদেশে যে শোষণ চালানো হয়েছে— বিশেষ করে গত ২৫শে মার্চের পর যে ধ্বংস সাধন করা হয়েছে, ইসলামাবাদ সরকারের কাছ থেকে তার ক্ষতিপূরণ আদায় করা এবং শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসনে সাহায্য করা। একমাত্র এ পথেই বাঙলাদেশ সমস্যার শান্তিপূর্ণ ন্যায়সঙ্গত সমাধান সম্ভব। জাতিসঙ্ঘের তাই উচিৎ, কোন নেপথ্য চক্রীদলের চক্রান্তের মাধ্যম না হওয়া এবং ভাঁওতাবাজির আশ্রয় না নেয়া। বাঙলাদেশের মানুষ এখন অপরের কৃপাপ্রার্থী নয়। তারা নিজেরাই নিজেদের সমস্যা সমাধান ও হানাদার উৎসাদনে কৃতসংকল্প।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জয়বাংলা ১ম বর্ষ : ১২শ সংখ্যা	৩০ জুলাই, ১৯৭১	বাংলাদেশের মানুষ বরদাশ্‌ত্‌ করবে না (শেখ মুজিবের বিচার প্রসঙ্গ)

বাংলাদেশের মানুষ বরদাশ্‌ত্‌ করবে না
(নিজস্ব প্রতিনিধি)

বঙ্গবন্ধুর বিচার করবে, একথা প্রচার করেছে ইসলামাবাদের খুনীচক্র। কিন্তু এ অধিকার তাকে কে দিয়েছে? ইতিহাসের পথ রোধ করে যারা ক্ষমতার দাপটে উন্মাদ হয়ে ওঠে, বাংলার সরলপ্রাণ মানুষ তাদের শায়েস্তা করেছে। আর তাদেরই অবিসম্বাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু আজ বন্দীদশায় কাল কাটাচ্ছেন জঙ্গীশাহীর কারান্তরালে। কিন্তু তাঁকে বিচার করবার অধিকার তাদের নেই। জবরদস্তি কোরে এ প্রহসন করলে বাংলাদেশের মানুষ তাকে বরদাশ্‌ত্‌ করবে না। এ উদ্ধত্য আচরণের সমুচিত জবাব দেবেই বাংলার মানুষ।

স্বাধীন বাংলাদেশ একটি সত্য। পৃথিবীর মানচিত্রে এ এক সার্বভৌম নবরাষ্ট্রের নাম। ইতিহাসে এ নাম সাড়ে সাত কোটি মানুষের রক্তের অক্ষরে লেখা চিরভাস্বর। এই দেশেরই প্রতিটি মানুষের প্রাণপ্রিয় সুহৃদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে দেশদ্রোহীর অপরাধে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চায়, এমন ধৃষ্টতা কার? 'পাকিস্তান' নামের যে দেশটি আজ মৃত, তারই নরপতি ইয়াহিয়া যদি এই দুঃসাহস নিয়ে বিশ্বের মানবগোষ্ঠীকে বোকা বানাতে চায় আর বাংলার সার্বিক মুক্তির অপ্রতিরোধ্য সংগ্রামকে করতে চায় দুর্বল তবে জেনে রাখো ইয়াহিয়া, তোমাদের জবাবের দিন সমাগত। এবারেতে প্রতিশোধ কসম নিয়েছি, পালাবার পথ দেবো না তোমাদের।

জঙ্গী পাক সরকারের হাতে মাতৃভূমি বাংলাদেশ থেকে দেড় হাজার মাইল দূরে পশ্চিম পাকিস্তানে বন্দী বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের নয়নমণি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জল্লাদ অধিপতি ইয়াহিয়া খান কর্তৃক সামরিক আদালতে বিচারের হুমকি সম্পর্কে প্রকাশিত খবরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ও তাঁর পরিবারবর্গের আশু মুক্তির জন্য জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ-থান্ট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া, গ্রেট বৃটেন, গণচীন, ভারত, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের রাষ্ট্র-প্রধানদের নিকট পৃথক পৃথক তারবার্তা প্রেরণ করে তাঁদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

এছাড়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন আহমদ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমদ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের রাষ্ট্র প্রধান ও অবিসম্বাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্য বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধান ও জাতিসংঘের

আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী ও সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ যুবশক্তির অদম্য প্রেরণার অফুরন্ত উৎস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির ব্যাপারে বিশ্বের যুব সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। নেতৃবৃন্দ তাঁদের বিবৃতিতে বলেন যে, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের রাষ্ট্র প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার করার ন্যায় ও আইনসঙ্গত অধিকার আজ জঙ্গী সরকারের নেই।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জয়বাংলা	৩০ জুলাই, ১৯৭১	ঐতিহাসিক
১ম বর্ষ : ১২শ সংখ্যা		গণপ্রতিনিধি সমাবেশ

ঐতিহাসিক গণপ্রতিনিধি সমাবেশ

— আহমদ রফিক

অসহযোগ আন্দোলন থেকে স্বাধীনতায় উত্তরণ করে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করার পর, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রথম বৈঠক এ মাসের ৫ই ও ৬ই তারিখে মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দেশ মাতৃকার স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে যখন সাড়ে সাত কোটি মানুষ মৃত্যুঞ্জয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে বুকের তাজা রক্ত বইয়ে দিয়েছে বাংলার শ্যামল প্রান্তরে, জাতীয়তাবাদের নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত সংগ্রামী বাংলার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন কারারুদ্ধ, বিশ্বমানবতা যখন বিবেকের দংশনে কিংকর্তব্যবিমূঢ়, সারা বিশ্ব যখন বাংলার নেতৃত্ব, বিশেষ করে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের দিকে এক বিরাট উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে আছে, তেমনি এক মুহূর্তে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। কার্যকরী সংসদের ৩৯ জন সদস্য এবং উভয় পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের যুক্ত বৈঠকে মোট ৩৭৪ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে ১৩৫ জন জাতীয় পরিষদ সদস্য ও ২৩৯ জন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য। আওয়ামী লীগ দলীয় জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের মধ্যে যাঁরা সম্মেলনে উপস্থিত হতে পারেন নি, তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ইয়াহিয়া খানের সেনাবাহিনীর হাতে নিহত অথবা গ্রেফতার হয়েছেন এবং কয়েকজন আত্মসমর্পণও করেছেন। আর কেউ কেউ নিজ নিজ এলাকায় থেকে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার কাজে ব্যস্ত থাকায় সম্মেলনে হাজির হতে পারেন নি। অবশ্য আরও বেশ কয়েকজন সদস্য পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহে আশ্রয় নিয়েছেন।

এই বৈঠক কয়েকটি দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইয়াহিয়া সরকার আওয়ামী লীগ তথা বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে ত্রিমুখী আক্রমণ চালিয়েছিল। ইয়াহিয়া সরকার আওয়ামী লীগকে বে-আইনী ঘোষণা করে, আওয়ামী লীগের নেতা, কর্মী ও নির্বাচিত পরিষদ সদস্যদের ওপর সকল রকম অত্যাচার চালিয়ে তাদেরকে সর্বস্বান্ত করেছে। আর সর্বশেষে আওয়ামী লীগকে বে-আইনী ঘোষণা করা হলেও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নির্বাচন বাতিল হবে না বলে একটা মস্তবড় প্রলোভনের টোপ ছেড়েছিল। কিন্তু এই বৈঠক প্রমাণ করে দিয়েছে যে, ইয়াহিয়ার প্রলোভনের টোপ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিটি মানুষই যে সংগ্রামী বাংলাদেশের প্রতিনিধি তার চিহ্ন আঁকা রয়েছে তাদের চোখেমুখে। তাঁরা এসেছেন রণক্ষেত্রের মুক্তিযোদ্ধাদের এবং সারা

বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষের দুর্জয় সংকল্পের প্রতিনিধি হিসেবে। তাঁদের চোখ মুখ চূড়ান্ত বিজয়ের আলোয় উদ্ভাসিত।

এই বৈঠকের রাজনৈতিক তাৎপর্য, ঐতিহাসিক গুরুত্বও অনেক। ভাবীকালের ঐতিহাসিকেরা যেদিন বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস লিখবেন, সেদিন এই মুজিবনগর বৈঠকের গুরুত্ব তার যথার্থ প্রেক্ষিত নিয়ে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কেউ কেউ হয়ত বলতে পারেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংসদ-সদস্যেরা একটা যুক্ত বৈঠক করেছেন এবং দেশের রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তার রাজনৈতিক গুরুত্ব থাকতে পারে, ঐতিহাসিক তাৎপর্য কী?

এই তাৎপর্য বুঝতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে, আজ থেকে দু'মাস আগে জানুয়ারীর এক শীত বিকেলে রমনার সবুজ ঘাসে ঢাকা রেসকোর্সের ময়দানে। তখন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের সদ্য নির্বাচন বিজয়ের মহা উল্লাস। গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অধিকার ফিরে পাওয়ার আকুল প্রত্যাশায় বাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা প্রতীক্ষারত। সেই মহা বিজয়ের মহা উল্লাসের দিনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্রস্তাব দিলেন, রমনার মাঠের প্রায় বিশ লাখ মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে— অর্থাৎ গণ-আদালতে দাঁড়িয়ে আওয়ামী লীগের সকল সংসদ সদস্যকে শপথ গ্রহণ করতে হবে, জনগণের রায় বানচাল হতে পারে, জনগণকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হতে পারে এমন কাজ কেউ করবেন না। জনগণের সঙ্গে, গণস্বার্থের সঙ্গে কেউ যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহলে জনগণের অধিকার রইল তাকে চরম শাস্তি দেয়ার। সেদিনও বাইরের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা প্রশ্ন তোলেননি তা নয়, নতুন করে আবার শপথ গ্রহণের দরকার কী? বাংলাদেশের জাতীয় নেতা বঙ্গবন্ধু তার ময়দানের ভাষণে এর জবাব দিয়েছেন অল্প কয়েকটি কথায়, "এই নির্বাচনী বিজয়ই চূড়ান্ত বিজয় নয়। আমাদের আবার সংগ্রামে নামতে হতে পারে।"

মাত্র তিন মাসের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। ইয়াহিয়া-চক্র বিশ্বাসঘাতকতা করলো। নিরস্ত্র এবং অহিংস গণ-অসহযোগ আন্দোলনের মোকাবিলায় আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত কয়েক ডিভিশন সৈন্য তারা লেলিয়ে দিল বাঙ্গালী নিধনে। মার্চ মাসের সাত তারিখে আবার লাখো লাখো মানুষ জমায়েত হল রমনার মাঠে তাদের মুক্তি সংগ্রামে নেতার নির্দেশ লাভের জন্য। তাদের সকলের মনেই সেদিন একটি নীরব প্রশ্ন, এরপর কী হবে? বঙ্গবন্ধু যদি তাদের মধ্যে না থাকেন, তাকে যদি গ্রেপ্তার হতে হয় বর্বর জঙ্গীচক্রের হাতে, তাহলে কী হবে? কে নির্দেশ দেবে সংগ্রামী জাতিকে? এই প্রশ্নেরও জবাব দিলেন বঙ্গবন্ধু নিজেই। আবেগমণ্ডিত বজ্রকণ্ঠে বললেন, "আমি যদি নির্দেশ দেয়ার জন্য না থাকি তাহলে আমার এই নির্দেশ রইল, এই সংগ্রাম চলবে। এই সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এই সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

বঙ্গবন্ধু আজ আমাদের মধ্যে হাজির নেই। হানাদার বর্বর ইয়াহিয়া-চক্রের হাতে আজ তিনি বন্দী। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম থামেনি, স্বাধীনতার সংগ্রাম পথভ্রষ্ট হয়নি, আওয়ামী লীগের একজন কর্মী অথবা নেতা নীতিভ্রষ্ট হয়নি, বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। বরং তারা আরো ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। মুক্তি সংগ্রাম

আরও জোরদার ও সংগঠিত হয়েছে। সংগ্রামে চূড়ান্ত জয়লাভের দিনও ক্রমশঃ আমাদের নিকটবর্তী হচ্ছে। আর এই সংগ্রাম ও সাফল্যের নিরিখেই এ মাসে অনুষ্ঠিত মুজিবনগর বৈঠকের রাজনৈতিক তাৎপর্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিচার করতে হবে।

ইয়াহিয়া-ভুট্টো-টিক্কা চক্র আশা করেছিল, বঙ্গবন্ধুকে আটক করা হলে নেতাহীন মুক্তি আন্দোলন বানচাল হবে, চরম অত্যাচারের মুখে আওয়ামী লীগ দল ভেঙে যাবে, আওয়ামী লীগের পরিষদ সদস্যেরা ইয়াহিয়ার নির্দেশ মেনে নিয়ে সাড়ে সাত কোটি মানুষের নির্বাচনী রায়কে ব্যর্থ করে দেবে। এই দুরাশায় ইয়াহিয়া তথাকথিত রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলে বিশ্ববাসীকে ধোঁকা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাতে ভবী ভোলেনি। আওয়ামী লীগ দলীয় কয়েকজন পরিষদ সদস্যকে বন্দী করা ছাড়া আর দু'একজনের বেশী ইয়াহিয়া খান দলে ভেড়াতে পারেনি। আওয়ামী লীগ গোটা জাতির সমর্থন পেয়ে মুক্ত অঞ্চলে বাংলাদেশের গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার গড়ে তুলেছেন, মুক্তি বাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুক্তি সংগ্রামে শরিক হয়েছেন। নগরে এই মাসের গোড়ার দিকে তারা সকলে একত্র হয়ে ইয়াহিয়ার মিথ্যা প্রচারণা ফাঁস করে দিয়েছেন এবং বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন, শেখ মুজিব বন্দী হলেও আদর্শ রয়ে গেছে পিছনে, আর রয়ে গেছে তার সুযোগ্য সহকর্মীরা— যাদের নেতৃত্বের প্রভাবেই ইয়াহিয়ার তথাকথিত রাজনৈতিক সমাধানের ফাঁদে তাদের কেউ ধরা দেননি। তারা সকলেই মুক্তাঞ্চলে রয়েছেন এবং মুক্তি সংগ্রামে শরিক হয়ে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে রত। বিশ্বের কোন কোন প্রখ্যাত রাজনৈতিক ভাষ্যকার তাই বিস্মিত হয়ে মন্তব্য করেছেন, বিশ্ব-ইতিহাসে এমনটি আর কখনো ঘটেনি। আওয়ামী লীগের মত একটি নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল রাতারাতি বিপ্লবী চরিত্র গ্রহণ করবে, এটা বিস্ময়কর। বিশ্বের ইতিহাসে এটা তুলনাহীন, উপমাহীন ঘটনা।

এই বৈঠক প্রমাণ করেছে, ইয়াহিয়া-চক্রের চরম বর্বরতার মুখেও বাংলাদেশের গণঐক্য অটুট, গণপ্রতিনিধিরা ঐক্যবদ্ধ এবং স্বাধীনতার চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ় সংকল্প। এই বৈঠক আমাদের মুক্তি বাহিনীর মনে নতুন প্রেরণা এনেছে, সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনে এনেছে নতুন প্রত্যয়, দৃপ্ত সাহস। বহির্বিশ্বের বন্ধুরাষ্ট্রগুলোও উপলব্ধি করেছেন, বাংলাদেশের একমাত্র বৈধ ও প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও বলি, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং এই সংগ্রামে জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। উদয়াচলে মুক্তি সূর্যের আলোর রেখা উদ্ভাসিত। রক্ত পিছল সূর্যতোরণে আজ প্রতীক্ষারত বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষ। লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর হাহাকার ব্যর্থ হবে না, বীরের রক্তস্রোত, মায়ের অশ্রুধারা বিফলে যাবে না। জয় আমাদের সন্নিকটে এবং সুনিশ্চিত। জয় বাংলা!

(স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে প্রচারিত)

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জয়বাংলা ১ম বর্ষ : ১৬শ সংখ্যা	২৭ আগস্ট, ১৯৭১	তাঁকে হত্যা করে বাঙ্গালী জাতিকে স্তব্ধ করা যাবে না

তাঁকে হত্যা করে বাঙ্গালী জাতিকে স্তব্ধ করা যাবে না

মুজিব আজ আর কোন ব্যক্তি নয়

সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর নাম শেখ মুজিব

(জয় বাংলা প্রতিনিধি)

মানব ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাকারী ইয়াহিয়া লাখো লাখো নিরপরাধ বাঙ্গালীর শোণিতে দেহ রঞ্জিত করেও তার রক্ত পিপাসা নিবৃত্ত করতে পারেনি। খেঁকি কুত্তা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে যেমন দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে যা-তা কিছু করে বসে তেমনি মদ্যপ দুশ্চরিত্র ইয়াহিয়াও ঝাঁকালো ডিম্পল হুইস্কির নেশায় গোলাবী হয়ে গিয়ে তার মনিব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিচারের প্রহসন চালাবার জন্য উদ্ধত ঔদ্ধত্যে খেউ খেউ রব ছাড়তে শুরু করেছে।

মানব সভ্যতা ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি হুমকি স্বরূপ এই ঘৃণ্য নরপশুকে তার বিপজ্জনক কাজ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য বিশ্বের মানবতাবাদী বিবেক তাঁদের কণ্ঠস্বরকে উচ্চগ্রামে তুলেছেন। কিন্তু তাতেও কোন লাভ হচ্ছে না। উন্মত্ত খেঁকি কুত্তাকে যেমন মুগুরের আঘাতে মাথার মগজ বের করে দিয়ে মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা পরিচালনার পথকে কণ্টকহীন করতে হয় ইয়াহিয়া এবং তার ইতিহাসের শিক্ষা বিস্মৃত জান্তাকেও তেমনি প্রচণ্ডতার সাথে আঘাত করতে না পারলে আগুন নিয়ে খেলা করা থেকে নিবৃত্ত করা যাবে না। ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ের গালিজ-পঁচা চরিত্র হিটলার, আইখম্যান, মুসোলিনীদেরও মিষ্টি কথায় নিবৃত্ত করা যায় নি। যেমন কুকুর তার জন্য তেমন মুগুরের প্রয়োজন। আমাদের মুক্তি বাহিনী স্বয়ংক্রিয় মুগুর হাতে সে কাজ সমাধা করার জন্য আজ বিদ্যুতের গতিতে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। তারা পথের কোন বাধা মানবে না, বাঙ্গালী জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন রক্ষার জন্য কোন ত্যাগকেই বড় করে দেখবে না। মুজিব ভাই না বাঁচলে তাদের আলো-বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকারও কোন আগ্রহ নেই। প্রতিটি অস্ত্রাঘাতে জল্লাদদের বাঁচার ক্ষীণ সম্ভাবনাকেও তরুণ মুক্তিসেনারা অসম্ভব করে তুলবে।

ইয়াহিয়া ঘোষণা করেছে, সে ৭৫ মিলিয়ন বাঙ্গালীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আবেগ-অনুভূতির প্রতীক শেখ মুজিবের বিচার করবেই। বিচারের কয়েক মাস আগেই সে ২৬শে মার্চের বেতার ভাষণে রায়ও দিয়ে ফেলেছে। মদ্যপ ইয়াহিয়ার মাতাল কণ্ঠ থেকে সেদিন ঝরে পড়েছিল : শেখ মুজিবকে রেহাই দেওয়া হবে না। পরবর্তী কালে একই কণ্ঠ ঘোষণা করেছে, বিচারে শেখ মুজিবের প্রাণদণ্ড হতে পারে। তার পাঞ্জাবী সেনাদের বুটের

আঘাতে প্রকম্পিত বেতার থেকে প্রতিদিন শেখ সাহেবকে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। খেঁকি কুকুরের দুগ্ধক্তময় নখ চাটা বাঙ্গালী কণ্ঠ তাঁকে 'মীরজাফর' বলার ঔদ্ধত্য দেখাচ্ছে।

এই পরিবেশে স্থানের নামহীন, বিচারকের নামহীন, খাকী ইউনিফরমধারীদের গ্যাস চেম্বারে বাংলার নয়ম মণি শেখ মুজিবের বিচার শুরু হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

আরও একটি চমকপ্রদ ঘোষণাও একই সাথে করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে সিন্ধুর আল্লাবক্স খোদাবক্স ব্রোহী শেখ সাহেবের পক্ষে মামলা পরিচালনা করতে স্বীকৃত হয়েছেন এবং তাকে শেখ সাহেবের পক্ষ অবলম্বনের জন্য অনেক চেষ্টা তদ্বির করা হয়েছে। চেষ্টা করেছেন স্বয়ং ঘাতক-বিচারক ইয়াহিয়া। অনেক চেষ্টা তদ্বিরের পর জনাব ব্রোহী মামলা পরিচালনায় স্বীকৃত হয়েছেন। আহা কি নাটক। কি উপাদেয় নাটক!

শেখ মুজিব দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, আমার বিচার করার কোন এখতিয়ার ইয়াহিয়ার নেই। কিসের অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে? আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার কি অধিকার ইয়াহিয়ার আছে? তাকে এ অধিকার কে দিয়েছে?

এর পরও জনাব এ, কে, ইব্রাহীকে নাকি শেখ সাহেবের পক্ষে মামলা পরিচালনায় নিযুক্ত করা হয়েছে এবং তিনি তার মক্কেলের সাথে আলোচনার জন্য এক অঘোষিত স্থানে রওয়ানা হয়ে গেছেন। সে স্থানের নাম তিনি প্রকাশ করবেন না কারণ তিনি গোপনতার শপথ পাঠ করেছেন ইয়াহিয়ার কাছে। ঘাতক যে শেখ সাহেবকে অপরাধী বলে পূর্বেই রায় দিয়ে ফেলেছে, যার প্রচারযন্ত্র অহরহ শেখ বিরোধী বিষ ছড়িয়ে-ঝরিয়ে যাচ্ছে সেই আইনের আর ইতিহাসের জ্ঞান বর্জিত ইয়াহিয়া আবার অনেক চেষ্টার পর, বিবাদী পক্ষের আইনজীবীও ঠিক করে দিয়েছেন। ইয়াহিয়া তোমাদের হাজারা গ্রামের গুহায় এ জাতীয় বিচারের প্রহসন হতে পারে—কিন্তু সভ্যতার আলোবাতাসে উদ্ভাসিত আজকের বিশ্বে এ জাতীয় মধ্যযুগীয় বিচারের প্রহসন অকেজো। ইয়াহিয়া তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে পরকীয়া প্রেম করে তোমার সাদ্দাদী বেহেস্ত প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রত্যাবর্তনের পর তোমার স্ত্রীকে চোখ রাঙ্গিয়ে ঠাণ্ডা করার ক্ষমতা তোমার আছে কিন্তু দুর্জয় শপথের দীপ্তিতে মাথা উঁচু বাঙ্গালীরা তোমার হুমকীর কাছে যে মাথা নোয়াবার শিক্ষা পায়নি তা তুমি এবং তোমার জেনারেলরা ইতিমধ্যেই নিশ্চয়ই টের পেয়ে গেছে।

মিঃ ব্রোহী মামলায় কার পথ অবলম্বন করবেন? শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে কি অভিযোগের জবাব তিনি দেবেন এবং কার কোর্টে? বিশ্ব-জনমতের আদালতে শেখ মুজিব একটি মাত্র অপরাধ করেছেন এবং তা' হলো জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুভূতির সাথে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেন নি— ছয় দফার সাথে বেঈমানী করে প্রধানমন্ত্রীর পদকে বড় করে দেখেন নি। জনতার নদী নদী রক্ত আর অশ্রুগঙ্গার সাথে নিজেকে একাত্ম করে নিতে সূক্ষ্মতর বিলম্ব করেন নি। এই অপরাধে যদি শেখ সাহেবের বিচার হয় তা'হলে সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীকেও বিচারের কাঠগড়ায় উঠাতে হবে। কারণ শেখ মুজিব আজ ব্যক্তি নয়, সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর নাম শেখ মুজিব— মুজিব মানে সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী-কণ্ঠ, বাঙ্গালী-প্রাণ, বাঙ্গালী-আবেগ। ইয়াহিয়া তোমার ক্ষমতাদর্পী সেনারা একটি জাতিকে কি নিশ্চিহ্ন করতে পারবে? পারবে না। হিটলার পারেনি। আইখম্যানদের গ্যাস চেম্বারও একদিন 'টায়ার্ড' হয়ে পড়েছিল।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জয়বাংলা	২৭ আগস্ট, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ১৬শ সংখ্যা		বন্যা ও মুক্তিযুদ্ধ

সম্পাদকীয়

বন্যা ও মুক্তিযুদ্ধ

বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। হানাদার বাহিনীর দখলীকৃত এক বিস্তীর্ণ এলাকা এখন পানির নীচে। বাংলাদেশের এটা সাম্বৎসরিক বন্যা। ১৯৫৫ সালে প্রথম এই সর্বগ্রাসী বন্যার প্লাবন দেখা দেয় বাংলাদেশে। এখন এটা নিয়মিত মৌসুমী ব্যাপার। প্রথম প্রথম এক বছর বা দু'বছর অন্তর এই বন্যা দেখা দিত। তারপর প্রতি বছর— এমনকি বছরে একাধিকবার এই প্লাবনে বাংলাদেশের মানুষ সর্বস্বান্ত হচ্ছে। বন্যায় প্রতি বছর বাংলাদেশে ফসলের যে ক্ষতি হয়, তার পরিমাণ দু'শো কোটি টাকা। গবাদি পশু ও ঘরবাড়ীর ক্ষয়-ক্ষতির হিসাব এর মধ্যে ধরা হয়নি। অবশ্য এই দু'শো কোটি টাকাও ইসলামাবাদের 'মিথ্যাবাদী রাখাল বালকদের' হিসাব। বন্যায় প্রকৃত ক্ষয়-ক্ষতির হিসাব এখন পর্যন্ত জানা যায়নি বা জানানোর চেষ্টা হয়নি। ইসলামাবাদের উপনিবেশিক শাসকেরা সকল সময় এই ক্ষতির হিসাব চেপে রাখার চেষ্টা করেছেন।

বন্যায় বাংলাদেশের ক্ষতি শুধু ফসল, গবাদিপশু বা ঘরবাড়ী সম্পত্তি ধ্বংস হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এই ক্ষতির ধাক্কা যেমন পৌনঃপুনিক, তেমনি সুদূরপ্রসারী। এক বছরে একাধিকবার সর্বপ্লাবী বন্যা হওয়ার ফলে বাংলাদেশে খাদ্যঘাটতি একটা সংক্রামক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। দুর্ভিক্ষাবস্থা বাংলাদেশে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। বন্যার দরুন কৃষি সংস্কার ও অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলন কিছুমাত্র সফল হয়নি। ইসলামাবাদের শোষক চক্র বাংলাদেশকে 'হরির লুটের বাতাসার' মত কেবল চোষণ করেছেন, কিন্তু বন্যার প্রতিকার এবং খাদ্যঘাটতি দূর করার জন্য 'সবুজ বিপ্লব' অনুষ্ঠানের কোন ব্যবস্থা করেননি। জাতিসংঘের পিয়ারসন কমিটির রিপোর্টেও অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় এই ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশে ভূমির ওপর অত্যধিক চাপ হ্রাসের জন্য শক্তি চালিত পাম্প ও গভীর নলকূপের সাহায্যে সেচব্যবস্থা প্রবর্তন দ্বারা বহু আগেই বাংলাদেশে সবুজ বিপ্লব বা কৃষি উন্নয়নের ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা উচিত ছিল। কিন্তু বাংলাদেশে যা করা হয়নি, তা করা হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের মরুভূমিতে। সেখানে গভীর নলকূপের সাহায্যে সেচ ব্যবস্থা প্রবর্তন দ্বারা গত চব্বিশ বছরে একটি খাদ্যঘাটতি এলাকাকে খাদ্যে উদ্বৃত্ত এলাকায় পরিণত করা হয়েছে। অন্যদিকে সেখানকার শিল্পোন্নতি তো রয়েছেই। বাংলাদেশে না হয়েছে শিল্পোন্নতি, না সবুজ বিপ্লব। ফলে খাদ্যঘাটতি, দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্যের করালগ্রাসে বাংলাদেশ আজ সর্বনাশের শেষ প্রান্তে উপনীত। তারপর গোঁদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মত জুটেছে প্রতি বছরের বন্যা।

পিয়ারসন কমিটির এই রিপোর্টের বিবরণ প্রকাশিত হলে বাংলাদেশে রীতিমত চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। আজ ঢাকা শহরের যে দুটি বা তিনটি পত্রিকা পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর পা চাটা দালালের ভূমিকা গ্রহণ করেছে, মাত্র এক বছর আগে অর্থাৎ গত বছরের এই সময় তারাই পিয়ারসন কমিটির রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে বাংলাদেশকে বঞ্চনা ও বাঙ্গালীদের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের বিশ্বাসঘাতকতার বিবরণ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছে এবং ইসলামাবাদ বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ চালাচ্ছে বলে অভিমতও প্রকাশ করেছে।

বন্যা বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীর জীবনমরণ সমস্যা। বন্যা সমস্যার সমাধান না হলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও সামাজিক ধ্বংস রোধ করার দ্বিতীয় কোন উপায় নেই। কিন্তু গত ষোল বছর যাবৎ প্রতি বছর কোটি কোটি টাকার শস্য নষ্ট, জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি হওয়ার পরও এই সমস্যার যে সমাধান হয়নি, তার কারণ বাংলাদেশের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানী জঙ্গী চক্রের ঔপনিবেশিক শাসন। বাংলাদেশ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের শকুনী-চরিত্রের একদল মানবতাদ্রোহী শাসকের শাসন ও শোষণের লীলাক্ষেত্র। পাকিস্তানের পরিকল্পনা কমিশনের প্রাক্তন কর্তা এবং এখন যিনি জেনারেল ইয়াহিয়ার অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, সেই পাঞ্জাবী আমলা এম, এম, আহমদ এ যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতারক ও জালিয়াত আখ্যালাভের যোগ্য। বাংলাদেশের উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় পশ্চিম পাকিস্তানের তারবেলা, মংলা বাঁধ পরিকল্পনা কার্যকরী হয়েছে, পরিকল্পনা বহির্ভূত টাকায় জমির লবণাক্ততার সমস্যা মোচন করা সম্ভব হয়েছে, এমনকি বিনা প্রয়োজনে কয়েক হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে পাঞ্জাবের মরুভূমিতে ইসলামাবাদ নাম দিয়ে একটি নতুন রাজধানী তৈরী করা সম্ভব হয়েছে; কেবল সম্ভব হয়নি, ১৯৫৫ সালের পর বাংলাদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পাঁচশো কোটি টাকার একটি প্রাথমিক পরিকল্পনার অর্থসংস্থান করা, বাংলাদেশের একমাত্র প্রস্তাবিত আনবিক চুল্লী রূপপুর কেন্দ্রের জন্য বৈদেশিক সাহায্য সংগ্রহ করা।

বছরের পর বছর পরাধীনতার যে মর্মজ্বালা বাঙ্গালীরা হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছে, তারই বহিঃপ্রকাশ আজকের মুক্তি সংগ্রাম। এবারেও বাংলাদেশের দখলীকৃত বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যার ঢল নেমেছে এবং বিভিন্ন নদীতে পানির উচ্চতা বিপদ সীমার দিকে দ্রুত এগিয়ে গেছে। কিন্তু এবারের বন্যা বাঙ্গালীদের জন্য যতই দুঃখ কষ্টের হোক, তার মধ্যে আশীর্বাদের অংশও কম নয়। বন্যার ফলে হানাদার বাহিনীর চলাচল এখন রুদ্ধ। তাদের ট্যাঙ্ক ও বিমান অকেজো হয়ে পড়েছে। দখলীকৃত এলাকায় বাঙ্গালী মুক্তিবাহিনী এই সুযোগে আগের চাইতেও তৎপর হয়েছেন। এই তৎপরতা আরো বাড়াতে হবে। শত্রুর ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানার সন্ধিক্ষণ দ্রুত এগিয়ে আসছে। আমাদের মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশের বন্যা সমস্যার সমাধান বাংলাদেশের মানুষের সকল দুঃখ কষ্টের অবসানের একমাত্র উপায় তার স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করাই আমাদের আজিকার একমাত্র কর্তব্য।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জয়বাংলা ১ম বর্ষ : ১৬শ সংখ্যা	২৭ আগস্ট, ১৯৭১	ভিয়েতনাম পদ্ধতিতে গণহত্যার জন্য ইয়াহিয়া খান বিশেষ জল্লাদ বাহিনী গড়ে তুলেছে

ভিয়েতনাম পদ্ধতিতে গণহত্যার জন্য ইয়াহিয়া খান বিশেষ জল্লাদ বাহিনী গড়ে তুলেছে

॥ পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে ॥

সভ্য জগত থেকে বিচ্ছিন্ন বেলুচিস্তানের কাকুনে বাংলাদেশে হত্যার জন্য বিশেষ জল্লাদ বাহিনী ট্রেনিং লাভ করছে। এক ডজন আমেরিকান বিশেষজ্ঞ ইয়াহিয়ার স্পেশ্যাল ফোর্স তৈরীর কাজে ট্রেনিং দিচ্ছেন। দক্ষ হত্যাকারী গড়ে তোলার জন্যে এই বিদেশী হত্যা-বিশেষজ্ঞদের আমদানী করা হয়েছে উত্তর ক্যারোলিনা থেকে।

যুগে যুগে যে সমস্ত জল্লাদ সম্রাট ও রাষ্ট্রনায়ক বিশ্বের বুকে তাণ্ডব সৃষ্টি করেছে, নৃশংস হত্যার শিকার সাধারণ মানুষের রক্ত দিয়ে বর্বর শাসনের ইমারতে গাঁথুনী দিয়েছে— পিণ্ডির. ইয়াহিয়া তাদের সমগোত্রীয়। অতীতের নির্যাতনকারী হত্যার নায়কদের ব্যতিক্রম তিনি নন। ২৫শে মার্চের বহু পূর্ব থেকেই এই মানবসভ্যতা বিরোধী হত্যাবাজ জেনারেল অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে গণহত্যার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ক্রমে ক্রমে রুদ্ধদ্বার ভেদ করে অবিশ্বাস্য হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনার সংবাদ প্রকাশ পাচ্ছে।

সব জানোয়ারকে যেমন পোষ মানানো যায় না, তেমনি সব মানুষকে দিয়ে নিরীহ মানুষকে হত্যার জন্যে ঝুঁকি নেয়া সম্ভব নয়। সে জন্যেই রক্ত পিপাসু ও পশু প্রকৃতির সেনাদের বাছাই করে হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এদের বিশেষ ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা হয়েছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুক্তিকামী ভিয়েতনামী নাগরিকদের বেছে বেছে হত্যা ও ধ্বংসের উদ্দেশ্যে যেমন করে গুপ্ত ট্রেনিংপ্রাপ্ত একটি বাহিনী প্রেরণ করেছিল— যার নাম সরকারী ভাবে "গ্রীন ব্যারেট"— ইয়াহিয়া সরকারও ঠিক তেমনি করে গোপনে ট্রেনিং দিয়ে একটি বিশেষ হত্যাকারী বাহিনী গড়ে তুলেছে। ব্যাপক গণহত্যা, বেছে বেছে জীবননাশ, হিটলারের এস-এস অফিসারদের পদ্ধতিতে নির্যাতন, ধ্বংস ও অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে এদের বিশেষজ্ঞ করে তোলা হয়েছে। জেনারেলদের ফাইলে একে "বিশেষ বাহিনী" বা "স্পেশ্যাল ফোর্স" বলে উল্লেখ রয়েছে।

বেলুচিস্তানের রাজধানী কোয়েটার কাছাকাছি অঞ্চলে যে স্থানটিতে বৃটিশ আমল থেকেই সামরিক ছাউনী রয়েছে, তার নাম কাকুন। সাধারণ প্রশাসনিক কাজে কাকুন

স্থানটির নাম উল্লেখ থাকে না। এই বিশেষ ছাউনীতে, সভ্য জগত থেকে বিচ্ছিন্ন এই নিঃচ্ছিদ্র কাকুনে বাংলাদেশে হত্যার জন্যে বিশেষ জল্লাদ বাহিনী ট্রেনিং লাভ করে।

বিদেশী তথ্য অনুযায়ী, কাকুনে প্রায় এক ডজন আমেরিকান বিশেষজ্ঞ ইয়াহিয়ার স্পেশ্যাল ফোর্স তৈরীর কাজে ট্রেনিং দিচ্ছেন। দক্ষ হত্যাকারী গড়ে তোলাই এই বিদেশী বিশেষজ্ঞদের কাজ। বেতনভুক্ত এই হত্যা-বিশেষজ্ঞদের আমদানী করা হয়েছে উত্তর ক্যারোলিনা থেকে।

আইয়ুব খাঁর আমলে ১৯৬৪ সাল থেকেই এই ধরণের একটা বিশেষ বাহিনী গঠনের চেষ্টা চলছিল। আর সে সময় জেনারেল মুসা ও বর্তমান জেনারেল ইয়াহিয়া উক্ত বাহিনীর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রধানতঃ পাঞ্জাবী ও আরো কয়েকটি রেজিমেন্ট থেকে বাছাই করা পাঁচশত অস্বাভাবিক চরিত্রের সেনাকে পাঠানো হয় আমেরিকায় হত্যা-বিশেষজ্ঞদের ট্রেনিং লাভ করতে। এই ব্যবস্থাকে এতোই গোপনে করা হয়েছিল যে, ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট দূরের কথা, অধিকাংশ পশ্চিম পাকিস্তানী সেনা প্রধানও তা জানতেন না। এই সমস্ত হত্যা ও ধ্বংসের সেনাদের সমন্বয়ে যে হত্যাকারী নরপিশাচের দল গঠন করা হয়, তার নাম "স্পেশ্যাল ফোর্স"। দশ জনের এক একটি দল করে তাদের পঞ্চাশটি গ্রুপে বিভক্ত করা হয়।

আমেরিকার উত্তর ক্যারোলিনাস্থ "ফোর্ট ব্র্যাগ"-এ মার্কিন স্পেশ্যাল ফোর্স ট্রেনিং ক্যাম্পটিতে এই ধরণের বিশেষ ট্রেনিং প্রাপ্ত হত্যা-বাহিনী তৈরী করা হয়ে থাকে। ইয়াহিয়ার স্পেশ্যাল ফোর্স প্রথমে এ "ফোর্ট ব্র্যাগ" ক্যাম্পেই লালিত হয়েছে। বর্তমানে কোয়েটাস্থ "কাকুন" পশ্চিম পাকিস্তানী উন্মাদ জেনারেলদের "ফোর্ট ব্র্যাগ" আর 'কাকুন' থেকে বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হত্যাকারী বাহিনীই হচ্ছে তাদের "গ্রীন ব্যারেট।"

জনৈক বিদেশী সাংবাদিকের তথ্য অনুযায়ী, অতীতে ও বর্তমানে ট্রেনিং প্রাপ্ত হত্যা বিশেষজ্ঞগণ বাংলাদেশে নরহত্যা ও ধ্বংসের অবিশ্বাস্য অভিযানে যুক্ত রয়েছে। কাকুন গুপ্ত শিবিরে এদের তিন সপ্তাহ ট্রেনিং দেয়া হয়ে থাকে। ট্রেনিং প্রাপ্ত জল্লাদদের সংখ্যা দিন দিনই এতো বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, ভবিষ্যতের দুর্যোগের কথা বিবেচনা করে পশ্চিম পাকিস্তানের কোন কোন "বিদ্রোহ স্থানে" এদের পোস্ট করার ব্যবস্থা হয়েছে।

২৫শের রাত্র থেকে মেজর জেনারেল মিঠার ওপর দায়িত্ব পড়েছিল ইয়াহিয়ার গেরিলা বাহিনীর। আর রক্তপিপাসু "স্পেশ্যাল বাহিনী" তারই সামগ্রিক নেতৃত্বের আওতায় আসে। এ রাত্র থেকে এবং পরবর্তীকালে এই বাহিনীই ইয়াহিয়ার গণহত্যার পরিকল্পনা কার্যকরী করেছে।

কিন্তু সেই স্পশ্যাল বাহিনীর রক্ত লালসা শেষ হবার পূর্বেই তারা নিজেদের রক্ত প্রবাহ দেখে আঁতকে উঠেছে। আর নিজের সঙ্গীর মৃত দেহের পাশে দাঁড়িয়ে শিউরে উঠেছে পরবর্তী ভয়াবহ মুহূর্তের কথা ভেবে।

ভিয়েতনামে যেমন "গ্রীন ব্যারেটদের" পালিয়ে যেতে হয়েছে, বাংলাদেশের মাটিতে ঠিক তেমনিভাবে ইয়াহিয়ার "স্পেশ্যাল বাহিনী"কে বিলীন হয়ে যেতে হচ্ছে। নৃশংস হত্যা আর ধ্বংসের শিকার দেশপ্রেমিক সাধারণ নাগরিকদের প্রত্যেকটি রক্তকণিকা থেকে আজ জন্ম নিচ্ছে মুক্তিসেনা। তাদের দুর্জয় অভিযানের মুখে তাদের প্রতি আক্রমণের তীব্রতার ঝলকে হত্যাকারী হায়নাদের জীবনে বিভীষিকার হাতছানি। মৃত্যু, উচ্ছেদ আর পরাজয়ের কালিমা তাদের আজ কলঙ্কিত ইতিহাসের ধিকৃত জীব বলে চিহ্নিত করেছে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জয়বাংলা ১ম বর্ষ : ১৬শ সংখ্যা	২৭ আগস্ট, ১৯৭১	বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছাই রাজনৈতিক সমাধানের বাস্তব ভিত্তি

বাংলাদেশ ও বিশ্ববিবেক

বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছাই রাজনৈতিক সমাধানের বাস্তব ভিত্তি

হানাদারদের সামরিক সাহায্যদান অব্যাহত রেখে রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব নয়

(রাজনৈতিক ভাষ্যকার)

পশ্চিম পাকিস্তানী ঘাতক ইয়াহিয়া ও তার জল্লাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে বিশ্ববিবেক জাগ্রত ও সোচ্চার হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক আলোচনা চালানোর নামে ইয়াহিয়া খান ষোলই মার্চ থেকে পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত টালবাহানা করে নিজের ঘাতক বাহিনীর শক্তিকে সংহত করেছে এবং নিসন্ধিগ্ধ ও নিরস্ত্র বাঙালী জনতার ওপর আধুনিক মারণাস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার ব্লু-প্রিন্ট প্রস্তুত করেছে। তারপর ২৫শে মার্চের রাতে ভুট্টো আর ইয়াহিয়া খান গোপনে পালিয়ে যাবার পর মধ্য রাতে পূর্ণ সামরিক প্রস্তুতি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে নিরস্ত্র ঘুমন্ত নারী-পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে বাঙালী জনসাধারণের ওপর।

বাংলাদেশের জাতীয় নেতৃত্ব গণতন্ত্র সম্মত নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বাঙালীর স্বাধিকার তথা দেশের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিল। কিন্তু ইয়াহিয়ার ঘাতক বাহিনী সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের পথ পরিত্যাগ করে সামরিক পশুশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।

বিশ্ব বিবেক, বিশ্বের গণতন্ত্রকামী মানুষ ইয়াহিয়ার পশুশক্তির বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ একথা সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারছে, ইসলামাবাদের শাসকচক্রের পক্ষে সামরিক পশুশক্তির সাহায্যে বাংলাদেশ সমস্যার কোন সমাধান সম্ভব নয়।

আর সেজন্যেই জনৈক সাংবাদিক ও সাহিত্যিক সক্ষোভে প্রশ্ন করেছেন : সাম্রাজ্যবাদকে 'মানবতাবোধ সম্পন্ন' করতে সমর্থ হবার পূর্বে আরও কত নিখুঁত মানুষকে 'শান্তিপূর্ণ' এবং 'অহিংসভাবে' মৃত্যুবরণ করতে হবে? 'অহিংস' মৃত্যু কি সম্ভব? এই ক্ষোভ এক্ষণে সারা পৃথিবীতেই ধ্বনিত হচ্ছে।

রাজনৈতিক সমাধান

সম্প্রতি বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের ওপরে জোর দিচ্ছেন। তাঁরা মনে করছেন যে, অবিলম্বে বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান না হলে পরিস্থিতির গুরুতর অবনতি ঘটবে এবং তার প্রতিক্রিয়া পড়বে সারা বিশ্বের ওপরে।

এডওয়ার্ড কেনেডির মন্তব্য

সম্প্রতি মার্কিন সিনেটের উদ্বাস্তু বিষয়ক সাব-কমিটির প্রেসিডেন্ট সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি পশ্চিম বঙ্গ ও ত্রিপুরার শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করে স্বদেশে ফিরে গিয়েছেন। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পূর্বে নয়া দিল্লীতে তিনি মন্তব্য করেন যে, প্রকৃত অবস্থা দেখার পর তাঁর ধারণা হয়েছে যে, একমাত্র রাজনৈতিক পথেই বাংলাদেশ সংকটের সমাধান হতে পারে এবং সেই রাজনৈতিক আলোচনা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গেই হতে হবে। তিনি পূর্বাহ্নে এমন একটি ধারণাও দিয়েছিলেন যে, বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান সম্পর্কে তাঁর মনে একটা প্রস্তাব রয়েছে। কিন্তু সেই প্রস্তাব সম্পর্কে তিনি সেই মুহূর্তে কিছু জানাতে অস্বীকার করেন।

পূর্ব জার্মানীর অভিমত

পূর্ব জার্মানীর তিন সদস্য বিশিষ্ট সংসদীয় প্রতিনিধিদল পশ্চিম বঙ্গের শরণার্থী শিবিরগুলো দেখার পর নয়াদিল্লীতে গত ২১শে আগস্ট এক সাংবাদিক সম্মেলনে মন্তব্য করেছেন, "এশিয়া তথা বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুন্ন রাখতে হলে বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান একান্ত প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।"

পশ্চিম জার্মানী

অপরদিকে নয়াদিল্লীর দূতাবাসে পশ্চিম জার্মানীর নবনিযুক্ত মন্ত্রী মিঃ ডবল্যু বেহরেন্ডস পশ্চিম বঙ্গের সীমান্তে বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের শিবির পরিদর্শন করার পর সাংবাদিকদের কাছে মন্তব্য করেছেন যে, শরণার্থীরা যাতে স্বদেশে ফিরে যেতে পারেন সেজন্যে সেখানে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হোক, এটাই তাঁর দেশের কাম্য এবং সেজন্যে একটা রাজনৈতিক সমাধান প্রয়োজন।

সমাধান কোন পথে?

সকলেই বাংলাদেশ সংকটের রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলেছেন। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরিবর্তে রাজনৈতিক পথে এই প্রশ্নের যদি মীমাংসা করা সম্ভব হয় তা'হলে আপত্তির কি থাকতে পারে। কিন্তু এই রাজনৈতিক সমাধানের রূপ কী হবে এবং কোন্ পথে এই সমাধানকে ফলপ্রসূ করা সম্ভব হবে তা কেউই খোলাখুলি বলছেন না।

হানাদার বাহিনীর প্রত্যাহার চাই

সিনেটর কেনেডি গণতান্ত্রিক ও মানবতাবাদী ভূমিকার জন্যে বিশ্বের গণতন্ত্রবাদী ও শান্তিকামী মানুষের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন লাভ করেছেন। তিনি নিজেই একটা কথা

স্বীকার করেছেন যে, পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী বাংলার মাটিতে থাকা পর্যন্ত একজন শরণার্থীও স্বদেশে ফিরে যাবে না বরং আগামী কয়েক মাসের মধ্যে শরণার্থীর সংখ্যা এক কোটি বিশ লক্ষে দাঁড়াবে। আমাদের ব্যক্তিগত ধারণা সিনেটর কেনেডি সংখ্যাটা অনেক কমিয়ে বলেছেন। তবে তাঁর কথা অনুযায়ী বলা যায় যে, পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী বাংলাদেশে এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে যে, সেখানে মানুষের পক্ষে নিশ্চিন্তে নিরাপদে বাস করা সম্ভব নয়। তারা দেশে সামান্যতম স্বাভাবিক অবস্থাও ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছে। অর্থাৎ বৈদেশিক হানাদার বাহিনীর চরিত্র তারা কোনক্রমেই চাপা দিতে পারছে না। সেখানকার অবস্থাটা যে খুবই অবনত তার প্রমাণ পাওয়া যায়, পশ্চিম পাকিস্তানী সরকার কর্তৃক শেষ মুহূর্তে আকস্মিকভাবে বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায় সিনেটর কেনেডির সফরের অনুমতি বাতিল করার ভেতর দিয়ে।

'অপারেশন ওমেগার' লাঞ্ছনা

বৃটিশ ও মার্কিন নাগরিক সমবায়ে গঠিত 'অপারেশন ওমেগা' নামে একটি সেবা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় দুস্থ মানুষের জন্যে প্রয়োজনীয় রিলিফ সামগ্রী বিতরণের উদ্দেশ্যে বেনাপোলের পথে বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় প্রবেশ *করেছিল। কিন্তু পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী তাদের বাধা দেয় এবং ত্রাণসামগ্রীসহ পুনরায় মুক্ত এলাকায় ফিরে আসতে বাধ্য করে। এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যা ও সদস্যগণ* মানবতার নামে এবং মানবাধিকারের দাবীতে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ অধিকার দাবী করেছিল। কিন্তু জল্লাদ হানাদার বাহিনীর কাছে মানবতা বা মানবাধিকারের বাণী অর্থহীন শব্দ মাত্র। অথচ এই হানাদার সামরিক জান্তাই বিশ্বের কাছে দখলীকৃত এলাকার দুর্গত মানুষের ত্রাণকার্যের জন্য সাহায্য চেয়ে পাঠাচ্ছে।

আসলে তা বাঙ্গালীদের ত্রাণকার্যের জন্যে নয়, তাদের ভেঙ্গে পড়া অর্থনীতিকে কোন রকমে টিকিয়ে রাখার এবং ঘাতক সৈন্যদের জন্যে রসদের সরবরাহ অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যেই এই সাহায্যের আবেদন জানানো হচ্ছে। তা নইলে 'অপারেশন ওমেগার' সদস্যদের সাহায্য সম্ভার দুস্থ মানুষদের মধ্যে বিতরণ করতে না দেয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না।

যাঁরা সত্য-সত্যই বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাধান কামনা করেন, তাঁরা এটাও জানেন যে, একমাত্র বাংলাদেশের জাতীয় নেতৃত্বের সঙ্গেই রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব। তাঁরা এও জানেন যে, পঁচিশে মার্চের রাতেই ইয়াহিয়ার সামরিক চক্র সেই সমাধানের সকল পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে।

শুধু মুখের কথায় একটা সামরিক জান্তাকে রাজনৈতিক সমাধানের পথে আনা সম্ভব নয়। তাদের রাজনৈতিক সমাধানের পথে আসতে বাধ্য করতে হবে। ভাল কথায় তাদের মনে শুভ বুদ্ধির উদয় হবে না। সিনেটর কেনেডি নিজেই বলেছেন যে, পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অবস্থায় প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্রের আশ্রয়গ্রহণকারী শরণার্থীরা কিছুতেই স্বদেশে ফিরতে প্রস্তুত নয়, এ কথাটা তিনি উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছেন। তাহলে এই সমস্যার সমাধান যে কি তাও তিনি নিজে উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, এই সমাধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর রাজনৈতিক দলের সঙ্গে করতে হবে।

পূর্ব জার্মানীর প্রতিনিধিদলও বলেছেন যে, রাজনৈতিক সমাধান সেখানকার জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী হতে হবে। বাংলাদেশের নির্বাচন, আশি লক্ষ শরণার্থীর প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ ও আরও সমপরিমাণ শরণার্থীর আগমন সম্ভাবনা এবং গণপ্রতিনিধিদের অভিমত থেকে জনগণের ইচ্ছা যে কী তা বুঝতে কারও অসুবিধা হবার কথা নয়।

আরও অস্ত্র-শস্ত্র ও রসদ দিয়ে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে তাদের ঘাতকবৃত্তিতে উৎসাহ দান করলে কোনক্রমেই বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী রাজনৈতিক সমাধান করা যাবে না। সত্য সত্যই রাজনৈতিক সমাধান করতে হলে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্যদান বন্ধ করতে হবে। অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই হানাদার বাহিনীকে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্যদান করে রাজনৈতিক সমাধানের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করছে।

দায়িত্বজ্ঞানহীন ও নৈতিকতা বিরোধী

এককালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আণ্ডার সেক্রেটারী অব স্টেট ও ভারতে নিযুক্ত প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ চেস্টার বোলস্ মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছেন যে, পাকিস্তানে অব্যাহত মার্কিন সাহায্য 'দায়িত্বজ্ঞান হীন' ও নীতিবিগর্হিত। ভ্রান্ত মার্কিন নীতি সংশোধন করে তিনি সামরিক সাহায্যদানের পরিবর্তে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার জন্যে ইয়াহিয়ার ওপর চাপ সৃষ্টির পরামর্শ দিয়েছেন।

সিনেটর কেনেডির রাজনৈতিক সমাধানের রূপরেখা আমাদের জানা নেই। কিন্তু প্রকৃত পরিস্থিতি তিনি নিজেই উপলব্ধি করতে পেরেছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর রাজনৈতিক সমাধানের ফর্মূলা উদ্ভাবন করতে হবে।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে এই সমাধানের যে সম্ভাবনা ২৫শে মার্চের পূর্বে ছিল, ২৫শে মার্চের মধ্য রাতেই সে সম্ভাবনাকে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের ন্যাপ নেতা ওয়ালী খানও সম্প্রতি কাবুলে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে এই সত্য স্বীকার করেছেন।

বিশ্বের বৃহৎ শক্তিপুঞ্জে তাদের প্রভাব বলয়ের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে এই সত্যটির প্রতি যদি উদাসীন থাকেন তা হলে বিশ্বের একটা মৌলিক ও শাশ্বত সত্যের প্রতিই মুখ ফিরিয়ে থাকা হবে। সেই সত্যটি হচ্ছে : পৃথিবীর কোথাও কখনও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে শেষ পর্যন্ত কেউই ব্যর্থ করতে পারেনি। জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম চিরকাল জয়লাভ করেছে।

যারা আজ বাংলাদেশ সংকটের রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলছেন, তাদের এই সত্যটি সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত থাকতে হবে। হানাদার বাহিনীকে অস্ত্র, রসদ ও অর্থনৈতিক সাহায্যদান অব্যাহত রেখে রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব নয়। সিনেটর কেনেডির এ ব্যাপারে বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। মার্কিন জনগণের মধ্যে তাঁর প্রভাব

অনস্বীকার্য। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাহায্যদান যে বাংলাদেশের সংকটকে দীর্ঘস্থায়ী করা এবং রাজনৈতিক সমাধানের পথে পর্বত প্রমাণ অন্তরায় সৃষ্টি করা, মার্কিন জনগণের কাছে এই সত্যটাকেই তুলে ধরতে হবে।

'আমরাও একা নই', বলে ইয়াহিয়া খান যে সামরিক দম্ভোক্তি করেছে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রেক্ষিতে এই দম্ভোক্তি যাদের সমর্থনের কথা ভেবে করা হয়েছে, তাদের জন্যে মোটেও শ্লাঘার বিষয় নয়, মার্কিন জনগণ ও মার্কিন সরকারের কাছে এ কথাও সিনেটর কেনেডিকেই পৌঁছে দিতে হবে। শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শনের এবং পাকিস্তানী সামরিক জান্তা কর্তৃক দখলীকৃত বাংলাদেশে তাঁর সফরের অনুমতি বাতিলের পর, এই দায়িত্ব তাঁর ওপর বিশেষভাবে বর্তেছে।

চারটি প্রশ্ন

বাংলাদেশ সমস্যা সম্পর্কে সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী চারটি মৌলিক প্রশ্নের প্রতি বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন : সাড়ে সাত কোটি মানুষের বাঁচার অধিকার আছে কি না? সংখ্যাগরিষ্ঠরা কি সংখ্যালঘুদের দ্বারা নিপীড়িত হতে থাকবেন? এই সংখ্যালঘুরাই কি সংখ্যাগরিষ্ঠদের দাবিয়ে রাখার জন্যে অন্যান্য দেশ থেকে অস্ত্র আমদানী করে চলবেন?

তিনি চান যে, প্রতিটি রাষ্ট্র উপরোক্ত প্রশ্নগুলো নিয়ে চিন্তা করুন এবং উত্তর দিন।

যারা আজ রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলছেন, তাদের আন্তরিকতা কতটুকু তার বিচার হবে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর উপরোক্ত প্রশ্নের কার্যকরী উত্তরের ওপর।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জয়বাংলা	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ১৯শ সংখ্যা		সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি

সম্পাদকীয়

সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি

বর্তমান মুক্তিযুদ্ধকে সফল সমাপ্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারকে উপদেশ দানের জন্য বাংলাদেশের চারটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে যে উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে, তার খবর দেশ-বিদেশের সংবাদপত্রে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে এবং এ সম্পর্কে অনেক উৎসাহী আলোচনাও মুদ্রিত হয়েছে। বস্তুতঃ এই সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হওয়ায় জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে জাতির যে নিবিড় ও অটুট ঐক্য আরেকবার প্রমাণিত হল, তাতে বাংলাদেশের ভিতরে মুক্তিসংগ্রামীরা যেমন অনুপ্রাণিত হবেন, তেমনি বাইরে বাংলাদেশের শুভাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধু দেশগুলোও উৎসাহী হবেন। বস্তুতঃ এই উপদেষ্টা কমিটি গঠনের গুরুত্ব এখানেই যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনৈক্য সৃষ্টির জন্য সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত এবং উগ্র তত্ত্বসর্বস্বদের সুবিধাবাদী ভেদনীতি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল এবং জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের লক্ষ্যে অবিচল চারটি প্রগতিশীল দল বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের প্রতি তাদের ঘোষিত সমর্থন আরো কার্যকর ও সক্রিয় করে তুললেন। এ ব্যাপারে এই দলগুলোর ভূমিকার যেমন প্রশংসা করতে হয়, তেমনি প্রশংসা করতে হয় আওয়ামী লীগেরও। আওয়ামী লীগ সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশে প্রায় শতকরা নিরানব্বইটি আসনে জয়লাভ করে জাতিকে নেতৃত্ব দানের অবিসম্বাদিত অধিকার লাভ করা সত্ত্বেও মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনায় অন্যান্য প্রগতিশীল দলের সমর্থন ও উপদেশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত দ্বারা দলীয় স্বার্থের উর্দ্ধে জাতীয় স্বার্থের প্রতি তাদের আনুগত্য বলিষ্ঠভাবে প্রমাণ করেছেন।

সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটিতে যারা রয়েছেন, তাদের রাজনৈতিক মত ও পথে পার্থক্য থাকলেও সকলেই পরীক্ষিত দেশপ্রেমিক। কমিটিতে ভাসানী ন্যাপের প্রতিনিধিত্ব করছেন মওলানা ভাসানী, বাংলাদেশ কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিত্ব করছেন শ্রীমণি সিং, বাংলাদেশ জাতীয় কংগ্রেসের শ্রীমনোরঞ্জন ধর এবং মোজাফফর ন্যাপের অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ। এছাড়া এই কমিটিতে আওয়ামী লীগের দুজন সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই কমিটিতে রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী কমিটির বৈঠক আহ্বান ও পরিচালনা করবেন।

মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত এই উপদেষ্টা কমিটির প্রথম কমিটির প্রথম বৈঠকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারই যে বাংলাদেশের একমাত্র বৈধ সরকার এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশের অবিসম্বাদিত জাতীয় নেতা এ সত্যটির অকুণ্ঠ অভিব্যক্তি দেখা গেছে।

জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি এই সমঝোতা ও অভিন্নতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

বাংলাদেশের গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার এবং এই সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির মধ্যে স্বাভাবিক চরিত্রগত পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু রয়েছে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগত ঐক্য। এই লক্ষ্য হল বাংলাদেশের পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা। চরিত্রগত পার্থক্যের ক্ষেত্রে বলা চলে, গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত একমাত্র সংস্থা, জনগণের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ও তা কার্যকর করার সম্পূর্ণ এখতিয়ার তার। অন্যদিকে জনগণের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা কার্যকর করার ব্যাপারে সাহায্য ও সুপরামর্শ দান হবে উপদেষ্টা কমিটির কাজ। তাই এই উপদেষ্টা কমিটি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ দ্বারা গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার মুক্তিযুদ্ধকে জোরদার করার কাজে একটি বলিষ্ঠ ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিয়েছেন বলা চলে। এই ব্যবস্থার ফলে বাংলাদেশের সকল এলাকার স্বাধীনতা এবং হানাদার দস্যুদের চূড়ান্ত পরাজয়ের দিনটি অবশ্যই ত্বরান্বিত হবে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জয়বাংলা ১ম বর্ষ : ১৯শ সংখ্যা	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	সেই পুরাতন খেলা (সামরিক জান্তা কর্তৃক একজন অসামরিক ব্যক্তিকে বাংলাদেশের গভর্নর পদে নিয়োগ প্রসঙ্গে)

সেই পুরাতন খেলা

বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় একটি নতুন নাটকের অভিনয় চলছে। নাটকটি যদিও নতুন কিন্তু তার বিষয়বস্তু অত্যন্ত পুরোন। এই বিষয়বস্তু হল, একজন অসামরিক তাবেদার বাঙালীকে গভর্নরের পদে বসিয়ে বিশ্ববাসীকে বোঝানো, বাংলাদেশে আর সামরিক শাসন নেই। এমন চেষ্টা আইয়ুব খাঁও করেছিলেন। তার দশ বছরের স্বৈরাচারী শাসনে মোনেম খাঁ নামক এক বটতলার উকিলকে গভর্নর পদে বসিয়ে দুনিয়ার মানুষকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, বাংলাদেশ বাঙালীদের দ্বারা শাসিত হচ্ছে। মোনেম খাঁর বদলে এবার ভাড়া পাওয়া গেছে আবদুল মোতালিব মালেক নামক এক দাঁতের ডাক্তারকে।

ঢাকার লাটভবনে শুধু তাবেদার গভর্নর বসিয়ে নয়, পিণ্ডির জঙ্গীচক্র বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার আসল অবস্থা সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে বিভ্রান্ত করার জন্য আরো ছল চাতুরীর আশ্রয় নিচ্ছে। হঠাৎ খুনী ইয়াহিয়া একেবারে 'মহানুভব' ব্যক্তি সেজেছেন এবং তাদের কথিত এক শ্রেণীর 'রাষ্ট্রবিরোধী' বাঙালীর প্রতি 'সাধারণ অনুকম্পাও' ঘোষণা করেছেন। দখলীকৃত ঢাকা বেতার থেকে বলা হয়েছে, কিছুসংখ্যক আটক লোককে নাকি জেল থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই কিছুসংখ্যক লোক কারা, তাদের নাম ধাম কি, তা কিছু বেতার ঘোষণায় বলা হয়নি। সুতরাং আশঙ্কা হয় শিয়ালের কুমীর ছানা প্রদর্শনের মত এই 'ক্ষমা প্রদর্শনের' মহড়াটিও জঙ্গীচক্রের কোন নতুন শয়তানি অভিসন্ধির বহিঃপ্রকাশ কিনা।

একদিকে এসব লোক দেখানো ভড়ং, অন্যদিকে দখলীকৃত বাংলাদেশে পাকিস্তানী হানাদার সৈন্যদের বর্বরতা অব্যাহত রাখা হয়েছে। এখনো বাঙালী মেয়েদের ইজ্জত নাশ করা হচ্ছে এবং এক একজন অশিক্ষিত সেপাইকে বাঙালী মেয়েদের বলপূর্বক পত্নী (উপপত্নী) হিসাবে গ্রহণে উৎসাহ জোগানো হচ্ছে। দখলীকৃত এলাকায় এখনো চলছে গ্রামের পর গ্রাম লুণ্ঠন, হত্যা ও অগ্ন্যুৎসব। দখলীকৃত এলাকায় বাঙালীদের এই অবস্থা। বিদেশেও তাদের সঙ্গে একই আচরণ করা হচ্ছে। ইয়াহিয়াচক্র বুঝতে পেরেছে, তাদের বিদেশী দূতাবাসে যেসব বাঙালী কর্মচারী রয়েছে, তাদের কেউ আর পিণ্ডির খুনীচক্রের প্রতি অনুগত নয়। তারা স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য পোষণ করেন এবং সুযোগ পেলেই তা ঘোষণা করবেন। গত পাঁচ মাসে বহু বাঙালী কূটনীতিবিদ ও দূতাবাস কর্মচারী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য ঘোষণা করে বহির্বিশ্বে ইয়াহিয়াচক্রের মিথ্যা প্রচারণার বেলুন ফুটো করে দিয়েছেন। শঙ্কিত ইয়াহিয়াচক্র তাই অবশিষ্ট বাঙালী কর্মচারীদের আটকানোর জন্য তাদের পাসপোর্ট

আটকের আদেশ দিয়েছেন। যদিও নির্দেশে বলা হয়েছে, এই আদেশ সকল দূতাবাস-কর্মচারীর বেলাতেই প্রযোজ্য, কিন্তু কাজের বেলায় বেছে বেছে যে কেবল বাঙালী কর্মচারীদের পাসপোর্টই আটক করা হচ্ছে, বিশ্ববাসীর সে খবর জানতেও আর দেরী হয়নি।

দেশ-বিদেশে এই বাঙালী-নিধন ও বাঙালী-বিতাড়ন নীতি অব্যাহত রেখেও ইয়াহিয়াচক্র ঢাকায় কেন এক বিশ্বাসঘাতক বাঙালীকে তাবেদার হিসাবে লাটের গদিতে বসিয়ে এই অসামরিক শাসনের ভড়ং দেখাচ্ছে? এই প্রশ্নটির জবাব বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ গত ৫ই সেপ্টেম্বর রাত্রে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত তাঁর ভাষণে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন আসন্ন হওয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশে অসামরিক শাসন পুনঃ প্রবর্তনের ভাব সৃষ্টির একটা কৌশল অবলম্বন করেছে।" প্রধানমন্ত্রী আরো বলেছেন, "ইয়াহিয়া ঘৃণ্য টিক্কা খাঁর স্থলে একজন অসামরিক সাক্ষী গোপালকে বসিয়েছেন এবং জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন মুষ্টিমেয় হতাশ বাঙালীকে পাকিস্তানের প্রতিনিধি করে জাতিসংঘে পাঠাবার চেষ্টা করছেন— এ সবই ওই একই কৌশলের অঙ্গ। অর্থাৎ বাংলাদেশে যে সামরিক আইন, গণহত্যা ও দমননীতি অব্যাহত রয়েছে, এই নগ্নসত্য গোপন করার চেষ্টা।"

কিন্তু পিণ্ডির খুনীচক্রের এই সত্য গোপন প্রচেষ্টা সফল হয়নি। তাই বাংলাদেশে একজন তাবেদার গভর্নর নিয়োগ সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের "নিউইয়র্ক পোস্ট" পত্রিকা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "বাংলাদেশে গভর্নর হওয়ার কোন যোগ্যতা এই লোকটির নেই। বাংলাদেশ সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের একমাত্র অধিকার রয়েছে জনগণের নির্বাচিত নেতা শেখ মুজিবের।" নেদারল্যান্ডের একজন প্রভাবশালী পার্লামেন্ট সদস্য ডাঃ মালিককে বাংলার দখলীকৃত এলাকার গভর্নর নিয়োগ করা সম্পর্কে বলেছেন, 'এটা ঔপনিবেশিক ধরণের নিয়োগ।' বস্তুতঃ ইয়াহিয়াচক্র যতই চেষ্টা করুন, বিশ্ববাসীকে বিভ্রান্ত করা, তাদের চোখে ধূলা নিক্ষেপের কোন চেষ্টাই সফল হবে না। বাংলাদেশের মানুষ আর ইয়াহিয়াচক্রের দাসত্ব স্বীকার করবে না। বরং মুক্তিবাহিনী অস্ত্রের মুখেই ইয়াহিয়ার এই নবনাট্যাভিনয়ে সকল ভাঁড়ামীর অবসান ঘটাবে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জয়বাংলা	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	জল্লাদরা ত্রাণসামগ্রী
১ম বর্ষ : ১৯শ সংখ্যা		যুদ্ধের কাজে লাগাচ্ছে

জল্লাদরা ত্রাণসামগ্রী যুদ্ধের কাজে লাগাচ্ছে

পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক শাসকগোষ্ঠী ইউনিসেফ এবং জাতিসংঘের অপরাপর ত্রাণ-প্রতিষ্ঠানসমূহের যাবতীয় গাড়ী ও যানবাহন যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার লণ্ডনস্থ মিশনের মাধ্যমে জাতিসঙ্ঘকে একথা জানিয়ে দিয়েছে।

জাতিসঙ্ঘের সাহায্য সংস্থার ইউনিসেফ-এর একটি জীপে টিক্কা খানকে দেখা গেছে।

১৯৭০ সালের ভয়াবহ বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সাহায্যের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র বিপন্ন মানবতার সেবায় যেসব ত্রাণসামগ্রী পাঠিয়েছিল, সেগুলোও সামরিক শাসকেরা যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করছে। দ্রুত রিলিফ প্রেরণের জন্য যাতায়াতের সুবিধার্থে নরওয়ে এবং স্কাণ্ডিনেভিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্র যেসব রবারের নৌকা, দ্রুতগামী লঞ্চ পাঠিয়েছিল, সেগুলোও ঐ একই কার্যে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

সম্প্রতি খুলনার নিকটে একটি সংঘর্ষে মুক্তিবাহিনী পাক সেনাবাহিনীর কাছ থেকে একটি গানবোট দখল করেন। পরে মুক্তিবাহিনী দেখে আশ্চর্য হন যে ওটা ঘূর্ণিদূর্গতদের সাহায্য বিতরণের কাজে ব্যবহারের জন্য নরওয়ে প্রেরিত নৌ-যানগুলোর অন্যতম। শুধু যানবাহনই নয় ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বাঙালীর জন্য প্রেরিত খাদ্যদ্রব্য এবং কাপড়-চোপড়ও পাক সেনাবাহিনী নিজেরাই ব্যবহার করছে। সম্প্রতি পশ্চিম রণাঙ্গনে নিহত শত্রুসেনাদের কাছে টিনে ভর্তি খাবার পাওয়া গেছে। টিনের উপরের ছাপ এবং লেখা থেকে দেখা যায় যে, এগুলোও বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় দূর্গতদের রিলিফের জন্য প্রেরিত জিনিস। এমন কি, শরণার্থীদের জন্য প্রেরিত খাদ্য-দ্রব্যও হানাদার বাহিনীর ‘রেশন’ দ্রব্যে পরিণত হয়েছে।

জানা গেছে, ভারতসহ ইউরোপের তিনটি রাষ্ট্র জাতিসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল উথাণ্ট-কে পাকিস্তানে জাতিসঙ্ঘের সাহায্য বন্ধ করে দেয়ার জন্য অনুরোধ করেছে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জয়বাংলা ১ম বর্ষ : ২০শ সংখ্যা★	২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয় : ইয়াহিয়ার ইরান সফর

সম্পাদকীয়

ইয়াহিয়ার ইরান সফর

একদিনের জন্যে ইয়াহিয়া খানের আকস্মিক ইরান সফর সম্পর্কে পর্যবেক্ষক মহলের মধ্যে জল্পনা শুরু হয়েছে। ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে ইরানের সম্পর্ক সৌহার্দ্যমূলক। পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক জান্তা বাঙলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক সঙ্কটের বেড়াজালে আটকা পড়েছে। বাঙলাদেশের মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। মুক্তিবাহিনীর হাতে প্রচণ্ড মার খাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানের জল্লাদ বাহিনী। অপরদিকে যুদ্ধ পরিস্থিতির দরুন এবং ঘাতক বাহিনীর নৃশংস অত্যাচারের ফলে দখলীকৃত বাঙলাদেশে অস্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে। মুক্তিবাহিনীর তৎপরতায় বিব্রত সামরিক সরকার কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি অর্থনৈতিক কাজকর্ম চালু করতে ব্যর্থ হয়েছে। এর ফলে পাকিস্তানের অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। অপরদিকে জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে সত্যিকারের রাজনৈতিক ক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়ার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত হওয়ায় খাস পশ্চিম পাকিস্তানেও রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর বর্বর অত্যাচারের সাক্ষী ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী বাঙলাদেশের ৮৫ লক্ষ শরণার্থী। এই বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর জন্যে বিশ্বের কাছে পাকিস্তানের মুখরক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না, তাদের কৈফিয়তও খাটছে না। এভাবেই তৈরি হয়েছে তাদের সঙ্কটের বেড়াজাল।

এই সঙ্কটের জাল এড়াবার জন্যে পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে ইরানের হৃদ্যতামূলক সম্পর্কের সুযোগে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে ইরানকে মধ্যস্থতার ভূমিকায় অবতীর্ণ করাতে চায়। বাঙলাদেশ সমস্যাকে এড়িয়ে বর্তমান সমস্যাকে পাক-ভারত বিরোধের রূপ দেয়ার এই পাকিস্তানী আগ্রহ নতুন নয়। বাঙলাদেশে সামরিক এ্যাডভেঞ্চার শুরু করার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তারা নিজেদের সৃষ্ট সঙ্কটের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিল। তারপর থেকেই ইয়াহিয়ার সরকার বিশ্বের বিভিন্ন দেশে একজন মধ্যস্থ খুঁজে বেড়াচ্ছে। ইতিপূর্বে আমরা মধ্যস্থ হিসেবে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশীয়ার টেংকু আবদুর রহমান প্রভৃতির নাম শুনেছি। আবার বাঙলাদেশ ও ভারত সীমান্তে পর্যবেক্ষক বাহিনী মোতায়েন করে বাঙলাদেশ ও পাকিস্তানের বিরোধকে পাক-ভারত বিরোধে রূপান্তরিত করার প্রয়াসও আমরা লক্ষ করেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনটাই সফল হয়নি। এক্ষণে পাকিস্তানের হয়ে এই কাজটি করে দেয়ার জন্যে ইয়াহিয়া খান ইরানের শাহের দ্বারস্থ হয়েছে।

★ এই সংখ্যা হতে "জয় বাংলা" সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি আবদুল মান্নান কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক জান্তার বর্তমান সঙ্কটটি বাঙলাদেশ সমস্যা থেকে উদ্ভূত। এই সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে বাঙলাদেশ সমস্যা। একে এড়িয়ে গিয়ে সমস্যার প্রকৃত সমাধান হতে পারে না। ইরানের শাহ সত্যিই যদি পাকিস্তানের সামরিক জান্তা কর্তৃক সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের আন্তরিক ইচ্ছা পোষণ করেন তাহলে প্রকৃত বিবাদমান পক্ষকেই বেছে নিতে হবে। এই বিরোধের বিবাদমান পক্ষ পাকিস্তান ও ভারত নয়, আসল বিরোধ বাঙলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে। এটাকে এড়িয়ে গিয়ে বাঙলাদেশ সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নয়। ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে যে ৮৫ লক্ষ শরণার্থী আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁরা সরাসরিভাবে বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক জান্তা কর্তৃক সৃষ্ট সঙ্কটের শিকার। কাজেই এই সঙ্কটের সমাধানও নির্ভর করছে বাঙলাদেশ সরকারকে স্বীকার করে নেয়ার মধ্যে, পাক-ভারত বিরোধে রূপান্তরিত করার মধ্যে নয়।

কিন্তু এই বাস্তব সত্য কি ইরানের শাহ স্বীকার করে নেবেন? ইয়াহিয়া-শাহ আলোচনার পর যে সংক্ষিপ্ত ঘোষণা প্রকাশিত হয়েছে তাতে বাঙলাদেশ সমস্যার ক্ষীণতম ইঙ্গিতও নেই। বরং যা আছে তা প্রকারান্তরে পাকিস্তানের জঙ্গীশাহীর প্রতি পরোক্ষ সমর্থন বলা চলে। উক্ত যুক্ত ঘোষণায় পাকিস্তানের প্রতি ইরানের সমর্থনের প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। কাজেই এই কথিত মধ্যস্থতার চরিত্র ও পরিণতি সম্পর্কে এর পরে আর কারো মনেই মোহ থাকবার কথা নয়। অবশ্য ইরানের কাছ থেকে সত্যিকারের কোন গণতান্ত্রিক ভূমিকা আশা করা চলে না। ইরানের পূর্বাপর ভূমিকা আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, ইরানের রাজতন্ত্র এ পর্যন্ত কোন গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও গণমুখী ভূমিকা গ্রহণ করেনি। মধ্যপ্রাচ্যে আরব জাতীয়তাবাদের প্রতি ইরান কোনদিন সক্রিয় সমর্থন তো দূরের কথা, নৈতিক সমর্থনও জানায়নি। বরং আরব জাতীয়তাবাদের জোয়ারে পাছে ইরানের রাজতন্ত্র বিপন্ন হয় সেই ভয়ে ইরানের রাজতন্ত্র বরাবর পরোক্ষভাবে জাতীয়তাবাদী শক্তির বিরোধিতাই করেছে। এমন কি ইরানের মহান জাতীয়তাবাদী নেতা ডঃ মোসাদ্দেককে পর্যন্ত ইরানী রাজতন্ত্রের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হয়নি। অথচ এই ডঃ মোসাদ্দেকই ইরানের বর্তমান অর্থনৈতিক প্রাচুর্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। ইরানে আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে এখনও একটি মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্র বহাল রাখা হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্য তথা পশ্চিম এশিয়ায় নবজাগ্রত জাতীয় চেতনার ফলে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ ও শক্তির ভারসাম্য বিপন্ন হতে বসেছিল, ইরানের রাজতন্ত্র পেছন দুয়োর দিয়ে সেই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের বিশ্বস্ত প্রহরী হিসেবে কাজ করে আসছে। বাঙলাদেশের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক জান্তার চরম বিশ্বাসঘাতকতা ও বাঙলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার পরও ইরান গোপনে পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক জান্তাকে অর্থ ও সমর সম্ভার যুগিয়েছে বলে অভিযোগ শোনা গিয়েছে।

বাঙলাদেশের জাতীয় প্রতিনিধিদেরকে সাম্রাজ্যবাদের লেজুড়ে পরিণত করার উদ্দেশ্যে ইরানের শাহ নির্বাচনের পূর্বেও একবার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। সে সময় ইসলামাবাদ হয়ে ইরানের শাহ আকস্মিকভাবে ঢাকা সফরে এসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে এক সাক্ষাতে মিলিত হন। কিন্তু শেখ সাহেব যে জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে

সাম্রাজ্যবাদের লেজুড়ে পরিণত হতে রাজী হননি, পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক জান্তা কর্তৃক বাঙলাদেশের জনগণ ও জাতীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অভিযান ও ঘৃণ্যতম গণহত্যার ইতিহাস থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাঙলাদেশের ঘটনা সম্পর্কে বিশ্ববিবেক জাগ্রত হলেও সাম্রাজ্যবাদী সরকারসমূহের নিষ্ক্রিয়তা এবং পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক জান্তাকে পরোক্ষ সমর্থন ও উৎসাহ দানের ঘটনা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ইরানের শাহ বা করিম আগা খানের মাধ্যমে বাঙলাদেশে সাম্রাজ্যবাদীরা কোন স্বার্থ হাসিল করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে।

আমরা অবশ্য জানি যে, ঠিক তেমনিভাবে বাঙলাদেশ সমস্যাকে পাক-ভারত বিরোধে রূপান্তরিত করার প্রয়াসও তাদের ব্যর্থ হবে। বাঙলাদেশ সমস্যার সমাধান নির্ভর করে কেবলমাত্র বঙ্গবন্ধুর মুক্তিদান, বাঙলাদেশ সরকারের হাতে শাসনক্ষমতা অর্পণ এবং হানাদার বাহিনীর অপসারণের ওপরে। অন্যথায় নয়। ইরানের শাহের সত্যই যদি এই সমস্যা সমাধানের কোন সদিচ্ছা থাকে, তাহলে ইয়াহিয়া সরকারের ওপরেই তিনি তাঁর প্রভাব বিস্তার করুন।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জয়বাংলা ১ম বর্ষ : ২০শ সংখ্যা	২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী সম্মেলনে বাংলাদেশ

কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী সম্মেলনে বাংলাদেশ

কুয়ালালামপুর, ১৪ই সেপ্টেম্বর—আজ কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী সম্মেলনের দ্বিতীয় দিবসে একজন বৃটিশ এম,পি, 'ভারতে বাংলাদেশ শরণার্থীদের ৯৫০টি শিবিরকে ৯৫০টি গাজা ব-দ্বীপ বলে অভিহিত করেন' এবং বলেন 'এই ৯৫০টি শরণার্থী শিবির পাক-ভারত যুদ্ধের ৯৫০টি সম্ভাব্য কারণ' হিসাবে বিরাজ করছে।

উক্ত বৃটিশ এম, পি, হচ্ছেন বৃটিশ চাকরী-বিনিয়োগ দফতরের উপমন্ত্রী মিঃ কে বেকার। তিনি বলেন, প্রতিটি শরণার্থী শিবিরে দেড় লাখ লোককে রেশনের জন্য সীমাহীন লাইন দিয়ে দাঁড়াতে দেখার চেয়ে মানুষের চোখের পক্ষে বিরক্তিকর দৃশ্য আর কিছু হতে পারে না।

নিউজিল্যান্ডের প্রতিনিধি মিঃ এইচ,সি, টেম্পেল্টন সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন যে, কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রগুলো যদি অবিলম্বে প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তাহলে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়বে। যার ফলে উভয় দেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়বে।

তিনি আরও বলেন যে, নিউজিল্যান্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ কিথ হলিওক ইতিমধ্যেই ইয়াহিয়া খানকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যা চায় তা মেনে নিতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

সম্মেলনে একাধিক বক্তা বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য সাহায্য প্রেরণের কাজ ত্বরান্বিত করার আহ্বান জানান।

কুয়ালালামপুরে বিপন্ন মানবতা ও মরণোন্মুখ গণতন্ত্রের স্বপক্ষে যে সামান্য কয়েক পংক্তি বিবেকবাণী উচ্চারিত হয়েছে, পাকিস্তানের জঙ্গী সরকার তা প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করতে পারেনি। কেননা, মালয়েশিয়ায় নিযুক্ত পাকিস্তানী হাইকমিশনার উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশ সমস্যা আলোচিত হয়েছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

বাংলাদেশে পাকিস্তানী জল্লাদ বাহিনীর নৃশংস অত্যাচারের কঠোর সমালোচনার মধ্য দিয়ে পূর্বদিন সপ্তদশ কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী সমিতির সপ্তাহব্যাপী সম্মেলন শুরু হয়।

সাবেক কমনওয়েলথ সচিব মিঃ আর্থার বটমলী ইয়াহিয়া খানকে এই সত্যটি উপলব্ধি করতে বলেছেন যে, 'একমাত্র শেখ মুজিবুর রহমানই পূর্ব বাংলার জনগণের পক্ষে কথা বলতে পারেন।' তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি দাবী করে বলেন, জন নেতাদের কারাগারে রেখে দুনিয়ার কোন সমস্যার যে সমাধান করা যায় না বৃটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাস থেকে ইয়াহিয়ার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ। মিঃ বটমলী তার ভাষণে বাংলাদেশ সমস্যা, অধিকৃত বাংলাদেশ এবং ভারত সরকারের অভিজ্ঞতার ওপর

আলোকপাত করেন। ইয়াহিয়া খান সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন যে, ইয়াহিয়া খান রাজনৈতিক নেতা নন অথচ তাকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে নির্ভেজাল রাজনৈতিক সমস্যার।

উক্ত অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিধিদলেব নেতা শ্রী জি,এস, ধীলন বাংলাদেশের প্রশ্নে বলেন যে, বর্তমান সঙ্কট ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধের ফল নয়, সংস্কৃতি ও ভাষার দিক দিয়ে পাকিস্তানের দুইটি ভিন্ন জাতির মধ্যকার বিরোধ।

ঘানার প্রতিনিধি মিঃ সাকিস্তেক কমনওয়েলথের পক্ষ থেকে পূর্ব-বাংলার শরণার্থীদের সাহায্য করার জন্য আবেদন জানান।

বৃটেনের স্যার রোনাল্ড রাসেল বলেন যে, পূর্ব বাংলার মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ভারত উদ্বাস্তুদের ফেরৎ পাঠাতে পারবে না। তিনি পূর্ব বাংলার সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধানের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।

গায়ানার প্রতিনিধি মিঃ নেভিল জেমস বলেন যে, পাকিস্তানকে নিন্দা করার অধিকার কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর আছে, কারণ পাকিস্তান পূর্ব বাংলাকে অবদমিত করে এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে আটক রেখে নীতি ও ন্যায় ধর্মের সকল বিধি লঙ্ঘন করেছে।

কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী সভার এই অধিবেশনে পাকিস্তানের প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার নেই। কেননা পাকিস্তানের কোন পার্লামেন্ট নেই। ঐ একই কারণে নাইজেরিয়া ও উগাণ্ডাও প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারেনি।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জয়বাংলা	২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	আর আবেদন নয়, এবার
১ম বর্ষ : ২০শ সংখ্যা		সক্রিয় সাহায্য দিতে হবে

নয়াদিল্লীতে আয়োজিত বাংলাদেশ সম্মেলনে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের আবেদন

আর আবেদন নয়,
এবার সক্রিয় সাহায্য দিতে হবে

(বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

নয়াদিল্লী :— পৃথিবীর ছয়টি মহাদেশের ২৫টি রাষ্ট্রের ৬৫ জন প্রতিনিধি নয়াদিল্লীতে আয়োজিত বাংলাদেশ সম্পর্কিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে (১৮-২০শে সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশে শতাব্দীর নিষ্ঠুরতম ও মর্মন্তুদ গণহত্যার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার ও ঘৃণা প্রকাশ করেন। সম্মেলনে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জল্লাদ ইয়াহিয়া বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে একটি 'আন্তর্জাতিক ব্রিগেড' গঠনের আহ্বান জানান হয়।

সম্মেলনে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন প্রকাশ করে বলা হয় যে, সমসাময়িক মানব ইতিহাসে এর চেয়ে জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড আর সংঘটিত হয় নি।

সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাবে বাংলাদেশের গণজাগৃতির উদ্‌গাতা ও বাঙালী জাতীয়তাবাদের জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিলম্বে বিনা শর্তে মুক্তি দাবী করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদানকারী বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিশিষ্ট প্রতিনিধিরা বলেন যে, বর্তমানে বাংলাদেশ প্রশ্নে সরাসরি সাহায্য দান করতে হবে— শুধুমাত্র সুন্দর প্রস্তাব গ্রহণের মধ্যে সম্মেলনের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখা উচিত হবে না।

নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মিঃ বি,পি, কৈরালা, সিংহলের স্যার গুনাওয়ারধানা এবং ফ্রান্সের মিঃ ডানিয়েল মায়ার উল্লেখিত অভিমত প্রকাশ করেন।

নয়াদিল্লীতে আয়োজিত এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সর্ব্বোদয় নেতা শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণ।

সম্মেলনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শহীদ লাখো লাখো নারী, পুরুষ ও শিশুর প্রতি সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য দু'মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

জনৈক মার্কিন প্রতিনিধিসহ সম্মেলনে যোগদানকারী বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি বাংলাদেশে মানবিক মূল্যবোধ অক্ষুন্ন রাখার ব্যাপারে ইয়াহিয়া সরকারের ওপর বিশ্ব চাপ সৃষ্টি এবং সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তান যাতে অস্ত্র সাহায্য না পায় তার নিশ্চয়তা বিধানের দাবী জানান।

ইন্দোনেশিয়ার জনৈক সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডঃ মোহাম্মদ রোয়েম আন্তর্জাতিক আইনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, বাংলাদেশ সমস্যা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার হতে পারে না। এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার জাতিসংঘের রয়েছে।

সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে অন্যান্যদের মধ্যে বিশ্ব বন্দিত ব্যক্তিত্ব ইহুদি মেনুহিন, মিঃ আঁদ্রে মালরো, সিনেটর কেনেডী, ফুলব্রাইট, কানাডার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লেস্টার পিয়ারসন বাণী পাঠিয়েছেন।

ভারতের প্রেসিডেন্ট গিরি এক বাণীতে সম্মেলন বাংলাদেশ প্রশ্নে আন্তর্জাতিক বিবেক জাগ্রত করতে সহায়ক হবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

শ্রী নারায়ণ সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, বিশ্ব আজ অবহিত যে, লাখো শহীদের লাশের নিচে পাকিস্তান চাপা পড়ে গেছে।

তিনি বলেন, একমাত্র মুক্তি বাহিনীর সফলতার ওপরই বাংলাদেশের জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব। অন্য দিকে মুক্তিবাহিনীর সফলতা বিশ্বের সকল দেশের জনগণ ও সরকারের সার্বিক সহায়তা ও সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল।

সম্মেলনে বে-সরকারীভাবে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডঃ এ, আর, মল্লিক।

তুমুল করতালির মধ্যে কায়রোর 'আল আহরাম' পত্রিকার সম্পাদক ডঃ মাকসুদ বলেন, বাংলাদেশে পাকিস্তানী সামরিক জান্তার নজিরবিহীন নিষ্ঠুর কার্য্যক্রমে বিশ্ববিবেক স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে।

বৃটিশ এম,পি, এবং ওয়েলসে সর্বদলীয় বাংলাদেশ কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ ফ্রেড ইভান্স বলেন যে, বাংলাদেশে গণহত্যা বিনা বাধায় চালিয়ে যেতে দেয়া হলে আমরা অচিরেই উপলব্ধি করতে পারবো যে আমাদের নিজেদের স্বাধীনতাও বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

সিংহলে বাংলাদেশ মানবিক অধিকার কমিটির চেয়ারম্যান স্যার সেনারেট গুনাওয়ার্দ্ধন বলেন যে, বাংলাদেশের গণহত্যার ব্যাপারটি জাতিসংঘে যথার্থভাবে আলোচিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিঃ স্টেনলি প্লাস্টিক বলেন, বাংলাদেশে গণহত্যা এবং অকল্পনীয় নিষ্ঠুরতার নিন্দা জ্ঞাপন নিক্সন সরকারের কাছ থেকে আশা করা ভুল হবে।

তিনি বলেন, তবে আশার কথা হচ্ছে আমেরিকার যুব সমাজ, ছাত্র সমাজ, বুদ্ধিজীবী সমাজ বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে রয়েছেন।

ফ্রান্সের মিঃ ডানিয়েল মেয়র বলেন, বাংলাদেশ সমস্যা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার ব্যাপার নয়। বাংলাদেশ সমস্যা হচ্ছে পাকিস্তানের সাথে বিশ্ব বিবেকের। বাংলাদেশে গণহত্যার জন্য দায়ী জল্লাদ ইয়াহিয়া জান্তাকে সকল প্রকার সামরিক সাহায্য প্রদান বন্ধের দাবী জানান।

যুগোশ্লাভ শান্তি লীগের মিঃ জোভরেমেভিক বলেন, সমসাময়িক ইতিহাসে বাংলাদেশ ট্রাজেডির কোন নজির নেই।

বৃটেনের বিশ্ব কলা ও বিজ্ঞান একাডেমির ডিরেক্টর স্যার জর্জ কেটলিন বলেন, বাংলাদেশে মানবিক মূল্যবোধ এবং গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষার যাতে সমাধি না ঘটে তা দেখার দায়িত্ব বিশ্বের প্রতিটি মানুষের।

'আফগান মিল্লাত'-এর সম্পাদক জনাব কিউ, হাদাদ, আফ্রো-এশীয় সংহতি কাউন্সিলের নাইজেরীয় শাখার সদস্য মিঃ গনি ফাওয়াহিনমি, টোকিওর অধ্যাপক নারা, সালভাদার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ফাদার ইসমাইল কুইলেম, অটোয়ার বিশ্ব কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মিঃ নিয়েলমেল, অসলোর মিসেস মিগরিড এবং বিশ্ব ধর্মীয় শান্তি সম্মেলনের সেক্রেটারী জেনারেল ডঃ হোমার জগক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে পাকিস্তানী জল্লাদ বাহিনীর নাদিরশাহী বর্বরতার নিন্দা করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমত সংগঠিত করার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেন।

অন্যান্যদের মধ্যে ভারতের বিশিষ্ট জননেতা মেসার্স সাদিক আলী, আচার্য্য কৃপালনী, সুচেতা কৃপালনী, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, অধ্যাপক রাঙ্গা এবং শাহ নওয়াজ খান সম্মেলনে যোগদান করেন।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জয়বাংলা	২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	বিশ্বমানবতা জল্লাদ
১ম বর্ষ : ২০শ সংখ্যা		ইয়াহিয়ার বিচার চায়

বিশ্বমানবতা জল্লাদ ইয়াহিয়ার বিচার চায়
জাতিসংঘ কি তা করতে পারবে?

(রাজনৈতিক ভাষ্যকার)

গত ২১শে সেপ্টেম্বর থেকে বহু বিঘোষিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন শুরু হয়েছে। বিশ্বের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতিনিধিগণ প্রতিবারের মতই এবারও এই বিশ্ব সম্মেলনে যোগদান করেছেন। কিন্তু এবারে জাতিসংঘ সম্মেলনে আরো একটি নতুন স্বাধীন দেশের প্রতিনিধিরা যোগ দিতে গিয়েছেন। এ দেশটি হোল স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। যদিও জাতিসংঘের সদস্যপদ তার অর্জিত হয়নি কিংবা পৃথিবীর কোন দেশের কাছ থেকে এখনো রাজনৈতিক স্বীকৃতি পায়নি, তবুও এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠানের কাছে বাংলাদেশ তার নিজস্ব গণতান্ত্রিক অধিকারেই হাজির হয়েছে।

জাতিসংঘের অধিবেশনে পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলের অধিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণ, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মানবিক অধিকারগত সমস্যার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। গণহত্যা, মানবাধিকার লঙ্ঘন, বর্ণ বৈষম্য, ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িকতা, নারী নির্যাতন, কোন অঞ্চলে উত্তেজনা ও যুদ্ধের আশংকা প্রভৃতি বিষয়ে বহু জটিল প্রশ্ন নিয়ে বৃহত্তর বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ও নিষ্ঠুর সত্য এই যে, এসব সমস্যা সমাধানে প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাতিসংঘের ভূমিকা খুব উজ্জ্বল নয়, বরং বিশ্বরাজনীতির দাবা খেলায় বহু মানবিক প্রশ্নই নানাভাবে উপেক্ষিত হতে দেখা গেছে। একদা লীগ অব নেশন্সের ব্যর্থতা মানবজাতির ভাগ্যে যে মর্মান্তিক পরিণতি নিয়ে এসেছিল, আজকের জাতিসংঘের কর্মকর্তাদের সে ব্যর্থতার নজির থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে; সম্ভবত তাহলেই কেবল জাতিসংঘ ইতিহাসের সেই নিষ্ঠুরতম পুনরাবৃত্তিকে ঠেকাতে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশে গত ছয় মাসে পৃথিবীর বৃহত্তর গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। এ শতাব্দীর সবচেয়ে নিষ্ঠুরতম হত্যাকাণ্ড, নারী নির্যাতন, লুণ্ঠন ও বর্বরোচিত ধ্বংসলীলায় যে নারকীয় ইতিহাস রচিত হয়েছে, যার কাছে চেঙ্গিস, হালাকু কিংবা হিটলারের নৃশংসতাও ম্লান হয়ে যায়। মানব ইতিহাসের এমন বীভৎস দৃশ্য দেখেও জাতিসংঘের মতো বিশ্ব প্রতিষ্ঠানের কণ্ঠ তীব্রতর প্রতিরোধের ভাষায় সোচ্চার হয়ে ওঠেনি, সক্রিয় হস্তক্ষেপ মানবতার এই অপমান রোধে অগ্রসর হয়নি বরং প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খানের মতো পশ্চিম পাকিস্তান ঘেঁষা পুঁজিপতিকে মামুলি সফরে পাঠিয়ে জাতিসংঘ মোটামুটিভাবে তার দায়িত্ব শেষ করেছেন এমন বললে বোধকরি বাড়িয়ে বলা হবে না।

বাংলাদেশের এই মর্মান্তিক ঘটনাকে জাতিসংঘের সেক্রেটারী মিঃ উথান্ট কেবল 'মানব সভ্যতার দূরপনেয় কলঙ্ক' বলেই খালাস হলে চলবে না; মানব সভ্যতার এই

দূরপনেয় কলঙ্কের যে হোতা, যে স্বনির্বাচিত প্রেসিডেন্টের ষড়যন্ত্র ও ক্রুর ইচ্ছায় এ শতাব্দীর এতোবড় একটা ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হচ্ছে, দশ লক্ষ নরনারী পশুর মত প্রাণ দিয়েছেন, পঁচাশি লক্ষ লোক ঘরবাড়ী সর্বস্ব হারিয়ে অন্যদেশে আশ্রয় নিয়েছেন, আরো লক্ষ লক্ষ মানুষ যেখানে প্রতিনিয়ত মৃত্যুর মুখোমুখি বসবাস করছে, যার উন্মাদ খেলায় মানব সভ্যতার এমন দূরপনেয় কলঙ্ক সূচিত হতে পারলো, বিশ্ব মানবের প্রতিষ্ঠান জাতিসংঘেরই দায়িত্ব সেই একরোখা ক্রুর দানবের শাস্তি বিধান করা।

কেননা ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদেই গণহত্যা বন্ধ ও তার শাস্তি বিধানের সনদ গৃহীত হয়েছে।

এই সনদে গণহত্যা, গণহত্যার ষড়যন্ত্র করা ও সহযোগিতা করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ রূপে গণ্য হয়েছে। ১৯৪৮ সালে গৃহীত জাতিসংঘের এই সনদ অনুযায়ী গণহত্যা কিংবা অনুরূপ কোন অপরাধের জন্যে দায়ী ব্যক্তি অবশ্যই শাস্তি পাবে, সে শাসনতান্ত্রিকভাবে কোন দেশের শাসনকর্তাই হোক, কোন সরকারী কর্মচারীই হোক কিংবা বেসরকারী লোকই হোক। এ সঙ্গে আরো বলা হয়েছে যে, গণহত্যা কিংবা অনুরূপ কোন অপরাধে দায়ী ব্যক্তির বিচার সে দেশেরই ক্ষমতা সম্পন্ন আদালতে নিষ্পন্ন হবে কিংবা আন্তর্জাতিক ট্রাইবুন্যালে তার বিচার করতে হবে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জয়বাংলা ১ম বর্ষ : ২০শ সংখ্যা	২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	বহু মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতার আলোকে আঁদ্রে মালরো বলেছেন...

বহু মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতার আলোকে আঁদ্রে মালরো বলছেন, ...

যে কজন ফরাসী সাহিত্যিকের নাম আজ বিশ্বজোড়া, আঁদ্রে মালরো তার অন্যতম। মালরোর জীবন খুবই ঘটনাবহুল। মালরো তাঁর যৌবনে স্পেনের গৃহযুদ্ধে যান। লড়াই করেন সাহসিকতার সঙ্গে ফ্রাঙ্কোর সেনাবাহিনীর সাথে। স্পেনের গৃহযুদ্ধ শেষ হবার পর, মালরো যান চীনে। সেখানে চীনের পক্ষ নিয়ে লড়াই করেন বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে। তারপর চীন থেকে নিজের দেশে ফিরে অংশ নেন, নাৎসিবাহিনীর বিপক্ষে তাঁর দেশবাসীর প্রতিরোধ সংগ্রামে। এই সংগ্রামের সময় তাঁর পরিচয় হয় জেনারেল দ্যগল-এর কর্মধারার সাথে। মালরো এর আগে ছিলেন বামপন্থী। কিন্তু এখন থেকে হয়ে ওঠেন দ্যগলের মত স্বদেশপন্থী। যার গোড়ার কথা হল, দেশের স্বাধীনতা ও ক্ষমতাকে বিলুপ্ত করে আন্তর্জাতিকতা অর্থহীন। জাতীয় রাষ্ট্র (Nation State) আজকের পৃথিবীতে একটি বিরাট রাজনৈতিক স্বত্তা। তাকে বাদ দিয়ে বিশ্বের রাজনীতির কথা, মানুষের মুক্তির কথা ভাবতে যাওয়া অবান্তর। দ্যগলের আমলে মালরো মন্ত্রী হন। তাঁর ওপর ভার পড়ে সাংস্কৃতিক দপ্তরের। মালরো-র নেতৃত্বে ফরাসী দেশের বিভিন্ন চিত্রশালা ও মিউজিয়ামগুলো নবজীবন লাভ করে। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় লিখিত হয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিল্পকলা সম্পর্কে আধুনিকতম জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে বহু খণ্ডের একাধিক গ্রন্থ। মালরো-র মতে, মানুষের ইতিহাস বুঝবার ক্ষেত্রে শিল্পের ইতিহাস অপরিহার্য্য। কারণ শিল্পের মধ্যে ধরা পড়ে মানুষের চেতনা। শিল্পের মধ্যে সেই মানুষ গভীরভাবে জানতে পারে, অনুভব করতে পারে নিজেকে। একটা সভ্যতাকে।

মালরো সাহিত্যিক। তার উপন্যাসের খ্যাতি জগত জোড়া। মালরো শিল্প রসিক। মালরো যোদ্ধা। মালরো আবার রাজনীতির সাথে থেকেছেন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর সেই রাজনীতি কেবল তাঁর নিজের দেশের নয়— স্পেন থেকে চীন তার ব্যাপ্তী। সাহিত্যিক মালরো তাই ব্যক্তি হিসাবেও স্থান করে নিতে পেরেছেন পৃথিবীর নানা দেশের মানুষের মনে। মালরো এ যুগের একজন বিশিষ্ট শক্তিমান ব্যক্তি।

বর্তমানে এই প্রবীণ ফরাসী সাহিত্যিক বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে কতগুলো মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। মালরো বলেছেন : বাংলাদেশের ঘটনা বিশ্বের করুণতম ঘটনাবলীর অন্যতম। কিন্তু বাঙালীদের বুঝতে হবে, বর্তমান যুদ্ধ তাদের অস্তিত্বের লড়াই। হয় তারা জাতি হিসেবে জিতবে, নয়ত চিরতরে বিলীন হয়ে যাবে। আবেদন নিবেদনে কোন ফল হবে বলে মনে হয় না। বাঙালীকে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে

যুদ্ধ করেই। এখন বাঙালীরা কেবল নির্ভর করতে পারে আত্মসাহস ও রণশক্তির ওপর। অবশ্য মুক্ত রণাঙ্গনে, সম্মুখ সমরে পাক বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া উচিৎ হবে না বাঙালীদের। বর্তমানে তা সম্ভব নয়। তাদের উচিৎ হবে গেরিলা যুদ্ধই ভালভাবে চালিয়ে যাওয়া। বিদেশের কাছে গণতন্ত্র ও মানবতার নামে দরখাস্ত দাখিলের চাইতে বাঙালীদের আজ বেশী প্রয়োজন, সামরিক সংগঠন। বছর চল্লিশেক আগের অ্যাংগ্লো–স্যাকসন উদারনৈতিক বিবেক এখন আর বাস্তব নয়। আপন ভোলা আমেরিকানদের শুভেচ্ছার ওপর নির্ভর করতে যাওয়া হবে ভুল ...”।

মালরো উপরের কথাগুলো লিখেছেন একটি চিঠিতে ভারতের বিখ্যাত নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ-এর কাছে। কিছুদিন আগে মালরো আমেরিকার বিখ্যাত সাপ্তাহিক ‘টাইমস’-এর একজন সাংবাদিককে বলেন :

“মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অচিরে এশিয়া ভূখণ্ডে একটি নতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। সমস্যাটি হল বাংলাদেশ। ভিয়েতনামের অনুরূপ রূপ নিয়ে দেখা দেবে এই সমস্যা। কিন্তু ভিয়েতনামের সাথে ব্যতিক্রম আছে বাংলাদেশের। বাংলাদেশের জনসংখ্যা ৭৮ মিলিয়ন। আর এই জনসংখ্যা মাওবাদ দ্বারা নয়, অনুপ্রাণিত জাতীয়তাবাদ দ্বারা। আমেরিকানদের বাংলাদেশ সম্পর্কে বর্তমান শান্ত অচঞ্চল ভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে” (টাইমস, আগস্ট, ২)।

মালরো-র এই উক্তির কোন ফল হয়নি বলেই সম্ভবতঃ জয় প্রকাশের কাছে লিখিত চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন, সভা করে আবেদন নিবেদন করবার নিষ্ফলতার কথা।

বাঙালীরা আজ এক জীবনমরণ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। দূর বিদেশে বসে সংবেদনশীল সাহিত্যিক মালরো-র পক্ষে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না সে কথা। যুদ্ধ ও যুদ্ধ জয় ছাড়া বাঙালীর সম্মুখে আজ আর কোন পথ খোলা নেই।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জয়বাংলা ১ম বর্ষ : ২৩শ সংখ্যা	১৫ অক্টোবর, ১৯৭১	বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতি

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতি

(অর্থনৈতিক ভাষ্যকার)

বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধারা জীবন বাজী রেখে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত। তাদের সঙ্গে দেশপ্রেমিক, কৃষক, মজুর, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক—এক কথায় ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ যার যার নিজের কর্মক্ষেত্রে এই মুক্তি সংগ্রামের অংশভাগী হয়ে দেশ মাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের জন্য সর্বস্ব পণ করেছে। অসহ্য দুঃখ-কষ্ট লাঞ্ছনা ও প্রতি মুহূর্তে নিশ্চিত মৃত্যু সম্ভাবনার মুখেও তারা জাতীয় মুক্তির প্রশ্নে আপোষহীন, মুক্তির প্রভাত-সূর্যের সম্ভাবনায় প্রত্যয়শীল।

মাত্র চব্বিশ বছর আগে সাম্প্রদায়িক জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে যে রাষ্ট্রের পত্তন হয়েছিল, সেই রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করে ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ভৌগোলিক জাতীয়তার ভিত্তিতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীনতার জাতীয় মুক্তির লক্ষ্য অর্জনের জন্যে সশস্ত্র সংগ্রামে কাতারবন্দী হয়েছে। শুধু মাঠে ময়দানে শ্লোগান দেয়া নয়, এক সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাতিয়ার হাতে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীকে হত্যা করছে, প্রাণ দিচ্ছে। বাংলাদেশের সকল ধর্মীয় বিশ্বাসের মানুষ, বাঙালী জাতি হিসেবে প্রাণ নেয়া ও দেয়ার মিলিত রক্ত ধারায় যে জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলেছে, এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে তা অনন্য। সাম্প্রদায়িকতাবাদের কবর রচনায় ইতিহাসের এই অনন্য অধ্যায়ের ভূমিকা অপরিসীম এবং সুদূর প্রসারী। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের এটি প্রাথমিক সাফল্য। শুধু যারা ঔপনিবেশিক শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ধর্মীয় জিগির তুলে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়, পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শক্তির সেই সব দালালরা এই জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয়কে ভয় করে। শুধু তারাই এই মুক্তি সংগ্রামের বিরুদ্ধে সামরিক জান্তার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। এই দু'টি বিপরীত ধারার কথা যদি আমরা বিচার করি তা হলে অন্যান্য বিষয় বাদ দিলেও শুধু বাঙালী জাতীয়তাবাদের এই অভ্যুদয়কেই নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ মৌলিক অগ্রগতি হিসেবে স্বাগত জানাতে হয়। বাংলাদেশের জাতীয় এবং রাজনৈতিক জীবনে এই জাতীয়তাবাদী ধারার দুর্জয় শক্তি পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক জান্তা ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছে বলে ইয়াহিয়া খানের খসড়া শাসনতন্ত্রে দখলীকৃত বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ভোটাধিকার হরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে,

সাম্প্রদায়িক বিভেদ জিইয়ে রেখে সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদকে প্রতিহত করা। এটাই সাম্প্রদায়িকতাবাদী ঔপনিবেশিক শক্তির লক্ষ্য। জামাতে ইসলামী, মুসলিম লীগ প্রভৃতি দালাল দলগুলো পশ্চিম পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শক্তির সেই লক্ষ্য পূরণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে।

কিন্তু এ দালালরা চিহ্নিত ও ধিকৃত। তাদের শক্তি পুরোপুরিভাবে সামরিক জান্তার পশুশক্তির পৃষ্ঠপোষকতার ওপর নির্ভরশীল। এরা মুক্তিবাহিনীর গেরিলা যোদ্ধাদের আক্রমণে এখন নিজেরাই সন্ত্রস্ত। তবে সংখ্যায় একেবারে নগণ্য হলেও স্বদেশে ও বিদেশে প্রগতিবাদী এবং বামপন্থী বলে কিছু কিছু লোক আছেন যাঁরা এই মুক্তি সংগ্রামকে পশ্চিম পাকিস্তানী বুর্জোয়াদের জায়গায় বাঙালী বুর্জোয়াদের প্রতিষ্ঠিত করার যুদ্ধ বলে অভিহিত করে এই মুক্তিযুদ্ধের যৌক্তিকতা ও স্বার্থকতার প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকেন। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে প্রতিটি মানুষই কাতারবন্দী হবে এমন আশা সব সময় করা যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলতে হয় যে, প্রগতিবাদের নাম করে যারা বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ভূমিকা ও তাৎপর্য সম্পর্কে সংশয়বাদী প্রশ্ন তুলে নিজেদেরকে এই সংগ্রাম থেকে দূরে রাখেন তারা প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামেরই বিরোধিতা করছেন। সেদিক থেকে পরিণামে জামাত বা মুসলিম লীগের ভূমিকা থেকে এদের ভূমিকার আসলে খুব বেশী পার্থক্য নেই। এক দল ধর্মের নামে বিরোধিতা করে, অপর দল প্রগতির নামে বিরোধিতা করে।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক—সকল অর্থেই বাংলাদেশকে পশ্চিম পাকিস্তানের কলোনী করে রাখা হয়েছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—অন্যান্য প্রগতিশীল ও সমাজবাদী অঙ্গীকার যদি অনুপস্থিতও থাকত তা হলে শুধু ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে যে মুক্তি সংগ্রাম, সেই সংগ্রাম কি ওই একটি কারণেই উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মহলের সমর্থন লাভের দাবীদার হতো না? তা না হলে বলতে হয় যে, তাদের নির্দেশিত রাষ্ট্র কাঠামোর অঙ্গীকার যদি না থাকে তা হলে দেশ পরাধীনই থাক। এই নেতিবাচক ভূমিকা আত্মহননেরই সামিল।

কিন্তু এই ধরণের মনোভাব যদি কেউ পোষণ করেন তা হলে বলতে হবে যে তারা নিঃসন্দেহে ভ্রান্ত। বিশেষ করে বাংলাদেশে মুক্তি সংগ্রামের ব্যাপারে। কারণ তা হলে বুঝতে হবে যে, জিন্না সাহেবের দ্বি-জাতিতত্ত্বের মাথায় পদাঘাত করে বাংলাদেশে যে সাম্প্রদায়িক ক্লেদমুক্ত সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক জাতীয়তার ভিত্তিতে সংগ্রাম চলছে তার সুদূরপ্রসারি গুরুত্ব ও প্রভাব তারা হয় অনুধাবন করতে পারেন নি, নয়তো হিসেবের মধ্যে আনেন নি। তাছাড়া ঔপনিবেশিক শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তির লক্ষ্য অর্জনের জন্যে সশস্ত্র সংগ্রাম যে চরিত্রগতভাবে প্রগতিশীল সংগ্রাম হতে বাধ্য বিশেষ করে বিশ শতকের শেষ পর্যায়ে বিশ্বের সমাজচেতনার পরিমণ্ডলে অবস্থান করে, তাও হয়তো হিসেবের বাইরে রয়ে গিয়েছে। বিশ শতকের শেষ ভাগে বর্তমান যুগের সমাজচেতনার পরিচিত পরিমণ্ডলের মধ্যে বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর সমর্থনে ও সক্রিয় সহযোগিতায় যে মুক্তি সংগ্রাম চলছে, সেই যুদ্ধের সফল পরিণতি কোনদিনই দেশী বাইশ পরিবার গড়ে

উঠতে দেবে না। বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তক্ষরণের ভেতর দিয়ে যে সমাজশক্তি ও সমাজচেতনা দৃঢ়মূল হচ্ছে, সেই শক্তি ও চেতনাই সে ধরণের সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ করবে।

এ কথাও বুঝতে হবে যে, মুক্তিযোদ্ধারা ভাড়াটিয়া সৈন্য নয়। দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষও শুধু শুধু জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয় নি। এর পেছনে অবশ্যই সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির সুনিশ্চিত আশ্বাস রয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানী ২২ পরিবারের জায়গায় বাঙ্গালী ২২ পরিবার সৃষ্টি করার জন্যে তিনি এই মুক্তিসংগ্রাম শুরু করেন নি। শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর মুক্তি সংগ্রামের লক্ষ্য।

শুধু বঙ্গবন্ধুর মৌখিক ঘোষণাই নয়, আওয়ামী লীগের ম্যানিফেষ্টোতেও সামাজিক ন্যায়বিচার ও অর্থনৈতিক শোষণের হাত থেকে মুক্তির প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। এই ঘোষণাপত্রের প্রথম দিকেই সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথায় জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিকে কর্মসংস্থানের সুযোগসহ প্রতিটি নাগরিকের প্রাথমিক চাহিদা পূরণের মৌলিক দায়িত্ব রাষ্ট্রের এ কথার স্বীকৃতি শাসনতন্ত্রে থাকবে।

রাষ্ট্র কর্তৃক জনগণের প্রাথমিক চাহিদা পূরণের মৌলিক দায়িত্ব রাষ্ট্রের বলে ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত ঘোষণাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যে আওয়ামী লীগ ম্যানিফেষ্টোতে অর্থনৈতিক কর্মসূচীর ভিত্তিও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, "শোষণমুক্ত একটি ন্যায় ও সাম্যবাদী সমাজ গঠন করাই এই অর্থনৈতিক কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য। এটা একটা সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপকল্প--- যাতে অর্থনৈতিক অবিচার দূরীকরণ ও দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা হবে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ও সকল স্তরের মানুষের মধ্যে এই সমৃদ্ধির ফল যথাযথভাবে বন্টনের বিধান থাকবে।"

"শোষণমুক্ত ন্যায় ও সাম্যবাদী সমাজ গঠন ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক রূপকল্প" বাস্তবায়িত করাব জন্যে আওয়ামী লীগের ম্যানিফেষ্টোতে ভাবী শাসনতন্ত্রে যে ব্যবস্থা সংবিধানে সন্নিবদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে সেই সংবিধানটি জনগণের হাতে উপরোক্ত সমাজ গঠন ও অর্থনৈতিক রূপকল্প বাস্তবায়নের দলিল। শাসনতন্ত্রে বিধিবদ্ধ মৌলনীতির ভিত্তিতে উপরোক্ত শোষণমুক্ত ন্যায় ও সাম্যবাদী সমাজগঠন নির্ভর করবে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে। আওয়ামী লীগের ম্যানিফেষ্টোতে উপরোক্ত প্রশাসনিক পদক্ষেপ সম্পর্কেও সুস্পষ্টভাবে পথ নির্দেশ করা হয়েছে।

ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্পের জায়গায় সরকারী খাতের সম্প্রসারণ এবং গুরুত্ব অনুযায়ী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন শিল্প, ব্যাঙ্ক, বীমা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা ও আমদানী-রফতানী বাণিজ্য জাতীয়করণ, যে পরোক্ষ কর সাধারণ মানুষের কাঁধে চেপে বসে, কর ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে উপরোক্ত পরোক্ষ করের জায়গায় প্রত্যক্ষ কর

ব্যবস্থার মাধ্যমে অধিক পরিমাণ অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি প্রশাসনিক পদক্ষেপের অঙ্গ।

মূলধন ও ব্যবস্থাপনায় শ্রমিক অংশীদারিত্ব

মূলধনে শ্রমিক শ্রেণীর অংশীদারিত্ব সম্পর্কে ম্যানিফেস্টোতে বলা হয়েছে যে, যে সমস্ত শিল্প কারখানা সত্বর জনগণের মালিকানাধীনে আনা হবে না, সরকার ক্রমবর্ধমান হারে তাদের ইকুইটি মূলধন দখল করবে। সরকার যেটুকু ইকুইটি মূলধন আয়ত্ব করবে, সংশ্লিষ্ট শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকগণ যৌথভাবে সেই পরিমাণ অংশের মালিকানা লাভ করবে এবং সেই পরিমাণ অংশের মুনাফার ভাগ পাবে। শ্রমিকরা কেবল ইকুইটি মূলধনের নয়, শিল্প কারখানার ব্যবস্থাপনায়ও অংশগ্রহণ করবে। এভাবে শ্রমিক সমাজ যেমন ক্রমান্বয়ে অধিক হারে শিল্পে মালিকানা লাভ করবে, তেমনি শিল্প পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনাতেও দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।

কৃষি ও গ্রামের জনগণ

বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ পল্লী অঞ্চলের অধিবাসী। এদের মধ্যে ৮০ শতাংশ প্রত্যক্ষভাবে কৃষিকর্মের ওপর নির্ভরশীল। কাজেই শোষণমুক্ত এবং ন্যায় ও সাম্যবাদী সমাজ গঠন বা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সফল রূপায়ণ কৃষি ও ভূমি ব্যবস্থার আমূল সংস্কার ছাড়া সম্ভব নয়। তাই আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টোতে এ সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, "কৃষি ও গ্রামের মানুষের অবস্থার উন্নয়নের ওপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া না হলে আমাদের জাতীয় অর্থনীতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের সমস্ত পরিকল্পনাই অর্থহীন হয়ে পড়বে। এক দিকে আমাদের গোটা সমাজের সর্বত্র দারিদ্র ছড়িয়ে পড়েছে, অন্যদিকে গ্রাম ও শহরের জীবনযাত্রার মানের মধ্যে গুরুতর বৈষম্য রয়েছে।"

এ প্রসঙ্গে ম্যানিফেস্টোতে আরও বলা হয়েছে যে, এর পিছনে ঐতিহাসিক কারণ থাকলেও নিকট অতীতে সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির জন্য এই বৈষম্য আরও বেড়ে গিয়েছে, ফলে গরীব চাষীর হাত থেকে সম্পদ ধনী পুঁজিপতিদের হাতে ব্যাপকভাবে পাচার হয়ে গিয়েছে। আওয়ামী লীগ অবিলম্বে গ্রামাঞ্চলের জনগণকে এরূপ শোষণের হাত থেকে বাঁচাবার অঙ্গীকার করেছে। আর এটা করতে হলে কৃষি খাতে সুদূর প্রসারী বিপ্লবের প্রয়োজন। এ ধরণের বিপ্লবের পূর্ব শর্ত হলো ভূমি ব্যবহারের বর্তমান পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন এবং বহুমুখী সমবায়ের মত নয়া প্রতিষ্ঠান স্থাপন।

কাজেই ঔপনিবেশিক শোষণের নাগপাশ থেকে নিজেদের মুক্ত করার ঐকান্তিক কামনার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ন্যায় নীতি ও অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতিশ্রুতি বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর মানুষকে একটি শোষণহীন সমাজ গঠনের জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছে। বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর মানুষের বর্তমান রক্তমোক্ষণ নিছক ভাববিলাসের ফলশ্রুতি নয়।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জয়বাংলা	১৫ অক্টোবর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ২৩শ সংখ্যা		(১) যুদ্ধক্ষেত্রেই সমাধান নিহিত
		(২) জঙ্গীশাহীর সামরিক পাঁয়তারা

সম্পাদকীয়

যুদ্ধক্ষেত্রেই সমাধান নিহিত

বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের কথা বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়কদের মুখে প্রায়ই শোনা যায়। মুক্তি সংগ্রামের আশু লক্ষ্যও হচ্ছে, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অর্থাৎ জনগণের জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু সেই রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে কোন পথে ? সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা চূড়ান্ত বিজয়ের পথে, না আলাপ-আলোচনার পথে?

স্বভাবতঃই যাঁরা রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলেন, তাঁরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে অর্থাৎ আলাপ-আলোচনার পথে সমাধানের কথাই বোঝাতে চান। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ ও বাংলাশের জাতীয় নেতৃবৃন্দ ১৯৬৯ সালের গোলটেবিল বৈঠক থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পর্যন্ত এই শান্তিপূর্ণ উপায় ও আলাপ-আলোচনার পথই অনুসরণ করেছিলেন। পাকিস্তানী জঙ্গী শাহীই পথ বন্ধ করে বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। ফলে অস্ত্রের ভাষায় জবাব দেয়া ছাড়া বাংলাদেশের জনগণ ও নির্বাচিত জাতীয় নেতৃত্বের কাছে আর কোন বিকল্প পথ খোলা থাকেনি। এরই ফলে জন্ম নিয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী।

সামরিক জান্তা একটা ভাষাই বোঝে। সে ভাষা অস্ত্রের ভাষা। তাই সেই ভাষাতেই তাদের জবাব দেয়া হচ্ছে। সামরিক জান্তা তখনই রাজনৈতিক সমাধানের জন্যে পথে আসতে বাধ্য হবে, যখন তাদের অস্ত্রের ভাষা ফুরিয়ে যাবে। যদি রাজনৈতিক ও সামরিক উদ্যোগ তাদের আয়ত্তে থাকে তাহলে কেন তারা নিজেদের বাড়া ভাতে ছাই দেবে? 'শক্তের ভক্ত নরমের যম' বলে এদেশে যে প্রবাদটা চালু আছে, অনেকের বেলায় যদি নাও খাটে, সামরিক জান্তার বেলায় তা অবশ্যই খাটে। কাজেই সামরিক জান্তাকে রাজনৈতিক সমাধানের পথে আসতে বাধ্য করার জন্যেও আমাদেরকে পাক হানাদার বাহিনীর ওপর আঘাতের পর আঘাত হানতেই হবে। এটা আমরা ভাল করেই বুঝি। তাই রাজনৈতিক সমাধানের শিখণ্ডী দাঁড় করিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষকে নিবৃত্ত বা বিভ্রান্ত করা যাবে না।

আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমেদও তাই মন্তব্য করেছেন, "যুদ্ধক্ষেত্রেই বাংলাদেশ প্রশ্নের সমাধান নিহিত।" বিশ্বের প্রতিটি গণতন্ত্রকামী ও মানবতাবাদী শক্তি এবং রাজনৈতিক সমাধানে বিশ্বাসী নেতৃবৃন্দ এই সত্যটি যত শীঘ্র উপলব্ধি করেন, সমস্যার সমাধানও তত ত্বরান্বিত হবে।

সম্পাদকীয়-২

জঙ্গীশাহীর সামরিক পাঁয়তারা

পাকিস্তানের জঙ্গীশাহী বাংলাদেশ-পাকিস্তান বিরোধকে সশস্ত্র পাক-ভারত বিরোধে রূপান্তরিত করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। অবশ্য তাদের এই প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে বেশ কিছুদিন পূর্বেই। তবে এতদিন তা প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ ছিল কূটনৈতিক ক্ষেত্রে। কিন্তু কূটনৈতিক ব্যর্থতা, জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী তীব্র ধিক্কার, অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও মুক্তিবাহিনীর গেরিলা যোদ্ধাদের তীব্র আক্রমণের মুখে দিশেহারা ও পাগলা কুকুরের মতই ক্ষিপ্ত এবং হিতাহিত জ্ঞানশূন্য পিণ্ডি-ইসলামাবাদের জঙ্গীশাহী এখন ভারতের সঙ্গে একটা যুদ্ধ বাধিয়ে তোলার চেষ্টা করছে।

বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকা এবং পাকিস্তান থেকে মুক্ত অঞ্চলে পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর ব্যাপক সমর প্রস্তুতির খবর পাওয়া যাচ্ছে। শতদ্রু নদীর দক্ষিণ তীর বরাবর পাকিস্তানের ব্যাপক সামরিক সমাবেশ লক্ষ্য করা গেছে। চাম্ব সীমান্তের কয়েকটি পাকিস্তানী গ্রাম থেকে অসামরিক অধিবাসীরা চলে গিয়েছে। মুক্ত অঞ্চল ও ভারতের সীমান্ত বরাবর দখলীকৃত বাংলাদেশে ব্যাপক সামরিক সমাবেশ, ভারী কামান ও অন্যান্য সমরাস্ত্র স্থাপনের খবর পাওয়া গিয়েছে। তাছাড়া ভারতের নদীয়া জেলার সীমান্তে বিনা প্ররোচনায় পাকিস্তানী সেনারা গোলাগুলি বর্ষণ করেছে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোন রকমে ভারতের সঙ্গে একটা যুদ্ধ বাধিয়ে পাক-ভারত বিরোধের আবরণে বাংলাদেশ সমস্যাকে চাপা দেয়া এবং এই উপমহাদেশে শান্তি স্থাপনের অজুহাতে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের তদারকীর ছত্রচ্ছায়ায় বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা বন্ধ করে পাক জঙ্গীশাহীর আত্মরক্ষার চেষ্টা।

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম যে জয়যুক্ত হবেই এবং বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে পাততাড়ি ঘটি-বাটি গুটোতে হবেই এটা জঙ্গীশাহী হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পেরেছে। অথচ তাদের দেশবাসীকে কিম্বা মুক্তিবাহিনীর হাতে নিহত সৈনিকদের পরিবার পরিজনকে বাংলাদেশে সামরিক এ্যাডভেঞ্চারের ব্যর্থতার কৈফিয়ত দেয়া সহজ নয়। তাই একান্তপক্ষে তাদের নিজ দেশের অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণের কাছে মুখ রক্ষার জন্যে পাক-ভারত বিরোধের মতো আর একটি সামবিক এ্যাডভেঞ্চারের ঝুঁকি নেবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

বাংলাদেশের ঘটনায় পাকিস্তানী জঙ্গীশাহী বিশ্বের কাছে মুখ পায়নি। এখন তাকে পাক-ভারত বিরোধে রূপান্তরিত করলে বিশ্বে কিম্বা নিজ দেশের জনগণের কাছে মুখ থাকবে কিনা তা আমাদের গবেষণার বিষয় নয়। তবে সূত্র ধরে যদি এদেশের মাটিতে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দলের আগমন ঘটে এবং তারা যদি জঙ্গীশাহীকে ভরাডুবির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মুক্তিবাহিনীর জাতীয় কর্তব্যে অন্তরায় হতে চান তা হলে বাংলাদেশের জনগণ, গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার ও দেশপ্রেমিক বীর মুক্তিযোদ্ধারা তা সহ্য করবে না। পাকিস্তানের জঙ্গীশাহী যখন বাংলাদেশে নির্মম গণহত্যা চালিয়েছে. মা-

বোনদের ইজ্জত নষ্ট করেছে, ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করেছে ও ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিয়েছে, নব্বই লক্ষাধিক মানুষকে দেশ ছাড়া করেছে এবং নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের অধিকার হরণ করেছে তখন জাতিপুঞ্জ কোন মানবিক ও নৈতিক দায়িত্ব পালন করেনি। এখন এই উপমহাদেশে শান্তির নামে বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের পথে কোন অন্তরায় সৃষ্টির চেষ্টাকেই তারা মানবে না। তবে তারা সত্যই যদি এই উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি চান, তাহলে বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ করতে এবং বাংলাদেশের মাটি থেকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে চলে যেতে বাধ্য করুন। বাধ্য করুন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে এবং স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে মেনে নিতে। এই উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তির এটাই পথ, পাক জঙ্গীশাহীর সামরিক এ্যাডভেঞ্চারিজম নয়।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জয়বাংলা অতিরিক্ত সংখ্যা	২৪ অক্টোবর, ১৯৭১	বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতাই সমস্যার একমাত্র সমাধান ঃ আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা

র পূর্ণ স্বাধীনতাই স একমাত্র সমাধান

আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা ঃ বঙ্গবন্ধুর আশু মুক্তির ব্যবস্থা ও বাংলাদেশ সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতিদানের জন্য বিশ্বের রাষ্ট্রবর্গের প্রতি আবেদন

গত বৃহস্পতিবার মূলতবী হয়ে যাওয়ার পূর্বে পূর্ব নীতির পুনরুল্লেখ করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয় যে, পূর্ণ স্বাধীনতাই বাংলাদেশ সমস্যার একমাত্র সমাধান। ওয়ার্কিং কমিটি এই সংগ্রাম ত্বরান্বিত করার জন্য বলিষ্ঠ শপথ গ্রহণ করে।

ওয়ার্কিং কমিটির অপর এক প্রস্তাবে বাঙ্গালী জাতির অবিসম্বাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আশু মুক্তির জন্য প্রত্যক্ষ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্র ও জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানান হয়।

ওয়ার্কিং কমিটি জনগণের বিপুল ভোটে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যদের সদস্য পদ খারিজ করে তদস্থলে ইয়াহিয়ার উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রচেষ্টাকে 'ধৃষ্টতার পরিচায়ক এবং বিশ্ব জনমতকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা' বলে অভিহিত করে এবং এ প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে বাঙ্গালী জাতি ও আওয়ামী লীগ স্বাধীন বাংলার জাতীয় জীবনে তথাকথিত পাকিস্তানীদের কোন হস্তক্ষেপই সহ্য করবে না।

ভারতসহ বিশ্বের যে সমস্ত রাষ্ট্র বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে বিশ্বের প্রতিটি মানুষ ও যে সমস্ত সংবাদপত্র প্রচার মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন দান করেছেন তাদের প্রতি সংগ্রামী অভিনন্দন জানান হয়। সাথে সাথে ওয়ার্কিং কমিটি বাংলাদেশে ইয়াহিয়া চক্রের নজীরবিহীন গণহত্যা, নারী নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞের বিরুদ্ধে মানবতার স্বার্থে সক্রিয় জনমত গঠনের জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আকুল আবেদন জানান।

ভারত সরকার ৯০ লক্ষাধিক শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে ও তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিয়ে মানবতার ইতিহাসে যে নজীর সৃষ্টি করেছেন তজ্জন্য আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সাথে সাথে ওয়ার্কিং কমিটি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন যে, জাতিধর্ম নির্বিশেষে ভারতে আশ্রিত প্রতিটি শরণার্থীকে সসম্মানে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে আওয়ামী লীগ বদ্ধপরিকর।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জয়বাংলা ১ম বর্ষ : ১৬শ সংখ্যা	১২ নভেম্বর, ১৯৭১	বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ও জাতীয় পুনর্গঠন

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ও জাতীয় পুনর্গঠন

॥ অর্থনৈতিক ভাষ্যকার ॥

পাক হানাদার বাহিনীর কবল থেকে বাংলাদেশের অবশিষ্ট দখলীকৃত এলাকার মুক্তির কাল আসন্ন, বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনের খবর থেকে এমন একটা প্রত্যাশা সকলের মনেই জেগেছে।

দেশপ্রেম, আত্মবিশ্বাস ও উন্নততর রণকৌশল এবং দেশের মাটির সঙ্গে নাড়ীর সংযোগই মুক্তিবাহিনীকে চূড়ান্ত বিজয়ের তোরণদ্বারে পৌছে দিতে পেরেছে।

তবে রণাঙ্গনের খবর নয়, বর্তমান নিবন্ধে আমার আলোচ্য বিষয় স্বতন্ত্র। মাতৃভূমির আসন্ন মুক্তি সম্ভাবনাকে সামনে রেখে যে প্রশ্নটি ইতিমধ্যেই অনেকের মনে জাগছে তা হচ্ছে, হানাদার বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ ও যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে কত দ্রুত পুনর্গঠন করা যাবে এবং পুনর্গঠনের জন্যে আমাদের কোন্ বস্তুটির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। একটি মাত্র বাক্যে এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া যায়। জনগণের দেশপ্রেম ও সর্বস্তরে পূর্ণ ঐক্যই দ্রুত পুনর্গঠনের প্রাথমিক শর্ত।

মুক্তি সংগ্রামকে চূড়ান্ত বিজয়ের পথে নিয়ে যাবার জন্যে উপরোক্ত দুটি উপাদানের যেমন প্রয়োজন হয়েছিল, জাতীয় পুনর্গঠন ও দেশকে দ্রুত সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেও ওই দুটি উপাদানের প্রয়োজন তার চেয়ে কিছু কম নয়। ওটা মুক্তি সংগ্রামের সফল পরিসমাপ্তিরই যুক্তিসঙ্গত পরবর্তী ধাপ।

জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম দেশের মানুষকে যেমন উদ্বুদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছে তেমনি অর্থনৈতিক ন্যায়নীতি ও সম্পদের সুষম বন্টন দেশের মানুষকে জাতীয় পুনর্গঠনের ক্ষেত্রেও বৈপ্লবিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতে সমর্থ হবে। আওয়ামী লীগের ম্যানিফেষ্টো ও খসড়া কর্মসূচীতে তার সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি রয়েছে। কাজেই জাতীয় পুনর্গঠনের জন্যে যে মানবিক উপাদানগুলোর প্রয়োজন সেই উপাদানের কোন অভাব যে হবে না সে সম্পর্কে আমরা স্থির নিশ্চিত। কিন্তু মানবিক উপাদান ছাড়াও যে অর্থনৈতিক সম্পদ ও সঙ্গতির প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে স্বাধীনতা পরবর্তী অধ্যায়ে জাতীয় পুনর্গঠনের ব্যাপারে সে সম্পর্কেও বিশেষভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে।

এ প্রসঙ্গটির সার্থক আলোচনার পূর্বে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রথমে আলোচনা করে নেবার প্রয়োজন রয়েছে। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বেও

বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু আলোচনা যে না হয়েছে তা নয়, তবু জাতীয় পুনর্গঠনের প্রশ্নকে সামনে রেখে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আরও কিছু আলোচনার অবকাশ আছে।

কিছু কিছু মানুষ এখনও আছেন যারা অনেক সময় প্রশ্ন করেন যে, আমাদের এই রাষ্ট্রের ছোট্ট পরিসরে অগুন্তি মুখে খাদ্যের যোগান দিতে হবে। কাজেই এদেশের পক্ষে অর্থনৈতিক দিক থেকে টিকে থাকা ও এগিয়ে যাওয়া কি সম্ভব হবে? এ প্রশ্ন যারা করেন তারা হয় অধুনালুপ্ত পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ইতিহাস জানেন না, নয়তো মানসিক দিক থেকে পুরোপুরি সংশয়বাদী। তাঁরা পাকিস্তানের বিলুপ্তির পূর্বেকার অর্থনৈতিক বিন্যাসকে সাধারণ দৃষ্টিতে দেখেছেন কিন্তু তার কার্যকারণ এবং তাৎপর্য অনুধাবন করার চেষ্টা করেন নি। তা করলে বুঝতে পারতেন যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের গোড়াতে এই কার্যকারণই প্রচণ্ডভাবে কাজ করেছে, নিছক ভাবাবেগ দ্বারা তারা পরিচালিত হয়নি।

বিলুপ্তির পূর্বেকার পাকিস্তানের যে পশ্চিম পাকিস্তানী অর্থনৈতিক অক্টোপাসের শুড় দেখে আমাদের অনেকের মনে উপরোক্ত সংশয় জাগে, সেই অক্টোপাসটি আসলে বেড়ে উঠেছে বাংলাদেশের সম্পদ গ্রাস করে। এক কথায় বলতে গেলে পশ্চিম পাকিস্তান বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করেনি। বরং বাংলাদেশই নিজেকে রিক্ত করে পশ্চিম পাকিস্তানের এই বিপুল অর্থ ও শিল্প সম্পদকে গড়ে তুলেছে। বাংলাদেশ দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে নিজের রক্ত দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানকে গড়ে তুলতে বাধ্য হয়েছে রাজনৈতিক পরাধীনতার শেকলে আবদ্ধ থাকায়। কাজেই পশ্চিম পাকিস্তানের বোঝা বহনের দায় থেকে মুক্ত, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ অনেক সহজে এবং আরও ভালভাবে নিজেকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

যাঁরা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা সম্পর্কে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত আপাতঃ দৃষ্টিতে তারা প্রধানতঃ দুটো লক্ষণ দেখে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। সেই কারণের একটা হল বাংলাদেশের ঘনবসতি। মাত্র ৫৫ হাজার ১২৬ বর্গ মাইল এলাকায় সাড়ে সাত কোটি লোকের বাস। সম্ভবতঃ বাংলাদেশই পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতি এলাকা। এই ছোট্ট পরিসরে অগুণতি মানুষ যেন কোনক্রমে হামাগুড়ি দিয়ে চলছে। তার ওপর প্রাকৃতিক দুর্যোগের পৌনঃপুনিক আঘাত। দ্বিতীয় কারণ হলো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা। এই অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতাকেই তাঁরা পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা বলে ভুল করছেন। কিন্তু এ কথাটা মনে রাখার প্রয়োজন রয়েছে যে, গত ২৩ বছরে বাংলাদেশ পশ্চিম পাকিস্তানের সমৃদ্ধির জন্য বিভিন্নভাবে কমপক্ষে পাঁচ থেকে ছ'হাজার কোটি টাকার যোগান দিতে বাধ্য হয়েছে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জয়বাংলা	১২ নভেম্বর, ১৯৭১	মোনেমের ভাগ্য সব
১ম বর্ষ : ২৭শ সংখ্যা		দালালকেই বরণ করতে হবে

মোনেমের ভাগ্য সব দালালকেই বরণ করতে হবে

মসনদের লোভে পড়ে যে মীর জাফর আলী খান পলাশীর আম্রকাননে বাংলা বিহার-উড়িষ্যার স্বাধীনতা বিকিয়ে দিয়েছিল ইতিহাসে কুখ্যাত হয়ে থাকলেও মৃত্যুর পরে সে বাংলারই মাটিতে শায়িত থাকার সুযোগ পেয়েছিল। এর ফলে মৃত্যুর পরেও সে বাংলাদেশের পবিত্র মাটিকে অপবিত্র করার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু বাংলার লাটগিরির আশায় যে কুখ্যাত মোনেম খান বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের সাথে বেঈমানী করেছে এমনকি লাথি খেয়ে গদি হারাবার পরও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীকে পরাধীনতার জিঞ্জিরে আবদ্ধ রাখার প্রয়াস পেয়েছে আজিকার বাঙ্গালী সমাজ তাকে কোন দিনও ক্ষমা করতে পারে না। বাঙ্গালী বীর মুক্তিযোদ্ধারা তাকে স্টেনগানের গুলিতে কুকুরের মত হত্যা করেছে। মোনেমের আত্মীয়রা ভেবেছিল ওখানেই সব কিছুর শেষ। মৃত্যুর পরে অন্ততঃ মোনেম খান বাংলার মাটিতে শান্তিতে ঘুমিয়ে থাকতে পারবে। তাই তারা জায়গা কিনে আজিমপুরার নয়া গোরস্তানে তার লাশ সমাহিত করেছিল। কিন্তু তারা ভুলে গিয়েছিল যে বাঙ্গালী তরুণরা মৃত্যুর পরও মোনেম খানকে ক্ষমা করতে পারে না, তাকে বাংলার মাটি অপবিত্র করতে দিতে পারে না। মোনেমের আত্মীয়রা আরো ভুলে গিয়েছিল যে, এই আজিমপুরা গোরস্তানেই শায়িত রয়েছেন ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদান বরকত, সালাম ও রফিক। আরো রয়েছেন বঙ্গবন্ধুর দক্ষিণ হস্ত দৈনিক ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) এবং আজীবন সংগ্রামী জনাব আবু হোসেন সরকার প্রমুখ। তাই, আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা হাজার হাজার পশ্চিমা সৈন্য ও তাদের দালালদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে রাতের বেলায় মোনেম খানের লাশটি গোরস্তান থেকে তুলে নিয়ে নদীতে ফেলে দিয়েছেন।

প্রকাশ, মোনেম খানের অপবিত্র লাশ তুলে নেওয়ার সময় মুক্তিযোদ্ধারা সেখানে একখানা কাগজে কতিপয় কথা লিখে রেখে গেছেন। তাতে লেখা হয়েছে, অন্যান্য দালালদেরও মোনেমেরই দশা হবে। তাদেরকে কুকুরের মত হত্যা করা হবে। তারপর তাদের লাশ নদীতে ফেলে দেয়া হবে বা শিয়াল-কুকুরের উদরপূর্তির কাজে লাগান হবে যাতে মৃত্যুর পর তারা বাংলার মাটিকে অপবিত্র করতে না পারে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জয়বাংলা ১ম বর্ষ : ৩৩শ সংখ্যা	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১	ভেঙেছে দুয়ার এসেছে জ্যোতির্ময়

সম্পাদকীয়

ভেঙেছে দুয়ার এসেছে জ্যোতির্ময়

ঢাকা মুক্ত। ঢাকা এখন আমাদের। জয় বাংলা। স্বাধীনতার এই পবিত্র ঊষালগ্নে, সাড়ে সাত কোটি মানুষের পরম প্রত্যাশা পূরণের এই পবিত্র মুহূর্তে আমরা ভাবাবেগে অধীর হয়ে নয়, শান্ত, সমাহিত ও সৌম্য হৃদয়ে স্মরণ করি অসংখ্য বীরের রক্তস্রোত ও মাতার অশ্রুধারাকে। স্মরণ করি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। 'রাত্রির তমসা শেষে আসিবে না দিন?' এই প্রশ্নের জবাব এসেছে মহানগরী ঢাকায় স্বাধীনতার রক্তরাঙা পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে আমরা আজ গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি পঞ্চান্ন কোটি ভারতবাসীর অকুতোভয় মৈত্রী এবং তাদের জগৎ বরেণ্য নেত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর ঐতিহাসিক ভূমিকাকে। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে ভারতের বীর সৈনিকরাও রক্ত দিয়েছেন, আত্মদান করছেন, এবং রক্তঋণের অচ্ছেদ্য রাখীতে সারা বাংলাদেশকে বেঁধে ফেলেছেন। বাংলাদেশ ও ভারতের এই মৈত্রী সুদৃঢ় হোক। স্বাধীন বাংলাদেশ চিরস্থায়ী হোক।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জয়বাংলা	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১	ঢাকা আমাদের
১ম বর্ষ : ৩৩শ সংখ্যা		

ঢাকা আমাদের

মহানগরীর সরকারী বেসরকারী ভবনে স্বাধীন বাংলার পতাকা : বঙ্গবন্ধু দীর্ঘজীবী হোন ধ্বনিতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত

আজ (বৃহস্পতিবার) বিকেলে ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে। অগ্রসরমান মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় জোয়ানদের সম্মিলিত অভিযানে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা নগরী মুক্ত হয়েছে এবং সকল সরকারী বেসরকারী ভবনে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড্ডীন হয়েছে। মুজিবনগর থেকে শীঘ্রই স্বাধীন বাংলার প্রশাসনিক সদর দপ্তর স্থানান্তরিত হচ্ছে বলে জানা গেছে। তাবেদার গভর্নর মালেকের পদত্যাগের পর খান সেনারা নিজেরাই যুদ্ধ বিরতির আরজি জানায়।

আজ বাংলাদেশের বীর মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় জওয়ানগণ পাকিস্তানী ও হানাদারদের পশ্চাৎধাবন করে মহানগরী ঢাকায় প্রবেশ করলে বিরান ও ধ্বংসস্তূপ নগরী আবার সজীব হয়ে ওঠে এবং জয় বাংলা ও বঙ্গবন্ধু দীর্ঘজীবি হোক, বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী স্থায়ী হোক ধ্বনিতে ঢাকার আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। খান সেনারা এবং তাদের তাবেদারেরা সদলে আত্মসমর্পণ করেছে। আত্মসমর্পণের পর তারা জেনারেল মানেক শ'র কাছে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব জানালে ভারতের সেনাপতি তাদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন।

ঢাকা শহর মুক্ত হওয়ার খবরে অশ্রুসজল কণ্ঠে আমাদের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট এক বাণীতে বলেছেন, আমাদের বিজয় লাভ সম্পূর্ণ হল। এখন আমাদের সামনে আরো কঠিন কাজ বাকী। তা হল ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একটা জাতির পুনর্বাসন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠন।

প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, স্বাধীন বাংলাদেশ বিশ্বে নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত মানবতার একটি অকৃত্রিম বন্ধু জাতি হিসেবে গড়ে উঠবে। আমরা দেশ ও জাতিকে মুক্ত করার সংগ্রামে জয়ী হয়েছি। কিন্তু এখন জাতির পিতাকে মুক্ত করার সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বঙ্গবাণী★	১৩ জুন, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা		বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে

সম্পাদকীয়

বিচারের বাণী ... কাঁদে

বিশ্ববাসীর নিকট আমাদের আকুল প্রার্থনা— তারা ইয়াহিয়াচক্রের বিচার করুন। অন্যায়ের যদি বিচার না হয়, তাহলে সত্যতা, মানবতা, ন্যায়বিচার— এসব বলে আর বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা যেন না হয়। কারণ এই শব্দগুলি যদি শুধু মুখেই বলা হয়— কিন্তু সেগুলিকে যদি কর্মে ব্যবহার অথবা তা বাস্তবে প্রয়োগ না করা হয়, তাহলে সেই বলা কথাগুলি শুধু বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে না— প্রহসনে রূপান্তরিত হয়। তখন সেই ভাল ভাল কথাগুলির ওপর মানুষ ক্রমে আস্থা হারিয়ে ফেলে। অপরদিকে এই ভাল কথাগুলির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র নির্মম হয়ে ওঠে। ফলে তাদের অত্যাচারের মাত্রাও যায় বেড়ে। এ পর্যন্ত পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিগুলি মানুষের মঙ্গলের জন্য কত প্রতিষ্ঠান করেছেন— বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বহু মানবতার বাণী প্রচার করেছেন। মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারের কথা বলেছেন। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বড় বড় বুলি আওড়িয়েছেন। বিশ্ববাসীকে আশার কথা শুনিয়েছেন। এখন দেখা যাচ্ছে, তা শুধু কথায় রয়ে গেছে— বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, এখানকার মানুষের ওপর বর্বরোচিত নির্যাতনের জন্য (একমাত্র ভারত ছাড়া) কেউ কিছু করলেন না বললেই হয়। যেটুকুও বা কেউ কেউ করলেন তা বাংলাদেশের শত্রুকে তাড়িয়ে দেওয়ার পক্ষে উপযুক্ত নয়। বরং এই মৃদু প্রতিবাদে ইয়াহিয়াচক্রের অত্যাচার আরও বেড়ে গেল। নির্বিচারে নির্যাতন ও গণহত্যায় বাংলার আকাশ বাতাস বিষাক্ত করে তুলল।

গত দুই মাসের যুদ্ধে বাংলার প্রায় ১০ লক্ষ সাধারণ মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। প্রায় ৪০/৪৫ লক্ষ জনগণ ছিন্নমূল লতার মত ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন। আশ্চার্য হতে হয় এ বিষয় নিয়ে বিশ্বের বৃহৎ শক্তি মাথা ঘামাচ্ছে না। লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষকে নির্বিচারে নিলর্জ্জ হত্যার নজির এক ইয়াহিয়া ছাড়া অন্য কোন ইতিহাসে পাওয়া যায় না। লক্ষ লক্ষ নারীর সতীত্বকে বিনষ্ট করা, তাদের উলঙ্গ করে মাঠে ছেড়ে দেওয়া ও ঘরে আবদ্ধ করে রাখা, একই মেয়ের ওপর পর পর কয়েকজন নরপশুর আত্মীয়ের সামনে অত্যাচার, স্তন কেটে ফেলে পিতাকে উপহার দেওয়া, স্ত্রী-লিঙ্গে বায়োনেট দিয়ে খোঁচান, শিশুকে ধরে পা চিরে বা গাছে আছাড় দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা, হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে দাঁড় করিয়ে রেখে গুলি করে হত্যা, শহর ও গ্রামের বাড়ীঘর নির্বিচারে ধ্বংস

★ বঙ্গবাণী : স্বাধীন বাংলার সাপ্তাহিক মুখপত্র। সম্পাদক : কে, এম, হোসেন। ফিরোজ প্রিন্টিং প্রেস, নওগাঁ (রাজশাহী) থেকে মুদ্রিত ও এম, এ, জলিল কর্তৃক প্রকাশিত।

করা ও জ্বালিয়ে দেওয়া, মানুষের ধান-চাল, টাকা, সোনা অর্থাৎ যা কিছু সম্পদ, সবই লুণ্ঠন করা। এসবেও যদি বিশ্ব বিবেক কাতর হয়ে না ওঠে এবং তার প্রতিকারের জন্য কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ না করে— তা হলে মানবতা, বিশ্বশান্তি, বিশ্বপ্রেম প্রভৃতি শব্দের মূল্য কোথায়? আজ মানবতা পৃথিবীর দ্বারে কেঁদে মরছে। এরপরও কেউ যদি action না নিয়ে শুধু শান্তির কথা বলে— তা প্রহসন ছাড়া আর কি হতে পারে?

তাই আমি বিশ্বকে আহ্বান করে বলতে চাই— মানবতা ও বিশ্বশান্তিই যদি সকলের নিকট শ্রেয় ও আদর্শ হয়— তাহলে অত্যাচারী ইয়াহিয়ার বিচার করুন। মানবতার আহ্বানকে যদি আপনারা মর্যাদা দেন তাহলে শয়তানরূপী ইয়াহিয়ার অত্যাচারের বাস্তব চেহারা বাংলায় এসে দেখে শুনে যান এবং সেই বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আপনারা ন্যায় বিচার করুন এবং এই জঘন্য নির্যাতন ও গণহত্যা বন্ধ করুন। তা'না হলে পৃথিবীতে মানবতার মৃত্যু ঘটবে এবং 'বিশ্বশান্তি' 'বিশ্বপ্রেম' শব্দগুলির ভাবার্থের কোন মর্যাদাই থাকবে না। যে ন্যায় বিচার স্বর্গীয়— তা কেঁদে মরবে। বিশ্বের বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তির আকুল আবেদনে বৃহৎ শক্তিগুলির কোন মর্যাদা দেবেন না? আমার সোনার বাংলার এ দশা দেখে শুধু মনে পড়ে—"আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তির অপরাধে— বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।"

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বঙ্গবাণী	১৩ জুন, ১৯৭১	আড়াই ডিভিশন পাঞ্জাবী ফৌজ
১ম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা		বাংলার স্বাধীনতা রুখতে পারবে না

আড়াই ডিভিশন পাঞ্জাবী ফৌজ বাংলার স্বাধীনতা রুখতে পারবে না—

অচিরেই বাংলাদেশ স্বাধীন হ'য়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর মানচিত্রে সংযোজিত হচ্ছে নদীমাতৃক বাংলাদেশ, একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে।

ইদানীং ইয়াহিয়া জঙ্গী সরকারের বেতার বার্তায় প্রচারিত হয়েছে যে বাংলার বিদ্রোহ দমন করতে আরও আড়াই ডিভিশন (৩৫ হাজার) খান সেনা বাংলায় পাঠান হচ্ছে। এখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে তবে আগের ৩ ডিভিশন পাঞ্জাবী গেল কোথায়? তারা কি বাড়ী যেয়ে ছুটি যাপন করছে? না, বাঙ্গালী বীরেরা তাদেরকে পাতালপুরীতে নিমন্ত্রণ খাওয়াতে নিয়ে গেছেন? স্বাধীন বাংলার বেতার কেন্দ্রের ঘোষণা ও বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া খবর হ'তে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে যে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হওয়া থেকে আজ পর্যন্ত কমপক্ষে ২৫০০০ (পঁচিশ হাজার) পাক সেনা নিহত ও বহু আহত হয়েছে।

যুদ্ধবাজ টিক্কা খাঁ যে বাংলাদেশ ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আয়ত্তে আনবেন— আজ ৪৮ ঘণ্টার স্থলে ৮০ দিন অর্থাৎ ১৯২০ ঘণ্টা বিলীন হ'য়ে গেল, এর মধ্যে না পারলেন বাংলাদেশকে দমন করতে, না পারলেন ২৫০০০ হাজার খান সৈন্যের জীবন রক্ষা করতে। বর্তমানে হালে আর পানি পাচ্ছে না পাঞ্জাবীদের। অবস্থা বেগতিক দেখে সামরিক কর্তৃপক্ষ সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন দেশবাসীকে এবং তারাও দেশবাসীর নিকট হ'তে ক্ষমা চেয়েছেন। কথাটা ঠিক মানানসই হ'ল না কারো কাছে। বাংলাবাসীকে প্রশ্ন করি তারা কি কারো করুণার পাত্র হ'তে চান অথবা ক্ষমা করতে চান জালেম, অগ্নি সংযোগকারী, লুণ্ঠনকারী লক্ষ লক্ষ নিরস্ত্র নরনারী, বৃদ্ধ, শিশু হত্যাকারী মা-ভগিনীর ইজ্জত বিনষ্টকারী ইয়াহিয়ার পশু পাঞ্জাবী সেনাদেরকে? কিন্তু এর উত্তর বাংলাবাসী বহু পূর্বেই দিয়েছেন কোনও "আপোষ নেই" নেই কোন "রাজনৈতিক সমাধান"।

এর একমাত্র সমাধান "অস্ত্র" অথবা বাংলার "স্বাধীনতা"। ওয়াদা খেলাপকারীদের আজ আর কোনও কথায় বিশ্বাস নেই। দেশকে স্বাধীন আমরা করবোই! লক্ষ লক্ষ রক্তস্রোত বৃথা যেতে দিব না। আজ পূবের আকাশে রাঙা প্রভাতের বিজয় কেতন নিয়ে ধীরে জেগে উঠেছে সোনার সূর্য্য ওই শোনা যায় জয়ভেরীর নিনাদ "স্বাধীন বাংলা"।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
স্বদেশ★	১৬ জুন, ১৯৭১	সম্পাদকীয় :
১ম বর্ষ : ১ম সংখ্যা		আমাদের লক্ষ্য মৃত্যু অথবা জয়লাভ

সম্পাদকীয় :

আমাদের লক্ষ্য মৃত্যু অথবা জয়লাভ

দশ লক্ষ শহীদের তাজা রক্তের বন্যায় ভেসে গেছে 'পাকিস্তান'-এর শবদেহ। বীর প্রসবীনী বাংলার লক্ষ লক্ষ দামাল ছেলেরা এখন সুদূর চট্টল থেকে দিনাজপুরের রোদ্রক্ষরা মালভূমি পর্যন্ত পঁয়ষট্টি হাজার গ্রামে গড়ে তুলেছে এক একটি দুর্জয় দূর্গ।

পদ্মা-মেঘনা যমুনা আর তিস্তার কূলে কূলে গড়ে ওঠা জনপদে আজ শুধুমাত্র একটি শপথই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—'এবার আর শহীদ নয়, গাজী হবো'। পাক জঙ্গী চক্র সোনার বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করার পর, বাংলাদেশে আবার পাকিস্তানের পতাকা উড়াতে চায়। তারা ইসলাম ও সংহতি রক্ষা করতে গিয়ে হত্যা করেছে দশ লক্ষ নিরপরাধ অসহায় নর-নারী আর শিশুদের, ধ্বংস করেছে মসজিদ, মন্দির, স্কুল-কলেজ, কলকারখানা। ক্ষেত-খামার, জমা-জমি আর গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে রচনা করেছে পাকিস্তানের সমাধি। বাংলাদেশ পাকিস্তানের সমাধিস্থল— সে সমাধির পরে একমাত্র স্বাধীন বাংলার পতাকাই উড়বে।

দশ লক্ষ শহীদের রক্তে সিক্ত পাকিস্তানের পতাকার সাথে আমাদের কোন মিত্রতা নেই— কোন সম্পর্ক নেই— নেই কোন আপোস। যে কোন মূল্যেই হোক না কেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষা আমরা করবই। আমাদের লক্ষ্য মৃত্যু অথবা জয়লাভ।

★ স্বদেশ : জাতীয়তাবাদী বাংলার সাপ্তাহিক মুখপত্র। সম্পাদক ও প্রকাশক : গোলাম সাবদার সিদ্দিকি। সম্পাদক কর্তৃক বর্ণালী প্রেস, বাংলাদেশ থেকে মুদ্রিত।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
স্বদেশ	১৬ জুন, ১৯৭১	পাকিস্তানের বিধ্বস্ত অর্থনীতি
১ম বর্ষ : ১ম সংখ্যা		

পাকিস্তানের বিধ্বস্ত অর্থনীতি

যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকেই করাচীর কাগজগুলি বিদ্রোহীদের খবরাখবর পুরো চেপে যায় এবং তার ফল এতো পরিষ্কার হয়েছিল যে রাজনীতির বিশেষজ্ঞরা পর্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে রাওয়ালপিণ্ডি সরকার যবনিকার সামান্য অংশ তুলে যখন দেখালেন তখন পশ্চিম পাকিস্তানীরা তার অংশটুকু মাত্র দেখে স্তম্ভিত এবং বিষণ্ন হয়ে পড়লেন।

তাঁরা প্রথম এই খবর জানলেন যখন মহম্মদ ইয়াহিয়া খানের সামরিক সরকার বিদেশী চারশো কোটি পাউণ্ড ঋণ ছ'মাসের জন্যে বিদেশী শক্তিগুলির কাছে আপৎকালীন স্থগিতের জন্য আবেদন জানালেন এবং জ্বালানী তেলের দাম শতকরা ৮ থেকে ১০ ভাগের ওপর বাড়িয়ে দিলেন; তাছাড়া ৪৬টি জিনিসের ওপর দুই থেকে তিন গুণ কর স্থাপনও ছিল এর মধ্যে। ফলে জনগণের কাছে এই ঘটনাগুলি এলো এক ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতির পূর্বাভাস হিসাবে। পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদরা বললেন, পূর্বদিকে সামরিক সরকারের যুদ্ধক্ষেত্রের জয়লাভ যদিও সম্ভব, জাতীয় উন্নতির ক্ষেত্রে তা ভয়াবহ দুর্গতির সূচনা।

এই তত্ত্বের সমর্থনে বলা যায় যে, পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীরা তাঁদের ব্যবসাপত্র গোটাতে শুরু করেছেন, কারণ তাঁদের তৈরী জিনিসপত্রের দুই তৃতীয়াংশের বাজার ছিল পূর্বাঞ্চলে। কিন্তু সে বাজার আপাততঃ বন্ধ। দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব পাকিস্তানী বাঙ্গালী ব্যাপক হারে ভারতে শরণ নেওয়ার ফলে চা শিল্পের পক্ষে তা এক চরম বিপদের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে,— পাকিস্তানকে তারও বিকল্প রপ্তানীর কথা চিন্তা করতে হবে। অবশ্য সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছে পাট রপ্তানীর ক্রমবর্ধমান হার কমে যাওয়ায়। পাকিস্তানের কাছে এই পাট ছিল বিদেশী মুদ্রা অর্জনের সবচেয়ে বড় সূত্র। কেবলমাত্র গত সপ্তাহের গোড়ার দিকেই কিছু রপ্তানী করা গেছে। সব মিলে যুদ্ধের দরুন দৈনিক মূল্য দিতে হচ্ছে ২০ লক্ষ পাউণ্ড করে। যে জাতির যুদ্ধের আগে জমা মোট টাকা ছিল ৮ কোটি ২০ লাখ পাউণ্ড তার পক্ষে এটা একটা বেশ ভারী ধরনের বোঝাই বলতে হবে।

নিকট ভবিষ্যতে এই অবস্থার খুব একটা উন্নতির আশা নেই। অফিসার মহল থেকে বলা হচ্ছে, পূর্বাঞ্চলে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসছে, কিন্তু অন্যেরা বলছেন যে, অবস্থা এখনও অনেক খানিই বিপ্লবীদের পক্ষে রয়ে গেছে। সেখানে জাতীয় করের ৪০ ভাগ কর দেওয়া বন্ধ রয়েছে। রাজনৈতিক স্থৈর্যও ফিরে আসেনি। গেরিলাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের প্রতিশ্রুতি এবং সরকারী কর্মচারীদের প্রতি কাজে যোগদানের আদেশ প্রদান— সামরিক জুন্টার এই বঁড়শির টোপে অল্প বাঙ্গালীই ধরা দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, পূর্বাঞ্চলের অবিসংবাদিত রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের ১৬৭ জন নির্বাচিত

প্রতিনিধির মধ্যে মাত্র দুইজন তাঁদের স্বাধীনতার আন্দোলন আঞ্চলিকভাবে পরিত্যাগ করেছেন।

ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং পূর্বের নিরবচ্ছিন্ন প্রতিরোধ পশ্চিমেও রাজনৈতিক ধাক্কা বয়ে এনেছে। প্রাদেশিক বিচ্ছিন্নতার আন্দোলনের অপরাধে উত্তর পশ্চিম সিন্ধু প্রদেশের প্রায় ১২ জন নেতাকে সাম্প্রতিককালে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাছাড়া পশ্চিমের উচ্চাকাঙ্ক্ষী নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টো তাঁর অনুগামীদের কাছে সামরিক শাসন অবসানের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা ব্যর্থ হওয়ায় মর্যাদাহীন হয়ে পড়েছেন। সর্বোপরি মুদ্রাস্ফীতি এবং বাঙালীদের প্রতিরোধ সংগ্রামই ইয়াহিয়ার কাছে ব্যক্তিগতভাবেই পতনের পূর্বাভাস হয়ে দেখা দিয়েছে। করাচীর একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আমায় বলেছেন, ইয়াহিয়া খানকে ছ'মাসের মধ্যে এই সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে হবে। অতঃপর সৈন্যবাহিনী বুঝবে যে, রাষ্ট্রপতি যতটুকু না চিবোতে পারেন তার চেয়ে বেশী মুখে পোরেন। ফলে তারা নতুন নেতা খুঁজতে চাইবে। ইয়াহিয়াকে বাতাসের অনুকূলে আসতেই হবে— অবশ্য সময়ও দ্রুতগতিতে বয়ে যাচ্ছে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
স্বদেশ	১ জুলাই, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ২য় সংখ্যা		জানি রক্তের পিছে ডাকবে সুখের বান

সম্পাদকীয় :

জানি রক্তের পিছে ডাকবে সুখের বান

সমগ্র বাংলাদেশ আজ যুদ্ধে লিপ্ত। পাকিস্তানের উপনিবেশবাদী জঙ্গী নাৎসীচক্রের ভাড়াটিয়া সৈন্যদের প্রতিহত ও সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করার ইস্পাত কঠিন শপথ নিয়ে বাংলার আপামর কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-জনতা আজ মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত। যে কোন মূল্যেই হোক না কেন বাংলার পবিত্র মাটি থেকে হানাদার বাহিনীকে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত বাংলাদেশের গণ-মানুষের এই যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে।

বাংলার মানুষের রক্তদান কখনও বৃথা যায়নি। তাই দশ লক্ষ শহীদের রক্তের সাথে আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না। শহীদের এ রক্তদান আমরা বৃথা যেতে দিতে পারি না।

বাংলাদেশের মানুষের অসীম ত্যাগ-তিতিক্ষা ও শৌর্য-বীর্য ইতিমধ্যেই বিশ্বের অন্যান্য দেশের মানুষের শ্রদ্ধা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। কোন বিদেশী শক্তির ওপর নির্ভর না করে নিজেদের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে বাংলার মানুষ যে একটি সুশিক্ষিত ও আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত, এটা বিশ্বের মানুষের কাছে একটা পরম বিস্ময় হিসাবে দেখা দিয়েছে।

রক্ত আমরা দিয়েছি, আরো রক্ত দিতে আমরা প্রস্তুত। কিন্তু বাংলার স্বাধীনতা আমরা রক্ষা করবই। জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী। আমরা এই মর্মে বিশ্বের সকল স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণ এবং গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নিকট বাংলাদেশের এই মুক্তিযুদ্ধকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। জনবল আমাদের আছে, অস্ত্র, অর্থ ঔষধপত্র এবং নৈতিক সমর্থন আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
স্বদেশ	১ জুলাই, ১৯৭১	বিচ্ছিন্নতার পথে
১ম বর্ষ : ২য় সংখ্যা		পাকিস্তান

বিচ্ছিন্নতার পথে পাকিস্তান

[আমেরিকার নিউজউইক সংবাদ সাপ্তাহিকের (১৫ই মার্চ সংখ্যায়) পাকিস্তানের তদানীন্তন রাজনৈতিক সঙ্কট সম্পর্কে 'পাকিস্তান বিচ্ছিন্নতার পথে' শীর্ষক এক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। ভাষান্তরিত নিবন্ধটি প্রকাশ করা হল।]

চূড়ান্ত হতাশা বাঙালীদের আজ যে বিচ্ছিন্নতার পথে পরিচালিত করেছে অধিকাংশ লোক তাতে বিচলিত হয়ে পড়েছেন। পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসাররা স্বীকার করেন যে, পশ্চিমাঞ্চলে পাঁচ কোটি মানুষের তুলনায় পূর্বাঞ্চলের সাত কোটি জনসাধারণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিতান্ত সামান্যই হয়েছে; যেমন বিগত তেইশ বছর ধরে কেন্দ্রীয় বাজেটের পাঁচ ভাগের চার ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হয়েছে। পাকিস্তানের উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের প্রায় ৮৫ ভাগ এবং সেনাবাহিনীর অফিসারদের প্রায় ৯০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানী এবং বিগত কয়েক বছরে পশ্চিমাঞ্চলে মাথা পিছু আয় বেড়েছে শতকরা ৪২ ভাগ, আর পূর্বাঞ্চলে মাত্র শতকরা ১৭ ভাগ। পূর্ব পাকিস্তানীরা দীর্ঘ বার বছর সামরিক একনায়কত্বের পর গত বছরের শেষ ভাগে দেশের প্রথম স্বাধীন সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে (নিউজ উইক ডিসেম্বর ২১) তাদের পূঞ্জিভূত রোষের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালী জাতীয়তাবাদী অগ্নিপুরুষ শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত আওয়ামী লীগ দল আশ্চর্যজনকভাবে শতকরা ৯৮ ভাগ ভোট লাভ করেন। শেখ মুজিবর তাঁর অনুরক্তদের মধ্যে "মুজিব" নামে পরিচিত। মুজিব তাঁর ছয় দফা কর্মসূচীর জোরেই নির্বাচনে জয়লাভ করেন। এই ছয় দফা কর্মসূচী মূলতঃ পাকিস্তান রাষ্ট্রকে একটি শিথিল কনফেডারেশনে পরিণত করবে। এতে প্রদেশগুলোকে সত্যিকারের স্বায়ত্বশাসন দিয়ে কেন্দ্রের জন্যে নিতান্ত সামান্য ক্ষমতাই অবশিষ্ট রাখা হয়েছে। কেন্দ্রের হাতে শুধু বৈদেশিক নীতি এবং জাতীয় প্রতিরক্ষার বিষয় ছাড়া আর কিছুই দেয়া হয়নি। আর নতুন জাতীয় পরিষদে নিশ্চিত সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে মুজিব তথা পূর্ব পাকিস্তান তাদের রাষ্ট্রের ইতিহাসে, সর্বপ্রথম মুক্তির পথ করে নেয়ার মত রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করেছে। এই সমস্ত ঘটনা পশ্চিম পাকিস্তানে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, গত ডিসেম্বরের নির্বাচনে প্রভাবশালী বামপন্থী নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বে পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানে শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন। কিন্তু তিনি আওয়ামী লীগের হাতে সংসদীয় পরাজয় মেনে নিতে রাজি হলেন না। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পেয়েছে ১৬৭টি ও পাকিস্তান পিপলস পার্টি পেয়েছে ৮২টি আসন। জুলফিকার আলী ভুট্টো কেবল যে সংসদীয় পরাজয় মেনে নিতে রাজি হলেন না তা নয়, তাঁর দলের পরিষদ সদস্যদের বলে

দিলেন কেউ যেন জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান না করে। এর ফলে বৃটেনে ট্রেনিংপ্রাপ্ত অন্তঃসারশূন্য সৈনিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পড়লেন দুজন আপোস বিমুখ রাজনীতিবিদের পাল্লায়। শেখ মুজিবর রহমান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো দুজনেই রাজনৈতিক মঞ্চের কুশলী নট।

অবশেষে ইয়াহিয়া খান ভাবলেন যে, তাঁকে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে যেতে হবে। এ উদ্দেশ্যে জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন বাতিল করে দিয়ে তিনি চলতি সপ্তাহের মধ্যে পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় রাজনীতিবিদদের একটি সম্মেলন আহ্বান করেছেন। এই সম্মেলনই হয়ত অচলাবস্থার নিরসন ঘটানোর একটি শেষ ও দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। কিন্তু ইয়াহিয়ার এই আমন্ত্রণ শেখ মুজিব প্রত্যাখ্যান করেছেন। এবং সপ্তাহ শেষের ঘটনাবলী দেখে মনে হয় তিনি অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। এই ঘটনার পর ইয়াহিয়া এক ঘোষণার মারফত এ মাসের শেষের দিকে জাতীয় পরিষদ অধিবেশন উদ্বোধনের ব্যাপারে তাঁর মতামত দেশবাসীকে জানিয়ে দিলেন। এবং সেই সাথে এক হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বললেন যে, 'পাকিস্তানের সংহতি ও নিরাপত্তার' নিশ্চয়তা বিধানের জন্যে সেনাবাহিনী এগিয়ে আসতে পারে। দেশকে রাজনৈতিক ভরাডুবির হাত থেকে রক্ষার জন্যে ইয়াহিয়ার চেষ্টা সত্ত্বেও পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন যে, অবস্থা এখন পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আয়ত্তের বাইরে। হয়তো সীমাবদ্ধ অনুভূতিই ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রিত করবে। নিউজ উইকের ঢাকায় অবস্থানরত লোরেন জেন কিনসকে পাশ্চাত্যের জনৈক কুটনীতিক বলেছেন, "পাকিস্তানের দুই অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে কি পড়বে না এটা এমন কোন প্রশ্ন নয়। এখন প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে স্বাধীনতা কবে হবে। কি আগামী সপ্তাহে, না কি আগামী মাসে অথবা এর জন্যে আরো বছর খানেক কি বছর দুয়েক সময় লাগবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ মনে হয় পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান খুব তাড়াতাড়িই বিচ্ছিন্ন হবে; খুব বেশী দেরী হবে না।"

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
স্বদেশ	১ জুলাই, ১৯৭১	আমাদের প্রধান সেনাপতি :
১ম বর্ষ : ২য় সংখ্যা		জেনারেল ওসমানী

আমাদের প্রধান সেনাপতি : জেনারেল ওসমানী

বাংলাদেশ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল মহম্মদ আতাউল গনী ওসমানীর নাম আজ বাংলার ঘরে ঘরে গর্বের সঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে। আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠা এবং সর্বোপরি দৃপ্ত ও বিচক্ষণ নেতৃত্বের জন্য বাংলার এই চিরকুমার প্রধান সেনাপতি সকলের কাছে সুপরিচিত। আজ তিনি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর সবল নেতৃত্বে হাজার হাজার বাঙ্গালী এগিয়ে চলেছে জয়যাত্রার পথে, নব জনগণ বাংলার নতুন ঊষার পথে।

জাতিগত অধিকার এবং গণস্বার্থ আদায়ের জন্য যে সজাগ দৃষ্টি এবং সংগ্রামী মানসিকতার প্রয়োজন, বাঙ্গালীদের মধ্যে সেই উপলব্ধিকে জোরদার করার জন্য জেনারেল ওসমানী অক্লান্ত পরিশ্রম করে যান তাঁর কর্মজীবনের প্রথম থেকেই।

১৯৫১ সালের শেষের দিকে জেনারেল ওসমানী কর্তৃক ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করার পর থেকে রেজিমেন্টের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা হয়। বাঙ্গালীদের সামরিক বাহিনীতে না নেয়ার জন্য বাঙ্গালীবিদ্বেষী স্বার্থসংশ্লিষ্টমহল 'বাঙ্গালীরা সামরিক জাতি নয়' এই মর্মে যে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছিল সেটাই প্রতিরোধ করার জন্য তিনি প্রাণমন ঢেলে দেন ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সর্বাত্মক উন্নতি সাধন ও মান উন্নয়নের জন্য। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সকল রকমের বিঘ্ন সৃষ্টি করা সত্ত্বেও তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই রেজিমেন্টকে একটি সংগ্রামী যোধৃদল হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন যার ফলে যুদ্ধকৌশল এবং বীরত্বের দিক থেকে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট পাকিস্তানের বেলুচ এবং পাঞ্জাব ইত্যাদি সকল দলের মধ্যে নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ প্রতীয়মান করে। এই ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট একরকম বলতে গেলে, জেনারেল ওসমানীর নিজের হাতে গড়া। তাঁরই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ বেঙ্গল রেজিমেন্ট পাকিস্তানে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। তারই প্রতিফল আমরা দেখি ১৯৬৫ সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের লাহোর রণাঙ্গনে। সেই যুদ্ধে বীর বিক্রমে লড়াই করে লাহোরকে রক্ষা করে এই বাঙ্গালীরাই।

বাঙ্গালীদের সম্পর্কে পাঞ্জাবীচক্রের মিথ্যা প্রচারণার অবসান ঘটানো এবং সেনাবাহিনীতে বাঙ্গালীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জেনারেল ওসমানী থাকতেন সকলের পুরোভাগে। এইজন্য তিনি পাকিস্তান সামরিক চক্রের বিরাগভাজন হন। সামরিক শিক্ষা ও কর্মদক্ষতার দিক থেকে তাঁর সমকক্ষ সেনাপতি পাকিস্তানে কেউ নেই, তবু তাঁর পদোন্নতি বন্ধ করে দেয়া হয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে তদানীন্তন ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে জেনারেল ওসমানীই

সর্ব কনিষ্ঠ মেজর হিসাবে নিযুক্ত হন। বাঙ্গালী অফিসারদের সব সময়ই পাকিস্তানে দাবিয়ে রাখা হয়। তিনি নিজেদের ভবিষ্যত এবং কর্তৃপক্ষ থেকে সম্ভাব্য সকল রকম বিপদ উপেক্ষা করে এইসব বাঙ্গালীদের উন্নতির জন্য লড়াই করে গেছেন। আর বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের মানুষের প্রতি ভালবাসা এবং তাদের হয়ে সংগ্রাম করার কারণে তাঁকে সামরিক কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বিভিন্নভাবে পর্যুদস্ত হতে হয়।

সাধারণ সৈনিকদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ এবং বাংলার মানুষ তথা বাংলার ভাষার প্রতি তাঁর ভালবাসার প্রমাণ নিম্নোক্ত দুটি ঘটনা থেকেই মেলে। সামরিক বাহিনীতে উর্দ্ধতন অফিসারদের কাছে সুবেদার মেজরদের দৈনন্দিন একটা রিপোর্ট দেয়ার রেওয়াজ আছে। পাকিস্তান বাহিনীর নির্দেশ হচ্ছে, এই রিপোর্ট একমাত্র উর্দুতেই দেয়া চলবে। জেনারেল ওসমানী এই সর্বপ্রথম তাঁর সুবেদার মেজরকে বাংলায় রিপোর্ট দেয়ার অনুমতি দেন। এই জন্য পাকিস্তান সামরিক চক্র তাঁর কাছ থেকে কৈফিয়ৎ দাবী করে এবং তিনিও তার যথাযোগ্য জওয়াব দেন।

আর একটি ঘটনা হয়ত অনেকেরই জানা নেই। জেনারেল ওসমানী এক দানপত্রে তাঁর সকল সম্পত্তি ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে দিয়েছেন। বাংলাদেশের প্রতি এবং বাঙ্গালী বাহিনীর প্রতি তাঁর আন্তরিক প্রীতির পরিচয় এখানেই পাওয়া যায়।

জেনারেল ওসমানী ১৯১৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর পূর্ব-বাংলার সিলেট জেলার সুনামগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষ শাহ নিজাম উদ্দিন ওসমানী হযরত শাহজালালসহ গৌরগোবিন্দ সিংহের রাজত্বকালে এদেশে আসেন। তাঁর পিতা মরহুম খান বাহাদুর মুফিজুর রহমান, বি,এ,কে,এইচ,এম, সততা, মানবপ্রীতি ও নিঃস্বার্থ দেশ প্রেমের জন্য খ্যাত ছিলেন।

জেনারেল ওসমানী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সিলেট গভর্নমেন্ট হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ইংরাজীতে বিশেষ দখলের জন্য প্রিটোরিয়া প্রাইজ লাভ করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি উচ্চ শিক্ষার্থে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি কলা বিভাগে ডিগ্রী লাভ করেন এবং ১৯৩৯ সালে মাষ্টার ডিগ্রীর চূড়ান্ত পরীক্ষার পূর্বেই ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ক্যাডেট হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৪০ সালের ৫ই অক্টোবর তিনি ইণ্ডিয়ান মিলিটারী একাডেমী, দেরাদুন থেকে সামরিক শিক্ষা শেষ করে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান কমিশন প্রাপ্ত হন। এরপর থেকে তাঁর দ্রুত পদোন্নতি হয়—১৯৪১ এর ফেব্রুয়ারীতে ক্যাপ্টেন এবং ১৯৪২ এর ফেব্রুয়ারীতে তৎকালীন বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্বকনিষ্ঠ মেজর হন ও মাত্র ২৩ বছর বয়সে একটি যান্ত্রিক পরিবহণ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক হয়ে এক রেকর্ড সৃষ্টি করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বর্মা রণাঙ্গনে যে অল্প কয়েকজন অশ্বেতাঙ্গ অধিনায়ক যুদ্ধ পরিচালনায় নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৪৬ সালের বৃটিশ সেনাবাহিনীতে ইস্টার্ণ কমাণ্ড সিলেকসন কমিটি কর্তৃক তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য মনোনীত হন এবং ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত ফাস্ট পোস্টওয়ার স্টাফ কলেজ এন্ট্রেন্স

পরীক্ষায় বৃটিশ ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসারদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় উচ্চস্থান লাভ করেন ও স্টাফ কলেজে ১৯৪৮ সনের কোর্সে স্থান অর্জন করেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তিনি আই,সি,এস, এ কোয়ালিফাইড হওয়ায় ইণ্ডিয়ান পলিটিক্যাল সার্ভিসের জন্যও ১৯৪৬ সালেই মনোনীত হন। কিন্তু সৈনিক জীবন পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। পরে ১৯৪৭ সনের শুরুতে তৎকালীন ভারতীয় অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র সচিব জওহরলাল নেহেরু তাঁকে একটি কূটনৈতিক পদ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। জেনারেল ওসমানী সে প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেন। একই সালে তিনি লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদের জন্য মনোনীত হন এবং বৃটিশ ভারতের সিমলাস্থ জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স-এ কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেলের শাখায় সেকেণ্ড গ্রেড স্টাফ অফিসার পদে নিযুক্ত হন।

ভারত বিভাগের পর পরই তিনি পাকিস্তানের জন্য অংশ নির্ধারণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই বছর সাতই অক্টোবর পাকিস্তানে তাঁকে লেফটেন্যান্ট কর্নেল- এর পদে উন্নীত করা হয়। তারপর ১৯৪৮ সালে তিনি কোয়েটা স্টাফ কলেজের কোর্সে যোগদান করেন। ১৯৪৯ সনে স্টাফ কলেজ থেকে ডিগ্রী লাভ করার পর তাঁকে তদানীন্তন চীফ অফ দি জেনারেল স্টাফ মেজর জেনারেল রেজিনাল্ড হাটন এর সহকারী জেনারেল স্টাফ অফিসার পদে নিয়োগ করা হয়।

এরপর বিভিন্ন পদে সৈন্যবাহিনীতে অধিনায়কত্ব এবং বিশেষ খ্যাতি অর্জনের পর ১৯৫২ সনের দিকে তাঁকে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রথম ব্যাটেলিয়নের ভার দেয়া হয়। ১৯৫৫ সনে তাঁকে ই,পি, রাইফেল্‌স এর অতিরিক্ত কমাণ্ডাণ্ট পদে বহাল করা হয়।

১৯৫৬ সনে তিনি কর্নেল পদে উন্নীত হন এবং জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এর জেনারেল স্টাফ এ মিলিটারী অপারেশনের ডেপুটি ডাইরেক্টর পদ গ্রহণ করেন। এই সময় থেকে তিনি বহু আন্তর্জাতিক সামরিক ও পরিকল্পনা বৈঠকে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং বিদেশী রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়কদের শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জন করেন।

১৯৬৪ সনে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং সেখানকার সাঁজোয়া, গোলন্দাজ, পদাতিক এবং বিমানবাহী শত্রু ও অস্ত্রের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হন।

১৯৬৭ সনে জেনারেল ওসমানী সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

অবশেষে ১৯৭১ সনের এপ্রিল মাসে বাঙ্গালীরা তাঁকে তাঁর উপযুক্ত মর্যাদা দেয়, এবং বাঙ্গালী সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক পদে তাঁকে বরণ করে নেয়। একই সঙ্গে গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকার তাঁকে জেনারেল পদে উন্নীত করেন। আজ তাঁরই অধিনায়কত্বে বাংলার সংগ্রামী সেনারা এগিয়ে চলেছে এক নবতর ভবিষ্যতের পানে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
স্বদেশ	১ জুলাই, ১৯৭১	লন্ডনের চিঠি :
১ম বর্ষ : ২য় সংখ্যা		

লন্ডনের চিঠি :

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিয়ে রাজনৈতিক সমাধান জলের ওপর আলপনা কাটার নামান্তর

(মাহমুদ হোসেন প্রদত্ত)

পাকিস্তান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশিষ্ট ইংরেজী 'দৈনিক মর্নিং নিউজের' করাচী সংস্করণের অন্যতম সহকারী সম্পাদক মিঃ এ্যান্টনী মাসকারেনহাস সম্প্রতি পাকিস্তান থেকে সপরিবারে এখানে চলে এসে 'সানডে টাইমস' পত্রিকায় বাংলাদেশের হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে যে বিস্তারিত বিবরণী দিয়েছেন তা'তে থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়েছে। ত্যাগী পাকিস্তানী সাংবাদিক মিঃ মাসকারেনহাস— তোমাকে জানাই অভিনন্দন।

কালজয়ী নির্ভীক সাংবাদিক বন্ধু মিঃ মাসকারেনহাস প্রদত্ত 'সানডে টাইমসের' সেই ষ্টোরি পাকিস্তানী কাগজ ছাপবে না এ জানি। কিন্তু সকল দেশের স্বাধীন পত্র-পত্রিকা তা ছাপিয়েছে; ভারতীয় পত্র-পত্রিকাও তা ছাপাতে কুণ্ঠিত হয় নি। এখানে বন্ধু মিঃ মাসকারেনহাসের সাথে আমার আলাপ হয়েছে : তিনি তার দেশের (পাকিস্তান) অন্যান্য প্রত্যক্ষ করেছেন ধ্বংসলীলা। বিরাট জনপদগুলো দেখে কান্না পেয়েছে তাঁর। এই কিছুদিন আগেও বাংলাদেশের যেসব জনপদ ছিল প্রাচুর্যে ভরা, হাসি গানে মুখরিত; সেসব জনপদে এখন কবরের নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। অধিকাংশ ঘরবাড়ীতে মানুষ নেই এমন কি নেই জানালা-দরজা! দোকান পাট খা খা করছে। সরকারী অফিসগুলো দরজা খোলা থাকলেও কোন কর্মচারী দেখেননি তিনি। যে সব উর্দুভাষী মানুষ তাঁর চোখে পড়েছে তাদের দেহ অনশন ক্লিষ্ট বা রোগাজীর্ণ। আর দেখেছেন অগণিত মানুষের ফসিল। কলকারখানার চাকা বন্ধ, মাঠে মাঠে ফসল নেই, আছে ঘাস ও অন্যান্য তৃণের সমাহার। আর দেখেছেন জলে স্থলে অন্তরীক্ষে শুধু সেনাবাহিনীর অশুভ পদচারণা; যাদের চোখ বাজপাখীর মত সর্বত্র শিকার খুঁজছে। সে শিকারটি কি তা আর বলে দিতে হয় না। যদিও পাকিস্তানের সামরিক জান্তা সরকার সফরকারী সাংবাদিককে পশ্চিম পাকিস্তানের নাগরিক এবং বাংলাদেশে বসবাসকারী উর্দু ভাষী বাসিন্দাদের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম স্বাভাবিক পরিবেশ দেখানোর চেষ্টা করেছিল কিন্তু তা দিয়ে বিভীষিকাকে ঢাকা যায় নি, যায় না। তবে মাসকারেনহাস আপ্রাণ প্রচেষ্টায় খুব গোপনে এবং সতর্কতার সাথে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হয়েছিলেন।

তাদের সাথে আলাপ করে তিনি জানতে পেরেছেন কোন আপোস নয়, বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত না করা পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে। মাসকারেনহাসের মন্তব্য :— এইতো কথার মত কথা। ভেতো বলে অপবাদ থাকলেও বাঙ্গালীরা সত্যিই বীরের জাত। অধিকার সচেতন বাঙ্গালীরা নিজেদের মৌলিক দাবী প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে এ ব্যাপারে কাউকে তোয়াক্কা রাখে না।

মাসকারেনহাসের রিপোর্ট বিশ্বে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, এই বিংশ শতাব্দীর সাংবাদিকতার ইতিহাসে এখানে তা অনুভব করা যায়। এখন আর কিছুই লুক্কায়িত নেই। বাংলাদেশের চলমান ঘটনাবলীর কাছে মাইলাইর হত্যাযজ্ঞ তুচ্ছ বলে এখানে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন। অবশ্যি ঘটনার শুরুতে ভারতের বার্তা সরবরাহ প্রতিষ্ঠান পি,টি,আই বাংলাদেশের জনৈক হাই পারসোনালিটির বরাত দিয়ে এ ধরনের একটি খবর ক্রিড করেছিলেন। তা আজ সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রমাণিত হয়েছে যে এটা কখনও পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার হতে পারে না। এমনি বাংলাদেশের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিঘোষিত স্বাধীনতা মেনে নিয়ে কোন রাজনৈতিক মীমাংসা হওয়াও অসম্ভব ব্যাপার। এটা বিশ্বের জনমত। কারণ পাকিস্তান আর বাংলাদেশ প্রকৃতপক্ষে ভৌগোলিক ভাবে এবং অনেক দিক থেকে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন। সুতরাং এ দুটোকে এক সুতোয় বেঁধে রাষ্ট্র হিসেবে দাঁড় করান যায় না। আর যেহেতু বাংলাদেশের জনসংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় বেশী সে ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে বংলাদেশের অধিবাসীরা প্রশাসনিক ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃত্ব মেনে নিতে পারে না এবং তা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা হবে জলের ওপর আলপনা কাটার নামান্তর।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
স্বদেশ ১ম বর্ষ : ৩য় সংখ্যা	১৪ জুলাই, ১৯৭১	বাংলাদেশের স্বীকৃতি এখন কেবল সময়ের প্রশ্ন মাত্র

বাংলাদেশের স্বীকৃতি এখন কেবল সময়ের প্রশ্নমাত্র

প্রখ্যাত মার্কিন সাপ্তাহিক পত্রিকা নিউজ উইক-এ বাংলাদেশের গণহত্যার করুণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে এই হত্যাযজ্ঞের সাথে ইতিহাসের অন্য কোন ধ্বংসলীলার তুলনা হতে পারে না। উক্ত পত্রিকায় আরও বলা হয়েছে যে, এই হত্যালীলা ও নরমেধযজ্ঞের ফল একটিই হচ্ছে : পূর্ব পাকিস্তান আজ নামমাত্র পাকিস্তানের অংশ। যে পাশবিকতা চালানো হয়েছে পূর্বাঞ্চলের মানুষের উপর তাতে আর কোনদিন পূর্ব ও পশ্চিমের একত্রে জোড়া লাগান যাবে না। পাকিস্তানের দুই অংশ চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। রক্তস্নাত বাংলাদেশের স্বীকৃতি এখন কেবলমাত্র সময়ের ব্যাপারমাত্র।

অপরদিকে ভিয়েনার Kaonen lietung পত্রিকার সাংবাদিক বাংলাদেশ সম্পর্কে দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। উক্ত প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছে শাসকজাতির গর্বে উন্মত্ত পাঞ্জাবীরা বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে; ফলে বাঙ্গালীরা বাধ্য হয়ে ঘোষণা করেছে তাদের স্বাধীনতা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ করেছে। আর এইসব অস্ত্র এখন ব্যবহার করা হচ্ছে নির্বিকার গণহত্যায়। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের ফলে পাকিস্তানের ঐক্য চিরতরে বিনষ্ট হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতি এখন কেবল সময়ের প্রশ্নমাত্র।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
স্বদেশ	১৪ জুলাই, ১৯৭১	স্বাধীনতার দাবী করে
১ম বর্ষ : ৩য় সংখ্যা		মুজিব অন্যায় করে নি

স্বাধীনতার দাবী করে মুজিব অন্যায় করে নি

বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবী করে শেখ মুজিবুর রহমান কোন অন্যায় করেন নি। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি যদি দেশের স্বাধীনতা চেয়ে থাকেন তাহলে তিনি রাজনৈতিক অপরাধী হতে পারেন না। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে তাই আমাদের একমাত্র দাবী, মুজিবুর রহমানের মুক্তি চাই।

কলাসীম, গাঁইঘাটা, বনগাঁ ও বাগদার শরণার্থী শিবিরগুলি পরিদর্শনের পর ক্যানাডার সরকারী দলের নেতা শ্রী জর্জ ল্যাচেনস সাংবাদিকদের কাছে তাঁদের এই অভিমত ব্যক্ত করেন।

বুধবার নয়াদিল্লী থেকে দমদম বিমান ঘাঁটিতে নেমে তাঁরা সোজা সীমান্ত শিবিরগুলি পরিদর্শনে যান। পথের দুপাশে অগণিত জনতার মিছিল তাঁদের বার বার জিজ্ঞাসার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দোভাষীকে দিয়ে জিজ্ঞাসা করান, কোথায় তাদের ঘর, কত দূর থেকে তারা আসছে। সেই একই বেদনাময় কাহিনী। মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে সন্তানকে, সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীর চোখের সামনে স্বামীকে করেছে হত্যা, ইয়াহিয়ার রক্তলোলুপ বাহিনীর রক্তের তৃষ্ণা তাতেও মেটেনি। প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসার পথেও হিংস্র কুকুরের মত তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে, যুবতী কন্যাদের লুণ্ঠন আর কিশোরীদের হত্যা— ওপার বাংলা থেকে পালিয়ে আসা মানুষদের সবারই এই কাহিনী। ক্যানাডিয়ান পার্লামেন্টের প্রতিনিধিরা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি আর দেশে ফিরে যাবে না? হ্যাঁ যাবো, যদি মুজিব আমাদের ডাক দেয়, সবার মুখে একই উত্তর।

আবেগে আপ্লুত ক্যানাডার নিউ ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা মিঃ এণ্ড্রু ব্রেউইন, কনজারভেটিভ দলের নেতা মিঃ হীথ ম্যাকোয়ারি ও লিবারাল পার্টির নেতা মিঃ জর্জ ল্যাচেনস বলে ওঠেন : পাকিস্তানে গিয়ে আমাদের প্রধান কাজ হবে শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তির দাবী তোলা।

গণতান্ত্রিক কাঠামোয় কেউ যদি স্বাধীনতার দাবী করে তাহলে সে কিছু অন্যায় করবে না। ক্যানডায় এমন গণতান্ত্রিক দল আছে যারা কুইবেকের স্বাধীনতার দাবী তুলেছে। তাদের বিচ্ছিন্নতাকামী বলে তো জেলে পোরা হয়নি। কিংবা তাদের দেশদ্রোহী বানিয়ে পৃথিবীর সামনে হেয় করবারও কোন চেষ্টা হয়নি।

নিউ ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা শ্রী এণ্ড্রু ব্রেউইন তাঁদের সফরের উদ্দেশ্য ঘোষণা

করে বলেন, দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা ভারতে এসেছেন। একটি মানবিক কর্তব্য সম্পাদনের দায়িত্ব। অপরটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাধানের সম্ভাবনা পরীক্ষা করা। মানবিকতার দিক থেকে ভারতের কাঁধে সবচেয়ে বেশী বোঝা এসে পড়েছে। ক্যানাডা তার কতটুকু সহজ করে দিতে পারে সেদিকে তাদের প্রধান লক্ষ্য। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাধান না হলে বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হবে বলে তাঁদের বিশ্বাস। কারণ আমেরিকা, চীন ও রাশিয়া বাংলাদেশের ওপর লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তাই ভয় হয়, রাজনৈতিক সমাধানের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত না হয়ে পড়ে।

তিনি আরও বলেন, মাত্র ছ'মাস শরণার্থীদের থাকা-খাওয়ার জন্য প্রায় চল্লিশ কোটি ডলার খরচ হবে। ক্যানাডা ইতিমধ্যেই কিছু অর্থ ও অন্যান্য সামগ্রী পাঠিয়েছে। শরণার্থীদের দেখে যাবার পর তাঁরাও সরকারের কাছে দাবী তুলবেন, কত বেশী সাহায্য শরণার্থীদের দেয়া সম্ভব সেদিকে নজর দিতে।

লিবারাল পার্টির নেতা শ্রী জর্জ ল্যাচেনস বলেন, অর্থনৈতিক সাহায্যের জন্য পাকিস্তানকে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের ওপর নির্ভর করতে হয়। তাই এমন পরিকল্পিত গণহত্যা করার আগে তারা যদি বিশ্বের অন্যান্য দেশের পরামর্শ গ্রহণ করতো তবে তা অনেক বেশী বাস্তব ও বুদ্ধিমানের কাজ হতো।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
স্বদেশ	১৪ জুলাই, ১৯৭১	সম্পাদকীয় :
১ম বর্ষ : ৩য় সংখ্যা		রক্তে মোদের জ্বলছে আজ প্রতিশোধের আগুন

সম্পাদকীয় :

রক্তে মোদের জ্বলছে আজ প্রতিশোধের আগুন

বাংলাদেশের মুক্তিপাগল সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ পাকিস্তানের উপনিবেশবাদী জঙ্গী নাৎসী চক্রের ভাড়াটিয়া সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত। পাঞ্জাবী সামরিক আমলাতন্ত্রের পোষ্য ইয়াহিয়া-টিক্কা চক্র ভেবেছিল মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বাংলাদেশের প্রতিরোধ চূর্ণ করে দেয়া যাবে। কিন্তু বিগত ১১০ দিনের যুদ্ধে বাংলার মুক্তি পাগল স্বাধীনতাকামী মানুষের হাতে ২৩ হাজার ভাড়াটিয়া সৈন্য নিহত হয়েছে। এছাড়া পাকিস্তানের অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত। রপ্তানী বাণিজ্য শূন্যের কোঠায় এসে পৌঁছেছে। অপরদিকে পাক-সামরিক চক্রের দিবা-স্বপ্নকে ধূলিস্মাৎ করে দিয়ে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'বাংলাদেশ' স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার দাবী সোচ্চার হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতাকামী বাংলার গণমানুষ আজ প্রমাণ করেছে যে, ভিয়েতনাম, লাওস ও কম্বোডিয়ার মানুষের রক্তের মতই বাংলার মানুষের রক্ত লাল। পদ্মা-মেঘনা-যমুনার কূলে কূলে আজ প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে। ভাড়াটিয়া সৈন্যের কামান স্তব্ধ না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের মানুষের এ যুদ্ধ চলবে। রূপসী বাংলার দুচোখে জ্বলছে ভয়াল বহ্নিশিখা। সোনার বাংলায় আজ দাবানলের মত প্রতিশোধের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
স্বদেশ ১ম বর্ষ : ৩য় সংখ্যা	১৪ জুলাই, ১৯৭১	আমেরিকা তোমার পতাকার তারাগুলো যেন বুলেটের গর্ত

আমেরিকা তোমার পতাকার তারাগুলো যেন বুলেটের গর্ত

আমেরিকা বার বার বলেছিল, পাকিস্তানকে আর নতুন করে অস্ত্রশস্ত্র দেয়া হচ্ছে না এবং পুরনো শর্তানুযায়ীও অস্ত্রশস্ত্র যাচ্ছে না। এই কথা দেয়া হয়েছিল ২৫শে মার্চ থেকে ২১শে জুন পর্যন্ত। কিন্তু দেখা গেল সবই নির্ভেজাল মিথ্যা। তারপর যখন নিউইয়র্ক টাইমস অস্ত্র পাঠাবার কথা ফাঁস করে দিল তখন মার্কিন সরকার নাকে কেঁদে বললেন ওটা আমলাতান্ত্রিক 'মারপ্যাঁচ'। কিন্তু সম্প্রতি 'থলের বিড়াল' বেরিয়ে পড়েছে। আমলাতন্ত্র নন প্রেসিডেন্ট নিক্সন নিজের দায়িত্বেই অস্ত্র জোগাচ্ছেন পাকিস্তানকে। তিনি নিজেই আমলাতন্ত্রের পরামর্শ খারিজ করেছেন। সেই অতি পুরাতন যুক্তি পাকিস্তানকে অস্ত্র না দিলে দেশটা চলে যাবে চীনের খপ্পরে ইত্যাদি।

সমগ্র পৃথিবী যখন বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার সামরিক আমলাতন্ত্রের মধ্যযুগীয় বর্বরতার নিন্দায় মুখর ঠিক তখনই পেন্টাগণের কর্তৃপক্ষ ইয়াহিয়ার রক্তাক্ত হাতকে সবল করার জন্য অস্ত্র পাঠাচ্ছে। আমরা জানি মার্কিন সরকার তার শিল্পপতি ব্যবসায়ীদের স্বার্থে কাজ করে। সম্প্রতি মার্কিন পত্রিকা 'বিজনেস উইক' বলেছে যদি ভিয়েতনামের যুদ্ধ বাবদ সরকারী খরচ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আমেরিকার বৃহত্তম দুইশত কোম্পানীর মধ্যে একশ পঁচাত্তরটাই ব্যবসা গুটিয়ে নিতে বাধ্য হবে। অর্থাৎ এতেই বোঝা যায় যে, পেন্টাগণ কর্তৃপক্ষ তাদের অস্ত্রের বাজার সৃষ্টির জন্য উদ্বিগ্ন। আমেরিকার সমরনায়কেরা ও সমরশিল্পের সম্রাটেরা নতুন নতুন যুদ্ধের এলাকা খুঁজে বেড়াচ্ছে। কারণ তাদের তৈরী সমরসম্ভার বিক্রির ব্যবস্থা করতে হলে যুদ্ধ বাধানো চাই।

পাকিস্তানকে আমেরিকা যতই অস্ত্র পাঠাক না কেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে বানচাল করার ক্ষমতা পৃথিবীর কারোরই নেই। ভিয়েতনামের মানুষ যেমন মার্কিন ঔদ্ধত্যের জবাব দিয়েছে, বীর প্রসবিনী বাংলার মানুষ আজ সেইভাবে জবাব দিতে প্রস্তুত।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
স্বদেশ	২১ অক্টোবর, ১৯৭১	সম্পাদকীয় :
১ম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা		বিচিত্র নয়— অবাস্তব নয়

সম্পাদকীয়

বিচিত্র নয়-অবাস্তব নয়

ফ্রান্সের দৈনিক লামদ পত্রিকার প্রতিনিধির সাথে এক সাক্ষাৎকারে পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বলেছেন যে, —"জনগণ চাইলে আমি শেখ মুজিবকে ক্ষমা করতে পারি।" এবং ভারত ও পাকিস্তান বিরোধ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে হওয়া উচিত— যুদ্ধের মাধ্যমে নয়। তিনি আরো বলেছেন যে, এই বিরোধ মীমাংসায় তিনি যে কোনো লোকের সাথে যে কোন স্থানে বসতে রাজি আছেন। ইয়াহিয়ার 'জনগণ' কারা তা আমরা জানিনা। তবে আমরা জানি বিগত গণঅভ্যুত্থানের সময় বাংলার গণমানুষ ব্যারিকেড বেয়নেট-বেড়াজাল ভেদ করে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবীতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। আজ সারা বিশ্ব জানে যে, বিগত সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মুক্তিপাগল জনতা ছয় দফা এবং এগারো দফার সপক্ষে রায় দিয়েছে। এবং সে রায় ঐতিহাসিক রায়। পৃথিবীর নির্বাচনের ইতিহাসে সে রায় অনন্য— সে রায় ভাস্বর।

আজ যখন সুদূর চট্টল থেকে দিনাজপুরের রৌদ্রক্ষরা মালভূমি পর্যন্ত— বাংলাদেশে মুক্তিবাহিনীর বীর সেনানীরা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়েছে, আঘাতে আঘাতে যখন পর্যুদস্ত করছে হানাদার পাক-দস্যুদের; তখন পাক সামরিকচক্র বাংলাদেশে তাদের নিশ্চিত পরাজয় জেনে, আজ ভুল করতে শুরু করেছে। এটা বিচিত্র নয়— এটা অবাস্তব নয়, এটাই স্বাভাবিক। এছাড়া ইয়াহিয়া 'ভারত পাকিস্তান বিরোধের' মত একটা কল্পিত ভূত আবিষ্কার করেছেন— বিশ্ব জনমতকে ধোঁকা দেয়ার জন্য। তিনি আবদার করেছেন যে, 'যে কোনো লোক'-এর সাথে 'যে কোন স্থানে' তিনি বিরোধ মীমাংসায় বসতে রাজি আছেন। কারা সেই 'যে কোন লোক' কোন্ 'সে স্থান'? কারা সেই লোক যারা একটি বর্বর পশুর সাথে আলোচনায় বসতে যাবে? 'মানব ইতিহাসের দূরপনেয় কলংক সৃষ্টিকারী নায়কের সাথে কারা আলোচনায় বসবে আমরা জানিনা। কি সে বিরোধ আমরা তাও জানিনা। তবে আমরা জানি বাংলাদেশের মাটি আজ দুর্জয় ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। এক লক্ষ মুক্তিবাহিনী সুন্দরবনের বাঘের মত ক্ষিপ্রতা নিয়ে যে কোন মুহূর্তে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করবে হানাদার পাক-বাহিনীকে। মুক্ত করবে বাংলার মাটি আর মানুষকে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
স্বদেশ ১ম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা	২১ অক্টোবর, ১৯৭১	মৃত নগরী ঢাকা

মৃত নগরী ঢাকা

(কলিকাতা প্রতিনিধি)

রেডিও সুইডেনের প্রতিনিধি মিঃ এরল্যান্ডসন তিনদিন ব্যাপী বাংলাদেশ সফর সমাপ্ত করে সম্প্রতি দিল্লীতে সাংবাদিকদের জানান যে, ঢাকা সন্ত্রাসকবলিত শহরে পরিণত হয়েছে। সূর্যাস্তের পূর্বেই দোকানপাট বন্ধ করে দেয়া হয় এবং সেই সময়ে যুবকদের রাস্তায় দেখা যায় না। এছাড়া সর্বত্রই পাক বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। সমস্ত সুবিধাজনক স্থানে, এমনকি ডাকঘরে ও হোটেল ইন্টারকনটিনেন্টালে সামরিক প্রহরা রয়েছে। হোটেলে প্রবেশ করার ও বাইরে আসার সময় তল্লাসী চালানো হচ্ছে।

মিঃ এরল্যান্ডসন বলেছেন যে, যদিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ হাজার ছাত্রের তালিকা রয়েছে, কিন্তু তিন থেকে চারশো ছাত্র ক্লাশে যোগ দেয়। সংবাদপত্রগুলির ওপর সেন্সরের কড়াকড়ি ব্যবস্থা রয়েছে। 'বাংলাদেশ শব্দটির সংবাদ পত্রের মধ্যে কোন স্থান নেই এবং বঙ্গবন্ধু সম্পর্কিত যে কোন সংবাদের ঐ একই অবস্থা। তিনি আরো বলেছেন যে, সফররত বিদেশী সাংবাদিকদের পক্ষে পরিস্থিতির সঠিক চিত্র সংগ্রহ করা অসম্ভব। ঢাকার বাইরে সফর সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মুক্তি বাহিনীর কার্যকলাপের বিভিন্ন সংবাদ বিভিন্ন সূত্রে শহরে এসে পৌছায়। গেরিলাদের মাইন আক্রমণে চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ ডুবানোর সংবাদ ঢাকায় পৌছেছিল।

মিঃ এরল্যান্ডসন ক্ষোভের সঙ্গে জানান যে, যেহেতু ত্রাণসামগ্রী বিলি বন্টনের দায়িত্ব পাক কর্তৃপক্ষের হাতে সেহেতু বন্টন মোটেই আশাপ্রদ নয়। তিনি এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ত্রাণসামগ্রীর সিংহভাগই পাক সেনারা ভোগ করছে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
স্বদেশ ১ম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা	২১ অক্টোবর, ১৯৭১	ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র : বাংলাদেশ সরকারের লক্ষ্য সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী

ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র

বাংলাদেশ সরকারের লক্ষ্য সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী

(ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি)

"এ লড়াই বেঁচে থাকার লড়াই, এ লড়াই মৌলিক ও মানবিক অধিকার সুরক্ষিত করার আন্দোলন— এ লড়াই স্বাধীনতার লড়াই। বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত।" সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ বাংলাদেশের বিভিন্ন মুক্তাঞ্চলে বক্তৃতা প্রসঙ্গে উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

"আমাদের সরকার এমন এক রাষ্ট্র গঠনে ইচ্ছুক যে রাষ্ট্র হবে সার্বিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক এবং যার বৈদেশিক নীতি হবে গোষ্ঠী নিরপেক্ষ" মুক্তিবাহিনীর দুর্জয়ঘাঁটি রৌদ্রক্ষরা মালভূমি দিনাজপুরে প্রায় তিন হাজার সুশিক্ষিত গেরিলাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী দীপ্ত-কণ্ঠে উপরোক্ত ঘোষণা করেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে সকল প্রকার মতপার্থক্য পরিহার করার জন্য আকুল আহ্বান জানিয়ে বলেন যে, "এই সংকটকালে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মুখে রাজনৈতিক মতপার্থক্য কোন প্রকার বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।" এছাড়া প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন হাসপাতালে ৫০ জন আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতকালে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে অসীম সাহস ও মনোবল প্রত্যক্ষ করেছেন বলে প্রধানমন্ত্রী আমাদের প্রতিনিধিকে জানান। আমাদের ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি জানান যে, মুক্তাঞ্চল সফরকালে প্রধানমন্ত্রী মুক্তাঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে অসীম সাহস ও মনোবলের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
স্বদেশ ১ম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা	২১ অক্টোবর, ১৯৭১	রাষ্ট্রসংঘে 'পাক অপপ্রচার' ব্যর্থ হয়েছে

রাষ্ট্রসংঘে 'পাক অপপ্রচার' ব্যর্থ হয়েছে

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

মুজিব নগর : রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ সভায় বাংলাদেশ সম্পর্কে পাক অপপ্রচার এবং এ ব্যাপারে ভারতের হস্তক্ষেপের অভিযোগ রাষ্ট্রসংঘের অধিকাংশ প্রতিনিধিকেই প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। নিউইয়র্ক থেকে এখানে প্রত্যাবর্তন করে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সদস্য অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ এই কথা জানান।

অধ্যাপক আহমেদ জাতীয় আওয়ামী দলের (ওয়ালী মুজাফফর গোষ্ঠী) সভাপতি। তিনি বলেন, সাধারণ সভায় যারা কোন পক্ষের সমর্থনে ভাষণ দেননি, এমন কি সে সব প্রতিনিধিদের মধ্যেও বাংলাদেশ প্রশ্নে বিপুল সহানুভূতি লক্ষ্য করা গেছে।

তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক ও সামাজতান্ত্রিক দেশগুলির বহু সদস্যের সঙ্গে কথা বলার পর তাঁরা আমাদের বাংলাদেশ প্রশ্নে নৈতিক সমর্থনদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এইসব প্রতিনিধি এবং বহু মার্কিন সিনেটর মনে করেন যে, গত ছয় মাসের ঘটনাবলীর পর বাংলাদেশ আর পাকিস্তানের অংশ হিসাবে থাকতে পারে না। বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। প্রশ্ন যেটা তা হল সময়ের।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান সম্পর্কে আরব দেশগুলির মনোভাবের কথায় অধ্যাপক আহমেদ বলেন, কিছু আরব দেশসহ বিদেশী প্রতিনিধিরা আমাদের জানিয়েছেন যে, ঠিক সময় এলেই তারা আমাদের স্বীকৃতি দেয়ার জন্য তৈরী।

প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি লণ্ডনে দলের নেতা পশ্চিম পাকিস্তানের শ্রী ওয়ালী খান সমেত কয়েকজনের সঙ্গে মিলিত হন তারাও বাংলাদেশের সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। অধ্যাপক আহমেদ জেনেছেন যে পশ্চিম পাকিস্তানীরাও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার লাভের জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
স্বদেশ	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ৫ম সংখ্যা		আসন্ন যুদ্ধের জন্য ঘরে ঘরে প্রস্তুত হউন

সম্পাদকীয়

আসন্ন যুদ্ধের জন্য ঘরে ঘরে প্রস্তুত হউন

সমগ্র বাঙালী জাতি আজ আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। এ যুদ্ধ মহান যুদ্ধ— এ যুদ্ধ পবিত্র যুদ্ধ। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-জনতা এ যুদ্ধের সৈনিক। যে কোন মূল্যেই হোক এ যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করবই। পৃথিবীর কোন শক্তিই আমাদের এই জয়লাভকে নস্যাৎ করতে পারবে না। কেননা আমরা আজ সংকল্পবদ্ধ। চট্টল থেকে সাতক্ষীরা পর্যন্ত বিস্তৃত এর রণাঙ্গন। ক্ষেত-খামার-স্কুল-কলেজ আর কলেকারখানায় এ যুদ্ধ চলবে। আমাদের আজকের যুদ্ধ ধর্মনিরপেক্ষ– গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সুমহান আদর্শ বাস্তবায়নের যুদ্ধ। আমাদের আজকের যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশবাদ পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে। আমাদের আজকের যুদ্ধ সুখী সমৃদ্ধশালী কৃষক শ্রমিক ছাত্র জনতার বাংলাদেশ গড়ার। বাংলাদেশের মাটিতে কবরস্থ হয়েছে পাকিস্তান। পাকিস্তান আত্মহত্যা করেছে। গড়ে উঠেছে নতুন দেশ— নতুন জাতি বাংলাদেশ আর বাঙালী জাতি। সুজলা সুফলা— বাঙলা, বীর প্রসবিনী বাঙলা। লক্ষ লক্ষ শহীদের তাজা রক্তে বিধৌত বাঙলা—কোটি কোটি গাজীর বাঙলা। যে দেশ যে জাতি মাতৃভাষার জন্যে রক্ত দিয়েছে, স্বাধিকারের জন্য রক্ত দিয়েছে, রক্তের মূল্যে স্বাধীনতা কিনেছে, সে জাতি পৃথিবীতে অমর, সে জাতির কথা পৃথিবীর মানুষ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। সে জাতি আজ আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। সে জাতি আজ আসন্ন যুদ্ধের জন্য ঘরে ঘরে প্রস্তুত।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলাদেশ★	২২ জুন, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ৫ম সংখ্যা		

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে লিপ্ত জনগণ আজ পশ্চিমা বর্বর জঙ্গীশাহীর পশুজনোচিত হামলার হাত থেকে স্বীয় মাতৃভূমির ও লাখো লাখো নর-নারীর মান ইজ্জত রক্ষার জন্য মরণপণ করে রুখে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পাক হানাদার বাহিনীকে নির্মূল করার জন্য চলছে মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড লড়াই। আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত খান সেনাদের নায়ক নাদির শাহীর উত্তরসূরী টিক্কা খান ভেবেছিল মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভেঙ্গে দিয়ে যাবে বাঙ্গালীর প্রতিরোধ, তাদের আবদ্ধ করা যাবে চিরদিনের মত গোলামীর শৃঙ্খলে। কিন্তু তাদের সে দুরাশা সম্পূর্ণরূপে নস্যাৎ করে দিয়ে বাংলার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শকে রেখে ঘোষণা 'স্বাধীনতা' গঠিত হল বাংলাদেশ সরকার।

স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্বে লাখো লাখো মুক্তি সংগ্রামীরা নিচ্ছে হানাদার বাহিনীদের খতম করার চূড়ান্ত প্রস্তুতি। দিন দিন বাড়ছে মুক্তিবাহিনীর শক্তি। শত্রুর কামান চিরতরে স্তব্ধ না করা পর্যন্ত থামবে না এ যুদ্ধ। বিশ্বের ইতিহাসে যখনই কোন বিদেশী শক্তি অস্ত্রের জোরে পরের দেশ দখল করেছে তখনই তারা চেষ্টা করেছে সে দেশে শিখণ্ডী সরকার খাড়া করার। ইয়াহিয়া-ভুট্টো-টিক্কা খানও সেই মহাজনী পন্থার আশ্রয় নিয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা, তাদের মনোবল নষ্ট করা, চূড়ান্ত বিজয় সম্পর্কে তাদের মনে সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টি করা। অতীতে কোন দখলদার শক্তি সাময়িকভাবে সফল হলেও তাদের সফলতা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। ইয়াহিয়া-ভুট্টো চক্রেরও হবে না, হতে পারে না। শোষক নিপীড়িত, বর্বর এই পশ্চিম পাকিস্তানী চক্র হয়তো ভেবেছে যে, আওয়ামী লীগকে অবৈধ ঘোষণা করে শিখণ্ডীদের তারা বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করাবে। তাই তারা আজ দলে ভিড়িয়ে নিয়েছে বাংলার কুলাঙ্গার বিশ্বাসঘাতক ক্ষমতালিপসু মীরজাফরদেরকে।

তাই আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই যে পাক সেনারা অধিনায়ক ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা হস্তান্তর বা পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার সাথে বাংলাদেশের মানুষের কোন সম্পর্ক নেই। বাঙ্গালীরা যখনই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর্যায়ে উপনীত হয়েছে তখনই পেয়েছে বুলেট ও বেয়ানেট, রক্তে রঞ্জিত হয়েছে বাংলার জনপথ।

১৯৫০ সালে যে প্রবঞ্চনা পেয়েছিলাম তারই পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই ১৯৭১ সালে। ব্যবধান মাত্র ১৬টি বৎসরের : তারিমধ্যে বাঙ্গালী জাতি আত্মত্যাগের মহিমায় মহান

★ বাংলাদেশ : সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। বাংলাদেশ সম্পাদনা পরিষদের পক্ষে আবুল হাসান চৌধুরী কর্তক সম্পাদিত এবং আব্দুল মমিন কর্তৃক বাংলাদেশ প্রেস, রমনা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নেতার আদেশে একতাবদ্ধ। ধোকাবাজি আর প্রবঞ্চনা ধরা পড়েছে আমাদের চোখে। তাই আজ আমরা আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে অস্ত্র হাতে নিয়েছি সে প্রবঞ্চনা আর ধোঁকাবাজির চির অবসান ঘটাতে।

"কাল মৃত্যুঞ্জয়ী, কাউকে কোনদিন ক্ষমা করে না, করতে পারে না।"

—আমরাও ঠিক সে কালকে সামনে রেখে আমাদের রক্তের প্রতিশোধ রক্তের মাধ্যমেই নেব। স্বাধীনতা আমাদের অক্ষুন্ন থাকবেই। পৃথিবীর মানচিত্রে অন্যতম আদর্শ রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবেই।

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ও আদর্শ বাঙ্গালী জাতির জয় সুনিশ্চিত।

"জয় বাংলা"

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলাদেশ	১৯ জুলাই, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ৯ম সংখ্যা		

সম্পাদকীয়

বর্তমানে আমরা অসম যুদ্ধে লিপ্ত। আমাদের এই সংগ্রাম অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠার, অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে সুবিচার প্রতিষ্ঠার, অসুন্দরের বিরুদ্ধে সুন্দর সুখী জীবন প্রতিষ্ঠার, পরাধীন হ'তে স্বাধীন হবার— যে স্বাধীনতা পেলে নির্বিচার গণহত্যার পুনরাভিনয় হবে না, শোষণের অবসান হ'বে, প্রতিষ্ঠিত হ'বে সুন্দর গণতান্ত্রিক সমাজ যেখানে থাকবে মানবের মানবিক অধিকার, ধর্ষিতা মা বোনের বুক ফাটানো কান্নার পরিসমাপ্তি হ'বে সেখানে।

আমাদের শত্রুরা পাশবিক উত্তেজনায় মত্ত; রক্তের লালসায় এদের কামনা আকাশ প্রমাণ। ধর্মের নাম করে এরা গত ২৪ বৎসর যাবত আমাদেরকে করেছে প্রাণান্ত শোষণ। এই ধর্মের দোহাই মুখে উচ্চারণ করে এরা ধ্বংস করেছে মসজিদ, মক্তব, গুলি করেছে ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে, হত্যা করেছে নামাজে দণ্ডায়মান মোকতাদিকে। গ্রামকে গ্রাম উজাড় করেছে। পরিত্যক্ত মসজিদগুলো আল্লাহর আহাজারি করছে; এরা মুসলমান রমণীদের ওপর করেছে বলাৎকার— অন্তহীন পাশবিক অত্যাচার। কাণ্ড দেখে মনে হয় এরা হাদিস বর্ণিত খানে দজ্জাল। এ'কথা অজানা নয় যে, এরা শুধুমাত্র নিজেদের বাজার এবং শোষণ পাকাপোক্ত রাখতে আমাদের ধর্মপ্রাণ নির্বোধ মানুষকে ধর্মের দোহাই দিয়ে এতসব অপকর্ম ঢাকতে চেষ্টা করছে।

এদের আছে আধুনিক যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম, উন্নত শিক্ষাপ্রাপ্ত সেনাবাহিনী। আমরা নিরস্ত্র সাধারণ মানুষ। এই দলে রয়েছি ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, জনতা, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী পুরো সম্প্রদায়। এরা আমাদের শেষ করে দিতে চায়। তাই বাংলাদেশে যারা চিন্তা করতে শিখেছে, তাদেরকেই নির্বিচারে হত্যা করেছে। এই জন্যেই বেঁচে থাকার দুর্জয় ইচ্ছা নিয়ে আমরা গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলেছি।

আমাদের মুক্তি বাহিনীর সৈনিক ও গেরিলারা মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র নিয়ে সংগ্রাম করছে। গণপ্রতিনিধিরা পরিকল্পনা দিচ্ছেন। আমরা কলম ধরে দেশবাসী ও বিশ্ববাসীকে আমাদের সংগ্রাম সম্বন্ধে অবহিত করছি। মোট কথা সকলেই আমরা সংগ্রামে লিপ্ত; প্রত্যেকের যোগ্যতামাফিক আমরা কর্তব্যে লিপ্ত। যারা একান্তভাবে অক্ষম, কর্মশক্তিহীন, তারাও গণমত অক্ষুন্ন রাখার ব্যাপারে নিয়োজিত। মনে রাখতে হবে কোন কাজকর্ম না করে শুধুমাত্র ধ্বংসাত্মক সমালোচনায় লিপ্ত থাকা যে কথা, পাক বাহিনীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতা এক কথা। বিবেক কাউকে রেহাই দেবে না।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলাদেশ	১৬ আগস্ট, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ১১শ সংখ্যা		এই প্রহসন নূতন নয়

সম্পাদকীয় :

এই প্রহসন নূতন নয়

বঙ্গবন্ধুর বিচারের প্রহসন আরম্ভ হয়েছে। অবশ্য এই জাতীয় ষড়যন্ত্র ও বিচারের নামে প্রহসনের অবতারণা এই নূতন নয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই ষড়যন্ত্রের ওপর ভিত্তি করে। তাইতো পাকিস্তান সংগ্রামে যাঁদের দান সর্বাপেক্ষা অধিক, প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে তারা পেয়েছে নির্বিচার জেল, জুলুম, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা। ইতিহাসের পাতা থেকে তাঁদের নাম কৌশলে মুছে দেয়া হয়েছে। বাঙলার অগ্নিপুরুষ শেরে বাংলাকে পেতে হয়েছে 'দেশদ্রোহী' আখ্যা; সম্মুখীন হতে হয়েছে বিচার প্রহসনের। মহান নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে পেতে হয়েছে ভারতের লেলিয়ে দেয়া কুকুর খেতাব; আমৃত্যু অশেষ লাঞ্ছনা, নিপীড়ন, জেল জুলুম। বাংলার মহান নেতা বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান আজ ইয়াহিয়ার তথাকথিত আদালতে বিচারের নামে প্রহসনের সম্মুখীন। মূলতঃ এই প্রহসন নূতন কিছু নয়। বাঙালীর সামগ্রিক মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য যে কণ্ঠ সদাসর্বদা উচ্চকিত হয়েছে, সে কণ্ঠ হয় ইসলাম বা জাতীয় সংহতির শত্রু, 'ভারতের চর' নতুবা 'দেশদ্রোহী' আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে। জানা কথা বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লগ্ন থেকে পশ্চিমা প্রভুদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তাইতো জেল-জুলুম হয়রানি তাঁর নিত্যসঙ্গী। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন আমলেও তাকে ৬টি মিথ্যা মামলার জের টানতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল। বিনা বিচারে দীর্ঘ কারাবাসের পর সসম্মানে মুক্তি পেয়ে ১৯৬২ সালে তিনি পুনরায় কারান্তরালে যেতে বাধ্য হলেন। '৬৪ সালেও তিনি আয়ুব খাঁর বিরুদ্ধে বিরোধী দলের স্বপক্ষে নির্বাচনী অভিযানে নেমে বহু মিথ্যা মামলাজনিত হয়রানীর সম্মুখীন হয়েছিলেন। ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাস হতে আরম্ভ করে মে মাসের প্রথমার্ধ পর্যন্ত গড়ে দৈনিক তাঁর বিরুদ্ধে একটি করে মামলা আনীত হয়। এই সময় অস্ত্র সংগ্রহ ও গৃহ যুদ্ধের প্রস্তুতির অভিযোগও নেতার বিরুদ্ধে আনা হয়। তারপর দীর্ঘ ১১ মাস কারাবাসের পর তাঁর বিরুদ্ধে আনীত হয় কুখ্যাত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলা। অভিযোগ আনা হয় যে ভারতের যোগসাজসে ও অর্থানুকূল্যে নেতা বাংলাদেশকে কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। আয়ুব খাঁর আদালতে নয়, পূর্বের ন্যায় গণআদালতের রায়ে তিনি মুক্তি পান। দৃশ্যপটের পরিবর্তন ঘটেছে। এবারে মঞ্চে ইয়াহিয়া। এবারেও নেতার বিরুদ্ধে হাজারো অভিযোগ। বহু বিচিত্র সেইসব অভিযোগ। একটা জিনিস লক্ষ্যণীয়, আজকে যিনি মদ্যপ, নরখাদক ও ব্যাভিচারীদের আদালতে বিচার প্রহসনের সম্মুখীন তিনি অতীতেও এই জাতীয় ব্যক্তি

বিশেষের কাছে দেশদ্রোহীতার আখ্যা পেয়েছিলেন। আকার আকৃতিতে না হউক চরিত্রগত দিক থেকে গোলাম মহম্মদ-মীর্জা বা আয়ুব-ইয়াহিয়া সমগোত্রীয়। আজ যারা বিচারক, আমাদের দৃষ্টিতে ত বটেই সারা দুনিয়ার সভ্য মানুষের মানদণ্ডে তারাই প্রকৃত অপরাধী। বঙ্গবন্ধু তাঁর বিচারের বৈধতা এই দৃষ্টিকোণ থেকেই চ্যালেঞ্জ করেছেন। বহু ষড়যন্ত্র ও বহু বিচার প্রহসন থেকে বঙ্গবন্ধু অপার করুণাময়ের কৃপায় নিষ্কৃতি পেয়েছেন। অতীতে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে আমরা নেতাকে ফিরিয়ে এনেছি। এবারে অনিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অস্ত্রের হুঙ্কারে নেতাকে ছিনিয়ে আনতে হবে। আমাদের চোখের জলকে করতে হবে বারুদ, চিত্তকে করতে হবে সুদৃঢ়, বাংলার মাটি থেকে দুর্বৃত্তদের উৎখাত ও বন্দী করে আমরা বিনিময়ে ছিনিয়ে আনব পরমপ্রিয় নেতাকে।

একথা সত্য যে নেতার সামান্যতম ক্ষতি সাধিত হলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধকে ঠেকিয়ে রাখা দুষ্কর হবে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলাদেশ ১ম বর্ষ : ১১শ সংখ্যা	১৬ আগস্ট, ১৯৭১	বঙ্গবন্ধুর জীবন রক্ষায় ২৪টি রাষ্ট্রের প্রধানদের কাছে ইন্দিরা গান্ধীর আবেদন

বঙ্গবন্ধুর জীবন রক্ষায়

২৪টি রাষ্ট্রের প্রধানদের কাছে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আবেদন

মুজিবনগর, ১১ই আগষ্ট—গতকাল ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বিশ্বের ২৪টি রাষ্ট্রের প্রধানদের কাছে আবেদন জানিয়ে বাণী পাঠিয়েছেন, যেন তাঁরা শেখ মুজিবের জীবন রক্ষার জন্য পাক-প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করেন।

শেখ মুজিবর রহমানের গোপনে সামরিক আদালতে বিচার ব্যবস্থা এবং তাকে কোনরকম বিদেশী আইন বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিষিদ্ধ করার যে ঘোষণা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ করেছেন, তাতে ভারত সরকার, ভারতের জনগণ, প্রেস এবং সংসদ গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

"আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে যে এই তথাকথিত বিচার প্রহসনের আড়ালে শেখ মুজিবকে হত্যার চক্রান্ত করা হয়েছে। এই হত্যা সংঘটিত হলে পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াবে এবং ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দল ও জনগণের মনোভাব কঠোর হওয়ার ফলে এদেশেও জটিলতর পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। সেই কারণেই আমাদের উদ্বেগ এত গভীর। তাই আপনার কাছে আমরা আবেদন জানাচ্ছি যে, এই অঞ্চলের শান্তি বজায় রাখার স্বার্থে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যাতে এ ব্যাপারে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেন, তার জন্য আপনি তাঁর ওপর আপনার প্রভাব কাজে লাগান।"

শেখ মুজিব তাঁর দেশের জনগণের এক অবিসম্বাদিত নেতা, বিপুলভাবে জনপ্রিয় এবং শ্রদ্ধেয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তাঁর সাফল্য সাম্প্রতিক কালে বিশ্বে বিভিন্ন রাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলির মধ্যে হয়ত সবচেয়ে চমকপ্রদ। আমাদের দেশের জনমত, প্রেস, সংসদ এবং সরকার সবারই দৃঢ় বিশ্বাস পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানী কার্যকলাপের ফলে আমাদের দেশ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে; পাক সরকার শেখ মুজিবের প্রাণ নাশ করলে বা তাঁর কোন ক্ষতি করলে যে চরম অবস্থার সৃষ্টি হবে, তাতে এই সমস্যা দশগুণ বৃদ্ধি পাবে।

আমরা আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে, আপনি পাকিস্তান সরকারকে অনুরোধ জানান, যেন তাঁরা তাঁদের এবং আমাদের দেশকে বিপদজনক পরিস্থিতিতে ফেলার মত কোন কাজ না করেন। পাক সরকার শেখ মুজিবের কোন ক্ষতি করলে তার ফল মারাত্মক হবে।"

গতকাল শ্রীমতী গান্ধী এই আবেদনটি পাঠিয়েছেন নিম্নোক্ত দেশগুলির রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে : আরব সাধারণতন্ত্র, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, আফগানিস্তান, নেপাল, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, সোভিয়েট ইউনিয়ন, কানাডা, ফ্রান্স, ইতালী, সুইডেন, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, পশ্চিম জার্মানী, যুগোশ্লাভিয়া, হল্যাণ্ড এবং আরও কয়েকটি দেশ।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলাদেশ	২৩ আগস্ট, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ১২শ সংখ্যা		৬ দফা না মুজিববাদ?

সম্পাদকীয়

৬ দফা না মুজিববাদ?

বাংলাদেশে বহু বিচিত্র দেওয়ালের লিখন দেখেছি। কেথাও দেখেছি 'পাঞ্জাবী কুকুর বাংলা ছাড়,' আবার কোথায় দেখেছি 'পশ্চিম পাকিস্তানী পশুরা মানুষ হত্যা করছে, আসুন আমরা পশু হত্যা করি'। স্থানে স্থানে প্রত্যক্ষ করেছি, বঙ্গবন্ধু দীর্ঘজীবী হউক। এক জায়গায় দেখেছি লেখা রয়েছে 'মুজিববাদ দর্ঘিজীবী হউক'। এই পোস্টারটি আমার চিন্তাস্রোতকে বিঘ্নিত করেছে, তাড়িত করেছে নূতন ভাবনার পথে। সত্যি কি মুজিববাদ বলে বিশ্বে কিছু প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে?

আজকে শেখ মুজিব কোন ব্যক্তির নাম বা কোন দলীয় প্রধান নয়, শেখ মুজিব এক কালজয়ী আদর্শ, এক জ্বলন্ত শিখা। এই অগ্নি-শিখার আলোকে অনাগত ভবিষ্যতের অগণিত নিপীড়িত জনতা পথ দেখে নেবে। বিশ্বের যেখানে অত্যাচার, অনাচার, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-শাসন, ফ্যাসিবাদী নির্যাতন, নির্মম আঞ্চলিক বৈষম্য বিরাজমান, সে সব এলাকার মানুষের জন্য মুজিব এক বলিষ্ঠ সোচ্চার প্রতিবাদ, স্বৈরতন্ত্র ও সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে অনড় চ্যালেঞ্জ; বাস্তব, প্রাণবন্ত ও নির্ভেজাল গণতন্ত্রের প্রতীক এবং শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার বিমূর্ত প্রকাশ। অন্যান্য বহু প্রসঙ্গকে না টেনেও শুধুমাত্র নেতা প্রণীত ৬ দফা কর্মসূচীর আলোকেই উপরিউক্ত সত্যকে নির্দ্বিধায় প্রতিষ্ঠিত করা যায়। বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা যদিও পাকিস্তানের দুটি বিচ্ছিন্ন অংশের আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের একটা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কর্মসূচী ছিল, আজকের দিনে সেটা বাংলাদেশের জন্য এক দফায় রূপান্তরিত হলেও অদূর ভবিষ্যতে এর আবেদন চিরন্তন বলেই আমাদের বিশ্বাস। ৬ দফা কালজয়ী, ৬ দফা এখন 'মুজিববাদ' এ রূপান্তরিত। তদানিন্তন পাকিস্তানের সংশ্লিষ্ট এলাকা বাংলাদেশ এখন স্বাধীন সত্তা নিয়ে বিরাজমান। পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থা ভঙ্গপ্রায়, টলটলায়মান। বেলুচিস্তানের মানুষের বিক্ষোভ ধূমায়িত। ৮ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর কাছে লিখিত একটি পত্রে সেখানকার ছাত্র-শ্রমিক, রাজনীতিবিদ তথা সাধারণ মানুষের পাঞ্জাব-বিদ্বেষী মনোভাব স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ। পাকিস্তানে যে জাতিগত বৈশিষ্ট চূড়ান্তভাবে লাঞ্ছিত, আঞ্চলিক শোষণের শিকার হিসাবে অবহেলিত এলাকার চেতনা মুমূর্ষ-প্রায়, পাঞ্জাবী শোষক ও শাসকের জগদ্দল পাষাণ বেদী হ'তে মুক্তির চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা আকাশ প্রমাণ, তারই মূর্ত প্রকাশ উক্ত পত্র। অপরদিকে সীমান্তের মানুষেরা আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবীতে সোচ্চার। সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফ্ফার খানের অতীতের বক্তব্য ও সাম্প্রতিক কার্যকলাপ, তদীয় সন্তান ওয়ালী খানের সাম্প্রতিক বিবৃতি একটি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে জাতিগত স্বত্বার বিলুপ্তি বা অবলুপ্তি অসম্ভব, সাম্রাজ্যবাদী

শোষণ অকল্পনীয়। এই চেতনাবোধের গভীরতা আর ব্যাপ্তির পেছনে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ কর্ম-প্রচেষ্টা এবং সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম। বাংলাদেশ আজ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। সারা পশ্চিম পাকিস্তান ভগ্নোন্মুখ। বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ ঘনায়িত। এমনি পরিস্থিতিতে পশ্চিম পাকিস্তানের অস্তিত্ব প্রায় বিলীয়মান। এমতাবস্থায় কোন জাদুমন্ত্র, রক্তচক্ষু, সামরিক জান্তার নির্বিচার গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ বা নারী ধর্ষণ পশ্চিম পাকিস্তানকে একত্রিত রাখতে অক্ষম। এই মুহূর্তে ভগ্নোন্মুখ পশ্চিম পাকিস্তানের আশু বিচ্ছিন্নতা রোধের জন্য প্রয়োজন বঙ্গবন্ধু প্রণীত ৬ দফা কর্মসূচীর অনুরূপ কোন বাস্তব ও বিজ্ঞানভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ। এ কথা সত্য যে ৬ দফার আক্ষরিক প্রয়োগ হয়ত সেখানে সম্ভব নয় কিন্তু তার গভীরতম প্রদেশে নিহিত চূড়ান্ত বক্তব্যটিকে গ্রহণ করতেই হবে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদও প্রণেতাদের ধ্যান-ধারণাকে অতিক্রম করে অবস্থা ও অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে রূপান্তরিত হয়েছে। বাস্তব প্রয়োগ ক্ষেত্রে লক্ষিত হয়েছে বিভিন্নতা। এটা নিতান্ত স্বাভাবিক এবং স্বাভাবিক বলেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্রে কতকগুলো মৌলিক পার্থক্যও রয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ৬ দফা বা মুজিববাদও পরিবেশের প্রভাবহেতু রূপান্তরিত হবে সত্য কিন্তু তার অন্তর্নিহিত মৌলিক সত্যটি কোনক্রমে ম্লান হবে না। বিশ্বের দেশে দেশে আঞ্চলিক বৈষম্য রয়েছে, রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণ; অত্যাচার, অনাচার, নিপীড়নের অবসান আজও ঘটেনি, আজও স্বৈরাচারী সামরিক জান্তা গণতন্ত্রের টুটি চেপে ধরছে। অনাগত বিশ্বে এই জাতীয় বৈষম্য, শোষণ-শাসন বা নিপীড়নের রূপান্তর ঘটবে বটে, তবে একেবারে তিরোহিত হবে না। এই জাতীয় রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ব্যাধি নিরসনের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা প্রয়োজন। এর নাম ৬ দফা না হলেও কিছু একটা হবে। কিন্তু এর প্রতিষ্ঠাতার আবেদন চির ভাস্বর। মুজিববাদ তাই স্থান-কাল-জয়ী—

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলাদেশ ১ম বর্ষ : ১২শ সংখ্যা	২৩ আগস্ট, ১৯৭১	শত্রুর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ গড়ে তুলুন : দেশবাসীর প্রতি বাংলাদেশ সরকারের আবেদন

শত্রুর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ গড়ে তুলুন

দেশবাসীর প্রতি বাংলাদেশ সরকারের আবেদন

মুজিবনগর, ২০শে আগষ্ট : পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমাদের যে সংগ্রাম তাহা হইল সর্বাত্মক মুক্তির সংগ্রাম। এই সংগ্রামে জয়ী হইতে হইলে বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতার নয়নমণি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সাহেবের নির্দেশানুসারে শত্রুর মোকাবেলা করিতে হইবে। তজ্জন্য প্রয়োজন বাংলাদেশে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়িয়া তোলা এবং শত্রুর অর্থনৈতিক অবরোধ কায়েম করা। অর্থনৈতিক কাঠামো ধ্বংস করিয়া দিতে পারিলে শত্রু দুর্বল হইবে। বাংলাদেশবাসীর উদ্দেশ্যে এই নির্দেশ প্রচার করিয়োছেন বাংলাদেশ সরকার।

উক্ত নির্দেশনামায় বলা হইয়াছে, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী বিভিন্ন ফসল যথা পাট, চা, তামাক প্রভৃতির উৎপাদন বন্ধ রাখুন; আলু, ডাল ও কৃষিদ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধি করুন। খাদ্যশস্য ব্যাপকভাবে উৎপাদনের মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করুন। শ্রমিকদের নির্দেশ দেওয়া হইতেছে তাহারা যেন কলকারখানায় যোগদান হইতে বিরত থাকেন।

জনসাধারণকে আহ্বান জানাইয়া বলা হইতেছে, আপনারা সামরিক সরকারকে কোন প্রকার ট্যাক্স দিবেন না। আপনাদের ভোটে নির্বাচিত বাংলাদেশ সরকারই একমাত্র বৈধ সরকার। নির্দেশনামায় বলা হইয়াছে— খেলা-ধূলা, আমোদ-প্রমোদ বর্জন করুন, বাস্তুত্যাগীদের সম্পত্তি নিলাম ডাক বা বন্ধক লওয়া পরিহার করুন। কোন সরকারী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে অর্থ লগ্নী করিবেন না। কোথায়ও টাকা জমা থাকিলে তাহা উঠাইয়া লউন। সরকার পরিচালিত বিমান পথ, রেলওয়ে স্টিমার বয়কট করুন। সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানী এবং অবাঙ্গালী মালিকানাধীন প্রস্তুত দ্রব্য দৃঢ়তার সঙ্গে বর্জন করুন। আপনিও একজন মুক্তি যোদ্ধা— মনে রাখিবেন, আপনার সক্রিয় সহযোগিতা আমাদের বিজয়কে আরও নিকটবর্তী করিয়া তুলিবে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলাদেশ ১ম বর্ষ : ১৫শ সংখ্যা	৪ অক্টোবর, ১৯৭১	খাদ্যের ব্যবস্থা হলে মুক্তাঞ্চলে উদ্বাস্তুদের ফিরিয়ে নেয়া যায়

খাদ্যের ব্যবস্থা হলে মুক্তাঞ্চলে উদ্বাস্তুদের ফিরিয়ে নেওয়া যায়

বোম্বাই, ২৪শে সেপ্টেম্বর :— ভারত সরকার যদি মাত্র তিন চার মাসের জন্য বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলে খাদ্য সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দেন তাহলে ভারত থেকে উদ্বাস্তু ফিরিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু করা যেতে পারে এবং এখনই অন্ততঃ ১৫ হাজার উদ্বাস্তুকে ফিরিয়ে নেওয়া যায় বলে ভারতস্থ বাংলাদেশ প্রতিনিধিবৃন্দ ভারত সরকারকে যে প্রস্তাব দিয়েছেন আজ এখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিবর রহমানের অনুজ শেখ আবু নাসের তা প্রকাশ করেন।

শেখ নাসের বলেন, খাদ্যই বাংলাদেশে বর্তমান প্রধান সমস্যা, তবে, সমগ্র মুক্তাঞ্চল জুড়ে ব্যাপক চাষাবাদ হচ্ছে এবং তিন চার মাসের মধ্যে নতুন ফসল উঠবে, তখন কোন সমস্যা থাকবে না।

শেখ নাসের আরও বলেন মুক্তাঞ্চলে ইতিমধ্যেই কোর্ট কাচারী ও স্কুল কলেজ বসান হয়েছে এবং আশা করা যায় তিন চার মাসের মধ্যেই পরিস্থিতির সামগ্রিক উন্নতি হবে।

মাত্র দুদিন আগেও শেখ নাসের বাংলাদেশে ছিলেন এবং স্বল্পকাল সফরের জন্য তিনি বোম্বাইতে এসেছেন। তার সঙ্গে এসেছেন ১৫ সদস্য বিশিষ্ট এক সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল।

★ সাপ্তাহিক 'বাংলাদেশ' - এর ১৫শ ও ১৬শ সংস্করণের ধারাবাহিক সংখ্যা, প্রকাশনার তারিখ এবং প্রকাশিত সংবাদের তারিখে গরমিল পরিলক্ষিত হওয়ায় প্রকাশিত সংবাদের তারিখের ভিত্তিতে ধারাবাহিকতা রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলাদেশ ১ম বর্ষ : ১৫শ সংখ্যা	৪ অক্টোবর, ১৯৭১	বাংলাদেশ নারীদের ওপর পাক ফৌজের অত্যাচার : তদন্ত কমিটি গঠন করার জন্য রাষ্ট্রসংঘের প্রতি আবেদন

বাংলাদেশ নারীদের ওপর পাক ফৌজের অত্যাচার

তদন্ত কমিটি গঠন করার জন্য রাষ্ট্রসংঘের প্রতি আবেদন

মুজিবনগর, ২৭শে সেপ্টেম্বর :— বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্য্যনির্বাহক সমিতি আজ রাষ্ট্রসংঘের প্রতি আকুল আবেদন জানান যে, বাংলাদেশে নারীদের উপর পাকিস্তানী সৈন্য বাহিনী যে অত্যাচার করছে তা তন্ন তন্ন করে তদন্ত করার জন্য একটি বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করা হোক।

পরিষদের সাধারণ সম্পাদিকা মালেকা বেগম এখানে বিবৃতি প্রচার করে বাংলাদেশের নির্যাতিত নারী সমাজের পক্ষ থেকে বিশ্বের সমস্ত গণতান্ত্রিক নারী সংস্থার উদ্দেশ্যে আবেদন করেন যে পাকিস্তানী সৈন্যদের হাতে বাংলাদেশের নারীরা যে দারুণ নির্যাতন ভোগ করছে তার প্রতি সহানুভূতিসূচক মনোযোগ ও তা অবিলম্বে বন্ধের জন্য সমস্ত প্রকার ব্যবস্থা নিন।

মিসেস বেগম অভিযোগ করেন যে প্রত্যেক জেলা, শহর ও গ্রামে যেখানে পাকিস্তানী ফৌজ তাদের ক্যাম্প পেতেছে সেখানে তারা কিছু দূরে পৃথক পৃথক ক্যাম্পে তাদের লালসা তৃপ্তির জন্য হাজার হাজার বাঙালী নারীকে আটক করে রেখেছে।

তিনি বলেন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের কাছে একটি "হারেমে" পনের শতের বেশী নারীকে নির্যাতন করে তিলে তিলে মেরে ফেলা হচ্ছে। তাদের অনেকে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে। যারা গর্ভবতী হয়েছে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে যাতে তাদের আত্মীয় স্বজনগণ তাদের হাতে বিষের পাত্র তুলে দেয়। তিনি বলেন, ফলে বাংলাদেশের হাজার হাজার নারী হয় আত্মহত্যা করছে অথবা পাগল হয়ে যাচ্ছে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলাদেশ ১ম বর্ষ : ১৬শ সংখ্যা	১৫ অক্টোবর, ১৯৭১	পশ্চিম পাকিস্তানে রাজনৈতিক অস্থিরতার ঢেউ : বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি

পশ্চিম পাকিস্তানে রাজনৈতিক অস্থিরতার ঢেউ : বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি

ঢাকা, ১৩ই অক্টোবর— বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাম্প্রতিক বক্তব্যে সব স্পষ্ট হয়ে পড়েছে।

বর্তমান ঘটনার চাপে জঙ্গী সরকারের বহু তাবেদার স্বীকার করেছেন যে অসন্তোষ ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ছে। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে পশ্চিম পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির সভাপতি নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান মন্তব্য করেছেন যে, জাতীয় বিরোধীদের প্রভাবে বুদ্ধিজীবী মহল, ছাত্রমহল ও অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে চাপা সহানুভূতির লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। পশ্চিম পাকিস্তানে এটাই দুঃখজনক বাস্তব অবস্থা। এমন কি পাঞ্জাবেও এক শক্তিশালী মহল চাইছেন উদ্ভট একলা চলার নীতি অনুসরণ করতে। উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং সিন্ধুতে জাতীয় বিরোধী শক্তি দ্বিজাতি নীতির বিরুদ্ধে জনমত উত্তেজিত করছে এবং আলাপ আলোচনা আরম্ভ করছেন পাকতুনিস্তান জয় সিন্ধু এবং স্বাধীন বালুচিস্তান বলে।

পাকিস্তানী সংবাদপত্র নবাবজাদা নসরুল্লা খানের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রকাশ করেছে যে, শেখ মুজিবর রহমানের প্রতি এ ধরণের সহানুভূতি ও সমর্থনই পূর্ব বাংলায় অসন্তোষ বজায় রাখতে সাহায্য করছে। আর এক বাঙ্গালী দালাল মৌলভী ফরিদ আহমদ আর একধাপ এগিয়ে গেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন যে, 'পশ্চিম পাকিস্তানের এক শক্তিশালী মহল পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগের বিদ্রোহকে সাহায্য করছে।' পাকিস্তানী জঙ্গী সরকার মৌলভী ফরিদ আহমদকে 'পাকিস্তান কাউন্সিল ফর পিস এ্যান্ড ওয়েলফেয়ারের' সভাপতি পদে নিযুক্ত করেছে। জঙ্গী সরকার সমর্থক লাহোরের 'ইমরোজ' এবং করাচীর 'জং' পত্রিকা ফরিদ আহমদের বক্তব্য উল্লেখ করে লিখেছে যে, পূর্ব পাকিস্তানে যেরকম ঘটেছে তার পুনরাবৃত্তি হবার সমূহ সম্ভাবনা আছে পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব বাংলার 'নিজাম-এ-ইসলাম' দলের প্রধান মৌলভী ফরিদ আহমদ জোর করে বলেছেন যে, পাকিস্তান সরকারের হাতে এমন সব গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র আছে যার দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে পশ্চিম পাকিস্তানের এক শক্তিশালী মহল আওয়ামী লীগকে আর্থিক, নৈতিক ও মালপত্র দিয়ে সাহায্য করছে। তিনি আরও বলেছেন যে, 'সরকার ঐ মহলের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি এই আশঙ্কায় যে ব্যবস্থা নিলেই পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে যাবে।'

বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মৌলভী ফরিদ আহমদ মন্তব্য করেছেন যে, 'অবস্থা কোন মতেই স্বাভাবিক নয়। আওয়ামী লীগ প্রভাবান্বিত পাক বিরোধী শক্তিদের আক্রমণ বেশ বেড়ে গেছে। সৈন্যবাহিনীর বীরত্ব সূচক কাজকর্ম হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান সমর্থকদের জীবন ও সম্পত্তি প্রতিপদে বিপদের সম্মুখীন।' মৌলভী ফরিদ আহমদ আরও বলেছেন যে, শত শত পাকিস্তানী প্রাণ হারিয়েছেন আওয়ামী লীগ গেরিলাদের হাতে।

ফরিদ আহমদের ভাষণ দু' কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে পশ্চিম পাকিস্তানের বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন। এর ফলে জঙ্গী গোষ্ঠির মিথ্যা অপবাদ যে ভারতবর্ষ থেকে সাহায্য পেয়ে একদল দুর্বৃত্ত বাংলাদেশে গোলযোগ চালাচ্ছে, সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হল। দ্বিতীয়তঃ ফরিদ আহমদ স্পষ্ট স্বীকার করেছেন যে প্রতিরোধ আন্দোলন বাংলাদেশে ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং শত শত পাক জঙ্গীশাহী তাবেদার বিনষ্ট করতে সমর্থ হয়েছেন মুক্তিযোদ্ধারা।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলাদেশ ১ম বর্ষ : ১৮শ সংখ্যা	২৫ অক্টোবর, ১৯৭১	মন্ত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক : পদত্যাগের অভিপ্রায় প্রকাশ

মন্ত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক :
পতদ্যাগের অভিপ্রায় প্রকাশ

ঢাকা, ১৫ই অক্টোবর— গেরিলাদের হাতে পূর্ববঙ্গের প্রাক্তন গভর্নর মুসলিম লীগ নেতা মিঃ আব্দুল মোমেন খানের মৃত্যুতে মুসলিম লীগ ও জামাতে ইসলামী নেতৃবৃন্দের ও ডাঃ এ, এম, মালিকের পুতুল মন্ত্রী সভার মন্ত্রিদের মধ্যে মনোবল ভেঙে পড়েছে।

এই সব সংবাদে বলা হয় যে, মিঃ খানের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ডাঃ মালিক মন্ত্রিসভার মন্ত্রীরা এবং কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলীম লীগ ও জামাত-ই-ইসলামী নেতারা পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য একটি গোপন বৈঠক করে। এই বৈঠকে নাকি তারা মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগের অভিপ্রায় প্রকাশ করেছে। তারা পদত্যাগ করলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে, এই ভয়ে তারা নাকি ডাঃ মালিককে এ সিদ্ধান্ত জানাতে সাহসী হচ্ছে না।

গোপন বৈঠকে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেনঃ জামাত-ই-ইসলামের অধ্যাপক গোলাম আজম, মুসলিম লীগের খাজা খয়ের উদ্দিন ও শফিউল ইসলাম, পি, ডি, পির নুরুল আমিন ও ফরিদ আহমেদ।

আরও জানা গিয়েছে যে, এইসব নেতাদের অধিকাংশই পূর্ববঙ্গের প্রাক্তন গভর্নরের শেষকৃত্যে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তাদের ভয় মুক্তিবাহিনীর হাতে তাদেরও অনুরূপ অবস্থা ঘটতে পারে।

সংবাদে প্রকাশ যে, এমনকি সরকারের উর্ধ্বতন অসামরিক অফিসাররাও মিঃ খানের মৃত্যুর পর তাদের নিজ নিজ অফিসে যেতে সাহস পাচ্ছে না।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
		সম্পাদকীয়
বাংলাদেশ	১ নভেম্বর, ১৯৭১	সেই অতীতে যেন
১ম বর্ষ : ১৯শ সংখ্যা		আর ফিরে না যাই

সম্পাদকীয়

সেই অতীতে যেন আর ফিরে না যাই

৭ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ— আর ২৫শে মার্চের রাতের আঁধার থেকে ফেলে আসা আজকের ১লা নভেম্বর। সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী জাতির অতুলনীয় ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সংগ্রামের এক অভূতপূর্ব ইতিহাস। এই ইতিহাস সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে এক নতুনতর সৃষ্টি। এই সৃষ্টি আগামী দিনের পৃথিবীকে দেখাবে নতুন পথ ও মত।

২৪ বছরের শাসন-শোষণের জিঞ্জির ভেঙ্গে বাঙ্গালী জাতি চেয়েছিল সম-অধিকারের ভিত্তিতে একত্রে বাস করতে এক পাকিস্তানে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্ররোচনায় এদেশের শাসক আর শোষকগোষ্ঠী ভেঙ্গে খান খান করে দিলো সেই সদিচ্ছাকে। পদদলিত করে দিলো তাদেরই দেওয়া নির্বাচনের রায়কে। বাঙ্গালীর ন্যায্য অধিকার থেকে বাঙ্গালীকে করলো বঞ্চিত।

ক্ষমতা হস্তান্তর আর আলোচনার সুযোগ নিয়ে বাঙ্গালী নিধনের যে ষড়যন্ত্র ইয়াহিয়া গোষ্ঠী করে চললো—বাঙ্গালী ভাবতে পারেনি তার হিংস্রতা হবে এতো পৈচাশিক ও নগ্নতায় ভরপুর। লক্ষ লক্ষ নিরস্ত্র জনতাকে গুলি করে হত্যা করে আর প্রায় এক কোটি বাঙ্গালীকে গৃহত্যাগে বাধ্য করে নরপিশাচ ইয়াহিয়া ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গোরা কি আশা করেছিল সেটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে, সাংবাদিক মিঃ এ্যান্থনী মাসকারেনহাসের লিখিত গ্রন্থ "দি রেপ অব বাংলাদেশ" নামক পুস্তিকায়।

অপ্রস্তুত বাঙ্গালী জাতি ক্ষণিকের তরে মুষড়ে পড়েছিল এই নারকীয় হত্যালীলা আর হত্যাযজ্ঞের রূপ দেখে। কিন্তু দুর্ভাগ্য ইয়াহিয়া খানের— তিনি চিনতে পারেন নি এই বাঙ্গালী জাতিকে। বাঙ্গালী মচ্‌কাবে তবু ভাঙ্গবে না।

অচিরেই শুরু হয়ে গেল পাল্টা আঘাতহানার পালা। হাজার হাজার তরুণেরা যোগ দিতে লাগল মুক্তিফৌজে— শিক্ষা নিতে লাগলো আধুনিকতম গেরিলা যুদ্ধের কায়দা। এক একজন মুক্তিফৌজ এগিয়ে এলো হানাদার দস্যুদের নিধনে। মুক্তিফৌজের আক্রমণধারা যতই তীব্র হতে তীব্রতর হতে লাগলো, পশু ইয়াহিয়ার সামরিক শক্তি ততই অত্যাচারের মাত্রা দিলো বাড়িয়ে। নিরীহ গ্রামবাসীদের ধন-সম্পদ লুঠ করে, বাড়ীঘর-দোর জ্বালিয়ে দিয়ে, বাঙ্গালী মা-বোনদের মান-ইজ্জত নষ্ট করে তারা প্রতিশোধের তাণ্ডব

লীলায় মেতে উঠলো। কিন্তু তবু আজকে কি দখতে পাচ্ছি। এক একজন মুক্তিযোদ্ধা চার-পাঁচগুণ শক্তিশালী হানাদার দস্যুকে খতম করে চলেছে। দুর্জয় সাহস আর মাতৃভূমিকে হানাদার মুক্ত করার বলিষ্ঠ শপথে আমাদের মুক্তিবাহিনী আজ দৃঢ় সঙ্কল্পচিত্ত। দেশ-বিদেশের বন্ধুরা দিচ্ছেন আধুনিকতম সমরাস্ত্র। শত্রুর বুকে শেষ আঘাতহানার জন্য আজ আমরা কৃত সঙ্কল্প।

আমরা জানি, অমানিশার অন্ধকার কেটে গিয়ে পূর্বাকাশে নবতর সূর্যোদয় ঘনিয়ে আসছে। বাংলার আকাশে নূতন সূর্য্য উঠবে এবং সেই আলোকে প্রদীপ্ত হয়ে উঠবে প্রতিটি বাঙ্গালীর মনপ্রাণ, আর সঙ্গে সঙ্গে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বাঙ্গালী কুলবধূদের উপাসনার সুমধুর কণ্ঠস্বর বেজে উঠবে বাংলা মায়ের বুকে। আর সেই দৃঢ় প্রত্যয় নিয়েই বলতে চাই—যে অতীতকে আমরা পদদলিত করে স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি, সেই অতীতে যেন আর আমরা ফিরে না যাই।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলাদেশ ১ম বর্ষ : ১৯শ সংখ্যা	১লা নভেম্বর, ১৯৭১	ভণ্ড নায়ক ইয়াহিয়া

ভণ্ড নায়ক ইয়াহিয়া

ইয়াহিয়া খান যুদ্ধ চান না। আলোচনার মাধ্যমে তিনি পাক-ভারত বিরোধ মীমাংসার পক্ষপাতী। তাঁর মতে যুদ্ধ বাধলে উভয় রাষ্ট্রের জনগণের দুঃখ-দুর্দশা বাড়বে শরণার্থী সমস্যারও হবে না কোন সমাধান। পাক-ভারত বিরোধের একটা ফয়সলার জন্য যে কোন সময়, যে কোন স্থানে এবং যে কোন নেতার সঙ্গে তিনি শান্তি বৈঠকে বসতে রাজি। পাক প্রেসিডেন্ট এ কথাগুলো বলছেন ফরাসী পত্রিকা লাম'দের প্রতিনিধির সঙ্গে। এত সুবোধ বালক ইয়াহিয়া খান তা হয়ত ফরাসীরা আগে জানতেন না। এখন হয় তাঁরা হাফ ছেড়ে বাঁচবেন। পাক-ভারত যুদ্ধটা আর হল না। হবেই কি করে? ইয়াহিয়া নিজেই বলছেন, পাকিস্তানের চেয়ে পাঁচগুণ ভারত। তার সমর শক্তিও পাঁচগুণ বেশী। এ অবস্থায় কি করে ভারতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে পাকিস্তান? এখন যে উত্তেজনা চলছে তা প্রশমনের জন্য যে কোন সালিশীতে তিনি সম্মত। ইয়াহিয়ার অভিযোগ— পাক-ভারত উত্তেজনার জন্য দায়ী নয়াদিল্লী। আট ডিভিশন সৈন্য দিয়ে তাঁরা ঘিরে রেখেছেন পূর্ব বাংলা। দলে দলে পাঠাচ্ছেন অনুপ্রবেশকারী। ওরা ধ্বংস করছে যোগাযোগ ব্যবস্থা আসার করে ফেলছে পাক-অর্থনীতি। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যায় ভারতীয় হস্তক্ষেপ সহ্য করা চলে না। বর্তমান সঙ্কটের পরিণতি কি হবে তা নির্ভর করছে নয়াদিল্লীর মতি-গতির ওপর।

চমৎকার অভিনেতা ইয়াহিয়া খান। কয়েক সপ্তাহ আগে তিনি দিয়েছিলেন ভারতের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রামের হুমকি। সীমান্ত বরাবর তিনি আগে করেছেন সৈন্য সমাবেশ।

ইয়াহিয়ার আসল মতলব প্রায় সবারই জানা। তিনি চান বাংলাদেশ সমস্যাকে পাক-ভারত বিরোধে পরিণত করতে। তাই ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তাঁর এত আগ্রহ—সালিশীর জন্য এত আকুতি। এক সময় তিনি বলতেন, ভারতে যাওয়া শরণার্থীরা আসলে পাক-শরণার্থী নয়। ওরা কলকাতা এবং অন্যান্য শহরের ফুটপাতের বাসিন্দা! পাকিস্তানকে জব্দ করার জন্য তাদের ঝাঁটিয়ে পাঠান হয়েছে সীমান্তের শিবিরগুলোতে। পরে মতটা একটু পাল্টিয়ে বললেন, দু'রকমের শরণার্থী আছে। আসল এবং নকল। আসলদের ফিরিয়ে নেবো। নকলরা যথাস্থানে থাকবে। এখন বলছেন— সব শরণার্থীকেই তিনি গ্রহণ করবেন তার জন্য দরকার পাক-ভারত আলোচনা। আর মুক্তিবাহিনী? ওরা পূর্ব বাংলায় ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী। এদের আস্কারা দিচ্ছেন নয়াদিল্লী। তার জন্যই পাক-ভারত সামরিক উত্তেজনা। বাংলাদেশের শতকরা তের জন নাগরিক এখন দিন কাটাচ্ছেন ভারতের আশ্রয় শিবিরগুলোতে। এঁরা কেন গেলেন তা খতিয়ে দেখলে ইয়াহিয়া ধরতে পারতেন নিজের নারকীয় কীর্তি। যে বীভৎসতার কাহিনী জানে বিশ্ববাসী তা জানে না এ স্বৈরাচারী মানবদ্রোহী। মুক্তিবাহিনী বাংলাদেশের

জনগণের মুক্তি সাধনার বলিষ্ঠ প্রকাশ। তাদের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। সেচ্ছাচারী এবং মানবদ্রোহীর পূর্ণ উচ্ছেদ ছাড়া হবে না এ সংগ্রামের বিরতি। রক্ততিলকে শপথ নিয়েছেন বাংলার সন্তানরা। মারের চোটে একটু একটু করে নির্মম সত্য বুঝতে পারছেন ইয়াহিয়া খান। আগে তিনি বলতেন মুজিবর রহমান রাষ্ট্রদ্রোহী। এখন বলছেন জনগণ চাইলেই তাকে মুক্তি দেওয়া হবে। এত রক্তপাতের পর স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে এসে বাঙ্গালী জনতা মহানুভব পাক সম্রাট ইয়াহিয়ার কাছে দাসখত লিখে দিয়ে মুজিবের মুক্তি চাইবে ? বাংলাদেশের হৃদয়ের কতখানি জায়গা জুড়ে বসে আছেন বঙ্গবন্ধু তা কি তিনি জানেন না ? ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল কি তিনি ভুলে গেছেন ? শুধুমাত্র বাংলাদেশ কেন, গোটা দুনিয়া আজ দাবী করছেন বঙ্গবন্ধুর মুক্তি। ইয়াহিয়া খান বলদর্পিত বধির। তাঁর কানে পৌছায় না মানুষের ভাষা। তিনি বুঝে না অস্ত্রের ভাষা। তাই মুক্তিবাহিনী ধরেছে অস্ত্র। খতম করছে পাক সৈন্য। এ ভাষা যত জোরাল হবে ইয়াহিয়ার বধিরত্ব তত ঘুচবে। চালাকি দিয়ে ঢাকা যাবে না আহম্মকী। দেয়ালের লিখন পড়তে চেষ্টা করুন ইয়াহিয়া খান।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলাদেশ	১ নভেম্বর, ১৯৭১	রাজাকাররাও আর
১ম বর্ষ : ১৯শ সংখ্যা		বিশ্বাসী নয়

রাজাকাররাও আর বিশ্বাসী নয়

ঢাকা ২৮শে অক্টোবর— এক জেলার রাজাকারদের অন্য জেলায় ব্যাপকভাবে বদলি করে মুক্তিবাহিনীর মোকাবিল করবার কাজে নিয়োগ করতে পাক হানাদাররা উঠে পড়ে লেগেছে। পাকবাহিনী শহর, গ্রাম, গঞ্জ থেকে সক্ষম লোকদের এক বিশেষ আদেশ বলে সামরিক ছাউনীতে নিয়ে গিয়ে মোটামুটি গোছের একটা প্রশিক্ষণ দিয়ে রাজাকার বাহিনীতে সামিল হতে বাধ্য করছে।

জানা গেছে, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলা থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রাজাকারদের রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি এলাকায় প্রেরণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশের জনৈক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির ধারণা দলে দলে মুক্তিবাহিনীর হাতে রাজাকারদের আত্মসমর্পণের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বনের জন্য এক জেলার লোকদের অন্য জেলায় ঠেলে দেওয়া হয়েছে। মুক্তিবাহিনীর হাতে ধৃত বেশ কিছুসংখ্যক রাজাকারদের মধ্যে বিভিন্ন জেলার লোক দেখা গেছে। ধৃত রাজাকারদের কাছ থেকে জানা গেছে যে, পাকবাহিনী এক ফতোয়া জারী করে তাদের রাজাকারবাহিনীতে প্রবেশ করতে বাধ্য করছে।

জনৈক রাজাকার বলেন যে, অনেকে মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধচারণের ভূমিকা প্রদর্শন করে রাজাকার বাহিনীতে যোগ দিচ্ছে কারণ এর ফলে অতি সহজে যদি প্রাণে বেঁচে থাকা যায় তাহলে অস্ত্র-শস্ত্রসহ মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের নামে মুক্ত জীবনের অধিকারী হওয়া সম্ভব হচ্ছে।

উল্লেখযোগ্য, এত সাবধানতা সত্ত্বেও খানসেনারা রাজাকারদের আত্মসমর্পণ আটকাতে পারছে না। কারণ জেলাব্যাপী ব্যাপকভাবে বদলী করেও রাজাকারদের মানসিক গতিকে অর্থাৎ বাঙালীর বাংলাদেশ প্রীতিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না। যদিও ব্যতিক্রম কিছু বিশ্বাসঘাতক ক্ষমতালোভী ইয়াহিয়ার তাবেদার।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলাদেশ	১৫ নভেম্বর, ১৯৭১	বাঙ্গালী রাজাকাররা
১ম বর্ষ : ২১শ সংখ্যা		সাবধান

বাঙ্গালী রাজাকাররা সাবধান

নরপিশাচ ইয়াহিয়া খান তার বর্বর সামরিক বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য বাঙ্গালী যুবকদের জোর করিয়া রাজাকার বাহিনীতে যোগদান করিতে বাধ্য করিয়াছেন। সমাজ বিরোধী এক শ্রেণীর গুণ্ডা-বদমায়েশ লম্পটরাও এই সুযোগে রাজাকার বাহিনীতে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। ইহারা জনসাধারণের জান-মালের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন ও ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া অরাজকতা সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু ইদানীং মুক্তিফৌজের ক্রমাগত সাফল্যের ফলে এক শ্রেণীর রাজাকার যারা নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাজাকার বাহিনীতে যোগদান করিতে বাধ্য হইয়াছিল তাহারা মুক্তিফৌজ গেরিলাদের হাতে প্রত্যহ আত্মসমর্পণ করিয়া চলিয়াছে। রাজাকারদের মনে আরও ভীতির সঞ্চার করিয়াছে যখন তাহারা দেখিতে পায় পাঞ্জাবী হানাদার বাহিনী মুক্তিফৌজের ভয়ে তাহাদিগকেই প্রথমে সম্মুখে ঠেলিয়া দেয়। রাজাকাররা ইদানীং তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িতেছে। তাদের মানসিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই কথাই বলিব অবিলম্বে যেন তারা তাদের অস্ত্র সস্ত্রসহ মুক্তিফৌজের হাতে আত্মসমর্পণ করেন। তাদের অপকীর্তি দেশদ্রোহিতার সামিল এবং দেশদ্রোহিতার একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এই মৃত্যুদণ্ড এড়াইবার একমাত্র পথ হইল নিকটস্থ মুক্তিফৌজ শিবিরে অবিলম্বে আত্মসমর্পণ।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলাদেশ	১৫ নভেম্বর, ১৯৭১	ঢাকায় চাপা
১ম বর্ষ : ২১শ সংখ্যা		আনন্দের সঞ্চার

ঢাকায় চাপা আনন্দের সঞ্চার

ঢাকা, ১৫ই নভেম্বর : গত কয়েকদিন থেকে ঢাকা শহরের সর্বত্র একটা চাপা আনন্দের ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমাদের প্রতিনিধি ঢাকা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে সফর করে এই সম্বন্ধে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, ইদানীং খোদ ঢাকা শহরে মুক্তিবাহিনীর দুঃসাহসিক অভিযান এবং বিভিন্ন স্থানে হানাদার বাহিনীর সাথে প্রকাশ্য সংঘর্ষে মুক্তিবাহিনী যে বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন তাতে ঢাকার বাসিন্দারা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অত্যন্ত আশান্বিত হয়ে উঠেছেন। সম্প্রতি বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলে গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম ক্যাডেটদের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে ভাষণ দানকালে বলেন... সেই দিন আর দূরে নয় যেদিন ঢাকায় স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুকে "গার্ড অব অনার" দেওয়া হবে। ঢাকা ও বাংলাদেশের হানাদার অধিকৃত এলাকায় অধিবাসীদের মনে একটা গভীর আনন্দের সঞ্চার করেছে। তদুপরি হানাদার কবলিত এলাকাগুলি ক্রমশঃই মুক্তিবাহিনী দখল করে নিচ্ছে এসব খবরও আর ঢাকাবাসীদের নিকট গোপন থাকছে না। রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রকাশ্য দিবালোকে বোমা বিস্ফোরণের ফলে হানাদার পাক সেনাদের মনোবল একেবারেই ভেঙে পড়েছে। রাতের বেলায় ঢাকা নগরীতে হানাদারদের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই বি,বি,সি থেকে এই বলে মন্তব্য করা হয়েছে যে রাতের বেলা ঢাকা নগরী মুক্তিবাহিনীর দখলে থাকে। এমনকি দিনের বেলায়ও হানাদার বাহিনী দলবদ্ধ না হয়ে আজকাল শহরে ঘুরাফেরা করতে সাহস পাচ্ছে না। তাছাড়া পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যে সকল পুলিশ আমদানী করা হয়েছিল তারা দেশে ফিরে যাবার জন্য একদিনের ধর্মঘট করেছে। এই সকল অবস্থা আজ ঢাকাবাসীর মনে বদ্ধমূল ধারণার সৃষ্টি করেছে যে, সে দিন আর বেশী দূরে নয় যেদিন ঢাকা নগরী তথা সারা বাংলাদেশ নরঘাতক ইয়াহিয়ার দানবদের কবল মুক্ত হবে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলাদেশ	২২ নভেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয় :
১ম বর্ষ : ২২শ সংখ্যা		শান্তি কমিটি

সম্পাদকীয়

শান্তি কমিটি ?

বঙ্গবন্ধু প্রায়ই বলতেন 'বাংলার সজীব মাটিতে সোনার যেমন ফসল ফলে, তেমনি উর্বরতার সুযোগে আগাছাও গজিয়ে ওঠে; বাংলার মাটি সিরাজ, মোহনলালকে জন্ম দিয়েছে, আবার মীরজাফর, উঁমিচাদ, জগৎশেঠকেও জন্ম দিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর এ'কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। 'শান্তি কমিটি' নামে বাংলার বুকে যা গড়ে উঠেছে তা কি মীরজাফর আর উঁমিচাদের প্রেতাত্মার বৃথা আস্ফালন নয়?

বাঙ্গালী হয়ে বাঙ্গালীর ক্ষতি, পাক হানাদার দস্যুদের তাবেদারী করে স্বদেশদ্রোহীতার নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন আমাদের শান্তিকমিটির (?) বন্ধুরা। ২৫শে মার্চের হোলি খেলায় গ্রাম বাংলা এমনিতেই মৃত্যুর হিমশীলতায় ঢলে পড়েছিল।

সামরিক চক্রের নিধনযজ্ঞের পর আবার নতুন করে অশান্তির আগুন জ্বালায় এই শান্তি কমিটির অশান্তিওয়ালারা। এদের আচরণে ও কার্যকলাপে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। বহু পরিবারকে এরা সর্বহারা করে ছেড়েছে, হানাদার দস্যুদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে, মা-বোনদের সতীত্ব নষ্ট করার সুযোগ করে দিয়েছে আর নিজেরা সুযোগ সুবিধামত দলবল সহ বাড়ী বাড়ী হানা দিয়ে সর্বস্ব লুট করে নিয়েছে। এরাই আবার পাক জল্লাদদের সাহায্যের জন্য পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে রাজাকার বাহিনী সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে।

সেদিনের ছবি আমাদের মন থেকে এখনও মুছে যায়নি। আমরা দেখেছি কত অগণিত পরিবার একান্ত নিরুপায় হয়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। আমরা আরও দেখেছি পাক দস্যুদের সাথে সহযোগিতা করে এরা কত শত ব্যক্তিকে নিজেদের পারিবারিক বা আর্থিক কলহের শিকারে পরিণত করে ছেড়েছে। লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষ পুত্র, কন্যা, মা, বাপ, ভাই, বোনকে ফেলে রেখে প্রাণের ভয়ে রিক্ত হস্তে ভারতের মাটির দিকে ছুটে চলে গেছে।

মুক্তিযোদ্ধাদের ক্রমাগত সাফল্যে হাওয়া বিপরীত বইতে শুরু করেছে ; এদের কার্যকলাপও স্তিমিত হয়ে আসছে। সুরও অনেকের পাল্টাতে শুরু করেছে। এখন অনেকেই ভবিষ্যৎ চিন্তা করে হানাদার কবলিত দেশে এবং মুক্তাঞ্চলে নিজ নিজ পথে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে দূত পাঠিয়ে যোগাযোগ করবার চেষ্টায় আছেন। আবার অনেকে নাকি এখন মুক্তিবাহিনীর সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে অসম্ভব আগ্রহের ভাবও দেখাচ্ছেন।

ইতিহাস বলে, যুগে যুগে সুবিধাবাদীরা এবং দেশদ্রোহী লম্পটেরা এমনি করে তাদের অস্তিত্বকে বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়। তাই এবার আমরা জাতির অতি ঘৃণিত এই শত্রুদের দিকে সজাগ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার জন্য আমাদের একান্ত প্রিয়, সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ, বাঙ্গালী জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত বাংলার ঐতিহ্যবাহী, ত্যাগ-তিতিক্ষার মূর্ত প্রতীক আমাদের যুব সমাজের প্রতি আবেদন জানাই। আমরা জানি শান্তি কমিটির দালালদের নিকট আত্মীয়-স্বজনদের অনেকেই এবারের মুক্তি সংগ্রামে আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। তাই প্রতি পদে মুক্তি সংগ্রামীর মানসিক দুর্বলতা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু বহু ত্যাগ, বহু প্রাণ ও বহু রক্তের বিনিময়ে আমরা যে স্বাধীনতা প্রায় আমাদের হাতের কব্জায় নিয়ে এসেছি তা যেন বিন্দুমাত্র দুর্বলতার সুযোগে ফস্‌কে না যায়।

শান্তি কমিটির অশান্তি সৃষ্টিকারীরা যেন আমাদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে— আত্মত্যাগী মুক্তিযোদ্ধাদের কিছুমাত্র দুর্বল বা বিপথগামী করতে না পারে, সেটাই হবে আজকের দিনে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি একান্ত আবেদন।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলাদেশ ১ম বর্ষ : ২২শ সংখ্যা	২২ নভেম্বর, ১৯৭১	বাংলাদেশ সরকার রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক বিষয়ে কর্মসূচী নিচ্ছেন

বাংলাদেশ সরকার রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক বিষয়ে কর্মসূচী নিচ্ছেন

ঢাকা, ২২শে নভেম্বর : মুজিবনগর থেকে আমাদের "বাংলাদেশ" প্রতিনিধি জানিয়েছেন যে, মুক্তিবাহিনীর ক্রমবর্দ্ধমান আক্রমণ ও সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ সরকার রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক কাঠামো সম্পর্কে এখন থেকেই সুনির্দিষ্টভাবে চিন্তা করছেন এবং এই বিষয়ে তারা ইতিমধ্যে বেশকিছু আলোচনাও সেরে ফেলেছেন। মুক্ত বাংলাদেশে যাতে যথাশীঘ্র আইনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা যায় তার জন্য পার্লামেন্টারী, আইন ও পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী জনাব খোন্দকার মোশতাক আহম্মদ সাহেব তার সহকর্মীদের সহযোগিতায় যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে চলেছেন।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলাদেশ	২২ নভেম্বর, ১৯৭১	বাস্তুত্যাগীদের নিয়ে
১ম বর্ষ : ২২শ সংখ্যা		ঢাকা বেতারের অপপ্রচার

বাস্তুত্যাগীদের নিয়ে ঢাকা বেতারের অপপ্রচার

(রাজনৈতিক ভাষ্যকার)

হানাদার শত্রু কবলিত ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের বাস্তুত্যাগীদের স্বদেশে আসা নিয়ে প্রতিদিনই বিভিন্ন ধরণের মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে। এর মধ্যে প্রথম দিকে বিশেষ একটি প্রচারণা ছিল ভারতে চলে যাওয়া লক্ষ লক্ষ বাস্তুত্যাগীদের স্বদেশ প্রত্যাগমনের জন্য আবেদন নিবেদন, অনেক দিন যাবৎ একটানা প্রচার করা হয়েছিল পাকিস্তানী সামরিক কর্তারা বাস্তুত্যাগীদের জন্য বিভিন্নস্থানে অভ্যর্থনা শিবির (Reception Camp) খুলেছেন এবং সেই সাথে প্রচার মাহাত্ম দিয়ে প্রতিদিনই যে হাজারে হাজারে বাস্তত্যাগীরা স্বদেশ ফেরার পথে ঐ সকল অভ্যর্থনা শিবিরে আগমন করছেন সেই খবরও জৌলুস সহকারে প্রচার করা হয়েছিল। কিন্তু বিদেশী সাংবাদিকরা এবং পরবর্তী পর্যায়ে রাষ্ট্র সংঘের ত্রাণ কমিটির কর্ণধার প্রিন্স সদরুদ্দীন আগাখানের সফরের পর পাক বেতারের মিথ্যা প্রচারণার খোলস খুলে পড়েছে। বিদেশী সাংবাদিকদের জবানীতেই জানা যায়, বাংলাদেশের যেখানে প্রতিদিন অব্যাহতভাবে মানবনিধনযজ্ঞ ও বাড়ীঘর, গ্রামকে গ্রাম পাইকারী হারে লুটপাট ও পোড়ানো চলছিল এবং সর্বত্র তল্লাসী চালিয়ে ধরপাকড় আর বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করা হয়েছিল এবং সর্বোপরি হাজারে হাজারে বাঙালীরা প্রাণভয়ে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল সেখানে হানাদার কবলিত অভ্যর্থনা শিবির তথা নিশ্চিত মৃত্যুর শিবিরে ফিরে যাবার কোন প্রশ্নই আসে না। ফলে শেষ পর্যন্ত ঐ ধরণের অভ্যর্থনা শিবিরগুলি স্বাভাবিকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

এবার ঢাকা বেতারের কর্তা ব্যক্তিরা প্রচারের ঢং বদলিয়ে অন্য সুর ধরেছেন। এখন বলা হচ্ছে বাস্তুত্যাগীরা দেশে ফেরার জন্য খুবই উদগ্রীব শুধু ভারত সরকার তাদের স্বদেশে ফিরতে দিতেছেন না। সঙ্গে সঙ্গে এই খবরও ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে, ভারতে অবস্থিত শরণার্থী শিবিরগুলিতে মহামারী লেগেছে এবং প্রতিদিন সেখানে হাজার হাজার শরণার্থী প্রাণ হারাচ্ছেন।

কিন্তু আমরা শুধু ঢাকা বেতার কর্তৃপক্ষের নিকট একটি মাত্র প্রশ্নের জবাব চাইব যে, বাস্তুত্যাগীদের জন্য যে 'মার চেয়ে মাসীর দরদে'র মত দেখানো হচ্ছে, স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য বিভিন্ন লোভজনক টোপ ফেলা হচ্ছে— তার আগে কি ঢাকা বেতার কর্তৃপক্ষ জবাব দেবেন— বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি অধিবাসীকে কোন অপরাধে আত্মীয়হারা, স্বজনহারা আর সহায় সম্বলহীন অবস্থায় বাড়ীঘর ছেড়ে শুধুমাত্র প্রাণভয়ে

ভারতের মাটির দিকে ছুটে চলে যেতে হয়েছিল ? ২৫শে মার্চের রাতের আধারে যে হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়েছিল এবং এখনও কেন সেটা বন্ধ হয়নি? বেতার কর্তৃপক্ষ অথবা তাদের পরিচালক সামরিক চক্র কি এতই অবোধ শিশু যে, তারা বুঝতে পারছে না যত রং-ঢং দিয়েই প্রচার চালানো হউক না কেন— সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর প্রাণপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি না দিয়ে এবং বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পূর্বে ভারতে চলে যাওয়া বাস্তুত্যাগীরা আর দেশে ফিরে আসবেন না। আমরা এটাও জেনেছি— বাস্তুত্যাগীদের একমাত্র বক্তব্যই হলো "আমাদের নেতা বঙ্গবন্ধু যে দিন আমাদেরকে স্বদেশ ফেরার আহবান জানাবেন ঠিক তখনই আমরা স্বদেশ পানে ছুটে যাব এবং আমরা বঙ্গবন্ধুর সেই স্বকণ্ঠ আহ্বানের প্রত্যাশাতেই আছি এবং থাকবো।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলাদেশ	২২ নভেম্বর, ১৯৭১	নির্বাচিত প্রতিনিধিদের
১ম বর্ষ : ২২শ সংখ্যা		মুক্তাঞ্চল পরিদর্শন

নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মুক্তাঞ্চল পরিদর্শন

ঢাকা, ২২শে নভেম্বর :— হনাদারমুক্ত এলাকা সফর শেষে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের এক দল সদস্য তাদের সফর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে আমাদের "বাংলাদেশ" প্রতিনিধিকে বলেন যে, গত এক সপ্তাহ যাবত আমরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে শত্রু বিতাড়িত এলাকাগুলি সফর করে চলেছি। গ্রামবাসীদের সাথে আমরা ঘরোয়া পরিবেশে আলাপ-আলোচনা করেছি এবং স্থানে স্থানে জনসভাতেও বক্তৃতা দিয়েছি। আমরা সর্বত্রই দেখতে পেয়েছি, এত দুঃখ-কষ্ট ও অত্যাচার সহ্য করার পরও গ্রামবাসীদের মনোবল একটুও নষ্ট হয়নি। বরং এখন গ্রামবাসীরা নিজেরাই সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য এখন তারা শুধু খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থাই করে দিতেছেন না, উপরন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের সযোগিতায় দলবদ্ধভাবে হানাদার দস্যুদের বিরুদ্ধে সাক্ষাৎ সংঘর্ষেও লিপ্ত হয়েছেন।

প্রতিনিধিবৃন্দ আরও জানান, পাক দস্যুরা অতর্কিতে হামলা দিয়ে গ্রামবাসীদের হত্যা ও বাড়ীঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিয়েছে। আশ্রয়হীন অবস্থায় আর শীতে তাদের দুরবস্থা অবর্ণনীয়। তবুও তাদের একমাত্র কথা— আপনারা মুক্তিফৌজ নিয়ে শত্রুর ওপর প্রবলভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ুন এবং অনতিবিলম্বে সমগ্র দেশকে হানাদার শত্রু মুক্ত করে রাজধানী ঢাকার বুকে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড্ডীন করুন।

আমরা এটাও লক্ষ্য করেছি, গ্রামবাসীরা অধীর আগ্রহে স্বাধীন বাংলা রেডিওর সংবাদ শোনার জন্য রেডিও নিয়ে বসে থাকেন। তারা আমাদের একথাও জানান— আমরা ঢাকা বেতার কেন্দ্রের কোন অনুষ্ঠান শুনি না। প্রত্যেক গ্রামেই দেখলাম যুবক শ্রেণীর সংখ্যা খুবই কম। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম যুব সম্প্রদায় মুক্তিফৌজে ট্রেনিং নেবার জন্য বিভিন্ন যুদ্ধ শিবিরে চলে গেছেন। অনেক অভিভাবক সে কথা গর্বভরে আমাদের জানাতে এগিয়ে এলেন। পিছু হটে যাওয়া হানাদার শত্রুদের বাঙ্কারগুলিও আমরা পরিদর্শন করলাম। বিভিন্ন স্থানে আমাদের জওয়ানদের সাথে মিলে তাদের কর্মপদ্ধতিও লক্ষ্য করলাম। তাদের মুখে-চোখে দেখতে পেলাম এক অভূতপূর্ব বীরত্বব্যঞ্জক চিহ্ন যা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় শত্রুকে আমরা নির্মূল করেই ছাড়বো। প্রতিদিনই তারা শত্রু নিধন করে এগিয়ে যাচ্ছে আর হানাদার বাহিনী পিছু হটে চলেছে। বিদায়ের প্রাক্কালে তাদের প্রত্যেকের সাথেই হলো আমাদের গভীর মমতাভরা আলিঙ্গন আর তাদের হাতে তুলে দিলাম আমাদের সাথে নিয়ে যাওয়া তাদেরই সংগ্রামের ইতিহাসের জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি সাপ্তাহিক 'বাংলাদেশ' পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলাদেশ	২২ নভেম্বর, ১৯৭১	রাজাকারদের জন্য
১ম বর্ষ : ২২শ সংখ্যা		শেষ সুযোগ

রাজাকারদের জন্য শেষ সুযোগ

(নিজস্ব ভাষ্যকার)

বাংলার মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপকতা ও প্রচণ্ডতা বৃদ্ধির সাথে সাথে পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার পশুদের মনে এক বিভীষিকাময় আতঙ্কের কালো ছায়া রেখাপাত করেছে। স্বাধীনতামন্ত্রে দীক্ষিত মুক্তিযোদ্ধা ও গেরিলাদের অতর্কিত আক্রমণে পাক-বাহিনী দিশেহারা, সব শঙ্কিত। নিতান্ত প্রাণের দায়ে বা মুখ রক্ষার খাতিরে এরা আজ ভগ্ন মনে লড়ে যাচ্ছে। এরা এতই শঙ্কিত যে, যে কোন অভিযানে তাবেদার রাজাকার ছাড়া একপাও এগুতে সাহস পাচ্ছে না। রাজাকার নামক এসব 'বকরী'গুলো এতদিন খুঁটির জোরে বহু কুঁদেছে। আজ খুঁটি ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম দেখে বহু রাজাকার দলে দলে মুক্তিবাহিনীর কাছে অস্ত্রশস্ত্র সমেত আত্মসমর্পণ করে চলেছে।

পায়ের তলা থেকে যখন মাটি সরে যাচ্ছে, পালে যখন উল্টো হাওয়া বইতে শুরু করেছে তখন এদ্দিন যারা ধর্মীয় বিভ্রান্তি, প্রলোভন বা সাময়িক মোহের বশবর্তী হয়ে অথবা লুঠপাটের দরাজ সুযোগ লাভের জন্য সেনাবাহিনীর তল্পীবাহক হয়ে স্বজাতি নিধন যজ্ঞে, অগ্নিসংযোগ ও লুণ্ঠনে লিপ্ত ছিল তারা আজ সম্বিত ফিরে পাচ্ছে ক্রমশঃ। তাই দলে দলে এরা আত্মসমর্পণ করে চলেছে। রাজাকারদের কাছে শেষ সুযোগ এসেছে। এদের ভেবে দেখা উচিত কার জন্য বা কিসের জন্য এরা আত্মবলিদান করে চলেছে। একবারও কি এরা ভাবছে না যে স্বাধীন বাংলায় এদের কী অবস্থা হবে। বাঙ্গালী হয়ে বাঙ্গালীর প্রতি এই ক্ষমাহীন আচরণের জন্য তাদের শাস্তি পেতেই হবে। আর স্বদেশদ্রোহীতার বা স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধীদের একমাত্র শাস্তিই হলো মৃত্যুদণ্ড।

এখনও কিছু সময় বাকী আছে। আজ যদি এরা মুক্তাঞ্চলে চলে আসে, কৃতকর্মের অনুশোচনা করে, তবে আমরা তাদেরকে পথভোলা মানুষ বলে পরিপূর্ণ নাগরিকের মর্যাদা দেব। যার যা অস্ত্রশস্ত্র আছে তাই সমেত আত্মসমর্পণ করে আত্মপক্ষ সমর্থনের শেষ সুযোগ এসেছে রাজাকারদের কাছে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
রণাঙ্গন ★ ১ম সংখ্যা	১১ জুলাই, ১৯৭১	সম্পাদকীয়

সম্পাদকীয়

আমরা শান্তি চেয়েছিলাম, গণতন্ত্র চেয়েছিলাম আমরা, তাই অংশ নিয়েছিলাম নির্বাচনে। কিন্তু বর্বর ইয়াহিয়ার বিশ্বাসঘাতকতায় আমরা শান্তি হারিয়েছি, গণতন্ত্রের হয়েছে মৃত্যু। লক্ষ লক্ষ নারী, পুরুষ, শিশু জালিম হানাদারদের বেয়োনেটগুলির আঘাতে প্রাণ দিয়েছে, ইজ্জত দিয়েছে কিন্তু স্বাধীনতা ছাড়ে নাই। বাংলাদেশ আর বাঙ্গালী জাতি আজ স্বাধীন। মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় আমরা যে স্বাধীনতা হারিয়েছিলাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সেই স্বাধীনতা আমরা আবার ফিরে পেয়েছি। মুক্তিফৌজের বীর জোয়ানরা আমাদের স্বাধীনতা রক্ষায়, দীর্ঘ সাড়ে তিন মাস ধরে জীবনপণ লড়াই করে চলেছেন। ইতিহাসের শিক্ষা, বঙ্গবন্ধুর দীক্ষা আমাদের স্বাধীনতার লড়াই ব্যর্থ হবে না— ব্যর্থ হতে পারে না।

আমরা শান্তি চাই। কিন্তু কবরের শান্তি চাই না। এবার আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠা করবো— আঘাতের পর আঘাত হেনে, দস্যু হানাদারদের খতম করে। জয় বাংলা।

★ রণাঙ্গন : মুক্তিফৌজের সাপ্তাহিক মুখপত্র। সম্পাদক : রণদূত। টাঙ্গাইল জেলা মুক্তিফৌজের বেসামরিক দফতর থেকে প্রকাশিত। রণদূত সম্পাদকের ছদ্মনাম। পত্রিকাটি শত্রুসেনা পরিবেষ্টিত বাংলাদেশ হতে সাইক্লোস্টাইলে প্রকাশিত।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
রণাঙ্গন ২য় সংখ্যা	২৫ জুলাই, ১৯৭১	সম্পাদকীয় : (শেখ মুজিবের বিচার প্রসঙ্গ)

সম্পাদকীয়

বর্বর ইয়াহিয়ার সাম্প্রতিকতম ষ্টান্ট হল শেখ মুজিবের বিচার প্রসঙ্গ। গত চার মাস ধরে বঙ্গবন্ধু এক হিংস্র বর্বর পশুর শিকার। বাংলাদেশে সাধারণ জনগণ এক নারকীয় পরিস্থিতিতে দিন কাটাচ্ছেন, প্রাণ দিয়েছেন দশ লাখ লোক। গত চার মাস ধরে বিশ্বের কাছে এই বর্বরতা এবং দস্যুতার কাহিনী উদঘাটিত হয়েছে। ধীরে ধীরে পাকিস্তান সরকারের নামে দস্যু সরকার বিশ্বে তার বন্ধু হারিয়েছে। বৃটেন, কানাডা, রাশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, পশ্চিম জার্মানী, জাপান, ফ্রান্স বন্ধ করেছে সকল প্রকার সাহায্য। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পাকিস্তান এখন পুরোপুরি দেউলিয়া। বাংলাদেশের কলকারখানা পুরোপুরি বন্ধ, প্রধান অর্থকরী ফসল পাচ্ছে না সে। পাকিস্তানের উৎপাদনের সমস্তই তাদের সমকালীন কলোনী বাংলাদেশে রফতানী করতো। সেটাও বন্ধ। সুতরাং ইয়াহিয়া সরকারের অর্থনৈতিক অবস্থা দেউলিয়া। তাছাড়া ২১ মার্চের পরে যুদ্ধে প্রথম দিকে যে আবেগ আশ্রিত আন্দোলন বাংলাদেশে জন্ম নিয়েছিল, আজ আর তা নেই। আবেগ আর অস্ত্রহীন আন্দোলন দিয়ে যে এখন দেশ স্বাধীন করা সম্ভব নয়, মুক্তিফৌজ তা তার বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে অচিরেই বুঝতে পেরেছিল। সুতরাং অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা শিখতে হয়েছে তাকে। এভাবেই শক্তিশালী হয়েছে মুক্তিফৌজ। এই শক্তি সম্পর্কে ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তা যেমন তেমনি সমস্ত বিশ্বও সচেতন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিশ্বের কারো সঙ্গে আজ পর্যন্ত দেখা করতে দেয়নি। পশ্চিম পাকিস্তানের গণমনে ধুইয়ে উঠছে রক্তস্রোত। বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের মনে জ্বলছে রুদ্র বহ্নিশিখা। আর এসবেরই বিরুদ্ধে ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তা এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছেঁ। বঙ্গবন্ধুর বিচার করে মুক্তিফৌজের শক্তিকে আবেগ আপ্লুত করে দিয়ে সমস্ত বিশ্বের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে সে। আমেরিকান প্রেসিডেন্টের সঙ্গে গণচীনের বৈঠক প্রস্তাব এবং পাকিস্তানের ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকিও এই ষড়যন্ত্রের অংশ। কিন্তু ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তাকে আমরা সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই মুক্তিফৌজের শক্তিকে বিভ্রান্ত করা সমস্ত বিশ্বের পক্ষেও সম্ভব নয়। ইয়াহিয়ার ঔদ্ধত্যের জবাব আমরা বুলেটেই দেব। বিশ্বজনমতকেও আমরা জানিয়ে দিচ্ছি যদি ইয়াহিয়া বঙ্গবন্ধুর বিচার করতে চায় তাহলে বাংলার মুক্তিফৌজ এমন জবাব দেবে যাতে বিশ্ব শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
রণাঙ্গন	৮ আগস্ট, ১৯৭১	সম্পাদকীয় :
৩য় সংখ্যা		

সম্পাদকীয়

আমাদের মুক্তি সংগ্রামের বয়স মাত্র সাড়ে চার মাস। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব অর্জনের ইতিহাসে এটা একটা বেশী সময় নয়। তবে আমাদের শ্যামল আর পলি মাটির দেশ সোনার বাংলার চিরন্তন ঐতিহ্যবাহী মুক্তি সংগ্রামীরা চূড়ান্ত মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়েই যে অসম সাহস এবং অপূর্ব রণ-কৌশল প্রদর্শন করেছেন বিশ্বের সর্বকালের সর্বদেশের সর্বযুগের স্বাধীনতার ইতিহাসে তা সত্যই বিরল। সামান্যতম ক্ষতি স্বীকার না করেই আমাদের পরম গৌরব ও আশার তরী মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়েরা নাৎসী ইয়াহিয়ার বর্বর হানাদার বাহিনীর ৪৬ হাজারেরও বেশী পশু সেনাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। দখলদার বিদেশী বাহিনীর রসদ চলাচল বাধাগ্রস্ত করার জন্য শত শত সেতু, সড়ক, রেললাইন, কালভার্ট মুক্তি বাহিনীর বীর যোদ্ধারা বিধ্বস্ত করে ফেলেছেন। শত্রুর বিমান ভূপাতিত করেছেন বহু গানবোট ও স্পীডবোট পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছেন। প্রচুর রসদ, গোলাবারুদ, অস্ত্রশস্ত্র ও দলিলপত্র মুক্তিযোদ্ধাদের হস্তগত হয়েছে। অফিসারসহ হাজার হাজার বর্বর তাতার পাকসেনা বন্দী হয়েছে, আত্মসমর্পণ করেছে অনেকে। হাজার হাজার দস্যুসেনা গুরুতররূপে আহত অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। প্রতি দিন প্রতি মুহূর্তেই মুক্তিবাহিনীর কাছে নতুন সাফল্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হচ্ছে। সংগ্রামী বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মুক্তিপাগল মানুষ বীর মুক্তিসংগ্রামীদের সাথে একাত্ম হয়ে লড়ে চলেছেন। মুক্তিবাহিনীর এই অভূতপূর্ব সাফল্যে তাদের প্রতি আমরা জানাই হৃদয় নিংড়ানো শ্রদ্ধা এবং সংগ্রামী অভিনন্দন। জয় বাংলা।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
রণাঙ্গন ৬ষ্ঠ সংখ্যা★	২৪ অক্টোবর, ১৯৭১	সম্পাদকীয় :

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশে আজ যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা চলছে। এ খেলা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শত্রু হননের খেলা। এ খেলা পাকিস্তানী বর্বর হানাদার সেনাদের খতম করে বাংলাদেশকে মুক্ত করার খেলা। এ খেলায় জয় আমাদের অনিবার্য, কেননা আমরা সত্য, ন্যায় এবং স্বাধীনতার পক্ষে যুদ্ধ করছি। আমাদের পক্ষে রয়েছে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ এবং বিশ্বের বিবেকশালী অগণিত জমতা। আমাদের পক্ষে রয়েছেন বিশ্ব মানবের প্রতিপালক মহাশক্তিশালী আল্লাহ। অপর পক্ষে আছে পাকিস্তানী বর্বর দস্যু বাহিনী এবং সাম্রাজ্যবাদী পশুশক্তি। ওদের জয় হতে পারে না। ওদের যদি জয় হয় তাহলে সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশবাদের করাল গ্রাসে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, বিশ্ব ইতিহাস মিথ্যা হয়ে যাবে। সভ্যতার হবে চরম অপমান।

তা হচ্ছে না। জয় ওদের হচ্ছে না। জয় আমাদের। প্রতিটি আগামীকাল আমাদের রণক্ষেত্রের বিজয়ের সংবাদ নিয়ে আসছে। আমাদের আরো উদ্দীপনা নিয়ে যুদ্ধ করে যেতে হবে, বিজয়কে আরো ত্বরান্বিত করতে হবে। আঘাতের পর আঘাত হেনে দস্যু পশুশক্তির বিষদাঁত ভেঙে দিতে হবে, চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে হবে। বাংলার বীর যোদ্ধারা, বাংলা মুক্তিকামী সৈনিকেরা। তোমরা আরও শক্তি নিয়ে এগিয়ে চলো। দুর্বারগতিতে এগিয়ে চলো। নিঃশেষ করে দাও তোমাদের শেষ শত্রুদের। বাংলার মানুষ তোমাদের সাথে, বিশ্ব বিবেক তোমাদের সাথে, পরম শক্তিশালী আল্লাহ তোমাদের সাথে। গুলির আওয়াজ, আঘাতের প্রচণ্ডতায় ছিনিয়ে নাও তোমাদের স্বাধীনতা। জয় বাংলা।

★ ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ও পাবনা জেলা মুক্তি বাহিনীর বেসামরিক দপ্তর থেকে প্রকাশিত, পত্রিকাটির মূল সংখ্যায় এই উল্লেখ রয়েছে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
রণাঙ্গন ৬ষ্ঠ সংখ্যা	২৪ অক্টোবর, ১৯৭১	বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করেই হাতিয়ার ছাড়বো

বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করেই হাতিয়ার ছাড়বো

টাঙ্গাইলের মুক্ত এলাকার জনসভায়
বীর কাদেরের ভাষণ :

মুজিবনগর থেকে ফেরার পর মুক্ত এলাকার কোন এক অঞ্চলে প্রথম জনসভায় জনাব কাদের ভাষণ দিচ্ছিলেন। ২২শে অক্টোবর মাহে রমজানের প্রথম দিনে বেলা ৩-১০ মিনিটে মওলানা জয়নুল আবেদীন হাদীর কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে এই জনসভার শুভ-সূচনা হয়।

যুদ্ধ এখনও শুরু হয়নি :

জনাব সিদ্দিকী তাঁর ভাষণে বলেন— বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামের প্রায় সাত মাস অতিবাহিত হতে চলেছে। এ যুদ্ধ নয়— প্রস্তুতি মাত্র। ২৩ বৎসরের প্রস্তুতি নিয়ে ২৫শে মার্চের রাত্রে ওরা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আমরা ৭ মাসের প্রস্তুতিতে এখন যুদ্ধ করবো।

জনসাধারণ করিয়ে দেয় :

মুজিবনগরে বিভিন্ন সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে— যোগাযোগ এবং খাদ্য কে দেয়? আমি বলেছি যখন দূরালাপনী ছিল না, তখন জনসাধারণ যেভাবে যোগাযোগ করিয়ে দিত, আমাদের বেলায়ও তাই-ই হইতেছে। সাধারণ মানুষের খবার আমার খাবার।

আপোষ হতে পারে না :

বাঙলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ যাকে নেতা বলে স্বীকার করেছেন, তাঁকে কারাগারে রেখে জালিমের হাতে কামান রেখে কোন আপোষ হতে পারে না।

বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করেই হাতিয়ার ছাড়বো :

জনাব সিদ্দিকী বলেন— '৫২-র ভাষা আন্দোলনে, '৬২-র শিক্ষা কমিশন আন্দোলনে '৬৯-র গণজোয়ারে, '৭০-র নির্বাচনে আমরা জয়ী হয়েছি। '৭১-র এ যুদ্ধেও আমরা জয়ী হব। বঙ্গবন্ধুকে যে কোন কারাগারেই রাখা হউক না কেন, তাকে মুক্ত করেই ছাড়বো।

এখনও সময় আছে :

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে তিনি বলেন— আত্মসমর্পণ করা হলে দালাল এবং রাজাকারদের এখনও ক্ষমা করা হবে।

ধৈর্যশীল হতে হবে :

জনগণকে আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন— আপনারা ধৈর্য ধরেন। দেশ-স্বাধীন হতে আর বেশী বিলম্ব নেই। আপনারা পাট বিক্রি করতে পারবেন। তবে পাট ক্রেতাকে মণপ্রতি এক টাকা করে মুক্তিবাহিনীতে চাঁদা দিতে হবে।

ঢাকা-টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ ও পাবনার বেসামরিক প্রধান তার জ্ঞান গম্ভীর ভাষণে বলেন—

বাংলাদেশের বুক থেকে হানাদারদের খতম না করা পর্যন্ত এ যুদ্ধ চলবে। ত্যাগ-তিতীক্ষা স্বীকার করেই আমরা যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছি। কারো ধার করা স্বাধীনতা আমরা চাই না। আমরা গাজী হয়ে যুদ্ধ শুরু করেছি গাজী হয়েই যুদ্ধ শেষ করবো। বঙ্গবন্ধুকে হানাদার গোষ্ঠীর কারাগার থেকে ছিনিয়ে আনবই আনব।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
স্বাধীন বাংলা★	১২ জুলাই, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ৭ম সংখ্যা		

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ আজ ১০০টি দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। বীর মুক্তিবাহিনীর ব্যাপক আক্রমণে হানাদার পাক সেনারা ভূত দেখার মত আঁতকে উঠছে। তাদের অবস্থা এখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। ভীত সন্ত্রস্ত পাক জঙ্গীরা ক্যান্টনমেন্ট-এর বাইরে বেরুতে সাহস পাচ্ছে না। শুধু কী তাই? নিজেদের মধ্যে শুরু হয়েছে কোন্দল। সাধারণ একজন সৈনিক একজন মেজরের আদেশ ঘৃণাচ্ছলে অমান্য করছে। এক মাস যুদ্ধ করার নামে জঙ্গী শাসক ইয়াহিয়া যে তাণ্ডবলীলা শুরু করেছেন, তাতে অনেক সৈনিক-ই বিরক্ত বোধ করছে। তারা চঞ্চল হয়ে পড়েছে দীর্ঘদিন ছেড়ে আসা মা-ভাই-স্ত্রী-পুত্রদের অদর্শনে। ওদিকে বেলুচ সৈন্যরা নরহত্যা করতে অস্বীকার করায় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে প্রায় ৫ পাঁচ হাজার বেলুচ ও পাঞ্জাবী সেনাদের মধ্যে মাঝে মাঝেই যে যাকে পারছে সুযোগ অনুযায়ী হত্যা করছে।

নদীমাতৃক বাংলাদেশ বর্ষার আগমনে ঝল-মল করছে। চারিদিকে জলে জলাকার। রাস্তাঘাট কর্দমাক্ত, গাড়ি-ঘোড়া আর চলছে না। প্রকৃতি দেবী বর্বর পাক-জঙ্গীর অমানুষিক অত্যাচারে অত্যাচারিত সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর দুরবস্থায় ম্রিয়মানা। বাংলার পশু-পাখীও ভুলে গেছে তাদের কূজন। বনে-জঙ্গলে আর শোনা যায় না কোকিলের কুহুতান। বাংলার পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনতে বাংলার যুবক আজ বদ্ধপরিকর। তাই দিকে দিকে তাদের আক্রমণে পাক সেনারা যথেষ্ট নাজেহাল হচ্ছে। বিভিন্ন এলাকায় সেতু ধ্বংস করে দিয়ে তাদের চলাচলে যে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে তাতে পাক সৈন্যরা কোন কূল-কিনারা পাচ্ছে না। বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, পাক সেনারা আজ এমনই এক অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে যে তারা আজ "চাচা আপন পরান বাঁচা" মানে মানে কোন প্রকারে পৈতৃক প্রাণটা বাঁচানোর তাগিদেই অস্থির হয়ে পড়েছে।

এদিকে বর্ষার অপেক্ষায় অপেক্ষমান মুক্তিবাহিনী এই সুযোগের অপেক্ষাই করছিল। তারা আজ দেশ মাতৃকাকে শত্রু কবল থেকে মুক্ত করবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং ইতিমধ্যে প্রায় ৩০ হাজার পাক সেনাকে খতমও করেছে। চট্টগ্রাম, টাংগাইল, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোহর, রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুরসহ বহু অঞ্চল আজ মুক্তি বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। হিসাব মোতাবেক

★ স্বাধীন বাংলা (সোনারদেশ) ঃ স্বাধীন বাংলার সাপ্তাহিক মুখপত্র। প্রতিষ্ঠাত্রী সম্পাদিকা : মিসেস জাহানারা কামারুজ্জামান। সম্পাদক : এস, এম, এ, আলমাহমুদ চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং বলাকা প্রেস জামানগঞ্জ, রাজশাহী, বাংলাদেশ হতে এম, এ, মজিদ কর্তৃক মুদ্রিত।

দেখা যায় বাংলাদেশের প্রায় তিন অংশ আজ মুক্তি বাহিনীর দখলে। অল্পদিনের মধ্যে হয়তো বাকী অংশ দখল হয়ে যাবে।

তাই পরিশেষে সেই সব পাকিস্তানের শক্ত কেন্দ্রের দাবীদারদের বলতে হয়— হে বাংলার দরদী বন্ধুরা তোমরা. তোমাদের শক্ত কেন্দ্র নিয়ে থাক। তোমাদের সৃষ্ট ঐ সখের পাকিস্তানকে বাংলার জনগণ অনেক আগেই কবর দিয়ে তার মৃত আত্মার সদগতির জন্য তামদারী ও দোয়া দরুদ পড়ে সবই শেষ করে দিয়েছে। চিন্তা করনা, যেটুকু বাকী আছে তাও অতি শীঘ্রই শেষ করে দেবে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
স্বাধীন বাংলা	১২ জুলাই, ১৯৭১	বাংলার নারীদের বাঁচান
১ম বর্ষ : ৭ম সংখ্যা		

বিশ্বের নারী সমাজের প্রতি অন্তিম আবেদন
বাংলার নারীদের বাঁচান

[এম, এ, জলিল (বার্তা সম্পাদক) পরিবেশিত]

যশোহর ১০ই জুলাই ঃ—

বাংলাদেশে পাক সেনার অধিকৃত অঞ্চলসমূহে প্রতিদিন কামান্ধ তথাকথিত ইসলামভক্ত পাকিস্তানী হানাদাররা অবলা নিষ্কলঙ্কিনী মা-বোনদের ওপর সীমাহীন পাশবিক আচরণ ও অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। তারই একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে এই বধূটি★। একমাত্র সন্তানের জননী এই বধূ। (নগ্নাবস্থার জন্য তাঁর পরিচয় দে'য়া হ'ল না) ঘর-বাড়ী তাঁদের বহু পূর্বেই পাক দস্যুরা ধ্বংস করে দেয়ায় গ্রামের অন্যান্যদের সাথে তাঁর পরিবারও আশ্রয় নিয়েছিলেন একটি স্কুল গৃহে। খাবার সংস্থানও নেই। সারাদিন অনাহারে থেকে বহু কষ্টে ৬ মাসের শিশুর জন্য একটু দুধ সংগ্রহ করে খরকুটো দিয়ে গরম করছিলেন তিনি। ক্ষিদেয় কাতর তাঁর একমাত্র নয়ন মণি আকাশ ফাটা চিৎকার করছিল। তাড়াতাড়ি দুধটুকু গরম করতে তিনি ব্যস্ত। হঠাৎ কান্না-কাটির সোরগোলে তাঁর সংগৃহীত দুধটুকু ছল্‌কে পড়ে যায়। দু'গাড়ী পাক-পশু ঢুকে পড়ে ঘরে। যুবতী মেয়েদের রেখে বাকীগুলোকে ঘর থেকে বের করে দেয় তারা। তারপর শুরু করে অকথ্য অত্যাচার। বর্বরেরা বলপূর্বক টেনে-হিঁচড়ে তাঁর দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় ঘরের বাইরে। চিৎকার করে কেঁদে উঠতেই বেয়নেটের এক খোঁচায় চিরনিদ্রায় ঘুম পাড়িয়ে দিল অবোধ শিশুকে। উন্মাদিনী মাতা তার সন্তানের কাছে ছুটে যেতে বাধা পেলেন। তিনি তখন এক পশুর বাহু বন্ধনে আবদ্ধ। ইজ্জত বাঁচানোর তাগিদে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করলেন তিনি তার সুতীক্ষ্ণ দন্তরাশি। কামড়ে ধরলেন পশুটির একটি হাত। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে হাত সরিয়ে নিল বর্বরটি। এই সুযোগে দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। শিকার পালিয়ে যাওয়ায় যন্ত্রণার কথা ভুলে গিয়ে কামোন্মাদ পশু ঝাঁপিয়ে পড়ল শিকার ধরতে। সহকর্মীর শিকার ধরতে এগিয়ে এল আরও ৮ জন পাক দস্যু। ব্যর্থ হ'ল নিষ্পাপ রমণীর ইজ্জৎ বাঁচানো। পশু-শক্তির কাছে হেরে গেলেন তিনি। শুরু হ'ল অকথ্য অত্যাচার ও ধর্ষণ। ৯ জন পশুর অত্যাচারে শোণিত ধারা বয়ে চললো— জ্ঞান হারালেন তিনি।

ঘণ্টা দুয়েক পর বর্বরেরা চলে গেলে লুক্কায়িত দুজন ব্যক্তি ছুটে এল সেখানে। একজন ডাক্তারের আপ্রাণ চেষ্টাতে তাঁর জ্ঞান ফিরে এলো ক্ষণিকের জন্য। নির্দোষ খোকনের কথা স্মরণ করে হত্যাকারীদের বিচার প্রার্থনা করে আই,এ, পাশ এই বধূ তথা নারী কল্যাণ সমিতির সম্পাদিকা বিশ্বের নারী সমাজের কাছে রেখে গেলেন তাঁর জীবনের শেষ আকুল

★ ছবি। ক্যাপশনে লিখা রয়েছে—৯জন পাক পশু সেনার ধর্ষণে মৃত রমণী। তাঁর হাতের চুরিগুলো এখনো বলছে, "আমি ঘরের বৌ ছিলাম"

আবেদন— "হে বাংলার নারী তোমরা বিশ্ব বিবেক জাগ্রত কর, বর্বর পাক-দস্যুদের হাত থেকে লক্ষ লক্ষ মা-বোনদের প্রাণ ও ইজ্জত রক্ষা কর, রক্ষা কর আমার-তোমার দেশমাতৃকাকে। চোখ মুদে এল তাঁর। নিমিষে সব কিছু শেষ হয়ে গেল। সমস্ত গ্রাম জুড়ে নেমে এলো শোকের ছায়া। বর্বরদের ভয়ে জনশূন্য হয়ে গেল গ্রামটি। সৎকারের অভাবে তাঁর দেহ হয়তো এখন শৃগাল কুকুরের উদর পুর্ত্তিতে পরিণত হয়েছে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
মুক্তিযুদ্ধ★	১৮ জুলাই, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ২য় সংখ্যা		ইয়াহিয়া চক্রের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করুন

সম্পাদকীয়

ইয়াহিয়া চক্রের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করুন

বাঙলাদেশের জনগণ যখনই কোন অধিকারের জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন, তখনই পাকিস্তানের গণ দুশমন শাসকবৃন্দ জনগণের ওপর তীব্র দমননীতির সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি সাম্প্রদায়িক জিগির তুলিয়া গণমনে নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছে। ১৯৫২ সনে মাতৃভাষার মর্যাদার জন্য গৌরবময় গণসংগ্রামের সময়ে গণ-বিরোধী সরকার একদিকে যেমন ঢাকার রাজপথ বরকত, সালাম প্রমুখ শহীদদের রক্তে রঞ্জিত করিয়াছিল, তেমনি অন্য দিকে ঐ সংগ্রাম 'পাকিস্তান ভাঙার জন্য হিন্দুদের কারসাজি' 'সীমানার অপর পার হতে উস্কানির ফল' প্রভৃতির জিগির তুলিয়া গণমনে নানাপ্রকার সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টি করিতেও প্রয়াস পাইয়াছিল।

১৯৫৪ সনে, যখন বাঙলাদেশের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের হাতে শাসক মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটিয়াছিল, ১৯৬২ সনে, যখন ছাত্র সমাজের মৃত্যু-ভয়হীন সংগ্রামে স্বৈরাচারী আয়ুবশাহীর ভিত কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, ১৯৬৬ সনে, যখন আওয়ামী লীগের ৬ দফার সংগ্রামে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের হাজার হাজার শ্রমিক ও শহরের গরীব বুক ফুলাইয়া সশস্ত্র পুলিশের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ১৯৬৮-৬৯ সনে, যখন বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানে সম্মিলিত গণ-অভ্যুত্থানের ফলে 'লৌহ মানব' আয়ুব খান ধরাশায়ী হইয়াছিল এবং শ্রমিক কৃষকদের অনেক সংগ্রামের সময়েও গণ-বিরোধী শাসকগোষ্ঠী জনগণের ওপর তীব্র দমননীতির সঙ্গে সঙ্গে ঐরূপ হিন্দু-বিরোধী ও ভারত বিরোধী জিগির তুলিয়াছিল। ইহা ছাড়া জনগণের ভিতর বিভেদ সৃষ্টির জন্য শাসক-গোষ্ঠী সময়ে সময়ে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও বাধাইয়াছিল।

বস্তুতঃ বাঙলাদেশের জনগণকে পায়ের তলায় রাখার জন্য পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী গত ২৩ বৎসর ধরিয়াই জনগণের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড দমননীতি এবং ভারত-বিরোধী জিগির তথা সাম্প্রদায়িক বিভেদ নীতি— এই দুইটি মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছে।

মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য আমাদের বর্তমান মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধেও শয়তানের দোসর ইয়াহিয়া-চক্র এ অস্ত্রগুলি প্রয়োগ করিতেছে। ২৫ শে মার্চ মধ্যরাত্রি হইতে ঐ হিংস্র, পশুর

★ মুক্তিযুদ্ধ : সাপ্তাহিক। পূর্ব পাকিস্তানের (বাঙলাদেশের) কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র পূর্ব পাকিস্তানের (বাঙলাদেশের) কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত ও মুক্তিযুদ্ধ প্রেস বাঙলাদেশ হতে মুদ্রিত।

দল বাঙলাদেশে নজিরবিহীন গণহত্যা, ব্যাপক নারীধর্ষণ প্রভৃতি নারকীয় কাজকর্ম অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করিতে শুরু করিয়াছে যে, 'ভারত হতে অনুপ্রবেশকারী দুষ্কৃতকারীরাই' নাকি বাঙলাদেশে গোলমাল বাধাইয়াছে।

বাঙলাদেশের জনগণ প্রত্যক্ষভাবে দেখিতেছেন ও বুঝিতেছেন যে, বিদ্রোহী ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই,পি,আর, প্রভৃতির লোকজন এবং এই দেশের বহু তরুণদের নিয়াই গঠিত হইয়াছে আজিকার মুক্তিফৌজ। বাঙলাদেশের মাটি হইতেই মুক্তিফৌজ জন্ম নিয়াছে। এই মুক্তিফৌজই আজ গণ-সমর্থন নিয়া ইয়াহিয়াচক্রের দস্যু বাহিনীর বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতার জন্য অসম সাহসিক সংগ্রাম চালাইতেছেন। বাঙলাদেশের স্বাধীনতার জন্য এ সংগ্রাম হইল এই দেশের জনগণের সংগ্রাম।

কিন্তু দুনিয়ার চোখে আমাদের এই মহান ও ন্যায্য সংগ্রামকে কলঙ্কিত করার জন্য ইয়াহিয়া-চক্র আজ মুক্তিফৌজকে 'ভারত হইতে অনুপ্রবেশকারী এবং স্বাধীনতার গণ-সংগ্রামকে 'ভারতের হস্তক্ষেপ' বলিয়া চিত্রিত করার চেষ্টা করিতেছে।

ইহা ছাড়া ঐ পশুর দল, যাহারা, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে জনগণকে হত্যা করিয়াছে, ধর্ম নির্বিশেষে বাংলাদেশের অগণিত নারীর ইজ্জত হানি করিয়াছে, তাহারা জনগণের মুক্তি সংগ্রামের ভিতর সাম্প্রদায়িক বিষ সৃষ্টির জন্য গুণ্ডা বদমায়েশদের জমায়েত করিয়া উহাদের দ্বারা কতকগুলি স্থানে বাছিয়া বাছিয়া নিরীহ হিন্দুদের ঘরবাড়ী লুট করাইতেছে ও তাহাদের দেশ ছাড়া করিতেছে। ঐ দস্যুর দল তাহাদের পোষা গুণ্ডাশ্রেণীর অবাঙ্গালীদের/বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধেও লেলাইয়া দিতেছে, যাহাতে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ বাঙ্গালী অ-বাঙ্গালী সংঘর্ষের খাতে চলিয়া যায়।

আগামী দিনে মুক্তি যুদ্ধ যখন আরও দুর্বার হইয়া উঠিবে, মুক্তি ফৌজের মারের চোটে হানাদার বাহিনী যখন পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করিবে তখন ইয়াহিয়াচক্রের ঐ সব চক্রান্ত আরও বৃদ্ধি পাইবে। তারা আরও তারস্বরে ভারতের হস্তক্ষেপ বলিয়া চিৎকার করিতে থাকিবে এবং সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য আরও বেশী করিয়া তৎপর হইবে। এমনও হইতে পারে যে, মুক্তিফৌজের ও জনগণের হাতে ভরাডুবি আসন্ন দেখিয়া দস্যু ইয়াহিয়াচক্র 'ভারতের সশস্ত্র আক্রমণের' এক মিথ্যা কাহিনী বানাইয়া পাক-ভারত সংঘর্ষ বাধাইয়া গণ-মনে প্রবল বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার প্রয়াসী হইতে পারে।

আমরা মনে করি যে, পাক-ভারত সংঘর্ষ বাধাইয়া বাঙলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিনষ্ট করার কুমতলব নিয়াই মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদী দস্যুরা তাহাদের সহযোগী ইয়াহিয়াচক্রকে এই সময়ে আবার প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র দিতেছে।

বাঙলাদেশের জনগণকে আজ বিদেশী ও দেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের ঐ সব চক্রান্ত সম্পর্কে হুঁশিয়ার হইতে হইবে। অতীতে গণ-বিরোধী শাসকগোষ্ঠী সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত বিরোধে এবং পাক-ভারত উত্তেজনা সৃষ্টির উস্কানী সত্ত্বেও বাঙলাদেশের জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে নিজেদের অধিকারসমূহের সংগ্রাম চালাইয়া গিয়াছেন। মুক্তিযুদ্ধেও জনগণ অপূর্ব একতার পরিচয় দিয়াছেন। তাই আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, ইয়াহিয়াচক্র ও মার্কিনী

সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধ বিনষ্ট করার জন্য যে সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত হানাহানি এবং পাক-ভারত সংঘর্ষ বাধাইবার জুয়াখেলায় মাতিয়াছে বাঙলাদেশের স্বাধীনতাকামী জনগণ তাহাতে বিভ্রান্ত হইবেন না। আমরা বিশ্বাস করি যে, সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী ইয়াহিয়াচক্র যত শয়তানীই করুক, জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাঙলাদেশের শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র জনতা মুক্তিযুদ্ধে তাহাদের অটুট একতা রক্ষা করিবেন এবং দস্যুদলের সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া মুক্তি যুদ্ধকে জয়ী করিবেন।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
মুক্তিযুদ্ধ	২৫ জুলাই, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ৩য় সংখ্যা		মুক্তিসংগ্রামের বিজয়ের স্বার্থে

<u>সম্পাদকীয়</u>

মুক্তিসংগ্রামের বিজয়ের স্বার্থে

বাঙলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের চার মাস পূর্ণ হইল। চব্বিশ ঘণ্টা, আটচল্লিশ ঘণ্টা বা এক সপ্তাহের মধ্যে বাঙলাদেশকে পদানত করা সম্ভব হইবে, এই হিসাব নিয়া যাহারা বাঙলাদেশে সামরিক অভিযান শুরু করিয়াছিল ইসলামাবাদের সেই জঙ্গী শাসকদের মুখে ছাই দিয়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশ দৃঢ়পণ লড়াই চালাইয়া যাইতেছে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে একের পর এক গৌরবময় বিজয় অর্জন করিয়া চলিয়াছে। বাঙলাদেশের জনগণ স্বাধীনতার দাবীতে ঐক্যবদ্ধ ও আপোষহীন এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত। ইয়াহিয়ার দস্যুবাহিনীর অবর্ণনীয় অত্যাচার ও নৃশংস গণহত্যা সত্ত্বেও দেশবাসীর মনোবল অটুট রহিয়াছে— অত্যাচার-উৎপীড়ন শত্রুর বিরুদ্ধে ঘৃণা ও প্রতিরোধের সংকল্পকে আরও সুদৃঢ় করিতেছে মাত্র। পক্ষান্তরে ইয়াহিয়ার দস্যু-দলের সামনে খুন ও লুণ্ঠন ছাড়া কোন উদ্দেশ্য নাই— ইহাদের শৃঙ্খলা ও মনোবল একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে এবং শোচনীয় পরাজয় অবধারিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রতিটি রণাঙ্গণে মুক্তিফৌজের হাতে মার খাইয়া ইহারা দিশাহারা হইয়া পালাইবার পথ পাইতেছে না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রবর্গ, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং দুনিয়ার অন্যান্য গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তি বাংলাদেশের সমর্থনে ক্রমেই অধিক হইতে অধিকতর সোচ্চার ও সক্রিয় হইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সামনে কোন সমস্যা নাই একথা বলা আত্মসন্তুষ্টি ও আত্মপ্রবঞ্চনার নামান্তর হইবে। এই সমস্যাগুলিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করা এবং উহাদের সমাধানের জন্য বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া একান্ত জরুরী। সমস্যাগুলিকে উপেক্ষা করিয়া নয়, উহাদের যথাযথ সমাধানের মাধ্যমেই মুক্তিসংগ্রামকে দ্রুত চূড়ান্ত ও নিশ্চিত সাফল্যের পথে অগ্রসর করিয়া লওয়া সম্ভব।

বাঙলাদেশের সংগ্রামী শক্তিগুলির সমবায়ে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠিত না হওয়ার দরুন যুদ্ধপ্রয়াসে যে সব বিঘ্ন সৃষ্টি হইতেছে, সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে 'মুক্তিযুদ্ধে' সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

মুক্তিফ্রন্ট গতি না হওয়া পর্যন্ত সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে আওয়ামী লীগ দলীয় পরিষদ সদস্যবর্গ ছাড়াও যাহাতে অন্যান্য সংগ্রামী দলের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের সুপারিশ পত্র লইয়া মুক্তিফৌজে যোগ দেওয়া যায় উহার ব্যবস্থা অবিলম্বে করা দরকার। দ্বিতীয়তঃ বাঙলাদেশের অভ্যন্তরে গোপন সংগ্রাম কমিটিগুলি যাহাতে সকল সংগ্রামী দলের প্রতিনিধিদের লইয়া

ঐক্যবদ্ধ সংগঠন হিসাবে গড়িয়া উঠিতে পারে সেজন্যও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার।

বাঙলাদেশের যে হাজার হাজার ছাত্র-যুবক মুক্তি বাহিনীতে যোগদানের উদ্দেশ্যে আগাইয়া আসিতেছে তাহাদের ট্রেনিংয়ের সুযোগ-সুবিধা আরও উন্নত ও সম্প্রসারিত করিতে হইবে এবং রাজনৈতিক বা মতাদর্শগত কারণে কাহারও বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করা চলিবে না।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ইয়াহিয়াচক্রকে অস্ত্র ও অর্থ দিয়া সাহায্য করার যে নির্লজ্জ নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে উহার পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলাদেশ সরকারের বৈদেশিক নীতির পুর্ণর্মূল্যায়ন আবশ্যক। মানবতার নামে আবেদন জানাইয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের 'হৃদয় পরিবর্তন' করা যাইবে এই রূপ চিন্তা বাঙলাদেশ সরকার কিম্বা গণতান্ত্রিক শিবিরের কোন অংশে এখনও থাকিয়া থাকিলে অবিলম্বে উহা দূর করা দরকার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শুধু অস্ত্র সরবরাহই নয়, প্রয়োজন হইলে ভিয়েতনামের এই খুনী যে বাঙলাদেশে গণহত্যাকারীর সপক্ষে অস্ত্রধারণ করিতেও দ্বিধা করিবে না উহার ইঙ্গিত ইয়াহিয়া খানের সাম্প্রতিক হুমকিতে স্পষ্ট। পক্ষান্তরে বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিবর্গ বাঙলাদেশের সমর্থনে উত্তরোত্তর আগাইয়া আসিতেছেন এই পটভূমিকায় বাঙলাদেশ সরকারের বৈদেশিক নীতিকেও ঢালিয়া সাজাইতে হইবে এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের হৃদয় পরিবর্তনের চেষ্টার পরিবর্তে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিগুলিকে বাঙলাদেশের পক্ষে আরও সক্রিয়ভাবে টানিয়া আনার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
মুক্তিযুদ্ধ ১ম বর্ষ : ৩য় সংখ্যা	২৫ জুলাই, ১৯৭১	সামরিক আদালতে মুজিবের বিচার

সামরিক আদালতে মুজিবের 'বিচার'

অভিযোগ প্রমাণিত হইলে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে— ইয়াহিয়া

(বিশেষ প্রতিনিধি)

ইসলামাবাদের সামরিক-চক্র কর্তৃক গণপ্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশ সরকারের প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের সামরিক আদালতে 'বিচারের' চক্রান্ত দেশবাসী ও রাজনৈতিক মহলে তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। সকল মহল ইহাকে 'বে-আইনী' ইসলামাবাদ গোষ্ঠীর অধিকার বহির্ভূত এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আর একটি ষড়যন্ত্রমূলক কার্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। উল্লেখযোগ্য যে, শেখ মুজিব বর্তমানে ইয়াহিয়ার হাতে বন্দী।

বিবিসি প্রচারিত এক খবরে ফাইনান্সিয়াল টাইমস পত্রিকার সংবাদের বরাত দিয়া বলা হয় ইয়াহিয়া উক্ত পত্রিকার প্রতিনিধিদের জানাইয়াছে যে শীঘ্রই শেখ মুজিবর রহমানকে বিচারের জন্য সোপর্দ করা হইবে। এই বিচার সামরিক আাদালতে গোপনে অনুষ্ঠিত হইবে। ইয়াহিয়া নাকি আরও বলে যে, শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে উহা প্রমাণিত হইলে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

বাঙলাদেশ সরকারের অস্থায়ী সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং ভারত, চীন, বৃটেন, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতির প্রধানমন্ত্রীদের কাছে শেখ মুজিবের নিরাপত্তা ও মুক্তির ব্যাপারে হস্তক্ষেপের জন্য আবেদন জানাইয়া তারবার্তা প্রেরণ করিয়াছেন।

কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপের নেতৃবৃন্দ ইয়াহিয়া গোষ্ঠীর এই সিদ্ধান্তের নিন্দা করিয়া বলেন যে, ইহাতে বিচার নয়, বিচারের প্রহসন করিয়া শেখ মুজিবকে হত্যার ষড়যন্ত্র মাত্র। তাঁহরা বলেন, ইয়াহিয়ার এই চক্রান্তও তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ন্যায় একই পরিণতি লাভ করিবে।

কমিউনিস্ট পার্টির জনৈক মুখপাত্র বলেন, শেখ মুজিবর রহমানের বিচার করার কোন অধিকার ইয়াহিয়া চক্রের নাই।

উল্লেখযোগ্য যে, কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভায় সম্প্রতি শেখ মুজিবর রহমানের বিনাশর্তে মুক্তি দাবী করা হয়।

আজাদের নিজস্ব বার্তা পরিবেশক জানান :

শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে মামলায় সাক্ষ্যদানের জন্য সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দারা ঢাকার সাংবাদিকদিগকে পীড়ন করিতেছে। বিভিন্ন পত্রিকার বার্তা সম্পাদক, বার্তা পরিবেশক, আলোকচিত্র শিল্পী প্রভৃতিকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়া গিয়া শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ সংক্রান্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর আদায় করা হইতেছে। কতকগুলি দালাল সংবাদপত্র এ ব্যাপারে সোৎসহে সহযোগিতাও করিতেছে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
মুক্তিযুদ্ধ	১ আগস্ট, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা		সংগ্রামী দেশবাসীর প্রতি

সম্পাদকীয়

সংগ্রামী দেশবাসীর প্রতি

বাংলাদেশের বীর জনগণকে মুক্তি সংগ্রামের একনিষ্ঠ সাথী হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টি জানায় বিপ্লবী অভিনন্দন। দেশপ্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ জনগণের ঐক্য, সাহস ও সংগ্রামী মনোবল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সবচেয়ে বড় শক্তি। জনগণের বিজয় অবশ্যম্ভাবী, জনগণের ঐক্যবদ্ধ শক্তি অপরাজেয়— এই দৃঢ় প্রত্যয় লইয়াই কমিউনিস্ট পার্টি অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির সহিত কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করিতেছে।

দস্যু সর্দার ইয়াহিয়া খানের জল্লাদ বাহিনী গত চার মাস ধরিয়া বাংলাদেশে যে নৃশংস গণহত্যা ও পৈশাচিক বর্বরতা চালাইয়া আসিতেছে ইতিহাসে উহার নজির সত্যই বিরল। ইতিহাসে আমরা বহু অত্যাচার-উৎপীড়নের কাহিনী পড়িয়াছি কিন্তু একটা নিরস্ত্র জাতিকে পৃথিবীর বুক হতে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়ার এই দানবীয় প্রচেষ্টার দৃষ্টান্ত কদাচিৎ দেখা যায়। কিন্তু ইয়াহিয়া বাহিনীর অত্যাচারের যেমন তুলনা নাই, তেমনি বাংলাদেশের গণ-জাগরণও অতুলনীয়। স্বাধীনতার দাবিতে এরূপ একতার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। মুক্তি সংগ্রামের শুরু হইতে শতকরা একশ জনই স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বপক্ষে— প্রতিটি দেশবাসীই স্বাধীনতার সৈনিক। ১৯৪৭ সালে বৃটিশ সরকার এদেশের জনগণের মধ্য হইতে যতটা বিচ্ছিন্ন ছিল, ইয়াহিয়া শাহী আজ বাংলাদেশের জনগণের সকল শ্রেণী, সকল স্তর হইতে ততোধিক বিচ্ছিন্ন।

স্বাধীনতার দাবিতে জনগণের এই সুদৃঢ় ঐক্যের দরুণই ইয়াহিয়া শাহী বিপুল সৈন্য-সামন্ত ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সত্ত্বেও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে দমন করিতে পারিতেছে না। ইয়াহিয়া বাহিনীর শত অত্যাচারও জনগণের মনোবলকে ভাঙিতে পারে নাই। বরং দস্যুবাহিনীর অত্যাচার ও উৎপীড়ন ইসলামাবাদের জঙ্গী শাসক গোষ্ঠীর প্রতি বাংলাদেশের জনগণের ঘৃণাকে তীব্রতর করিতেছে, তাহাদের সংঙ্কল্পকে আরও সুদৃঢ় করিতেছে। জাতীয় মুক্তির এই সংগ্রামের বিজয়ের মধ্য দিয়া বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত হইবে এই আশা নিয়াই দেশবাসী এই মরণপণ যুদ্ধে ঝাপাইয়া পড়িয়াছেন। ইয়াহিয়া-চক্র নৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে ইতিমধ্যে পরাজিত হইয়াছে, সামরিক ক্ষেত্রেও উহাদের পরাজয় অবধারিত হইয়া উঠিয়াছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী বিজয়ের দৃঢ় আস্থা লইয়া সেই বিজয়কে ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে কমিউনিস্ট পার্টি দেশবাসীর কাছে কয়েকটি আবেদন রাখিতেছে :

১. বাংলাদেশের প্রতিটি শহর-বন্দর-গ্রাম-গঞ্জ, প্রতিটি গৃহকে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের দুর্ভেদ্য দূর্গ হিসাবে গড়িয়া তুলুন।

২. জনগণের শক্তিকে সংগঠিত করুন। মনে রাখিবেন, পূর্বে আমাদের আন্দোলন ছিল নিয়মতান্ত্রিক ধরণের— উহাতে স্বতঃস্ফূর্ততার উপাদান ছিল অধিক। বর্তমান সশস্ত্র শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে জয়লাভের জন্য স্বতঃস্ফূর্ততাকে পরিহার করিয়া জনশক্তিকে সংঘবদ্ধরূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

৩. ছাত্র-যুবক ও শ্রমিকদের পাশাপাশি কৃষক ভাইয়েরা আরও বেশী সংখ্যায় স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করুন। মনে রাখিবেন, আমাদের দশের শতকরা ৮০ জন কৃষিজীবী, কাজে কৃষক সমাজ কত অধিক সংখ্যায় ও কতটা সংগঠিতভাবে অংশগ্রহণ করেন উহার উপর আনেকাংশে নির্ভর করে কত শীঘ্র স্বাধীনতার লড়াই সাফল্যজনক পরিসমাপ্তিতে পৌছিবে।

৪. বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীতে হাজারে হাজারে, লাখে লাখে যোগ দিন। নানা অসুবিধা ও কষ্ট সত্ত্বেও মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়া শত্রুর নৃশংস অত্যাচারের প্রতিশোধ নিন, আমাদের সকলের প্রাণের চেয়ে প্রিয় মাতৃভূমিকে শত্রুর কবল মুক্ত করুন।

৫. বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে বানচাল করার জন্য ইয়াহিয়া চক্র ও উহার অনুচরেরা হিন্দু-মুসলিম, বাঙালী-অবাঙালী প্রভৃতির মধ্যে বিরোধ ও বিভেদ উস্কাইয়া সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বাধাইতেছে। ইহার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তুলুন ও সাম্প্রদায়িক শান্তি বজায় রাখুন।

৬. স্থানীয়ভাবে মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনা ও মুক্তি যোদ্ধাদের সহিত সহযোগিতার উদ্দেশ্যে দলমত নির্বিশেষে সংগ্রামী কর্মীদের নিয়া গোপন মুক্তি সংগ্রাম কমিটি গড়িয়া তুলুন। দুষ্কৃতকারী ও সমাজবিরোধীদের দমন করুন ও মুক্তি সংগ্রম কমিটির নেতৃত্বে গ্রামরক্ষী বাহিনী গড়িয়া তুলুন। চোরাকারবার ও মুনাফাখোরী দমন করুন।

৭. শত্রু বাহিনীর সহিত সর্ব প্রকারে অসহযোগিতা করুন এবং উহাদের অবস্থান ও চলাচলের খবর মুক্তিবাহিনীর নিকট পৌছাইয়া দিন। মুক্তিবাহিনীর খবর গোপন রাখুন। মুক্তিযোদ্ধাদিগকে আশ্রয়, রসদ প্রভৃতি দিয়া সহায়তা করুন। মনে রাখিবেন, মুক্তিযোদ্ধারা আপনাদেরই সন্তান, দেশমাতৃকাকে শত্রুর কবল হইতে মুক্ত করার জন্য তাঁহারা প্রাণের মায়া তুচ্ছ করিয়া লড়াই করিতেছেন।

বিজয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী। স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ বাংলাদেশের বীর জনগণের সংগ্রামকে চূর্ণ করিয়া দিতে পারে পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই।

স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
মুক্তিযুদ্ধ ১ম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা	১ আগস্ট, ১৯৭১	ইয়াহিয়াচক্রকে মদত দেয়ার জন্য জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক দল ও মার্কিন 'বিশেষজ্ঞ'

ইয়াহিয়াচক্রকে মদত দেওয়ার জন্য

জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক দল ও মার্কিন 'বিশেষজ্ঞ'

(বিশেষ প্রতিনিধি)

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা কি বাঙলাদেশকে ভিয়েতনামে রূপান্তরিত করার ষড়যন্ত্র আঁটিয়াছে? এই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটি আজ সকলের মনকে আলোড়িত করিতেছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়াছে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা "জন নিরাপত্তামূলক" কর্মসূচীর নামে ঢাকায় পুলিশ "বিশেষজ্ঞ" পাঠাইবার সিদ্ধান্ত নিয়াছে। জননিরাপত্তার নামে এই বিশেষজ্ঞ ও তাহার শিকারী কুকুরের দলের কাজ হইবে, মুক্তিযুদ্ধ দমনের কাজে ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনীকে মদত দেওয়া। এই দায়িত্ব দিয়া যে 'কূটনীতিককে' ঢাকায় পাঠান হইতেছে, এই ধরণের কাজে তাহার নাকি বিশেষ পারদর্শিতা ও পূর্ব-অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। খবরে প্রকাশ, ইতিপূর্বে এই ব্যক্তি ভিয়েতনামে নিযুক্ত ছিল এবং সেখানেই বিশেষজ্ঞ হিসাবে হাত পাকায়। পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যাণ্ড একজন কুখ্যাত সি-আই-এ এজেন্ট। এক সময়ে তিনিও "কূটনৈতিক" কার্য উপলক্ষে ভিয়েতনামে ছিলেন। কাজেই পুলিশ বিশেষজ্ঞ হিসবে রবার্ট জ্যাকসন রাষ্ট্রদূত ফারল্যাণ্ডের সহিত যোগদান করিলে একেবারে সোনায় সোহাগা হইবে। তবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের খেলার এইখানেই শেষ নয়, মাত্র শুরু। ভিয়েতনামেও তাহারা এইভাবেই সৈন্যদল পাঠাবার আগে নগো দিন দিয়েম-চক্রকে মদত দিবার জন্য পুলিশ বিশেষজ্ঞ পাঠাইয়াছিল। বাঙলাদেশে ভিয়েতনামের সেই পুরাতন খেলারই পুনরাবৃত্তি হইতে চলিয়াছে মাত্র।

বাঙলাদেশ সীমান্তে জাতিসংঘ 'বিশেষজ্ঞ' বসাইবার যে পরিকল্পনা কার্যকর হইতে যাইতেছে উহার পিছনেও রহিয়াছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের নোংরা হাত। বাঙলাদেশে ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনীর হাতে দশ লক্ষ নরনারী প্রাণ দিল, মানবাধিকারের পবিত্র সনদ রক্তের বন্যায় ভাসিয়া গেল, জাতিসংঘ টু-শব্দটি পর্যন্ত করিল না। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পৌনে এক কোটি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে— জাতিসংঘ তাহাদের রিলিফের দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়া বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে একটি আবেদন জানাইয়া বিবেক পরিষ্কার করিয়াছে। অবশেষে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের "গুড বয়" সদরুদ্দিন আগা খান দাওয়াই আবিষ্কার করিয়াছে, ভারত বাঙলাদেশ সীমান্তে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক বসাইলেই সব সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। ভারত উহার এলাকায় পর্যবেক্ষক বসাইতে দিতে রাজি না হওয়ায়

এখন বাঙলাদেশের এলাকায় পর্যবেক্ষক নিয়োগের পাঁয়তারা চলিতেছে। কিন্তু বাঙলাদেশ সরকারও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই উদ্যোগের বিরোধিতা করিয়াছে।

জাতিসংঘ কর্মকর্তাদের জানিয়া রাখা দরকার যে, বাঙলাদেশ সরকারের বিনা অনুমতিতে বাঙলাদেশের এলাকার মধ্যে পর্যবেক্ষক নিয়োগের কোন অধিকার তাহাদের নাই এবং ইহা দ্বারা জটিলতা বৃদ্ধি ছাড়া সমস্যা সমাধানের কোনই সম্ভাবনা নাই। এই মুহূর্তে জাতিসংঘের যাহা করণীয় তাহা হইল, বাঙলাদেশ হইতে দখলকারী বাহিনী সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করার জন্য ইয়াহিয়া সরকারকে চাপ দেওয়া। উহা না করিয়া জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক বসাইলেই বাঙলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা বা জনমনে আস্থা ফিরিয়া আসিবে, বাস্তুত্যাগ বন্ধ হইবে এবং ভারতে আশ্রয়-প্রার্থীরা প্রত্যাবর্তন করিবে ইহা আশা করা মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। দুঃখের বিষয়, জতিসংঘ জানিয়া শুনিয়া "বোকা" সাজিতেছে এবং বাঙলাদেশের গণমানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাও ইয়াহিয়া বাহিনীর গণহত্যা ও নৃশংস অত্যাচারকে পাশ কাটাইয়া গিয়া বাঙলাদেশ প্রশ্নকে পাক-ভারত বিরোধ হিসাবে চিত্রিত করার প্রয়াস পাইতেছে।

বাঙলাদেশের সংগ্রামী মানুষ বাঙলাদেশকে দ্বিতীয় ভিয়েতনামে পরিণত করা কিম্বা বাঙলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে পাক-ভারত বিরোধ হিসাবে চিত্রিত করার ন্যক্করজনক ষড়যন্ত্রকে দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করিবেন। একথা সকলের পরিষ্কারভাবে জানিয়া রাখা দরকার যে, বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কিছুতেই পাক-ভারত বিরোধের পর্যায়ে ফেলা চলে না এবং যে কোন মহলের কোন অজুহাতেই ইয়াহিয়া চক্রকে মদত দেওয়া বাঙলাদেশের জনগণ বরদাস্ত করিবেন না। এই সঙ্গে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্দেশ্যে আমরা হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করিতে চাই যে, বাঙলাদেশের জননিরাপত্তার নামে শিকারী কুকুরের দল পাঠান হইলে উহাদিগকে কুকুরের মতই বিতাড়িত করা হইবে। বাঙলাদেশে দ্বিতীয় ভিয়েতনাম সৃষ্টির ষড়যন্ত্র ভিয়েতনামের মত বাংলার মাটিতেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কবর রচনা করিবে— ইতিহাসের ইহাই অমোঘ বিধান।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
মুক্তিযুদ্ধ	৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ৯ম সংখ্যা		সামরিক দিক হইতেও ঐক্যজোটের অনিবার্য তাগিদ

সম্পকীয় :

সামরিক দিক হইতেও ঐক্যজোটের অনিবার্য তাগিদ

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঠিক পরিচালনা ও সাফল্যের জন্য জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের জরুরী আবশ্যিকতার কথা আমরা ইতিপূর্বে একাধিকবার আলোচনা করিয়াছি। আমরা বার বার এ' কথাটাই বলিয়াছি যে, বিগত নির্বাচনে কোন্ দল কত ভোট পাইয়াছিল, কোন্ দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছিল প্রভৃতি কথা দুর্ধর্ষ শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের পরিস্থিতিতে অবান্তর। আজিকার পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বড় কথা হইল হানাদার পাক সেনাদলকে পরাজিত করা, অধিকৃত বাঙলাদেশকে মুক্ত করা, বাস্তুত্যাগীদের পুনর্বাসন করা এবং ধর্ম-জাতি-ভাষা নির্বিশেষে বাঙলাদেশের জনগণের সামনে নূতন জীবনের পথ খুলিয়া দেওয়া। এই মহান কর্তব্য সাধনের জন্যই শত্রুর বিরুদ্ধে বাঙলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তি-সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী ছোট-বড় সমস্ত দল ও গ্রুপের একতা জরুরী প্রয়োজন। এই সোজা, সরল কথাটা আমরা ইতিপূর্বে বাঙলাদেশের সমস্ত জনগণ ও আওয়ামী লীগসহ সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির নিকট একাধিকবার পেশ করিয়াছি এবং একতার জন্য আবেদনও জানাইয়াছি। এই প্রসঙ্গে আমরা ভিয়েতনামের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরিয়া দেখাইয়াছি যে, সেখানে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কোন দলই "আমরা বড় দল" বা "আমরা বেশী বিপ্লবী" বলিয়া বড়াই করিয়া জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনে অস্বীকার করে নাই। বরং, সমস্ত দেশপ্রেমিক দল ও সংস্থা অহমিকা, সংকীর্ণতা, প্রভৃতি পরিহার করিয়া শত্রুর বিরুদ্ধে এক ব্যাপক একতা গড়িয়া তুলিয়াছেন। ইহাই হইল মূল রাজনৈতিক কারণ, যার জন্য ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ এত দুর্বার, এত সাফল্যমণ্ডিত।

ভিয়েতনামের ঐ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াই আমরা বলিয়াছি যে, বাঙলাদেশে সমস্ত গণতান্ত্রিক ও সংগ্রামী শক্তির সমবায়ে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠন দেশের জনগণের মনে সৃষ্ট করিবে নূতন প্রেরণা, সংগ্রাম হইবে অধিকতর সংগঠিত, দুনিয়ার প্রগতিশীল শক্তির সাহায্য ও সমর্থন পাইতে অধিকতর সুবিধা হইবে এবং এ' গুলির ফলে আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রাম এমন দুর্বার শক্তি অর্জন করিবে যে, মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদীদের অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত ইয়াহিয়াচক্রের পশু সেনাদলের পরাজয় নিশ্চিত ও ত্বরান্বিত হইবে।

দুঃখের বিষয়, কোন কোন দলের নেতৃত্বের অহমিকা ও বুর্জোয়াসুলভ সংকীর্ণতার জন্য জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠিত হয় নাই। কিন্তু সে ফ্রন্ট আজও গঠিত হয় নাই বলিয়া উহার প্রয়োজনীয়তা ফুরাইয়া যায় নাই।

বরং, আজ আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রাম এমন একটি পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠন আরও অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। গত পাঁচ মাসে আমাদের মুক্তিবাহিনী সংখ্যায় বাড়িয়াছে, তাঁহারা অধিকতর সংগঠিত হইয়াছেন এবং সামরিক দিক হইতে তাঁহারা আজ অধিকতর দক্ষ। এ'সবের বাস্তব প্রমাণ আমরা প্রতিদিন পাইতেছি রণক্ষেত্রে— যেখানে শত্রু সৈন্য ক্রমাগত মার খাইতেছে।

ইহা ছাড়া, বাঙলাদেশের বিভিন্ন স্থানে আজ গড়িয়া উঠিয়াছে বহু গেরিলা দল। তাঁহারাও শত্রু পক্ষকে অবিরত নাজেহাল করিতেছেন।

কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটা সমস্যাও দেখা যাইতেছে। অধিকাংশ গেরিলা দলই স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ এবং অনেক অসম সাহসিক কাজও তাঁহারা দক্ষতার সহিত করিতেছেন। কিন্তু, অনেক ক্ষেত্রে এই গেরিলা দলগুলির ভিতর পারস্পরিক কোনও যোগাযোগ, কোন সমন্বয় প্রভৃতি নাই। অনেক ক্ষেত্রে, মুক্তিবাহিনীর সহিতও গেরিলা দলের কাজের সমন্বয়ের অভাব আছে। তা ছাড়া, গেরিলা দলগুলি শুধু কোন একটি রাজনৈতিক পার্টির অনুগামী নহে। আওয়ামী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলের স্থানীয় নেতৃত্বে পরিচালিত গেরিলা দলসমূহ বাঙলাদেশের বিভিন্ন স্থানে রহিয়াছে।

কিন্তু, যেহেতু ঐ সব দল ও গ্রুপ নিয়া কেন্দ্রীয়ভাবে কোন জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গড়িয়া উঠে নাই এবং বহু স্থানে গেরিলা দলগুলির ভিতর এলাকা ভিত্তিতেও যোগাযোগ, সমন্বয় প্রভৃতি নাই, সেইহেতু এরূপ বিপদের আশঙ্কা আছে যে, রাজনৈতিক মতভেদ হেতু কোন কোন স্থানে বিভিন্ন গেরিলা দলের ভিতর পারস্পরিক গোলমাল বাধিতে পারে। ইহা ছাড়া, উপরোক্ত কারণগুলির জন্যই বভিন্ন স্থানে গেরিলা দলগুলির কাজের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা ঘটিয়া শক্তির অপচয়ও ঘটিতে পারে।

এইসব অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটিলে, উহার ফলশ্রুতিতে জনগণের মনে সমস্ত গেরিলা দল তথা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতি বিরূপ মনোভাব দেখা দিবে, ক্ষতিগ্রস্ত হইবে আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রাম এবং লাভ হইবে নরঘাতক ইয়াহিয়া চক্রের।

বাঙলাদেশ সরকার ও আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এই বিপদের আশঙ্কা সম্পর্কে অবহিত কিনা এবং অবহিত হইলে সেগুলি দূর করার জন্য কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন কিনা, তা আমরা জানি না। কিন্তু ঐ বিপদের আশঙ্কা আজ বাস্তব।

আমরা মনে করি যে, স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের বর্তমান পর্যায়ে উপরে উল্লিখিত যে-সব সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার সমাধানের প্রশস্ত পথ হইল সমস্ত গণতান্ত্রিক ও সংগ্রামী শক্তির সমবায়ে কেন্দ্রীয়ভাবে একেটি জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠন করা এবং সমস্ত পর্যায়ে সেরূপ ফ্রন্ট গঠনের নির্দেশ দেওয়া। এই কাজ করা হইলে, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন গেরিলা দলের ভিতর গড়িয়া উঠিবে সমন্বয়, ঐক্যবোধ প্রভৃতি এবং রণদক্ষতা বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহারা শত্রুকে আরও বেশী আঘাত করিতে পারিবেন।

তাই, শুধু রাজনৈতিক প্রয়োজনেই নয়, বাস্তব সামরিক প্রয়োজনেও জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠন আজ অপরিহার্য। ইহা গঠনের বিলম্বে সমূহ ক্ষতি হইবে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
মুক্তিযুদ্ধ	১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ১১শ সংখ্যা		শুভ সূচনা

সম্পাদকীয়

শুভ সূচনা

গত সপ্তাহে পাঁচটি সংগ্রামী রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি সমবায়ে মন্ত্রিসভার 'পরামর্শদাতা কমিটি' গঠন বাঙলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে নয়া অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে। পরামর্শদাতা কমিটিতে বাঙলাদেশ সরকার ও আওয়ামী লীগের দুই জন করিয়া এবং কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (সভাপতি অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ), জাতীয় কংগ্রেস ও ভাসানী ন্যাপের একজন করিয়া প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। এই কমিটি গঠনের ফলে বাঙলাদেশের জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে নিয়োজিত সকল সংগ্রামী দল ও শক্তির সমান অংশীদারিত্বের মনোভাব নিশ্চিত হইবে এবং বিভিন্ন দল ও শক্তির কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয় বিধানের মাধ্যমে মুক্তিসংগ্রামের আরও সুষ্ঠু পরিচালনা সম্ভব হইবে। সর্বোপরি, সংযুক্ত কমিটি হইল জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে বাঙলাদেশের সমগ্র জনগণের জঙ্গী একতার প্রতীক। আমরা এই কমিটি গঠনকে মুক্তিসংগ্রামের দ্রুত ও নিশ্চিত বিজয়ের পথে একটি সঠিক পদক্ষেপ বলিয়া মনে করি এবং ইহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

বাঙলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে সকল সংগ্রামী দল ও শক্তির মধ্যে একতা গড়িয়া তোলার প্রয়োজনীয়তা অধিক বলার অপেক্ষা রাখে না। কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রথমাবধি সকল সংগ্রামী দল ও শক্তির সমবায়ে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের আহ্বান জানাইয়া আসিয়াছে। কমিউনিস্ট পার্টি বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত মুক্তিফ্রন্টের উপযোগী একটি খসড়া নিম্নতম কর্মসূচীও হাজির করিয়াছে। কিন্তু কোন কোন দলের সঙ্কীর্ণতাবাদী মনোভাব ও বৃহৎ দলসুলভ অহমিকার দরুন মুক্তিসংগ্রামের বিজয়ের অত্যাবশ্যকীয় শর্তস্বরূপ এই একতা গড়িয়া তোলার কাজ এতদিন অগ্রসর হইতে পারে নাই। এখন জনমতের চাপ ও মুক্তিসংগ্রামের বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন। আলোচ্য পরামর্শদাতা কমিটি জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের সমর্থক বা সমপর্যায়ের না হইলেও ইহা নিঃসন্দেহে সঠিক পথে এক ধাপ অগ্রগতি। এই কমিটি গঠনের ফলে একতার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হওয়ার সাথে সাথে উহার একটা প্রাথমিক ভিত্তিও স্থাপিত হইয়াছে। ইহাকে দিন দিন আরও প্রসারিত ও আরও উন্নত করিয়া নিতে হইবে এবং উহার সম্ভাবনাও রহিয়াছে।

সর্বদলীয় ভিত্তিতে মন্ত্রিসভার পরামর্শদাতা কমিটি গঠিত হওয়ার ফলে দেশবাসীর সংগ্রামী উদ্দীপনা আরও বৃদ্ধি পাইবে এবং মুক্তিবাহিনী ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল ও বাহুবল বহুগুণে বাড়িয়া যাইবে। বাঙলাদেশের অধিকৃত এলাকার বেসামরিক গভর্নর নিয়োগ, সাধারণ "ক্ষমা" ঘোষণা প্রভৃতি দ্বারা দেশের ও বিদেশের জনগণকে দুর্বল ও বিভ্রান্ত করার যে সুচতুর

কৌশল জল্লাদ ইয়াহিয়া চক্র অবলম্বন করিয়াছে, উহাকে নস্যাৎ করার ব্যাপারে সংযুক্ত কমিটি বিশেষ কার্যকর হইবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাঙলাদেশের মিত্রবর্গ— বিশেষ সমাজতান্ত্রিক শিবির এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রগতিশীল রাষ্ট্রবর্গ ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের অধিকতর সাহায্য-সমর্থন লাভেও ইহা খুবই সহায়ক হইবে। এ সব দিক দিয়া এই সংযুক্ত কমিটি গঠনের তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী বলিয়া আমরা মনে করি।

দেশবাসী একান্তভাবে আশা করেন যে, এই কমিটি নিছক কাগজে-পত্রে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সংগ্রামী শক্তিগুলির ঐক্য ও সমন্বয়ের কার্যকর হাতিয়ারে পরিণত হউক। এতদিন সংগ্রামের ক্ষেত্রে যে সকল অসুবিধা বিরাজ করিতেছিল (যথা মুক্তিবাহিনীতে লোক সংগ্রহের ব্যাপারে দলীয় বাছবিচার, সামরিক অপারেশনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শক্তির কার্যক্রমের ব্যাপারে সমন্বয়ের অভাব প্রভৃতি) সংযুক্ত কমিটি গঠনের ফলে এখন সেগুলি দূরীভূত হইবে বলিয়াও দেশবাসী প্রত্যাশা করেন। উচ্চ পর্যায়ের মত স্থানীয় কার্যকলাপের সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে নিচের স্তরেও সর্বদলীয় কমিটি গঠন করা দরকার। এবং সর্বোপরি যাহা দরকার তাহা হইল, প্রত্যেকেরই দলীয় সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বার্থকে সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া এবং সংগ্রামী শক্তিগুলির পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা ও সহযোগিতার মনোভাব গড়িয়া তোলা। এখানে আমরা দেশবাসী ও সংগ্রামী শক্তিগুলির উদ্দেশ্যে একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতে চাই। সংযুক্ত কমিটি গঠনের ফলেই সংগ্রামী ঐক্যের সমস্যা দূরীভূত হইয়া গিয়াছে কিম্বা দলীয় সঙ্কীর্ণতা বা বিভেদপন্থার শক্তি সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়াছে একথা মনে করা ভুল হইবে। বিভেদের শক্তি সম্পর্কে দেশবাসী ও সকল সংগ্রামী শক্তিকে সজাগ থাকিতে হইবে এবং উহার বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া ঐক্যের ভিত্তিকে মজবুত করিতে হইবে।

গত ৮ই সেপ্টেম্বর সর্বদলীয় বৈঠকে যেসব প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে সেগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং উহাদের তাৎপর্যও সুদূরপ্রসারী। এই বৈঠকে বাঙলাদেশ সরকারের প্রতি দলমত নির্বিশেষে সমগ্র জনগণের পূর্ণ আস্থার কথা পুনরায় ঘোষণা করা হইয়াছে। ইয়াহিয়া-চক্রের কূটচক্রান্ত ও বিভেদমূলক নীতির পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলাদেশের সকল দলের এই সম্মিলিত ঘোষণা দেশে ও বিদেশে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিবে। অন্যদিকে বাঙলাদেশের প্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে "জিম্মী" রাখিয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা যেভাবে স্বাধীনভাবে দাবি ছাড়িয়া দিয়া আপোস মীমাংসার জন্য চাপ সৃষ্টি করিতেছে উহার পটভূমিতে সর্বদলীয় বৈঠকের "স্বাধীনতার স্বীকৃতি ব্যতীত অন্য কোন ভিত্তিতে রাজনৈতিক মীমাংসা গ্রহণযোগ্য নয়" বলিয়া সুস্পষ্ট প্রস্তাবও তাৎপর্যপূর্ণ। শেখ মুজিবকে আটক রাখিয়া ব্ল্যাকমেলিং-এর কোন প্রচেষ্টা বাঙলাদেশের জনগণ বরদাস্ত করিবেন না, এই প্রস্তাবে উহাই দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। শেখ মুজিবের গ্রেপ্তার ও বিচার প্রহসনের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার ধ্বনিত হইয়াছে সর্বদলীয় বৈঠকে। বাঙলাদেশের সংগ্রাম যে "পশ্চিম পাকিস্তানীদের" বিরুদ্ধে নয়, সেখানকার একচেটিয়া ধনিক ও বৃহৎ সামন্ত ভূস্বামীশ্রেণী এবং ইহাদের স্বার্থরক্ষক ইয়াহিয়ার নেতৃত্বাধীন সামরিক চক্রের বিরুদ্ধে— এই সঠিক উপলব্ধির অভিব্যক্তিও দেখা গিয়াছে সর্বদলীয় বৈঠকের প্রস্তাবে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
মুক্তিযুদ্ধ ১ম বর্ষ : ১৩শ সংখ্যা	৩ অক্টোবর, ১৯৭১	স্বাধীনতার প্রশ্নে আপোষ নাই

সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র রুখিয়া দাঁড়ান স্বাধীনতার প্রশ্নে আপোষ নাই

(বিশেষ প্রতিনিধি)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী ও উহাদের তাবেদার কোন মহল সম্প্রতি অতি তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। বীর মুক্তিবাহিনী ও গেরিলাবাহিনীর অকুতোভয় তরুণ যোদ্ধারা স্বাধীনতার লাল সূর্যকে ছিনাইয়া আনার জন্য যখন অকাতরে বুকের রক্ত ঢালিতেছেন, তখন ইহাদের কণ্ঠে আপোষের সুর। যে স্বাধীনতার স্বপ্নকে সামনে রাখিয়া দেশবাসী গত ছয় মাস যাবৎ কঠোরতম দুঃখকষ্ট ও চরম লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছেন কিন্তু কখনও হতাশ হন নাই বা ভাঙ্গিয়া পড়েন নাই সেই স্বাধীনতার স্বপ্নকে নস্যাৎ করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে ইহারা। ইহাদের সম্পর্কে সজাগ থাকা এবং অবিলম্বে উহাদের অশুভ তৎপরতা বন্ধ করা দরকার।

গলব্রেথের মিশন

ভারতে প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত গলব্রেথ খোলাখুলিই বলিয়াছেন স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইলেই পূর্ব বাঙলা সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। অর্থাৎ তাঁহার মতে স্বায়ত্তশাসনের অধিক কোন কিছুর জন্য জেদ ধরা বাঙলাদেশের নেতৃবৃন্দের পক্ষে ঠিক হইবে না। তিনি নাকি সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠনের ব্যাপারে 'উদ্বেগ' গোপন না করিয়া বাঙলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিগণকে শাসাইয়াছেন যে, এভাবে চলিলে বাঙলাদেশ ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের লেজুড়ে পরিণত হইবে। তাঁহার মতে স্বাধীনতার দাবী ছাড়িয়া দিয়া বাঙলাদেশের উচিত মার্কিনের মধ্যস্থতায় ইয়াহিয়া-চক্রের সহিত আপোষ মীমাংসার পথে আসা।

হ্যাফটনের 'ফর্মূলা'

অন্যদিকে বৃটেনের সংসদীয় শ্রমিক দলের চেয়ারম্যান ডগলাস হ্যাফটন সম্প্রতি বলেন, ইয়াহিয়া খান ও আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিগণকে আলোচনা বৈঠকে মিলিত করার ব্যাপারে বৃটেন মধ্যস্থের ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। তাঁহার মতে পাকিস্তানের জন্য একটি নয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কিম্বা ইয়াহিয়া খানের শাসনতন্ত্রে সংশোধনের ব্যবস্থা সন্নিবেশিত করিয়াই সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব। এ সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

কিছুদিন আগে ইরানের মারফত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা আর এক দফা আপোষের টোপ ফেলিয়াছিল। কিন্তু বাঙলাদেশ উহাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

হিজ মাস্টারস ভয়েস

জল্লাদ ইয়াহিয়াচক্রের দোসর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের কোন মুখপাত্র কী বলিল উহা সমস্যা নয়। কারণ বাঙলাদেশের জনগণ রক্তমূল্যে সাম্রাজ্যবাদীদের স্বরূপ চিনিয়াছে। কিন্তু সমস্যা হইতেছে বাঙলাদেশের কিছু কিছু মার্কিন- প্রেমীর কার্যকলাপ। ইহারা ইহাদের মার্কিন প্রভুদের সুরে সুর মিলাইয়া আপোষের ধূয়া তুলিয়াছে, প্রকাশ্যে আপষের কথা বলার সাহস না থাকায় গুজবের আশ্রয় লইয়াছে। গুজবে গুজবে দেশ ছাইয়া ফেলিতেছে। সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি সম্পর্কেও ইহাদের বিরূপতা সুবিদিত। ইয়াহিয়াচক্র ছয় ডিভিশন সৈন্য আমদানী করিয়া বাঙলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে দমন করিতে পারে নাই, ইহারা ভিতর হইতে এই সংগ্রামকে দুর্বল করিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছে।

বেতারযোগে প্রাপ্ত এক খবরে প্রকাশ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডঃ মজহারুল ইসলাম ভারতের কোন এক স্থানে এক বক্তৃতায় নাকি বলিয়াছেন যে, শেখ মুজিবর রহমানকে মুক্তিদান ও পূর্ব বাঙলা হইতে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করা হইলে বাঙলাদেশের জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানের সহিত একটা শিথিল ধরণের ফেডারেশন গঠন করিতে রাজী হইতে পারে। এই সংবাদ সঠিক হইলে ইহাকে বাঙলাদেশের জনগণ ও তাহাদের প্রতিনিধিরা যখন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ও সর্বসম্মতিক্রমে ঘোষণা করিয়াছেন যে স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কোন কিছুই দেশবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, তখন এই মার্কিন-প্রেমী পণ্ডিত ব্যক্তিটি জনগণের পক্ষ হইতে ভিন্নরূপ কথা বলার অধিকার পাইলেন কোথায়? প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, ভারতে বাঙলাদেশের হাই কমিশনার জনাব হোসেন আলীর একটি সাম্প্রতিক বিবৃতিও জনমনে নানা প্রশ্ন জাগাইয়াছে।

স্বাধীনতার প্রশ্নে আপোষ নাই

আমরা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে সকল মহলকে একথা জানাইয়া দিতে চাই যে, বাঙলাদেশের স্বাধীনতার স্বীকৃতি ব্যতীত অন্য কোন প্রকার সমাধান দেশবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। গত ৮ই সেপ্টেম্বর সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি এই ব্যাপারে সর্বসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন দেশবাসী দৃঢ়ভাবে উহার পিছনে রহিয়াছেন। উহা হইতে কোন প্রকার পশ্চাদপসরণ দেশবাসী বরদাস্ত করিবেন না।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
মুক্তিযুদ্ধ	১০ অক্টোবর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ১৪শ সংখ্যা		সোভিয়েত-ভারত যুক্ত বিবৃতি

সম্পাদকীয়

সোভিয়েত-ভারত যুক্ত বিবৃতি

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সাম্প্রতিক মস্কো সফর শেষে প্রকাশিত সোভিয়েত-ভারত যুক্ত বিবৃতিটি বাঙলাদেশের সংগ্রামী জনগণের প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের গভীর ভ্রাতৃত্ববোধ ও দৃঢ় সমর্থনের পরিচায়ক। দলমত নির্বিশেষে বাঙলাদেশের জনগণ ইহাকে সঠিকভাবেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাঙলাদেশের সপক্ষে একটি মস্তবড় ঘটনা হিসাবে গণ্য করিয়াছেন এবং এই যুক্ত বিবৃতির প্রতি দ্ব্যর্থহীন অভিনন্দন জানাইয়াছেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশ সরকারের মন্ত্রী পরিষদও সোভিয়েত-ভারত যুক্ত বিবৃতিতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহার মধ্য দিয়া বাঙলাদেশ সমস্যা সম্পর্কে সোভিয়েত সরকারের গভীর উপলব্ধির পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাঙলাদেশ সরকারের ঘনিষ্ঠ মহলের বরাত দিয়া কোন কোন স্বার্থসন্ধানী মহল সোভিয়েত-ভারত বিবৃতিতে বাংলাদেশ সরকার হতাশ হইয়াছেন— এই মর্মে ইতিপূর্বে যে প্রচারণা চালাইয়াছিল বাঙলাদেশ সরকারের মুখপাত্র প্রকাশ্য বিবৃতি দ্বারা উহাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় খণ্ডন করিয়াছেন।

অবশ্য একথা ঠিক যে, সোভিয়েত-ভারত যুক্ত বিবৃতিতে প্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশ সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়ার কথা এবং স্বাধীনতা ছাড়া বাঙলাদেশ সমস্যার আর কোন গ্রহণযোগ্য সমাধান যে-নাই তাহা স্পষ্ট বলা হয় নাই। কিন্তু ইহা হইতে একথা প্রমাণিত হয় না যে সোভিয়েত ইউনিয়ন বাঙলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীর বিপক্ষে কিম্বা বাঙলাদেশের ওপর সোভিয়েত সরকার যেমন-তেমন ধরণের একটা রাজনৈতিক সমাধান চাপাইয়া দিতে চায়।

বাস্তব অবস্থাও তাহা নয়। প্রথমত, সোভিয়েত-ভারত যুক্ত বিবৃতিতে প্রস্তাবিত রাজনৈতিক সমাধানের চরিত্র সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই রাজনৈতিক সমাধানকে অবশ্যই বাঙলাদেশের জনগণের "ইচ্ছা, অনপহরণীয় অধিকার ও আইনসঙ্গত স্বার্থের" সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে। ভাষ্যকারদের মতে "অনপহরণীয়" অধিকার বলিতে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারও বুঝায়। বিশেষত বাঙলাদেশের জনগণ তথা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ এবং বাঙলাদেশ সরকার ও সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদ যখন অপরিবর্তনীয়রূপে ঘোষণা করিয়াছেন যে, পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কোন ভিত্তিতে রাজনৈতিক সমাধান তাহাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়, সেক্ষেত্রে জনগণের ইচ্ছার ভিত্তিতে মীমাংসা করিতে হইলে বাঙলাদেশের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিয়াই উহা করিতে হইবে।

দ্বিতীয়ত, বাঙলাদেশ সমস্যা ও ভারতে প্রায় এক কোটি উদ্বাস্তুর আশ্রয় গ্রহণ প্রভৃতির জন্য সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ইসলামাবাদের জঙ্গীশাহীকে দায়ী করিয়াছেন এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সম্মানার্থে আয়োজিত ভোজসভায় সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কমরেড কোসিগিন ইয়াহিয়া-চক্রকেই এই অবস্থার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। ইয়াহিয়া-চক্র বিশ্ববাসীকে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাঙলাদেশের অধিকৃত এলাকায় বেসামরিক "গভর্নর" নিয়োগ, "সাধারণ ক্ষমা" ঘোষণা প্রভৃতি যেসব পদক্ষেপ নিয়াছে, সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ পরিষ্কারভাবে সেগুলিকে উপেক্ষা করিয়াছেন।

তৃতীয়ত, সোভিয়েত ইউনিয়নের বাঙলাদেশ সংক্রান্ত বক্তব্য বা দৃষ্টিভঙ্গী যে অনড়-অচল নয়, গত কয়েকমাসে উহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এপ্রিল মাসে সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান কমরেড পদগর্নি ইয়াহিয়া সরকারকে শক্তি প্রয়োগের পরিবর্তে রাজনৈতিক সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান করার জন্য আবেদন জানাইয়াছিলেন। উহার মধ্য দিয়া বাঙলাদেশের জনগণের জন্য গভীর সহানুভূতি প্রকাশ পাইলেও তখনকার তুলনায় সোভিয়েত ইউনিয়নের সাম্প্রতিক বক্তব্য অনেক বেশী সুনির্দিষ্ট ও বাঙলাদেশের পক্ষে আরও অনুকূল। এমনকি সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনের পর নয়াদিল্লীতে স্বাক্ষরিত গ্রোমিকো-শরণ সিং যুক্ত ইশতেহারের সহিত যুক্ত বিবৃতিকে মিলাইয়া দেখিলেও সোভিয়েত দৃষ্টিভঙ্গীর গতিশীলতার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। গ্রোমিকো-শরণ সিং যুক্ত ইশতেহারে বাঙলাদেশকে "পূর্ব পাকিস্তান" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছিল। আলোচ্য যুক্ত বিবৃতিতে তদস্থলে 'পূর্ব বাংলা' ব্যবহৃত হইয়াছে। যুক্ত ইশতেহারে "সারা পাকিস্তানের জনগণের স্বার্থে" রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলা হইয়াছিল। সেখানে যুক্ত বিবৃতিতে পূর্ব বাংলার জনগণের "ইচ্ছা, অনপহরণীয় অধিকার ও আইনসঙ্গত স্বার্থের" ভিত্তিতে সমাধানের কথা বলা হইয়াছে। কাজেই সোভিয়েত-ভারত যুক্ত বিবৃতির রাজনৈতিক সমাধানের প্রস্তাবকে যাহারা বাঙলাদেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়া বলিয়া প্রচারণা চালাইয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারত বিরোধী জিগির তুলিতেছেন তাহারা হয় অন্ধ, না হয় মতলববাজ।

সোভিয়েত-ভারত যুক্ত বিবৃতি নিছক কথার কথা কিম্বা বাঙলাদেশের প্রতি লোক দেখান সহানুভূতি নয়। জাতিসংঘে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ইয়াহিয়া-চক্রের প্রতি ধিক্কার জানাইয়া বাঙলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমতকে সংগঠিত করিতেছে। সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী মস্কোতে সাংবাদিকদের নিকট খোলাখুলিভাবে যাহা বলিয়াছিলেন ("আমাদের সহানুভূতি পূর্ব বাঙলার নিপীড়িত জনগণের প্রতি, উৎপীড়কের প্রতি নয়") জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক মঞ্চে উহার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ বাস্তব কার্যক্রম দেখা যাইতেছে। বাঙলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মুক্তির যে দাবী যুক্ত বিবৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করিয়াছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন সে দাবীতে বিশ্বজনমত গড়িয়া তুলিতেছে। সোভিয়েতের বিভিন্ন সংগঠন যথা শান্তি পরিষদ, ট্রেড ইউনিয়ন, আফ্রো-এশীয় সংহতি পরিষদ, সাংবাদিক ইউনিয়ন, মহিলা সংস্থা প্রভৃতি গত কয়েক দিনে বাঙলাদেশের প্রতি সংহতি জানাইয়া যেসব বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছে উহাও তাৎপর্যহীন নয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন আজ নয়, একেবারে প্রথম হইতে এবং দৃঢ়চিত্তভাবে বাঙলাদেশের জনগণের প্রতি সহানুভূতি

ও সৌভ্রাতৃত্ব প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে। এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে— যখন একমাত্র ভারত ছাড়া অন্য কোন দেশ বাঙলাদেশ সম্পর্কে মাথা ঘামাইবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে নাই— তখনই সোভিয়েত ইউনিয়ন রাষ্ট্রপ্রধানের আবেদন জ্ঞাপনের ন্যায় সর্বোচ্চ কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে। কাজেই সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকাকে যাহারা জল্লাদ ইয়াহিয়া-চক্রের দোসর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত এক বলিয়া প্রচার করে তাহাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন না তুলিয়া পারা যায় না।

পাক-ভারত যুদ্ধের আশঙ্কা প্রতিহত করিয়া বিশ্বের এই এলাকায় শান্তি অব্যাহত রাখার প্রশ্নটিও বাঙলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শান্তি অক্ষুন্ন রাখার ব্যাপারে শুধু যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারত আগ্রহী তাহা নয়, বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্বার্থেও ইহা প্রয়োজন। পাক-ভারত যুদ্ধ বাধাইয়া জাতিসংঘ মারফত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদিগকে হস্তক্ষেপের সুযোগ দেওয়া এবং বাঙলাদেশ প্রশ্ন হইতে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি পাক-ভারত বিরোধের প্রতি সরাইয়া নেওয়ার উদ্দেশ্যে ইয়াহিয়া-চক্রই কেবল পাক-ভারত যুদ্ধ বাধাইতে আগ্রহী হইতে পারে। বস্তুত পাকিস্তানী শাসকচক্র মুক্তিবাহিনীর হাতে ক্রমাগত মার খাইয়া পাক-ভারত যুদ্ধ বাধাইবার ফিকিরই খুঁজিতেছে। কাজেই যুক্ত বিবৃতিতে যুদ্ধ প্রতিহত করিয়া শান্তি রক্ষার যে কথা বলা হইয়াছে উহা বাঙলাদেশের স্বার্থের সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ।

বাঙলাদেশের দুই অকৃত্রিম সুহৃদ ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বাঙলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের অনুকূলে গুরুত্বপূর্ণ অবদান সৃষ্টি করিতেছে। ভারত-সোভিয়েত যুক্ত বিবৃতি এই ফলপ্রসূ সহযোগিতারই একটি অমূল্য দলিল। আমরা ইহাকে মুক্তকণ্ঠে অভিনন্দন জানাইতেছি।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
মুক্তিযুদ্ধ ১ম বর্ষ : ১৪শ সংখ্যা	১০ অক্টোবর, ১৯৭১	বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণের সহিত আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের দৃঢ় সংহতি জ্ঞাপন

বাঙলাদেশের সংগ্রামী জনগণের সহিত আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের দৃঢ় সংহতি জ্ঞাপন

বাঙলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের দৃঢ় সমর্থন ও সংহতি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেসের মধ্য দিয়া পরিষ্কাররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কংগ্রেসে গৃহীতব্য সিপিআই জাতীয় কাউন্সিলের রাজনৈতিক রিপোর্ট ও খসড়া প্রস্তাবে বাঙলাদেশের সংগ্রামের প্রতি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সর্বাত্মক সমর্থন পুনরায় ঘোষণা করা হয়। ইহা ছাড়া কংগ্রেসে যোগদানকারী সোভিয়েত ইউনিয়ন, গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, বুলগেরিয়া, গণতান্ত্রিক জার্মানি, হাঙ্গেরী প্রভৃতি বহু দেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদল তাহাদের ভাষণে বাঙলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও সংগ্রামী জনগণের সহিত সংহতি জ্ঞাপন করেন। বাঙলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদলকে যেরূপ বীরোচিত সম্মান দেওয়া হয় উহার মধ্য দিয়া বাঙলাদেশের সংগ্রামের উচ্চ মূল্যায়নের আন্তরিক অভিব্যক্তিই প্রকাশ পাইয়াছে।

ভারতের কেরালা রাজ্যের ঘাটে নগরে (কোচিন) গত ৩রা অক্টোবর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির এই গুরুত্বপূর্ণ কংগ্রেস শুরু হয়। ১০ই অক্টোবর কংগ্রেস সমাপ্ত হইবে। বাঙলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড আবদুস সালামের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল এই কংগ্রেসে যোগ দিয়াছেন। ইহা ছাড়াও আরও বিশটি বিদেশী ভ্রাতৃসুলভ পার্টির প্রতিনিধিবর্গ এই কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করিতেছেন।

কমরেড সালাম

বাঙলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদলের নেতা কমরেড আবদুস সালাম কংগ্রেসের প্রতিনিধি, দর্শক ও অতিথিদের তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে বাঙলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের পটভূমি ও প্রগতিশীল চরিত্র ব্যাখ্যা করেন। তিনি এই সংগ্রামকে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের ন্যায্য লড়াই বলিয়া অভিহিত করেন এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলন এবং পৃথিবীর সকল প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে ইহা সমর্থনে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইবার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান।

কমরেড সালাম বাঙলাদেশের শ্রমিক কৃষক মেহনতী মানুষের আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির অগ্রণী ভূমিকার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, সাম্প্রদায়িকতা, স্বৈরাচারী শাসন ও সামাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও জাতীয় অধিকারের সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টি সর্বদা সর্ব-

অবস্থায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করিয়াছে। বর্তমান স্বাধীনতার লড়াইয়েও কমিউনিস্ট পার্টি অনন্য সংগ্রামী শক্তির সহিত কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া অস্ত্র হাতে লড়াই করিতেছে।

কমরেড সালাম বাঙলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একটি অভিনন্দন বাণী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির হাতে অর্পণ করেন। অভিনন্দন বাণীতে বাঙলাদেশের পার্শ্বে সর্বশক্তি লইয়া দাঁড়াইবার জন্য ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, সকল গণতান্ত্রিক শক্তি ও ভারতের জনগণের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানান হয়। উহাতে বলা হয়, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি আনুগত্যের উজ্জ্বল ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। (অভিনন্দনবাণীর পূর্ণ বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে)।

কমরেড সালাম তাহার ভাষণের উপসংহারে বলেন, আমরা জানি, বাঙলাদেশের সংগ্রাম কঠিন ও কঠোর। বাঙলাদেশের জনগণ এই কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়াই জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও স্বাধীনতা কায়েম করিবেন। বিজয় আমাদের অনিবার্য।

সোভিয়েত প্রতিনিধি

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদলের নেতা কমরেড দীন মোহাম্মদ কুনায়েভ বাঙলাদেশের নিপীড়িত জনগণের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথমাবধি ইয়াহিয়ার সামরিক সরকারের নির্যাতন ও দমননীতির বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সহিত প্রতিবাদ জানাইয়াছে এবং পূর্ব বাঙলার জনগণের ইচ্ছা ও অলঙ্ঘনীয় অধিকারের ভিত্তিতে সমস্যাটির রাজনৈতিক সমাধান দাবি করিয়াছে।

ফরাসী পার্টির সমর্থন

ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি দলের নেতা কমরেড গাই বেসসি তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে ঘোষণা করেন যে, বাঙলাদেশের 'জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের' বিজয় সম্পর্কে তাহাদের পার্টির বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি বলেন, ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি পুরাপুরিভাবে বাঙলাদেশের সংগ্রামের পক্ষে। ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি ফ্রান্সের এক-চতুর্থাংশ ভোটদাতার আস্থাভাজন বিধায় তাহাদের পার্টির মাধ্যমে ফ্রান্সের অন্ততঃ এক চর্তুথাংশ জনসংখ্যা বাঙলাদেশের সংগ্রামের সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ। তিনি দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করেন যে, জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতির ভিত্তিতেই এই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

হাঙ্গেরী

হাঙ্গেরী প্রতিনিধিদলের নেতা কমরেড আন্দ্রে গাইনেস ইসলামাবাদের জঙ্গী শাসকদের বর্বর নির্যাতনের নিন্দা করিয়া বলেন, কেবলমাত্র জাতীয় গণতান্ত্রিক বিধি ও মানবিক অধিকার মানিয়া নেওয়ার মধ্য দিয়াই বাঙলাদেশ সমস্যার সমাধান সম্ভব।

গণতান্ত্রিক জার্মানি

গণতান্ত্রিক জার্মানির প্রতিনিধি দলের নেতা কমরেড অ্যালবার্ট নর্ডন বাঙলাদেশের জনগণের 'গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক অধিকার' প্রতিষ্ঠা ও শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তি দাবি করেন।

ভ্রাতৃত্বমূলক সংহতি

পশ্চিম জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদলের নেতা কমরেড কুর্ট অর্লরেকন বাঙলাদেশের সংগ্রামী জনগণের সহিত 'ভ্রাতৃত্বমূলক সংহতি' জ্ঞাপন করেন।

ন্যায্য সংগ্রাম

বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদলের নেতা কমরেড উইলিয়াম ওয়েনরাইট বাঙলাদেশের আন্দোলনকে 'ন্যায় সংগ্রাম' বলিয়া অভিহিত করেন।

এই রিপোর্ট লেখার সময় পর্যন্ত অন্যান্য দেশের ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির প্রতিনিধিদলের বক্তব্য জানা যায় নাই।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
মুক্তিযুদ্ধ ১ম বর্ষ : ১৮শ সংখ্যা	৭ নভেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয় উপদেষ্টা পরিষদকে সংগ্রামী ঐক্যের প্রাণবন্ত প্রতীকে পরিণত করা হউক।

সম্পাদকীয়

উপদেষ্টা পরিষদকে সংগ্রামী ঐক্যের প্রাণবন্ত প্রতীকে পরিণত করা হউক

৬ই নভেম্বর সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক আহ্বান করা হইয়াছে। উপদেষ্টা পরিষদকে আঁতুড়েই গলা টিপিয়া মারার জন্য ঐক্যবিরোধী কোন কোন মহল ও দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলরা বিশেষত মার্কিন লবী যেভাবে আদা-জল খাইয়া লাগিয়াছিল উহার পরিপ্রেক্ষিতে এই বৈঠকের তাৎপর্য রহিয়াছে।

প্রায় দুই মাস পূর্বে সর্বদলীয় বৈঠকে মন্ত্রিসভার উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হইলে দেশব্যাপী প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হইয়াছিল। বাঙলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে সংগ্রামী শক্তিগুলির মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয় বিধানের যে সমস্যাটি প্রথমাবধি রহিয়া গিয়াছে, দেশবাসী আশা করিয়াছিলেন উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের ফলে উহার বহুলাংশে সমাধান হইবে এবং এই উপদেষ্টা পরিষদ ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের স্তরে উন্নীত হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় জনগণের এই আশা পূরণ হয় নাই। ঐক্যের ভিত্তি আরও প্রসারিত কিম্বা গভীরতর হওয়া দূরের কথা উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের মধ্য দিয়া যে সূচনাটি হইয়াছে উহাকেই অঙ্কুরে বিনষ্ট করার জন্য পূর্বোক্ত মহলগুলি উঠিয়া পড়িয়া লাগে। উহার ফলে গত দুই মাসের মধ্যে উপদেষ্টা পরিষদের একটিও বৈঠক অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাই।

ঐক্যের পথে এই সকল বাধা থাকা সত্ত্বেও ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা ফুরাইয়া যায় নাই। বারং বাঙলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের অগ্রগতির সাথে সাথে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা আরও তীক্ষ্ণভাবে অনুভূত হইতেছে। শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ঐক্য প্রয়োজন—ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রয়োজন মুক্তাঞ্চলগুলির পুনর্গঠনের ক্ষেত্রেও। কাজেই উপদেষ্টা পরিষদকে একেবারে ঘুম পাড়াইয়া রাখার পরিবর্তে মাঝে মাঝে উহার বৈঠক ডাকিয়া নিয়মরক্ষা করিলেও সমস্যার সমাধান হইবে না। উপদেষ্টা পরিষদকে বাংলাদেশের সংগ্রামী শক্তিগুলির প্রাণবন্ত ঐক্যের প্রতীক হিসাবে দেশবাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে হইবে, মুক্তিসংগ্রামকে সুসংগঠিত ও বিভিন্ন সংগ্রামী শক্তির তৎপরতার মধ্যে সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে ইহাকে যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিতে দিতে হইবে। তাহাছাড়া, উপদেষ্টা পরিষদকে শুধু 'উপরের তলায়' সীমাবদ্ধ না রাখিয়া নিচের স্তরগুলিতেও ঐক্যবদ্ধ কমিটি গঠন করিতে হইবে।

দেশবাসীর জঙ্গী উদ্দীপনা বৃদ্ধির জন্য সরকারের তরফ হইতে স্বাধীন বাঙলাদেশের ভবিষ্যতের একটি রূপরেখা তুলিয়া ধরা এবং বক্তৃতায়-বিবৃতিতে, বেতারে-সংবাদপত্রে উহা ব্যাপকভাবে প্রচার করা দরকার। বিভিন্ন সময়ে প্রধানমন্ত্রীসহ বিভিন্ন সরকারী মুখপাত্র বলিয়াছেন, সরকারের লক্ষ্য বাঙলাদেশে একটি সত্যকারের গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করা। কখনও বা বলা হয়, আওয়ামী লীগ উহার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করিবে। সম্প্রতি একজন সরকারী মুখপাত্র বলিয়াছেন, বাঙলাদেশের মুক্তাঞ্চলে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ওয়াদা অনুযায়ী ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকদিগকে খাজনা হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত কথাবার্তার মধ্য দিয়া স্বাধীন বাঙলাদেশের রূপরেখা টুকরা টুকরাভাবে তুলিয়া ধরার চেষ্টা দেখা গেলেও ইহা যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন যা তাহা হইল, স্বাধীন বাঙলাদেশে কার্যকরী করা হইবে এরূপ একটি কর্মসূচী ঘোষণা। স্বাধীন বাঙলাদেশ যে আবার সাম্রাজ্যবাদ বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর অবাধ শোষণের মৃগয়া ক্ষেত্র হইয়া উঠিবে না, স্বাধীন বাঙলাদেশে যে সত্যই সুখী সমৃদ্ধিশালী সমাজ গড়িয়া তোলা হইবে—এই আশ্বাস ও নিশ্চয়তা দেশবাসীকে দিতে হইবে। আওয়ামী লীগের কর্মসূচীতে পাকিস্তানের তৎকালীন অবস্থার পটভূমিতে অনেক ইতিবাচক বিষয় সন্নিবেশিত হইলেও বাঙলাদেশের স্বাধীনতার পটভূমিতে উহার রদবদল অত্যাবশ্যক। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, আওয়ামী লীগের কর্মসূচীতে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ বন্ধ করা ও কৃষকের স্বার্থে ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই। অথচ স্বাধীন বাঙলাদেশের পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই দুইটি বিষয়ই হইবে মুখ্য। কাজেই পরিবর্তিত অবস্থার চাহিদার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া সর্বদলীয়ভাবে স্বীকৃত একটি গণমুখী কর্মসূচী বাঙলাদেশ সরকারের তরফ হইতে ঘোষণা করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

ইয়াহিয়া-চক্রের পাক-ভারত যুদ্ধের হুমকির দরুণ বাঙলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ক্ষেত্রে নয়া-পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। এই পরিস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধকে অগ্রসর করিয়া নেওয়ার জন্য উপদেষ্টা পরিষদের সামগ্রিক ও ঐক্যবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার। ইয়াহিয়া-চক্র যদি মরিয়া হইয়া যুদ্ধ বাধায়ই, তাহা হইলেও শত্রু যেন পাক-ভারত যুদ্ধের মধ্য দিয়া বাঙলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে চাপা দেওয়ার কুমতলব হাসিল করিতে না পারে বরং বাঙলাদেশে উহার পরাজয় ত্বরান্বিত হয় সে জন্য বাঙলাদেশের সকল সংগ্রামী শক্তিকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। বাঙলাদেশের মুক্তিবাহিনী এবং সাড়ে সাত কোটি নর-নারী যেন একটি মানুষের ন্যায় ঐক্যবদ্ধভাবে ও ক্ষিপ্রতার সহিত শত্রুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে সে জন্য একটি সামগ্রিক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা তৈরি করা দরকার। উপদেষ্টা পরিষদের সামনে ইহাও আজ একটি মুখ্য করণীয় হিসাবে হাজির হইয়াছে। এ ব্যাপারে কালবিলম্ব করা চলে না।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
মুক্তিযুদ্ধ ১ম বর্ষ : ১৯শ সংখ্যা	১৪ নভেম্বর, ১৯৭১	ঐক্যবদ্ধভাবে চূড়ান্ত আঘাত হানিয়া শত্রুকে পর্যুদস্ত কর

ঐক্যবদ্ধভাবে চূড়ান্ত আঘাত হানিয়া শত্রুকে পর্যুদস্ত কর

যে স্বাধীনতার বেদীমূলে অগণিত দেশবাসী অকাতরে আত্মবলি দিয়াছেন উহার প্রতি বেঈমানী বরদাশত করা হইবে না

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাঙলাদেশ সরকারের সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদ ঐক্যবদ্ধভাবে চরম আঘাত হানিয়া পাক জঙ্গীশাহীর ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করার জন্য সমগ্র জনগণ ও সকল মুক্তি সংগ্রামীর প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। উপদেষ্টা পরিষদ বাঙলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য আপোষহীন লড়াইয়ের সঙ্কল্প পুনরায় ঘোষণা করেন এবং যে স্বাধীনতার জন্য অগণিত দেশবাসী অকাতরে আত্মদান করিয়াছেন উহার সহিত কোন অবস্থাতেই বেঈমানী হইবে না বলিয়া ওয়াদা করেন।

উপদেষ্টা পরিষদ বাঙলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সহায়তার জন্য ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকার প্রশংসা করেন।

গত ৬-৭ নভেম্বর মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত বাঙলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সভায় উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অভিমত প্রকাশ করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন বাঙলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ এবং অংশগ্রহণ করেন বাঙলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির শ্রীমণি সিং, আওয়ামী লীগের জনাব আবদুস সামাদ আজাদ ও শ্রীফণী ভূষণ মজুমদার, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ও কংগ্রেস নেতা শ্রী মনোরঞ্জন ধর। ইহা ছাড়া মন্ত্রিসভার সদস্যবর্গও সভায় যোগদান করেন।

বৈঠকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং মুক্তি সংগ্রামের অগ্রগতি পর্যালোচনা করিয়া সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ করা হয় :

(১) কমিটি মনে করে যে, ইয়াহিয়ার যুদ্ধবৎ প্রস্তুতি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বাধানোর প্রকাশ্য পাঁয়তারা বাঙলাদেশে স্বাধীনতার প্রশ্ন ও দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধের ক্রমবর্ধমান সাফল্য হইতে বিশ্বের দৃষ্টি অন্যত্র সরানোরই একটি কুমতলব। কমিটি শত্রুর স্পষ্টতঃ দৃশ্যমান দুর্বলতাসমূহের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ এবং শত্রুর পতন দ্রুততর করার উদ্দেশ্যে তাহার উপর ঐক্যবদ্ধ ও চরম আঘাত হানার জন্য সকল শ্রেণীর সম্প্রদায়ের মানুষ এবং সকল স্তরের মুক্তি সেনানীদের প্রতি আহ্বান জানাইতেছে।

(২) কমিটি সভ্যতার সকল নিয়মকানুন ভঙ্গ করিয়া শেখ মুজিবর রহমানকে অব্যাহতভাবে আটক রাখার বিরুদ্ধে নিন্দা প্রকাশ করিতেছে এবং বাস্তবকে স্বীকার করিয়া লইয়া অবিলম্বে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তিদানের জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইতেছে।

(৩) কমিটি জালিয়াতিমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে ইয়াহিয়ার প্রস্তাবিত বে-সামরিক শাসনে প্রত্যাবর্তনকে শঠতা বলিয়া মনে করে। ইহা শুধু তাহাদেরকেই মুগ্ধ করিবে যাহারা ইহাকে বিশ্বাস করার ভান বা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছুক।

(৪) কমিটি ভারতের জনগণ ও সরকারকে বাঙলাদেশের প্রশ্নে তাঁহাদের ঐক্যবদ্ধ সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইতেছে এবং বাঙলাদেশ প্রশ্নে সোভিয়েত ইউনিয়নের নীতির প্রশংসা করিতেছে।

(৫) কমিটি সাড়ে ৭ কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার ন্যায্যতার প্রতিনিধিত্বকারী গণপ্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য বিশ্বের সরকারসমূহের প্রতি আবেদন জানাইতেছে।

(৬) কমিটি লক্ষ্য করিতেছে যে, কতিপয় দেশ বাঙলাদেশের ব্যাপারে সহানুভূতিশীল হইলেও তাহাদের মনোভাব প্রকাশে দ্বিধাগ্রস্থ। কমিটি ন্যায়, গণতন্ত্র ও মুক্তির পক্ষে তাহাদেরকে আরও সোচ্চার হইয়া আগাইয়া আসার আহ্বান জানাইতেছে।

(৭) যেসব দেশের সরকার ইয়াহিয়া খানকে অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ দিয়া বাঙলাদেশে গণহত্যার সাহায্য করিতেছে, কমিটি সেই সব দেশের জনগণের প্রতি আবেদন জানাইতেছে, তাঁহারা যেন বাঙলাদেশের ব্যাপারে তাহাদের সরকারের এই নিষ্ঠুর হস্তক্ষেপ বন্ধ করেন।

(৮) কমিটি পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যকে দ্রুত বাস্তবায়িত করার সঙ্কল্প পুনরায় ব্যক্ত করিতেছে এবং স্বাধীনতার কমে সমাধানের নিমিত্ত প্রদত্ত সকল বক্তব্য ও ফর্মূলা প্রত্যাখ্যান করিতেছে।

(৯) স্বাধীনতার জন্য যাঁহারা জীবন দিয়াছেন, তাহাদের ত্যাগ স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে কমিটি ঐসব নিহত বীরদের সহিত সংহতি ঘোষণা করিতেছে এবং শপথ গ্রহণ করিতেছে যে, যে কারণে তাঁহারা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, উহার সহিত কখনও বিশ্বাস ভঙ্গ করা হইবে না।

শেষ দুইটি প্রস্তাবে কমিটি নয়াদিল্লীস্থ পাকিস্তানী হাইকমিশনে আটক জনাব হোসেন আলী ও তাহার স্ত্রী-কন্যাদের মুক্তি দাবী করে এবং উড়িষ্যার প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
মুক্তিযুদ্ধ ১ম বর্ষ : ১৯শ সংখ্যা	১৪ নভেম্বর, ১৯৭১	গ্রাম বাঙলায় জঙ্গীশাহীর কর্তৃত্ব অচল

আয় নাই, ঘরে খাদ্য নাই, ভয়াবহ সঙ্কট

গ্রাম বাঙলায় জঙ্গীশাহীর কর্তৃত্ব অচল

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাঙলাদেশের গ্রামাঞ্চলে পাক জঙ্গীশাহীর কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ ভাঙিয়া পড়িয়াছে। অধিকৃত এলাকার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতাগণ যে প্রত্যক্ষদর্শীর রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন তাহাতে বলা হয়, সৈন্যবাহিনী শহরগুলি হইতে সচরাচর বাহির হয় না। তদুপরি পাক জঙ্গীশাহী ভারতের সহিত যুদ্ধ প্রস্তুতির অঙ্গ হিসাবে সেনাবাহিনীর প্রধান অংশকে সীমান্ত অঞ্চলে মোতায়েন করায় অধিকৃত বাঙলাদেশের গ্রামাঞ্চলে জঙ্গীশাহীর শাসন কার্যত রাজাকার ও অবাঙালী পুলিশ বাহিনীর লুটপাট ও জবরদস্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু অধিকৃত এলাকার গভীর অভ্যন্তরেও মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশেষত বহু রাজাকার ও পুলিশ মুক্তি বাহিনীর হাতে মারা পড়ায় পুলিশ ও রাজাকাররা এখন থানা সদর কার্যালয় ও আশপাশের দুই একটি গ্রাম ছাড়া বাহিরে যায় না। ইহার ফলে, আমাদের বরিশাল প্রতিনিধি জানাইতেছেন, প্রায় সমগ্র গ্রামাঞ্চল কার্যত মুক্ত। এসব এলাকায় পাক সরকারের প্রশাসন সম্পূর্ণ অচল এবং মুক্তিবাহিনী ও স্থানীয় ভিত্তিতে গড়িয়া ওঠা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম পরিষদগুলির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সব এলাকায় বাঙলাদেশ সরকারের বেসামরিক প্রশাসন চালু করা সম্ভব এবং অত্যন্ত দরকার।

পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত শহরগুলিতে স্কুল-কলেজ কিছু কিছু খোলা হইলেও গ্রামাঞ্চলে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ বন্ধ।

পাক দস্যু বাহিনী সামরিক অভিযান চালাইবার পর স্থানীয় সমাজ বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তথা পাক দালালেরা জনসাধারণের ওপর নির্যাতন, লুটতরাজ প্রভৃতি দুষ্কর্ম করে। কিন্তু পরবর্তীকালে মুক্তি বাহিনী ও স্থানীয় গেরিলা বাহিনীগুলি সংঘবদ্ধ হইয়া ইহাদিগকে শায়েস্তা করে। বর্তমানে এই মহলটি একেবারে কোণঠাসা এবং মুখচেনা পাক দালালেরা সকলেই গিয়া শহরে আশ্রয় লইয়াছে। গ্রামে যারা আছে তাহারা মৌখিকভাবে হইলেও মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি জানাইয়াছে। কিছু কিছু 'ভুয়া মুক্তিফৌজ' জনসাধারণের ওপর অত্যাচার করিত। মুক্তিবাহিনী ও গেরিলা বাহিনীগুলি ইহাদিগকেও ঠাণ্ডা করিয়াছে।

অর্থনৈতিক সঙ্কট

পাক হানাদার বাহিনীর লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের ফলে জনজীবনে

দারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি হইয়াছে। গত আউশের মওসুমে ধান হয় নাই— পাক সেনাদের অত্যাচারে কৃষকরা ধান বুনিতে ও কাটিতে পারে নাই। আমন ধানেরও আবাদ হইয়াছে কম। শ্রমিক, ব্যবসায়ী, দোকানদার, কর্মচারী, ক্ষেতমজুর প্রভৃতির আয়ের কোন পথ নাই। ধান-চাউলের দর কোন কোন জায়গায় খুবই বেশী— বরিশালের একটি এলাকা হইতে আমাদের প্রতিনিধি জানাইতেছেন, সেখানে নতুন আউশের চাল প্রতিমণ ৬০ টাকা দরে ক্রয়-বিক্রয় হইতেছে। আবার যোগাযোগের ব্যবস্থার অভাবে পার্শ্ববর্তী উদ্বৃত্ত এলাকা হইতে ধান চাউল আমদানী করা যাইতেছে না।

বরিশাল প্রতিনিধি জানান, কোন কোন এলাকায় শতকরা ৯০ জন অধিবাসী উপবাসে দিন কাটাইতেছে। পাক জঙ্গীশাহী খাদ্যশস্য সরবরাহের ব্যবস্থা করিবে না ইহা জানা কথাই। তাই বাঙলাদেশ সরকারের উচিত এই সব গ্রামাঞ্চলে খাদ্যশস্য সরবরাহের উদ্যোগ নেওয়া। বস্তুত খাদ্য সঙ্কট এরূপ তীব্র যে, আমাদের সংবাদদাতা, লিখিয়াছেন, এই সমস্যা সমাধানের ওপর মুক্তি সংগ্রামের ভবিষ্যৎ বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
মুক্তিযুদ্ধ ১ম বর্ষ : ১৯শ সংখ্যা	১৪ নভেম্বর, ১৯৭১	বাঙলাদেশের অধিকৃত এলাকার অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছে

বাঙলাদেশের অধিকৃত এলাকার অর্থনীতি একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাঙলাদেশের অধিকৃত এলাকার অর্থনীতিতে চরম অচলাবস্থা বিরাজমান। গত পহেলা মার্চ অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা হইতেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কর্মচাঞ্চল্যে ভাটা পড়ে, গত কয়েক মাসের লড়াই উহাকে একেবারে অচল করিয়া দিয়াছে।

কলকারখানা আজও পুরোপুরি চালু করা সম্ভব হয় নাই। ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ বললেই চলে। কৃষিক্ষেত্রে কিছুটা তৎপরতা থাকিলেও ব্যবসা কেন্দ্রগুলি ধ্বংস হওয়ায় কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণের সুবিধা খুবই সীমাবদ্ধ। বাঙলাদেশের দুইটি সামুদ্রিক বন্দর চট্টগ্রাম ও চালনা শ্রমিকদের অসহযোগিতা ও মুক্তিফৌজের আঘাতে আঘাতে প্রায় অচল। আমদানী রপ্তানী প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ। যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়ায় অধিকৃত এলাকার অভ্যন্তরেও পণ্য চলাচল খুবই সামান্য। ফলে স্থানীয় চাহিদা ও সরবরাহের ভিত্তিতেই জিনিসপত্রের দাম নির্ধারিত হইতেছে।

আমাদের সংবাদদাতাদের প্রেরিত রিপোর্ট হইতে জানা যায়, কৃষকরা যাহা উৎপাদন করে ইহা পানির দরে বিক্রি হইতেছে আর শিল্পজাত পণ্য বা যাহার সরবরাহ বাহির হইতে আসে সেগুলি রীতিমত অগ্নিমূল্য। ধান-চাউলের দর বেশী না হওয়া সত্ত্বেও লোকের ক্রয়ক্ষমতা একেবারেই লোপ পাওয়ার ফলে দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করিতেছে। ময়মনসিংহ জিলার একটি এলাকা হইতে আমাদের একজন সংবাদদাতা জানাইয়াছেন :

ভৈরববাজার, নরসিংদী ও নারায়ণগঞ্জ এই তিনটি মূল ব্যবসা কেন্দ্রের সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগের অভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানী ব্যাহত হওয়ায় দ্রব্যমূল্য ভীষণভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাপড় চোপড় ঔষধপত্র, লবণ, কেরোসিন তৈল, নারিকেল তৈল, সরিষার তৈল, চা, সিগারেট, চিনি প্রভৃতির মূল্য দ্বিগুণ হইতে তিন গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। চাউলের দর প্রতিমণ ৫০ টাকা, আটা ৪২ টাকা।

পাট

কৃষকের প্রধান অর্থকরী ফসল পাটের উৎপাদন এবার খুবই কম। স্থানীয়ভাবে অনুমিত হয়, অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অর্ধেক পাট উৎপাদন হইয়াছে।

পাট বোনার মওসুমে পাক বাহিনীর নির্মম অত্যাচার শুরু হওয়ায় কৃষকেরা পাট বুনিতে পারে নাই। অনেক কৃষক জঙ্গীশাহীর সহিত অসহযোগিতার উদ্দেশ্যে পাটক্ষেত ভাঙিয়া ধান

বুনিয়াছিল। তাছাড়া পাক সৈন্য ও রাজাকার বাহিনীর অত্যাচারে বহু কৃষক বাড়ীঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ায় ক্ষেতের পাট ক্ষেতে শুকাইয়াছে। ফলে পাট উৎপাদন বিরাজ গুরুতররূপে হ্রাস পাইয়াছে।

নারায়ণগঞ্জে পাটের দর চড়া থাকা সত্ত্বেও কৃষকরা উহার সুবিধা পাইতেছে না। অনেক ভাল ভাল পাটের বাজার পাক হানাদার সৈন্যরা পুড়াইয়া দেওয়ায় পাট বিক্রয়ের দারুণ অসুবিধা সৃষ্টি হইয়াছে। আবার আর্থিক সঙ্কট এবং পাকবাহিনী বা রাজাকারদের লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতির আশঙ্কায় কৃষক ঘরে পাট মজুত রাখা নিরাপদ মনে করিতে পারে নাই। কৃষকের এই অসহায় অবস্থার সুযোগে ফড়িয়া ব্যাপারীরা গ্রাম হইতে পানির দরে পাট কিনিয়া নিয়াছে। পাটের দর প্রতি মণ প্রতি ২০ হইতে ৩০ টাকা এবং বগী ৩৫ হইতে ৪০ টাকা। নিরাপত্তার অভাব হেতু ব্যবসায়ীরা সরাসরি নারায়ণগঞ্জে পাট চালান না দিয়া নরসিংদীতে বিক্রি করিয়া দেয়। লুটেরা রাজাকার বাহিনী পাটের নৌকা আটক করিয়া যথেষ্ট টাকা আদায় করিতেছে। পাক সৈন্যরা পাটের নৌকায় মুক্তিবাহিনী আছে সন্দেহ করিয়া হয়রানির একশেষ করে। ফলে নারায়ণগঞ্জ বন্দরে পাটের দর ও গ্রামের বাজারে কৃষক যে দাম পায়, উহার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে।

অন্যান্য অর্থকরী ফসল

এই মওসুমে কলা, কচু, মূলা, হলুদ, মরিচ পেঁয়াজ, রসুন, আদা, তরিতরকারী প্রভৃতি বিক্রি করিয়া কৃষকের হাতে কিছু পয়সা আসিত। কিন্তু বাজারজাতকরণের অসুবিধা এবং ক্রয়ক্ষমতা লোপ পাওয়ার দরুন স্থানীয় চাহিদা হ্রাসের ফলে এই সবের মূল্য শতকরা ৪০ হইতে ৫০ ভাগ কমিয়া গিয়াছে।

খাদ্য-শস্য

এই এলাকায় চাউলের দর বর্তমান মণ প্রতি ৪৫ হইতে ৫০ টাকা। নিরাপত্তার অভাবে ধান চাউলের মজুত ব্যবসা নাই। পার্শ্ববর্তী ভাটি অঞ্চলের বিচ্ছিন্নতার দরুন সেখানে ধান প্রতি মণ ৮ হইতে ১০ টাকা এবং চাউল ১৫ হইতে ২০ টাকা দরে বিক্রি হইতেছে। যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার অভাবে মাল চলাচল নাই।

ভাটি অঞ্চলে ধানই সম্বৎসরের একমাত্র ফসল। কৃষক উহা পানির দরে বিক্রি করিয়া দিতে বাধ্য হইতেছে। কারণ লুটেরা রাজাকার বাহিনীর দৌরাত্ম্যে কৃষক ঘরে ধান চাউল মজুত রাখিতে ভরসা পাইতেছে না। অবিশ্বাস্য হইলেও সত্য যে, একদিকে ধান চাউলের নিম্ন মূল্য ও অন্যদিকে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া পাশাপাশি বিরাজ করিতেছে। রুটি রোজগারের অভাবে গ্রামের গরীব মানুষ ক্ষেতমজুর ভূমিহীন প্রভৃতি উপবাসে দিন কাটাইতেছে। তা ছাড়া আমন ফসলের ফলন বিক্রি ভাল হয় নাই। সার ও কীটনাশকের অভাবে অধিক উৎপাদনশীল 'ইরি' ধরণের চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে যুদ্ধাবস্থার দরুণ। আউশ ধান সময় মত বোনা ও কাটা সম্ভব হয় নাই। ফলে কৃষকের সামনে অন্ধকার ভবিষ্যৎ।

তাঁত শিল্প

সূতার অভাবে গ্রামীণ তাঁত শিল্প ধ্বংসের মুখে। পশ্চিম পাকিস্তানী মিলের কাপড় চালু করার উদ্দেশ্য হানাদার পাক সৈন্যরা অনেক গ্রামে তাঁত পুড়াইয়া দিয়াছে। যথা : বাজিতপুর, বসন্তপুর,

নিতাইকান্দি, কাপাসাটিয়া। পার্শ্ববর্তী ঢাকা জিলার নরসিংদী এলাকার তাঁত শিল্পও পাক বাহিনী ধ্বংস করিয়া দিয়াছে।

বেকার সমস্যা

এই অর্থনৈতিক অবস্থার পটভূমিতে গ্রামাঞ্চলে বেকার সমস্যার তীব্রতা ভয়াবহরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিক্ষক সরকারী কর্মচারী বেসরকারী চাকরিজীবী বেকার হইয়া গ্রামে আশ্রয় লইয়াছে এবং ভরণপোষণের জন্য নিজেদের যৎসামান্য জমির ওপর নির্ভর করিতেছে। অধিকাংশ কলকারখানা বন্ধ থাকায় শ্রমিকেরা দলে দলে গ্রামে আসিয়া ভিড় জমাইয়াছে। সরকারী ও বেসরকারী অফিসের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরাও বেকার হইয়া ক্ষেতমজুরের কর্মপ্রার্থী হইয়া একদিকে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি করিয়াছে অন্যদিকে ক্ষেতমজুরের চাহিদা ও মজুরি হ্রাস পাওয়ার কারণ ঘটাইয়াছে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
মুক্তিযুদ্ধ ১ম বর্ষ : ২০শ সংখ্যা	২১ নভেম্বর, ১৯৭১	দিনাজপুরের মুক্তাঞ্চলে সর্বদলীয় কমিটি গঠিত

জনজীবনের বহুমুখী সমস্যা সমাধানের তাগিদে

দিনাজপুরের মুক্তাঞ্চলে সর্বদলীয় কমিটি গঠিত

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

বাঙলাদেশের উত্তরতম প্রান্তে দিনাজপুরের মুক্ত এলাকা তেঁতুলিয়ায় বাঙলাদেশ সরকারের প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও গণজীবনের সুষ্ঠু পুনর্বাসন সংক্রান্ত সকল বিষয়াদি দেখাশোনার জন্য উক্ত এলাকা হইতে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব মোশাররফ হোসেনের আহ্বানে কমিউনিস্ট পার্টি, আওয়ামী লীগ, ন্যাপসহ একটি সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হইয়াছে। কমিটিতে জনাব হোসেন ছাড়া অন্যান্যরা হইতেছেন—জনাব তফিল হোসেন, জনাব খোরশেদ আলী, জনাব নজির হোসেন, জনাব জমির আলী, জনাব আবদুস সাত্তার মোল্লা, জনাব নূরুল হক, জনাব ওয়াহেদ হোসেন, জনাব মোহাম্মদ আলী, জনাব নিজামুদ্দিন আহমদ, জনাব খাদেম আলী, জনাব নফিজউদ্দিন, জনাব করিমউদ্দিন, জনাব গফুরউদ্দিন আহমদ প্রধান, জনাব লুৎফর রহমান, জনাব তব্বির রহমান ও জনাব মঈনুল হক। উপদেষ্টা কমিটি গঠনের ফলে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছে।

গত ৯ই নভেম্বর কালান্দিগঞ্জে জনাব মোশাররফ হোসেন চৌধুরীর আহ্বানে অনুষ্ঠিত এক সর্বদলীয় সভায় এই উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। এই সভায় তেঁতুলিয়া থানার আওয়ামী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র লীগ, কৃষক সমিতি, শিক্ষক সমিতি প্রভৃতি রাজনৈতিক ও গণসংগঠনের প্রতিনিধি ছাড়াও সকল স্তরের জনগণের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব জমির আলী।

সভায় জনাব নূরুল হক উপদেষ্টা কমিটি গঠনের প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন এবং উহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভায় সংশ্লিষ্ট মুক্তাঞ্চলের সমস্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

প্রথম প্রস্তাবে মুক্তাঞ্চলে আসন্ন মরসুমে মালিক বিহীন পরিত্যক্ত জমির ফসলাদি কাটা এবং বিলি ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারের নীতি কি তাহা অবগত হওয়ার জন্য কমিটি জনাব মোশাররফ হোসেন এম, এন, এ-কে অনুরোধ করে।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে উক্ত এলাকার যে সব সরকারী ও পরিত্যক্ত মালিকবিহীন সম্পত্তি বর্তমানে তেঁতুলিয়া থানা আওয়ামী লীগের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে, সেই সব সম্পত্তি বা উহার আয় যাহাতে বাঙলাদেশ সরকারের হাতে আসে তাহার জন্য জনাব মোশাররফ হোসেন এমএন

একে উপদেষ্টা কমিটির পক্ষ হইতে অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পত্তির একটি হিসাব গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানানো হয়।

অপর প্রস্তাবে উক্ত এলাকায় সরকার অনুমোদিত যে ইয়ুথ ক্যাম্পটি কার্যতঃ নিস্ক্রীয় রহিয়াছে, উহাকে সক্রিয় করা ও যুবকদের ট্রেনিং দানের ব্যবস্থা করার জন্য জনাব মোশাররফ হোসেন এম এন এ কে সরকারের সহিত আলাপ-আলোচনা করার অনুরোধ জানানো হয়।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
মুক্তিযুদ্ধ	২১ নভেম্বর, ১৯৭১	রাজনৈতিক হালচাল
১ম বর্ষ : ২০শ সংখ্যা		

রাজনৈতিক হালচাল

॥ ভাষ্যকার ॥

বাঙলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে। ছোট ছোট মুক্তাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে বিভিন্ন এলাকায়। এছাড়া গ্রাম এলাকায় পাকহানাদার বাহিনীর তৎপরতা খুবই সীমাবদ্ধ। রাজাকার ও পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আমদানী করা পুলিশও মুক্তিবাহিনী ও গেরিলাদের অতর্কিত আক্রমণের ভয়ে থানার সদর কার্যালয় ছাড়িয়া দূরে যাইতে সাহস পায় না। ফলে বাঙলাদেশের অধিকৃত এলাকার বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলও কার্যত মুক্ত। সেখানে ইয়াহিয়া খান কিম্বা তাহার পা-চাটা মালেকের তথাকথিত 'সরকার' শাসন নাই বলিলেও চলে। বাঙলাদেশ সরকারের মুক্তিবাহিনী, স্থানীয়ভাবে সংগঠিত আওয়ামী লীগ, ন্যাপ বা কমিউনিস্ট সমর্থক গেরিলা বাহিনী এবং স্থানীয় মুক্তিসংগ্রাম কমিটি (যা বহুক্ষেত্রে উপদেষ্টা কমিটির ধরণে সর্বদলীয় গড়িয়া উঠিয়াছে) প্রভৃতির হাতেই এইসব এলাকার কর্তৃত্ব কার্যত ন্যস্ত। এইসব মুক্তাঞ্চলে অসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা চালু ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ সম্পন্ন করার জরুরী তাগিদ আজ অনুভূত হইতে শুরু করিয়াছে। আবার, মুক্ত এলাকার প্রশাসন বা পুনর্গঠনের প্রশ্নকে কেন্দ্র করিয়া একটি বড় ও মৌলিক প্রশ্ন সামনে চলিয়া আসিয়াছে। প্রশ্নটি হইল বাঙলাদেশ সরকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে কোন নীতি, কোন্ পথ অনুসরণ করিবে? মুক্ত এলাকার সমস্যা সমাধান আলাদাভাবে হইতে পারে না, গোটা বাঙলাদেশের পুনর্গঠনের প্রশ্নের সহিত ইহা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আজিকার ছোট ছোট মুক্তাঞ্চলগুলিকে গড়িয়া তুলিতে হইবে আগামী দিনের বাঙলাদেশের মডেল হিসাবে তাই মুক্তাঞ্চলে পূণর্গঠনের প্রশ্নকে সামনে রাখিয়া আজ বাঙলাদেশ সরকার ও অন্যান্য সকল সংগ্রামী শক্তিকে দেশের ভবিষ্যৎ সামাজিক অর্থনৈতিক রূপরেখা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইবে। ইহা এখন আর নিছক তত্ত্বগত বিষয় নয়, ভবিষ্যতের জন্য ইহাকে ফেলিয়া রাখাও চলে না।

স্বাধীন বাঙলাদেশের সম্পর্কে অস্পষ্টভাবে হইলেও একটা ধারণা বা ছবি সকলের মনেই আছে। ইহার প্রকাশও নানাভাবেই দেখা যাইতেছে। স্বাধীনতার দাবিতে বাঙলাদেশের সব মানুষ এক। পশ্চিম পাকিস্তানের কুখ্যাত বাইশটি একচেটিয়া পুঁজিপতি পরিবার, বড় জমিদার গোষ্ঠী ও উহাদের মুরব্বী সাম্রাজ্যবাদীরা বাঙলাদেশের উপর যে এক ধরণের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের জোয়াল চাপাইয়া দিয়াছিল, উহা হইতে মুক্তি চায় প্রতিটি নরনারী। এই একচেটিয়া শোষণ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে উহার যে নিষ্ঠুর সামরিক স্বৈরতন্ত্র কায়েম করিয়াছিল উহাকে ধ্বংস করিয়া জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাঙলাদেশের সকল শ্রেণীর, সকল স্তরের মানুষ ঐক্যবদ্ধ। প্রতিটি দেশবাসী চায় বাঙলাদেশের স্বাধীনতা এবং উক্ত দাবিতে প্রত্যেকেই ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করিতেছে।

কিন্তু ইহার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, বাঙলাদেশের সকল শ্রেণী ভেদাভেদ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে কিম্বা শ্রেণী স্বার্থের বৈপরীত্য লোপ পাইয়াছে। স্বাধীন বাঙলাদেশের ছবিও সকল শ্রেণীর মানুষের মনে এক রকম নয়। কৃষক ভাবিতেছে স্বাধীন বাঙলাদেশে সে জমি পাইবে, সামন্তবাদী শোষণের নাগপাশ হইতে পাইবে মুক্তি। শ্রমিক ভাবিতেছে সে পাইবে বাঁচার মত মজুরি, কাজের নিরাপত্তা, রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার। যুগ যুগ ধরিয়া সে সভ্যতার পিলসুজ হইয়া কাটাইয়াছে, বাঙলাদেশের স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে এমন এক উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দুয়ার খুলিয়া যাইবে যেখানে সে সভ্যতার নির্মাতা হিসাবে উহার ফল ভোগেরও অধিকারী হইবে। সকলের অন্নবস্ত্র শিক্ষা স্বাস্থ্য আশ্রয়ের মত ন্যূনতম চাহিদাগুলি মিটিবে। মধ্যবিত্ত ভাবিতেছে স্বাধীন বাঙলাদেশে তাহার শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা হইবে, বেকারি ঘুচিবে, জীবন মানের উন্নতি হইবে। বাঙালী ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের মনে রহিয়াছে পশ্চিম পাকিস্তানী এক চেটিয়া পুঁজির অসম প্রতিযোগিতার অবসান ঘটাইয়া আত্মবিকাশের আকাঙ্ক্ষা ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার আদমজী-ইস্পাহানী-দাউদ-বাওয়ানীকে তাড়াইয়া নিজেরাই যে বাঙালী আদমজী-দাউদ-বাওয়ানী হইয়া বসিবার স্বপ্ন দেখিতেছে না তাও নয়।

এখন প্রশ্ন হইল, স্বাধীন বাঙলাদেশে কোন শ্রেণীর মানুষের স্বপ্ন সফল হইবে? শোষকশ্রেণীর না শোষিতশ্রেণীর ? যে শ্রমিক কৃষক-ছাত্র জনতা স্বাধীনতার জন্য বুকের রক্ত ঢালিতেছে তাহাদের শোষণ মুক্তির পথ উন্মোচিত করা হইবে, না মুষ্টিমেয় ধনিকের শোষণের অধিকার কায়েম করা হইবে ? বাঙালী উদীয়মান ধনিকশ্রেণী স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বপক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানের একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে ইহারা অতীতেও লড়াই করিয়াছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইহারা মিত্র শ্রেণীভুক্ত। তাহা সত্ত্বেও একথা মনে রাখিতে হইবে যে ইহাদের শ্রেণীচরিত্র শোষকের। কাজেই স্বাধীন বাঙলাদেশে ইহাদিগকে যদি অবাধ বিকাশের সুযোগ দেওয়া হয় অর্থাৎ বাঙলাদেশে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যদি পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাহা হইলে শোষিতশ্রেণীগুলি অর্থাৎ শ্রমিক কৃষক বুদ্ধিজীবী তথা সকল মেহনতী মানুষ শোষণের জোয়ালে আবদ্ধই থাকিয়া যাইবে। শোষকের পরিবর্তন হইলে শোষণের অবসান ঘটিবে না। তাছাড়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কায়েম করা হইলে যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজ ইয়াহিয়া চক্রকে অস্ত্র অর্থ 'উপদেষ্টা' দিয়া বাঙলার নরমেধ-যজ্ঞে সহায়তা করিতেছে, সাহায্য, ঋণ ও 'বিশেষজ্ঞের' জন্য উহাদিগকেই স্বাধীন বাঙলাদেশে ডাকিয়া আনিতে হইবে। সাম্রাজ্যবাদী শোষণের শৃঙ্খলে বাধা পড়িবে বাঙলাদেশ। সোনার বাঙলা আরও রিক্ত, আরও কঙ্কালসার হইয়া পড়িবে।

ইহার বিকল্প কী ? ইহার বিকল্প রাস্তা হইল পুঁজিবাদী পথ পরিহার করা— শুধু শোষক পরিবর্তন নয়, শোষণমূলক ব্যবস্থারই চির অবসানের দিকে পদক্ষেপ নেওয়া। শোষিত-নিপীড়িতের রাজ কায়েম করা। ইহার অর্থ এই নয় যে, পুঁজিপতিদের গলা কাটিয়া ফেলা হউক কিম্বা যে লোক আণ্ডা বেচিয়া খায় তাহার মুরগীটিকে জাতীয়করণ করিয়া লওয়া হউক। বাঙলাদেশের সামাজিক বিকাশের বর্তমান স্তরে বেসরকারী উদ্যোগের ইতিবাচক ভূমিকা শেষ হইয়া যায় নাই। কাজেই বেসরকারী পুঁজি বা উদ্যোগকে সম্পূর্ণরূপে নাকচ করার প্রশ্ন আসে না। কিন্তু এই পুঁজিকে জনসাধারণের উপর অবাধ শোষণ চালাইয়া একচেটিয়া পুঁজিতে পরিণত হইতে দেওয়া চলিবে না। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতকে জাতীয় অর্থনীতির নিয়ামক শক্তিরূপে

গড়িয়া তুলিতে হইবে। ব্যাংক-বীমা বৃহৎ শিল্প, পাট শিল্প ও পাট ব্যবসা, আমদানী-রফতানী ব্যবসা প্রভৃতি জাতীয়করণ করিয়া রাষ্ট্রায়ত্ত বা সরকারী খাতকে শক্তিশালী করিতে হইবে। সরকারী খাতের পরিচালনা ব্যবস্থার গণতান্ত্রিকীকরণ, পরিচালনার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা বিধান এবং সরকারী খাতের দক্ষতা বৃদ্ধিরও ব্যবস্থা নিতে হইবে। জাতীয় অর্থনীতির বিকাশকে পরিচালিত করিতে হইবে অপুঁজিবাদী পথে–যাহা পরিণতি লাভ করিবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠায়।

অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের একটা প্রধান কাজ হইল, ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার তথা কৃষির পুনর্গঠন। বাঙলাদেশে ভূমি সংস্কারের প্রশ্নটিকে দীর্ঘদিন যাবৎ ফেলিয়া রাখা হইয়াছে। ১৯৫০ সালে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ হইলেও ভূমি ব্যবস্থায় সামন্তবাদী শোষণের অবশেষগুলি রহিয়া গিয়াছে আজও। বলা যায়, ১৯৫০ সালে জমিদার উচ্ছেদ হইলেও জমিদারী উচ্ছেদ হয় নাই।

আইয়ুব খানের আমলে ভূমি ব্যবস্থার 'সংস্কার' করা হয় উল্টা দিকে। এর আগে বাঙলাদেশে মাথাপিছু জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা বা সিলিং ছিল ৩৩ একর বা ১০০ বিঘা। আইয়ুবী শাসনে তথাকথিত 'ভূমি সংস্কার' আইনে সিলিং বাড়াইয়া ৩৭৫ বিঘায় নির্ধারিত করা হয়। অথচ বাঙলাদেশে জমির উপর জনসংখ্যার অতিরিক্ত চাপের পরিপ্রেক্ষিতে সিলিং নামাইয়া ৫০ বিঘা নির্ধারিত করা ছিল খুবই জরুরী।

১৯৫০ সালের জমিদারী দখল আইন এবং সিলিং সংক্রান্ত বিধি কিংবা পরবর্তী কালের আইয়ুব আমলের তথাকথিত 'ভূমি সংস্কার' আইন যে কোন গরীব বা অর্থহীন কৃষক এক বিঘা জমিও পায় নাই। বাঙলাদেশের শতকরা ৩৫ জন কৃষক ভূমিহীন এবং যাহাদের জমি আছে তাহাদের মধ্যেও শতকরা ৭৮ জনের জমির পরিমাণ পাঁচ একর বা ১৫ বিঘার নিচে (বাঙলাদেশে অন্যুন ১৫ বিঘা পরিমাণ জমিকে ইকনমিক হোল্ডিং ধরা হয়)। কাজেই ভূমি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা যে কত জরুরী তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কিন্তু এই জরুরী কাজটিই হয় নাই। এবং না হওয়ার ফলে কৃষিতে সৃষ্টি হইয়াছে বন্ধ্যাত্ব। অধিকাংশ জমির মালিক জমি চাষ করেন না আর যাঁরা জমি চাষ করেন তাঁহারা জমির মালিক নন। ফলে কৃষির অগ্রগতির পথে এক দুস্তর বাধা সৃষ্টি হইয়াছে। আবার কৃষি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ তথা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মারফত কৃষকের হাতে পয়সা না আসার ফলে শিল্পজাত পণ্যের বাজারও রহিয়া গিয়াছে সঙ্কুচিত অবস্থায় এবং শিল্প বিকাশের সম্ভাবনা হইয়াছে খর্ব। এই অবস্থায় অর্থনৈতিক উন্নতির আশা ছিল সুদূর পরাহত।

আজ যখন বাঙলাদেশের সংগ্রাম সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে তখন দেশের অর্থনৈতিক রূপরেখায় ভূমি সংস্কার তথা কৃষি পুনর্গঠনের কর্মসূচীকে আর ফেলিয়া রাখা যায় না। ইহার স্থান হওয়া উচিত অর্থনৈতিক পুনর্গঠন কর্মসূচীর একেবারে পয়লা নম্বরে। পারিবারিক মালিকানাধীন জমির সিলিং কমাইয়া ঊর্ধ্বপক্ষে ১০০ বিঘা নির্ধারিত করা, উদবৃত্ত জমি গরীব কৃষক ও ভূমিহীনদের মধ্যে বিনামূল্যে বিলি করা, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকদিগকে খাজনা হইতে অব্যাহতি দেওয়া, খাজনা প্রথা ধীরে ধীরে উঠাইয়া দিয়া কৃষি আয়কর চালু করা, ইজারাদারী জলমহাল বনমহাল প্রভৃতি সামন্তবাদী শোষণের অবশেষগুলিকে বিলুপ্ত করা, সমবায় কৃষি খামার গড়িয়া তোলা প্রভৃতি কৃষি পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে আশুকরণীয়।

শুধু অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের তাগিদে নয়, স্বাধীনতার লড়াইয়ে কৃষকদিগকে অধিকতর সংখ্যায় উদ্বুদ্ধ করার জন্যও মুক্তি সংগ্রামের একটি প্রধান রণধ্বনি হওয়া উচিত : 'কৃষকের হাতে জমি দাও'। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা হইতেও আমরা এই শিক্ষাই পাইতে পারি। কৃষকের হাতে জমি দেওয়ার ভিত্তিতে মুক্তাঞ্চলগুলিতে ভূমি সংস্কারের কাজে এখনই হাত দেওয়া উচিত। মুক্তাঞ্চলে এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে পারিলে অধিকৃত এলাকার কৃষকগণও মুক্তি সংগ্রামে অধিকতর অনুপ্রাণিত হইবেন।

সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসান ঘটান অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে আর একটি জরুরী কাজ। সোনার বাঙলা যে আজ শ্মশান, তার পিছনে করাচী লাহোরের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সাথে সাথে সাম্রাজ্যবাদী বিশেষতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসান কম নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঋণের সুদ বাবদই প্রতি বৎসর ৭০/৮০ কোটি টাকা পাকিস্তান হইতে লুটিয়া নিত, উহার সিংহভাগ যাইত পূর্ব বাঙলা হইতে। অতীতে দেশবাসীর দৃষ্টি এদিকে যথেষ্ট পরিমাণে সজাগ ছিল না। পূর্ব বাঙলারূপী চৌবাচ্চাতে দুইটি ছিদ্র ছিল— একটি করাচী-লাহোরের একচেটিয়া পুঁজির শোষণের আর অন্যটি সাম্রাজ্যবাদী তথা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শোষণের। বাঙলাদেশের সম্পদ পাচার বন্ধ করিতে হইলে এই দুইটি ফুটোই বন্ধ করা দরকার। এ ব্যাপারে সরকারের কর্মসূচী হওয়া উচিত : (১) অতীতে পাকিস্তানকে দেওয়া ঋণের সমুদয় দায়িত্ব অস্বীকার করা; (২) বাঙলাদেশে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি বিনা ক্ষতি পূরণের জাতীয়করণ করা (চা-শিল্প, ব্যাংক, বীমা ও রফতানী বাণিজ্যে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি রহিয়াছে); এবং (৩) ভবিষ্যতে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির অনুপ্রবেশের পথ বন্ধ করা।

কোন কোন মহল মনে করেন এবং অনেক সময় প্রকাশ্যে বলিয়াও থাকেন, আগে তো দেশ স্বাধীন হউক তারপর কর্মসূচীর কথা ভাবিয়া দেখা যাইবে। আবার কোন কোন মহল মনে করেন, বাঙলাদেশের স্বাধীনতা আসুক, তা হইলেই সব সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। কিন্তু এগুলি হইল শোষকশ্রেণীর যুক্তি। ১৯৪৬ সালে বলা হইয়াছিল, পাকিস্তান হাসিল হইলেই সব শোষণের অবসান হইবে। কারণ সব মুসলমান ভাই ভাই। আবার কেহ কেহ বলিতেন, মুসলমানদের মধ্যে জমিদার বা বড় পুঁজিপতি বিশেষ কেহ নাই, কাজেই পাকিস্তান কায়েম হইলে উহা হইবে 'গরীবের পাকিস্তান।' এইসব 'যুক্তি' যে ধোঁকাবাজি ছাড়া কিছু নয় তা আজ আর কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হয় না। কাজেই 'সব বাঙালী ভাই ভাই' শ্লোগানও কোন কাজের কথা নয়। স্বাধীনতার দাবিতে সকল বাঙালী এক হইলেও বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব রহিয়াই গিয়াছে। কাজেই বাংলাদেশে যাহাতে প্রকৃতই শ্রমিক কৃষক বুদ্ধিজীবী তথা মেহনতী জনতার ন্যায্য স্বার্থ রক্ষা পায় উহার নিশ্চতা সম্বলিত একটি সামাজিক অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কর্মসূচী অবিলম্বে ঘোষণা করা দরকার। এবং এই কর্মসূচীর রূপরেখার ভিত্তিতেই আদর্শ হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে মুক্তাঞ্চলগুলিকে। শুধু সামাজিক ন্যায়নীতির খাতিরেই নয়, শ্রমিক-কৃষক ছাত্র-জনতাকে অধিকতর অনুপ্রাণিত করিয়া বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে আরও দুর্বার করিয়া তোলার জন্য ইহা অত্যাবশ্যক।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
মুক্তিযুদ্ধ ১ম বর্ষ : ২২শ সংখ্যা	৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১	মুক্তাঞ্চলে নতুন জীবন গড়িতে হইবে

মুক্তাঞ্চলে নতুন জীবন গড়িতে হইবে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির অনেক অঞ্চল মুক্ত হইয়াছে। নতুন নতুন এলাকা মুক্ত হইতেছে। মুক্তাঞ্চলের মানুষ দখলদার শত্রুসেনাদের কবলমুক্ত হইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন এবং মাতৃভূমির বাকী অংশ মুক্ত করার জন্য মুক্তিবাহিনীর সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিতেছেন। কিন্তু এই সঙ্গে মুক্তাঞ্চলে দেখা দিয়াছে অনেক জটিল সমস্যা। যুদ্ধ বিধ্বস্ত এলাকাগুলির পুনর্গঠন, জনজীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা এবং সুষ্ঠু প্রশাসন গড়িয়া তোলার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের তাগিদ জরুরী হইয়া দেখা দিয়াছে।

আমাদের প্রতিনিধি সম্প্রতি রংপুর জেলা ভুরুংগামারী, নাগেশ্বরী, পাটগ্রাম ইত্যাদি মুক্তাঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া এই সকল সমস্যার কথা জানাইয়াছেন।

পাকবাহিনীর পোড়ামাটি নীতি

সর্বত্রই পিছু হটার সময় পাকবাহিনী পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করিয়া সব কিছু জ্বালাইয়া পুড়াইয়া ধ্বংস করিয়া দিতেছে। মুক্তিবাহিনীর অগ্রগতির মুখে ভুরুংগামারী ও নাগেশ্বরী থানা ত্যাগ করার সময় হানাদার শয়তানরা গ্রামবাসীদের উপর এলোপাথাড়ি গুলি চালাইয়া তিন শতাধিক লোককে হত্যা করে, বহু বাড়ীঘর জ্বালাইয়া দেয় এমন কি পেট্রোল দিয়া জমির পাকা ধানে আগুন ধরাইয়া দেয়। কয়েকটি সড়ক সেতুও পাক সেনারা যাইবার সময় ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। নিজ দলীয় রাজাকারদেরকেও পাক সেনারা গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে।

এইভাবে শত্রু-সেনারা পূর্ব-দখলকৃত গ্রামগুলিকে যাইবার সময় শ্মশানে পরিণত করিয়াছে। মুক্তাঞ্চলে নিজ বাড়ীঘরে যাহারা ফিরিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের আশ্রয় নাই, বস্ত্র নাই, ক্ষেতের ধান বিনষ্ট হওয়ায় খাদ্যও নাই।

মুক্তাঞ্চলের জনগণকে বাঁচাইবার জন্য এখনই জরুরী ভিত্তিতে রিলিফের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যাহাদের ঘরবাড়ী নাই তাহাদের পুনর্বাসনের জন্য ঘর তুলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। খাদ্য ঔষধপত্র ও চিকিৎসকের তীব্র অভাব রহিয়াছে।

অর্থনীতি

মুক্তাঞ্চলগুলি অর্থনৈতিক দিক হইতে কার্যত বন্ধ এলাকায় পরিণত হইয়াছে। স্বাভাবিক ব্যবসাবাণিজ্য নাই। এই সকল অঞ্চলের ব্যবসাবাণিজ্য পূর্বে দখলকৃত এলাকার সহিত যুক্ত থাকায় এখন সরবরাহের ক্ষেত্রে দারুণ অসুবিধা দেখা দিয়াছে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের তীব্র অভাব, ক্ষেত্র বিশেষে দারুণ উচ্চমূল্য। লবণ, কেরোসিন, দেশলাই, আটা, চিনি ইত্যাদি প্রায় পাওয়াই যায় না। লবণ প্রতি সের কোথাও কোথাও ৫ টাকা ও কেরোসিন

৮ টাকায় বিক্রয় হইতেছে। গরীব ক্ষেত-মজুর, দিনমজুর ও সাধারণ কৃষকের এইগুলি ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। এই শ্রেণীর জনগণের হাতে এখন কোন কাজও নাই। এই সকল এলাকায় প্রধান অর্থকরী ফসল পাট ও তামাক যাহাদের কিছু আছে তাহারাও দাম পাইতেছে না।

অভিজ্ঞ মহলের মতে, মুক্তাঞ্চলে সরবরাহ ও কিছুটা স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্য চালু করার জন্য বাঙলাদেশ সরকারের উচিত প্রতিবেশী ও মিত্র ভারতের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া ভারত ও মুক্তাঞ্চলের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য চালু করা। তবে, সেরূপ ক্ষেত্রে যাহাতে বিশৃঙ্খলা ও অবাধ মুনাফার প্রবণতা দেখা না দেয় তাহার জন্য বর্তমান পরিস্থিতিতে জনগণের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ রাখিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য সরকারী নিয়ন্ত্রণে ও কো-অপারেটিভভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া উচিত বলিয়া তাহারা মনে করেন।

প্রশাসন

মুক্ত অঞ্চলসমূহে বাঙলাদেশ সরকারের বেসরকারী প্রশাসন চালু হইতেছে। আমাদের প্রতিনিধি জানাইতেছেন, রংপুরের মুক্তাঞ্চলগুলিতে থানা প্রশাসন চালু হইয়াছে, অসামরিক প্রশাসনের জন্য অনেক এলাকার আঞ্চলিক কাউন্সিল গঠন করা হইতেছে, বাঙলাদেশ সরকারের রাজস্ব আদায় শুরু হইয়াছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও কিছু কিছু খোলা হইতেছে।

ভুরুংগামারী ও নাগেশ্বরী এলাকায় সরকারী হাট-বাজার হইতে তোলা আদায় করিতেছেন। প্রতিরক্ষা ও প্রশাসনের নাম করিয়া কোন কোন স্থানে উচ্চহারে তোলা আদায় হইতেছে বলিয়া কৃষকরা অভিযোগ করিতেছেন। এই বিষয়ে সরকারের সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। বর্তমান অবস্থায় শুধু স্বচ্ছল ব্যবসায়ীর নিকট হইতেই তোলা আদায় করা উচিত বলিয়া মুক্তাঞ্চলের মানুষ মনে করেন।

প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা

মুক্তাঞ্চলের বহুমুখী জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন দক্ষ দুর্নীতিমুক্ত ও সুষ্ঠ প্রশাসন গড়িয়া তোলা। ইহার জন্য বাঙলাদেশ সরকার ও মুক্তিযুদ্ধে শরীক সকল দলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রয়োজন। হানাদার পাকিস্তানীরা বিতাড়িত হওয়ার পর কোন এলাকায় যাহাতে প্রশাসনিক শূন্যতা দেখা না দেয় তাহার জন্য প্রশাসনকে জনগণ ও সকল গণতান্ত্রিক দলের সক্রিয় অংশগ্রহণ সম্ভব করিয়া তুলিতে হইবে।

পুনর্গঠনের কঠিন কাজকে সম্ভব করিয়া তোলার জন্য সর্বদলীয়ভিত্তিতে প্রশাসনিক কাঠামো দাঁড় করান প্রয়োজন।

কিন্তু এ যাবৎ যে সকল জোনাল, সাব-জোনাল, থানা ও ইউনিয়ন কাউন্সিল গঠন করা হইয়াছে, সেগুলি কোনটিই সর্বদলীয়ভিত্তিতে গঠিত হয় নাই। শুধু অফিসারদের, বড়জোর অফিসার ও আওয়ামী লীগের লোকজন লইয়া গঠিত হইয়াছে। অথচ সব জায়গাতেই স্থানীয় জনসাধারণ দলমত নির্বিশেষে তাহাদের বিশ্বাসভাজন নেতৃবৃন্দকে এই প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত দেখিতে চান।

মুক্তাঞ্চলের থানাগুলিতে পুলিশ ও কর্মচারীর সংখ্যা প্রায়শই নগণ্য। এ ক্ষেত্রে সকল সংগ্রামী দল ও গণসংগঠন হইতে যুবকদের নিয়া স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়িয়া তোলার প্রয়োজনীয়তা মুক্তাঞ্চলের মানুষ অনুভব করিতেছেন। পুনর্বাসন, খাদ্য ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে

যে তীব্র অভাব রহিয়াছে, সর্বদলীয় রিলিফ কমিটি গঠন করিয়া উহার কাজের সহিত সরকারী প্রশাসনের সমন্বয়সাধন করিয়া তাহা মোকাবিলা করিতে হইবে। ইতিপূর্বে ফুলবাড়ীর মুক্তাঞ্চলে সর্বদলীয় রিলিফ কমিটি গঠনের সংবাদ 'মুক্তিযুদ্ধে' প্রকাশিত হইয়াছে। এইরূপ রিলিফ কমিটি সকল মুক্তাঞ্চলে গড়িয়া তোলা দরকার।

জনগণের মনোবল অটুট আছে

আমাদের প্রতিনিধি জানাইতেছেন, মুক্তাঞ্চলের সর্বত্রই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জনগণ বিপুলভাবে অভিনন্দিত করিতেছেন। মুক্তাঞ্চলের যুবকরাও মাতৃভূমিকে সম্পূর্ণ শত্রুকবলমুক্ত করার সংকল্প লইয়া ট্রেনিং গ্রহণ করিতেছেন এবং জনগণ মুক্তিবাহিনীর সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিতেছেন।

রংপুর রণাঙ্গনে পলায়নপর জনৈক পাকিস্তানী অফিসার তাহাদের নদী পার করিয়া দেওয়ার বিনিময়ে কয়েকজন গ্রামবাসীকে তের শত টাকা দিতে চায়। গ্রামবাসীরা পাক অফিসারটিকে সাহায্য করার ভান করে এবং তাহাকে পোশাক বদলাইয়া লুঙ্গি পরিতে বলে। অফিসারটি হাতের অস্ত্র মাটিতে রাখিয়া গ্রামবাসীদের দেওয়া লুঙ্গি পরিতে শুরু করিলে এই সুযোগে তাহারা অফিসারটিকে পাকড়াও করিয়া মুক্তিবাহিনীর হাতে সমর্পণ করে।

অপরিসীম দুঃখ কষ্ট ও চূড়ান্ত ত্যাগের মধ্য দিয়া সাড়ে সাত কোটি মানুষ বাঙলাদেশে নবজীবনের স্বপ্ন দেখিতেছেন। তাহাদের স্বপ্ন কতটা বাস্তবায়িত হইবে তাহা বুঝা যাইবে মুক্তাঞ্চলগুলি দেখিয়া। তাই সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় মুক্তাঞ্চলগুলিকে ভবিষ্যৎ বাঙলাদেশের আদর্শ হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইহা হইতে শত্রু কবলিত অঞ্চলসমূহের জনগণও মুক্তিযুদ্ধকে তীব্রতর করিতে অনুপ্রাণিত হইবেন। মুক্তাঞ্চলের জনগণের আশা—কি জন-প্রশাসন—কি অর্থনৈতিক—কি সামাজিক কাঠামো—কোন ক্ষেত্রেই যেন পূর্বতন পাকিস্তানের দুর্নীতি, অসাম্য আর শোষণের পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
মুক্তিযুদ্ধ	১২ ডিসেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ২৩শ সংখ্যা		জাতীয় জীবনের এই পরম লগ্নে

সম্পাদকীয়

জাতীয় জীবনের এই পরম লগ্নে

আট মাসের এবং বলিতে গেলে ২৪ বৎসরের অমানিশার পরে বাঙলাদেশের আকাশে আজ নব-অরুণোদয় ঘটিতেছে।

পাকিস্তানের মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিপতি ও বৃহৎ সামন্তবাদী ভূস্বামীদের জাতিগত নিপীড়ন ও শোষণ এবং তার সাথে মার্কিনী পুঁজির নয়া ঔপনিবেশিক শোষণের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত বাঙলাদেশের শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, মধ্যবিত্ত তথা গোটা বাঙালী জাতি নিজেদের ন্যায্য জাতীয় ও গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য গত ২৪ বৎসর বহু গৌরবময় সংগ্রাম করিয়াছেন। গত ২৫শে মার্চের পর জনগণের এই ন্যায্য সংগ্রামই ইয়াহিয়াচক্রের বর্বর বাহিনীর বিরুদ্ধে বাঙলাদেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও জাতীয় মুক্তির জন্য জনগণের এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম আজ সাফল্যের দ্বারে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। ঘৃণ্য দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে কৃত্রিমভাবে রচিত প্রক্রিয়াশীল পাকিস্তান রাষ্ট্র আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের আঘাতে আজ ভাঙিয়া পড়িতেছে। দুনিয়ার বুকে জন্ম নিয়াছে এক নবীন রাষ্ট্র—গণপ্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশ। প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র পাকিস্তানের অভিশাপ হইতে বাঙ্গালী জাতি আজ মুক্ত হইতেছে।

আমাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামকে স্তব্ধ করার জন্য নরঘাতক ইয়াহিয়া চক্র গণহত্যা, পাইকারী নারী ধর্ষণ, গৃহদাহ, লুণ্ঠন প্রভৃতি কোন অপরাধমূলক কাজই বাকী রাখে নাই। কিন্তু, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ তাতে দমিত হওয়ার বদলে আরও দুর্বার হইয়াছে। দুর্ধর্ষ মুক্তিবাহিনী ও গেরিলা বাহিনীর প্রচণ্ড মারের চোটে দিশাহারা হইয়া ইয়াহিয়া চক্র অবশেষে আমাদের দেশে মার্কিনী হস্তক্ষেপ ডাকিয়া আনার জন্য পাক-ভারত যুদ্ধ বাধাইয়াছে। ইয়াহিয়া-চক্রকে বাঁচাইবার জন্য মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদীরাও এই যুদ্ধের সুযোগে নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে আমাদের দেশে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করিয়াছিল। সমাজতন্ত্রের দাবিদার চীনও সমাজতন্ত্রের নীতি হইতে বিচ্যুত হইয়া নরঘাতক ইয়াহিয়া-চক্রের পক্ষ নিয়া মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদের ঐ চক্রান্ত সমর্থন করিয়াছিল। কিন্তু, দুনিয়ার নিপীড়িত জাতিসমূহ ও জনগণের অকৃত্রিম বন্ধু মহান সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও চীনের সে চক্রান্তজাল ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়া আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যে এক বিরাট অবদান রাখিয়াছে।

পক্ষান্তরে ইয়াহিয়া-চক্রের আগ্রাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারত সরকার প্রতিরক্ষার জন্য যে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন, তাতে বাঙলাদেশের ঐ খুনীর দলের অন্তিম দশা উপস্থিত হইয়াছে। ভারত সরকার বাঙলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়া নিজের সেনাবাহিনীকে

আমাদের মুক্তি বাহিনীর সহিত একযোগে কাজ করার নির্দেশ দিয়াছেন। আমাদের মুক্তি বাহিনী ও মিত্র ভারতীয় বাহিনীর যৌথ আক্রমণে বাঙলাদেশে শত্রুর ঘাঁটিগুলির একটার পর একটা দ্রুত পতন ঘটিতেছে। নিরস্ত্র মানুষকে পাইকারী হত্যা, অসহায়া নারীকে ধর্ষণ ও এক কোটি নরনারীকে দেশছাড়া করিয়া যে নরপিশাচরা একদা বীরত্ব দেখাইয়াছিল, আজ মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর দুর্বার অগ্রগতির সামনে তারা প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছে। বাঙলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা ইতিমধ্যেই শত্রুকবল মুক্ত হইয়াছে। সে শুভদিনও আজ আর বেশী দূরে নয়, যেদিন ঢাকার সরকারী দপ্তরেও স্বাধীন বাঙলাদেশের পতাকা উড্ডীন হইবে। বাঙালী জাতির জীবনে আজ নতুন দিন আগত।

জাতীয় জীবনের এই শুভলগ্নে নতুন দায়িত্বের কথাও আমরা সমস্ত মুক্তিযোদ্ধা ও দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত এখনও থামে নাই। কাজেই আত্মসন্তুষ্টিরও অবকাশ নাই।

তাই, দেশবাসীর কাছে আমাদের আবেদন : (১) মুক্তি সংগ্রামের ত্বরিত ও চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য সকলে মিলিয়া আরও প্রবলবেগে শত্রুর বিরুদ্ধে আঘাত হানুন, শত্রুর পলায়নের পথ রুদ্ধ করুন। (২) বাঙলাদেশ সরকারের প্রতি অটুট আনুগত্য রাখুন ও নিদের্শ মানিয়া চলুন। (৩) মুক্তিবাহিনী ও মিত্র ভারতীয় বাহিনীর সহিত সকল প্রকারের সহযোগিতা করুন। (৪) সর্বত্র মুক্ত এলাকা গড়িয়া তুলুন। মুক্ত এলাকার স্বাধীনতা সংগ্রামী সকল দলমতের লোক নিয়া গণকমিটি গঠন করিয়া তার ওপর অসামরিক প্রশাসনের দায়িত্ব ন্যস্ত করুন। (৫) মুক্ত এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করুন। জাতি-ধর্ম-ভাষা নির্বিশেষে সকলের নিরাপত্তা বিধান করুন। আইন-শৃঙ্খলা নিজের হাতে নিবেন না। অবাঙালী বিরোধী বা অন্য কোন প্রকার দাঙ্গা না ঘটিতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখুন। (৬) খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সুষ্ঠু বিতরণের ব্যবস্থা করুন। স্কুল-কলেজ খোলার ব্যবস্থা করুন। স্বাভাবিক জীবন গড়িয়া তুলিতে উদ্যোগী হউন। (৭) শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী জনতার দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার চেষ্টা করুন।

সকল দলমতের সংগ্রামী দেশবাসীর প্রতি আমাদের আহ্বান : আসুন, সকল প্রকার দলীয় সঙ্কীর্ণতা ভুলিয়া সকলে মিলিয়া রক্তমূল্যে অর্জিত স্বাধীনতার নবীন সূর্যোদয়কে স্বাগত জানাই। বাংলাদেশে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করি এবং সত্যিকারের সুখী সুন্দর প্রগতিশীল নূতন বাঙলা গড়িয়া তুলি।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
মুক্তিযুদ্ধ	১৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ২৪শ সংখ্যা		মুক্তির শুভ দিনে

সম্পাদকীয়

মুক্তির শুভ দিনে

বাঙ্গালী জাতির জীবনে আজ মহাউৎসবের দিন। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরে গত ১৬ই ডিসেম্বর বাঙলাদেশে দখলদার বর্বর পাক বাহিনী আত্মসমর্পণ করিয়াছে। ২৪ বৎসর জাতীয় নিপীড়ন ও সীমাহীন দুঃখভোগের পরে বাঙলাদেশের জনগণ প্রতিক্রিয়াশীল- সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান রাষ্ট্রের নিগড় হইতে মুক্ত হইয়া বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন। বহু সংগ্রাম, বহু ত্যাগের পর বাঙ্গালী জাতি আজ স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে বাস করার অধিকার লাভ করিয়াছেন। দুনিয়ার বুকে সগৌরবে উদয় হইয়াছে হাজার হাজার শহীদের রক্তে স্নাত স্বাধীন, সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশ।

বাঙ্গালী জাতীয় জীবনের এই শুভ দিনে আমরা অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি সেই বীর শহীদদের স্মৃতির প্রতি যাঁরা গত ২৩ বৎসরে জাতীয় অধিকার ও গণতন্ত্রের সংগ্রামে এবং মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন। আমরা সালাম জানাই সেই অগণিত প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক কর্মীদের জাতীয় অধিকার, গণতন্ত্র এবং শ্রমিক-কৃষক ও মেহনতী জনগণের মুক্তির জন্য যাঁরা দিনের পর দিন পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকবর্গের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছেন এবং সেজন্য বহু অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে, আজ এই শুভ দিনে আমরা বাংলাদেশের জনগণের প্রিয় নেতা শেখ মুজিবর রহমানের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তির দাবি আবার ধ্বনিত করিতেছি।

মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত সাফল্যে বাঙলাদেশের শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, জনতা যে অবদান রাখিয়াছেন, পাক সামরিক জান্তার বহু পাশবিক অত্যাচার সত্ত্বেও জনগণ যেভাবে দৃঢ়তার সহিত স্বাধীনতা সংগ্রামকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইয়া গিয়াছেন, সেজন্য আমরা বাংলাদেশের জনগণকে আজ আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। আমরা অভিনন্দন জানাইতেছি আমাদের দুর্ধর্ষ মুক্তিবাহিনী ও গেরিলা যোদ্ধাদের যাঁরা মুক্তি সংগ্রামে এক বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছেন এবং মাতৃভূমির স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মত্যাগের এক গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

প্রতিবেশী ভারতের জনগণ, গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ, সরকার এবং সেনাবাহিনী আমাদের মুক্তি সংগ্রামে যে অকুণ্ঠ সমর্থন ও সাহায্য দিয়াছেন, তা বাঙ্গালী জাতি কোনদিন ভুলিবে না। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সেই সাহায্য ও সমর্থনের জন্য আমরা তাঁদের নিকট জানাই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন।

সর্বোপরি, আমরা অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের নিকট, যাঁদের সাহায্য ও সমর্থন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ে অবিস্মরণীয় অবদান রাখিয়াছে।

বস্তুত, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের জনগণের ঐক্যবদ্ধ ও দৃঢ় সমর্থন, শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের মুক্তিবাহিনী ও গেরিলা যোদ্ধাদের অসম সাহসিক সংগ্রাম এবং ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সাহায্য ও সমর্থন আমাদের মুক্তিসংগ্রামের এই ঐতিহাসিক বিজয় সম্ভব করিয়াছে।

কিন্তু বিজয়ের আনন্দে আত্মহারা হইয়া স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী অধ্যায়ের দায়িত্বের কথা— আমরা যেন বিস্মৃত না হই। পাক সেনাদল কর্তৃক ধ্বংসকৃত বাঙলাদেশের পুনর্গঠন, প্রায় এক কোটি দেশত্যাগী নর-নারীকে দেশে ফিরাইয়া আনিয়া তাঁদের পুনর্বাসন, দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অত্যাচার ও শোষণহীন সুখী ও শান্তিময় সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার কঠিন কর্তব্য আজ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। মুক্তিযুদ্ধে জয়ের চেয়ে এই কাজ কম কঠিন নহে। কোন একটি দল, সে দল যত বড়ই হোক না কেন, তার একার পক্ষে এই কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। তাই, আজ জরুরী প্রয়োজন হইল উঁচু হইতে নিচু পর্যন্ত সমস্ত স্তরে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সমস্ত দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক শক্তির একতা। এই একতার আবেদন আমরা আজ আবার সকলের নিকট জানাইতেছি।

তা ছাড়া, দেশীয় ও বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্ত সম্পর্কে সমস্ত জনগণ ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে আমরা হুঁশিয়ার করিয়া দিতেছি। মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদ আমাদের দেশে তার নয়া-ঔপনিবেশিক শোষণ রক্ষা করার জন্য সব সময়ই আমাদের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরোধিতা করিয়াছে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাক সামরিক জান্তাকে অশেষ সাহায্য দিয়াছে। মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের মুখে তারা জাতিসংঘের মারফত আমাদের দেশে হস্তক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। পরিশেষে সপ্তম নৌবহর পাঠাইয়া ভীতি প্রদর্শনপূর্বক মুক্তিযুদ্ধের বিজয়কে পর্যুদস্ত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল।

চীনের মাওবাদী নেতৃত্বও মার্কসবাদী লেনিনবাদী নীতি বিসর্জন দিয়া আমাদের ন্যায়-সঙ্গত মুক্তি সংগ্রামের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল ইয়াহিয়া চক্রকে সমর্থন দিয়া চলিয়াছে।

যদিও আমাদের বিরুদ্ধবাদী ঐ সকল শক্তির চক্রান্ত এ' পর্যন্ত ব্যর্থ হইয়াছে, কিন্তু তাদের সে চক্রান্ত থামে নাই। এখনও তারা আমাদের দেশ পুনর্গঠনের কাজে নানাবিধ বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে এবং বহু রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে বিপর্যস্ত করিতে সচেষ্ট থাকিবে। তাই, জাতির মুক্তির এই শুভদিনে সকল গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক শক্তিকে আমরা আহ্বান করি যে, ঐক্যবদ্ধভাবে এই চক্রান্তের মোকাবিলা করিয়া উহাকে পরাস্ত করুন। স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশের জয়যাত্রা অব্যাহত রাখুন।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
সোনার বাংলা★ ১ম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা	জুলাই (?), ১৯৭১	টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া মুক্তিবাহিনী জয়মাল্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে

বাঙলার সবুজ-শ্যামল প্রান্তর

টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া মুক্তিবাহিনী জয়মাল্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে

(ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি)

স্বাধীন সার্ব্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক বাঙলাদেশের অদম্য মনোবলের অধিকারী ও দুর্জয় শপথে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড আক্রমণে হানাদার খান সেনারা যতই পর্যুদস্ত হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে ততই দিনের পর দিন মুক্ত অঞ্চলের সীমানা বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাধীনতার যুদ্ধ প্রায় চার মাস অতিক্রম করতে চলেছে আর সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর শক্তি দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে সেনাদের ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তুলেছে।

আমাদের ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি বিভিন্ন রণাঙ্গন পরিদর্শন করে খবর পাঠিয়েছেন মুক্তিবাহিনী বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকা টেকনাফ থেকে শুরু করে তেতুলিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা খান সেনাদের কবল মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় এখন বাঙলাদেশের সবুজ-লাল রঙ্গে রঞ্জিত, সোনালী বাঙলাদেশের মানচিত্র অঙ্কিত পতাকা শস্য শ্যামল মাটির বুকে দাঁড়িয়ে আছে। ঠাকুরগাঁও মহকুমা, মেহেরপুর মহকুমাও একই গর্বে গর্বিত এমনকি বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র ঢাকা নগরীর রেল ষ্টেশনেও মুক্তিবাহিনী আক্রমণ চালিয়ে একটি সামরিক অস্ত্র বোঝাই ট্রেন ধ্বংস করে দিয়েছে এবং তিনটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে ঢাকা শহর গত কয়েকদিন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। আমাদের কমাণ্ডোবাহিনী ঢাকা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল সুইমিং পুলের নিকটে, হাবিব ব্যাংঙ্ক, নবাবপুর রোড এবং গভর্নর ভবনে হ্যান্ড গ্রেনেড দিয়ে আক্রমণ করে। ফলে ঢাকা শহরে প্রবেশের সকল পথ সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। পাকসেনারা কমান্ডোদের ভয়ে ঢাকার প্রধান সামরিক দপ্তরটি গভর্নর ভবন থেকে অধিকতর সুরক্ষিত তেজগাঁও এলাকায় প্রাদেশিক পরিষদ ভবনে স্থানান্তরিত করেছেন।

রংপুর জেলার বিভিন্ন রণাঙ্গনে আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডোরা হাতীকান্দা সেক্টর দখল করে খান সেনাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। দিনাজপুরের রণাঙ্গন মুক্ত হয়েছে তিন দিনের প্রতিরোধের পর। যশোর অঞ্চলে পঁয়ত্রিশ জন খান সেনা মুক্তি যোদ্ধাদের হাতে নিহত হয়েছে। বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রাণকেন্দ্র জলঢাকা বিদ্যুৎকেন্দ্র সাতদিন অবরোধের

★ সোনার বাংলা : সাঁপ্তাহিক। মুক্তিবাহিনীর মুখপত্র। সরকার কবীর খান কর্তৃক সম্পাদিত এবং কে, জি মুস্তাফা কর্তৃক সোনার বাংলা প্রেস হতে মুদ্রিত ও প্রচারিত।

পর মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে এসেছে। উত্তরবঙ্গের বৃহত্তম চিনির কল দর্শনাও এখন মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে।

পূর্ব রণাঙ্গনে কুমিল্লা জেলার মুরাদনগরে একটি সামরিক দল কয়েকটি নৌকা করে যখন তাদের মনের কুপ্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করার জন্য নদী পাড়ি দিচ্ছিল ঠিক সেই সময় মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে একজন মেজরসহ ১৭ জন খান সেনা নদীর জল পেট পুরে খেয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। আখাউড়া ও ফেনী মহকুমার বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ চালিয়ে ১ জন উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তাসহ বেশ কিছু সংখ্যক খান সেনাদের খতম করে মুক্তিবাহিনীর বিজয় অভিযান অব্যাহত রেখেছে।

কুষ্টিয়ার নয়নপুরে আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডোরা ২০ জন খান সেনার প্রাণ নাশ করেছে। পরে সামরিক হেলিকপ্টার যোগে মৃত সেনাদের অন্যত্র সরিয়ে নিতে দেখা গেছে। আক্রমণের ফলে বাজিতপুরে ৫ জন দালাল, ফকিরহাটে ৭ জন ও কুষ্টিয়ায় বেশ কয়েকজন দালাল নিহত হয়েছে।

কুষ্টিয়ার প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর মুক্তিবাহিনীর কমান্ডোরা পাকিস্তানী খান সেনাদের একটি অস্থায়ী সামরিক ব্যারাক দখল করে নিয়েছে এবং বেশ কিছু সংখ্যক অস্ত্রশস্ত্রও দখল করেছে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
সোনার বাংলা ১ম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা	জুলাই (?), ১৯৭১	হানাদার বাহিনীর শাস্তিদানের জন্য ট্রাইবুনাল গঠন করুন

হানাদার বাহিনীর শাস্তি দানের জন্য

ট্রাইবুনাল গঠন করুন

॥ কে, জি, মুস্তাফা প্রদত্ত ॥

সাড়ে সাত কোটি মানুষের আবাস ভূমি "স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক বাঙলাদেশ" বিশ্বের মানচিত্রে একটা নতুন রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। বিশ্বের বিবেক সম্পন্ন জাতি–সমূহের নিকট বাঙলাদেশ স্বীকৃতি লাভ করেছে। শুধুমাত্র সাম্যবাদ, সমাজবাদের ধারক বাহক, চীনের মানুষের নিকটই বাঙলাদেশের ঘটনাসমূহ কোন আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে নাই।

গণ-প্রজাতন্ত্রের ধ্বজা ধরে বিশ্ব মানবতার চির শত্রু সাম্রাজ্যবাদের এক নম্বর পাণ্ডা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং তিব্বত গ্রাসকারী পররাজ্য লোভী গণতন্ত্রের দুশমন চীন একাধারে বাঙালী নিধন যজ্ঞে সাহায্য সহযোগিতা করে সাধ্যমত নিজের দেশের ধন সম্পদ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে কুখ্যাত পাকিস্তান সরকারকে শক্তিশালী করে তুলেছে। বাঙলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চার মাস অতিক্রম করে সাফল্যের দ্বার প্রান্তে এসে হাজির হয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে এই সাফল্যের সংবাদে টনক নড়েছে আমেরিকা, চীন ও রাশিয়া বন্ধ করে দিয়েছে পাকিস্তান সরকারকে সর্ব প্রকার সাহায্য ও সহানুভূতি, জিকির তুলেছে বাঙলাদেশের একটি রাজনৈতিক সমাধান চাই। কিন্তু এই জিকিরে কি বাঙলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ স্তিমিত হবে? হতে পারে না। যাদের অদৃশ্য হাতের কারসাজিতে বাঙলাদেশের স্বাধীনতা পাগল ১০ লক্ষ নিরীহ, নিরস্ত্র মানুষ পশ্চিমা বেনিয়া গোষ্ঠীর প্রতিভূ খান সেনাদের হাতে প্রাণ দিয়ে বাংলার শষ্য-শ্যামল প্রান্তরকে রক্তে রঞ্জিত করে তুলেছে এবং তাদেরই প্রাণ প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ও বাঙলা জাতীয়লীগ প্রধান জনাব আতাউর রহমান খান এখনও খান সেনাদের অন্ধকার কারাগারে নিক্ষিপ্ত। আর ষাট লক্ষাধিক মানুষ প্রাণের ভয়ে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছে বন্ধু রাষ্ট্র ভারতে। বাঙলাদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের অনুপস্থিতিতেই তাদের নামে ট্রাইবুনাল গঠন করে চরম শাস্তিদানের ব্যবস্থা করে বিশ্বের কলঙ্কজনক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে খান প্রতিভূ গোষ্ঠী। এমন কি বাঙ্গালীদের নয়নমনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ও জনাব আতাউর রহমান খানের জন্যও বিচারের ট্রাইবুনাল গঠন করার খবর আমরা পেয়েছি। তাই প্রতিটি বাঙ্গালী মানুষই আতঙ্কে শিউরে উঠেন এই ট্রাইবুনাল গঠনের সংবাদ শুনে। বিশ্বের বিবেকসম্পন্ন রাষ্ট্রসমূহ নির্বাক দৃষ্টিতে ইয়াহিয়া খানের এই নাটকীয় ঘটনার দিকে তাকিয়ে আছে। কখন কি ঘটবে, তা বলা মুশকিল।

তাই, এই সমস্ত হানাদার বাহিনীর কুখ্যাত সামরিক কর্মকর্তাদের শাস্তি বিধানের জন্য বাঙলাদেশ সরকারকে একটি বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক বাঙলাদেশের মুক্তাঞ্চলে একটি বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করে হানাদার বাহিনীর কর্মকর্তাদের বিচার করে, উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য আমরা স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক বাঙলাদেশ সরকারের প্রতি আবেদন জানাই।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
সোনার বাংলা	আগস্ট, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা		মুক্তিযোদ্ধা লহ সালাম

সম্পাদকীয়

মুক্তিযোদ্ধা লহ সালাম

ক্ষুদিরাম, তিতুমীর, সূর্যসেনের জন্মভূমি পদ্মা, মেঘনা, তিস্তা যমুনা প্রান্তরে এগিয়ে চলছে দুর্ব্বার গতিতে ওরা কারা? পশু হানাদার বাহিনীকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য কেন ওরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ? মুক্তির নেশায় কেন ওরা পাগল? রক্ত পিচ্ছিল পথে কেন ওরা চলছে। স্বাধীনতা না হয় মৃত্যু কেন ওদের কাম্য?

২৫শে মার্চ ১৯৭১ সাল। অবহেলিত বাংলা তথা সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে সংযোজিত হলো একটি চরম বিশ্বাসঘাতকতার নির্মম ইতিহাস। বিশ্বাসঘাতক ইয়াহিয়ার হানাদর পশুরা স্তব্ধ করতে চাইলো সাড়ে সাত কোটি মেহনতি, কৃষক, শ্রমিক ছাত্র, জনতার কণ্ঠস্বর। শহর বন্দর গ্রাম গঞ্জে ওরা চালালো রাইফেল, স্টেনগান, ব্রেনগান, মর্টার, কামান, ট্যাঙ্ক, লুটিয়ে পড়লো লক্ষ লক্ষ নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের শব। রক্ত আর রক্ত। রক্তের বন্যায় ভেসে গেল সোনার বাংলা। ওরা আগুন জ্বালালো গ্রাম হতে গ্রামান্তরে। বাংলার আকাশে বাতাসে গুমরিয়ে উঠলো নারীর আর্তনাদ, সন্তান হারা জননীর বুক ফাটা আকুল ক্রন্দন। অত্যাচার ব্যাভিচার নির্যাতনে নিষ্পেষিত জনতার সঞ্চিত ব্যাথা পুঞ্জিভূত হয়ে আগ্নেয়গিরির মতো ফেটে পড়ল তারই ফলশ্রুতিতে।

বাংলার বুকে ২৫শে মার্চের ভয়াবহ কালো রাত্রিতে জন্ম নিল বাংলা মুক্তি বাহিনী। ওরা দুর্বার, বিক্ষুব্ধ বাংলাব সংক্ষুব্ধ কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, জনতা। যে কোন তিতিক্ষার মাধ্যমে গ্রহণ করবে মা বোন ভাই এর রক্তের প্রতিশোধ। বাংলার শ্যামল প্রান্তরে তাইতো আজ জেগে উঠেছে বীর বাংলার সংগ্রামী মুক্তিযোদ্ধা। লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্তে সিক্ত পাকিস্তান আজ মৃত। জন্ম নিয়েছে সেই শহীদী রক্তে পৃথিবীর মানচিত্রে একটি নতুন দেশ বাংলা। সৃষ্টি হয়েছে নতুন ইতিহাস। সেই রক্তাক্ত পিচ্ছিল পথে এগিয়ে চলছে বীর বাংলার সংগ্রামী মুক্তি বাহিনী। লক্ষ কোটি মায়ের অশ্রু আজ আশীর্বাদ ওদের, শহীদী রক্তে লাল পতাকা হাতে নিয়ে বিজয়ের জয় মাল্যে ওরা চলছে—ওরা চলবে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
সোনার বাংলা ১ম বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা	আগস্ট, (?), ১৯৭১	মুজিবের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি

মুজিবের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি

রাশিয়া

সোভিয়েট সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করে পাকিস্তানের জঙ্গী শাসক ইয়াহিয়া খাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রাণপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করলে তার পরিণাম মারাত্মক হবে। তাই অবিলম্বে শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশ সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধান করার জন্য সোভিয়েত সরকারের পক্ষ থেকে আহ্বান জানান হয়েছে।

অষ্ট্রেলিয়া

পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের যে বিচার প্রহসনের ব্যবস্থা করছেন তার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে অষ্ট্রেলিয়ার সরকার পাকিস্তানকে একটি নোট দিয়েছেন। অষ্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিঃ উইলিয়াম ম্যাকমোহন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নিকট একটি ব্যক্তিগত বার্তা পাঠিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

মার্কিন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রগতিশীল রাজনীতির অন্যতম প্রবক্তা সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডী ও সিনেটর চালর্স পার্সি বলেন—শেখ মুজিবের বিচারের ব্যাপারে মার্কিন সরকার পাকিস্তান সরকারের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করবে। বঙ্গবন্ধুর প্রাণনাশ হলে পরিস্থিতির বিস্ফোরণ ঘটবে বলেও তারা মন্তব্য করেন।

বৃটিশ সংবাদপত্র

বৃটিশ সংবাদপত্র ইয়র্কশায়ার পোষ্ট মন্তব্য করেছেন, শেখ মুজিবের গোপন বিচার সম্পর্কে সারা বিশ্বে যে আলোড়ন সৃষ্টি করে পাকিস্তান সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে যে ধীক্কার তুলেছে তার প্রতি জঙ্গীশাহী কর্ণপাত করলে সুবিবেচনারই পরিচয় দিতেন। পত্রিকাটিতে তীব্র প্রশ্ন তুলে বলা হয়েছে—শেখ যদি মানুষ হিসাবে এতই ভয়ঙ্কর ও খারাপ হয় তবে প্রকাশ্য আদালতে বিচার করতে সামরিক কর্তৃপক্ষ কুণ্ঠিত কেন?

ভারত

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তান সামরিক জান্তার প্রতি এই মর্মে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন যে, পাকিস্তান সামরিক কর্তৃপক্ষ যদি শেখ মুজিবর রহমানের প্রতি কোন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে তবে "শুধু বাংলাদেশ নয়, তার প্রতিক্রিয়া সারা বিশ্বে গিয়ে পড়বে।"

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
সোনার বাংলা ১ম বর্ষ : ৮ম ও ৯ম সংখ্যা	৩১ অক্টোবর, ১৯৭১	সম্পাদকীয় বিশ্ববিবেক নীরবতার প্রেক্ষিতে

সম্পাদকীয়

বিশ্ববিবেক নীরবতার প্রেক্ষিতে

বিশ্বপলিটব্যুরোর বুড়োদের কি ভীমরতী ধরেছে ? বাংলার মুক্তিযুদ্ধ সাত মাস অতিক্রান্ত। শরণার্থীদের সংখ্যা ভারতে দিন দিন বাড়ছেই, তেমনি বাড়ছে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা তৎপরতা।

অনেকেই বাংলার লাল রং দেখে গেলেন। শরণার্থীদের বুকফাটা কান্না শুনে গেলেন। ভালো ভালো কান্নাজড়ানো, জ্ঞানিকথা কপচানো বিবৃতিও দিয়ে গেলেন। কিন্তু তাদেরকে প্রশ্ন : এগুলো রসগোল্লা ফিরিস্তি কি সেই জলে পড়া, সাঁতার না জানা সেই হতভাগ্য বালকের প্রতি সেই বুড়োর 'জলে নেমেছো ক্যানো বাবা' বলে উপদেশ ঝাড়া নয় ? যখন জল থেকে বালককে উদ্ধার করাটা সবচে প্রথম কর্তব্য তখন এহেন উপদেশ প্রহসন নিশ্চয়ই নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু তাদের কাছে, না, কোন আবেদন বা আজ্ঞে হুজুরের নিবেদন নয়।

বাংগালী জেগেছে—একথাটা এখন পুরোনো। বাংগালী কোনদিন ঘুমিয়ে ছিল এবং নির্যাতীত, শোষিত, লাঞ্ছিত বন্দী কি কখনো ঘুমায়—তা তাদের অবশ্যই জানা উচিত। আর যদি ঘুমায় কখনো তবে তাদের জানা উচিত এ তাদের চির জাগ্রত নিদ্রা। বাংগালী জাতীর ইতিহাস চির কালই ঘুম ভাংগানোর ইতিহাস—একটা বিশেষ লাল ঐতিহ্য।

অতএব তাদেরকে অনুরোধ, তারা আর মিছামিছি বড় বড় আলোচনা বৈঠক না করে, আশা দিয়েও আর হতাশ করবেন না। এতো রক্ত, এতো শহিদানের পর পাকিস্তানের ক্রমেই বাংলাকে বেঁধে রাখার অপচেষ্টা করে আমাদের স্বাধীনতা অর্জনকে বিলম্বিত করবেন না।

আমাদের এ যুদ্ধ আমাদের প্রিয়তম নেতার সুরে সুর মিলিয়ে বলি—এ সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এ সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। চলছে, চলবে।

তবে হ্যাঁ, বিশ্ববিবেকের ধুয়া তুলে, শুধু কথা এবং আশা দিয়ে নয় আসুন, আমরা সবাই মিলে, কি হিন্দু, কি মুসলিম, কি খৃষ্টান সব সাম্প্রদায়ীকতার উর্ধ্বে উঠে নির্বিশেষে আমাদের এই মহৎ সংগ্রাম যাতে আরো এগিয়ে যায় তার পথকে সুগম করার চেষ্টা করি।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
সোনার বাংলা ১ম বর্ষ : ৮ম ও ৯ম সংখ্যা	৩১ অক্টোবর, ১৯৭১	বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান প্রসঙ্গে

বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান প্রসঙ্গে

(রাজনৈতিক ভাষ্যকার)

বাংলাদেশে আজ রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছে। হানাদার পশ্চিম পাকিস্তানী বাহিনীকে বাংলাদেশের মাটি থেকে চিরতরে উৎখাত করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ কায়েম করার জন্য স্বর্ণ প্রসবিনী বাংলার বীর সন্তানগণ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ছে। গত ৬ মাসের যুদ্ধে আমাদের বীর মুক্তি যোদ্ধাগণ বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন এবং দখলীকৃত এলাকা উদ্ধারের জন্য পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন এবং সেদিন হয়তো আর বেশী দূরে নয় যেদিন আমরা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ফিরে পাব। ঠিক এই মুহূর্তে বিশ্বের বিভিন্ন মহল বিশেষ করে বৃহৎ শক্তিবর্গসহ কয়েকটি প্রভাবশালী রাষ্ট্র বাংলাদেশ সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধানের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু এই রাজনৈতিক সমাধানের কাঠামোটা কি তা কেউ স্পষ্ট ভাষায় বলেন নি। বাংলার মানুষের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে নব গঠিত বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ উপদেষ্টা কাউন্সিল ঘোষণা করেছেন, বাংলাদেশ সমস্যার একমাত্র সমাধান পূর্ণ স্বাধীনতা। আমরা সেই রাজনৈতিক সমাধান মেনে নিতে পারি যাতে বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়।

কারণ যারা রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলেন তাদের এটা উপলব্ধি করতে হবে যে কি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ৮০ লক্ষ মানুষ দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছে এবং কেন স্বাধীনতা ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে। বাঙালীরা চিরদিন শান্তিপ্রিয় জাতি এবং আওয়ামী লীগও একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল। তাই তারা ২৫শে মার্চের পূর্বে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করতে চেয়েছিল কিন্তু খুনী ইয়াহিয়া তা হতে না দিয়ে বাংলার মানুষের উপর শোষণ আর শাসন অব্যাহত রাখার জন্য কুত্তা বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে পাকিস্তানকে খুন করেছে। তাই নিরীহ-নিরস্ত্র নিরপরাধ ১০ লাখ বাঙালীকে হত্যা করে, দেশত্যাগ করতে বাধ্য করে, লাখো মা বোনের ইজ্জত লুটার পর আর পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের সঙ্গে বাঙালীদের বসবাস সম্ভব নয়। ন্যায্য অধিকারের পরিবর্তে শোষণ অপমান আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে বাঙালীরা ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করছে। অহিংস রাজনীতির অনুসারী দল আওয়ামী লীগ বাধ্য হয়েছে সশস্ত্র সংগ্রামের পথে নামতে। তাই স্বাধীনতা ঘোষণা করতে হয়েছে। স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রের শপথ নিয়ে মা বোনের ইজ্জত লুণ্ঠনকারী মানুষ নামধারী বর্ব্বর জানোয়ারদের খতম করার জন্য বাঙালীরা প্রস্তুত। মৃত পাকিস্তানের উপর গড়ে উঠবে বাঙালীর বাংলাদেশ যেখানে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ধনী দরিদ্রের মধ্যে কোন ভেদাভেদ থাকবে না। গড়ে উঠবে এক শোষণ মুক্ত সোনার বাংলা।

এত রক্ত, জীবন হানি, সম্পত্তি লুট, ইজ্জত হানির পরেও যদি কেউ ভাবেন যে বাঙালীরা ঐ বেঈমানদের সঙ্গে বসবাস করবে তারা মস্ত বড় ভুল করবেন। ইয়াহিয়ার রক্ত কলঙ্কিত হাতে খণ্ডিত পাকিস্তান বাঙালীরা জোড়া লাগাবে না। আমরা শহীদদের সহিত বেঈমানী করতে পারিনা। তাই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ যথার্থই বলেছেন, 'লাখো' শহীদের লাশের তলায় পাকিস্তানের কবর হয়েছে। তাই যারা রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলেন তাদের আমরা একথা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই যে, বাংলার মানুষ পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া কোন সমাধান মেনে নিতে রাজী নয়।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলার মুখ★	২৭ আগস্ট, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ৩য় সংখ্যা		বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ

জাতিসংঘ নামে বিশ্বের বুকে একটা আন্তর্জাতিক বিশ্ব সংগঠনের অস্তিত্ব আছে—একথা সংগ্রামী বাংলার মানুষ আজ আর বিশ্বাস করতে চায় না। একদিন তারা জানতো বিশ্ব মানবতার জন্য এনামে একটা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। লীগ অব ন্যাশান্স-এর পরিবর্তিত, সংশোধিত রূপ এই জাতিসংঘ মানব কল্যাণের জন্য, অত্যাচার, নির্যাতন ও মানবীয় শোষণের অবসানের জন্য কিছু করা অন্তত করার দায়িত্ব নিয়ে প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব হয়েছে এ বিশ্বাসও বাংলাদেশের জনগণের ছিল। কিন্তু আজ আর তারা একথা বিশ্বাস করতে চায়না আর চাইবে কিনা তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

কেননা জাতিসংঘের সফলতার দিকটার চাইতে দুর্বলতার দিকটা, ব্যর্থতার দিকটা অত্যাচারিত, শোষিত, বঞ্চিত, সংগ্রামী বিশ্বের জনতার কাছে বেশী প্রকট হয়েছে। যে আশা নিয়ে, আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, সাহায্যের তীব্র ইচ্ছা নিয়ে সর্বোপরি মানবতার সেবা পাবার আগ্রহ নিয়ে যখনই তারা হাত বাড়িয়েছে তখনি জাতিসংঘের সদর মহলের প্রবেশ পথে কালো পর্দা ঝুলে পড়েছে। তারা রিক্ত হস্তে করুণভাবে ফিরে এসেছে। বিশ্বের এই সংগ্রামী মানুষগুলোর সাথে বাংলার সংগ্রামী নর নারীও আজ পর্যন্ত জাতিসংঘের সদর দরজার কাছ থেকে তেমনি ফিরে এসেছে—আসছে। হয়তো এমনি আঘাত পেয়ে আরও বহু বার ফিরে আসতে হবে।

মূলতঃ কার্যদৃষ্টে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, জাতিসংঘ নামে আন্তর্জাতিক এই প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বের গুটিকয় বড় শক্তির বৈঠকখানা বিশেষ। চা খাওয়া, আড্ডা দেয়া, প্রয়োজনবোধে তাস পাশা খেলার সুন্দর ব্যবস্থা বিশেষ এই জাতিসংঘের সদর দফতরটি। তার কর্মকর্তারা বৃহৎ শক্তিগুলোর হর্তা-কর্তা আড্ডাবাজদের হুকুমের কর্মচারী বিশেষ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘের কাছ থেকে সংগ্রামী বাংলাদেশ কি আশা করতে পারে। পক্ষান্তরে বিশ্বের দু'টি শক্তি ক্ষমতার রাজনীতির নেশায় এমন ভাবে মজেছে যে, মানবদরদী, শোষণ নির্যাতনের বিরোধী বলে পরিচিত এ দুই রাষ্ট্রের বিবেকের সকল অনুভূতির যেন বিলুপ্তি ঘটেছে। অন্যান্যরা আজ মেরুদণ্ডহীন প্রাণী বিশেষ। আত্মবিশ্বাস, আত্মশক্তি, ন্যায়বোধ বলতে যে তাদের কিছুই নাই।

এদিকে আজকের বিশ্বের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, যার শক্তি নাই, সম্পদ নাই, আত্মবিশ্বাস নাই, সম্মান ও মর্যাদাবোধ নাই তার কদর নিজের কাছে তো

★ বাংলার মুখ : একটি সংবাদ নিবন্ধ সাপ্তাহিক। সম্পাদক ঃ সিদ্দিকুর রহমান আশরাফী। রঞ্জিনা প্রকাশনীর পক্ষে সম্পাদক কর্তৃক পলাশ আর্ট প্রেস মুজিবনগর বাংলাদেশ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নাই, পরের কাছে তো মোটেও নাই। সম্পদ ও ক্ষমতা এ দুটোই অমোঘ অস্ত্র। এ দুটোর নির্দেশেই সবাই উঠানামা-বসা শোয়া করছে। জাতিসংঘও তাই বৃহৎ শক্তিগুলোর ক্রীড়নক হয়ে কাজ করুক তাতে তাদের মেরুদণ্ড বিবেক-হীন অস্থিমজ্জায় বাধে না। বাধবে না।

জাতিসংঘ ও বৃহৎ শক্তিগুলোর বাংলাদেশ নিয়ে খেলার অবস্থা দৃষ্টে একথা স্পষ্ট ভাবে বলা যায় যে, নিজেদের ক্ষমতা ছাড়া তাদের মুক্তি সম্ভব নয়—স্বাধীনতা কখনো আসবে না। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকারের নেতৃবৃন্দের অভিমতও তাই। ইতিপূর্বেই তারা একথা স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।

অবশ্য এই ঘৃণ্য, মানবতাবিরোধী মানসিকতার বিরুদ্ধে যে শক্তিশালী রাষ্ট্র ও বিবেকবান মানুষ নাই, তা নয়। তারাও কাজ করছেন। করবেন। তারাই একমাত্র বাংলাদেশের জনগণের বাইরের সম্পদ।

মুক্তিযোদ্ধারা মাতৃভূমি থেকে পাক-হানাদারদের একে একে খতম করছে। করবে। তাদের শেষ অপচেষ্টা শীঘ্রই তাদের মৃত্যুমুখী আঘাতে সম্পূর্ণ নির্মূল হবে—এদৃঢ় বিশ্বাস ও আত্মনিষ্ঠা তাদের রয়েছে।

সাড়ে সাতকোটি মানুষ বিশ্বের বুকে কনিষ্ঠতম জাতি হবে, শোষক গোষ্ঠীকে সাম্রাজ্যবাদী ক্রীড়নক শক্তিগুলো উৎখাত করবে বিশ্বের বুক থেকে এ কামনা বাংলার প্রতিটি মানুষই করছে। আর এই জন্য সার্বিক সাফল্য তাদের জন্য সুনিশ্চিত।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলার মুখ	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা		সংগ্রামী নেতৃবৃন্দের প্রতি

সম্পাদকীয়

সংগ্রামী নেতৃবৃন্দের প্রতি

বাংলার সংগ্রামী সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে উপনীত হয়েছে। সম্প্রতিক সর্বদলীয় ঐক্যফ্রন্ট স্বাধীনতার সংগ্রামকে এক নতুন মোড় দিয়েছে। নতুন রূপ পেয়েছে সংগ্রামী আন্দোলন। এর সাথে সাথে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিশ্বও বাংলাদেশ এক নতুনতর, উজ্জ্বলতর রূপ পেল। বিশ্বের বুকে একটি বলিষ্ঠতম জাতি হিসাবে, ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রতীক হিসাবে বাংলাদেশ শীর্ষ সম্মানের, উপযুক্ত মর্যাদার দাবীদার। সাম্রাজ্যবাদ, মানবতা বিরোধী চক্রকে নস্যাৎ করার ব্যাপারে, উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি নেয়ার জন্যে এ সূচনা নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করলো।

পক্ষান্তরে বাংলার সংগ্রামী জনগণ অতি গভীর আগ্রহভরে লক্ষ্য করছে যে, তাদের নিয়ে, তাদের জীবন নিয়ে, মান-ইজ্জত নিয়ে লোলুপ সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী, মানবতা বিধ্বংসী চক্র নতুনভাবে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। তাদের এই ষড়যন্ত্র দিনের পর দিন অতি সূক্ষ্মতম পদ্ধতিতে জাল বিস্তার করে চলছে। আগামী দিনের বাঙ্গালী জাতিকে পঙ্গু করার জন্যে, বিধ্বস্ত করার জন্যে, পদানত করে রাখার জন্যে এই ষড়যন্ত্র সক্রিয়ভাবে কাজ শুরু করেছে। অতি দুঃখের সাথে সাড়ে সাত কোটি মানুষ এও লক্ষ্য করছে যে, এই ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠীর সাথে বাংলার মিরজাফরের দল তলে তলে কাজ করে যাচ্ছে। নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে ও একটি জাতিকে সমূলে নষ্ট করার জন্যে তাদের এই হীনতম কাজ অতি জঘণ্য, ঘৃণ্য।

এদিকে জাতীয় নেতৃবৃন্দ এই চক্রান্তকারী গোষ্ঠী সম্পর্কে সচেতন থাকলেও এই হীন, জঘন্যতম প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার ব্যাপারে কোন বিশেষ কর্মসূচীর, মাধ্যমে এগিয়ে আসছেন কিনা তা বাংলার জনগণের জানা নেই।

কুখ্যাত জামাতে ইসলামী, মুসলিম লীগ এবং তাদের লেজুড় রাজাকার বাহিনীকে বাংলার সোনার মাটি থেকে আগাছার মত উপড়ে ফেলার কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে, এ বড় আনন্দের কথা। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের নামে তলে তলে এক শ্রেণীর ছদ্মবেশী কাজ করে যাচ্ছে এবং সমাজের শীর্ষস্থান থেকে তাদের কাজের গতিধারা প্রতিটি সচেতন ও স্বাধীনবিবেক সম্পন্ন নাগরিককেই ব্যথিত করে তুলেছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাথমিক পর্যায় থেকে আজ পর্যন্ত কিছু সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষক বাংলাদেশ থেকে বাইরের বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। অতি সাম্প্রতিককালের একটি খবরে জানা যায় যে, আমেরিকার একটি বিশেষ ফাউন্ডেশন তাদের "সাময়িক

আর্থিক" সাহায্য দানে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা দান করেছে। এই দানের কারণ হিসাবে জেনারেল ইয়াহিয়ার অত্যাচার, নির্যাতনের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অতিসাধারণ সচেতন নাগরিকও জানেন যে, আমেরিকার এই প্রশাসনে তথাকার কুখ্যাত গোয়েন্দা বিভাগের পরেই প্রভাব বিস্তার করেছে। যে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসন বাংলার বুকে হত্যালীলার, বাংলাকে বিধ্বস্তকরার কাজে জেনারেল ইয়াহিয়াকে সরাসরি সমর্থন এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ও অস্ত্র সাহায্য দিয়ে আসছে তাঁরই অঙ্গ হিসাবে এই ফাউন্ডেশন বাংলার শিক্ষাবিদ, পণ্ডিতদের গবেষণায় আর্থিক সাহায্য দিচ্ছে। আর এইসব হতভাগ্য গবেষণাবিশারদরা, পণ্ডিতরা ইতিপূর্বেও সাম্রাজ্যবাদ গোষ্ঠীর দালালী করেছে, ক্রীড়নক হিসাবে কাজ করেছে, একথা সর্বজনবিদিত। আজ তারা বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ দূরে থাকুক যারা স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার জন্যে, হত্যা যজ্ঞকে ব্যাপকতর করার জন্যে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে তাদেরই অর্থানুকুল্যে বিলাসপূর্ণ জীবন যাপন করার কাজে উঠে পড়ে লেগেছে। তাদের এই জীবন-ঐতিহ্য, বহু পুরানো। বাংলার সংগ্রামী জনতা, জননেতা তাদেরকে ভালো করেই জানেন। কিন্তু আজ পর্যন্তও এইসব জাতি বিধ্বংসীদের ব্যাপারে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি। আজো যদি করা না হয় তা হবে বাংলার আগামী দিনের স্বাধীনতা কোন্ পথে মোড় নেবে তা প্রত্যেকের জানা আছে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলার মুখ ১ম বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	মুক্তি সংগ্রামের নতুন দিক

মুক্তি সংগ্রামের নতুন দিক

অধিকৃত বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানী ইসলামবাহিনী বিতাড়নের জন্য মুক্তিবাহিনী যেমন তৎপর হয়ে উঠেছে তেমনি তৎপর হয়ে উঠেছেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট কূটনীতিবিদেরা। বিভিন্ন রাষ্ট্রে নিযুক্ত কূটনীতিবিদেরা পাকিস্তানীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের সংগ্রামের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন এবং একই সাথে তারা কূটনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন।

আধুনিক সশস্ত্র সংগ্রামে কূটনৈতিক চালের যে মূল্য নেই একথা বলা মুশকিল। বিশেষতঃ বিরোধী শক্তি যদি কোন বিশেষ রাষ্ট্রগোষ্ঠীর কূটনৈতিক আশ্রয়ে থাকে সেক্ষেত্রে সংগ্রামী পক্ষকেও গ্রহণ করতে হয় অনুরূপ কূটনৈতিক পদ্ধতি। সংগ্রামে প্রচারের ভূমিকার পাশেই কূটনৈতিক মারপ্যাঁচের স্থান নির্ধারিত করা যেতে পারে।

অনস্বীকার্য যে বিশ্বের প্রতিটি সংগ্রামী জনসাধারণ আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য খুঁজেছে কোন না কোন কূটনৈতিক দিকে ক্ষমতাবান দেশকে। এর অন্যতম কারণ, যে দেশগুলোর স্বাধীকার অর্জনের জন্য সংগ্রাম শুরু করেছে এমন কতগুলি শক্তির বিরুদ্ধে যে শক্তিগুলোর পেছনে ছিল উপনিবেশবাদী সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী ক্ষমতা। তাই তাদের সংগ্রামে প্রয়োজন হয়েছে অনুরূপ ক্ষমতাবান শক্তির সমর্থন।

আমাদের মুক্তি সংগ্রামের প্রথম দিকে আমরা শুধু শক্রর মোকাবিলা করেছি অস্ত্রে, অন্যদিকে শক্র শুধু অস্ত্রেই নয় তার প্রচার মাধ্যমে ও কূটনৈতিক মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে প্রকৃত ঘটনা থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব এবং জোট বহির্ভূত তৃতীয় বিশ্ব নামে কথিত শান্তিকামী দেশগুলো শুধু অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থেকেছে। কারণ বাংলাদেশের সামগ্রিক ঘটনা তাদের কাছে পৌঁছায়নি। যেটুকু পৌছেছিল তা হল জবরদখলকারীর বিবৃতি। আমরা যে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী একটা জনগোষ্ঠী ছিলাম এবং আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করে স্বৈরাচারী সরকার যে শোষণকে কায়েম রাখতে চেয়েছে এবং আমাদের ওপর সশস্ত্র সংগ্রাম চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে একথা জানতে পারেনি বিশ্বের কেউই বরঞ্চ বিশ্ব জনমতের এই ভ্রান্তির সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী আমাদের দেশটাকে ও সংগ্রামটাকে তাদের স্বার্থে স্ট্রাটিজিক প্রয়োজনে ব্যবহার করতে চেয়েছে। কূটনৈতিক চালে ফেলে আমাদের বিভ্রান্ত করতে চেয়েছে।

কমনওয়েলথে বাংলাদেশের যোগদান করার কথা ঘোষণা করেছেন বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি জনাব কে, এম, শাহাবুদ্দিন এবং এ জন্যই জনাব হোসেন আলীকে ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশ হাইকমিশনার হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। নয়াদিল্লীতে হাইকমিশনারের অফিসও স্থাপিত হচ্ছে।

আবার অন্য দিকে বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের আসন্ন অধিবেশনে তাদের প্রতিনিধি পাঠাবার কথাও ঘোষণা করেছেন। সাধারণ অধিবেশনে যোগদানের অন্যতম উদ্দেশ্য জাতিসংঘের সমর্থন অর্জন।

অন্যদিকে এও জানা গেছে যে, আসন্ন সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভারত সরকার বাংলাদেশ প্রশ্ন উত্থাপন করবে। এ ব্যাপারে ভারত সরকার হয়ত সোভিয়েট রাশিয়ার সাহায্য অথবা অনুমোদনও নিতে পারে। রাজনৈতিক মহল এ নিয়ে বেশ সরগরম হয়ে উঠেছে।

সম্প্রতি কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত সপ্তদশ কমনওয়েলথ শারদীয় অধিবেশনে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর বর্বর অত্যাচারের তীব্র সমালোচনা করা হয় তাছাড়াও সিংহল ফিলিপিন, নেপাল, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশে বাংলাদেশের মিশন স্থাপিত হতে যাচ্ছে।

সমগ্র পরিস্থিতি দৃষ্টে এটুকু আশা করা যায় যে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম তার সার্বাঙ্গীন রূপ পরিগ্রহ করছে এবং সে তার আপন অধিকার শুধু দেশের মাঝেই সীমিত রাখবেন বিশ্বের মাঝেই সে তার স্থান করে নেবে। বিশ্বের গণতন্ত্রে বিশ্বাসী শান্তিকামী মানুষের যেমন সমর্থন সে কামনা করছে তেমনি বিশ্বের শোষণ মুক্তির প্রতিটি সংগ্রামে সে করবে সমর্থন।

সংগ্রামের যথার্থ মুহুর্তেই সূচিত হয়েছে আমাদের এই কূটনৈতিক তৎপরতা। বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা আজ হানাদার মুক্ত। বাংলাদেশ সরকার সেখানে তাদের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ বজায় রেখে চালিয়ে যাচ্ছেন প্রশাসন ব্যবস্থা। ঠিক এই পরিস্থিতিতে তার স্বীকৃতির প্রয়োজনে কূটনৈতিক কার্য পদ্ধতি অত্যন্ত প্রয়োজন।

তবে এটা ঠিক যে আমাদের এই কূটনৈতিক তৎপরতায় চিনে নিতে হবে আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষিদের। কারণ ইতিহাস আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে যে মিত্ররূপী শত্রু একটা দেশকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য কিনা করেছে। কূটনৈতিক ফাঁদে পড়ে বাংলাদেশ সমস্যার যে অপঘাত হতে যাচ্ছিল ওই তৎপরতায় প্রমানিত হল যে বাংলাদেশের সংগ্রাম একমুখী নয়। শত্রুর প্রতিটি আস্তানায় হানা দেবে বাংলার বীর সন্তানরা এবং তারা হবে জয়ী।

শুধু দু'চারটি দেশে নয় এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার যে দেশগুলো আমাদের সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল সে সব দেশেও আমাদের মিশন স্থাপন করতে হবে এবং কূটনৈতিক বোঝাপড়ার মাধ্যমেই গড়ে তুলতে হবে আমাদের পররাষ্ট্র নীতি।

বেসামাল জঙ্গীশাহী আপ্রাণ চেষ্টা করেছে বাংলাদেশে দালালশাহী প্রবর্তনের। প্রতিক্রিয়াশীল ও ধর্মান্ধ রাজনৈতিক দলগুলোকে এক করে চেষ্টা করছে দালাল গণতন্ত্র সৃষ্টির। এর পেছনে যুক্তি একটি সেটা হল বিশ্ব জনমতকে বিভ্রান্ত করা। অতএব আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ হবে সংগ্রামী পদক্ষেপ। আমাদের ধরে নিতে হবে যে আমরা প্রতিটি পদক্ষেপে সংগ্রামের সম্মুখীন হচ্ছি এবং সে সংগ্রাম আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। শত্রুর প্রতিটি গতিবিধি লক্ষ্য রেখে পরিচালিত করতে হবে আমাদের সংগ্রাম কৌশল।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলার মুখ	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	বাংলাদেশ ও বিশ্ব বিবেক
১ম বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা		

আজকের সংগ্রামী বাঙলাদেশ ও বিশ্ববিবেক

দি ইকনমিস্ট পত্রিকার চলতি সংখ্যায় বলা হয়েছে যে, অবশেষে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কিছু একটা করলেন। গত সপ্তাহে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর টিক্কা খানকে পশ্চিম পাকিস্তানে ফেরত পাঠিয়েছেন এবং তার দায়িত্ব বাঙালী বেসামরিক ব্যক্তি ডা. আবদুল মালিক গভর্ণর হিসাবে ও জেনারেল আমীর নিয়াজী সামরিক প্রশাসক হিসাবে ভাগ করে নেবে। একজন সরকারী মুখপাত্র বলেছেন যে, "সেনাবাহিনী এখন বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থাকে কেবল সাহায্য করছে" এবং রোববার ১ লা মার্চ হতে ৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে যারা অপরাধ করেছিল তাদের ব্যাপক ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন। অপ্রকাশিত সংখ্যক আটক বাঙালী পুলিশ ও সেনাবাহিনীসহ বহু ব্যক্তিকে মুক্তিও দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিম পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা মিঃ ভুট্টো যিনি সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আপন স্বজাতিতে আক্রমণ রচনা করেছেন, বলেছেন যে, একজন অসামরিক গভর্ণর নিয়োগ লোক দেখানো মাত্র। অবশ্য এ মন্তব্য কতখানি সত্য এখন বলা কঠিন। ডা. মালিকের মন্ত্রিপরিষদে মুজিবের আওয়ামী লীগের সদস্য গ্রহণ এবং সামরিক কর্তৃপক্ষ তাকে কতখানি ক্ষমতা ব্যবহারের সুযোগ দেবে তার ওপরই নির্ভর করবে অনেকখানি। ডা. মালিক মনে প্রাণে বাঙালী নন, ১৯৬৯ সলে ইয়াহিয়ার মন্ত্রিপরিষদে কাজ করার ফলে অধিকাংশ বাঙালী তাকে সন্দেহের চোখে দেখতো।

পত্রিকাটিতে আরও বলা হয় যে, নতুন বেসামরিক শাসনকর্তা যদি সাচ্চা হন তাহলে তার এ ভয় দূর করা উচিত যে সাহায্য সামগ্রী সেনাবাহিনী মুক্তিফৌজের প্রতি বাঙালীদের সমর্থন নষ্ট করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। কোন কোন প্রতিষ্ঠান অবশ্য ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন। কিন্তু একটা দাতব্য প্রতিষ্ঠান, অপারেশন ওমেগা, সরকারকে তাদের সামগ্রী দিতে সাহস পাচ্ছে না এবং তাই তারা পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে নিজেরাই গিয়ে কাজ করতে সচেষ্ট হয়েছে। গত মাসে এদের ফেরত পাঠানো হয়েছিল। রোববার এর চারজন সদস্য প্রোটিন যুক্ত খাদ্যাদি নিয়ে আবার পূর্ব পাকিস্তানে ঢোকার চেষ্টা করতে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

পত্রিকাটি মন্তব্য করেন যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এই পন্থা গ্রহণ করেছেন বিভিন্ন কারণে। মার্কিন অস্ত্র সরবরাহে দ্বিধা দূর করতে হবে তবে পশ্চাত্য সাহায্য কন্‌সর্টিয়ামের সাহায্য পাওয়ার জন্য তাকে তাদের অনুরোধ করতে হবে এবং শেখ মজিবর রহমানের বিচারের থেকেও সবার দৃষ্টি অন্যদিকে সরানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু আসল ব্যাপার রয়ে যাবে ভারতে আগত ৮৫ লক্ষ শরণার্থীর প্রত্যাবর্ত্তন ও মুক্তি ফৌজের সংগ্রাম থামার পর।

বৃটিশ গিয়ানার বিরোধী দল পিপলস প্রোগ্রেসিভ পার্টির নেতা ড. চেড্ডি জগলের স্ত্রী ও উক্ত দলের আন্তর্জাতিক সংক্রান্ত বিষয়ের সেক্রেটারী মিসেস জ্যানে জগল বলেন যে, ভারত উপমহাদেশে মানবিক দুর্দশার যে কাহিনী প্রকাশিত হচ্ছে তার গুরুত্ব পশ্চিমা দেশগুলো উপলব্ধি করতে পারেনি।

তিনি ফোরবেস বানটাহম সরকারকে এ ব্যাপারে ব্যর্থতার জন্য তীব্র সমালোচনা করেন।

এক সাংবাদিক সাক্ষাতকারে তিনি বলেন যে, এ মুহূর্তে গিয়ানার উচিত ভারতে আগত ৮০ লক্ষ শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা স্বাভাবিক করার নিমিত্ত পাকিস্তান সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা ও বিশ্বজনমত সৃষ্টিতে সাহায্য করা।

মিসেস জগল বলেন যে অনুষ্ঠিতব্য জাতিসঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনে গিয়ানার উচিত শান্তিকামী দেশগুলোর সাথে এক হয়ে রাজনৈতিক সমাধান ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত পাকিস্তানী নেতাদের হাতে শাসনক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা।

বিশ্ব শান্তি পরিষদ রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক উ থান্টের কাছে এক স্মারকলিপিতে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, বাংলাদেশ সমস্যার একটা রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব, যদি তা নিয়ে জনগণের সত্যিকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এবং বাংলাদেশের জনগণের ভাগ্য নির্ধারণে তাদের অবিচ্ছেদ্য অধিকারের ভিত্তিতে আলোচনা করা হয়।

৯ই সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে পরিষদের মহাসচিব শ্রী রমেশচন্দ্রের নেতৃত্বাধীন পরিষদের এক প্রতিনিধি দল এবং সমস্ত মহাদেশের অন্যান্য প্রতিনিধিরা উ থান্টের হাতে স্মারকলিপিটি অর্পণ করেন।

স্মারকলিপিতে বাংলাদেশের নিরস্ত্র অসামরিক নাগরিকদের ব্যাপক হারে হত্যা করার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। স্মারকলিপিতে বাংলাদেশের জনগণের ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধ এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতি পরিষদের সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়েছে।

নেপালস্থ পূর্ববঙ্গ শরণার্থী সহায়ক কমিটি এক প্রস্তাবে অবিলম্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তি এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে বাংলাদেশের শাসনভার তুলে দেবার দাবি জানিয়েছে। কারণ, এই ব্যবস্থার দ্বারাই শরণার্থীদের আবার স্বদেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

আর এক প্রস্তাবে বাংলাদেশে পাকিস্তানের জঙ্গীশাহীর বর্বরতার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। নেপালের খ্যাতনামা নেতারা এই সভায় যোগ দেন এবং বাংলাদেশের জনগণের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানান।

প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ঋষিকেশ শাহা এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। বাংলাদেশ সহায়ক তহবিলে ডা. কামার্জি এক শত টাকা দিয়ে অর্থ সংগ্রহ শুরু করান।

যে ঘটনায় কোন দেশের ৮০ লক্ষ মানুষকে পররাষ্ট্রে আশ্রয়ের জন্য চলে যেতে হয় তাকে আর সে দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যা বলা যায় না। ভারতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন

রাষ্ট্রদূত অধ্যাপক জন কেনেথ গলব্রেথ এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, পূর্ববঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি আর ভারতে শরণার্থী আসার ঘটনাকে ভিন্ন করে দেখা যায় না।

অধ্যাপক গলব্রেথ বলেন, তাঁর ভারত সফর পুরোপুরি বেসরকারী। এর সঙ্গে কূটনৈতিক গুরুত্ব আরোপ করা ঠিক নয়। নিজের সফর সম্পর্কে তিনি বলেছেন, একজন প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত এসেছেন ভালোভাবে শরণার্থী সমস্যা অনুধাবন করতে। বাংলাদেশে পাকিস্তানের ভূমিকা সম্পর্কে পর পর কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন. পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নতুন কোন 'ফ্রন্ট' খোলার উদ্দেশ্যে তিনি ভারতে আসেন নি তবে তিনি বলেছেন, জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গে শাসন চালাবার চেষ্টা করলে পাকিস্তানের অর্থনীতির শোচনীয় পরিস্থিতি হবে। শেখ মুজিব সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন শেখ মুজিব গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর বিচারকে গণতান্ত্রিক বলে চালানো হলে গণতন্ত্রের ওপর মানুষের আস্থা হারিয়ে যাবে।

অধ্যাপক গলব্রেথ বলেন, তাঁর ধারণা, নিরাপত্তা বোধ করলে শরণার্থীরা দেশে ফিরে যাবেন। তাঁর মতে নিরাপত্তার ভাব তখনই ফিরে আসবে যখন তাঁরা নিজেদের শাসনের অধিকার হাতে পাবে এবং নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। তিনি জানান, তিনি এ ব্যাপারে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী, হাই কমিশনার ও সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে এ সিদ্ধান্তে এসেছেন।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলার মুখ	১ অক্টোবর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ৭ম ও ৮ম সংখ্যা		স্বাধীন বাঙলাদেশ বাস্তব সত্য

সম্পাদকীয়

স্বাধীন বাঙলাদেশ বাস্তব সত্য

বিশ্বের বুকে আজ স্বাধীন ও সার্বোভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বাঙলাদেশ বাস্তব সত্য। বাঙলাদেশের যুদ্ধরত সিংহশাবকরা একথা চরমভাবে প্রমাণিত করেছেন। বাঙলার সশস্ত্র মুক্তিবাহিনী বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ গোষ্ঠীকে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করাতে পেরেছেন যে, বাঙলার বুকে তাদের পাঁয়তারার দিন শেষ হয়ে গেছে। বর্বর পশু-সেনাবাহিনীর নেতা জেনারেল ইয়াহিয়াও বুঝতে পেরেছে তার ঘৃণ্য মানসিকতাও বিধ্বস্ত। মানবীয় ও সচেতন বিশ্ব তার সমালোচনায় মুখর। বিশ্ব-ব্রিগেড গড়ে তোলার প্রস্তাব নেয়া হয়েছে দিল্লীতে বিশ্ব-সম্মেলনে। বাঙলাদেশ সম্পর্কে অন্ধকারে রাখা পশ্চিম পাকিস্তানও আর অন্ধকারে নয়। বিশ্ব সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী ২৫টি রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দের পশ্চিম পাকিস্তান প্রতিবাদ পরিক্রম তাদের নতুন চোখ খুলে দেবে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী উ থান্টের মুখ খুলেছে। অবশ্য তার মুখ সাম্রাজ্যবাদ গোষ্ঠীরই মুখ– একথা স্পষ্ট। চীনেরও মনোভাবের পরিবর্তন (?) ঘটছে।

এসবের সাথে সাথে বাঙলাদেশ সম্পর্কে বিশ্বের রাজনৈতিক চিন্তাধারারও পরিবর্তন হচ্ছে অভূতপূর্বভাবে। এই পরিস্থিতির মধ্যে বসেছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশন। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে সেখানে যোগদান করছেন স্বাধীন ও সার্বভৌম বাঙলাদেশ সরকারের একটি প্রতিনিধি দল। উদ্দেশ্য বাঙলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানবাত্মার আত্মবিশ্বাস, দৃঢ়তা ও সংকল্পকে জানিয়ে দেয়া। বিশ্ববিবেককে বুঝানো বাঙলাদেশ কি চায়, সেখানে কি ঘটেছে। কি ঘটবে। বাঙলাদেশের স্বাধীন স্বার্বভৌম সরকারের স্বীকৃতি বিনাশর্ত্তে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি, পশুপাক- সৈন্যদের বাঙলার মাটি থেকে সরিয়ে নেয়ার দাবী জানাবেন তাঁরা। পাকিস্তানের বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লাভিয়া, ইরাক, রাশিয়া ও আরো ক'টি দেশ ধিক্কার জানাবেন। বাঙলাদেশ রাষ্ট্রপুঞ্জে গ্রহণের দাবীও তোলা হবে। প্রতিনিধিদল বিশ্বের ক'টি দেশও ঘুরে আসবেন। স্বীকৃতি সাপেক্ষে অস্ত্রের কথাও তুলবেন তারা।

বাঙলাদেশ সম্পর্কে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারত যে মানবীয় দায়িত্বের তাগিদে কাজ করেছেন একথা স্পষ্ট। প্রতিনিধি দল একথাও বুঝাবেন। ভারত শরণার্থীদের জন্যে যা করেছেন তা মানবীয়, রাজনৈতিক নয়। এ ব্যাপারে জঙ্গী পশু পাক সরকার যা বলেছেন, যা করেছেন তা ভিত্তিহীন, উদ্দেশ্য প্রণোদিত, সঙ্কীর্ণ মানসিকতাসম্পন্ন বই আর কিছু নয়। একথা বিবেকবান বিশ্ব আজ ভাল করেই জানেন।

একদিকে এই হলো আন্তর্জাতিক বিশ্ব। পক্ষান্তরে বাংলার সিংহশাবকরা অবিরাম

সংগ্রাম করে চলেছেন। মুক্ত করছেন মাতৃভূমিকে পাক-হানাদারদের কাছ থেকে। দিন দিন তাদের হামলা দুর্বার হচ্ছে।

আজ সংগ্রামী বাংলার যে কণ্ঠস্বর তা হচ্ছে পূর্ণ স্বাধীনতা—রাজনৈতিক সমাধান নয়। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য, বিশ্বের বুকে সাম্রাজ্যবাদ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দুর্বার গণ-রাষ্ট্রীয় প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্যে চাই অস্ত্র। এ হলো তাদের প্রথম ও সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ দাবী। সাম্রাজ্যবাদ গোষ্ঠী ইয়াহিয়াকে নিয়ে বাঙলাদেশের উপর যে ভাবে দাবা খেলতে বসেছেন তা নিপাত করতে অস্ত্রের প্রয়োজন। অস্ত্র ব্যতীত তাদের মরণ কামড়কে প্রতিরোধ করার মতো ক্ষমতা অন্য কিছু আছে কিনা তা তাদের জানা নেই। মনে-প্রাণে তারা প্রয়োজন বোধে বাঙলার সংগ্রামী জনগণের অধিক দান করতেও সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে।

এর বাইরে যদি কেউ কিছু চিন্তা করে থাকেন তা হলে তারা বাঙলার সংগ্রামী—স্বাধীনতা প্রিয় জনগণের বাইরের বলেই বিবেচিত হবেন। জনগণের পরম শত্রু বলে বিবেচিত হবেন তারা। এ ব্যাপারে বাঙলার সংগ্রামী নেতৃবৃন্দের বলিষ্ঠ ভূমিকারও বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আজ তাদের নেতৃত্বে বাংলার বুকে যে জাতি গড়ে ওঠছে তা শুধু বাঙলার নয়, বিশ্বের নিপীড়িত, নির্যাতিত, মানব গোষ্ঠীরও আশা-ভরসা। তারা আজ সংগ্রামী বাঙলার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

জাতিসঙ্ঘে প্রতিনিধিদল সংগ্রামী বাঙলার সত্যিকার রূপ, মানসিকতা বলিষ্ঠতার সাথে স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে পারবেন এ দৃঢ় বিশ্বাস জনগণ পোষণ করছেন।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলার মুখ	২৬ নভেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ১০ম সংখ্যা		এবারের ঈদ

সম্পাদকীয়

এবারের ঈদ

বাংলার আকাশে এবারেও শওয়ালের চাঁদ দেখা দিয়েছে। আত্মবিশ্বাসের বলিষ্ঠতা, সংগ্রামের দৃঢ়তায় সাড়ে সাত কোটি নাগরিক অধ্যুষিত বাঙ্গালী জাতি তাদের ভাগ্যের ইতিহাসের এক করুণ ও সঙ্কটময় মুহূর্তে সেই শওয়ালের চাঁদকে স্বাগতম জানিয়েছেন। রমজানের পূর্ণ কৃচ্ছ সাধনার পর গত শনিবার বাংলাদেশে পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উদ্‌যাপন করলেন। বাংলার ঘরে ঘরে এবারের শারদোৎসব যেভাবে পালিত হয়েছে, ঈদ-উল-ফিতরও সেই ভাবেই পালিত হয়েছে। ঈদ আনন্দের হলেও, বছরের একটি পূণ্যোৎসব হলেও এবার হয়েছে ত্যাগের, উৎসবের নয়। শারদোৎসবে যেমন এবার বুড়িগঙ্গা-পদ্মা-মেঘনা-যমুনার বুকে বাজনা বাজেনি, বিচিত্রবেশে নারী-পুরুষ, আবাল বৃদ্ধ-বনিতা নামেনি মিছিল করে তেমনি এই ঈদে ঘরে ঘরে আনন্দের ঢেউ খেলেনি, নতুন পোষাকে নামেনি রাস্তায়, আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে যায়নি উন্মুক্ত খুশীর মন নিয়ে। বাংলার বুকে বর্বর ইয়াহিয়ার ফ্যাসীবাদী চক্র যে অত্যাচার, যে নির্যাতন, যে করুণ মর্মবিদারক পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে তা সব আনন্দকে সব আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধূলিস্মাৎ করে দিয়েছে। বাংলার বুকে আজ এমন কোন ঘর নাই যার স্বজন হারানোর শোক নাই। কি পরোক্ষ, কি প্রত্যক্ষ শোকে শোকে আজ তারা এমন হয়েছেন যে, অত্যাচার, নির্মম নগ্ন পাশবিকতার শিকারে পরিণত হয়ে বাংলার প্রতিটি নারী পুরুষ দুর্জয় শপথে স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবিত। প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি রক্তের ফোঁটা, মাতৃভূমির মান রক্ষায়, সার্বিক অস্তিত্ব রক্ষায় উৎসর্গীকৃত। অতএব ঈদের উৎসবের জন্যে তাদের স্বাভাবিক অনুভূতিও এর সাথে সাথে বিলীন। তারা ইতিহাসের এমন চরম মুহূর্তে বিশ্বের বুকে নিজেদের প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে আত্মবলিদানরত।

শুধু এবারের ঈদই নয়। বিগত সালের ১২ই নভেম্বর বাংলার বুকে যে ভয়ঙ্করী প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেমে এসেছিল যার ফলে ২০ লাখেরও বেশী নর-নারী বাংলার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়েছেন, এক বিস্তীর্ণ জনপদ ধূলিস্মাৎ হয়েছে তার ফলে সেবারও বাংলার মানুষ রমজানের ঈদের পবিত্র সুখ, আনন্দ উপভোগ করতে পারেনি। স্বজন হারানোর শোকে তখনো তারা ছিলেন মুহ্যমান।

বাংলার মানুষ আজ যে মহান ত্যাগ ব্রতে উদ্বুদ্ধ, দেশকে হানাদার জল্লাদ বাহিনীর কবলমুক্ত করার কাজে হাসিমুখে কোরবান দিচ্ছেন তারই মধ্যে তারা এবারের ঈদের স্বরূপ খোঁজার চেষ্টা করেছেন।

আকাশে অশ্রুর কুয়াশামুক্ত খুশীর রোশনাই ছড়িয়ে শওয়ালের চাঁদের অপেক্ষায় বাংলার বীর সিংহশাবকরা কাজ করছেন, দেশকে মুক্ত করে সে চাঁদের অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন আর এক আনন্দ পুলকে দোলায়িত হচ্ছেন এই ভেবে যে, লৌহ শপথ বাস্তবায়িত হলেই তাঁরা ঈদ করবেন। নিজেদের মধ্যে নয়, দুনিয়ার স্বাধীনতা প্রিয় সংগ্রামী প্রতিটি মানুষের সাথেই তাঁরা ঈদের সত্যিকার আনন্দ আর শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন। নিঃস্বার্থভাবে সেই কাজে নিজেদের নিয়োগ করার শক্তি দেয়ার জন্যে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ পরম করুণাময়ের কাছে, সর্ব শক্তিমান আল্লাহর কাছে হাত উঠিয়ে প্রার্থনা, জানিয়েছেন। এই প্রার্থনা, এই মোনাজাত হয়েছে ভাঙ্গা মসজিদে, উন্মুক্ত ময়দানে, শরণার্থী ক্যাম্পে, হাসপাতালে, গীর্জায়, মন্দিরে সর্বত্র। ছিন্ন বস্ত্রে, কঙ্কালসার দেহে উন্মুক্ত হৃদয়ের এই মোনাজাত বিশ্ববিধাতার কাছে, মানবতার কাছে, স্বাধীনতাপ্রিয় প্রতিটি বিশ্ববাসীর কাছে।

তাই ঈদের সাথে সাথে লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবিত বঙ্গশার্দুলরা হানাদার পাক-দস্যুদের অধ্যুষিত এলাকায় দ্রুতগতিতে নিধন করে চলেছেন একের পর এক।

বিভিন্ন রণাঙ্গণ হানাদার বাহিনী মুক্ত হচ্ছে। বাংলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আত্মবিশ্বাসে ভরপুর মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা খুব শীঘ্রই জলে, স্থলে, আকাশে হানাদার দস্যুদের নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। এই হলো বাংলাদেশ সরকারের দুর্জয় বলিষ্ঠ শপথ। ঢাকার পতন আসন্ন। চূড়ান্ত বিজয় একান্ত নিকটতর। বাংলার প্রতিটি নারী পুরুষ জল্লাদমুক্ত, অবাঞ্ছিত অবস্থা থেকে মুক্ত এক স্বাধীন, সার্বভৌম দেশে সুখে শান্তিতে বসবাস করবেন এই হোক তাদের চরমতম ও দুর্জয় বলিষ্ঠ শপথ।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলার মুখ	২৬ নভেম্বর, ১৯৭১	বাংলার স্বাধীনতা
১ম বর্ষ : ১০ম সংখ্যা		অশ্রু আর রক্তে

বাংলার স্বাধীনতা
অশ্রু আর রক্তে

— তাজউদ্দীন

অশ্রু আর রক্ত। এরই বিনিময়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলর সাড়ে সাতকোটি নর-নারীর স্বাধীনতা সংগ্রাম। কালের গতির সাথে সাথে স্বাধীনতার সোনালী সূর্যের ক্ষণটি নিকটতর হচ্ছে। কিন্তু এর জন্যে চাই আরো রক্ত, আরো অশ্রু, আরো আত্মত্যাগ, আরো জীবন ও কষ্ট।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ গত বুধবার জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণে এই অভিমত ব্যক্ত করেন। আত্মত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল সংগ্রামী প্রতিটি নারী-পুরুষের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। এই পর্যায়ে শত্রুসংহারের প্রতিজ্ঞা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে চাই শহীদদের রক্তের উপযুক্ত মর্যাদার বিনিময়ে সমাজ গঠনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, আত্মপণ। তিনি বলেন, বাংলাদেশের শহরে ও গ্রামে তরুণেরা যে যুদ্ধে লিপ্ত, তা বিদেশী দখলদারদের উৎখাত এবং অসাম্য ও সুবিধা ভোগের অবসান ঘটানোর সংগ্রাম। আমাদের আজকের সংগ্রাম সেদিনই সার্থক হবে যেদিন আমরা বঙ্গবন্ধু প্রতিশ্রুত ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবো। সমাজের যে ভবিষ্যৎ রূপ আজ বাংলাদেশের জনসাধারণ প্রত্যক্ষ করছেন সেখানে সকলে সমাধিকারের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গঠিত হবে এবং উন্নয়ন ও পরিপূর্ণতার সাধারণ লক্ষ্যে উপনীত হবার প্রয়াসে সকলে অংশগ্রহণ করবেন।

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের সামরিক চক্রের হাত থেকে উদ্ধার করার একমাত্র উপায় হিসাবে বাংলাদেশ থেকে হানাদার সৈন্যদের নিষ্ক্রমনের সকল পথ বন্ধ করে দেয়ার কথা বলেন। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে শত্রুকে আমরা চরম আঘাত হানবো আর তখনই জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্রুর সত্যের মুখোমুখি হবেন।

জনাব তাজউদ্দীন বক্তৃতায় এশিয়ায় গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোন কোন পাশ্চাত্য দেশের নিরাশক্তির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, মনে হয় মানুষ হিসাবে মানুষের মর্যাদার চাইতে এখানে তাঁরা সরকারের স্থিতিশীলতার গুরুত্ব দেন বেশী, এটা শোচনীয়। কিন্তু ভারতকে অর্থ সাহায্যের বিনিময়ে বাংলাদেশের শরণার্থীদের সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের প্রস্তাব যখন কোন রাষ্ট্র উত্থাপন করেন তখন আমরা শিউরে না উঠে পারি না। এই প্রস্তাবে গণহত্যা ও তার ফলাফলকে নীরবে নেমে নেয়া হয়েছে। পর্বত

প্রমাণ অবিচার ও অন্যায়কে বিনাবাক্যে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতে গণহত্যা ও তার ব্যাপক বাস্তত্যাগের পথ প্রশস্ত করা হয়েছে। পাকিস্তানী সন্ত্রাসের ফলে যারা ছিন্নমূল হয়েছেন, তারা অস্থাবর সম্পত্তি নন যে, অর্থের বিনিময়ে তাঁদেরকে হাতবদল করা হবে। সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে নিজ বাসভূমে ফেরা জন্মগত অধিকার তাদের আছে এবং তারা সেখানে সেভাবেই ফিরে আসবেন। আর আমি বলছি যে, তার খুব বেশী দেরী নাই।

প্রসঙ্গত জনাব তাজউদ্দীন আমেরিকার কথা উল্লেখ করেন। বাংলাদেশের এই চরমতম ক্ষণে প্রেসিডেন্ট নিক্সন উপমহাদেশের তথ্য সংগ্রহের জন্যে একটি বিশেষ দল পাঠিয়ে কি উদ্দেশ্য সাধন করতে চান, এই হলো তাঁর জিজ্ঞাসা। তিনি বলেন, তাঁর দেশের কূটনীতিবিদ ও আইন সভার সদস্যরা অবগত নন এমন কি নতুন তথ্য তিনি জানতে ইচ্ছুক ? লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীকে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা এবং প্রায় এককোটি মানুষকে বাস্তুত্যাগে বাধ্য করা সত্ত্বেও পাকিস্তান সরকারকে তাঁর প্রশাসন নিন্দা করেননি। এমন তথ্য সংগ্রাহক পাঠিয়ে কি ফল তাঁরা লাভ করতে চান, জানি না। তবে এতে আমাদের সঙ্কল্পের কোন ব্যত্যয় হবে না। সে সঙ্কল্প হল দেশকে শত্রুমুক্ত করে নিজেদের অভিপ্রেত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

জনাব তাজউদ্দীন মুক্তি সংগ্রামের সাফল্যের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন, দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ যে সর্বক্ষেত্রে তীব্রতর হয়েছে, সেকথা শত্রু মিত্র নির্বিশেষে সকলেই স্বীকার করেছেন। মুক্তিবাহিনী এখন যে কোন সময়ে যে কোন জায়গায় শত্রুকে আঘাত করতে পারে, এমন কি শত্রুর নিরাপদ অবস্থানের কেন্দ্রে অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে তাকে বিমূঢ় করে দিতে পারে। জলে স্থলে চমকপ্রদ অগ্রগতি ঘটেছে মুক্তি বাহিনীর। নদী পথে হানাদাররা বিপর্যস্ত, মংলা ও চট্টগ্রাম বন্দর প্রায় অকেজো, বাংলাদেশের বিস্তৃত অঞ্চল শত্রুমুক্ত। ক্রমেই অধিকতর এলাকায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কার্যকর প্রশাসন চালু হচ্ছে। আর সৈন্য, সামগ্রী ও মনোবল হারিয়ে শত্রুপক্ষ হতাশায় উন্মাদ হয়ে উঠছে।

তিনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাক সামরিক হুঙ্কার দিশাহারা ও কোনঠাসা হয়ে পড়ার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'ইসলামাবাদের দুষ্কৃতিকারীরা নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেই সংশয় ও ভীতিগ্রস্থ। বাংলাদেশের জনগণের অপরিমেয় দুর্দশা ঘটাবার সঙ্গে সঙ্গে তারা পশ্চিম পাকিস্তানকেও টেনে নিয়ে গেছেন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাঙ্গনের দিকে। এখন তারা চায় ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধিয়ে একটা আন্তর্জাতিক সঙ্কট সৃষ্টি করতে। তারা আশা করে যে, এমন একটা যুদ্ধ হলে বাংলাদেশের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে পৃথিবীর দৃষ্টি অন্যদিকে নিবদ্ধ হবে। মুক্তিবাহিনীর হাতে তাদের পরাজয়ের গ্লানি গোপন করা যাবে এবং এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হবে যাতে তাদের পৃষ্ঠপোষকেরা হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পাবে। কিন্তু আমি প্রত্যয়ের সঙ্গে বলছি যে, এর একটি উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হবে না এবং এতে তাদের ভ্রান্তি, অপরাধ ও আত্মঘাতের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে মাত্র এবং পাকিস্তানের আত্মবিনাশ সুনিশ্চিত হবে।

সর্বশেষে জনাব তাজউদ্দীন জনগণকে মুক্তি সংগ্রামের বর্তমান পর্যায়কে চূড়ান্ত স্তরে নিয়ে চলার আহ্বান জানান। যে সব সরকারী কর্মচারী, বাজাকার, পুলিশ বা অন্যান্য ব্যক্তি বিবেকের নির্দেশের বিরুদ্ধে হানাদারদের কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন তাদেরকে সামরিক চক্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সুযোগ নেয়ার আহ্বান জানান। শত্রুপক্ষের সঙ্গে যারা স্বেচ্ছায় হাত মিলিয়েছে তাদের শেষ বারের মত তিনি জানিয়ে দেন যে, বিশ্বাস ঘাতকতার পথ পরিহার করুন। অনুতাপহীন বিশ্বাসঘাতকদের আর তাদের বিদেশী প্রভুদের পরিণতি এক হবে— আর তা হলো গ্লানিকর মৃত্যু।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলার মুখ ১ম বর্ষ : ১০ম সংখ্যা	২৬ নভেম্বর, ১৯৭১	বাংলাদেশ সরকার ও তার ব্যাপক সাফল্য

বাঙলাদেশ সরকার ও তার ব্যাপক সাফল্য

আমাদের স্বাধীন সরকার গঠন করার পর মাত্র কয়েকটি মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। দেশের মাটি থেকে একটি বিদেশী শোষকগোষ্ঠীর পোষা পেশাদারী সৈন্যদের নিশ্চিহ্ন করার কর্তব্যই আমাদের প্রাথমিক এবং মৌলিক কর্তব্য। এই কর্তব্য সম্পাদনের প্রাথমিক পর্বে আমাদের শক্তি ছিল সীমিত এবং শত্রুপক্ষের তুলনায় একেবারে নগন্য। বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্য, ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলসসহ পুলিশ এবং আনসারের সামান্য শক্তিই ছিল আমাদের মূলধন। এই সামান্য শক্তি নিয়ে যে যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল তাকে আজকের বিশ্লেষণে এক অভাবনীয় সাফল্যের সূচনার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে বলে বলতে হয়। কারণ আমাদের সমস্যা ছিল অস্ত্রের এবং অস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী সুসংহত বাহিনীর। বাহিনী বলতে যে তাৎপর্যময় একটি সামরিক শক্তিকে বোঝায় তা যেমনি ছিলো না, তেমনি ছিলো না প্রয়োজনীয় অস্ত্র ছাড়াও সামরিক যানবাহন এবং সামরিক প্রয়োজনে যোগাযোগের ব্যবস্থা। অপরপক্ষে শত্রু সেনাদের ছিল আধুনিক যুদ্ধোপযোগী সব কিছুই এবং কয়েকটি রাষ্ট্রের অস্ত্র সরবরাহও তাদের নিশ্চিত রেখেছে ভবিষ্যত সম্পর্কে।

বস্তুতঃ এই যুদ্ধের প্রাথমিক পর্য্যায়ে আমাদের অতি সামান্য সামরিক শক্তি ছাড়া ছিলো সাড়ে সাত কোটি মুক্তিকামী মানুষের নৈতিকসহ সার্বিক সমর্থন।

এই কয়েকটি মাসের ব্যবধানে বহুমুখী সমস্যার মধ্যে দিয়ে এগুতে হয়েছে বাংলাদেশ সরকার তথা বাংলাদেশের জনগণকে। একদিকে যেমন সক্ষম যুবকদের এক বিরাট অংশকে যুদ্ধ বিদ্যায় ট্রেনিং দিতে হয়েছে অন্য দিকে তেমিন অর্থনৈতিক সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়েছে এ ছাড়া দ্রুত প্রশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র সমস্যার সমাধানও করতে হয়েছে। সর্বোপরি বিপর্য্যস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যেও সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনে জেগে ওঠা স্বাধীনতার দুর্বার বাসনাকে রফা করতে হয়েছে অতি সন্তর্পনে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা দেখা দিয়েছিলো আন্তর্জাতিক বিশ্বের কাছে আমাদের সংগ্রামের সত্যিকার রূপ তুলে ধরা এবং সমর্থন লাভ।

এই সমস্ত বহুমুখী সমস্যা সত্ত্বেও আমাদের যুদ্ধ সাফল্য আজ বিশ্বের কাছে এক দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব আমাদের সংগ্রামের সত্যিকার রূপটি যেমন চিনতে পেরেছে তেমনি সর্বক্ষেত্রে নৈতিক সমর্থন লাভ করতে শুরু করেছি আমরা অন্যদিকে ইয়াহিয়া সামরিক চক্রের সমর্থনকারী দেশগুলো আমাদের বক্তব্যের মৌলিকত্ব অনুধাবনের সঙ্গে ইয়াহিয়া সামরিক চক্রের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে আমাদের স্বার্থের অনুকূল মনোভাও প্রকাশ

করেছে। আমাদের সংগ্রামের এই দিকটিতে বিশেষ সাফল্য ইয়াহিয়া চক্রকে এক বিপর্য্যস্ত অবস্থায় ফেলে দিয়েছে। প্রশাসন ব্যবস্থার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে বহু দেশেই আমাদের দূতাবাসের কার্যপোযোগী অফিসগুলো স্থাপিত হয়েছে। এ গুলোর মাধ্যমে দেশের আভ্যন্তরিন অবস্থার সাথে বিশ্বকে পরিচিত করে তোলা সহজ হয়েছে। সামরিক ক্ষেত্রে আমাদের দ্রুত সাফল্যের তথ্য এবং ইয়াহিয়ার বর্বরোচিত অত্যাচারের রূপটি বিশ্বের জনগণের কাছে তুলে ধরা সম্ভব হচ্ছে। এক কথায় আন্তর্জাতিক জনমত গঠনে সর্বতোভাবেই আমাদেরই সাফল্য লাভ সম্ভব হয়েছে।

বর্তমান অবস্থায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই হচ্ছে আমাদের শত্রু নিধন অভিযান। একটি সামরিক বিষয় এবং সামরিক ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য আজ তর্কাতীতভাবে পাকিস্তানী সামরিক চক্রের ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাকিস্তানী সেনাদের নিহতের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে গত এক মাসেই তা হয়ে দাঁড়িয়েছে পাঁচ হাজারেরও বেশী। চলতি মাসের হিসাবে এখন দৈনিক গড়ে দু'শোর মত পাকিস্তানী সেনা মুক্তি বাহিনীর হাতে নিহত হচ্ছে। সার্থক ভাবে গেরিলা যুদ্ধ কায়দা রপ্তের পর আমাদের গেরিলাদের ব্যাপক তৎপরতা শুরু হয়েছে এবং তা এখন তীব্রতর হয়ে শত্রু বাহিনীকে একেবারে কোনঠাসা করে ফেলেছে। শত্রু বাহিনী নিজেদের নিয়মিত সৈন্যদের জীবনের ওপর ঝুঁকি না নেয়ার জন্যে যে রাজাকার বাহিনীর সৃষ্টি করেছিলো তাও ভেঙ্গে পড়ছে। দলে দলে রাজাকাররা অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করছে। অগত্যা পাক সেনাদের রাজাকারদের ওপর নির্ভরশীরতা ছেড়ে নিজেদের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে এসে লড়তে হচ্ছে এটাই পাক-সেনাদের বেশী হারে নিহত হবার কারণ। আমাদের সংগ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটিতেই আমাদের সাফল্য সবচেয়ে বেশী। গেরিলা তৎপরতার এতো বড় রকমের সাফল্য এর আগে অন্য কোথাও দেখা যায়নি। আমাদের বাহিনীতে সদ্য সামরিক শিক্ষা সমাপ্তকারী অফিসাররা যোগদান করেছেন এরই প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে মুক্তিবাহিনী এই সাফল্য লাভ করছে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলার মুখ ১ম বর্ষ : ১২শ সংখ্যা	১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয় তোমার স্বপ্ন সফল তোমার বাঙলা স্বাধীন

সম্পাদকীয়

তোমার স্বপ্ন সফল
তোমার বাঙলা স্বাধীন

জয় নব অভ্যূত্থান

জয় বাংলাদেশ, জয় বাংলার সাড়ে সাত কোটি সংগ্রামী নর-নারীর ত্যাগ, তিতীক্ষা, অশ্রু আর রক্তের। জয় বিশ্বের স্বাধীনতা সংগ্রামী জনগণের। বঙ্গবন্ধু বাংলার যে স্বপ্ন দেখেছেন, যে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে আত্মত্যাগ করেছেন তা আজ সফল।

ভারত আর ভুটানকে বাংলাদেশের স্বীকৃতির জন্যে, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং সর্বোপরি লাঞ্ছিত মানবতার জন্যে আত্মত্যাগ এবং চরম বলিষ্ঠতার জন্যে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ জানাচ্ছেন অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। সাম্রাজ্যবাদ গোষ্ঠী, মানবতা বিরোধীদের শেষ গোরস্থান আজ বাংলাদেশে।

সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বাধীন দেশ পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর হানাদার সেনা নিধনের অভিযান সাফল্যের দ্বার প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। মুক্তিবাহিনীর সাথে ভারতীয় বাহিনীর যোগদানে যুদ্ধ-পরিস্থিতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটছে। মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় বাহিনীর যুক্ত আক্রমণে হানাদার পাকসেনাদের ঘাটিগুলোর পতন ঘটেছে এবং হানাদার সেনারা পিছু হটে যাচ্ছে।

মুক্তিবাহিনীর এবং ভারতীয় বাহিনীর মিলিত আক্রমণের মুখে বহু হানাদার পাক সেনা নিহত ও আহত হয়েছে এবং বিভিন্ন অংশে অনেক হানাদার পাকসেনা আত্মসমর্পণ করেছে।

পাকিস্তান বিশ্ব সভ্যতার সব রকম নীতিমালাকে অস্বীকার করে ভারতের বিভিন্ন অংশে বিমান আক্রমণ চালিয়ে উপমহাদেশের শান্তিপুর্ণ অবস্থার মধ্যে সংকটের সৃষ্টি করেছে।

পাকিস্তানী সামরিকচক্র আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্নকে ধূলিস্যাৎ করবার জন্যে ভারত আক্রমণ করেছে। আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের তথা ঈঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হস্তক্ষেপের মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বানচাল করবার জন্যে এক আন্তর্জাতিক সমস্যা সৃষ্টিতে লিপ্ত হয়েছে পাকিস্তান। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ যে স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্দীপ্ত তা আন্তর্জাতিক চক্রান্তের জাল ছিন্ন করে বিশ্বের দরবারে যে মর্যাদা অর্জন করেছে তা রক্ষা করতে বদ্ধ পরিকর জনগণ মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় বাহিনীকে সর্বাত্মক সাহায্য দিয়ে চলেছে।

মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় বাহিনীর আক্রমণে পূর্ব রণাঙ্গনে ফেনী, লাকসাম, সিলেট শত্রু কবলমুক্ত হয়েছে। উত্তর এবং উত্তর পশ্চিম রণাঙ্গনেও ব্যাপক সাফল্য লাভের খবর পাওয়া গেছে। যশোর ক্যান্টনমেন্ট এবং বিমান বন্দরে পাকিস্তানী সেনাদের পতন ঘটেছে।

এছাড়া চট্টগ্রাম জেলার রামগড়, কক্সবাজার, বান্দরবানও শত্রু কবলমুক্ত হয়েছে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বিপ্লবী বাংলাদেশ★	৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা		জনযুদ্ধের জনশিক্ষা

সম্পাদকীয়

জনযুদ্ধের জনশিক্ষা

জনযুদ্ধের দুটি দিক আছে। একটি হলো যারা সরাসরি লড়াই করবে, অর্থাৎ 'কম্ব্যাট ফোর্স' বা 'কম্যান্ডো'। সংখ্যায় তারা জনগণের সামান্য অংশ। আর জনগণের বৃহদাংশ হলো 'মোটিভেশনাল আর্মি'। তারা জনগণকে বিপ্লব সম্বন্ধে সচেতন রাখে, জনগণের মনোভাব অবিচল রাখতে সাহায্য করে, শত্রুপক্ষকে ভুল বোঝায়, শত্রুপক্ষ সম্বন্ধে তথ্য জোগাড় করে এবং সর্বোপরি, কম্যান্ডোরা যাতে সবরকম সাহায্য পায় তার চেষ্টা করে। এইসব কাজকর্মের মধ্য দিয়া মোটিভেশনাল আর্মি জনগণের বিপ্লবী মনোভাব গড়ে তোলে। ফলে বিপ্লবের কাজ আরও দ্রুততর হয়। আর মোটিভেশনাল আর্মির কার্যকলাপের ওপর নির্ভর করে এগোতে থাকে কম্যান্ডোদের যুদ্ধ এবং অন্তর্ঘাতমূলক ব্যবস্থা।

বাংলাদেশের জনযুদ্ধের তথা মুক্তিযুদ্ধেরও এই দুটি দিক রয়েছে। একটি হচ্ছে কম্যান্ডো অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধারা, অপরটি হচ্ছে জনগণের বাকি অংশ অর্থাৎ মোটিভেশনাল আর্মি। মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে। কিন্তু এসবই বিফল হবে, যদি জনগণ প্রস্তুত না হয়। আর এই প্রস্তুতির জন্যই চাই মোটিভেশনাল আর্মি।

মোটিভেশনাল আর্মি কারা, এবং তাদের ঠিক কি কি করতে হবে ? মোটিভেশনাল আর্মিকে বলা যায় প্রস্তুতি বাহিনী। তাদের মোটামুটি কাজ হলো জনগণকে প্রস্তুত করা। এই প্রস্তুতি বাহিনী গঠন করতে হবে আমাদের মধ্য থেকেই। এতে আপনিও আছেন, আমিও আছি, সমগ্র বাংলাদেশ আছে। মোটিভেশনাল আর্মি তৈরি করা, এবং তার কার্যপদ্ধতির কিছু কিছু অংশ এখানে দেওয়া হলো। এগুলির মধ্যে আপনি যা যা করতে পারেন সেগুলি করতে আরম্ভ করুন।

মোটিভেশনাল আর্মি বা প্রস্তুতিবাহিনীর গোড়াপত্তান হবে তাদের দ্বারাই যারা ব্যক্তিগত জীবনে সৎ ও আদর্শবাদী হবে এবং হাজার বিপদেও ভেঙ্গে পড়বে না। প্রস্তুতি বাহিনীর মনোবল খুবই বেশী হওয়া আবশ্যক, কারণ তারাই সাধারণ লোকদের সাহস যোগাবে। প্রস্তুতি বাহিনীর প্রশাসন সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, যেহেতু অনেক সময়েই হয়তো তাদের ওপর প্রশাসনের দায়িত্ব পড়বে। তাদের হতে হবে কষ্টসহিষ্ণু এবং জনগণের সঙ্গে মিলে যাবার গুণ থাকা দরকার। সর্বোপরি তাদের থাকবে চারিত্রিক দৃঢ়তা সেবাপরায়ণতা, এবং সাবধানতা ও গোপনীয়তা অবলম্বন করার ক্ষমতা।

★ বিপ্লবী বাংলাদেশ : বরিশাল হতে প্রকাশিত একটি সাপ্তাহিক। রফিক হায়দার কর্তৃক চাঁপা প্রেস হতে মুদ্রিত ও সম্পাদক নুরুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত।

এই প্রস্তুতি বাহিনীর সামনে তিনটি দায়িত্ব রয়েছে। প্রথমত: প্রস্তুতি, দ্বিতীয়ত: মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করা এবং তৃতীয়ত: সংযোগ ও সংবাদ সরবরাহ করা। প্রথমে জনপ্রস্তুতি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

জনপ্রস্তুতি বলতে আর কিছুই নয়, মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্ব ও দায়িত্ব সম্বন্ধে জনগণকে ওয়াকীবহাল করে তোলা। তাদের বোঝানো যে এলড়াই তাদের মুক্তির লড়াই। মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্য হবে জনগণেরই সাফল্য। তাই বাংলাদেশের একমাত্র উপায় হলো মুক্তিসংগ্রামীদের সর্বপ্রকারের সহায়তা করা। তাছাড়া জনগণের দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলতে হবে। তাদের জানাতে হবে যে তারা শুধু স্বাধীন বাংলার আশা করবে তাই নয়, তারা সোনার বাংলা তৈরি করবে। বিগত ২৪ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করে তাদের বোঝাতে হবে কিভাবে পশ্চিম পাকিস্তানী প্রভুরা বাংলাদেশে একটানা অত্যাচার চালিয়েছে এবং বিশ্বের অন্যান্য মুক্তিযুদ্ধের ফলে কিভাবে অত্যাচারী শাসকের পতন হয়েছে তাও জনসাধারণকে জানাতে হবে; বোঝাতে হবে যে বাংলাদেশেও সেইভাবে অত্যাচারী শাসকের পতন ঘটতে চলেছে।

এসব কাজ করার জন্য গ্রামে ও শহরে প্রস্তুতি বাহিনী তৈরি করা আবশ্যক। এ দায়িত্ব প্রতিটি বাঙালীর। আপনিও এগিয়ে আসুন। প্রথমে আপনার প্রতিবেশীকে মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভ সম্বন্ধে বোঝান। পরে আস্তে আস্তে অঞ্চলবাসীকেই বুঝিয়ে দলে আনুন। দেশত্ববোধক সঙ্গীত, বিগত শোষণের ইতিহাস, পাক-সৈন্যের সাম্প্রতিক বর্বরতার কাহিনী এবং তার বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের জয়যাত্রা– ইত্যাদি বলে জনগণের দেশপ্রেম জাগ্রত করুন, পাক জঙ্গীশাহীর উৎখাত আরও দ্রুততর করুন। আর লক্ষ্য রাখুন যে আপনার অঞ্চলের প্রতিটি লোক যেন মুক্তিযোদ্ধাদের যথাসাধ্য সাহায্য করে।

প্রস্তুতি বাহিনীর দ্বিতীয় কাজ হলো মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করা। তার জন্য প্রস্তুতি বাহিনীকে জানতে হবে কোথায় মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেওয়া যেতে পারে, রসদইবা কোথায় পাওয়া যাবে, এবং কোন্ পথে নিরাপদে চলাফেরা করা যায়, ইত্যাদি।

এ প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে মুক্তিযোদ্ধাদের তৃতীয় দায়িত্ব, অর্থাৎ সংযোগ ও সংবাদ সরবরাহের কথা। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং এর ওপরেই মুক্তি ফৌজের জয় নির্ভর করবে। এই কাজটি হলো নানা জায়গায় যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা, শত্রুসৈন্য সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে মুক্তিযোদ্ধাদের তা দেওয়া এবং মুক্তিফৌজের গুরুত্বপুর্ণ বিজয় বার্তাগুলো জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

এসব ছাড়াও প্রশাসন চালানো, আহতদের সেবা শুশ্রুষা, অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রস্তুতি বাহিনীর সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক, এবং প্রযোজন হলেই প্রস্তুতি বাহিনীকে এসব করতে হবে।

আবার জানাচ্ছি, প্রস্তুতি বাহিনীর মনোবল হওয়া উচিত অত্যন্ত দৃঢ়। যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতি থাকেই কাজেই তাৎক্ষণিক জয়-পরাজয়ে প্রস্তুতি বাহিনী বিচলিত হবে না। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, তারা জনগণকে বোঝাবে যে সত্যের জয়, ন্যায়ের জয়, মুক্তিযুদ্ধের জয় অবশ্যম্ভাবী।

মনে রাখবেন, আপনার স্বাধীনতা অনবার জন্য মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করছে, হাসিমুখে জীবনদান করেছে। তাদের সাহায্যের জন্য আপনার কর্তব্য হলো প্রস্তুতি বাহিনী তৈরী করা। সোনার বাংলার সোনার বাঙালী হতে গেলে আপনার এই কর্তব্যের কথা ভুলবেন না।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বিপ্লবী বাংলাদেশ	১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ৫ম সংখ্যা		বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রস্তুতি বাহিনীর কর্তব্য ও ভূমিকা সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে। এবার তাদের কর্তব্যগুলো তারা কিভাবে পালন করবে তা জানা দরকার। কিন্তু এটা জানবার আগে বুঝতে হবে যে বাংলাদেশে গেরিলা-পদ্ধতির গুরুত্ব এবং প্রয়োজন কতোখানি।

গেরিলা-যুদ্ধের সবচেয়ে দরকারী তিনটি বিষয় হলো সমগ্র জনগণের যুদ্ধে সাহায্য করা, লড়াইয়ের সঠিক স্থান ও কৌশল নির্বাচন করা, এবং দীর্ঘদিন ধরে সর্বদাই একটু একটু করে শত্রু নিধন করা। এই তিনটি বিষয়ের একটু আলোচনা করে দেখা যাক।

প্রথম দেখা যাক সমগ্র জনগণকে যুদ্ধে সাহায্য করানোর ব্যাপারটা। এটা জানা দরকার যে গেরিলা লড়াইয়ের মতো জন সমর্থনের প্রয়োজন আর কোনও যুদ্ধে হয় না। সাধারণতঃ যুদ্ধে সৈন্যবাহিনী লড়াই করে চলে, এবং জনসাধারণ তাদের জীবনযাত্রা প্রায় স্বাভাবিক চালাতে থাকে। কিন্তু গেরিলা যুদ্ধে প্রত্যেককেই অংশগ্রহণ করতে হয়। ভিয়েতনামে দেখা গেছে যে হয়তো কখনও মা বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছে, কখনো বা সে ক্ষেতে চাষ করছে, আবার কখনো বা শত্রুপক্ষের গতিবিধি ক্ষমতা মনোভাব ইত্যাদি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করছে, এমনকি প্রয়োজনে বন্দুকও ঘাড়ে নিচ্ছে। বাংলাদেশের গেরিলা যুদ্ধে এই অবস্থাই ঘটেছে। বর্বর পাক সৈন্য ভেবেছিল যে পাশবিক অত্যাচারের দ্বারা বাঙালীর মুখ বন্ধ করে রাখবে। কিন্তু বিগত ২৪ বছর একটানা পশ্চিমী শোষণের মুখোস আজ খসে পড়ছে। তাই প্রত্যেহ দলে দলে জনসাধারণ মুক্তিফৌজে যোগদান করছে। এই রকম অসাধারণ জনসমর্থনই গেরিলা যুদ্ধে প্রয়োজন।

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে লড়াইয়ের সঠিক স্থান এবং কৌশল স্থির করা আবশ্যক। গেরিলা-লড়াইয়ে যে ধরণের স্থানের প্রয়োজন তা বাংলাদেশে যথেষ্ট রয়েছে। এইসব স্থান হলো জঙ্গল, পাহাড়, খাল-বিলওয়ালা অঞ্চল, ইত্যাদি। এগুলোর সঠিক ব্যবহারের ফলে মুক্তিফৌজ ক্রমাগত জয়ের পথে এগিয়ে চলছে। সেই সঙ্গে যখন যেরকম কৌশল কাজে লাগানো যায়, সে রকম কৌশল নেওয়া হচ্ছে।

আর তৃতীয় বিষয় হলো দীর্ঘদিন ধরে সর্বদাই একটু একটু করে শত্রুর ক্ষতি ঘটিয়ে যাওয়া। এ ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল। কারণ, সাধারণতঃ যুদ্ধে দেখা যায় যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যুদ্ধের মীমাংসা করার চেষ্টা করা হয়; যেহেতু, দিনের পর দিন সৈন্যবাহিনীর রসদ অস্ত্র-শস্ত্র জোগান দিয়ে ওঠা অত্যন্ত কষ্টকর। কিন্তু গেরিলারা জনগণেরই অংশ— তাই তাদের রসদের অভাব হয় না। সমস্ত জনগণ মুক্তিফৌজের প্রয়োজনীয় রসদ জোগাড় করে দেয়। বাংলাদেশের জনগণও আজ তাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে মুক্তিফৌজের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সবারই একমাত্র প্রতিজ্ঞা— 'বাংলা মা'কে পাক হানদার বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত করবো।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বিপ্লবী বাংলাদেশ	১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ
১ম বর্ষ : ৫ম সংখ্যা		কি এবং কেন ?

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কি এবং কেন

—মোহাম্মদ আলী খান

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হতে বাংলাদেশের মানুষ চরম অত্যাচার শোষণ ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্য অর্জনের মানসে গণতান্ত্রিক অধিকার, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য অবিচল প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। দীর্ঘদিনের এই স্বাধিকার আন্দোলন পরিচালনা করতে কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-জনতা অত্যাচার, নিপীড়ন, লাঞ্ছনা, নিষেধাজ্ঞা গ্রেপ্তার এবং সামরিক আইনের বহু বাধাকে উপেক্ষা করেছে। বাংলার জনগণের ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তাকে ধ্বংস করার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল জালেমরা বারবার ট্যাঙ্ক, কামান ও বোমারু বিমান ব্যবহার করে ব্যাপক নরহত্যা ও ধ্বংসের প্লাবন বইয়ে দিয়েছে। অত্যাচারী নরখাদক বর্বর পশুর দল নির্মমভাবে হত্যা করেছে লক্ষ লক্ষ নিরীহ নারী-পুরুষ-শিশুকে, লক্ষ লক্ষ বাড়ী-ঘর ছাই করে দিয়েছে। ওরা লুট করে নিয়েছে আমাদের সুখের সংসার—শ্মশান করেছে সোনার বাংলা—ধ্বংস করেছে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐহিত্য—ভেঙ্গে দিয়েছে অর্থনৈতিক কাঠামো।

গণপ্রতিনিধিগণ কখনও পাকিস্তান হতে বাংলাদেশকে বিচ্ছিন্ন করতে চান নি। কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবিকে অস্বীকার এবং নির্মমভাবে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে বর্বর সামরিক আক্রমণ শুরু করার পরেই তাঁরা গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেন।

তাই বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী আজ পাকিস্তানী হানাদারদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার দুর্জয় বিপ্লবী সংগ্রামে লিপ্ত। এই বিপ্লবী যুদ্ধের মাধ্যমে বাঙ্গালীরা তাদের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার চূড়ান্ত রূপ দেবে।

যুগে যুগে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আপামর জনসাধারণ অত্যাচার, অন্যায়, জালেম, শোষকের বিরুদ্ধে নিরূপায় হয়ে মুক্তিযুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আজও কয়েকটি দেশে সাম্রাজ্যবাদী, শোষণের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড মুক্তিযুদ্ধ ঘোষণা চলছে। আমরা বাঙ্গালীরাও বিশ্বের ইতিহাসে এই চরম শিক্ষাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি, ভবিষ্যতেও অত্যাচারিত শোষিত মুক্তিকামী মানুষ তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য এই চরম ও পরম পথকে বেছে নিতে বাধ্য হবে।

মুক্তিযুদ্ধ কি ? মুক্তিযুদ্ধ কেন ? কিভাবে মুক্তিযুদ্ধে জয়যুক্ত হতে হয়— একথা বুঝতে পারলে, শিখতে পারলে যতদিনই মুক্তিযুদ্ধ চলুকনা কেন, যত বাধাই আসুক না কেন, তা দেখে হতাশ হয়ে পড়ার কারণ নেই। মানুষ তখনই হতাশ হয়ে পড়ে, যখন সে এমন কিছুর সম্মুখীন হয় যা তার কাছে অপ্রত্যাশিত। যদি মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে মুক্তিযোদ্ধার মনে একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকে তবে মুক্তির পথে চলতে কোনদিনই তারা নিরাশ হয়ে পড়বে

না। যতই তাদের ধারণা সুস্পষ্ট হবে, ততই তাদের প্রেরণা বাড়বে। ভাবাবেগের দ্বারা মুক্তিযুদ্ধ হয় না, রাইফেল চালাতে জানলেই মুক্তিযোদ্ধা হওয়া যায় না। মুক্তিযোদ্ধাকে মনে প্রাণে অবশ্যই বিপ্লবী হতে হবে। কেন আজ তাকে এই চরম পরম পথকে বেছে নিতে হয়েছে তা ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। বিপ্লবী যোদ্ধার বড় অস্ত্র হচ্ছে তার বৈপ্লবিক প্রেরণা— তার বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা। বিপ্লবী যোদ্ধাকে অস্ত্র হাতে তুলে দিতে হয় না— শত্রুর কাছ থেকে বিপ্লবী অস্ত্র কেড়ে নেয়।

ইংরেজী ভাষায় revolution মানে পরিবর্তন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যে কোন পরিবর্তনকেই কি বিপ্লব বলা চলে ? একটি গভর্নমেন্টের পরিবর্তন বা মন্ত্রীদলের পরিবর্তনকে কি বিপ্লব বলব ? পাকিস্তানের আইয়ুব খাঁর গদী পরিবর্তনকে কি বিপ্লব বলব ? না, এ সব বিপ্লব নয়। কারণ এতে জাতীয় জীবনধারার পরিবর্তন ঘটে না। জাতীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবনের গণমুখী পরিবর্তন ঘটে না। আইয়ুব খাঁ জনগণের দেওয়া চাকুরী, অস্ত্রশস্ত্র, জনগণের কষ্টার্জিত অর্থে গড়া সৈন্য বাহিনীকে অপব্যবহার করেছে নিজের এবং শোষক দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ী ও সরকারী কর্মচারীদের স্বার্থে। জাতীয় জীবনে গণমুখী মূলগত পরিবর্তন ঘটেনি। বিপ্লবের ফলে যে পরিবর্তন আসে তা মূলগত পরিবর্তন। জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চারিত্রিক জীবনের মূলগত পরিবর্তনে নিয়মতান্ত্রিক, স্বাভাবিক পথ যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখন নির্যাতিত, বঞ্চিত মানুষকে অস্ত্র ধারণ করে বিপ্লবের পথে সমস্ত বাধাকে ধ্বংস করে এগিয়ে যেতে হবে— শোষণের সমস্ত উৎস মুখ ধ্বংস করতে হবে— জাতীয় শত্রুদের নির্মূল করতে হবে। সেই জন্যেই রক্তপাত বিপ্লবের একটা অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। সামান্য ২/৪টি নগণ্য পরিবর্তনকে বিপ্লব বলা চলে না।

বাংলার মানুষ স্বাভাবিক পথে বাঁচতে চেয়েছিল— চেয়েছিল নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের মাধ্যমে শোষণ-অত্যাচার-অবিচার জুলুমের হাত থেকে রেহাই পেতে। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তান সরকার এবং তাদের তল্পিবাহক দালালেরা বার বার সে নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের পথে বিভিন্ন কায়দায় বাধার সৃষ্টি করেছে এবং নির্মম অত্যাচারের মাধ্যমে সংগ্রাম বন্ধ করার চেষ্টা করেছে। তাই বাংলার জনগণের রাজনৈতিক মুক্তি এবং শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গঠনের জন্য অস্ত্র হাতে গর্জে উঠতে বাঙালীরা বাধ্য হয়েছে। দেশীয় শাসকবর্গের বিরুদ্ধে বিপ্লব সৃষ্টি করে নতুন সমাজ ব্যবস্থার জন্য বিপ্লব করা অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ কিন্তু প্রথমে বিদেশী শক্তিকে অপসারিত করা এবং তারপর নতুনতর সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি করা সত্যিই আরও কঠিন কাজ। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মুখে তাই আজ কঠিন অগ্নিপরীক্ষা। প্রথমতঃ বিদেশী পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে বিতাড়িত করা, দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশের বঞ্চিত অবহেলিত মানুষের জন্যে শোষণহীন সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি করা।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বিপ্লবী বাংলাদেশ	১০ অক্টোবর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ৮ম সংখ্যা		অবরোধ

সম্পাদকীয়

অবরোধ

মুক্তিযুদ্ধের জনপ্রস্তুতি যেমন বিশাল হওয়া দরকার, তেমনি দরকার সেই জনগণকে বিপ্লবের মূল তথ্যটা বোঝানো। সব দেশের মুক্তিযুদ্ধ একইভাবে পরিচালিত হয় না। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে মুক্তিযুদ্ধের চেহারা পাল্টায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও তার নিজস্ব কায়দার চলেছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। এটার গোড়াপত্তন হয়েছিল গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যারা নির্বাচনে জয়ী হলেন, তাঁদের সরকার তৈরীর সুযোগ দেওয়া হলো না। উপরন্তু, সামরিক শাসনকর্তারা সৈন্য দিয়ে গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে দমাতে গেলেন। ফলে রাতারাতি গণতান্ত্রিক বিপ্লব পরিবর্তিত হয়ে গেল মুক্তিযুদ্ধে। কাজেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে অন্যান্য দেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করা যায় না।

যখন গণতান্ত্রিক বিপ্লব রূপান্তরিত হয়ে গেল সশস্ত্র বিপ্লবে, তখন প্রথম প্রয়োজন ছিল আত্মরক্ষা করার। কারণ, মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলবার জন্য লোক, অস্ত্র, রসদ, আশ্রয় ইত্যাদি প্রয়োজন। এখন মুক্তিবাহিনী এক সুসংগঠিত বাহিনী হয়ে উঠেছে তাই এবার চলেছে প্রত্যাঘাতের পালা।

এই প্রত্যাঘাত করবার দুটি পথ আছে। প্রথমতঃ সরাসরি যুদ্ধ ও অন্তর্ঘাত, দ্বিতীয়তঃ অবরোধ ও অসহযোগ। যুদ্ধ, অন্তর্ঘাত ও অসহযোগ সম্বন্ধে প্রায় সবারই কিছু ধারণা আছে। কিন্তু অবরোধই হবে বাংলাদেশের বিপ্লবের প্রধানতম অস্ত্র, এবং অবরেধের পর্ব ও বিভিন্ন কৌশল সবাইকে জানতে হবে। শেখ মুজিব একবার বলেছিলেন, আমরা ওদের ভাতে মারবো, আমরা ওদের পানিতে মারবো। সম্ভবতঃ কেউ ধারণাই করতে পারেনি যে কয়েক মাস পরেই এই কথাটি এক চরম সত্য হয়ে দাঁড়াবে।

সাধারণ যুদ্ধে যে অবরেধ সৃষ্টি করা হয় তার সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের অবরোধ সৃষ্টির এক মূলগত অভ্যাস আছে। তা হলো সাধারণ যুদ্ধে একটি বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ স্থানে অবরোধ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু মুক্তিজুদ্ধ যেহেতু দখলকারী সৈন্যের বিরুদ্ধে চালানো হয়, সেহেতু মুক্তিযোদ্ধারা সমগ্র দেশ জুড়ে অবরোধ সৃষ্টি করে। এ অবরোধের মূল লক্ষ্য হলো শক্রকে রসদ জোগাড়ের পথ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া।

এই অবরোধে শক্রকে শুধু ঘিরে রাখাই যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন হয় রাস্তা ওড়ানোর, ব্রীজ ভাঙ্গার, বন্দর আক্রমণ করার, এবং সর্বোপরি বিমান চলাচল ব্যাহত করার। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে এই সব পদ্ধতি সফল ভাবে অনুসৃত হচ্ছে।

তা ছাড়া অবরোধের সাথে অসহযোগ চালানো দরকার। বাংলাদেশের ধান, পাট,

ইত্যাদি কৃষিজ দ্রব্য যার ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছে— সে গুলো যাতে পাক হানাদারদের হাতে কিছুতেই না পড়ে তার জন্য সতর্ক থাকা দরকার। চাষী ভাইদের চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা ধান, পাট ইত্যাদি কৃষিজ দ্রব্য মুক্তাঞ্চলে মুক্তিফৌজের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন একাজে তারা মুক্তিফৌজের সহায়তা পাবেন।

একই সঙ্গে অসহযোগ ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ চালাতে পারলে অবরোধ সম্পূর্ণতর হবে। তখন দখলকারী সৈন্যরা বাইরের থেকেও কোনো সাহায্য পাবে না, ভেতর থেকেও কিছু সংগ্রহ করতে পারবে না।

অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ, যথা ট্রেন ওড়ানো, রাস্তা ভাঙা, ব্রীজ ওড়ানো ইত্যাদি করতে গেলে প্রথমে প্রয়োজন বিভিন্ন ধরণের বিস্ফোরক ও তাদের ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। পরে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

মুক্তিযুদ্ধের অবরোধের প্রকৃতি বিচার করলে দেখা যায় যে তা অত্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী। পৃথিবীতে এমন দেশও আছে, যারা বিগত বিশ বছর ধরে মুক্তিযুদ্ধ চালাচ্ছে। প্রয়োজন হলে বাংলাদেশেও সেরকম করা হবে। এ এক সুদীর্ঘ সুকঠিন সংগ্রাম। এ সংগ্রামে আমাদের জিততেই হবে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বিপ্লবী বাংলাদেশ ১ম বর্ষ : ৮ম সংখ্যা	১০ অক্টোবর, ১৯৭১	রাজনৈতিক সমাধান

রাজনৈতিক সমাধান

— মেহেরুন আমিন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষ শক্তি হিটলারের নেতৃত্বে রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি লংঘন করে সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ করে। ইয়াহিয়ার পূর্বসূরী হিটলারের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে মাত্র দু'সপ্তাহের মধ্যে মস্কোর ক্রেমলিন প্রাসাদে বিজয়োৎসব পালন করবে। রাশিয়া অভিযানই ত্বরান্বিত করল নরপশু হিটলারের বিপর্য্যয়। ঘটনা প্রবাহ তাকে ও তার মিস্ট্রেস এফা ব্রাউনকে বার্লিন শহরের আন্ডার গ্রাউন্ডেই আত্মহত্যা করতে বাধ্য করে। ইতিহাসের এক নির্মম ধ্বংসলীলা ও হত্যাকাণ্ডের নাটকের যবনিকাপাত দ্রুততর হল।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে পাকিস্তান নামক এক রষ্ট্রের অবিসম্বাদিত নেতা নির্বাচিত হলেন বাংলার প্রাণপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সারা পৃথিবী শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে মেনে নিল নির্বাচনের রায়। ক্ষমতালোলুপ পিণ্ডির জঙ্গীশাহী, মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি ও কতিপয় পা-চাটা রাজনৈতিক দালাল সহ্য করতে রাজী হল না জনতার নির্বাচনী রায়। শুরু হল আদি ও অকৃত্রিম "পাকিস্তানী মার্কা ষড়যন্ত্র"। নেতৃত্বে নেমে এল সেনাপতি ইয়াহিয়া এবং তার জঙ্গী দোসর হামিদ, টিক্কা, নিয়াজী, ওমর, পিরজাদা। এদের সঙ্গে দালালীর হাত বাড়াল ভুট্টো, কাইয়ুম ও অন্যান্য। ইয়াহিয়া ১লা মার্চ রেডিও মারফৎ জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনের তারিখ অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করল। উত্তরে জাতির পিতা শেখ মুজিব বাংলাদেশ ব্যাপী অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলেন। আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ত গতি ও ব্যাপকতা ঘাবড়ে দিল জঙ্গীশাহীকে এবং তাই "মুজিব-ইয়াহিয়া" দীর্ঘ আলোচনার ভণ্ডামীর মাধ্যমে সমর প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে ২৫শে মার্চ রাতে নরঘাতক টিক্কাকে লেলিয়ে দেয়া হল তেইশ বৎসরাধিক নির্যাতিত, নিপীড়িত, শোষিত সাড়ে সাত কোটির এক মানবগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে। লাখো লাখো নিরীহ, নিরস্ত্র মানুষ পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিল। ভস্মীভূত হয়ে গেল বাংলার জনপদ ও গ্রামগুলো। নব্বই লক্ষ লোক নিজ দেশের ভিটেমাটী ছেড়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় নিল। হাজারো হাজারো মা বোনের ইজ্জত লুটে নিল ইয়াহিয়ার পশ্চিমা সেনাবাহিনী। ইয়াহিয়া গ্যাং ঠিক হিটলারের মতই ভেবেছিল যে আটচল্লিশ ঘণ্টায় সোনার বাংলকে চিরদাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করবে। ছ'মাস চলে গেছে, বাংলার শহরে গ্রামে প্রতিরোধ সংগ্রাম আজ ব্যাপকভাবে ভীষণতর হয়ে প্রতিশোধের শেষ পর্যায়ের দ্বারে উপস্থিত। বাংলার স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রস্তুতি নিচ্ছে হানাদার বাহিনীকে চরম আঘাত হানতে। অবাক বিস্ময়ে বিশ্ব চেয়ে দেখছে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত পশ্চিম পাকিস্তানী ডালকুত্তা বাহিনীর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার নাটকীয় ঘটনাবলী। রুখতে পরছেনা ডালকুত্তার দল মুক্তি বাহিনীর স্থল ও নৌ আক্রমণের দুর্বার গতি। ইয়াহিয়া দিকে দিকে

দালাল পাঠাচ্ছে এবং নিজেও দোস্ত ইরানের শাহের দরজায় মাথা কুটছে একটি রাজনৈতিক মীমাংসার জন্য।

রাজনৈতিক সমাধান কি সম্ভব? রাজনৈতিক দাবার গুটি যে আজ ইয়াহিয়ার হাতের বাইরে। ইয়াহিয়া ও তার গ্যাং ধ্বংস করে দিয়েছে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে তৈরী জিন্নার সাধের পাকিস্তান। ঐ ধ্বংসস্তুপের মধ্যে জন্ম নিয়েছে এক নুতন জাতি এবং তাদের প্রাণপ্রিয় স্বাধীন, সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ। পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিপতিদলের এক বিরাট অংশ আজ ইয়াহিয়ার ঘোর বিরোধী। কল কারখানার হাজার হাজার শ্রমিক আজ চাকুরী থেকে বরখাস্ত। মুষ্টিমেয় কয়েকজন জেনারেল ভিন্ন অন্য সেনানীমণ্ডলী ইয়াহিয়ার অবিমৃষ্যকারিতায় তার প্রতি বিরূপ। ইয়াহিয়ার বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থ দাঁড়াবে পশ্চিম পাকিস্তানের এত দিনকার জৌলুসে গড়া শিল্প, বাণিজ্য, চাকরী-বাকরী, ও সেনাবাহিনীর চরম বিপর্যয়। তারা হারাবে বাংলাদেশে সাজান ঔপনিবেশিক বাজার। ইয়াহিয়ার সাধ্য নেই যে সে বাংলাদেশকে স্বাধীন বলে স্বীকার করে নেয়। তাই বাংলাদেশ আজ ইয়াহিয়ার গলার কাঁটা— একে গেলাও যাচ্ছে না বা ফেলতেও পারা যাচ্ছে না। সাধু সজ্জন ব্যক্তিরা বলেন যে ইংল্যান্ড যেভাবে পাক-ভারত সমস্যার সমাধান করেছে, সে ভাবেই বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমাধান হতে পারে। তাঁরা ভুলে যান যে ব্রিটিশ জাতির পাক-ভারত নীতি নির্দ্ধারিত হয়েছিল ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে এবং তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বর্তেছিল ইংল্যান্ডের আপামর জনসাধারণের উপর। পাকিস্তানের বর্তমান চণ্ডনীতি নির্দ্ধারণ করেছে ইয়াহিয়া গ্যাং। বার কোটি অধ্যুষিত অধুনালুপ্ত পাকিস্তানের জনগণের কোন সম্পর্ক ছিল না এই বর্বর জঙ্গীনীতির সঙ্গে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্ণ দায়িত্ব বর্তাবে বলদর্পী জঙ্গীশাহী ও তার মুষ্টিমেয় অনুচরদের উপর। সেই ভীষণ দিনে রুদ্ধ আক্রোশে ফেটে পড়বে পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনী, পুঁজিপতি গোষ্ঠী ও জনসাধারণ। তা থেকে ইয়াহিয়া ও তার মন্ত্রণাদাতাদের বাঁচবার কোন উপায় থাকবে না। তাই আজ ইয়াহিয়াকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই আত্মঘাতী যুদ্ধ চালিয়ে যেতেই হবে। ইয়াহিয়া অবশ্যই বুঝতে পেরেছে যে অনির্দিষ্টকাল এ যুদ্ধ চালাবার ক্ষমতা তার নেই। চীন-মার্কিন সাহায্যও তাকে টিকিয়ে রাখতে পারবে না পিণ্ডীর সিংহাসনে। অথচ ইয়াহিয়া এও জানে যে বাঙ্গালী জাতিকেও এ যুদ্ধ চালাতেই হবে জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে। কোন মীমাংসা "পাকিস্তানী কাঠামোর" মধ্যে হবে না ও হতে পারে না। ইয়াহিয়ার এখন একমাত্র উপায় পাক-ভারত যুদ্ধ বাধিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের হস্তক্ষেপে বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান বের করার চেষ্টা করা। সেক্ষেত্রে হয়ত সে ও তার বশম্বদরা পশ্চিম পাকিস্তানী জনসাধারণের আক্রোশ থেকে জীবনে বেঁচে যেতে পারে। অন্যথায় হার্মাদ ইয়াহিয়া ও তার স্তাবকদের হিটলারের মতই আত্মঘাতী হয়ে নরকের বংশ বৃদ্ধি করতে হবে।

কিন্তু এত সবের পরও একটা মোদ্দাকথা এই যে রণক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় সম্মিলিত সেনাবাহিনীর ক্রমাগত দাঁতভাঙ্গা জবাবই শুধু লম্পট ইয়াহিয়া হানাদার বাহিনীকে বাধ্য করবে বাংলার পবিত্র মাটি ছেড়ে যেতে এবং সেখানেই নিহিত রয়েছে বাংলাদেশ সমস্যার একমাত্র সমাধান।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বিপ্লবী বাংলাদেশ ১ম বর্ষ : ৮ম সংখ্যা	১০ অক্টোবর, ১৯৭১	বিশ্বের মুক্তিকামী সরকার বাংলার মুক্তিবাহিনীকে অস্ত্র দিন

বিশ্বের মুক্তিকামী সরকার বাংলার মুক্তিবাহিনীকে অস্ত্র দিন

(রাজনৈতিক ভাষ্যকার)

বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা আজ দুর্বার দুর্জয়। প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধা আজ এক একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ! পাক জঙ্গী শাহীর লেলিয়ে দেওয়া হানাদর বর্বর নরপশুগুলোকে তাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বাংলার অসম সাহসী মুক্তিযোদ্ধারা। তাদের জীবনের একমাত্র পণ; হয় মুক্তি নয় মৃত্যু। মৃত্যুকে আজ আর ভয় পায় না বাংলার তরুণ শক্তি। মৃত্যুকে জয় করেছে বাংলার মানুষ এক করুণ বাস্তবতার মধ্য দিয়ে। বাংলার মানুষ আজ মুক্তি পাগল। বাংলার মানুষ দেখেছে ইয়াহিয়ার নাৎসীবাহিনীর পৈশাচিক উল্লাস তাইতো বাংলাদেশ আজ নাপাম বোমার মত জ্বলছে। জ্বলছে তাদের পুড়িয়ে মারবার জন্য যারা সোনার বাংলাকে শ্মশান করেছে, যারা বাংলার ছায়া সুনিবিড় নীড় ভেঙ্গেছে, যারা বাংলার বুকে হিংস্র হায়ানার মত থাবা বিস্তার করেছে। বাংলাদেশের প্রতিটি ঘর এক একটি দুর্জয় ঘাঁটি। প্রতিটি ঘাঁটিতে আজ এক দারুণ উৎকণ্ঠা। প্রতিটি ঘাঁটির প্রতিটি মানুষ প্রতীক্ষায় উন্মুখ। বিশ্ব এগিয়ে আসবে তাদের পাশে, তাদের হাতে তুলে দেবে মারণাস্ত্র। আর তা নিয়ে ঝাপিয়ে পড়বে অসুর শক্তির উপর। যেমন করে দুর্গা অসুর শক্তি নিশ্চিহ্ন করেছিলেন ঠিক তেমনি ভাবে বাংলার বুক থেকে পশুশক্তি নিশ্চিহ্ন করবে বাংলার শক্তি। বাংলার মানুষ অন্ন চায় না; চায় শুধু অস্ত্র। অস্ত্র পেলে বাংলার মানুষ দেখিয়ে দেবে কেমন করে স্বীকৃতি পাওয়া যায়। তাই বাংলার প্রতিটি মানুষের একমাত্র আবেদন বিশ্বের মুক্তিকামী জনতা এবং সরকারের কাছে, যেন সর্ব রকমের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে বাংলার মুক্তিকামী মানুষকে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বিপ্লবী বাংলাদেশ	১৭ অক্টোবর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ৯ম সংখ্যা		তথ্য সংগ্রহ ও অন্য কাজ

সম্পাদকীয়

তথ্য সংগ্রহ ও অন্য কাজ

গেরিলা যুদ্ধের মূল নীতিই হলো Hit and Run অর্থাৎ আঘাত করো এবং করেই সরে পড়ো। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতেই বোঝা যায় যে, শত্রু জোরালো হলে তাকে আঘাত করা সহজ নয়। তখন শত্রুকে প্রথমে দুর্বল করে নিতে হয়, অথবা তার দুর্বলতম স্থান খুঁজে বার করতে হয়। শত্রুকে দুর্বল করে তুলতে হলে তার সংযোগগুলো ছিন্ন করা প্রয়োজন। এ কাজটা অবরোধের পর্যায়ে পড়ে, যা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। আর শত্রুর দুর্বলতম স্থান খুঁজে বের করতে হলে চাই শত্রুর সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা, অর্থাৎ জনসংযোগ। এ সম্বন্ধেও আগে লেখা হয়েছে। এবার আলোচ্য বিষয় হলো ঠিক কোন্ উপায়ে বাংলাদেশে মুক্তিবাহিনী এই ধরণের কার্যকলাপ চালাতে পারে।

প্রথমে তথ্য সংগ্রহের কথাই আলোচনা করা যাক। গ্রামাঞ্চলে তথ্য সংগ্রহ করবে গ্রামবাসীরাই। তাদের সামান্য শিক্ষা দিলেই তারা হানাদার পাক সৈন্যদের সম্বন্ধে খবর জোগাড় করতে পারে। যথাঃ—

১। ছাউনীর আয়তন ও তার পাহারার ব্যবস্থা, যা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে মোটামুটি কতজন সৈন্য সেখানে আছে।

২। গাড়ীর সংখ্যা ও সেগুলির সৈন্য বহন ক্ষমতা।

৩। সাধারণতঃ কি ধরণের ও কতো অস্ত্র নিয়ে সৈন্যরা চলাফেরা করে।

৪। পেট্রলের প্রাপ্তিস্থান ও পরিমাণ, যার থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে গাড়ী নিয়ে পাক সৈন্য কতদূর অবধি হানা দিতে পারে।

৫। গাড়ীগুলোতে কি কি অস্ত্র বহন/চালনার ব্যবস্থা আছে।

৬। গাড়ী চলবার মত রাস্তা কোথায় কোথায় আছে।

৭। জলযান আছে কিনা, এবং থাকলে গাড়ীর মতোই সেগুলো সম্বন্ধেও তথ্য সংগ্রহ।

৮। রসদ আসে কোন্ পথ দিয়ে, কবে কবে, কখন কখন এবং তার সাথে কি ধরণের/ পরিমাণের প্রহরা থাকে।

৯। ছাউনীর কাছে ধারে আড়াল রেখে মুক্তিবাহিনীর লড়াই চালাবার মতো কোনো ঝোপ-জঙ্গল, টিলা-পাহাড়, নদ-নদী আছে কিনা, থাকলে কতো আছে।

১০। মুক্তিবাহিনী কোন্ পথে যাতায়াত করতে পারে, কি ভাবে এবং কখন।

১১। পাকসৈন্য কখন বিশ্রাম করে বা অসতর্ক থাকে।

এসব তথ্য সংগ্রহ করা একটা অসম্ভব কিছু ব্যাপার নয়। সামান্য নজর রাখলেই দুয়েকজন গ্রামবাসী দশ পনেরো দিনে এই সব খবর যোগাড় করে দিতে পারে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে এসব খবর তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে এই 'সামান্য' খবরগুলো পেলেই মুক্তিবাহিনী পাকসৈন্যের একটা ছাউনী আক্রমণ করতে পারে।

শহরের বাসিন্দাদের পক্ষে তথ্য সংগ্রহের কাজটা এতো সহজ নয়। তাদের জানতে হবে প্রতিটি অস্ত্রের পরিচয় ও ক্ষমতা। এর কারণটা খুবই সহজ। গেরিলাদের বারবার আক্রমণে পাকসৈন্য উত্যক্ত হয়ে উঠলে হয়তো তারা ভারী অস্ত্র এনে গেরিলাদের গোপন ঘাঁটিসহ একটা বসতি অঞ্চল ধ্বংস করে দিতে পারে। কাজেই শহর অঞ্চলের তথ্য সংগ্রহকারীকে জানতে হবে, ঠিক কোন্ অস্ত্রের সাহায্যে বাড়ীগুলো ধ্বংস করে দেয়া যায়। এবং তাদের লক্ষ্য রাখতে হবে হানাদার সৈন্যরা ঐ ধরণের কোনো অস্ত্র সমাবেশ করেছে কিনা আর যদি তা না করে, তাহলে শুধু পাকসৈন্যের গতিবিধি ও ক্ষমতা সম্বন্ধে খবর সংগ্রহই যথেষ্ট।

এ পর্যন্ত যা বলা হলো তা হচ্ছে শত্রুর দুর্বলতম স্থান খুঁজে বার করা অর্থাৎ তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে শত্রুর কোথায় জোর কম তা জানা, এবং সেই জায়গাতে শত্রুকে আঘাত করা। প্রথম দিকে আঘাত মানে আত্মরক্ষা, কৌশল শিক্ষা ও অবরোধ। পরে অবরোধের ফলে শত্রুর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে, শত্রুর রসদ কমে গেলে, এককথায় শত্রু দুর্বল হয়ে পড়লে, শত্রুকে আঘাত করা সহজ হয়।

বাংলাদেশে পাক দখলদার সৈন্যদের অবরোধ কিভাবে হবে ? —এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন নয়। পাকসৈন্য পুরোপুরি বাইরে থেকে, অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আনা রসদ এবং শত্রুসম্ভারের সাহায্যে লড়াই চালাচ্ছে। সুতরাং তাদের রসদ আনার পথ বন্ধ করতে পারলেই লড়াই জেতার অর্দ্ধেকটাই হয়ে যাবে। মুক্তিবাহিনীও সঠিক পথেই চলেছে। তারা ইতিমধ্যেই বন্দরগুলো প্রায় অকেজো করে দিয়েছে। ফলে পাকসৈন্য জল পথের সুযোগ আর বিশেষ নিতে পারছে না। বাকি আছে বিমান যোগাযোগ, এবার সেটা নষ্ট করার ব্যবস্থা দেখতে হবে।

এই ধরণের অবরোধের সাথে সাথে নানা জায়গা জুড়ে ছোটো-খাটো আক্রমণ করে পাকসৈন্যকে পর্যুদস্ত করে তুলতে হবে তাতে গ্রামবাসীগণও নিজস্ব ক্ষমতা অনুসারে অংশ গ্রহণ করতে পারেন। কিভাবে তা সম্ভব হতে পারে, সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে।

মোদ্দা কথা এই, লড়াই যে পর্যায়ে এগিয়ে এসেছে তাতে প্রতিটি সাধারণ মানুষকে হয় তথ্য সংগ্রহ, নয় অন্য পথে মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করতে হবে। কারণ সেটাই স্বাধীনতা লাভের একমাত্র পথ।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বিপ্লবী বাংলাদেশ	২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ১০ম সংখ্যা		আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম

সম্পাদকীয়

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম

রক্তের একটা নদী পেরিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে এ সত্য আজ বিশ্বের প্রতিটি মানুষের কাছে দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করলেও হানাদারমুক্ত হতে পারেনি আজও। সাম্রাজ্যবাদপুষ্ট পশ্চিম পাকিস্তানের বর্বর সৈন্যরা রাহুগ্রাসের মত বাংলাদেশ আঁকড়ে আছে।

এই পশ্চিমা নাগপাশ থেকে জননী জন্মভূমিকে মুক্ত করতে হলে সর্বাগ্রে চাই একতা। মুক্তিযোদ্ধারা যেমন আজ বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে একতাবদ্ধ হতে পেরেছে তেমনি জনগণকেও একতাবদ্ধ হতে হবে। প্রতি-মুহূর্তে স্মরণ রাখতে হবে একটা দেশের মুক্তি আন্দোলন তখনই সার্থক হয় যখন সে দেশের জনগণ সমস্ত সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠতে পারে। তার চেয়েও বড় কথা আমরা একটা দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছি, যে দেশের সৈন্যরা আমাদের ঘর পুড়িয়েছে, মা-বোনের ইজ্জত ছিনিয়েছে, বাবা-ভাইকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে, এক কথায় বলতে গেলে সোনার বাংলাকে ওরা শ্মশান করেছে। কাজেই সে কথা মনে রেখেই স্বাধীনতা আন্দোলনে সবাইকে অংশগ্রহণ করতে হবে। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের জাতীয় কর্তব্য।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে আজ যে সমস্যা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে তা হল রাজনৈতিক মতানৈক্য। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক কোন্দল মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এতে আন্দোলন বিঘ্নিতই হবে। আজকে জাতির যুগসন্ধিক্ষণে দেশমাতৃকার মুক্তিই প্রতিটি দলের সমর্থকদের মুখ্য লক্ষ্য হওয়া উচিত। রাজনৈতিক মতামতের সময় অনেক পাওয়া যাবে কিন্তু আজকের এই পরম মুহূর্তকে যদি কোন্দলের দ্বারা অবহেলা করা হয় তাহলে আগামী দিনের বংশধররা কিছুতেই আমাদের ক্ষমা করবে না।

কে কতটুকু ক্ষমতা আঁকড়ে আছে এই সংকীর্ণতার বেড়াজাল ভেঙ্গে জাতির দুর্দিনে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে এক কাতারে। মানুষের চেয়ে মানুষের কর্ম বড়। তাই ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করলে তাকে ছুঁড়ে ফেলা হয় জাতির অঙ্গন থেকে ডাস্টবিনে, তা এই পৃথিবীর শুরু থেকে হয়ে আসছে।

জনতাই দেশের মালিক। দেশ স্বাধীন হলে কোন দল কিংবা কোন্ ব্যক্তি দেশের প্রকৃতবন্ধু তার বিচার করবে দেশের জনতা, তাই আমাদের উচিত জনতার সামনে সেই দিনটি উপস্থিত করা। সেই শুভদিনটির জন্য দলমত নির্বিশেষে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যার্থে কিংবা মুক্তিযোদ্ধা হতে প্রতিটি দলের প্রতিটি সমর্থককে এগিয়ে আসতে হবে। এ সংগ্রামে যদি আমরা উত্তীর্ণ হতে পারে তবে বিশ্বে বাংলাদেশকে নিয়ে সমস্ত ষড়যন্ত্র ছিন্ন করে অচিরেই বাংলাদেশকে হানাদার মুক্ত করা যাবে।

বাংলাদেশের অনেক হিন্দু যুবকের মুখে শোনা যায়, "আমাদের হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার হয়েছে সবচেয়ে বেশী অতএব আমরা স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দেব কেন ?" অত্যাচার হয়েছে একথা সত্য। কিন্তু এমন ধারণা পোষণ করে এখানে যারা মুক্তির সংগ্রাম থেকে দূরে সরে আছে তাদের উদ্দেশ্যে আমরা একথাই বলব যে তারা ভুল ধারণা পোষণ করে এখনও তুচ্ছ সংর্কীতার আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছে। পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভের পর স্বার্থবাদী শাসক চক্র হিন্দুদেরকে সংখ্যালঘু বলে চিরদিন দাবিয়ে রেখেছে। ক্ষমতার রাজনীতিতে পাক স্বার্থবাদী গোষ্ঠী বার বার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। অথচ তাঁরা প্রথম থেকেই যদি শাসক চক্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেন তা হলে হয়তো স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর চক্রান্ত তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে গুড়িয়ে যেত। আজো তেমনি ভুলের বশবর্তী হয়ে কিছু সংখ্যক যুবক নিরপেক্ষকের ভূমিকা অবলম্বন করেছে, এ সত্যি দুঃখজনক ঘটনা।

বাংলাদেশে যখনি ন্যায়ের দাবিতে জনতার কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে উঠেছে তখনি স্বার্থবাদী শাসক সম্প্রদায় ভারতের সঙ্গে বিরোধ, নয় তো ধর্মের নামে ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করে জনতার কণ্ঠকে স্তব্ধ করেছে। এর জন্য বার বার বলি হয়েছে নিরীহ মানুষ। বার বার রক্তে রঞ্জিত হয়েছে বাংলার মাটি। কিন্তু স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর মুখোস খুলে গেছে এবার। তাই বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ লক্ষ লক্ষ শহীদের বেদীমূলে দাঁড়িয়ে ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতা বিসর্জন দিতে সক্ষম হয়েছে। পাক সাম্প্রদায়িক সরকারের সর্বরকমের উস্কানী ব্যর্থ করে দিয়েছে বাংলার সংগ্রামী জনতা।

বাংলার মানুষ আজ বাঙ্গালী। হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান নয়, তারা বাংলার মানুষ। জাতি ধর্মের উপরে যে মানব ধর্ম সেই মহান ধর্মে উদ্বুদ্ধ আজ বাঙ্গালী জাতি। লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে যে বাংলাদেশ আজ পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছে সে দেশ শুধু মুসলমানের নয়। হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খৃষ্টান সবার দেশ বাংলাদেশ।

তাই আসুন আমাদের সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশমাতৃকার শৃঙ্খল ছিন্ন করে হানাদার শেষ করে পূত পবিত্র করে গড়ে তুলি জননী জন্মভূমি বাংলাদেশকে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বিপ্লবী বাংলাদেশ	৭ নভেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ১২শ সংখ্যা		অনুপ্রবেশকারী কে ? দুষ্কৃতকারী কে ?

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশে

অনুপ্রবেশকারী কে ? দুষ্কৃতকারী কে ?

চল্লিশ বৎসর পূর্বে হিটলারের রাক্ষস চীৎকারে ইউরোপের আকাশ মুহুর্মুহু বিদীর্ণ হত। চীৎকার আর্তনাদে তার বিলাপের বিষয়বস্তু ছিল : অন্যান্য দেশের আক্রমণাত্মক কার্যে জার্মানী ও জার্মান জাতি বিপন্ন।

অথচ বিশ্বের লোকের চোখে এর বিপরীতটাই সত্য বলে মনে হত। কারণ তারা দেখত যে জার্মানীই আজ অস্ট্রিয়াকে কাল চেকোশ্লোভাকিয়াকে পদাতিক, ট্যাঙ্ক এবং বিমান বাহিনীযোগে আক্রমণ করছে। কারণ প্রকৃতই ঐ বিপরীতটাই সত্য।

আজ চল্লিশ বৎসর বাদে হিটলারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইয়াহিয়াও রাক্ষস চীৎকারে পাক-ভারত-বাংলাদেশের আকাশ আচ্ছন্ন করছে। বুলি, পাকিস্তান বিপন্ন। ভারতের প্ররোচনায় ভারতের অনুচরবর্গ পাকিস্তানের পূণ্যভূমি আক্রমণ করেছে। তাদের দুস্কৃত কার্যে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তান ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বার উপক্রম হয়েছে। এই বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাবার একমাত্র উপায় ভারত আক্রমণ।

কিন্তু আজও বিশ্বের লোকের চোখে প্রতিপন্ন হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে যে ইয়াহিয়ার অভিযোগের বিপরীতটাই সত্য। বিশ্বের লোকের সমক্ষে বাংলাদেশের শতকরা ৯৯ জন লোক প্রকাশ্য নির্বাচনে বাংলাদেশের স্বাতন্ত্রের দাবী ঘোষণা করেছে। তার কারণ বাংলাদেশের বুকের উপর বসে গত চব্বিশ বছর যাবৎ পশ্চিম পাকিস্তানের মুষ্টিমেয় ধনপতি এবং ভূস্বামী বাঙালীর রক্ত শোষণ করেছে।

বাংলাদেশের শতকরা ৯৯ জন লোক— যাদের বাংলার মাটিতে জন্ম, যারা বাংলার মাটির রসে পুষ্ট— তারা কি "অনুপ্রবেশকারী"? সেই শতকরা ৯৯ জন বাঙালীর আকাঙ্ক্ষা, শোষণাবসানের কামনা যারা রক্ত দিয়ে পূর্ণ করতে যাচ্ছে, সেই বাঙালী মুক্তিযোদ্ধারাই কি অনুপ্রবেশকারী"?

না কি, সেই সব পশ্চিম পাকিস্তানী ধনিক-ভূস্বামী রক্তপিপাসু যুদ্ধলিপ্সু সেনাধ্যক্ষরাই অনুপ্রবেশকারী? অবশ্যই তারা অনুপ্রবেশকারী। প্রথমত ঃ তারা পাকিস্তানের শাসনযন্ত্রে অনুপ্রবেশ করেছে। কোন্ নির্বাচনে কে সিকান্দার মির্জা–আয়ুব–ইয়াহিয়া খানকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করেছে ? কেউ নয়। পশ্চিম ধনীকভূস্বামীবর্গ এবং তাদেরই বেরাদর সেনাধ্যক্ষরা পদাতিক, ট্যাঙ্ক এবং বিমানবাহিনীর শক্তির বলে পাকিস্তানের ভাগ্যনিয়ন্তা সেজে বসেছে।

হাজার মাইল দূরের পশ্চিম পাকিস্তানী পদাতিক, ট্যাঙ্ক, বিমান বাহিনীর প্রয়োগ দ্বারা বাংলাদেশের শতকরা ৯৯ জনের রায় পদদলিত করে, তাদের প্রাণাধিক প্রিয় নেতা মুজিবকে বন্দী করে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করেছে এবং তাদের দুষ্কৃতি চরমে উঠেছে বাংলার গ্রাম জ্বালিয়ে, লক্ষ লক্ষ বাঙালীকে হত্যা করে, লক্ষ লক্ষ বাঙালীকে মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করে, বাঙালী নারীকে ধর্ষণ ও লাঞ্ছনা করে, বহু বাঙালী বীর সন্তানকে নিরস্ত্র করে নৃশংসভাবে হত্যা করে। দুষ্কৃতকারী পশ্চিম পাকিস্তানী পশুশক্তিই—আর কেউ নয়।

এবং এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার একমাত্র উপায় মুক্তিবাহিনীর অবিরাম, নিরবচ্ছিন্ন প্রতি-আক্রমণ। তার অবসান পূর্ণ স্বাধীনতায়।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বিপ্লবী বাংলাদেশ ১ম বর্ষ : ১২শ সংখ্যা	৭ নভেম্বর, ১৯৭১	বিশ্বের চোখে বাংলাদেশ

বিশ্বের চোখে বাংলাদেশ

(বিশেষ প্রতিনিধি)

পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা উন্মাদ হয়ে উঠেছে। বাংলার মানুষের স্বাধিকারের দাবী সমস্ত অত্যাচারেও একবিন্দু টলেনি বরং দিন দিন জোরদার হয়ে উঠেছে। এদিকে বিশ্বের সমস্ত দেশ একযোগে পশ্চিমের নেতাদের বিকৃত মস্তিষ্কের চিকিৎসা করতে পরামর্শ দিচ্ছে। পাগলকে পাগল বললে সে আরও ক্ষেপে যায়। সেই রকম ক্ষেপে অক্টোবর মাসে পাঞ্জাবী খানসেনারা তিনবার ভারত আক্রমণের চেষ্টা করে। এর মধ্যে একবার আগরতলায় তারা কিছু কামান প্লেনসহ বোমা ও গোলা বর্ষণ করে। আর দুবার শিয়ালকোটের কাছে ট্যাঙ্কবাহিনীসহ তারা ভারতের মাটিতে ঢুকে পড়ে। পাকিস্তানের আশা ছিল ভারত এরপর যুদ্ধ ঘোষণা করবে। কিন্তু ভারত তিনবারই আক্রমণ প্রতিরোধ করে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরে এই কুপ্রচেষ্টা। পাকিস্তান হয়তো ভেবেছিল ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর বেলজিয়াম ইংল্যান্ড অস্ট্রীয়া ও আমেরিকা সফর স্থগিত রাখবেন। সে আশাও পূর্ণ হয়নি। শ্রীমতী গান্ধী যাবার পূর্বে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে বলেন যে, ভারত যে কোন আক্রমণের মোকাবিলা করতে প্রস্তুত কিন্তু যুদ্ধ ভারত চায় না। যে কটি দেশে তিনি গেছেন একই কথা তিনি জানিয়েছেন এবং ইংল্যান্ডের জনমত তাঁকে স্বাগত জানিয়েছে নিপুণভাবে। ইংল্যান্ড সরকার পাকিস্তানের জঙ্গীশাহীর ওপর শীঘ্রই চাপ দেবেন আরো নমনীয় হবার জন্য। ইতিমধ্যে ভারতের প্রতিটি মানুষ আশা রাখে মুক্তিবাহিনীর ওপর। মুক্তিবাহিনী একাই শত্রুর মোকাবিলা করে বাংলাকে মুক্ত করবে।

পাকিস্তানী জঙ্গীশাহী উন্মাদ হয়ে উঠেছে। তার দ্বিতীয় প্রমাণ দেখা গেল সোভিয়েত এয়ার মার্শালকে পাক আকাশে চলার অনুমতি না দেবার মধ্যে। যদিবা সোভিয়েত এয়ার মার্শালের মনে পাকিস্তানের দুরভিসন্ধি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থেকেও থাকে, তাদের এই ব্যবহারে সেটুকু সম্পূর্ণ কেটে যাবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আজ বড় দুর্দিন। চীনকে রাষ্ট্রসঙ্ঘে নেওয়ায় আজ বাংলাদেশের নেতারাও উল্লসিত। ভারত ও অন্যান্য দেশ তো বহু বৎসর এই দাবী জানিয়েছে যে মহাচীনের রাষ্ট্রসঙ্ঘে বসার অধিকার আছে। মার্কিন প্রস্তাব: "দুই চীনেই রাষ্ট্রসঙ্ঘে থাক," —ভোটে টেকেনি। আমেরিকা সব দেশকেই সাহায্য বন্ধ করে দিচ্ছে। তারা পাকিস্তানের অখণ্ডতা চায় বলে দাবি করেছে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আমেরিকা যাচ্ছেন স্পষ্ট কণ্ঠে জানাতে— ধ্বংস্তূপ পাকিস্তানকে ছেড়ে আমেরিকা বরং চলে আসুক বাংলাদেশ ও ভারতের মিত্রতার আহ্বানে। কারণ ইতিহাসের বাণী অমোঘ। ভিয়েতনামের মুক্তির মতো, চীনের রাষ্ট্রসঙ্ঘে প্রবেশের মত ধ্রুব আগামী দিনে বাংলাদেশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা।



পাকিস্তানের নেতাদের মস্তিস্কবিকৃত্রির এক দুঃখজনক উদাহরণ দেখা গেছে দিল্লীতে ২রা নভেম্বরে। পাক দূতাবাস থেকে ১১ জন বাঙালী অফিসার বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে বেরিয়ে আসার সময় এই উন্মাদ জঙ্গীশাহীর চররা তাদের প্রচণ্ড প্রহার করে। শ্রী হুসেন আলী, জঙ্গীশাহীর সংবাদ সংগ্রহের ফার্স্ট সেক্রেটারীকে মেরে অজ্ঞান করে ফেলা হয়। এই খবর বেরোন অবধি তাঁর স্ত্রী পুত্র কন্যা তাঁর পরীর দূতাবাস থেকে বার করে আনতে পারেননি। বাংলাদেশ দূতাবাস (দিল্লী) থেকে তার অধ্যক্ষ আমজাদুল চৌধুরী পাক দুতাবাসের শ্রী মাসুদ হাইদরকে সময় দিয়েছেন শ্রী আলী ও তাঁর পরিবারকে সসম্মানে ছেড়ে দিতে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বিপ্লবী বাংলাদেশ	২১ নভেম্বর, ১৯৭১	এবারের ঈদ রক্তিতিলক
১ম বর্ষ : ১৪শ সংখ্যা		শপথের দিন

রক্তমত্ত বাংলাদেশ—ঈদের চাঁদ রক্তের সমুদ্রে

এবারের ঈদ রক্ততিলক শপথের দিন

অনেক স্মৃতির স্বাক্ষর নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে হারিয়ে গেল একটা বছর। এল আবার ঈদ। এল খুশীর ঈদ। আনন্দের ঈদ। মিলনের ঈদ। একটা মাসের সংযমের অগ্নিপরীক্ষার পর আসে আমাদের জীবনে এই পবিত্র দিনটি; তাই পবিত্র দিনটিকে আমরা স্বাগত জানাই পবিত্র মনে।

প্রতি বছরের মত এবারও বাংলাদেশে ঈদ এসেছে। কিন্তু আসেনি আনন্দ! ওঠেনি খুশীর ঢেউ। বাজেনি মিলনের বাঁশী। বাংলাদেশে যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে শতশিখা বিস্তার করে। বাংলার তরুণশক্তি যে আজ দুর্বার দুর্জয় স্বৈরাচার আর শোষণের বিরুদ্ধে।

বাংলার দামাল ছেলেগুলো আজ ঘর ছাড়া। আত্মীয়-স্বজন থেকে দূরে বন থেকে বনান্তরে অস্ত্র হাতে ঘুরছে শত্রু হননের প্রতিজ্ঞা নিয়ে। তাইতো বাংলাদেশে এবার খুশীর বান ডাকেনি। এবারে বাংলার তরুণ শক্তির প্রতিজ্ঞা, যে চাঁদ রক্তের সমুদ্রে হারিয়ে গেছে সে চাঁদকে মুক্ত করে তবেই তারা ঈদের উৎসব পালন করবে। তাই আজকের এই দিন শপথের দিন। আজ বাংলাদেশের মায়ের চোখে অশ্রু। বোনের চোখে অশ্রু। বাবার চোখে অশ্রু। এবারের ঈদে বাংলাদেশের মায়ের পাশে ছেলে নেই। পিতার পাশে সন্তান নেই। বোনের পাশে ভাই নেই। আজকে মা-বাবার আদরের সন্তান, বোনের স্নেহের ভাই, প্রতিবাদের রণাঙ্গনে। তাই বাংলার মা-বাবা আর বোনের ঈদের জামাতে খোদার কাছে প্রার্থনা হবে হে খোদা, যারা ১৫ লক্ষ মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে তাদের বিচার করো। বাংলাকে মুক্ত করো আর যারা বাংলার স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে যাচ্ছে তাদের আশীর্বাদ করো। সেই হবে এবারের ঈদের "প্রার্থনা"।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বিপ্লবী বাংলাদেশ ১ম বর্ষ : ১৪শ সংখ্যা	২১ নভেম্বর, ১৯৭১	বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে বিরূপ রাজনৈতিক সমাধান মেনে নেয়া হবে না

বাংলাদেশে স্বাধীনতার প্রশ্নে বিরূপ রাজনৈতিক সমাধান মেনে নেওয়া হবেনা

সম্প্রতি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রশ্নে বিশ্বের সরকারগুলি বড় বেশী সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এ জন্য বিশ্বের সরকারদের ধন্যবাদ। বাংলাদেশের নির্যাতিত মানুষেরা আশা রাখে বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করতে বিশ্বের সমস্ত সরকার দ্বিধাবোধ করবেনা।

কিন্তু বাংলাদেশের প্রশ্নে রাজনৈতিক সমাধানের নামে কোন রকম বিরূপ সমাধান চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা তথা জনগণ তা সহ্য করবেনা। তাই বাংলার মুক্তিযোদ্ধা এবং জনগণের বিশ্বের সরকারের কাছে প্রশ্ন, কিভাবে রাজনৈতিক সমাধান করা হবে ? স্বাধীন বাংলার স্বীকৃতির মাধ্যমে না পাকিস্তান কাঠামোর মধ্যে ?

যারা পাক কাঠামোর মধ্যে মীমাংসার কথা ভাবছেন তাঁদের জেনে রাখা উচিৎ, পাক জঙ্গীশাহী বাংলাদেশে পনের লক্ষ মানুষকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেছে, নারী নির্যাতন করেছে ঘরবাড়ী পুড়িয়ে ছারখার করেছে এর পরও কি পাক কাঠামোর মধ্যে বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান হতে পারে ? তাঁদের দেশে যদি এমন অবস্থা হত তাহলে তাঁরা কি এমন সমাধান মেনে নিতে পারতেন ?

অনেক রক্তের বিনিময়ে পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন বাংলার পতাকা স্থান করে নিয়েছে। এ পতাকার সম্মান অক্ষুন্ন রাখার প্রয়োজন হলে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ প্রাণ দেবে তবু কোন রকম গোঁজামিলের সমাধান মেনে নেবেনা আজকের বাংলার সংগ্রামী মানুষরা।

তাই বিশ্বের সরকারের কাছে আবেদন, তাঁরা যদি বাংলাদেশের মানুষের গ্রহণযোগ্য সমাধান করতে পারেন তবেই যেন তারা এগিয়ে আসেন নচেৎ তারা যেন নিরপেক্ষ থাকেন। বাংলাদেশের মানুষরাই তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করতে সক্ষম কেননা বাংলার মানুষ অস্ত্র ধরতে শিখেছে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বিপ্লবী বাংলাদেশ	২৮ নভেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ১৫শ সংখ্যা		শোষণ অবসানের অভিযান

সম্পাদকীয়

শোষণ অবসানের অভিযান

একদিন সারা বাংলাদেশ রাহুমুক্ত হবে, বাংলাদেশের সূচাগ্র ভূমিতেও পাকিস্তানী শোষকের অবৈধ অধিকার থাকবে না, সর্বত্র উড়বে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হবে সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের শাসন।

কবে আসবে সে দিন ?

কয়েক মাস আগেও মনে হয়েছিল, সেদিন বুঝি বহুদূর। কিন্তু আজ শুধু বাংলাদেশের বাঙালী নয়, বিদেশীরাও, শুধু বন্ধুরা নয়, শত্রুও ভাবছে এ ঘটবে অদূর ভবিষ্যতেই।

কী করে ঘটল এই পরিবর্তন ? কোন্ গোপন অস্ত্র এল বাঙালীর হাতে ? কে যোগাল সেই অস্ত্র ?

বিদেশী কোন মহাশক্তি কি ? দুনিয়া জানে পাকিস্তানী জল্লাদেরা কার অস্ত্রের বলে বাংলার রক্ত বইয়ে দিয়েছে। যারা দিয়েছে সেই অস্ত্র তাদের নাম সবাই জানে। তারা মহাশক্তি, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যান্ত্রিক উন্নতিতে যারা জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। তেমন কোন শক্তি কোনো মহাপরাক্রমশালী মারণাস্ত্র বাঙালীর হাতে তুলে দেয়নি, যার বলে আজ পাক পশুশক্তি সন্ত্রস্ত, আতঙ্কগ্রস্ত।

যে শক্তির প্রয়োগে এই সামান্য সময়ে বাঙালী জাতি পাক রক্তপায়ীদের রাক্ষস উল্লাসকে ত্রাসে পরিণত করেছে সে হল সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর শোষণ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা মুষ্টিমেয় বাঙালীর ক্ষমতা লোলুপতা নয়। সেই আকাঙ্ক্ষা অনুপ্রাণিত করেছে সামান্য অস্ত্রে সজ্জিত, সুশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষতি, অশিক্ষিত, বৃদ্ধ, যুবা, শিশু, নারী-পুরুষ মুক্তিসেনাকে। শোষণ মুক্তির উম্মাদনায় মুক্তিযোদ্ধারা রক্তবীজের মত এক থেকে অনেক, স্বল্প থেকে বহু হয়ে উঠেছে। সেই উন্মাদনায় ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে অঞ্চলে অঞ্চলে, সীমান্তে ও কেন্দ্রে—যেখানেই শোষিত বাঙালী সেখানেই মুক্তিসংগ্রামের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে—মুক্তির তীব্র আকুতি তার দ্রুত বৃদ্ধি অব্যাহত রেখেছে।

অপপ্রচারে বাংলাদেশের জনসাধারণ বিভ্রান্ত হয়নি। কেন ? কারণ তারা মুক্তিবাহিনীর কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করেছে। তারা দেখেছে, মুক্তিযোদ্ধারা শুধু অস্ত্রবলে বলীয়ান নয়। তাদের মনোবল অটুট আর তাদের মনোবলের উৎস জনসাধারণের প্রতি তাদের সহানুভূতি, সৌহার্দ্য, আত্মবোধ। তারা দেখেছে যে তারা জনসাধারণের জন্য, তাদের শোষণ মুক্তির জন্য দিতে পারে সব কিছুই, দিতে পারে প্রাণ—অথচ চায় না কিছুই। তাদের মুক্ত চিত্তে ক্ষমতালোভের কলুষ নেই, বিলাস ব্যসনে আগ্রহ নেই, নেই ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি। একটা মহৎ আদর্শ—সাধারণ মানুষের শোষণের অবসান—তাদের অন্তরকেও মহৎ করেছে। তাদের শৌর্যের মূলে আছে অগ্নিশুদ্ধ, স্বার্থলেশহীন স্বাধীনতা, শোষণমুক্তির যজ্ঞে নিবেদিত নিষ্কলুষ মন।

এ যদি না হতো, তবে সমগ্র দেশে এত শীঘ্র মুক্তিযুদ্ধ এত তীব্ররূপ ধারণ করতনা। জনসাধারণের স্বচ্ছ দৃষ্টিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের ত্রুটি, তার অন্ধকার রূপ অনাবৃত হয়ে পড়ত। এ যুদ্ধ হয়ে পড়ত শীর্ণ, সংকীর্ণ—হত শুধুই অস্ত্র ঝঞ্ঝনা।

জনসাধারণের শোষণমুক্তি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের হৃৎপিণ্ড স্বরূপ। স্বাধীনতার সঙ্কল্পের প্রথম মুহূর্তেই শুধু বাঙালী নয়, দুনিয়ার লোক শুনেছে সেই বজ্রকণ্ঠ : আমাদের সংগ্রাম, শোষিতজনের সংগ্রাম, দুনিয়ার শোষিতজনের মুক্তির সংগ্রাম। শোষণের স্পর্শমাত্রও যদি এই সংগ্রামে থাকত তবে সারা দুনিয়ার লোক বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের একান্ত আন্তরিক সহায়তা জ্ঞাপন করত না। তারা ভাবত, এ লড়াই বুঝি ক্ষমতার লড়াই, পশ্চিম পাকিস্তানী ধনিক-ভূস্বামীর সঙ্গে বাঙালী ধনিকভূস্বামীর লড়াই।

কিন্তু মুক্তি সংগ্রামের এ কয়েকমাসের সংগ্রামে যুদ্ধক্ষেত্রে কোথাও স্বার্থবুদ্ধির, লোভের, ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটেনি। তাই দেশে বাঙালী এবং বিদেশে জনসাধারণ এবং শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীরা বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামকে প্রকৃতই শোষণমুক্তির সংগ্রাম বলে গ্রহণ করেছে এবং অকুণ্ঠে সমর্থন করেছে।

আজ সারাদেশ জোড়া এই সংগ্রাম দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছে। এই পদক্ষেপ আরও বলিষ্ঠ, আরও দ্রুত হবে—কিন্তু পদে পদেই আমাদের—সাধারণ সৈনিক যাঁরা তাঁদেরও, নেতৃস্থানীয় যাঁরা তাঁদেরও—প্রমাণ দিতে হবে বাংলাদেশের ও দুনিয়ার জনসাধারণের কাছে যে এ যুদ্ধ শোষণ শেষের, এ যুদ্ধের তরবারি শোষণমুক্তির পবিত্র আদর্শ শাণিত এবং তাই দুর্বার। এ সংগ্রাম ক্ষমতার লড়াই নয়, নতুন আরেক শোষণের প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নয়। সহস্রের আত্মদানের আহুতি উজ্জ্বল এই আগুনে স্বার্থবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে বাংলাদেশ হবে মুক্ত। তাই লক্ষ মানুষের এই আমৃত্যু পণ, এই অপূর্ব আত্মদান।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জন্মভূমি★	৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ৭ম সংখ্যা		মালিক সাবধান

সম্পাদকীয়

মালিক সাবধান!

বঙ্গবন্ধু প্রায়শই একটা কথা বলতেন, "পাকিস্তানের ২৪ বছরের রাজনীতি—ষড়যন্ত্রের রাজনীতি।" কথাটা এতই সত্য যে, তা আর বিশ্লেষণ করে দেখানোর প্রয়োজন হয় না। বাঙালীদের শাসন আর শোষণ করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের পা-চাটা পশ্চিম পাকিস্তানী কুকুরেরা না করেছে হেন কুকর্ম এবং হেন ষড়যন্ত্র নেই।

খান সেনাদের মধ্যে অত্যন্ত নরমপন্থী বলে ধিকৃত ভাইস এ্যাডমিরাল এম, এস, আহসান পূর্ব পাকিস্তানকে দমন করতে পারছেন না বলে চট করে রাজ্যপালের গদী থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হোল।

অপরদিকে নৃশংস হত্যাকারী নামে পরিচিত কুখ্যাত টেক্কা খাঁকে পূর্বাঞ্চলে পাঠানো হোল প্রধান সামরিক প্রশাসক করে।

কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোক হত্যা করেও টেক্কা খাঁ যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে স্তব্ধ করে দিতে ব্যর্থ হোল, পক্ষান্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ প্রচণ্ডতর হ'তে শুরু করল, তখন শুরু হোল আর এক ষড়যন্ত্র।

ভোল পাল্টালো জঙ্গীশাহী। বাঙালীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার, সঙ্গত আচরণ এবং তাদের মঙ্গল বিধানের জন্য টেক্কার পরিবর্তে দেবদূতের মত আবির্ভূত হবেন ড. এ, এম, মালিক।

ডাক্তার সাহেব, আপনি আর যেখানকার মালিক হোন না, কেন, বাংলাদেশের মালিক আপনি নন। নুরুল আমীনের মত ধুরন্ধর রাজনীতিক, মোনেম খাঁর মত পশ্চিমা প্রভুর জুতোবাহী গর্দভ পর্যন্ত এই গদীতে বসার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সচেতন। অতএব যদি ভালো চান তো গদীর মোহে পড়বেন না। কেননা, মুক্তিবাহিনীর কালো খাতায় আপনার নামটি বহু আগে থেকেই বড় হরফে বেশ স্পষ্ট করে লেখা রয়েছে। সুতরাং ডঃ মালিক সাবধান!

এ হেন অবস্থায়, আপনি যদি অকালে আপনার পৈত্রিক প্রাণটা হারাতে না চান তাহলে কালক্ষেপ না করে বাংলাদেশ ছাড়ুন। অন্যথায় বাংলাদেশে অবস্থানকারী প্রতিটি পশ্চিম পাকিস্তানীর মত আপনার ভাগ্যেও নিশ্চিত মৃত্যু।

★ জন্মভূমি : সাপ্তাহিক। বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণের বিপ্লবী মুখপত্র। সম্পাদক : মোস্তাফা আল্লামা। জন্মভূমি প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনের পক্ষে সম্পাদক কর্তৃক রবীন্দ্র এভিনিউ, মুজিবনগর, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত। বিদেশস্থ প্রধান যোগাযোগ অফিস : ৩৩/২ শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জন্মভূমি ১ম বর্ষ : ৭ম সংখ্যা	৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	(বিদেশী দূতাবাসসমূহে) যাঁরা বাংলাদেশের আনুগত্য স্বীকার করেছেন

যাঁরা বাংলাদেশের আনুগত্য স্বীকার করেছেন

নয়াদিল্লী—৬ই এপ্রিল '৭১

১। জনাব কে, এম, শাহাবুদ্দিন
সেকেণ্ড সেক্রেটারী

২। জনাব আমজাদুল হক
এ্যাসিস্টেন্ট প্রেস এটাসি

৩। জনাব আবদুল মজিদ (ষ্টাফ)
১২ই আগষ্ট '৭১

কলকাতা—১৮ই এপ্রিল

১। জনাব এম, হোসেন আলী
ডেপুটি হাই কমিশনার

২। জনাব আর, আই চৌধুরী
ফার্ষ্ট সেক্রেটারী

৩। জনাব আনোয়ার করিম চৌধুরী
থার্ড সেক্রেটারী

৪। জনাব কাজি নজরুল ইসলাম
থার্ড সেক্রেটারী

৫। জনাব এম, মকসুদ আলী
এ্যাসিষ্টান্ট প্রেস এটাসি

৬। জনাব সাইদুর রহমান
নন-ডিপ্লমেট অফিসার

এছাড়া আরও ৫৯ জন অফিস ষ্টাফ।

নিউইয়র্ক—২৬শে এপ্রিল '৭১

১। জনাব এ, এইচ, মাহমুদ আলি
ভাইস কন্সাল

প্যারিস—৫ই জুলাই '৭১

১। জনাব মোশারফ হোসেন
সিপার এ্যাসিস্টেন্ট

২। জনাব শওকত আলি
এডিশন্যাল এ্যাসিস্টেন্ট

লণ্ডন আগষ্ট '৭১

১লা আগষ্ট '৭১
১। জনাব মহিউদ্দিন আহম্মদ
সেকেণ্ড সেক্রেটারী

৫ই আগস্ট '৭১
২। জনাব মোঃ আকবর লুৎফুল মতিন
ডাইরেক্টর—অডিট এণ্ড এ্যাকাউন্টস

৮ই আগষ্ট '৭১
৩। জনাব আবদুর রউফ
ডেপুটি ডাইরেক্টর ফিন্যান্স এণ্ড পাবলিকেশন্স

১১ই আগষ্ট '৭১
৪। জনাব ফজলুল হক চৌধুরী
লেবার এটাসি

ইউ,এন—নিউইয়র্ক

৪ আগষ্ট '৭১

১। জনাব এস, এ, করিম
সহযোগী স্থায়ী প্রতিনিধি

ওয়াশিংটন

৪ আগষ্ট '৭১

১। জনাব এনায়েত করিম
মিনিষ্টার

২। জনাব এস, এ, এম, এস, কিবরিয়া
পলিটিক্যাল কাউন্সিলার

৩। জনাব এ, এম, এ, মুহিত
ইকনমিক কাউন্সিলার

৪। জনাব এ, আর, মতিনউদ্দিন
শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কাউন্সিলার

৫। জনাব সৈয়দ মোয়াজ্জাম আলি
থার্ড সেক্রেটারী

৬। জনাব এ, আর, চৌধুরী
ফাইনেন্স ও একাউন্ট অফিসার

৭। শেখ রুস্তম আলি
এ্যাসিস্টেন্ট ইনফরমেশন অফিসার

৮। জনাব হাবিবুর রহমান
একাউন্টেন্ট

৯। জনাব সোলেমান
পি, এ—পলিটিক্যাল কাউন্সিলার

১০।জনাব এম, হক
পি, এ—ইকনমিক কাউন্সিলার

১১।জনাব নুরুল ইসলাম
এ্যাসিস্টেন্ট ডিফেন্স উইং

১২।জনাব মোস্তাক আহম্মদ
এ্যাসিস্টেন্ট এডমিনিস্ট্রেটিভ উইং

বার্ণ

১। গোলাম মোস্তফা

হংকং

১৮ আগষ্ট '৭১

১। জনাব মহিউদ্দিন আহম্মদ
একটিং ট্রেড কমিশনার

বাগদাদ

২১ আগষ্ট '৭১

১। জনাব এ, এফ, এম, আবদুল ফাতেহ
এমবেসেডর

ষ্টকহোম

২৬ আগষ্ট '৭১

১। জনাব শফিউল্লা
ষ্টাফ অফিসার

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জন্মভূমি	৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	বাংলাদেশের ডাক টিকিট
১ম বর্ষ : ৭ম সংখ্যা		

বাংলাদেশের ডাক টিকিট

কলিকাতার কূটনৈতিক মিশন-প্রধান জনাব হোসেন আলী বাংলাদেশের নতুন ডাকটিকিটের প্রদর্শন সম্প্রতি আরম্ভ করেছেন। এই ডাকটিকিটগুলির পরিকল্পনা করেছেন লণ্ডন প্রবাসী বিশ্ববিখ্যাত বাঙালী শিল্পী বিমান মল্লিক।

মোট আট রকমের ডাকটিকিটের মধ্যে দশ পয়সার টিকিটে আছে বাংলাদেশের মানচিত্র, বিশ পয়সার টিকিটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হত্যাকাণ্ডের প্রতীক, পঞ্চাশ পয়সার টিকিটে সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর প্রতীক। এক টাকার টিকিটে বাংলাদেশের পতাকা, দুই টাকার টিকিটে আওয়ামী লীগের ৯৮% ভোটে বিজয়ের প্রতীক, তিন টাকার টিকিটে স্বাধীন সরকারের ঘোষণার প্রতীক, পাঁচ টাকার টিকিটে শেখ মুজিবের ছবি, দশ টাকার টিকিট বাংলাদেশের সমর্থনের জন্য আবেদনের প্রতীকবাহী।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জন্মভূমি	১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ৮ম সংখ্যা		১। দুর্ভিক্ষ ও ত্রাণ সংস্থা
		২। একটি শুভ পদক্ষেপ

সম্পাদকীয়

(১)

দুর্ভিক্ষ ও ত্রাণ সংস্থা

অন্নপূর্ণার সোনার বাংলা আজ অন্নরিক্তা। সেখানকার মানুষ আজ একমুঠো অন্নের অভাবে ধুকে ধুকে মরছে। অথচ কোন দেশ বা কোন আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থা পর্যন্ত এগিয়ে আসছেনা বাংলাদেশের দুর্ভীক্ষগ্রস্ত মানুষের সাহায্যের জন্য। কিন্তু কেন ? পৃথিবীর অভিধান থেকে কি তবে সেবা, সহানুভূতি, মানবিকতা প্রভৃতি শব্দ নির্বাসিত হয়েছে ? অন্ততঃ বাংলাদেশের ব্যাপারে যেন তাই।

কিন্তু কেন ? তাহলে, বাংলাদেশের অপরাধ সে গণতন্ত্র দাবী করেছে, শোষণের অবসান চেয়েছে, হানাদারদের প্রতিহত করেছে, ন্যায়ের সংগ্রামে, স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে।

এই অপরাধে বাঙালী আর তাদের বাংলাদেশ যদি আজ বিশ্বের নিকট থেকে কোনরূপ সাহায্য পাওয়ার অযোগ্য হয়ে দুর্ভিক্ষ আর মহামারীতে প্রাণ হারায় তাহলে ভবিষ্যতে যুগযুগ ধরে বর্তমান বিশ্ববাসীকে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

(২)

একটি শুভ পদক্ষেপ

বাংলার ভাগ্যাকাশে নতুন আলোর রেখা দেখা দিয়েছে। বাংলার মুক্তিকামী মানুষেরা আবার একত্র হয়েছে। সাড়ে সাত কোটি মানুষের পূণ্য ভূমি আজকে আবার নব শয্যায় সজ্জিত। পঞ্চদল বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি গঠনের ফলেই বাংলার মানুষের মনে আনন্দ জেগেছে। উপদেষ্টা কমিটি প্রথমেই বাংলাদেশ সরকারকে বাংলাদেশের জনগণের সরকার বলে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং শেখ মুজিবের বিনা বিচারে মুক্তি দাবী করেছে। আমরা উপদেষ্টা দলটিকে জানাই আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন। আমরা মনে করি বাংলার স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের সব রকম অসুবিধা এই কমিটি দূর করতে পারবে। যুদ্ধরত বাঙালীদের ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যাবে। এই আশাই আমরা করি।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জন্মভূমি	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ১৬শ সংখ্যা		নিশ্চিহ্ন পাকিস্তান : এ লড়াই শেষ লড়াই

সম্পাদকীয়

নিশ্চিহ্ন পাকিস্তান : এ লড়াই শেষ লড়াই

পাকিস্তানের জঙ্গী এহিয়া ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে। ভারতের স্থলে, জলে ও অন্তরীক্ষে পাকিস্তানী আক্রমণের পাল্টা আঘাতে পশ্চিম পাকিস্তান আর অধিকৃত বাংলাদেশে এহিয়ার সামরিক বাহিনী কোণঠাসা ও কাবু। ভারতীয় বিমানবাহিনী প্রচণ্ড আঘাত করছে পাকিস্তানের বিভিন্ন নৌ, বিমান ও সামরিক ঘাঁটির উপর। ভারতের সাথে পাকিস্তানের এ যুদ্ধে বাংলাদেশ সরকার ভারতকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনীর পাশে এসে এবার দাঁড়িয়েছে ভারতীয় বাহিনী। দুই বাহিনীর মিলিত আক্রমণে পশ্চিম পাকিস্তান ও দখলীকৃত বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, করাচী ও কক্সবাজারের নৌবন্দর দাউ দাউ করে জ্বলছে। ঢাকা, শিয়ালকোট, যশোহর, সারগোদা, রিসালপুর, পেশোয়ার, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি শহরগুলি ভারতীয় বিমানের বোমাঘাতে জর্জরিত। মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় বাহিনীর অগ্রগতি অপ্রতিহত। বাংলাদেশের সর্বত্রই মুক্তি আসন্ন। যুদ্ধবাজ উন্মাদ এহিয়ার কণ্ঠস্বর চিরতরে স্তব্ধ করে দেবে বাংলাদেশ ও ভারতের মিলিত শক্তি।

নরঘাতী যুদ্ধবাজ উন্মাদ এহিয়া ও তার সামরিক জান্টারা বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নিরীহ নিরস্ত্র নরনারী শিশু সন্তানদের নির্বিচারে হত্যা করেছে। মা বোনদের ইজ্জত নিয়েছে, সোনার বাংলার গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর জ্বালিয়ে দিয়েছে, ধ্বংস আর লুট করেছে ধর্মের নাম নিয়ে এক কোটি অসহায় নরনারীদের ভারতে ঠেলে দিয়েছে, পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষের পথ প্রদর্শক, এশিয়া ভূখণ্ডের মহান নেতা, বাংলাদেশের জাতির পিতা বাঙালীর নয়নমণি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দী করে রেখেছে জঙ্গীশাহী অন্ধকার কারাগারে। এই জঙ্গী সরকারকেই অস্ত্র যোগাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা, মদত জোগাচ্ছে ঔপনিবেশিক বৃটেন। সর্বহারাদের দেশ নামধারী বিপ্লবী চীন স্বৈরাচারী সরকারকে নিয়ে মাতামাতি করছে। আর রাষ্ট্রসংঘ এদের তল্পিবাহক হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে যে গণহত্যা অনুষ্ঠিত হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এত দিন কি রাষ্ট্রসংঘের কিছু করণীয় ছিল না? রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের ব্যাপারে কোন কথা তোলার মত ঘটনা কি বাংলাদেশে ঘটেনি। বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ আর ভারতের নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের হয়ে পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির দ্বারে দ্বারে বাংলাদেশের সমস্যা নিয়ে ঘুরেছে, কেহই নির্যাতীত বাঙ্গালীদের আর্তনাদে কর্ণপাত করে নি।

আজকে আর কাহারও কথা নয়। সাম্রাজ্যবাদের দালাল পাকিস্তানকে নিশ্চিহ্ন না করা

পর্যন্ত ভারতের দেশপ্রিয় জওয়ান ও জননী বাংলার সংগ্রামী মুক্তিবাহিনী থামবে না। এবার জঙ্গীশাহীর সাম্রাজ্য দখলের উপযুক্ত শাস্তির সময়। পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান ও পেশোয়ারে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। সাবাস বেলুচি পাঠানরা সাম্রাজ্যলোভী পশ্চিম পাকিস্তানের সাম্রাজ্য দখলে রাখার চির সাধ চিরতরে মিটিয়ে দাও। এবার যুদ্ধে পাকিস্তান নিশ্চিহ্ন হবেই। বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী আর ভারতীয় বাহিনী এবার শেষ লড়াই করছে। বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানী ভাড়াটিয়া সৈন্যদের সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত এ লড়াই চলবে। দুদেশের মিলিত শক্তি কারও মধ্যস্থতা এখন আর বর্দাস্ত করবে না।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জন্মভূমি	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ১৬শ সংখ্যা		মার্কিন ষড়যন্ত্র ব্যর্থ

সম্পাদকীয়

মার্কিন ষড়যন্ত্র ব্যর্থ

পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর নির্বিচারে গণহত্যায় যখন বাংলাদেশের মানুষ দিশেহারা, তখন বিশ্বের মানবিকতা বিমথিত আমেরিকা, চীন ও বৃটেন কোথায় ছিল। পাকিস্তানের একতরফা যুদ্ধ ঘোষণার পরে ভারত যখন আত্মরক্ষার্থে, শরণার্থী ও বাংলাদেশের সমস্যার সমাধানে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রিয় মুক্তিবাহিনীর স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধবাজ উন্মাদ পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীকে নিশ্চিহ্ন করার মত তখন চীন, বৃটেন বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বস্তি পরিষদে যুদ্ধ বিরতি ও সৈন্যাপসারণের প্রস্তাবের উপর ভেটো দিয়েছে রাশিয়া। বলেছে ভারত-পাক যুদ্ধের উৎস কোথায় ? বাংলাদেশে গণহত্যা কে চালিয়েছে, কে শরণার্থী সমস্যার সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশে সত্যিকারের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। চক্রান্তকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হৃদপিণ্ডে আঘাত লেগেছে। যে মার্কিন সরকার পাকিস্তানকে গোপনে স্বাধীনতাপ্রিয় জননী বাংলার বীর সন্তানদের নিশ্চহ্ন করার জন্য অস্ত্র দিয়েছে আজকে সেই শান্তির দূত সাজতে চায়।

আজকের এই লড়াই বাংলাদেশ ও ভারতের শান্তির লড়াই, মানবতার লড়াই, গণতন্ত্রের লড়াই, বাঁচার লড়াই। এ লড়াই বৃহৎ শক্তিগুলির তল্পিবাহক রাষ্ট্রসংঘের কলমের খোঁচায় বন্ধ হয়ে যাবে না। যে পর্যন্ত না স্বৈরাচারী ঔপনিবেশিক, সাম্রাজ্যবাদী পাকিস্তানের কবর হবে সে পর্যন্ত এ যুদ্ধ চলবে। চালিয়ে যাবে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও সহযোগী ভারতীয় জওয়ানরা তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জন্মভূমি ১ম বর্ষ : ১৬শ সংখ্যা	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১	জঙ্গীশাহীর সামরিক শক্তি কতটুকু

ভারতের তুলনায়

জঙ্গীশাহীর সামরিক শক্তি কতটুকু

ভারতের বিরুদ্ধে এহিয়া খাঁ যুদ্ধ বাধিয়ে দিচ্ছে। ভারতের বিরুদ্ধে ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান সরকার যুদ্ধ করে মজা বুঝেছিল। শুধুমাত্র ক্ষেমকারণ ও শিয়ালকোটের অদূরেই অল্প সংখ্যক ট্যাঙ্ক নিয়েই ভারত পাকিস্তান ট্যাঙ্কের গোরস্থান করেছিল।

আবার পাকিস্তান সামরিক জান্টারা নতুন ফন্দি করে বাংলাদেশ সমস্যাকে বিনষ্ট করার জন্যে পাক-ভারত যুদ্ধ চালিয়েছে। যতই ফন্দি আটকাও না কেন কুখ্যাত এহিয়া, জননী বাংলার বীর মুক্তিযোদ্ধারা আজকে তোমার সমস্ত ফন্দিই চূর্ণবিচূর্ণ করে দিবে। ভারতের সাথে কিসের জোরে আজকে পাকিস্তান সামরিক গোষ্ঠীরা যুদ্ধ ঘোষণা করছে। ভারতের তুলনায় না আছে তার লোকবল, সৈন্যবল বা অস্ত্রবল, এইতো সম্প্রতি বয়ড়ার কাছে আকাশ যুদ্ধে ভারতীয় জেট দ্বারা তিনটি পাকিস্তানী বোমারু বিমান ও স্থল পথে ১৭টি পাকিস্তানী ট্যাঙ্ক ভারতের মাতৃভূমিপ্রিয় সৈন্যরা ঘায়েল করেছেন।

পাকিস্তান		ভারত	
মোট সৈন্যবল—	৩ লক্ষ ৫০ হাজার	মোট সৈন্যবল—	৮ লক্ষ ২৮ হাজার
সাঁজোয়া ডিভিসন—	২টি	সাঁজোয়া ডিভিসন—	১টি
স্বয়ংসম্পূর্ণ সাঁজোয়া ব্রিগেড—	১টি	মাউন্টেন ডিভিসন—	১০টি
পদাতিক ডিভিসন—	১২টি	পদাতিক ডিভিসন—	১৩টি
এয়ারফোর্স ব্রিগেড—	১টি	ছত্রী ব্রিগেড—	২টি
		স্বয়ং সম্পুর্ণ সাঁজোয়া এবং পদাতিক ব্রিগেড—	

ট্যাঙ্ক		ট্যাঙ্ক	
প্যাটন এম-৪৭-৪৮—	৪০০	বৈজয়ন্ত	৩০০
টি-৫৯ (চীনা)—	২০০	টি ৫৪, টি ৫৫—	৪৫০
টি ৫৪-৫৫ (সোভিয়েট)—	২৫০	সেঞ্চুরিয়ান, এম এক্স ১৩, পিটি –	৭৬

এম ২৪ শোফে—	২০০
এম ৪১—	৭৫
পি টি-৭৬—	৩০
এইচ ১৩ হেলিকপ্টার—	২০
হাল্কা হেলিকপ্টার—	৪০

প্রভৃতি।

১৯৬৫ সালের চেয়ে ভারতীয় ট্যাঙ্কবহর এখন বেশী শক্তিশালী। অনেকের ধারণা বৈজয়ন্তের মারণ ক্ষমতা প্যাটনকে ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম। এটা ভারতেরই তৈরী।

বিমান বহর

লোকবল—	১৫ হাজার
জঙ্গী বিমান—	১৭০
ক্যানবেরা বি ১ বোমারু—	১১
বি ৫৭ বি ক্যানবেরা বোমারু—	২ স্কোয়াড্রন
আর টি ৩৩ এ, আর বি ৫৭মিরাজ—	১০
মিগ ১৯—	৫ স্কোয়াড্রন
এফ, ১০৪ এ—	১ স্কোয়াড্রন
এফ ৮৬ জঙ্গী বোমারু—	৭ স্কোয়াড্রন
মিরাজ ৩ই—	১ স্কোয়াড্রন
পরিবহন বিমান—	১৬
হেলিকপ্টার—	২০
টি ৬, টি ৩৩, টি ৩৭টি এবং মিরাজ ৩ ডি—	৮০

বিমান বহর

লোকবল—	৯০ হাজার
জঙ্গী বিমান মোট—	৬২৫
ক্যানবেরা বোমারু—	৫০
ক্যানবেরা পি আর ৫৭—	৮
মিগ ২১—	১২০
ন্যাট—	১৫০
মারু ৩—	২৫
মিসটের—	৬০
লকহিড এল—১০৪৯	
সুপার কনস্টেলেসন	৮
ভাম্পায়র—	৫০
পরিবহন বিমান—	---
হেলিকপ্টার—	২২১
এস-ইউ-৭বি জঙ্গী বোমারু—	১৪০

নৌবহর

নৌসেনা—	৯ হাজার ৫শ
ক্রাইজার—	১
ড্রেষ্টয়ার—	১
ডেষ্ট্রয়ার এসকট-	৩
ফ্রিগেট—	২

নৌবহর

লোকবল—	৪০ হাজার
বিমানবাহী জাহাজ—	১
সাবমেরিন—	৪
ক্রাইজার—	২
ডেষ্ট্রয়ার এবং ডেষ্ট্রয়ার এসকর্ট—	১১

মাইন সুইপার—	৮	ফ্রিগেট—	৮
পেট্রল বোট—	৬	মাইন সুপার—	৪
সাবমেরিন—	৪	ল্যাণ্ডিং সীপ—	১
		ল্যাণ্ডিং ক্রাফ্‌ট—	৩
		পেট্রল ক্রাফ্‌ট—	১০

পরিসংখ্যানগুলো ষোল আনা সত্য বললেও ভুল করা হবে। এর বাইরে অনেক কিছু থাকতে পারে। সেগুলো অবশ্যই গোপনীয়। তা ছাড়া চীন থেকে পাকিস্তান কি পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র পেয়েছে তা সঠিকভাবে জানবার উপায় নেই। চোরাগোপ্তা ভাবে অন্যান্য দেশ থেকে এহিয়া খান কি সংগ্রহ করেছে তাও অজ্ঞাত। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত লড়াই-এর আগে পাক অস্ত্রাগারে মজুত ট্যাঙ্কের হিসাব ছিল ভুল। বাইরে প্রকাশিত সংখ্যার চেয়ে তা ছিল অনেক বেশী।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলার বাণী★	১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
মুজিবনগর : ৩য় সংখ্যা		দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে বাংলাদেশ

সম্পাদকীয়

দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে বাংলাদেশ

দুর্ভাগা বাংলার শত্রুকবলিত এলাকাসমূহে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ শুরু হইয়াছে। বাংলাদেশের ১২টি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়িয়া ভয়াল দুর্ভিক্ষের মরণ-ছোবলে ইতিমধ্যেই ১৯৯টি মানবজীবন মৃত্যুর অতলান্তে হারাইয়া গিয়াছে। ঘরে ঘরে উঠিয়াছে অন্নহীন উপায়হীন বুভুক্ষ মানুষের মরণার্তি। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা আড়িয়ালখাঁর তীরে তীরে বাতাসে বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে দুঃসহ ক্ষুধার জ্বালায় জর্জরিত অগণিত নরনারী শিশুর সকরুণ আর্তনাদ : 'বাঁচাও আমাদের বাঁচাও'।

বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত খবর অনুসারে, যে ১২টি জেলায় সর্বনাশা দুর্ভিক্ষ সমস্ত হিংস্রতা লইয়া মারণনৃত্যে মাতিয়া উঠিয়াছে সেই জেলাগুলি হইতেছে ঢাকা, কুমিল্লা, সিলেট, দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা, বরিশাল, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, যশোর ও খুলনা। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত এলাকাসমূহে প্রতিদিন অবস্থার অবনতি ঘটিতেছে। প্রতিদিন অগণিত মানুষ অনাহারে তিলে তিলে ধুঁকিয়া ধুঁকিয়া মরিতেছে। অধিকৃত এলাকা সফর শেষে হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের ডাঃ জন রোড বলিয়াছেন, "'বাংলাদেশে ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পর বর্তমানে যে ধরণের খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে এরূপ সাংঘাতিক অবস্থা আর কখনো দেখা যায় নাই। কম করিয়া ধরিলেও প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ আসন্ন দুর্ভিক্ষের সময় অনাহারে মৃত্যুবরণ করিতে বাধ্য হইবে।"

ইহার চাইতে উদ্বেগজনক খবর, ইহার চাইতে ভয়াবহ অবস্থা আর কি হইতে পারে? জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট অনুসারে পৃথিবীতে যত রকমের দুঃখ আছে তার মধ্যে সব চাইতে মর্মান্তিক, সব চাইতে দুঃসহ হইতেছে অনাহারে থাকার দুঃখ, অফুরন্ত ঐশ্বর্যে ভরা এই পৃথিবীতে ক্ষুধার যন্ত্রণায় পুড়িয়া তিলে তিলে ছাই হওয়ার দুঃখ। আর এই দুঃখ আজ যুদ্ধবিক্ষত বাংলার মানুষকে আষ্টে পৃষ্ঠে গ্রাস করিয়া লইয়াছে। বাংগালী জঙ্গীশাহীর গুলি খাইয়া মরিতেছে, রোগ ব্যাধিতে মরিতেছে আর মরিতেছে অনাহার-বুভুক্ষার সুতীব্র দংশনের দুঃসহ যন্ত্রণায়।

কিন্তু কেন ? এই বাংলা ছিল সোনার বাংলা। একদিন বাংলাদেশ ছিল অফুরন্ত ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার। সেদিন বাংলার মাটি ছিল স্বর্ণপ্রসবিনী। বাংলার সেই স্বর্ণযুগে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে গোলা ভরা ধান ছিল, গোয়ালভরা গরু ছিল, পুকুরভরা মাছ ছিল, দিগন্ত বিস্তৃত

★ বাংলার বাণী : সাপ্তাহিক। সম্পাদক : আমির হোসেন। মুজিবনগর হতে আমির হোসেন কর্তৃক 'বাংলার বাণী' প্রেসে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত।

প্রান্তর ভরিয়া ছিল সোনালী ফসলের সোনার সম্পদ। সেদিন বাংলার দশদিগন্তে ছড়াইয়া ছিল সুখ আর তৃপ্তির মুঠো মুঠো সোনা। বাংলার মানুষ সেদিন নদীর বাঁকে, চাষের ক্ষেতে, খালে বিলে গলা ছাড়িয়া গান গাহিত, প্রাণ খুলিয়া হাসিত, জীবনকে অভিনন্দন জানাইতে পারিত আত্মার অন্তরঙ্গতম অনুভূতির ঐশ্বর্যে।

কিন্তু সোনার বাংলার সেই সোনার দিনগুলি কবে কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। বাংলার সোনার সম্পদই তার কাল হইয়াছে। এই সম্পদের লোভেই বার বার বাংলার শ্যামল উপকূলে হানা দিয়াছে সম্পদলোভী ঠগ, বর্গী, পর্তুগীজ, গুলন্দাজ, ইংরেজ দস্যুর দল। জননী জন্মভূমির বুক চিরিয়া চিরিয়া কাড়িয়া নিয়াছে সোনালী সম্পদ। সর্ব শেষে আসিয়াছে পাঞ্জাবী লুটেরা দস্যুর দল। তুলনাহীন নিষ্ঠুরতায় তারা কামড়াইয়া ছিড়িয়া খাইয়াছে বাংগালীর হাড় মাংস কলিজা, দুই হাতে লুটিয়া নিয়াছে বাংলার সর্বস্ব। এই সম্পদলোভী দস্যুদানবের দল বাংলাকে ব্যবহার করিয়াছে কলোনী হিসাবে, পণ্য বিক্রয়ের অবাধ মুনাফা লুটিবার খোলা বাজার হিসাবে। আর এই ভাবেই তারা একদিনের সোনার বাংলাকে পরিণত করিয়াছে এক অন্তহীন দুঃখের ভাগাড়ে। লুটেরা দস্যুদের সঙ্গে যোগ দিয়াছে ঝড় বন্যা প্লাবন। প্রকৃতি দানব সর্বাত্মক হিংস্রতা লাইয়া বার বার ছোবল হানিয়াছে বাংলার বুকে, ছিড়িয়া কাড়িয়া তছনছ করিয়াছে বাংলার মাটি, মানুষ আর তার অর্থনীতি। দিনে দিনে বাঙ্গালীদের অবস্থার ক্রমশ অবনতি ঘটিয়াছে। ক্ষুধা, দারিদ্র, অনটন আর অন্তহীন দুর্ভোগ তাদের ললাটে জাঁকিয়া বসিয়াছে দুরপনেয় কলঙ্ক চিহ্ন হইয়া।

বাংলাদেশকে একদিন বলা হইত প্রাচ্যের শস্যভাণ্ডার। কিন্তু এই শস্যভাণ্ডার একদিন পরিণত হইয়াছে ক্রমাবনতিশীল শস্য ঘাটতির দেশে। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল মোটামুটিভাবে বার্ষিক ১২ লক্ষ টন। কিন্তু চলতি সালে এই ঘাটতির পরিমাণ অন্যূন ২৩ লক্ষ টন। বিশেষজ্ঞদের মতে অত্যন্ত জরুরী ভিত্তিতে কমপক্ষে ২৯ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানী এবং সঙ্গে সঙ্গে জনগণের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের কোন আশা নাই। বলা বাহুল্য, ইহা এক অসম্ভব ব্যাপার। কারণ জঙ্গীশাহী বাংলার মানুষকে মারিতে চায়, তাদের বাঁচাইয়া রাখার জন্য কসাইদের কোন গরজ নাই। এই পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধকল্পে ১৫টি বা তারও বেশী সি, ৩০ পরিবহন বিমান যোগে সেখানে খাদ্যশস্য নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে বলিয়া জানাইয়াছে।

দুর্গত মানবতার সেবাই যদি এই প্রস্তাবের লক্ষ্য হয়, তবে ইহা একটি মহান প্রস্তাব একথা স্বীকার করিতে আমাদের দ্বিধা নাই। কিন্তু একটা প্রশ্ন আছে। কাহার হাতে এই খাদ্যশস্য দেওয়া হইবে, কাহার মাধ্যমে ইহা বিতরণ করা হইবে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ সমগ্র পৃথিবীকে আমরা বলিয়া দিতে চাই, ইয়াহিয়ার জঙ্গীশাহীর হাতে খাদ্যশস্য তুলিয়া দেওয়ার অর্থ হইবে বাঙ্গালীদের খুন করার জন্য আর কিছু বুলেট সরবরাহ করা। কারণ, এই খাদ্য সাহায্য সে নিশ্চিতভাবেই বাঙ্গালীদের দাবাইয়া রাখার সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবে। অতীত অভিজ্ঞতা নির্ভুলভাবে এই কথাই প্রমাণ করিয়াছে। তাই বিশ্ববাসীর কাছে আমাদের আবেদন, বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত মানুষকে বাঁচাইবার

জন্য সাহায্য সামগ্রী লইয়া আগাইয়া আসুন। মানবতার নামেই আমরা আবেদন করিতেছি ক্ষুধার্ত বাঙ্গালীদের মুখে অন্ন তুলিয়া দিন। কিন্তু এ সাহায্য সামগ্রী যেন কোন মতেই ইয়াহিয়ার হাতে না যায়। যে কোন সাহায্য দ্রব্য পৌঁছাইতে হইবে স্বাধীন বাংলা সরকারের হাতে। কারণ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সরকারই বাংলাদেশের একমাত্র বৈধ সরকার। আর এই সরকারই বাংলার এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করিতে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হইবেন বলিয়া আশা করা যায়। যদি কেহ পাকিস্তান সরকারের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলিয়া দেন, আমরা ধরিয়া নিব বুভুক্ষ মানুষকে খাদ্য সরবরাহের নাম ভাঙ্গাইয়া তাহারা ধনীদের হাতে বাঙ্গালী নিধনের হাতিয়ারই তুলিয়া দিতেছেন। সংশ্লিষ্ট সকলকে এই কথাটি স্পষ্টভাবে মনে রাখিতে হইবে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলার বাণী মুজিবনগর : ৩য় সংখ্যা	১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	জাতিসংঘের সাহায্য সামগ্রী নিয়ে ছিনিমিনি খেলা

জাতিসংঘের সাহায্য সামগ্রী লইয়া ছিনিমিনি খেলা

(বিশেষ প্রতিনিধি)

বাংলাদেশের দকলীকৃত এলাকায় পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার সেনাবাহিনী জাতিসংঘের সাহায্য কেন্দ্রের গাড়ীগুলি যথেচ্ছভাবে সামরিক কাজে ব্যবহার করিতেছে।

লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, নারী নির্যাতন এবং গণহত্যায় লিপ্ত পাকফৌজের পক্ষে সামরিক বাহিনীর গাড়ীর পরিবর্তে জাতিসংঘের গাড়ী ব্যবহার করা অধিকতর সুবিধাজনক।

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে, নভেম্বর মাসে বাংলাদেশে যে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিবাত্যার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায় ঐ সময়ে ত্রাণকার্যে সুবিধার জন্য এইসব গাড়ী বাংলাদেশে আনা হইয়াছিল। জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক জরুরী শিল্প-কল্যাণ তহবিল পরে সাহায্য কার্যের জন্য আরও কিছু গাড়ী প্রেরণ করিয়াছে। এইসব গাড়ী ছাড়াও তখন নরওয়ে এবং অন্যান্য স্কান্ডিনেভিয়ান দেশ বহু যন্ত্রচালিত ও রবারের নৌকা ত্রাণ কার্যের জন্য দান করিয়াছিল। দখলদার পাকিস্তানী জঙ্গীশাহী দুঃস্থ মানুষের সাহায্যের জন্য প্রদত্ত সেই সমস্ত জলযানসমূহও সামরিক কার্যে ব্যবহার করিতেছে।

সম্প্রতি মুক্তিযোদ্ধারা খুলনায় একটি পাকিস্তানী গানবোট দখল করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন, এই গানবোট জাতিসংঘের প্রদত্ত জলযানসমূহেরই একটি। পাকিস্তানী সৈন্যরা এগুলির কিঞ্চিত সংস্কার করিয়া সামরিক কাজে ব্যবহার উপযোগী করিয়া লইয়াছে।

পাকিস্তানী সৈন্যরা যে শুধু জাতিসংঘের গাড়ীই ব্যবহার করিতেছে তাহা নহে। তাহারা বাত্যাবিধ্বস্ত মানুষের জন্য প্রদত্ত কাপড়-চোপড়, খাদ্য-ঔষধপত্র সমস্ত নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়া চলিয়াছে।

সর্বশেষ সংবাদে জানা গিয়াছে, ইউরোপের তিনটি দেশ জাতিসংঘ ত্রাণ-সামগ্রীর এইরূপ অপব্যবহার সম্পর্কে জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেলের সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেছে। দেশত্রয় মনে করে— অবিলম্বে পাকিস্তানকে জাতিসংঘের সকল প্রকার সাহায্যদান বন্ধ করা উচিত।

এদিকে বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, পাকিস্তান জঙ্গীচক্র ইউনিসেফ (Unicef) প্রদত্ত গাড়ীগুলি সামরিক কার্যে ব্যবহার করিতেছে।

লন্ডনস্থ বাংলাদেশ মিশন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ হইতে জাতিসংঘের কাছে এই অভিযোগ পেশ করিয়াছে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলার বাণী মুজিবনগর : ৩য় সংখ্যা	১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	অধিকৃত অঞ্চলে স্বাভাবিক অবস্থার নমুনা

অধিকৃত অঞ্চলে স্বাভাবিক অবস্থার নমুনা

শিক্ষকদের হয়রানি অব্যাহত

স্কুল কলেজে ছাত্রসংখ্যা

হাস্যকররূপে নগণ্য

(বিশেষ প্রতিনিধি)

বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায় হানাদার বাহিনীর চণ্ডনীতি অব্যাহত রহিয়াছে। বাঙ্গালী জাতিকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিক্ষেপ করিয়া চিরতরে পঙ্গু করিয়া রাখার দুরভিসন্ধি হাছিলের উদ্দেশ্যে হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের ছাত্র-শিক্ষকদের বিরুদ্ধে যে বর্বর নিধনযজ্ঞ পরিচালনা করে, উহার বিভীষিকাময় স্মৃতি বাঙালীর মন ও মানস হইতে এখনও মুছিয়া যায় নাই। আজও ছাত্র-শিক্ষক বুদ্ধিজীবীদের বুলেটবিদ্ধ মৃত দেহের ময়আতংক দৃশ্য আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন আবাসিক হল ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসস্তূপ বাংলার ছাত্র-শিক্ষকদের নিরন্তর চাবুক মারিয়া বলিয়া দিতেছে হানাদার পাঞ্জাবী ডালকুত্তার দল চায় বাংলাদেশের শিক্ষা জীবনকে পঙ্গু করিয়া দিতে, ছাত্র-শিক্ষক বুদ্ধিজীবীসহ গোটা বাংগালী জাতিকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে, চায় বাংলাকে চিরদিন পদানত করিয়া রাখিতে। তাছাড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত ৭ই মার্চের ভাষণে নির্দেশ দিয়াছেন, যতদিন বাংলার মানুষের মুক্তি না আসে, ততদিন স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। তাই আজ আর বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষকদের ভীড় নাই। শিক্ষাঙ্গন ছাড়িয়া ছাত্র তরুণেরা সমরাস্ত্র হাতে রণাঙ্গণের প্রান্তে প্রান্তে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন শত্রুবাহিনী। আর শিক্ষকরা পালন করিতেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে আপন আপন দায়িত্ব।

সেই কারণেই অধিকৃত এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়া জঙ্গী শাহীর অবিরাম প্রচারণা সত্ত্বেও স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এখনও গড়ের মাঠ। আর ইহাতে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে জল্লাদশাহী। প্রতিহিংসা চরিতার্থতার জন্য পাকফৌজ এখন ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে অধিকৃত এলাকায় এখনও যে অল্পসংখ্যক শিক্ষক শিক্ষাবিদ রহিয়াছেন তাহাদের উপর।

তথ্যাভিজ্ঞ মহলের খবরে প্রকাশ যে, দখলদার জঙ্গীবাহিনী সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্ততঃ ১৫ জন বিশিষ্ট অধ্যাপককে গ্রেফতার করিয়াছে কিংবা সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট হাজির হইবার নির্দেশ দিয়াছে।

হানাদার বাহিনী যাঁহাদের উপর এই নির্দেশ জারী করিয়াছে তাহাদের মধ্যে রহিয়াছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রীডার ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডঃ আহমেদ শরীফ, ইংরাজী বিভাগের রীডার ডঃ এহসানুল হক এবং বিজ্ঞান বিভাগের ৪ জন বিশিষ্ট অধ্যাপক। এই গ্রেফতারের ব্যাপারে অবশ্য পাকিস্তান সরকার নীরব।

শিক্ষা বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট মহলের সংবাদে প্রকাশ যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাড়ে সাত হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে গড়ে ৪৭/৪৮ জন ছাত্র ক্লাসে আসে। ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন হাজারেরও অধিক ছাত্রের মধ্যে উপস্থিতির সংখ্যা মাত্র ১৬ জন এবং ঢাকা কলেজের প্রায় ১ হাজার ছাত্রের মধ্যে ৬০ জন ল'কলেজ ও নটরডেম কলেজে কেহই ক্লাসে যোগদান করিতেছে না। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে উপস্থিতির সংখ্যা মাত্র ১৬ জন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপস্থিতির সংখ্যাও প্রায় অনুরূপ।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলার বাণী মুজিবনগর : ৩য় সংখ্যা	১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায় কি দেখিলাম

বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায় কি দেখিলাম —

॥ নিজস্ব প্রতিনিধি ॥

অতি সম্প্রতি 'বাংলার বাণী'র একজন প্রতিনিধি বাংলাদেশের অধিকৃত অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা সফর করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের প্রতিনিধি যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তারই অংশ বিশেষ এখানে ছাপা হইল

তরুণ গেরিলাদের আক্রমণ তীব্রতর হওয়ার সাথে সাথে বাংলার অধিকৃত অঞ্চলে শত্রু সেনাদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন আরো তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। 'বিশ্বের সেরা সৈনিকরা' মুক্তিযোদ্ধাদের সহিত সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হইবার পরিবর্তে সাধারণ গ্রামবাসীর উপর চরমতম নিগ্রহ চালাইয়া তাহাদের দুর্বলতা ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছে। ভীত সন্ত্রস্ত গ্রামবাসীদের তাহারা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিতেছে। বিশেষ করিয়া মুক্তিযোদ্ধারা যে জায়গায় একবার খান সেনাদের ওপর হামলা করিয়া গিয়াছে তাহার আশেপাশে সাধারণ মানুষের উপর হানাদাররা বর্বর নির্যাতন চালাইতেছে। অতি সম্প্রতি গাইবান্ধার রসুলপুরের স্লুইস গেটের নিকটবর্তী ফুলছড়ির বাঁধের উপর মানাশ নামক জায়গায় একটি পুল গেরিলা যোদ্ধারা রাত্রিকালে আক্রমণ করিয়া রাজাকার ও পাকসেনাদের একটি ছোট পাহারা ঘাঁটি বিধ্বস্ত করিয়াছেন এবং পুলটির ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। মানাশের নিকটবর্তী কামারজানী ও গাইবান্ধাতে পাকসেনাদের দুই বিরাট শক্ত ঘঁটি থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধ চলাকালে তাহারা আক্রমণস্থলে আসতে সাহস পায় নাই। পরদিন সকালে একজন ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে একদল বর্বর সৈন্য ঘটনাস্থলে আসিয়া ৩/৪ মাইল এলাকা জুড়িয়া ধ্বংসযজ্ঞ চালাইয়া প্রায় ১০০ লোক হত্যা করে। রাজাকার ও স্থানীয় অবাঙালীরা পরে তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া মানাশ ও রসুলপুর এলাকা তছনছ করিয়া ফেলে।

অনুরূপভাবে গেরিলারা রেডিও পাকিস্তান রংপুরের উপর আক্রমণ চালাইলে পাহারারত পঞ্চাশ জনেরও অধিক পাকসেনা আত্মগোপন করে এবং তাহাদের অনেকে আহত হয়। রেড্রিও স্টেশন হইতে মাত্র হাফ কিলোমিটার দূরে পাক সরকারের সিভিল আর্ম ফোর্সের সেক্টর অফিস এবং মাত্র এক কিলোমিটার দূরে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট থাকা

সত্ত্বেও তাহারা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি পাল্টা আক্রমণ করিবার জন্য কেহই বাহির হয় নাই। এখানে অর্ধঘন্টাব্যাপী যুদ্ধের পর মুক্তিযোদ্ধারা রেডিও স্টেশনের বেশ ক্ষতিসাধন করে। পরদিন সকালে যথারীতি 'বিশ্বের সেরা সৈনিকেরা' রেডিও স্টেশনের সংলগ্ন এলাকা ছাড়াও প্রায় পাঁচ মাইল দূর পর্যন্ত ব্যাপক অভিযান চালাইয়া বহু ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া দেয় ও বহু নিরপরাধ গ্রামবাসী ও ৩৮জন তরুণীকে ধরিয়া নিয়া যায়। তাহাদের ভাগ্যে কি হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই।

একইদিনে তাহারা উক্ত রেডিও স্টেশনের প্রোগ্রাম অরগানাইজার জনাব মহিউদ্দিন হায়দার, ড্রাইভার তারামিয়া ও কয়েকজন টেকনিশিয়ানকে রংপুরের দ্বিতীয় সামরিক শিবির মডেল স্কুলের নিকট দম দম পুলের নিকট অতি নৃশংসভাবে হত্যা করে।

পাক বাহিনীর হিংস্রতা যেভাবে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে তাহাদের দুর্বলতাই প্রকাশ পাইতেছে। দেশবাসীকে আতঙ্ক ও ভীতগ্রস্ত করিয়া তাহারা 'স্বাভাবিক অবস্থা' ফিরাইয়া আনিতে চাহিতেছে। কারণ তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে এদেশে তাহাদের আয়ু ফুরাইয়াছে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলার বাণী	২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
মুজিবনগর : ৪র্থ সংখ্যা		জাতিসংঘের অগ্নিপরীক্ষা

সম্পাদকীয়

জাতিসংঘের অগ্নিপরীক্ষা

আজ ২১শে সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন শুরু হইতেছে।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ আজ বৈঠকে মিলিত হইয়াই সর্বাগ্রে যে জটিল রাজনৈতিক ইস্যুটির জ্বলন্ত সূর্যের মুখোমুখি হইবে উহা হইতেছে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রসঙ্গ। মানবাধিকার সংরক্ষণের সুমহান ওয়াদাবদ্ধ জাতিসংঘের আঙ্গিনার পাশাপাশি উপবিষ্ট হইয়া দলমত নির্বিশেষে সুসভ্য পৃথিবীর সকল জাতি চোখ মেলিলেই দেখিতে পাইবে বিশ্বের একান্তে এই বাংলাদেশে কি ভাবে এক পররাজ্যলোভী হানাদার দস্যুর হিংস্র বর্বরতায় দশ লক্ষ মানুষের রক্তের গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছে, কিভাবে সাড়ে ৭কোটি মানুষের আত্মার অমোঘ বাণীকে, মৌলিক মানবিক অধিকারকে, শ্বাশত স্বাধীনতার দুরন্ত স্পৃহাকে শক্তির জোরে পিষিয়া মারার উন্মত্ত প্রচেষ্টা চলিতেছে। কিভাবে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে বাংলার মুকুটহীন সম্রাট স্বাধীন বাংলার জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, কিভাবে তাকে পৃথিবী হইতে সরাইয়া দেওয়ার ঘৃণ্য প্রয়াসে উদ্যত হইয়া আছে জল্লাদের হাতিয়ার।

গত ছয় মাসে বাংলাদেশে যা ঘটিয়া গিয়াছে, বাংলাদেশে আজো যা ঘটিতেছে হানাদার পশ্চিম পাকিস্তানী কসাই বাহিনী বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধকে ভণ্ডুল করিয়া দেওয়ার জন্য যে হিংস্র বর্বরতা, যে জঘন্য পোড়ামাটি নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, যেভাবে বাংলাদেশে বলদর্পী আক্রমণকারীর ঔদ্ধত্যপূর্ণ পদচারণায় মানবাধিকার ভুলুণ্ঠিত হইতেছে, ধর্ষিত নিগৃহীত হইতেছে মৌলিক মানবিক মূল্যবোধ, অসহায় মানবতা, সভ্য মানুষের ইতিহাসে উহার কোন নজির নাই। তাই জাতিসংঘের ইতিহাসেও বাংলাদেশ ইস্যুটি এক নজিরবিহীন তাৎপর্যপূর্ণ অদ্বিতীয় ইস্যু। বাংলাদেশে মানবেতিহাসের ঘৃণ্যতম বর্বরতা এবং ভয়াবহতম গণহত্যার রক্তাক্ত পটভূমিতে আজ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন শুরু হইতেছে। সুতরাং বলিলে এতটুকু অত্যুক্তি হইবে না যে, জাতিসংঘের চলতি অধিবেশন হইবে এই বিশ্ব সংস্থার ইতিহাসের সব চাইতে সংকটজনক অধিবেশন। এই অধিবেশনে বাংলাদেশ ইস্যুটি জাতিসংঘের জন্য ডাকিয়া আনিয়াছে এক অগ্নিপরীক্ষা। বাংলাদেশ ইস্যু কেন্দ্রিক এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া না হওয়ার উপর নির্ভর করে জাতিসংঘের ভবিষ্যৎ।

বলাবাহুল্য, একটি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক আড্ডাখানা হিসাবে বা সাম্রাজ্যবাদী, উপনিবেশবাদী শক্তির খেয়াল খুশীমত কেতুর নাচ নাচিবার জন্যও জাতিসংঘের জন্ম হয়

নাই। মানবজাতির স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ, বিশ্ব শান্তির নিশ্চয়তা এবং মানবিক মূল্যবোধের নিরাপত্তা বিধানের পবিত্র প্রতিশ্রুতিতেই সৃষ্টি হইয়াছে এই বিশ্ব সংস্থার। জাতিসংঘ সনদে সুস্পষ্টভাবেই গণহত্যা প্রতিরোধ এবং এক দেশ কর্তৃক অন্য দেশে সশস্ত্র হামলা বন্ধের ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের দ্ব্যর্থহীন ওয়াদা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

কিন্তু গভীর দুঃখ ও ক্ষোভের সঙ্গে এ কথা না বলিয়া পারা যায় না যে, বাংলাদেশে হানাদার পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণ এবং গণহত্যা প্রতিরোধের ব্যাপারে জাতিসংঘ উহার বিঘোষিত দায়িত্ব পালনে চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। জাতিসংঘের এই ব্যর্থতা জাতিসংঘের সুমহান ভূমিকা সম্পর্কে আস্থাবান শান্তিকামী মানবজাতির প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতারই সামিল।

বিগত মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ডাকে বাংলাদেশে অতুলনীয় অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হইলে জল্লাদ ইয়াহিয়া বাংলাদেশে ব্যাপকহারে সৈন্য সমাবেশ করিতে শুরু করে। ২৫শে মার্চ রাত্রে কসাই বাহিনী যে গণহত্যাযজ্ঞ শুরু করে সম্ভবতঃ উহারই অগ্রিম আভাষ পাইয়া উথান্ট তৎপূর্বে ঢাকায় কর্মরত জাতিসংঘের কর্মচারীদের ঢাকা ত্যাগের অনুমতি প্রদান করেন। এই সময় বঙ্গবন্ধু উথান্টকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "জাতিসংঘের কর্মচারীদের ঢাকা ত্যাগের অনুমতি দানের মধ্যেই জাতিসংঘ সেক্রেটারী জেনারেলের কর্তব্য শেষ হইয়া যায় না। শক্তিমত্ত জঙ্গী শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের প্রতি জাতিসংঘের যে দায়িত্ব রহিয়াছে উহা বিস্তৃত হইলে চলিবে না।"

কিন্তু ইহাতেও জাতিসংঘের চৈতন্যোদয় হয় নাই। যদি হইত বাংলাদেশে মানব সভ্যতার ভয়াবহতম ট্রাজেডির বিভীষিকা সম্ভবতঃ অপেক্ষাকৃত কম হিংস্রতা লইয়া দেখা দিতে পারিত। তারপর বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে। বাংলাদেশে জল্লাদ ইয়াহিয়ার নরমেধযজ্ঞ চলিয়াছে বাংলার রক্তপিচ্ছিল মাটিতে। ইয়াহিয়া খান বাঙ্গালী জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে ভয়াবহতম গণহত্যা অভিযান চালাইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মাতিয়া উঠিয়াছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবননাশের ঘৃণ্যতম ষড়যন্ত্রে। বিশ্ব বিবেক জঙ্গী বর্বরতার বিরুদ্ধে ঘৃণ্য আর ধিক্কারে প্রমত্ত সাগরের ভয়াল গর্জন হইয়া ফাটিয়া পড়িয়াছে বার বার। কিন্তু তবু জাতিসংঘ নামক কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। স্বাধীনতার সংগ্রামে লিপ্ত বাংলার নেতা ও জনতার প্রতি স্বীয় দায়িত্ব পালনে জাতিসংঘ অগ্রণী হইয়া আসে নাই। বরং উল্টা হানাদার জঙ্গীশাহীর সুবিধাজনক অনুরোধে বিগলিত হইয়া বাঙ্গালী জাতির মুক্তিসংগ্রাম বিঘ্নিত ও বানচাল করার জঘন্য উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত ভারত বাংলদেশ সীমান্তে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক নিয়োগের অবাঞ্ছিত উদ্যোগ গ্রহণ করিয়া বিশ্বসংস্থা হিসাবে নিজের গৌরবমণ্ডিত ছবিটাকেই তস্করবৃত্তির কলংক কালিমালিপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। বুঝিতে কষ্ট হইবার কথা নয় যে, কঙ্গোর লুমুম্বা ট্রাজেডির নেপথ্যনায়ক, ভিয়েতনামে অন্যায় যুদ্ধের ঘৃণিত দস্যু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ইঙ্গিতেই জাতিসংঘ বাংলাদেশের প্রশ্নে স্বীয় দায়িত্ব পালনে ইচ্ছাকৃত ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে। আর এই ব্যর্থতা বাংলাদেশের মানুষের সামনে, বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের সামনে জাতিসংঘকে

লক্ষ্যচ্যুত একটি কার্যকারীতা বিহীন রাজনৈতিক আড্ডাখানা হিসাবেই উপস্থাপিত করিয়াছে।

এই পরিস্থিতির পটভূমিতেই আজ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন বসিতেছে। জাতিসংঘের সকল ব্যর্থতা, উহার শক্তির সকল সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সম্যক অবহিত থাকিয়াও আমরা শেষবারের মতো মানবতার নামে এই বিশ্বসংস্থার প্রতি আকুল আবেদন জানাইতেছি, মানুষের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব মানবিক মূল্যবোধ আর মানব-জাতির প্রতি যদি উহার বিন্দুমাত্রও আস্থা এবং দায়িত্ব থাকিয়া থাকে তবে এখনও সময় আছে। সমস্ত শক্তি লইয়া জাতিসংঘকে বাংলাদেশের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে সমস্ত শক্তি লইয়া রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে হানাদার পশ্চিম পাকিস্তানী উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে।

পৃথিবীর দিক-দিগন্ত হইতে যে সব দেশ ও জাতি আজ নিউয়র্কে আসিয়া জাতিসংঘ সদর দফতরে বৈঠকে মিলিত হইতেছেন, তাহাদের কাছে মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জীবনপণ সংগ্রামে লিপ্ত, সাড়ে ৭ কোটি বাঙ্গালীর পক্ষ হইতে আমাদের একটি মাত্রই বক্তব্য আছে। বাংলাদেশে কি ঘটিয়াছে আপনারা জানেন। তাই যদি সভ্যজাতি বলিয়া দাবি করিতে চান, যদি গণতন্ত্র স্বাধীনতা ও মানবতায় বিশ্বাসী বলিয়া নিজেদের পরিচয় অক্ষুণ্ন রাখিতে চান, তবে জাতিসংঘের এই অধিবেশনকালে একটি মাত্র পথই আপনাদের সামনে খোলা আছে। আর তাহা হইতেছে সকলের ঐক্যবদ্ধ চাপের দ্বারা ইয়াহিয়ার জিন্দানখানা হইতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে ছিনাইয়া আনা এবং স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়া জাতিসংঘে বাংলাদেশকে পৃথিবীর নবীনতম রাষ্ট্র হিসাবে আসন প্রদান করা। এইবারও যদি আপনারা বাঙ্গালী জাতির প্রতি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন, ইতিহাস আপনাদের চিহ্নিত করিবে মানবতা ও স্বাধীনতার দুশমন হিসাবে আর জাতিসংঘ পরিণত হইবে ব্যর্থ লীগ অব নেশনসের প্রেতাত্মায়।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলার বাণী মুজিবনগর : ৪র্থ সংখ্যা	২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	মাতৃভূমির বক্তব্য পেশের জন্য বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নিউইয়র্ক যাত্রা

আজ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বৈঠক

মাতৃভূমির বক্তব্য পেশের জন্য বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নিউইয়র্ক যাত্রা

(কূটনৈতিক সংবাদদাতা)

বিংশ শতাব্দীর অপরাজেয় জাতীয়তাবাদী গণশক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠার দুর্জয় সংগ্রামের নির্ভীক সিপাহশালার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নির্দেশে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে লিপ্ত বাংলাদেশের দশ দিগন্তে হানাদার পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাদস্যুদের হিংস্র বর্বর গণহত্যাযজ্ঞের কালিমালিপ্ত পটভূমিতে আজ (মঙ্গলবার) নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন শুরু হইতেছে। এই অধিবেশনকালে বঙ্গবন্ধুর পক্ষ হইতে, স্বাধীন বাংলার পক্ষ হইতে, ১৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল বিশ্বের দরবারে জননী বাংলার দুঃখ ও বেদনার কাহিনী, সংগ্রাম ও বিক্রমের কাহিনী পেশ করিবেন।

এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করিবেন লন্ডনস্থ বাংলাদেশ মিশনের প্রধান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ভাইস চ্যান্সেলর বিচারপতি জনাব আবু সাইদ চৌধুরী। ইতিপূর্বে শোনা গিয়াছিল যে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমদ এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে করিবেন। কিন্তু অনিবার্য কারণে তিনি নিউইয়র্ক সফরসূচী বাতিল করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

প্রতিনিধিদলের ১১ জন সদস্য আজ মুজিবনগর হইতে নিউইয়র্কের পথে নয়াদিল্লী রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। ইহারা হইতেছেন আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য সর্বজন শ্রদ্ধেয় জননেতা শ্রী ফণীভূষণ মজুমদার এম, পি, এ, সৈয়দ আবদুস সুলতান এম, এন, এ, জনাব সিরাজুল হক এম, এন, এ, ডাঃ মফিজ এম, এন, এ, ডাঃ আজহারুল হক এম, পি, এ, জনাব সাহাবুদ্দিন আহমদ এম, পি, এ, জনাব এম, এ, সামাদ এম, এন, এ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ এ, আর, মল্লিক, ন্যাপের সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণাকারী সাবেক পাকিস্তানী কূটনীতিক জনাব এ, এফ, এম, আবুল ফতেহ ও জনাব খুররম খান পন্নী। প্রতিনিধিদলের অপর ৫ জন সদস্য হইতেছেন বর্তমানে বিদেশে অবস্থানরত বিচারপতি জনাব আবু সাইদ চৌধুরী, জনাব এম, আর, সিদ্দিকী এম, এন, এ, অধ্যাপক রহমান সোবহান, জনাব এস, এ, করিম ও জনাব এ, এম, এ, মুহিত। তাহারাও ইতিমধ্যেই নিউইয়র্ক পৌছিয়াছেন বা পথে রহিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

বাংলাদেশ সীমান্তে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক নিযুক্তির প্রস্তাব, জল্লাদ ইয়াহিয়া কর্তৃক সুকৌশলে বাংলাদেশ প্রশ্নে বিশ্বজনমত বিভ্রান্ত করার প্রয়াস এবং আপোষের জন্য বিভিন্ন দেশের দুয়ারে দুয়ারে মধ্যস্থতার ধর্ণার জবাব দানের জন্যই বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল নিউইয়র্কে যাইতেছেন। এই প্রতিনিধিদল জাতিসংঘকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই কথাই জানাইয়া দিবেন যে বাংলার জনগণ ও সরকারের দৃষ্টিতে বাংলাদেশে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক বাহিনী প্রেরণের চেষ্টার উদ্দেশ্য হইতেছে হানাদার দুশমনদের সাহায্য করা। তাই এমন অবস্থার উদ্ভব হইলে মুক্তিযোদ্ধারা জাতিসংঘ পর্যবেক্ষকদের বিরুদ্ধেও চরম ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হইতে পারেন। প্রতিনিধিল বিশ্বসংস্থাকে সুস্পষ্টভাবে আরও জানাইয়া দিবেন যে, একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে বিনাশর্তে মুক্তিদান, বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতিদান, হানাদার পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনী প্রত্যাহার এবং জঙ্গী বর্বরতায় ক্ষতিগ্রস্তদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দানের পরই বিবেচনা হইতে পারে জঙ্গীশাহীর সঙ্গে কোন আপোষ মীমাংসার প্রশ্ন আলোচনা করা যায় কি না।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলার বাণী মুজিবনগর : ৪র্থ সংখ্যা	২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায় কি দেখিলাম

বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায় কি দেখিলাম —

অতি সম্প্রতি 'বাংলার বাণী'র একজন প্রতিনিধি বাংলাদেশের অধিকৃত অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা সফর করিয়া ফিরিয়ে আসিয়াছেন। সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের প্রতিনিধি যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহারই শেষ অংশ এখানে ছাপা হইল।

অধিকৃত এলাকায় পাক সেনারা যথেচ্ছভাবে স্থানীয় অবাঙালী কুলি-কামিন এবং চোর-ডাকাত গুণ্ডা-বদমায়েশদের লইয়া বদর, রাজাকার ও মুজাহিদ বাহিনী গঠন করিয়া চলিয়াছে। তাহাদের সহিত কিছু মুসলিম লীগ ও জামায়াতের গুণ্ডা-পাণ্ডাও জুটিয়াছে। তাহারা পাক বাহিনীর ছত্রছায়ায় থাকিয়া যে ঘৃণ্য কেলেংকারীর ইতিহাস সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে তাহা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। পাক বাহিনী নিজেরা যে কোন সম্মুখ সমরে গা বাঁচাইয়া চলিয়া প্রায়শঃই ইহাদিগকে মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দেয়। রাত্রিকালে পাক বাহিনী যেখানে শিবিরের বাহিরে আসিবার কল্পনাও করিতে পারে না সেখানে রাজাকার বা মুজাহিদ বাহিনীর লোকদের দিয়া শিবিরসমূহে নৈশকালীন পাহারা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সামান্য কয়েকদিন অনুশীলনীর পরই তাহাদিগকে ফ্রন্টে পাঠাইয়া দিয়া খান সেনারা নিজেরা নিরাপদ দূরত্বে গা বাঁচাইয়া অবস্থান করে। সে জন্য প্রতি ক্ষেত্রেই স্বল্প ট্রেনিংপ্রাপ্ত এইসব বালখিলারা হয় পালাইয়া প্রাণ বাঁচায় না হয় মুক্তিযোদ্ধাদের নিশ্চিত নিশানায় পরিণত হয়।

হাট-বাজার

অধিকৃত এলাকার হাট-বাজার প্রায় সবই কোনমতে চলিতেছে এবং জিনিস পত্রের দাম আগুন হইয়া উঠিয়াছে। অতি সম্প্রতি সেখানে লবণ প্রতি সের দুই টাকা হিসাবে এবং কিছুদিন আগে কেরোসিন তেল প্রতি টিন ৪৫ টাকা হইতে ৫২ টাকা পর্যন্ত বিক্রী হইয়াছে, ইদানিং তাহা কমিয়া ২৮ টাকা হইতে ৩২ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হইতেছে। চাউল আটা প্রায় হঠাৎ করিয়া বাজার হইতে উধাও হইয়া যায়। সাধারণ চাউলের দর এ সময় সাধারণত মণপ্রতি ৪২ টাকা হইতে ৪৮ টাকা পর্যন্ত হইয়া থাকে, বর্তমানে উহা ৬০ টাকার উপরে। গ্রামাঞ্চলে তাহাও পাওয়া দুষ্কর। এই সব নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং খাদ্যশস্যের এরূপ উর্ধ্বগতির কারণ কি এই সম্পর্কে জনৈক বাঙ্গালী ব্যবসায়ীকে প্রশ্ন করা হইলে তিনি জানান যে, প্রতিটি নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য শহর হইতে খরিদ করিয়া অবাঙ্গালী অধ্যুষিত এলাকায় মজুত করা হইতেছে। সামরিক বাহিনীর খাদ্যশস্য যথেষ্ট জমা হইয়া

যাওয়ায় তাহারা লুটপাট করিয়া নিজেরা না লইয়া অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করিয়া দিতেছে এবং সেইগুলি সৈয়দপুর, পার্বতীপুর, শান্তাহার, ঈশ্বরদি, খালিশপুর ইত্যাদি বিশেষ এলাকায় জমা করা হইতেছে। তাহাদের উদ্দেশ্য কি জানা ভার। ব্যবসায়ীটি আরো জানান, স্থানীয় হাট বাজারগুলির আড়তগুলিতে প্রথমদিকে যে লুটের তাণ্ডব চলিয়াছিল, সে তাণ্ডবে কোন বাঙ্গালী আড়তই রক্ষা পায় নাই।

বর্বররা হয় লুটপাট করিয়া মালামাল লইয়া গিয়াছে না হয় আড়ত অগ্নিদগ্ধ করিয়াছে। কাজেই ব্যবসায়ীরা রাতারাতি পথের ভিখারী হইয়া ব্যবসা গুটাইতে বাধ্য হইয়াছেন।

জনৈক গ্রামবাসীকে স্থানীয় হাটের ভয়াবহ অবস্থার কথা প্রশ্ন করিলে তিনি জানান প্রায়ই কিছু না কিছু রাজাকার ও পাকবাহিনী আসিয়া জোরপূর্বক দোকানদারের নিকট হইতে সাধ্যাতিরিক্ত অর্থ চাহিয়া বসে এবং অর্থদানে বিলম্ব ঘটিলে মারধর, খুন-জখম করিতেও দ্বিধাবোধ করে না। তাহারা সবকিছু লুটপাট করিয়া লইয়া যায়। ইহার ফলে কোন ব্যবসায়ীই আর নতুন জিনিস না কিনিয়া দোকান আপাততঃ বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন।

স্কুল-কলেজ

অধিকৃত এলাকায় স্কুল-কলেজগুলির অবস্থা চরম নৈরাশ্যজনক। স্কুলগুলিতে ৫০০-৬০০ ছাত্রের মধ্যে ২/১ জন ছাত্র মাঝে মধ্যে বেড়াইতে আসে। পড়াশোনার প্রশ্ন উঠে না। বোর্ডের ফাইনাল পরীক্ষা হলগুলিতে ছাত্রদের অনেক ভয়-ভীতি প্রদর্শন করাইয়াও মুষ্টিমেয় সংখ্যক ছাড়া কাহাকেও উপস্থিত করাইতে পাক বাহিনী ব্যর্থ হইয়াছে। যাহারা পরীক্ষায় উপস্থিত হয় নাই তাহাদের পিতামাতার নিকট কারণ দর্শাইবার নোটিশ যাইতেছে বলিয়া প্রকাশ। কলেজগুলিতে কিছু কিছু অবাঙ্গালী ছাত্র হাজিরা দেয় এবং এইসব অবাঙ্গালী ছাত্ররা প্রায়ই ক্লাসের দিকে না যাইয়া ক্যান্টিনও কমনরুমের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করিয়া কালক্ষেপ করে।

শহরের পথ-ঘাট

শহরের পথচারী প্রতিটি মানুষের চোখেমুখে আতঙ্কের ভাব পরিস্ফুট। পথচারী সকলেই প্রায় নিরাপত্তার ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কিত। শহরবাসীরা একান্ত বাধ্য না হইলে ঘর হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করেন না।

শহরের প্রায় বড় বড় দোকানগুলি তালাবদ্ধ হইয়াছে। দোকানগুলির সাইনবোর্ড ও বিজ্ঞাপনে নতুন উর্দু অক্ষর বসিয়াছে। বাঙালী পথচারীকে ব্যঙ্গ করিতেছে। রাতারাতি শহরের সকল সাইনবোর্ড ও মোটরগাড়ী, রিকশা নম্বর প্লেট বাংলা হইতে উর্দুতে লিখিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আওয়ামী লীগ সমর্থকদের বাড়ীঘর, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও দোকানপাটগুলি ইতিমধ্যে অবাঙালী ও জামাত মুসলিম লীগ সমর্থকদের মধ্যে নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করা হইয়াছে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলার বাণী মুজিবনগর : ৪র্থ সংখ্যা	২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	বাঙ্গালী কূটনীতিবিদদের আনুগত্য বদল অব্যাহত

ইয়াহিয়ার মুখে লাথি মারিয়া

বাঙ্গালী কূটনীতিবিদদের আনুগত্যবদল অব্যাহত

(কূটনৈতিক সংবাদদাতা)

বাংলাদেশে জঙ্গীশাহীর বর্বরতম গণহত্যার প্রতিবাদে ইসলামাবাদের বিদেশস্থ দূতাবাসের আরও একজন বাঙ্গালী কূটনীতিবিদ গত ১৩ই সেপ্টেম্বর জঙ্গীশাহীর চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া লন্ডনস্থ বাংলাদেশ মিশনে যোগদান করেন। তিনি হইতেছেন জনাব মহিউদ্দিন জোয়ারদার।

জনাব মহিউদ্দিন লাগোস এবং নাইজেরিয়াস্থ ইসলামাবাদ মিশনের চেন্সারী প্রধান ছিলেন এবং কখনও কখনও অস্থায়ী হাইকমিশনার হিসাবে কাজ করিতেন।

একই দিনে ম্যানিলাস্থ ইসলামাবাদ দূতাবাসের প্রধান জনাব খুররম খান পন্নী ইসলামাবাদ জঙ্গীশাহীর সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।

গত বৎসর মার্চ মাসে তিনি রাষ্ট্রদূত হিসাবে ম্যানিলা গমন করেন। তাঁহার পদত্যাগের পূর্বে হংকংস্থ ইসলামাবাদ মিশনের প্রধান জনাব মহসীন আলী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশের সমর্থনে এ পর্যন্ত বিদেশস্থ ইসলামাবাদ কূটনেতিক মিশনসমূহের ৪০ জন কূটনীতিবিদ ইসলামাবাদের সহিত তাহাদের সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন।

জনাব পন্নীর পদত্যাগের কারণ সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি এখনও কিছু বলেন নাই। অপর একটি সূত্র হইতে জানা যায়, সম্প্রতি ইসলামাবাদ কর্তৃপক্ষ তাহাকে ইসলামাবাদের ফিরিয়া যাওয়ার জন্য বার্তা পাঠাইয়াছিল।

জনাব পন্নীর পদত্যাগের পর এখন কেবল পিকিংয়েই ইসলামাবাদ জঙ্গীশাহীর বাঙ্গালী কূটনীতিবিদ অবশিষ্ট রহিল। পিকিংস্থ ইসলামাবাদ দূতাবাসের এই বাঙ্গালী কূটনীতিবিদ হইতেছেন জনাব কায়সার। জানা যায়, তিনিও ইসলামাবাদ জঙ্গীশাহীর কোপদৃষ্টিতে আছেন। কারণ ইয়াহিয়ার বাংলাদেশ নীতির প্রতি পিকিং সরকারের সমর্থনের ফলে বাঙ্গালী কূটনীতিবিদ জনাব কায়সার খুবই অসুবিধায় পড়িয়াছেন। তিনি আর নিজেকে পিকিংয়ের সহিত খাপ খাওয়াইতে পারিতেছেন না।

প্রকাশ, ইতিমধ্যেই তাহার গতিবিধির উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হইয়াছে। জনাব কায়সারকে হংকং যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হইতেছে না।

জনাব পন্নীর পদত্যাগের আভাষ পূর্বেই পাওয়া যায়। সম্প্রতি ম্যানিলায় প্রেসিডেন্ট ফার্ডিন্যান্ড মারকোসের নিকট হইতে একটি পদক গ্রহণ অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে জনাব পন্নী ইচ্ছাকৃত ভাবেই পাকিস্তান সরকার কথাটি একবারও উচ্চারণ করেন নাই।

জনাব পন্নী ম্যানিলায় বাংলাদেশ মিশন স্থাপন করিয়া তথায় বাংলাদেশের স্বীকৃতির জন্য কাজ চালাইয়া যাইবেন।

১৪ই সেপ্টেম্বর বি বি সি এর এক খবরে বলা হয়, ওয়াশিংটনস্থ ইসলামাবাদ মিশনের আরও কয়েকজন বাঙ্গালী কূটনীতিবিদ বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য বি বি সি এ সব বাঙ্গালী কূটনৈতিকদের নাম বা পদবী ঘোষণা করেন নাই।

এদিকে বাংলাদেশ সরকার ইসলামাবাদের যে সমস্ত বিদেশী দূতাবাসে এখনও বাঙ্গালী কূটনীতিবিদ রহিয়াছেন তাহাদের প্রতি আগামী এক পক্ষকালের মধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য নির্দেশ দান করিয়াছেন। উক্ত নির্দেশে আরও বলা হইয়াছে যে, যে সকল বাঙ্গালী কূটনীতিবিদ আগামী এক পক্ষকালের মধ্যে বিদেশী হানাদার ইসলামাবাদ সরকারের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে ব্যর্থ হইবেন তাঁহারা দেশদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এই গোপন নির্দেশ ইতিমধ্যেই ইসলামাবাদের বিদেশস্থ কূটনৈতিক মিশনের বাঙ্গালী কূটনীতিবিদদের নিকট পৌঁছিয়াছে। এই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে লন্ডন, ওয়াশিংটন এবং ম্যানিলাস্থ ইসলামাবাদ দূতাবাসের বাঙ্গালী কূটনীতিবিদগণ জঙ্গীশাহীর চাকুরী ইস্তফা দিয়া বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।

জনাব কায়সার এবং সিরিয়ার ইসলামাবাদের বাঙ্গালী দূত জনাব হুমায়ুন পন্নী ইসলামাবাদ চক্রের সহিত সম্পর্ক ছিন্নের সুযোগের অপেক্ষায় রহিয়াছেন।

এদিকে ইরানে নিযুক্ত ইসলামাবাদের সাবেক বাঙ্গালী রাষ্ট্রদূত জনাব ফতেহ ইসলামাবাদের অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছেন বলিয়া যে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করা হইয়াছে বালাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক ইহার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। তিনি ইসলামাবাদ চক্রের এই জঘন্য মিথ্যা অভিযোগে বিস্ময় প্রকাশ করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, জনাব ফতেহ ইসলামাবাদের অর্থ লইয়া আসিয়া বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশই কেবল পালন করিয়াছেন এবং বাংলাদেশের ন্যায্য প্রাপ্য যথাসময়ে বাংলাদেশের পক্ষ হইতে আদায় করিয়া লইয়াছেন।

তিনি আরো বলেন, উক্ত অর্থ এখন স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তহবিলে জমা হইয়াছে এবং উহা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ব্যয়িত হইবে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলার বাণী মুজিবনগর : ৫ম সংখ্যা	২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয় ইতিহাস আমাদেরই অনুকূলে

সম্পাদকীয়

ইতিহাস আমাদেরই অনুকূলে

স্বাধীন বাংলার জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নির্দেশে পরিচালিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ছয় মাস অতিক্রম হইয়াছে। গত ২৫শে সেপ্টেম্বর ছিল বীর প্রসবিনী বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার সুমহান সংগ্রামের অর্ধ-বর্ষ পূর্তির দিন। এই ছয়মাস বাঙ্গালী জাতি অতুলনীয় সাফল্যের সঙ্গে লড়াই করিয়াছে হানাদার পাঞ্জাবী উপনিবেশবাদী অমর শক্তির বিরুদ্ধে। এই ছয় মাসে দুর্ধর্ষ বাঙ্গালী জাতির কামান বন্দুক মেশিনগান দুশমনের মৃত্যু ঘন্টা বাজাইয়া সঘন গর্জনে বিস্মিত বিশ্ববাসীকে জানাইয়া দিয়াছে চিরদিন কাহারও কলোনী হইয়া, বাজার হইয়া, গোলাম হইয়া থাকার জন্য বাঙ্গালীর জন্ম হয় নাই। দুর্বিনীত বাঙ্গালী জাতি ছয় মাসের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধে অকল্পনীয় সাফল্যের সগর্ব ঘোষণায় সমগ্র পৃথিবীকে বুঝাইয়া দিয়াছে, জননী বাংলার স্বাধীনতার সোনালী স্বপ্নকে নস্যাৎ করিতে পারে এমন শক্তি পৃথিবীতে কাহারও নাই। টিকিয়া থাকার জন্যই স্বাধীন বাংলার জন্ম হইয়াছে।

বিগত ২৫শে মার্চ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হইলে জল্লাদ ইয়াহিয়া আর কসাই টিক্কাখান ৭২ ঘন্টার মধ্যে বাঙ্গালী জাতির এই অভ্যুত্থান, এই মুক্তিসংগ্রাম ধূলিস্মাৎ করিয়া দেওয়ার হাস্যকর খোয়াবে মাতিয়া উঠিয়াছিল। আর এজন্য হানাদার বাহিনী 'ক্রাস বেঙ্গলী প্রোগ্রাম' তৈরি করিয়া বাংলার দশদিগন্তে শহর নগর বন্দর জনপদে নিহত মানুষের উপর মারণাস্ত্র লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল নররক্ত লোভী হিংস্র হায়েনার আদিম বর্বরতায়। মানবেতিহাসের ঘৃণ্যতম জল্লাদ ইয়াহিয়ার লেলাইয়া দেওয়া ভাড়াটিয়া বাহিনীর সেই নজিরবিহীন নরমেধযজ্ঞ চলিয়াছে দিনের পর দিন। মুক্তিপাগল লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীর বুকের তাজা রক্তে বাংলার কাজল মাটি লালে লাল হইয়া গিয়াছে, অসংখ্য জনপদ বিধ্বস্ত হইয়াছে। অগণিত ঘর-বাড়ী সোনার সংসার পুড়িয়া ছাই হইয়াছে। চিরতরে নিভিয়া গিয়াছে অনেক ঘরের প্রদীপ। কিন্তু তবু বঙ্গবন্ধুর মুক্তিমন্ত্রে উজ্জীবিত দুর্ধর্ষ বাঙ্গালী জাতি এই প্রাগৈতিহাসিক বর্বরতার কাছে এই হিংস্র শক্তি প্রয়োগের কাছে মাথা নত করে নাই। বলদর্পী জালেমের পদতলে বিকাইয়া দেয় নাই আত্মার অন্তরঙ্গতম বাসনাকে, স্বাধীনতার অমোঘ স্পৃহাকে। শুধু তাই নয়, অমিত বিক্রমশালী বাংগালী জাতির প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণে ক্রমাগত নাস্তানাবুদ পর্যুদস্ত হইতে হইতে হানাদার বাহিনীর এখন মরণদশা সমুপস্থিত। বাংলার অসমসাহসী মুক্তিযোদ্ধাদের গোলার আঘাতে ইয়াহিয়া টিক্কার 'ক্র্যাস বেঙ্গলী প্রোগ্রাম' নিশ্চিহ্ন হইয়া কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। টিক্কা নিজেই ক্রাস হইয়াছে। ইয়াহিয়ার অবস্থাও না যায় প্রাণ কাকুতিসার কুপোকাৎ হওয়াটা শুধু সময়ের প্রশ্ন।

ছয় মাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বহুদূর আগাইয়া আসিয়াছে। মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ২৫ হাজার খান সেনা খতম হইয়াছে, অগণিত রাজাকার কচুকাটা হইয়াছে। হানাদার বাহিনীর বহু জাহাজ ধ্বংস হইয়াছে, পথ ঘাট, রেল সেতু বোমার আঘাতে উড়িয়া গিয়াছে। শক্তি হাতে কৃষ্ণদণ্ড ধরিয়া যুদ্ধবিক্ষত বাংলাদেশে 'স্বাভাবিক অবস্থা' ফিরাইয়া আনার সদম্ভ জল্লাদী ঘোষণাও চূড়ান্তভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে।

অবস্থা বেগতিক দেখিয়া পররাজ্যলোভী হানাদার জঙ্গীশাহী বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বিনষ্ট এবং মুক্তিযুদ্ধকে বানচাল করার উদ্দেশে বল্গাহীন অত্যাচার, অবিরাম মিথ্যা প্রচারণা এমনকি বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রহসনের আয়োজন করিয়া তাঁহার জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলার ঘৃণ্য তৎপরতায় লিপ্ত হইয়াছে। কিন্তু কিছুতেই ফল হই নাই। বাংগালী জাতির স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম আগাইয়া চলিয়াছে দ্রুত বেগে। প্রতিদিন নতুন নতুন এলাকা শত্রু মুক্ত হইতেছে। প্রতিদিন অধিকতর বিপর্যয় নামিয়া আসিতেছে হানাদার কসাই বাহিনীর ভাগ্যে। আজ প্রত্যাসন্ন পরাজয়ের মুখে দাঁড়াইয়া একদিনের দাম্ভিক জেনারেল ইয়াহিয়া তাহার নিজের ভাষায় 'দেশদ্রোহী' এবং 'পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দায়ে অভিযুক্ত' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়া হইলেও পাকিস্তানকে টিকাইয়া রাখার উদ্দেশ্যে আপোষের আরজি লইয়া দেশ দেশান্তরের দুয়ারে দুয়ারে ধর্ণা দিয়া বেড়াইতেছে। সুনিশ্চিত পরাজয়ের বিভীষিকা তাকে এমনই বেসামাল দিশাহারা করিয়া তুলিয়াছে যে, সে এই বাস্তব অবস্থাটাকেও উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না যে পাকিস্তান আর কোন দিন এক হইবে না। বিনাশর্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তি, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বীকৃতি, হানাদার সেনাবাহিনীর প্রত্যাহার এবং জঙ্গী বর্বতায় ক্ষতিগ্রস্তদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান না করা পর্যন্ত একটি মুহূর্তের জন্যও বাংলার আপোষহীন মুক্তিযোদ্ধাদের সমরাস্ত্রের ধ্বনি স্তব্ধ হইবে না।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যজনক অর্ধ বর্ষপূর্তির শুভলগ্নে আমরা আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অভিনন্দন জানাই। তাদের বীরত্ব, তাদের বিক্রম, তাদের মহান সংগ্রামী চেতনা গর্বে আমাদের বুক ভরিয়া দেয়। আমাদের ইতিপূর্বেকার বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করিয়া আমরা নির্দ্বিধায় বলতে চাই, বাংলার মাটি ও মানুষকে ভালোবাসিয়া, স্বাধীন বাংলার রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসিয়া তাঁহারই নির্দেশে যারা শত্রুর সঙ্গে জীবনপণ যুদ্ধে লিপ্ত, যারা জীবনকে বাজি রাখিয়া বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা এবং জল্লাদের কারাগার হইতে শেখ সাহেবকে ছিনাইয়া আনার গৌরবময় সংগ্রামের নির্ভীক সেনানী, তাদের জানাই হাজার সালাম। তাদের হাতের রাইফেল মেশিনগানের মধ্য দিয়াই হানাদার দুশমনের বিরুদ্ধে অস্ত্রের ভাষায় কথা বলিয়া উঠিয়াছেন লক্ষ লক্ষ শেখ মুজিব। মুক্তিযোদ্ধারা তাই বাংলার অগ্নিসন্তান— বাংলার শৌর্য্য, বাংলার সম্ভ্রম, বাংগালীর স্বাধীনতা স্পৃহার নির্ভুল প্রতীক— শেখ মুজিবের বিশ্বস্ততম প্রতিনিধি। আমরা আবার তাদের অভিবাদন জানাই জাতীয় বীর হিসাবে।

হানাদার দুশমনের বিরুদ্ধে সফল মুক্তিযুদ্ধের অর্ধ বর্ষপূর্তির এই শুভলগ্নে বাঙ্গালীর চিত্তেচিত্তে আজ নতুন করিয়া আবাহনী চলুক সেই শ্বাশত বিশ্বাস ও প্রত্যাশার, সংকল্প আর প্রতিজ্ঞার :

হানাদার দস্যুবাহিনী আর তার মুরব্বীদের সমরাস্ত্রনিসৃত গোলাবারুদের ধূম্রজালের আড়াল হইতে বঙ্গবন্ধু আর স্বাধীনতার রক্তসূর্যটাকে বাঙ্গালীজাতি ছিনাইয়া আনিবেই। আমরা—সংগ্রামী গণশক্তির সূর্য সম্ভাবনায় বিশ্বাসী। তাই আমরা বিশ্বাস করি, স্বাধীন বাংলা শত্রুমুক্ত হইবেই— শেখ মুজিব ফিরিয়া আসিবেনই। কারণ, ইতিহাস আমাদের অনুকূলে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলার বাণী মুজিবনগর : ৫ম সংখ্যা	২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়া না হলে ইয়াহিয়ার সকল উমেদারী ব্যর্থ হতে বাধ্য।

বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেওয়া না হইলে ইয়াহিয়ার সকল উমেদারী ব্যর্থ হইতে বাধ্য

(নিজস্ব ভাষ্যকার)

মুক্তি সংগ্রামের ছয়মাস পূর্ণ হইয়াছে। পঁচিশে মার্চের সেই ঘন কালো অন্ধকার রাত্রি হইতে বাংলাদেশ আজ উত্তীর্ণ হইয়াছে নতুন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের রক্তোজ্জ্বল সুপ্রভাতে। নব প্রভাতের আর বিলম্ব নাই। আক্রমণকারী উপনিবেশবাদী জঙ্গীশাহীর নৃশংস হীন আক্রমণের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ শুরু করিয়াছেন আমাদের দুর্জয় মুক্তিযোদ্ধারা। মুক্তিসংগ্রামে আত্মাহুতি দিয়াছেন লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী, রক্তস্রোতে প্লাবিত হইয়াছে বাংলার পবিত্র মাটি। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের বজ্রকঠিন শপথে আজ একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষাই সোচ্চার। এই আকাঙ্ক্ষা স্বাধীনতার চিরন্তন মন্ত্র, এই আকাঙ্ক্ষা বঙ্গবন্ধুর মুক্তি। জঙ্গীচক্র বাংলাদেশে জঘন্যতম আক্রমণ চালাইয়া ক্ষান্ত হয় নাই, লক্ষ লক্ষ নিরীহ অসহায় নর-নারীকে হত্যা করিয়াও তাহারা নিবৃত্ত হয় নাই। জঙ্গী চক্রের সীমাহীন ঔদ্ধত্য সকল সম্ভাবনার সীমারেখা ছাড়াইয়া গিয়াছে। তাহারা বাংলার মানস সন্তান অগ্নিপুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের বিচার প্রহসন অনুষ্ঠান করিবার দুঃসাহস প্রদর্শন করিয়াছে। কাণ্ডজ্ঞানহীন বাস্তবনীতি বিবর্জিত বিংশ শতাব্দীর জঘন্যতম নরপশু ইয়াহিয়া বিশ্ব জনমতকে উপেক্ষা করিয়া বঙ্গবন্ধুর গোপন বিচার প্রহসন চালাইয়াছে।

সম্প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের 'হিজ মস্টোরস ভয়েস' সংবাদপত্রসমূহ একটি খবর প্রকাশ করিয়াছে। এই খবরে বলা হইয়াছে বঙ্গবন্ধুর তথাকথিত গোপন বিচার শেষ হইয়াছে। ইতিমধ্যে জেনারেল ইয়াহিয়ার পশু সুলভ আচরণের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বে ধিক্কার ধ্বনি উচ্চকিত হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত কমনয়েলথ সংসদীয় সম্মেলনে অশগ্রহণকারী প্রতিনিধিরা একবাক্যে পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর নৃশংস গণহত্যার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। তাহারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে বিনাশর্তে মুক্তি দানের জন্য ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবি করিয়াছেন বিশ্বের বিবেকবান মানুষেরা। সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশ সম্পর্কে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে সেই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিরা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি দাবী করিয়াছেন।

রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উথান্ট বাংলাদেশ সমস্যা সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, বাঙালীদের সাহায্য করা বিশ্ববাসীর নৈতিক দায়িত্ব।

মৃত পাকিস্তানের হত্যাকারী ইয়াহিয়া এখন মারাত্মক সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে বাঙালীদের প্রতিরোধ ভাঙ্গিয়া দিয়া বাঙলার প্রাণশক্তিকে ধ্বংস করিবার যে

দম্ভোক্তি ইয়াহিয়ার সেনাধ্যক্ষ টিক্কা খান করিয়াছিল সেই ধিকৃত টিক্কা খান পরাজয়ের কালিমা মুখে লইয়া চোরের মতো পশ্চিম পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে।

ইয়াহিয়ার বাদশাহী খোয়াব চিরতরে মিলাইয়া গিয়াছে শূন্যে। এই অবস্থায় পরিপ্রেক্ষিতে জেনারেল ইয়াহিয়ার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কি হইবে তাহা লইয়া ইতিমধ্যে জল্পনা-কল্পনা শুরু হইয়া গিয়াছে। ইসলামাবাদের সংশ্লিষ্ট কূটনৈতিক মহলের ধারণা শীঘ্রই বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রহসনের রায় ঘোষণা করা হইবে এবং জেনারেল ইয়াহিয়া এই রায় ঘোষণার পর নাটকীয় কোন ঘোষণা করিতেও পারে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষেরা স্পষ্টভাষায় জানাইয়া দিয়াছেন বিনাশর্তে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি দেওয়া না হইলে এবং বাংলাদেশের মাটি হইতে হানাদার পাকিস্তানী সেনাদের প্রত্যাহার করা না হইলে বাংলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসার কোন সম্ভাবনা নাই। আর ইয়াহিয়ার সাধের পশ্চিম পাকিস্তানও সর্বনাশের এই লেলিহান অগ্নিশিখা হইতে পরিত্রাণ পাইবে না।

দখলীকৃত এলাকার পাকিস্তানী সৈন্যদের ঘাটির উপর মারাত্মক পাল্টা আক্রমণ শুরু করিয়াছেন বাংলার তরুণ যোদ্ধারা। গেরিলা আক্রমণের হাত হইতে রাজধানী ঢাকা শহরও আজ আর নিষ্কৃতি পায় না। প্রতিদিন হানাদার সেনারা তাহাদের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের অব্যর্থ বুলেট স্থির লক্ষ্যে ছুটিয়া যাইয়া নরপশুদের বক্ষভেদ করিয়া চলিয়াছে প্রতি মুহূর্তে।

ইয়াহিয়ার সঙ্কট আজ সীমাহীন। এই মারাত্মক সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ইয়াহিয়া ও তাহার সহচরেরা মস্কো, ওয়াশিংটন, তেহরানসহ বহু রাজধানী পরিক্রমা করিয়াছে। কিন্তু আশার আলো কোথাও নাই।

এক্ষণে আপোষমূলক আলোচনা চালাইবার জন্য ইয়াহিয়া ধর্ণা দিয়াছে ইরানের শাহের দরবারে। সম্প্রতি তেহরানে গিয়া ইয়াহিয়া খান নিজে এই আপোষের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছে। কিন্তু ইরানের শাহ ইয়াহিয়াকে কোন আশার বাণী শোনাইতে পারেন নাই।

বাংলাদেশের নেতারা সুস্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিয়াছেন বঙ্গবন্ধুকে মুক্তিদান না করিলে আলোচনার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

কূটনৈতিক মহলের ধারণা ইয়াহিয়ার সকল উমেদারী ব্যর্থ হইতে বাধ্য, যদি না বঙ্গবন্ধুকে বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়া হয়।

জানা গিয়াছে, ভারত ইরানের শাহকে জানাইয়া দিয়াছে বাংলাদেশ সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে বাংলাদেশের নির্বাচিত গণ নেতারাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী। ভারত এই ব্যাপারে কিছুই করিতে পারে না। অতএব ইয়াহিয়া যদি সত্যই আপোষ চায় তবে তাহাকে বাংলাদেশ সরকারের সহিত আলোচনায় বসিতে হইবে। বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করিয়াছেন স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ আজ ইতিহাসের বাস্তব সত্য। এই সত্যকে স্বীকার না করিয়া কোন আলোচনা হইতে পারে না।

পাকিস্তানের মারাত্মক আর্থিক সংকট, ধ্বংসোন্মুখ অর্থনীতি, বেলুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুর ব্যাপক গণ-অসন্তোষ এবং সম্ভাব্য সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থান আজ অক্টোপাসের মত ঘিরিয়া ধরিয়াছে ইসলামাবাদের সাধের সিংহাসনকে।

ইরান অথবা পাকিস্তানের অন্যান্য তথাকথিত বন্ধু রাষ্ট্র এই দুর্দিনে জঙ্গীশাহীকে বাস্তব সাহায্য দিতে সক্ষম নয়। চীনের ভূমিকা আরো অস্পষ্ট।

জানা গিয়াছে ইরান জানাইয়া দিয়াছে ইয়হিয়ার পক্ষে এখন নতি স্বীকার করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি দিয়া কোন ফল হইবে না।

জাতিসংঘের চলতি অধিবেশনে বাংলাদেশ সমস্যা প্রধান আলোচ্য বিষয় হইবে বলিয়া কূটনৈতিক মহল আশা প্রকাশ করিয়াছেন এবং বলাবাহুল্য ইসলামাবাদের জঙ্গীচক্র জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে মারাত্মক আক্রমণের সম্মুখীন হইবে।

এই অবস্থায় 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' বলিয়া জেনারেল ইয়াহিয়া ছটফট করিয়া মরিতেছে। কিন্তু ইতিহাসের রায় ইয়াহিয়ার পাঠ করা উচিত। দেওয়ালের লিখন আজ সুস্পষ্ট—স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ এই শতাব্দীর ঘটনাবহুল ইতিহাসের আর একটি বাস্তব সত্য।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলার বাণী মুজিবনগর : ৫ম সংখ্যা	২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	অধিকৃত এলাকায় বুদ্ধিজীবীদের উপর দমননীতি অব্যাহত

অধিকৃত এলাকায় বুদ্ধিজীবীদের উপর দমন নীতি অব্যাহত

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

দখলীকৃত এলাকার অসামরিক গভর্নর ডাঃ মালেকের সরকারকে শিখণ্ডী খাড়া করিয়া বর্বর জঙ্গীশাহী সরকার বাঙালী শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের উপর অব্যাহতভাবে দমননীতি চালাইয়া যাইতেছে।

সম্প্রতি জল্লাদী বর্বরতার শিকার হইয়াছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও ইসলামের ইতিহাসের অধ্যক্ষ ডঃ হাবিবুল্লা, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মনিরুজ্জামান ও ইমিরিটাস অধ্যাপক ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক। তাঁহাদিগকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। ডঃ মনিরুজ্জামান আগামী ছয় মাস কোন সরকারী বা বেসরকারী চাকুরী করিতে পারিবেন না বলিয়া হুকুম জারী হইয়াছে।

ইহা ছাড়া রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকিবার অভিযোগে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডঃ কুদরত-ই-খুদা, ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম ও ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীকে হুঁশিয়ার করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইতিপূর্বে ডঃ আবুল খায়ের, জনাব রফিকুল ইসলাম, জনাব শহীদুল্লাহ্ প্রমুখ বিশিষ্ট অধ্যাপক ও কয়েকজন বুদ্ধিজীবীকে গ্রেফতার করা হইয়াছে।

অন্য এক সংবাদে প্রকাশ, বেশ কিছুদিন পূর্বে জঙ্গীশাহীর বর্বর সৈন্যরা মর্নিং নিউজের চীফ রিপোর্টার জনাব শহীদুল হক, ঢাকা বেতারের সাইফুল বারি এ পি পি'র জনাব মোজাম্মেল হক ও পি পি আই-এর নাজমুল হক সহ বেশ কয়েকজন সাংবাদিককে ধরিয়া লইয়া যায়। পরে তাহাদের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

সামরিক সরকার বাঙালী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বিশ্বাস করতে না পারিয়া পশ্চিম পাকিস্তান হইতে অবাঙ্গালী চীফ সুপারিনটেন্ডেন্ট অব পুলিশ ও চীপ সেক্রেটারী আমদানী করিয়াছে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলার বাণী মুজিবনগর : ৫ম সংখ্যা	২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও বিশ্বরাজনীতি

পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও বিশ্ব রাজনীতি

বাংলাদেশের দখলীভূত এলাকা থেকে জবর খবর এসেছে। তাবেদার লাট মল্লিকের একজন পেয়ারা মন্ত্রীকে মুক্তি যোদ্ধাদের গেরিলা ইউনিট হাতবোমা মেরে পঙ্গু করে দিয়েছে। অধিকৃত ঢাকা বেতার কেন্দ্রের খবরে স্বীকার করা হয়েছে, মন্ত্রীবরের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এই খবর লেখার সময় পর্যন্ত জানা গেছে দালাল সংজ্ঞাহীন অবস্থায় হাসপাতালে রয়েছে।

ডাঃ মালিক ওরফে মল্লিকের রসজ্ঞান খুব টনটনে। সম্ভবতঃ শৈশবে এই দাঁতের ডাক্তার হারাধনের দশটি ছেলের ছড়া পাঠ করেছিলেন। তাই বেছে বেছে তার দালাল মন্ত্রীসভায় সে দশটি দালাল গ্রহণ করেছে। এই দশ দালালের অবস্থা যে কার্যক্রমে হারাধনের দশ ছেলের মত হবে, এ বিষয়ে বাংলাদেশের একজন বালকের মনেও আজ কোন সন্দেহ নেই। হারাধনের দশ ছেলের ছড়ায় আছে—

'হারাধনের দশটি ছেলে
ঘোরে বনময়
একটি গেলো বাঘের পেটে
রইলো বাকি নয়।'

মুক্তিযোদ্ধারা এই ছড়াটিকে একটু ঘুরিয়ে এখন বলতে পারেন,

মালিক মিয়ার দশটি দালাল
ঘোরে ঢাকাময়
একটি গেলো গ্রেনেড খেয়ে
রইলো বাকি নয়।

বাকি নয়টি আস্তে আস্তে যাবে। মীরজাফরের নিমক হারামের দেউরির মত তাদের বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না। এটা ইতিহাসের অমোঘ বিধান।

এবার মুক্তিযুদ্ধের খবর কিছু বলি। একটি বিদেশী সংবাদ সংস্থা খবর দিয়েছেন, যশোরে দত্ত কবি মাইকেলের স্মৃতিপূত সাগরদাড়ি এখন্ন মুক্ত এলাকা। সেখানে মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীন বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলছেন। খুলনার সুন্দরবন এলাকায় একটি হানাদার ঘাঁটিতে আক্রমণ চালিয়ে মুক্তি সংগ্রামীরা একশোর মত হানাদার দস্যু খতম করেছেন। রংপুরের চাষারহাট ও পাটগ্রামে উড়ছে স্বাধীন বাংলার পতাকা। বিদেশী সংবাদপত্রের খবরে প্রকাশ, বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শেখ আবু নাসের সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন, সম্প্রতি খুলনা বন্দরে বার হাজার টনের একটি জাহাজ ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে। মুক্তি সংগ্রামীরা চট্টগ্রাম বন্দরে আরো ১৮টি জাহাজ ডুবিয়েছে।

অসামরিক প্রশাসন ও পুনর্বাসন

একদিকে দেশকে হানাদার বাহিনীর কব্জা মুক্ত করার জন্য মরণপণ সংগ্রাম, সেই সঙ্গে অন্যদিকে চলছে মুক্ত এলাকায় স্বাধীন বাংলাদেশের অসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং ভারত থেকে শরণার্থী ফিরিয়ে নিয়ে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা। বঙ্গবন্ধুর ভ্রাতা প্রকাশ করেছেন মিত্ররাষ্ট্র হিসাবে ভারত সরকার যদি চার মাসের খাদ্যের ব্যবস্থা করেন, তাহলে বাংলাদেশ সরকার এখনই অন্ততঃ ১৫ হাজার শরণার্থীকে মুক্ত এলাকায় ফিরিয়ে নিয়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবেন। সম্প্রতি জনৈক বিদেশী সাংবাদিক ভারতের মেঘালয় রাজ্যে অবস্থিত একটি শরণার্থী শিবির পরিদর্শনের সময় শরণার্থীদের জিজ্ঞাসা করেন, তারা দেশে ফিরতে প্রস্তুত কিনা ? শরণার্থীরা একবাক্যে জবাব দেন, একমাত্র বঙ্গবন্ধু আহবান জানালেই তারা দেশে ফিরতে পারেন। নইলে ইয়াহিয়া কিম্বা তার কোন তাবেদারকে তারা বিশ্বাস করতে রাজি নন।

ঢাকা এখনই মুক্ত এলাকা হতে পারে

পূর্ব রণাঙ্গণে যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের জনৈক কমান্ডার এক ঘরোয়া সাংবাদিক সাক্ষাতকারে প্রকাশ করেছেন, বর্তমানে মুক্তি সংগ্রামীদের শক্তি দক্ষতা এতটা বেড়েছে যে, তারা ইচ্ছে করলে আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে কুমিল্লা থেকে শুরু করে ঢাকা শহর পর্যন্ত সাতদিনে মুক্ত করতে পারেন। কিন্তু তারা আশঙ্কা করেন, তাদের এই আকস্মিক হামলায় দখলীকৃত এলাকায় বহু বাঙ্গালী ভাইবোনও ধ্বংস হতে পারেন। তাই তারা ভ্রাতৃরক্তপাত পরিহারের উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত রয়েছেন। অন্যদিকে হানাদার বাহিনীর হাতে শক্তিশালী বিমান বহর থাকায় তাদের পক্ষে কুমিল্লা বা ঢাকা হাতছাড়া হওয়ার পরও সেখানে ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করা সম্ভব হবে। যেমন সম্ভব হয়েছে মার্কিনীদের পক্ষে ভিয়েতকংদের হাতে পরাজিত হওয়ার পরও ভিয়েতনামে বিমান হামলা চালিয়ে বিপুলভাবে জীবন ও সম্পত্তির ক্ষয়-ক্ষতি করা। মুক্তিযোদ্ধারা তাই বিশ্বের অন্ততঃ কয়েকটি বন্ধুরাষ্ট্রের কাছ থেকে স্বাধীন বাংলার স্বীকৃতির অপেক্ষা করছেন। এই স্বীকৃতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে বিমানসহ আধুনিক সমরাস্ত্র সংগ্রহ যেমন সহজ হবে, তেমনি বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যও অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে।

আরব বিশ্বে হাওয়া বদল

বিশ্বের ছয়টি মহাদেশের ২৫টি দেশের ৬৫ জন প্রতিনিধি নয়াদিল্লীতে আয়োজিত বাংলাদেশ সম্পর্কিত বিশ্ব-সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন, এই খবর 'বাংলার বাণী'র পাঠকদের আগেই জানানো হয়েছে। এই সম্মেলনে যোগদানকারী কায়রোর 'আল আহরাম' পত্রিকার সম্পাদকীয় বোর্ডের একজন বিশিষ্ট সদস্য বলেছেন, বাংলাদেশ সম্পর্কে ইয়াহিয়া সরকার আরব দেশগুলোতে সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর প্রচারণা চালিয়েছে এবং আরবদের মনে বাঙালীদের বিরুদ্ধে জাতি বিদ্বেষ সৃষ্টির চেষ্টা করছে। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে, ততই আরব জনগণ বুঝতে পারছেন, বাংলাদেশ সমস্যার একমাত্র সমাধান ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসের নির্বাচন বিজয়ীদল আওয়ামী লীগ ও তার অবিসম্বাদিত নেতা শেখ মুজিবর রহমানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্যে নিহিত রয়েছে।

সিরিয়ার এক সাংবাদিক স্পষ্ট ভাষাতেই বলেছেন, আমরা সিরিয়াবাসীরা আঞ্চলিক দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে এক সময় যুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের অঙ্গদেশ মিসর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছি। সিরিয়া ও মিসরের জনগণ একই ভাষাভাষী এবং একই ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ। এ সত্ত্বেও মিসর থেকে সিরয়ার বিচ্ছিন্নতার যদি ইসলাম ধর্ম বিপন্ন না হয়ে থাকে তাহলে পাকিস্তান থেকে দু'হাজার মাইল দূরে অবস্থিত ভিন্ন ভাষাভাষী বাংলাদেশ স্বাধীনহয়ে গেলে ইসলাম বিপন্ন হয় কি করে?

আরব দেশীয় সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের এসব মন্তেব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কায়রো, বৈরুত, দামাস্কাস প্রভৃতি প্রধান প্রধান আরব রাজধানীর রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল মনে করছেন, বাংলাদেশ সমস্যা সম্পর্কে আরব জনগণ ক্রমশঃই সজাগ হয়ে উঠেছেন, এবং ইয়াহিয়া চক্রের স্বরূপ তাদের কাছে ধরা পড়ে যাচ্ছে।

জাতিসংঘ কি করিবে?

গত ২১শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের যে ২৬তম অধিবেশন শুরু হয়েছে, তাতে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ উঠবে, অথবা বাংলার বাণীর এ সংখ্যা প্রকাশের আগেই উঠে গেছে এমন সম্ভাবনা রয়েছে। সম্মেলনের সভাপতি ইন্দোনেশিয়ার সামরিক জান্তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ আদম মালিক— যতই অনীহার ভাব দেখান সোভিয়েত ইউনিয়ন, ক্যানাডা, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি দেশ দৃঢ়ভাবে বাংলাদেশ সমস্যার কথা পরিষদের অধিবেশনে বলবেন এমন একটা আস্থার ভাব পরিষদীয় লবীতেও নাকি দেখা যাচ্ছে। জাতিসংঘের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিষদের বৈঠকেও বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি উঠবে। বিশ্বময় এই ধিক্কার ধ্বনির মধ্যে ইয়াহিয়া চক্র এখন কানকাটা কুকুরের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। জাতিসঙ্ঘের সমর্থন লাভের আশায় তারা ধর্ণা দিয়েছে রাজতন্ত্রী মরক্কো সরকারের দরবারে।

জাতিসঙ্ঘ বাংলাদেশ সমস্যায় উল্লেখযোগ্য কিছু করবেন অথবা করতে পারবেন, এমন আশা বাংলাদেশের মানুষ করেন না। ভিয়েতনাম, এঙ্গোলা, মোজাম্বিক, বায়াফ্রা সমস্যায় জাতিসঙ্ঘের নিস্ক্রিয় ও নৈরাশ্যজনক ভূমিকা বিশ্বের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে। সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী নর-নারী তাই মনে করে, তাদের সমস্যার ফলপ্রসু সমাধান হবে রণাঙ্গনে— জাতিসঙ্ঘের বিতর্ক সভায় নয়।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলার বাণী মুজিবনগর : ৫ম সংখ্যা	২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	সশস্ত্র যুদ্ধে বাংগালীদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে— আঁদ্রে মালরো

রাসেলের শূন্য স্থানে আঁদ্রে মালরো

সশস্ত্র যুদ্ধে বাংগালীদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে

(নিজস্ব নিবন্ধকার)

বিশ্ব-বিবেকের কণ্ঠস্বর বার্ট্রান্ড রাসেল আজ আর নাই। কিউবা সঙ্কট, ভিয়েতনাম যুদ্ধ প্রভৃতি ঘটনার সময় এই মহামনীষী বিশ্ববিবেকের পক্ষ হইতে প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। তিনি সেদিন নামিয়াছিলেন পথে। উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া বলিয়াছিলেন মানুষের ভবিষ্যত বলিয়া যদি কিছু থাকে, তবে বিশ্বের দেশে দেশে মানবতার বিরুদ্ধে যে জঘন্য অপরাধ অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা বন্ধ করিতে হইবে, অপরাধীকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিতে হইবে।

কিন্তু আজিও পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হয় নাই। অত্যাচারী হানাদার হিংস্র হায়েনারা আজো পৃথিবীর দেশে দেশে মানবতার বিরুদ্ধে নৃশংসতম ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তে লিপ্ত রহিয়াছে। প্রতি মুহূর্তে প্রতি ঘটনায় মানবতার চরম অপমান ঘটিতেছে। আজিকার দিনে আবার বিশ্ববাসীর সামনে একটি প্রশ্ন সবচেয়ে বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। এই প্রশ্ন, মানবজাতির ভবিষ্যৎ কি ? পৃথিবীতে কি চিরকাল সাম্রাজ্যবাদী জুলুমবাজরাই রাজত্ব করিয়া যাইবে ?

ইহার একটি মাত্র উত্তর হইল, না। বিশ্বের স্বাধীনতাকামী শান্তিকামী জনতা বজ্রকঠোর স্বরে ঘোষণা করিতেছে, না ইহা হইতে পারে না।

আজ তাই বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণের পাশে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন ফ্রান্সের বিখ্যাত লেখক মিঃ আঁদ্রে মালরো। ফ্রান্সের পৃথিবী বিখ্যাত ঔপন্যাসিক জাঁ পল সাত্রে মানবতার এই দুঃসহ অপমানের দিনে আগাইয়া আসেন নাই, আগাইয়া আসিয়াছেন ফরাসী প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতা মঁশিয়ে আঁদ্রে মালরো। আগাইয়া আসিয়াছেন বিশ্বের বহু দেশের অসংখ্য সচেতন মানুষ।

বাংলাদেশের জনগণের সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম আজ চরম অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, বাংলার মানুষের অপূর্ব আত্মদান আজ সমগ্র পৃথিবীতে তুলিয়াছে অভূতপূর্ব সাড়া। ফ্রান্সের প্রাক্তন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী মিঃ আঁদ্রে মালরো বাংলাদেশের জনগণের পাশে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিবার সংকল্প প্রকাশ করিয়াছেন। আঁদ্রে মালরোর এই ঐতিহাসিক ঘোষণা পৃথিবীর মানুষকে অবাক করিয়া দিয়াছে। আঁদ্রে মালরো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর ফ্রান্সের অবিসংবাদিত গণনায়ক জেনারেল দ্যগলের মন্ত্রী পরিষদের সদস্য ছিলেন।

মঁশিয়ে মালরো ফ্রান্সের একজন বিখ্যাত লেখক। আর সম্ভবতঃ ফ্রান্সই একমাত্র দেশ, যেখানে এখনো বুদ্ধিজীবী, শিল্পী সাহিত্যিক ও কবিরা চিত্রতারকাদের চাইতে অনেক

অনেক বেশী জনপ্রিয়। ৬৯ বৎসর বয়স্ক ফরাসী লেখক মালরোর ঘোষণা তাই সমগ্র ফরাসীদেশে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। কূটনৈতিক মহল এই ঘটনার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। আঁদ্রে মালরো জীবনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছেন। স্পেনে স্বৈরাচারী জেনারেল ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে তিনি আন্তর্জাতিক বাহিনীতে যোগদান করিয়াছিলেন, চীনের গৃহযুদ্ধেও তিনি যুদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু আঁদ্রে মালরোর কৃতিত্ব তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফ্যাসিস্ট জার্মান বাহিনীর বিরুদ্ধে ফরাসী প্রতিরোধ বাহিনীর অন্যতম সংগঠক। মালরো তাহার জীবনের এই সব সংগ্রামী ঘটনার পটভূমিতে রচনা করিয়াছেন, অসাধারণ উপন্যাস। তিনি ১৯৬৯ সালে জেনারেল দ্য গলের পরাজয়ের পর সক্রিয় রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্যগল পন্থীদের মাঝে তাহার প্রভাব অত্যন্ত বেশী। মঁশিয়ে মালরো ফ্রান্সের রাজনৈতিক ও সামাজিক জগতের অন্যতম প্রতিভাবান প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা সর্বোদয় নেতা শ্রী জয় প্রকাশ নারায়ণের কাছে এক চিঠিতে তিনি লিখিয়াছেন— 'পাকিস্তানী জঙ্গীচক্র যে সময়ে ট্যাঙ্ক ও সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে বাংলাদেশের জনগণের উপর পশুসুলভ বর্বর আচরণ অব্যাহত রাখিয়াছে— তখন আবেদন-নিবেদন কিংবা সম্মেলন করিয়া কোন ফল হইবে না।'

'লা ফিগারো' পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের উপর জোর দিয়া মঁশিয়ে মালরো লিখিয়াছেন, আবেদন নিবেদনের দিন শেষ হইয়াছে। আজ ইসলামাবাদের জঙ্গীশাহীর বর্বতার একমাত্র জবাব সশস্ত্র সংগ্রাম। বাংলার জনগণকে যদি কেউ সত্যিই সাহায্য করিতে চান— তবে তাহাকে সশস্ত্র যুদ্ধে বাঙালীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে।'

আঁদ্রে মালরোর এই প্রত্যয় দৃঢ় ঘোষণা ফ্রান্সের রাজনৈতিক মহলে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় একই সাথে ইহা দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে।

আঁদ্রে মালরো ইতিমধ্যে জানাইয়াছেন— তিনি তাহার ঘোষণা সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রদান করিবেন। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামী জনগণের সাহায্যে তাঁহার ভবিষ্যত কর্মপন্থা তিনি এই বিবৃতিতে উল্লেখ করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

সম্প্রতি মঁশিয়ে মালরোর সহিত যাহারা সাক্ষাৎ করিয়াছেন তাঁহারা বলেন, প্যারিসের বাইরে তার নিজের বাড়িতে তিনি এখন অবসর জীবন যাপন করিতেছেন। কিন্তু বাংলাদেশ সম্পর্কে সর্বশেষ সংবাদটিও তাহার জানা এবং মঁশিয়ে মালরোর দৃঢ় ধারণা বিশ শতকের সত্তর দশকে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি নির্যাতিত, নিপীড়িত জনতার এই নব-উত্থান ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা।

সত্তর বছরের এই বৃদ্ধ মানুষটি তাই বলিয়াছেন— আমি বাংলাদেশের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিতে চাই। মানবতার সপক্ষে নিপীড়িত জনতার এই সংগ্রাম একটি মহান সংগ্রাম। তিনি বলেন, আমি বৃদ্ধ, হয়তো পদাতিক হিসাবে যুদ্ধ করার সামর্থ্য আমার হইবে না। 'তবে ট্যাঙ্কে চড়িয়া আমি পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার পশুদের মোকাবেলা করিবার শক্তি রাখি।'

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, 'দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক দুনিয়ার ঘটনাবলীর পটভূমিতে বিচার করিলে বুঝা যায়— তৎকালীন সময়ে অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ সম্ভবপর হইয়াছিল। কিন্তু আজ সেই সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত'। আমাদের চোখের সামনে রহিয়াছে ভিয়েতনামের দৃষ্টান্ত।

বাংলাদেশের মানুষকে আজ উপলব্ধি করিতে হইবে— যে জঘন্য পশুশক্তির বিরুদ্ধে বাঙালীরা রুখিয়া দাঁড়াইয়াছেন সেই পশুশক্তি ইতিহাসের ঘৃণ্যতম নরপশু। বাঙালীকে আজ সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমেই মুক্তি সংগ্রামকে চূড়ান্ত সফলতার দিকে নিয়া যাইতে হইবে।

বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের সামনে আর অন্য কোন পথ নাই।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলার বাণী	৫ অক্টোবর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
মুজিবনগর : ৬ষ্ঠ সংখ্যা		সর্বশেষ জল্লাদী ষড়যন্ত্র

সম্পদকীয়

সর্বশেষ জল্লাদী ষড়যন্ত্র

ইতিহাসের কি বিচিত্র পুনরাবৃত্তি।

দুইশত বছর আগে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য 'ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি' উদ্ভাবন করিয়াছিল। এই পলিসি অনুসারেই তারা সুচতুর কৌশলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া, 'বঙ্গভঙ্গ' করিয়া নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিতে বহুলাংশে সক্ষমও হইয়াছিল। তারপর দীর্ঘদিন কাটিয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে বৃটিশরা বিদায় নিয়াছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের সেদিনের ঔপনিবেশিক স্বার্থরক্ষার তাগিদে অনুসৃত বিভেদ নীতির বিষাক্ত ছোবলের ক্ষতচিহ্ন এই উপমহাদেশের বুক হইতে আজিও নিঃশেষে মুছিয়া যায় নাই। সেই যে বৃটিশ আমলে বাংলা বিভক্ত হইয়াছে, ঘুরিয়া ফিরিয়া উহা দ্বিখণ্ডিতই রহিয়া গিয়াছে—জোড়া লাগে নাই, লাগিবেও না।

আর আশ্চর্য! দুইশত বৎসর পরে বাংলাদেশে পাঞ্জাবী উপনিবেশবাদী শাসন অব্যাহত রাখার জন্য জঙ্গীশাহী আজ সেই একই সনাতনী বৃটিশ বিভেদ নীতিকেই তুরূপের তাস হিসাবে ব্যবহার করিতে উদ্যত হইয়াছে।

পররাজ্যলোভী পশ্চিম পাকিস্তানী শাসককূলের এই জঘন্য দুরভিসন্ধিটির প্রতিফলন ঘটিয়াছে জল্লাদ ইয়াহিয়ার প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের খসড়ায়। এই খসড়ায় বৃটিশ বিভেদ নীতিরই অনুসরণে বাংগালী জাতির মধ্যে বিভেদ, বিদ্বেষ এবং শত্রুতার মনোভাব সৃষ্টির জন্য একদিকে হিন্দুদের ভোটাধিকার হরণ এবং অপরদিকে বাংলাদেশের অধিকৃত অঞ্চলকে তিনটি প্রদেশে ভাগ করার দুরভিসন্ধিমূলক সুপারিশ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

পশ্চিম পাকিস্তানী জঙ্গী সরকারের বেসরকারী মুখপাত্র পাকিস্তান টাইমসে ইয়াহিয়া খানের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের একটি খসড়া প্রকাশিত হইয়াছে। জঙ্গী শাসনের অধীনস্থ জনগণের উপর চাপাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে একটি শাসনতন্ত্র রচনার জন্য ইয়াহিয়া খান কিছুদিন আগে যে কমিটি নিয়োগ করিয়াছিল সেই কমিটি খসড়া শাসনতন্ত্র রচনার অপকর্মটি সম্পন্ন করিয়াছে। পাকিস্তান টাইমসের রিপোর্ট অনুযায়ী খসড়াটিতে হিন্দুদের ভোটাধিকার হরণ করা হইয়াছে। কারণ স্বরূপ বলা হইয়াছে যে, হিন্দুদের ভোটের জোরেই আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জিতিয়া পাকিস্তানকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিয়াছে। সুতরাং হিন্দুদের ভোটাধিকার থাকা উচিত নয়। খসড়া শাসনতন্ত্রে বলা হইয়াছে আওয়ামী লীগের কোন লোক দলের নামে বা বেনামে কোনদিন পাকিস্তানের কোন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না। সব চাইতে উল্লেখযোগ্য বিষয়, জল্লাদী শাসনতন্ত্রে

বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকাকে তিনটি পৃথক প্রদেশে বিভক্ত করার পরিকল্পনা সংযোজিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী প্রদেশ গঠিত হইবে এবং প্রত্যেক প্রদেশের পৃথক আইন পরিষদ থাকিবে।

প্রত্যেক প্রদেশে গভর্নর থাকিবে এবং গভর্ণরই মন্ত্রীদের নিয়োগ করিবে।

জঙ্গীশাহীর রাজত্বে এখন কড়া প্রেস সেন্সরশীপ। তাছাড়া পাকিস্তান টাইমস সরকার সমর্থক পত্রিকা। আর ইয়াহিয়ার নিজের নিয়োগ করা কমিটি তার হুকুম মতই শাসনতন্ত্রের খসড়া তৈরি করিয়াছে ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। সুতরাং ধরিয়া নেওয়া যায়, পাকিস্তান টাইমসে যে খসড়া শাসনতন্ত্রের বিবরণী ছাপা হইয়াছে, উহাই প্রকৃত জল্লাদী শাসনতন্ত্র। বাংলাদেশ এখন আর ইয়াহিয়া খানদের খাস তালুক নয়। বাংলাদেশ এখন একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। তাই বাংলাদেশের ব্যাপারে জঙ্গীশাহী কোন কথা বলিলে তা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নির্লজ্জ হস্তক্ষেপেরই সামিল হইবে। সে কারণেই ইয়াহিয়ার শাসনতান্ত্রিক ফর্মুলা নিয়া আমাদের কোন মাথাব্যাথা নাই। কিন্তু তবু এ ব্যাপারে মন্তব্য করিতেছি আমরা শুধু এই কারণে যে, জল্লাদের এই সর্বশেষ তৎপরতার অন্তরালে রহিয়াছে এক সুগভীর চক্রান্ত। এ চক্রান্ত ভয়াবহ মারাত্মক, জঘন্য ইহার লক্ষ্য।

আমরা আগেই বলিয়াছি, উপনিবেশবাদী পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক শোষকদের উদ্দেশ্য হইভেছে যে কোন প্রকারে হউক বিভেদ বিদ্বেষ তিক্ততা সৃষ্টির মাধ্যমে বাঙালী জাতির মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করিয়া তাদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিয়া বাংলাদেশকে পণ্য সামগ্রী বিক্রয়ের খোলা বাজার হিসাবে ব্যবহার করা এবং বাংলার মাটির সোনার সম্পদ ও বাঙালীর হাড় মাংস কলিজা হরিলুটের বাতাসার মত কামড়াইয়া ছিড়িয়া খাওয়া। আর এই বদমতলব হাছিলের জন্য গণবিরোধী পশ্চিমা শাসককূল ছল বল কল কৌশল কম প্রয়োগ করে নাই। ন্যায্য দাবী দাওয়া প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশে যখনই কোন গণআন্দোলন দানা বাধিয়া উঠিয়াছে, নির্যাতন, নিপীড়নের স্টীম রোলার চালাইবার পাশাপাশি তখনই পশ্চিমা শাসকরা হিন্দু মুসলমান, বাঙ্গালী অবাঙ্গালী স্থানীয় অস্থানীয় প্রশ্ন উস্কাইয়া দিয়া বিভিন্ন শেণীর জনগণের মধ্যে বিভেদ-বিদ্বেষ সংঘাত সৃষ্টির মাধ্যমে উহা বানচাল করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছে। সাম্প্রতিক অতীত কালেও দেখা গিয়াছে, ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন বানচালের জন্য ভাড়াটিয়া দুষ্কৃতকারীদের উস্কাইয়া দিয়া প্রথমে তোলা হয় মোহাজিরস্থান প্রদেশ গঠনের দাবী। তারপর ওঠে পৃথক উত্তরবঙ্গ প্রদেশ গঠনের দাবী। কিন্তু শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সচেতন জনতার ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে স্বার্থবাদীদের এই অপপ্রয়াস ব্যর্থ হইয়া যায়। তারপর আসে বিগত নির্বাচন। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতত্বে বাঙ্গালী জাতি অতুলনীয় ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হয়। পাকিস্তানে বাঙ্গালীরা ছিল শতকরা ৫৬ ভাগ। এক লোক এক ভোটের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জনগণ আওয়ামী লীগের হাতে সমগ্র পাকিস্তানের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের বৈধ অধিকার তুলিয়া দেয়ায় বঙ্গবন্ধু নির্বাচিত হন সমগ্র পাকিস্তানের ভাগ্য বিধাতা হিসাবে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক ও শোষককুল জনগণের এই রায়কে সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। আর তার ফলে পরবর্তীকালে কি ঘটিয়াছে, কি ভাবে জঙ্গীশাহী হিংস্র বর্বতায় বাংলার মানুষের উপর পশুর মত ঝাপাইয়া পড়িয়াছে,

কি ভাবে শ্যামল বাংলার বুকে দশ লক্ষ মানুষের রক্তের গঙ্গা বহাইয়া দিয়াছে, কি ভাবে অগণিত জনপদ নিশ্চিহ্ন করিয়াছে, কি ভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষকে ঘর ছাড়া নিঃস্ব কাঙ্গালে পরিণত করিয়াছে এবং সর্বোপরি ইয়াহিয়ার নিজের ভাষায় 'পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী' শেখ মুজিবর রহমানকে কারারুদ্ধ করিয়া তাহার জীবন নাশের উদ্দেশ্যে বিচার প্রহসনের ষড়যন্ত্রে মাতিয়া উঠিয়াছে সে কাহিনী সকলেরই জানা। আর ইহাও সকলেরই জানা যে বর্বরতার দ্বারা বাঙ্গালী জাতির স্বাধীনতার স্বপ্নকে ধূলিস্মাৎ করিয়া দেওয়া সম্ভব হয় নাই—সম্ভব হইবে না।

নির্মম বাস্তবের এই প্রতিকূল সূর্যরশ্মির সামনে দাঁড়াইয়া জল্লাদশাহী তাই নতুন কৌশলের আশ্রয় লইয়াছে। জনগণের নিবাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারাই শাসনতন্ত্র রচনার পূর্বপ্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইয়া ইয়াহিয়া খান এখন মাতিয়া উঠিয়াছে স্বকপোল কল্পিত এক শাহী ফরমানের উপর শাসনতন্ত্রের লেবেল লাগাইয়া উহাই জনগণের উপর চাপাইয়া দেওয়ার তোগলকি খেয়ালে।

জঙ্গীশাহী জানে, স্বাধীনতার যুদ্ধ বাঙালী জাতির ঐক্যকে যেভাবে সুদৃঢ় ও সুসংসহত করিয়াছে উহার কোন দ্বিতীয় নজির নাই। তারা জানে যে, এই ঐক্যে ফাটল ধরাইতে না পারিলে নিজেদের দুরভিসন্ধি হাসিলের কোন আশা নাই। তাই এই ঐক্যে ফাটল ধরাইবার সুচতুর কৌশল সংযোজিত হইয়াছে জল্লাদী শাসনতন্ত্রের খসড়ায়।

ইয়াহিয়া চক্রের ধারণা, বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায় তিনটি প্রদেশ গঠিত হইলে বাঙ্গালীরা আর এক কণ্ঠে এক জাতি হিসাবে কথা বলিবার সুযোগ পাইবে না। বরং উল্টা, ক্ষমতা, দাবীদাওয়া এবং স্বার্থের প্রশ্নে বিভিন্ন প্রদেশের জনগণের মধ্যে বিভেদ বিদ্বেষ ও শত্রুতার মনোভাব সৃষ্টি হইবে। সেই অবস্থায় সহজেই বাংলাদশেরই এক অঞ্চলের জনগণকে আরেক অঞ্চলের জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাইবে। ফলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘসূত্রিতার চোরাবালিতে আটকাইয়া যাইবে এবং অনৈক্যের ফাটল উহাকে দুর্বল করিয়া দিবে। ইহা ছাড়া হিন্দুদের ভোটাধিকার হরণ করা হইলে হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি এবং ঐক্যের ক্ষেত্রেও ফাটল ধরিবে। জঙ্গীশাহীর ধারণা তারা যখন বাংলাদেশ ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইবে, তার পরেও এই বিভেদনীতির বিষময় প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশের এক অঞ্চলের জনগণকে আরেক অঞ্চলের জনগণের বিরুদ্ধে শত্রুমনোভাবাপন্ন করিয়া রাখিবে। একইরকম অসদ্ভাব বিরাজ করিবে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ক্ষেত্রে।

কিন্তু এখানেও ভুল করিয়াছে ইয়াহিয়া খান। তার এই দুরভিসন্ধি বাস্তবায়িত হইবার নয়। শেখ মুজিবের মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ঐক্যবদ্ধ বাঙ্গালী জাতি এই সর্বশেষ জল্লাদী ষড়যন্ত্রও চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ করিয়া দিবে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলার বাণী মুজিবনগর : ৬ষ্ঠ সংখ্যা	৫ অক্টোবর, ১৯৭১	কাহার সঙ্গে আপোষ, কিসের আপোষ?

কাহার সঙ্গে আপোষ, কিসের আপোষ?

॥ রাজনৈতিক ভাষ্যকার ॥

স্বাধীন বাংলার জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নির্দেশে পরিচালিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের তীব্রতা যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, ক্ষয়িষ্ণু পাঞ্জাবী উপনিবেশবাদের শেষ প্রতিভূ জল্লাদ ইয়াহিয়ার লেলাইয়া দেওয়া ভাড়াটিয়া হানাদার বাহিনীর চূড়ান্ত পরাজয় যতই প্রত্যাসন্ন হইয়া উঠিতেছে, বিশ্বের দশ দিগন্তের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সমর্থনে জনমত যতই বলিষ্ঠতর ভাষায় সোচ্চার হইতেছে, ইহারই পাশাপাশি ততই ঘণীভূত হইয়া উঠিতেছে বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন মহলে সৃষ্ট আপোষ নামক বিভ্রান্তির ধূম্রজাল। এই বিভ্রান্তির কালো মেঘের গর্জনের জবাবে প্রলয় রাত্রির বিক্ষুব্ধ বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালার সংক্ষুব্ধ হুঙ্কারের মতই উদ্ধত প্রশ্নের ভাষায় দিকে দিকে গর্জিয়া ফিরিতেছে দশ লক্ষ শহীদের আত্মা আর মুক্তিযুদ্ধে নিয়োজিত কোটি কোটি বাঙ্গালীর কণ্ঠস্বর, 'কিসের আপোষ, কাহার সঙ্গে আপোষ'? আর সেই সঙ্গে যেন বাতাসে বাতাসে উদ্দামবেগে ভাসিয়া বেড়াইতেছে বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠ ঃ "লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীর নরমুণ্ড লইয়া গেণ্ডুয়া খেলায় লিপ্ত জল্লাদের সঙ্গে আপোষের কোন প্রশ্নই উঠে না। প্রশ্ন ওঠে না বাংলার মানুষের রক্ত আর স্বাধীনতার সঙ্গে বেঈমানী করিয়া আমার কারামুক্তি লাভের।"

স্বাধীন বাংলার নেতা ও জনতার এই প্রত্যয়দৃপ্ত দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠস্বরকে দুর্বিনীত নিয়তির কণ্ঠস্বর বলিয়া ধরিয়া নিয়া বিশ্ববাসী জানিয়া রাখুক, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো, ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুমহান উদ্দেশ্যে পরিচালিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত থামিবে না। মহান নেতা শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তি, স্বাধীনতার স্বীকৃতি এবং জন্মভূমির বুক হইতে হানাদার শত্রু সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহারের আগে এক মুহূর্তের জন্যও স্তব্ধ হইবে না বীর বাঙ্গালীর সমারাস্ত্রের ধ্বনি। দুশমনের সঙ্গে আপোষের কোন প্রশ্নই ওঠে না। বাঙ্গালী জাতির এই জীবনপণ সংগ্রামের লক্ষ্যকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়া নিলেই অধিকতর রক্তপাত এড়াইবার জন্য যুদ্ধবিরতি ঘটিতে পারে, হইতে পারে রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমে এক রক্তাক্ত যুদ্ধের অবসান।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ৭২ ঘন্টা 'ক্রাস বেঙ্গলী' প্রোগ্রাম অনুযায়ী মানবেতিহাসের নজির বিহীন ভয়াবহ বর্বর গণহত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ দাবাইয়া দিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু শক্তিপ্রয়োগ আর হিংস্র বর্বতার কাছে বাঙালী জাতি মাথা নত করে নাই। বরং যতই দিন গিয়াছে ততই জোরদার হইয়াছে বাংলাদেশের মুক্তি—শক্রমুক্ত হইয়াছে নয়া নয়া এলাকা। ফলে বেসামাল ইয়াহিয়া দশ লক্ষ বাঙ্গালীর লাশের ওপর বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রহসনের মঞ্চ সাজাইয়া লিপ্ত হইয়াছে তাহার জীবনকে বাজি রাখিয়া রাজনৈতিক স্বার্থোদ্ধারের তস্কর সুলভ জুয়া খেলায়। কিন্তু তাতেও হতোদ্যম হয় নাই বাংলার বীর মুক্তিযোদ্ধারা। বরং অধিকতর শক্তি ও উদ্যম লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে হানাদার দুশমনের উপর। ক্রমাগত পর্যুদস্ত হইতে হইতে নিশ্চিত পরাজয়ের ভয়াল বিভীষিকায় আতঙ্কগ্রস্ত— জল্লাদ ইয়াহিয়া আপোষের চোরা বালিতে পথ হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া খুঁজিয়া ফিরিতেছে পরিত্রাণের উপায়। মৃত পাকিস্তানে প্রাণ সঞ্চার, পাঞ্জাবী উপনিবেশবাদের বিলীয়মান সৌধটিকে কোন মতে টিকাইয়া রাখা এবং নিজের জঙ্গী মসনদ খাড়া রাখার জন্য সে আপোষের আরজি লইয়া ইরান তুরানের দুয়ারে দুয়ারে ধর্ণা দিয়াছে দূত পাঠাইয়াছে তারই ভাষায় 'দেশদ্রোহী এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দায়ে বিচারাধীন' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কাছে। কিন্তু পূর্ববর্তী খবরেই বলা হইয়াছে, বাংলার মুকুটহীন সম্রাট বঙ্গবন্ধু এই আপোষ প্রস্তাব ঘৃণাভাবে প্রত্যাখান করিয়া দিয়া বলিয়াছেন, লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীর নরমুণ্ড লইয়া গেণ্ডুয়া খেলায় লিপ্ত জল্লাদের সঙ্গে আপোষের কোন প্রশ্নই ওঠে না। এ, কে, ব্রোহীর মাধ্যমে ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুর কাছে প্রস্তাব পাঠাইয়াছিল যে স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরতি ঘোষণা করিয়া পাকিস্তান এক রাখিতে সম্মত হইলে শেখ সাহেবকে মুক্তি দেয়া হইবে। কিন্তু কূটনৈতিক সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়া একটি বিদেশী বার্তা সংস্থা জানাইয়াছেন, বঙ্গবন্ধু জল্লাদী দূতের মাধ্যমে ইয়াহিয়া খানকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানাইয়া দিয়াছেন যে, 'বাঙ্গালীর রক্ত আর স্বাধীনতার সঙ্গে বেঈমানী করিয়া আমার কারামুক্তিলাভের কোন প্রশ্নই ওঠে না'।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বিগত মার্চ মাসের ১ তারিখ হইতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু হইলে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কিছুসংখ্যক ছাত্র-জনতা পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হন। বঙ্গবন্ধু সেই সময় সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ বঙ্গবন্ধুকেই ন্যায়তঃ আইনতঃ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় সমাসীন বলিয়া মানিয়া নিয়া প্রতিটি ব্যাপারে অক্ষরে অক্ষরে তাঁহার নির্দেশ পালন করিতে থাকে। ৬ই মার্চ ইয়াহিয়া খান এক বেতার ভাষণে ১০ই মার্চে ঢাকায় নেতৃ-সম্মেলন আহবান করেন। ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানের ঐতিহাসিক ভাষণে উহার জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'কার সঙ্গে বৈঠক, কিসের বৈঠকে বসিব? যে আমার মানুষের বুকে গুলি চালাইয়াছে তার সাথে?' সেই ভাষণেই বঙ্গবন্ধু বলেন, 'রক্ত যখন দিয়াছি রক্ত আরও দিব, কিন্তু বাংলার মানুষকে এবার মুক্ত করিয়া ছাড়িব ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম—এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

তারপর বহুদিন গত হইয়াছে, পরিস্থিতি, প্রেক্ষিত সবকিছুই আমূল পাল্টাইয়া গিয়াছে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বাঙ্গালী জাতি লিপ্ত হইয়াছে মুক্তিযুদ্ধে। বাঙ্গালীর আত্ম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বানচালের জন্য ইয়াহিয়া খান হিংস্র বর্বরতায় হত্যা করিয়াছে দশ লক্ষ মানুষ, নিরাশ্রয় গৃহহারা দেশান্তরী করিয়াছে লক্ষ লক্ষ নরনারী-শিশুকে। এই হত্যাকাণ্ড ও রক্তপাতের তুলনায় ৭ই মার্চের পূর্ব পর্যন্ত পশ্চিমা সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহতের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। তবু সেদিনের সেই বীরশহীদের চাপ চাপ রক্তের উপর দিয়া হাটিয়া গিয়া বঙ্গবন্ধু জল্লাদের সঙ্গে বৈঠকে বসিতে রাজি হন নাই। সামরিক শাসন প্রত্যাহার, ক্ষমতা হস্তান্তর, সেনাবাহিনী প্রত্যাহার এবং ক্ষতিপুরণ দানের আগে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে সম্মত হন নাই। আজ দশ লক্ষ বাঙ্গালীর রক্তের নদী সাতরাইয়া বঙ্গবন্ধুরই মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত বাঙ্গালী জাতি এবং তাহার অনুসারীরা জল্লাদ ইয়াহিয়ার সঙ্গে আপোষ করিতে যাইবে এমন কথা যারা চিন্তা করেন, বা এমন বিভ্রান্তিকর ধারণাকে যারা ক্ষণিকের তরেও মনে ঠাঁই দেন, তারা আহাম্মকের স্বর্গেই বাস করিতেছেন। ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে যে কোন মতেই আপোষ হইতে পারে না, বাংলাদেশ সরকার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উহা জানাইয়া দিয়াছেন। বিগত ৬ই সেপ্টেম্বর সাপ্তাহিক বাংলার বাণীর সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে স্বাধীন বাংলার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাহার পূর্ব ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলেন— ইয়াহিয়া খানকে 'সর্বপ্রথম শেখ মুজিবের মুক্তি দিতে হইবে, স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে হইবে, হানাদার সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করিয়া নিতে হইবে এবং জঙ্গী বর্বরতায় ক্ষতিগ্রস্তদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে'। এই সব দাবী পুরণের পরই বিবেচনা করা হইবে রাজনৈতিক সমাধানের জন্য আমরা আলোচনায় বসিব কিনা। গত ২৫শে সেপ্টেম্বর মুক্তিযুদ্ধের অর্ধ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক বেতার ভাষণেও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি উল্লিখিত বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করেন। একই দিনে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী খোন্দকার মোস্তাক আহমদ বলেন, 'আমাদের কথা অতি সুস্পষ্ট। বৃহৎ শক্তিবর্গের গোষ্ঠীগত স্বার্থরক্ষা এবং রাজনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখার স্বার্থে বাংলাদেশের মানুষের রক্ত স্রোতকে ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে না। পূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য।' বাংলাদেশের স্বার্থ বিরোধী মহল বিশেষের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'আমাদিগকে যদি বাঁচিয়া থাকিতে কিছু দিতে না পারেন, তবে স্বাধীনতার জন্য আমাদিগকে মরিতে দিন।'

নিউইয়র্কে জাতিসঙ্ঘের চার্চ সেন্টারে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতাকালে গত শুক্রবার জাতিসঙ্ঘে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতা বিচারপতি জনাব আবু সাইদ চৌধুরী বাংলাদেশের পক্ষ হইতে সমগ্র বিশ্বকে জানাইয়া দিয়াছেন বঙ্গবন্ধুর মুক্তি, বাংলাদেশের স্বীকৃতি এবং দখলদার বাহিনীর অপসারণ ছাড়া কোন রাজনৈতিক সমাধানই বাংলাদেশের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হইবে না।

এদিকে গত শনিবার সৈয়দ নজরুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ মন্ত্রীসভার এক বৈঠকের পর ঘোষণা করা হইয়াছে যে, 'পূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা বিশ্ববাসীর সাহায্য ও সহযোগিতা চাই।'

সুতরাং এ ব্যাপারে কোন জল্পনা কল্পনা বা সন্দেহের অবকাশ নাই যে, মৃত পাকিস্তানকে জীবিত করিয়া বাঙ্গালী জাতি কোন অবস্থাতেই ইয়াহিয়ার সঙ্গে কোনও আপোষে রাজী হইবে না। ইহার পরে আসে রাজনৈতিক সমাধানের প্রশ্ন। এ ব্যাপারেও বাঙ্গালী জাতির বক্তব্য অতি সুস্পষ্ট।

রাজনৈতিক সমাধান বলিতে তারা বোঝে অধিকতর রক্তপাত এড়াইয়া আলোচনা টেবিলে বসিয়া মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য অর্জন। ইয়াহিয়া যদি রক্তপাত এড়াইতে চাহে, সৈয়দ নজরুল ইসলামের চারিটি পূর্ব শর্ত পূরণের মাধ্যমে রাজনৈতিক সমাধানের দারোদঘাটিত হইতে পারে। ইহা ছাড়া রাজনৈতিক সমাধানের নামে অন্য কোন গোঁজামিল বাংলার মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হইবে না।

ইহা কিসের আলামত

আর হইবে না জানিয়াই, মৃত পাকিস্তানকে কবর খুঁড়িয়া উঠাইয়া আনিয়া আবার উহাতে প্রাণসঞ্চারে বাঙ্গালী জাতি রাজী হইবে না বলিয়া স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়াই ইয়াহিয়া খান আবার বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে অস্ত্র শানাইতে শুরু করিয়াছে। একটি বিদেশী বার্তা প্রতিষ্ঠান জানাইয়াছেন, বঙ্গবন্ধুকে বিচার প্রহসনের মাধ্যমে যে শাস্তি দেওয়া হইবে উহা যাতে বিশ্বজনমতকে বিক্ষুব্ধ করিতে না পারে তজ্জন্য প্রবল প্রচারণা চালাইবার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানী জঙ্গীশাহী বিদেশস্থ উহার কূটনৈতিক মিশনগুলিকে নির্দেশ প্রদান করিয়াছে। এক সার্কুলারে জঙ্গীশাহী সংবাদপত্র জগতকে এ ব্যাপারে প্রভাবান্বিত করার জন্য মিশনগুলির প্রতি নির্দেশ দিয়াছে। সামরিক জান্তা বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দানের জন্য ঢাকা হইতে ৪ জন সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ জন শিক্ষক, ২ জন ব্যাঙ্ক কর্মকর্তা এবং বিপুলসংখ্যক বাঙ্গালী সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীকে পশ্চিম পাকিস্তানে চালান দিয়াছে। খবরে প্রকাশ, ঢাকা ত্যাগের অগে এইসব 'স্বাক্ষীকে' তালিম দেওয়া হইয়াছে। সাক্ষ্যদানকালে তাদের বলিতে হইবে যে শেখ মুজিব নিজেই অবাঙ্গালীদের হত্যা করার হুকুম দিয়াছিলেন। 'স্বাক্ষীদের' কেহ কেহ ইতিমধ্যেই ঢাকা ফিরিয়া আসিয়াছে, অন্যরা এখনও পশ্চিম পাকিস্তানে সুরক্ষিত বন্দীশালায় আটক রহিয়াছে। ইহারা কোথায় আছে, সে কথা তাদের পরিবার পরিজনকেও জানিতে দেওয়া হয় না।

২০ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ

গত মঙ্গলবার জঙ্গীশাহীর এক ঘোষণায় বলা হয় যে, শেখ মুজিবের বিচার প্রহসনে এ পর্যন্ত মোট ২০ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে। এই ঘোষণার উদ্ধৃতি দিয়া রাওয়ালপিন্ডি হইতে এ, পি, এ জানান যে, বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রহসন চলিতেছে। ঘোষণায় বলা হয় যে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অভিযোগে বিগত ৭ই সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধুর গোপন বিচার পুনরায় শুরু হইয়াছে। জঙ্গীশাহী জানায় যে, জনাব এ, কে, ব্রোহী, তিনজন সহকারী মেসার্স গোলাম আলী, আকবর মির্জা এবং গোলাম হোসেনের সহায়তায় শেখ সাহেবের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। পশ্চিম পাকিস্তানী সংবাদপত্রে শেখ মুজিবের মুক্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা চলার পরিপ্রেক্ষিতেই এই সরকারী ঘোষণা প্রচারিত হয়। শেখ সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া জনাব ব্রোহী পিন্ডি ফিরিয়া ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা করার

সাতদিন পরে ৭ই সেপ্টেম্বর বিচার প্রহসন পুনরাম্ভ হয়। ঘোষণানুসারে দেখা যায় ১১ই আগস্ট হইতে ৭ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রহসন মুলতবী ছিল। কিন্তু উক্ত সময়ে জাতিসংঘে জঙ্গী শাহীর প্রতিনিধি আগাশাহীসহ সরকারী কর্মকর্তারা বলিয়াছিল যে,'বিচার চলিতেছে'। শেখ সাহেব কোথায় আছেন ঘোষণায় সে সম্পর্কে কিছু বলা হয় নাই। তবে সর্বশেষ খবর অনুযায়ী তিনি লায়ালপুর জেলে আটক আছেন।

গুজব

এদিকে লন্ডন হইতে প্রাপ্ত খবরে জানা যায়, সেখানে এই মর্মে জোর গুজব চালু হইয়াছে যে, শেখ সাহেবকে শীগগিরই মুক্তি দেওয়া হইবে। এমন কি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশ প্রশ্নে আলোচনার আগেই তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইতে পারে। অপর এক খবরে বলা হয়, ঢাকায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অশীতিপর পিতামাতাকে দেখার জন্য বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হইতে পারে।

বিচার বন্ধ করো

সোভিয়েত সাংবাদিক ইউনিয়ন বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রহসন বন্ধ করার জন্য ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানাইয়াছে। সাংবাদিক ইউনিয়ন বাংলাদেশ ইস্যুর রাজনৈতিক সমাধানেরও আহ্বান জানান। সোভিয়েত শান্তি কমিটি এবং কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির পক্ষ হইতেও অনুরূপ আহ্বান জানানো হইয়াছে।

সিংহলী এম, পি, র উদ্যোগ

কলম্বো হইতে ডি, পি, এ, জানান, সিংহলের ক্ষমতাসীন বামপন্থী যুক্তফ্রন্টভুক্ত পার্লামেন্ট সদস্য মিঃ ভি, গুণবর্দ্ধন জানাইয়াছেন যে, তিনি শেখ মুজিবের মুক্তির দাবীতে পার্লামেন্ট সদস্যদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করিতেছেন। এই দাবীনামা ইয়াহিয়া খানের কাছে পাঠানো হইবে।

বিচার প্রহসন

'প্রাভদায়' প্রকাশিত সোভিয়েত আফ্রো-এশিয়ান সংহতি কমিটির এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের বিচারকে বিচারের নামে প্রহসন বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়। প্রাভদায় বাংলাদেশ ইস্যুর রাজনৈতিক সমাধানও দাবী করা হয়।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলার বাণী মুজিবনগর : ৭ম সংখ্যা	১২ অক্টোবর, ১৯৭১	বিশ্ববাসী রুখিয়া দাঁড়াও

সম্পাদকীয়

বিশ্ববাসী রুখিয়া দাঁড়াও

মস্তিস্ক বিকৃতি রোগীর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেমন পাগলামীর তীব্রতাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে তেমনি যতই দিন যাইতেছে মানবেতিহাসের জঘন্যতম নরঘাতক দস্যু উন্মাদ ইয়াহিয়ার রণোন্মদনাও ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়ার পরিণতি আত্মঘাতী অপমৃত্যু জানিয়াও ইয়াহিয়া খান নিজের হাতে এই উপমহাদেশে একটা ভয়াল যুদ্ধের দাবানল ছড়াইয়া দিয়া একটা ভয়াবহ সর্বনাশের সূচনা না করিয়া ছাড়িবে বলিয়ে মনে হইতেছে না। অবস্থাদৃষ্টে এই ধারণা পোষণ না করিয়া পারা যায় না যে, ইয়াহিয়া খান আজ যুদ্ধই চায়— 'টোটাল ওয়ার,' সে চায় সর্বাত্মক যুদ্ধ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ক্রমাগত মার খাইতে খাইতে দিশাহারা বেসামাল ইয়াহিয়া খান আজ চাহিতেছে আরও বড় যুদ্ধ—সর্ববিধ্বংসী পাক-ভারত যুদ্ধ।

ইসলামাবাদের জঙ্গীশাসক কুলচূড়ামণি ইয়াহিয়ার এই রণোন্মাদনা নতুন কিছু নয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হইবার পর উহাকে ভারতের কারসাজি বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া সে বার বার ভারতের মুণ্ডপাত করিয়াছে, বার বার ভারতের বিরুদ্ধে রণহুঙ্কার ছাড়িয়াছে। পশ্চিম পাকিস্তানী, জঙ্গীশাহীর এই উন্মত্ত রণপায়তারারই দাঁতভাঙ্গা জবাব হিসাবে মাসাধিক কাল আগে স্বাক্ষরিত হয় ভারত সোভিয়েত শান্তি মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তি। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা সেদিন সংগত কারণেই প্রত্যাশা করিয়াছিলেন যে, এই চুক্তি রণোন্মাদ ইয়াহিয়ার যুদ্ধের খায়েশ চিরতরে মিটাইয়া দিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু সাগরে যে ঘর বাধিয়াছে শিশিরে আর তার ভয় কি ? যে ডুবিতেছে, অতলান্ত সমুদ্রের গভীরে কি ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করিতেছে উহা বিবেচনার অবকাশ তাহার কোথায়। তাই প্রত্যাসন্ন ভরাডুবির মুখে হিংস্র হায়েনার শেষ মারণ কামড়ের মতই নরদস্যু ইয়াহিয়া আজ পরিত্রাণের সর্বশেষ নিস্ফল প্রচেষ্টা হিসাবে লিপ্ত হইয়াছে পাক-ভারত যুদ্ধের দাবানল সৃষ্টির ভয়াবহ উন্মত্ত খেলায়। এই আত্মঘাতী খেলারই পর্যায়ে পর্যায়ে সে সুকৌশলে অস্ত্র আমদানী করিয়াছে, গ্রহণ করিয়াছে রণপ্রস্তুতি। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী ইয়াহিয়ার রণপ্রস্তুতি চরমে উঠিয়াছে। বাংলার বাণীর বিশেষ প্রতিনিধি জানাইয়াছেন, জঙ্গীশাহী ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, যশোহর, রাজশাহী প্রভৃতি অধিকৃত শহরে ব্যাপক যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছে। বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকার শহরসমূহ এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ইতিমধ্যেই বিমান বিধ্বংসী কামান বসানো হইয়াছে। স্থাপিত হইয়াছে দূর পাল্লার কামান, খনন করা হইয়াছে সুগভীর পরিখা। ইহারই পাশাপাশি করোগেটেড টিন সহযোগে নির্মিত হইতেছে বাঙ্কার। চট্টগ্রামে ব্যাপক রণ প্রস্তুতি চলিতেছে। বন্দর এলাকা, বিমান বন্দর, বেতার কেন্দ্র ও ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় শুধু সামরিক গাড়ীর ভিড়। চট্টগ্রাম হইতে

শুরু করিয়া ফেনী, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা সবখানেই পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা নিজেদের অবস্থান সুরক্ষিত করিতেছে। সীমান্তবর্তী এলাকায় কারফিউ জারি হইয়াছে। সীমান্তের দশ মাইল অভ্যন্তর পর্যন্ত জনপ্রাণীশূন্য করার কাজ পুরাদমে চলিতেছে। ক্যান্টনমেন্টগুলিতে বিপুল পরিমাণ সামরিক সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র মজুদ করা হইয়াছে।

এদিকে বিদেশীবার্তা সংস্থার খবরে জানা যায়, পশ্চিম পাকিস্তানে পুরাদমে রণপায়তারা চলিতেছে। শহরে বন্দরে সর্বত্র ব্লাক আউটের মহড়া চলিতেছে। বিপুল সেনা সমাবেশ ঘটানো হইয়াছে ভারত সীমান্তে। শতদ্রু নদীর তীরে তীরে ভারি সামরিক যানের চাকা আর পাক সেনাদের পদ সঞ্চারে বাতাসে বাতাসে উঠিয়াছে ধুলা বালির ঘূর্ণাবর্ত। চম্ব সীমান্তে সমস্ত বেসামরিক নাগরিকদের দূরে সরাইয়া নেওয়া হইয়াছে।

কিন্তু কেন ? ইহা কিসের আলামত ? নিঃসন্দেহে যুদ্ধের। সন্দেহাতীতভাবেই পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর এই রণ পায়তারার লক্ষ্য হইল ভারত। আর এখানেই আসিতেছে আসল কথা। এখানেই নিহিত জঙ্গীশাহীর জঘন্যতম দূরভিসন্ধি।

সারা দুনিয়ার মানুষ জানে, বাংলাদেশের মানুষ পাঞ্জাবী উপনিবেশবাদের শেষ প্রতিভু ইয়াহিয়ার ভাড়াটিয়া সেনা বাহিনীর সঙ্গে জীবনপণ যুদ্ধে লিপ্ত। এই যুদ্ধে একদিকে মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করার সুমহান সংকল্পে উজ্জীবিত বাঙালী জাতি, অপরদিকে রহিয়াছে হানাদার পশ্চিম পাকিস্তানী বাহিনী। কিন্তু এই বাস্তব সত্যটিকে অস্বীকার করিয়া ইয়াহিয়া খান আগা গোড়াই চেষ্টা চালাইয়াছে উহার মধ্যে ভারতকে টানিয়া আনিতে। ভারত বার বার সুস্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিয়াছে বাংলাদেশের যুদ্ধ, বাংলার মানুষেরই মুক্তিযুদ্ধ। পশ্চিম পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যকার এই যুদ্ধে ভারতের কোন ভূমিকা নাই। বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রাম ন্যায়ের সংগ্রাম, সত্যের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম বলিয়াই বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রী রাষ্ট্র ভারত স্বৈরতন্ত্রী উপনিবেশবাদী শক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত এই সংগ্রামে বাঙ্গালী জাতির প্রতি নৈতিক সমর্থন জানাইয়াছে। ইহাতে দোষের কি আছে ? চীন যদি সর্বহারা নিপীড়িত মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া উপনিবেশবাদী পশ্চিম পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীকে অস্ত্র যোগাইতে পারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি ইয়াহিয়ার হাতে অঢেল মারণাস্ত্র তুলিয়া দিতে পারে, তবে ভারতই বা বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন করিতে পারিবেনা কেন ?

কিন্তু বর্বর পশুশক্তির কাছে যুক্তির কোন মূল্য নাই। তার আজ প্রয়োজন যে কোন ভাবে হউক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে বানচাল করিয়া দিয়া সাড়ে সাত কোটি বাঙালীকে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ রাখা। আর এই জঘন্য উদ্দেশ্য হাছিলের জন্যই ইয়াহিয়া আজ ভারতের বিরুদ্ধে রণপায়তারা চালাইতেছে। এ কথা একটা বালকেরও বুঝিতে কষ্ট হইবার কথা নয় যে, যুদ্ধে ভারতের বিরুদ্ধে জয়লাভ করার সাধ্য পাকিস্তানের নাই। কিন্তু তবু ইয়াহিয়া খান লাফাইতেছে কেন ? কাহার ইঙ্গিতে, কিসের জোরে সে নর্তন-কুর্দন করিতেছে ?

উত্তর ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। উদ্দেশ্য ঃ বাঙ্গালী জাতির স্বাধীনতার স্বপ্ন নস্যাৎ করিয়া দেওয়া। এই উদ্দেশ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্র সরবরাহের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও মার্চ মাসের পরে ইয়াহিয়ার হাতে পৌনে সাতকোটি টাকার মার্কিন অস্ত্র তুলিয়া দিয়াছে।

আর এই চৌর্যবৃত্তির পাপকে ঢাকা দেওয়ার জন্য মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব উইলিয়াম রজার্সের কণ্ঠে উচ্চারিত হইতেছে দূরভিসন্ধিমূলক 'সংযমের' ললিত বাণী।

ইয়াহিয়া খান জানে, তার ভাড়াটিয়া বাহিনী ভারত আক্রমণ করিলে ভারত উহার সমুচিত জবাব দিতে এতটুকু দ্বিরুক্তি করিবে না। এই যুদ্ধ হইবে সত্য সত্যই এক সর্বাত্মক যুদ্ধ। দাবানলের মত এই যুদ্ধ দ্রুত ছড়াইয়া পড়িলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই। আর সে ক্ষেত্রে এই যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য সম্ভবতঃ সবার আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই জাতিসংঘকে পাঠাইবে শান্তি ও সন্ধির প্রস্তাব লইয়া। হয়তো বা যুদ্ধ বিরতি ঘটিবে। আলোচনা বৈঠকে সামনাসামনি বসিবে ভারত ও পাকিস্তান। দুর্ভাগা বাংলা তার স্বাধীনতার দুর্বার স্বপ্ন বুকে লইয়া অবহেলায় পড়িয়া থাকিবে একান্তে। বাংলাদেশের উপর হইতে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি সরিয়া যাইবে পাক-ভারত সংঘর্ষের উপর। আর এই ভাবেই চাপা পড়িবে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম। ইয়াহিয়া খান জানে তার ভাড়াটিয়া সেনাবাহিনী যুদ্ধ করিয়া বাংলাদেশ দখলে রাখিতে পারিবে না। তাই সে আজ উপরোক্ত কৌশলের মাধ্যমে বাংলাদেশকে পদানত রাখিতে চায়। আর সে জন্যই চলিতেছে ভারতের বিরুদ্ধে তার চূড়ান্ত রণসজ্জা।

কিন্তু শান্তিকামী বিবেকবান বিশ্ববাসী কি রণোন্মাদ ইয়াহিয়ার এই মানবতাবিরোধী রণপায়তারার নীরব দর্শক হইয়া থাকিবে? পাক ভারত যুদ্ধ প্রতিরোধের জন্য, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তির জন্য, বাঙালী জাতির স্বাধীনতার নিশ্চত করার জন্য তাদের কি কিছুই করণীয় নাই?

এখনও সময় আছে। বিশ্বের শান্তিকামী বিবেকবান সমস্ত মানুষকে আজ একযোগে রণোন্মাদ বর্বর ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে। ভারতের উপর আঘাত হানিবার আগেই সজোরে তার রক্তাক্ত হাত চাপিয়া ধরিতে হইবে— প্রচণ্ড চাপে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে মার্কিন অস্ত্র সরবরাহ। আর শান্তি, প্রগতি, সমাজতন্ত্র, স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক চেতনায় বিশ্বাসী মানবসমষ্টিকে আজ সর্বশক্তি লইয়া মুক্তিযুদ্ধে নিয়োজিত বাঙালী জাতির পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে। কারণ ইয়াহিয়ার এই সর্বশেষ দুরভিসন্ধির বিজয়ের একমাত্র অর্থ হইবে সুসভ্য মানব জাতির চূড়ান্ত পরাজয়।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলার বাণী	১২ অক্টোবর, ১৯৭১	স্বাধীন বাংলাই
মুজিবনগর : ৭ম সংখ্যা		একমাত্র সমাধান

মৃত পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে নয়

স্বাধীন বাংলাই একমাত্র সমাধান

(রাজনৈতিক ভাষ্যকার)

পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যেও বাংলাদেশ সমস্যার সমাধানের সূত্র মিলিতে পারে বলিয়া ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী শরণ সিং যে মন্তব্য করিয়াছেন উহা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে যুগপৎ বিস্ময় ও ক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছে।

তাহাদের মতে শ্রী শরণ সিং-এর এই বক্তব্য ভারত সরকারের পূর্ববর্তী বক্তব্যের সঙ্গে সংগতি বিহীন। এই প্রসঙ্গে তাহারা ভারতের মহান নেত্রী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর কিছুদিন আগেকার একটি মন্তব্যের কথা উল্লেখ করেন। গত মাসে কলিকাতায় শ্রীমতি গান্ধী সাংবাদিকদের কাছে বলিয়াছিলেন, 'আমাকে বার বার স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতি দানের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়। আমি ভারতে বাংলাদেশ মিশনকে কাজ করিতে দিতেছি। ইহা কি এক অর্থে স্বীকৃতি দেওয়া নয় ?' শ্রীমতি গান্ধীর এই বক্তব্যে এই কথাই সন্দেহাতীতভাবে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল যে, ভারত সরকার পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে বাংলাদেশের অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন না বরং তারা স্বীকৃতি দিতে বিলম্ব করিলেও স্বাধীন বাংলাদেশই বিশ্বাস করেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী জগজীবন রাম বলিয়াছেন, স্বাধীন বাংলাদেশই একমাত্র সমাধান। কিন্তু শ্রী শরণ সিং-এর মন্তব্যকে কোন মতেই শ্রীমতি গান্ধী ও শ্রী জগজীবন রামের বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলিয়া মনে করা যায় না। তাই ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর মন্তব্য বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে বিস্ময় ও ক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছে। এ ব্যাপারে বাংলার জনগণের বক্তব্য সুস্পষ্ট। ভারত মুক্তিযুদ্ধে নিয়োজিত বাঙ্গালী জাতির জন্য যা করিয়াছে, তার কোন তুলনা নাই, এবং এজন্য বাংলার মানুষ চির দিন ভারতের জনগণের কাছে গভীর কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে। কিন্তু একমাত্র সত্য যে ভারতের কোন মহল যদি মনে করিয়া থাকেন যে পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যেই বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান সম্ভবপর, তবে মস্তবড় ভুল হইবে। দশ লক্ষ বাঙ্গালীর লাশের উপর দিয়া হাটিয়া আবার পাকিস্তানের কাঠামো নামক উপনিবেশবাদী শাসনের নারকীয় গর্তের মধ্যে প্রবেশের কোন প্রশ্নই উঠে না। বাংলার মানুষ চায় মাতৃভূমির পূর্ণ স্বাধীনতা।

এদিকে শ্রী শরণ সিং-এর মন্তব্য প্রসঙ্গে সরাসরি কোন বক্তব্য পেশে বিরত থাকিলেও বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ হইতে অস্থায়ী রাষ্ট্র প্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে জঙ্গীশাহীর সঙ্গে যে কোন প্রকার আপোষের সম্ভাবনার উপর চূড়ান্ত যবনিকা টানিয়া দিয়া পুনরায় দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের

মুক্তি, এবং বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতার স্বীকৃতিসহ চারি দফা পূর্ব শর্ত পূরণের আগে কোন আপোষের প্রশ্নই উঠে না। আমরা স্বাধীনতার জন্য জীবন পণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছি। পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জিত হইবার আগে আমরা ক্ষান্ত হইব না।

বাংলাদেশ সরকাররের স্বরাষ্ট্র ও পুনর্বাসন মন্ত্রী জনাব কামরুজ্জামান ঘোষণা করিয়াছেন পাকিস্তান আজ মৃত।

যাহারা পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে বাংলাদেশের সমস্যার সমাধানের কথা চিন্তা করিতেছেন তাহারা প্রকারান্তরে উপনিবেশবাদ এবং শোষণের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জাগ্রত জনগণের স্বার্থকেই ক্ষুণ্ন করিতেছেন। এই অঞ্চলে যদি স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় তবে অবশ্যই বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

আমরা মনে করি স্বাধীনতার কোন বিকল্প ব্যবস্থা থাকিতে পারে না এবং যে কোন মূল্যেই তাহা আমরা অর্জন করিব।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলার বাণী মুজিবনগর : ৭ম সংখ্যা	১২ অক্টোবর, ১৯৭১	বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমেই রাজনৈতিক সমাধান হতে পারে

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমেই রাজনৈতিক সমাধান হইতে পারে লন্ডনে শ্রমিকদলের সম্মেলনে শেখ মুজিবের মুক্তি দাবী

জল্লাদী বর্বরতার বিরুদ্ধে বিশ্ব বিবেকের সুতীব্র ধিক্কার

(বৈদেশিক বার্তা পরিবেশক)

বৃটেনের শ্রমিক দলীয় জাতীয় কর্মপরিষদ বাঙলাদেশের জনগণের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করিয়াছে এবং জাতিসংঘকে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছে। বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর সামরিক হামলা চালাইবার জন্য পাকিস্তানকে নিন্দা করিবার জন্য শ্রমিক দল আহবান জানাইয়াছে।

জাতীয় কর্মপরিষদের নামে প্রচারিত বিবৃতিতে বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছা এবং গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধানের জন্য জাতিসংঘকে সরাসরি হস্তক্ষেপ করিবার অনুরোধ করা হইয়াছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হইয়াছে যে এই রাজনৈতিক সমাধান আসিতে পারে বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তি ও তাহার সহিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে।

ইংল্যান্ডের ব্রাইটনে অনুষ্ঠিত শ্রমিক দলের বার্ষিক সম্মেলন পাকিস্তানী জঙ্গী শাহীর বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কারে সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছে। সম্মেলনের প্রতিনিধিরা বাংলাদেশের মানুষের মর্মান্তিক বিপর্যয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন।

এই সম্মেলনে শ্রমিক দলের প্রাক্তন মন্ত্রী মিসেস জুডিথ হার্ট দলের জাতীয় কার্য নির্বাহক কমিটির পক্ষ হইতে যে বিবৃতি পেশ করিয়াছেন তাহাতে বাংলাদেশের জনসাধারণের দ্বারা গণতন্ত্র সম্মতভাবে নির্বাচিত নেতাদের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি ব্যবহারের তীব্র নিন্দা করা হইয়াছে।

এই বিবৃতিতে বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বের সকল সাহায্যদানকারী রাষ্ট্রকে মানবিক জরুরী সাহায্য দান ছাড়া অন্য সকল প্রকার সাহায্য পাঠানো বন্ধ করিতে আহ্বান জানানো হইয়াছে।

বিবৃতিতে বাংলাদেশে অবিলম্বে পাক-সামরিক উৎপীড়নের অবসান এবং রাজনৈতিক নেতাদের বিশেষ করিয়া শেখ মুজিবের মুক্তির দাবী জানানো হইয়াছে।

বিবৃতিটি পেশকালে মিসেস হার্ট বলিয়াছেন যে বাংলাদেশের এই ঘটনায় সারা এশিয়া মহাদেশে ভয়ঙ্কর বিপদের সূচনা করিয়াছে।

এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন মন্ত্রী মিঃ পিটার শোর। লন্ডনের বাংলাদেশ মিশনের প্রধান বিচারপতি জনাব আবু সাইদ চৌধুরী সম্মেলনে বক্তৃতাদান করেন। সম্মেলনে মিঃ জন স্টোনহাউস, মিঃ ব্রুস ডগলাসম্যানসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ কার্ল টেলর বলিয়াছেন মার্কিন সরকার পাকিস্তানকে অব্যাহতভাবে অস্ত্রশস্ত্র দান করিয়া বাংলাদেশ সঙ্কটকে আরো ঘোলাটে করিয়া তুলিয়াছে।

ওয়াশিংটনে সিনেটের বৈদেশিক সাবকমিটির বৈঠকে ডঃ টেলর বলিয়াছেন 'পাকিস্তানে অস্ত্র বোঝাই জাহাজ পাঠানোর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী হইবার পর তুরস্কের মাধ্যমে পাকিস্তানে মার্কিন অস্ত্র সাহায্য অব্যাহত রাখিয়া মার্কিন সরকার একটি খুবই গর্হিত অপরাধ করিতেছে।'

ডঃ টেলর আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন আগামী মাসে বাংলাদেশে প্রায় আড়াই কোটি মানুষ অনাহারের কবলে পড়িবেন এবং নতুন করিয়া শরণার্থী স্রোত আসিতে থাকিবে। তিনি বলেন শেষ পর্যন্ত শরণার্থীর সংখ্যা হয়তো দেড় কোটিতে পৌঁছাইবে। এই সংখ্যা দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মোট জনসংখ্যার প্রায় সমান।

গত বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রসংঘে সাধারণ পরিষদের নেপালের স্থায়ী প্রতিনিধি মিঃ পদ্মবাহাদুর ক্ষেত্রী বলিয়াছেন যে নেপাল সরকারও নেপালের অধিবাসীরা বাংলাদেশের বেদনাদায়ক ঘটনায় মর্মাহত হইয়াছেন। তিনি এই মর্মান্তিক ঘটনাকে তুলনাহীন বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়ন বাংলাদেশের ব্যাপারে গণহত্যা ও অবাধ নিপীড়নের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করিয়াছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থন ও সৌভ্রাতৃত্ব জ্ঞাপন করিয়া আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়ন ঘোষণা করিয়াছেন যে বাংলাদেশের মানুষের এই সংগ্রাম শান্তি, প্রগতি ও গণতন্ত্রের জন্য বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামেরই অংশ।

বোম্বাইয়ের রান্দ্রা সেন্ট জোসেফ কনভেন্টের ছাত্রী ইয়ং ক্রিশ্চিয়ান স্টুডেন্টস গ্রুপের সভানেত্রী কুমারী নোয়েলা গত বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের বলেন, আগামী ৪ঠা নভেম্বর রান্দ্রা হইতে প্রায় ২ হাজার স্কুল ছাত্রী বাংলাদেশের সমর্থনে এক পদযাত্রা শুরু করিয়া দক্ষিণ বোম্বাইয়ের কুপারেজ পর্যন্ত যাইবে।

গত ৫ অক্টোবর ব্রাইটনের এক সমাবেশে বাংলাদেশের ব্যাপারে উদাসীন থাকায় জাতিসংঘ এবং বিশ্ব সমাজকে ধিক্কার দেওয়া হয়।

গ্রেটবৃটেনের শ্রমিক দলের সম্মেলন উপলক্ষে এ্যাকশন বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত এই সমাবেশে যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্ট সদস্য মিঃ জন স্টোন হাউস বলেন ইহা ভাবিতে

আশ্চর্য লাগে যে জাতিসংঘ এই বৃহত্তম মানবিক দুর্যোগের প্রতি দৃষ্টি দিতে ব্যর্থ হইয়াছে। লর্ড ব্রকওয়ে, বৃটেনস্থ বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী, যুক্তরাজ্য পার্লামেন্টের সদস্য ব্রুস ডগলাস এবং জুলিয়াস সিলভারম্যান এই সমাবেশে বক্তৃতা দান করেন। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বৃটিশ পার্লামেন্টের প্রভাবশালী সদস্য মিঃ পিটার শোর।

বিপুল করতালির মধ্যে শ্রমিক দলীয় নেতা মিঃ ফ্রেড হভান্স ঘোষণা করেন বাংলাদেশকে তাহার স্বাধীনতা সংগ্রামে অস্ত্র এবং অন্যান্য জিনিস দিয়া সাহায্য করা উচিত।

তাঞ্জানিয়া এবং জাম্বিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাহার সাম্প্রতিক সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করিয়া জন স্টোন হাউস বলেন, এই দুই দেশের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশের ব্যাপারে সহানুভূতিশীল। তাহারা জন স্টোন হাউসকে বলিয়াছেন যে কোন একটি দেশ বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দান করিতে আগাইয়া আসিলেই তাহারাও বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিবেন। প্রেসিডেন্ট কাউন্ডা বাংলাদেশে নির্যাতন বন্ধ করিবার জন্য ইয়াহিয়া খানের নিকট বেশ কয়েকটি চিঠি লিখিয়াছেন।

জন স্টোন হাউস জাতিসংঘকে ক্লান্ত, জরাজীর্ণ এবং বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রমোদশালা বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি অভিযোগ করেন বৃহৎ শক্তিবর্গের স্বার্থ যেখানে নাই এমন কোন বিষয় জাতিসংঘে উত্থাপিত হয় না।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলার বাণী মুজিবনগর : ১০ম সংখ্যা	২ নভেম্বর, ১৯৭১	নিশ্চিত পরাজয়ের সম্মুখীন জঙ্গীশাহীর ব্যর্থতা চাপা দেওয়ার নয়া কৌশল

নিশ্চিত পরাজয়ের সম্মুখীন জঙ্গীশাহীর ব্যর্থতা চাপা দেওয়ার নয়া কৌশল

(রাজনৈতিক ভাষ্যকার)

ইসলামাবাদের হানাদার জঙ্গীশাহী বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকা লইয়াই শুধু ফ্যাসাদে পড়ে নাই— ইসলামাবাদ সাম্রাজ্য লইয়াও মহা ফ্যাসাদে পড়িয়াছে বলিয়া নির্ভরযোগ্যসূত্রে খবর পাওয়া গিয়াছে। জঙ্গীচক্র ইসলামাবাদ সাম্রাজ্যের বিক্ষুব্ধ বেলুচিস্তান এবং মুক্তিকামী পাখতুনদের এখন আর বিশ্বাস করিতেছে না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় জল্লাদশাহী এখন "আন্ধার ঘরে সবই সাপ" দেখিতে শুরু করিয়াছে।

বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত খান সেনাদের পরিবার পরিজন এবং আত্মীয় স্বজনগণও এখন জঙ্গীশাহীর উপর তীব্র ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ হইতে যে এক ডিভিশন সৈন্য প্রত্যাহার করিয়া ইসলামাবাদ সাম্রাজ্যে লইয়া যাওয়া হইয়াছে ইহাদের অধিকাংশই পশ্চিম-পাঞ্জাবী এবং অবশিষ্টদের মধ্যে কিছু সিন্ধি সৈন্য রহিয়াছে। কিন্তু বালুচ এবং পাঠান সৈন্য নাই। ভারতের সহিত সম্ভাব্য যুদ্ধের সুযোগে বিক্ষুব্ধ বালুচ পাঠানগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে পারেন এই ভয়ে ইহাদিগকে বদলী করিয়া ইসলামাবাদ সাম্রাজ্যে নেওয়া হয় নাই। উক্ত এক ডিভিশন সৈন্যের মধ্যে পাঠান বালুচ সৈন্য না থাকায় পাঠান ও বালুচ মুল্লুকে জঙ্গীচক্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ধুমায়িত হইয়া উঠিয়াছে।

বাংলাদেশে যাহারা মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে খতম হইতেছে ইসলামাবাদ সাম্রাজ্য নিবাসী তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের নিকট উহাদের মৃত্যুর খবর সম্পূর্ণ গোপন করিয়া রাখা হইতেছে। বাংলাদেশে ইহাদের অবস্থা সম্পর্কে যাহাতে তাহাদের আত্মীয় স্বজন কিছু জানিতে না পারে তজ্জন্য বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকা হইতে হানাদার সৈন্যগণকে অবাধে চিঠিপত্র লিখিতেও অনুমতি দেওয়া হয় না। চিঠিপত্র কড়া সেন্সর করার পর ইসলামাবাদ সাম্রাজ্যে প্রেরণ করা হইয়া থাকে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভে হানাদার নিহত সৈনিকদের লাশ ইসলামাবাদ সাম্রাজ্যে তাহাদের নিকট প্রেরণ করা হইত। তাহাতে বিক্ষুব্ধ হইয়া লাহোর রাওয়ালপিন্ডির রাজপথে জঙ্গীচক্রের বিরুদ্ধে পুত্রহারা, স্বামীহারা ভ্রাতৃহারা আর পিতৃহীন নর-নারীর সরোষ বিক্ষোভ মিছিলের পর হইতে জঙ্গীশাহী বাংলাদেশ হইতে ইসলামাবাদ সাম্রাজ্যে আর সৈনিকদের লাশ প্রেরণ করে না। বাংলাদেশের নদীতে ভাসাইয়া দেয় কিংবা মাটিতে গাঁথিয়া রাখে। অবশ্য ইসলামাবাদ

সাম্রাজ্যে নিহত সৈনিকদের লাশ প্রেরণ না করার আরও একটি কারণ আছে। তাহা হইতেছে জঙ্গীশাহী এত লাশ আর বিমানে পাঠাইয়া কুলাইতে পারে না।

বাংলাদেশে নিহত সৈনিকদের মৃত্যু সংবাদ তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের নিকট গোপন রাখার উদ্দেশ্যে ইদানীং জঙ্গীচক্র নিহত সৈনিকদের আত্মীয়-স্বজনদের সহিত এক নিদারুণ প্রতারণা করিয়া চলিয়াছে।

জানা যায়, জঙ্গীচক্র বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকা হইতে নিহত সৈনিকদের নামে তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের নিকট নিয়মিত চিঠিপত্র লিখাইয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, নিহত সৈনিকদের আত্মীয়-স্বজনের ঠিকানায় নিয়মিত কিছু টাকাও প্রেরণ করা হইয়া থাকে।

টাকা এবং চিঠি প্রেরণের মাধ্যমে জঙ্গীচক্র নিহত সৈনকদের আত্মীয়-স্বজনকে বুঝাইতে প্রয়াস পাইতেছে যে, তাহারা বাঁচিয়া আছে।

নিহত সৈনকদের বেনামীতে লিখিত এইসব পত্রে লেখা হয় যে, "তাহারা (সৈনিকরা) ভাল আছে এবং 'হিন্দুস্তানের দুশমনদের' সহিত রীতিমত লড়াই করিয়া আল্লাহর ধর্মকে বাঁচাইতেছে"।

অপরদিকে ইসলামাবাদের হতাশাগ্রস্ত জঙ্গীচক্র বাংলাদেশে হানাদার সৈন্যদের প্রাণহানির আসল সংবাদ ইসলামাবাদ সাম্রাজ্যে চাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এখন রাত দিন, জোর প্রচার করিতেছে যে, ইসলামাবাদের সৈনিকরা বাংলাদেশের অমুক স্থানে অমুক দিন একজন ভারতীয় 'অনুপ্রবেশকারীকে' হত্যা কিংবা গ্রেফতার করিয়াছে।

এইসব কাল্পনিক খবর প্রচার করিয়া জঙ্গীচক্র ইসলামাবাদ সাম্রাজ্রের জনসাধারণের মনোবলকে জোরদার এবং বাংলাদেশে নিহত সৈনিকদের আত্মীয় স্বজনকে প্রতারণা করার প্রয়াস পাইতেছে। তদুপরি ভারতের সহিত যুদ্ধের জিগির তুলিয়া বাংলাদেশে নিহত সৈনিকদের আত্মীয়-স্বজন তথা ইসলামাবাদ সাম্রাজ্যের স্বজনহারা জনসাধারণের মনকে চাঙ্গা করার চেষ্টা চালাইতেছে। প্রচারের গোলক ধাঁধা ধুম্রজাল সৃষ্টি করিয়া জঙ্গীচক্র বাংলাদেশে খান সেনাদের কচুকাটা হইয়া যাওয়ার খবরটি চাপা দিয়া চলিতেছে।

ওয়াকেবহাল মহলের মতে ভারতের সহিত যুদ্ধ বাঁধাইবার ফন্দিফিকিরের অন্তরালেও ইসলামাবাদের অসহায় জঙ্গীচক্রের বাংলাদেশে নিহত সৈনিকদের ব্যাপারটি চাপা দেওয়ার এক সূক্ষ্ম অপচেষ্টা নিহিত রহিয়াছে। বাংলাদেশে সুনিশ্চিত পরাজয়ের মুখে বৈদেশিক সাহায্য ঋণ ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধের মাধ্যমে ইসলামাবাদ সাম্রাজ্যের কায়েমী স্বার্থ ২৩ পরিবারের তথা গোটা ইসলামাবাদ সম্রাজ্যের অর্থনীতিকে ঠুটো জগন্নাথে দাঁড় করানোর এবং বহু বৎসরের অধ্যবসায় ও মোটা অর্থ ব্যয়ে সুশিক্ষিত সৈনিকদের ক্ষয়ের কোন কৈফিয়ৎ ক্ষমতাউন্মাদ জঙ্গীচক্র ইসলামাবাদ সাম্রাজ্যের জনসাধারণের নিকট দিতে পারিবেন না। তাই তাহারা যেনতেন প্রকারে ভারতের সহিত একটি যুদ্ধ বাধাইয়া এক ঢিলে দুই পাখী মারিবার ফন্দী আঁটিয়াছে। একটি হইতেছে তথাকথিত পাক ভারত বিরোধের ডামাডোলের মধ্যে বাংলাদেশ ইসলামাবাদ বিরোধকে চাপা দেওয়া এবং অপরটি হইতেছে ইসলামাবাদ সাম্রাজ্যের জনসাধারণকে বুঝানো যে, ভারতের সহিত

যুদ্ধ করিতে গিয়া অর্থাৎ পাকিস্তানকে জিন্দা রাখিতে গিয়া সৈন্য ক্ষয় হইয়াছে এবং অর্থনীতি পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জঙ্গীচক্রের কোন ভাওতাবাজিই চলিবে না। ইসলামাবাদ সাম্রাজ্যের জনসাধারণ গভীর আগ্রহ সহকারে জঙ্গীচক্রের সকল কারসাজী নীরবে পর্যবেক্ষণ করিয়া চলিয়াছে। যেদিন আকাশ ভাঙ্গিয়া তাহাদের মাথায় পতিত হইবে সেইদিন ইসলামাবাদ সাম্রাজ্যেও এক চরম হানাহানি শুরু হইতে বাধ্য এবং তাহা ইরাকের নূরী আস সাইদের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইলেও কেহ বিস্মিত হইবে না।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলার বাণী	৯ নভেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
মুজিবনগর : ১১শ সংখ্যা		সাম্রাজ্যবাদী খেলা

সম্পাদকীয়

সাম্রাজ্যবাদী খেলা

মানবতা ও মানব সভ্যতার চরমতর দুশমন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের গদীনশীন কর্ণধার প্রেসিডেন্ট নিক্সন খেলাটা ভালই জমাইয়া তুলিয়াছেন। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভারত-পাক উপমহাদেশে নিক্সন যে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের খেলায় মাতিয়া উঠিয়াছে, উহা আগুন লইয়া খেলার সামিল। আর বলা বাহুল্য, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বানচালের উদ্দেশ্যে পাক ভারত বিরোধ সৃষ্টির অনভিপ্রেত প্রচ্ছন্ন কারসাজি চালাইয়া, মানবেতিহাসের ঘৃণ্যতম জল্লাদ ইয়াহিয়ার হাতে অঢেল মারণাস্ত্র তুলিয়া দিয়া নিক্সন ধীরে ধীরে এই আগুন লইয়া খেলার ভয়াবহ পরিণতিটাকেই অনিবার্য করিয়া তুলিয়াছেন। অথচ কি আশ্চর্য! সেই নিক্সনের মুখেই আজ সংযমের ললিত বাণী, শান্তির বাণী, সীমান্ত হইতে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের উদ্দেশ্যমূলক প্রস্তাব। জগতের সব কিছুরই সীমা আছে। সীমা নাই সম্ভবত শুধু সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের হঠকারিতার।

প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সাম্রাজ্যবাদী তস্করসুলভ চরিত্রের বীভৎস চেহারাটি আরেকবার নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর আমেরিকা সফরকালে। শ্রীমতি গান্ধীর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের বিস্তর আলাপ আলোচনা হইয়াছে। নিক্সনের মুখ দিয়া অনেক ভারী ভারী কথাও বাহির হইয়াছে। শুধু একটিবারের জন্যও কোন মন্তব্য তিনি করেন নাই বাংলাদেশ প্রশ্নে। প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি প্রেসিডেন্ট নিক্সনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ইহার গুরুত্ব সম্পর্কে, পাক-ভারত উপমহাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হিসাবে বাংলাদেশ ইস্যুর সুরাহার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিক্সনকে সচেতন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু নিক্সন বাংলাদেশ ইস্যুকে পাত্তা না দিয়া, এ সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্যও না করিয়া বার বার বলিয়াছেন, তিনি চান যাতে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে কোন সশস্ত্র সংঘর্ষ না বাধে। এই লক্ষ্য হাসিলের উদ্দেশ্যে নিক্সন ভারত পাকিস্তান সীমান্ত হইতে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারেরও সুপারিশ করিয়াছেন। সুতরাং বুঝিতে কষ্ট হইবার কথা নয়, নিক্সনের চোখে যা পড়িয়াছে উহা হইতেছে পাক-ভারত যুদ্ধের আশঙ্কা। কারণ এই যুদ্ধ বাঁধিবার একমাত্র অর্থ হইতেছে তার যেটু নরপিশাচ ইয়াহিয়ার বিনাশ।

আর এই স্বার্থের ঠুলি চোখে লাগানো রহিয়াছে বলিয়াই বাংলাদেশের বীরত্বপূর্ণ মুক্তিযুদ্ধ এবং বাঙ্গালী জাতির মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবর রহমানের কারাবাস কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইয়া তাহার চোখে ধরা পড়ে নাই। আর সে কারণেই ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আলোচনায় বা তার পরে নিক্সনের কণ্ঠে একটিবারের জন্যও বাংলাদেশ প্রসঙ্গটি উচ্চারিত হয় নাই। এই কারণেই শ্রমতি গান্ধী যে ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ইস্যুর অপরিহার্য

সমাধানের গুরুত্ব সম্পর্কে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে সম্যক অবহিত করিতে চাহিয়াছেন, নিক্সন তখন দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শান্তি প্রতিষ্ঠার ফাঁকা বুলির আবরণে নিজের সাম্রাজ্যবাদী দূরভিসন্ধি চাপা দিতে চাহিয়াছেন।

আসলে নিক্সনের এই শয়তানী চেহারাটা নতুন কিছু নয়। মার্চ মাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর হইতে বিশ্বের বিবেকবান মানুষমাত্রই জল্লাদ ইয়াহিয়ার নারকীয় বর্বরতার বিরুদ্ধে ধিক্কার ও প্রতিবাদ জানাইয়াছেন, পশ্চিম পাকিস্তানী উপনিবেশবাদী জঙ্গীশাহীকে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান বন্ধ করিয়া দেওয়ার দাবী জানাইয়াছেন।

এমন কি খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শান্তি স্বাধীনতা ও মানবিক মূল্যবোধ বিশ্বাসী নেতা ও জনতাও জল্লাদী বর্বরতার প্রতিবাদে বিশ্ব বিবেকের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়াছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পরই মার্কিন কংগ্রেস পশ্চিম পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়াছে। কিছুদিন আগে মার্কিন সিনেটও অনুরূপ বিল পাশ করিয়াছে। উহার পাশাপাশি সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডী, সাবেক রাষ্ট্রদূত চেষ্টার বোলস, অধ্যাপক গলব্রেথ প্রমুখ বিশিষ্ট মার্কিন নাগরিকের নেতৃত্বে মার্কিন জনমত ইয়াহিয়ার জঙ্গী বর্বরতার বিরুদ্ধে অধিকতর সুসংহত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বাংলাদেশ প্রশ্নে ইচ্ছা—অন্ধ নিক্সনের জল্লাদ প্রীতির কোন হেরফের হয় নাই। বাংলাদেশ প্রশ্ন সমগ্র বিশ্ববাসীর সামনে একটি জ্বলন্ত মানবিক ও রাজনৈতিক ইস্যু হিসাবে দেখা দিলেও এই সাত মাসের মধ্যে একটি বারের জন্যও নিক্সনের কণ্ঠে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে কোন মন্তব্য উচ্চারিত হয় নাই। বরং বিশ্ব জনমতকে উপেক্ষা করিয়া নিজ দেশবাসীর মতামতকে পদদলিত করিয়া কংগ্রেস ও সিনেটর সুস্পষ্ট নির্দেশকে অমান্য করিয়া ভিয়েতনামে মার্কিন নরখাদক নিক্সন, বাংলাদেশের মাটিতে পশ্চিম পাকিস্তানী জল্লাদ ইয়াহিয়ার হাতে অঢেল অস্ত্র তুলিয়া দিয়া চলিয়াছেন। আর বলা বাহুল্য সেই অস্ত্রের জোরেই সে ভারতের বিরুদ্ধে উন্মাদসুলভ রণহুঙ্কার ছাড়িতেছে। আর প্রেসিডেন্ট নিক্সন কখনও জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক প্রেরণের জল্লাদী প্রস্তাবে মদদ দিয়া কখনও বা সীমান্ত এলাকা হইতে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের প্রস্তাব দিয়া ইয়াহিয়া খানের মতই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পাক ভারত বিরোধের খোলস পরাইয়া উহা নস্যাৎ করিয়া দেওয়ার জঘন্য দূরভিসন্ধি চালাইতেছে।

আজ তাই সময় আসিয়াছে। আব্রাহাম লিংকনের আমেরিকার যদি মৃত্যু না হইয়া থাকে, মার্কিন জাতিকে আরও বলিষ্ঠ পদক্ষেপে নিক্সন ষড়যন্ত্রের মোকাবিলায় আগাইয়া আসিতে হইবে, আগাইয়া আসিতে হইবে শান্তি স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক চেতনা, মানবিক মূল্যবাধ এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী সমগ্র বিশ্ববিবেক। বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্নকে নির্মূল করিয়া দেওয়ার জন্য নিক্সন যে সাম্রাজ্যবাদী খেলায় লিপ্ত হইয়াছে, উহা ব্যর্থ করিয়া দেওয়ার জন্য সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে একযোগে আগাইয়া আসিতে হইবে। কারণ, সাম্রাজ্যবাদী আর জল্লাদী ষড়যন্ত্রের চালে বাঙ্গালী জাতির মুক্তিযুদ্ধে পরাজয়ের অর্থ হইবে সমগ্র মানব জাতিরই চূড়ান্ত পরাজয়।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলার বাণী মুজিবনগর : ১১শ সংখ্যা	৯ নভেম্বর, ১৯৭১	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : প্রতিক্রিয়া

যতই দিন যাইতেছে ইসলামাবাদের জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে বিশ্ববিবেক ক্রমে ততই সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে ইয়াহিয়ার লেলাইয়া দেওয়া পশুদের দিশাহারা হইয়া পড়ার খবর আর গোপন নাই। অর্থনৈতিক অবস্থা অচল হইয়া পড়িয়াছে। বাংলাদেশের সকল বন্দর অকেজো। পশ্চিম পাকিস্তানের চরম বেকার সমস্যা, ছাঁটাই বরখাস্ত ও দেদার লক আউটের খবর শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের লৌহ যবনিকার অন্তরালেই আবদ্ধ নাই। বিভিন্ন দেশের দায়িত্বশীল পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে মানব সভ্যতার ঘৃণ্যতম শত্রু খুনী ইয়াহিয়ার সকল চক্রান্তের খবর। আমরা এমনি কিছু পত্র পত্রিকার উদ্ধৃতি এখানে বাংলার বাণীর পাঠক পাঠিকাদের সামনে তুলিয়া ধরিতেছি।

ডেইলী টেলিগ্রাফ

বৃটিশ জাহাজ কোম্পানীর জনৈক মুখপাত্র বলিয়াছেন প্রায় তিন মাস যাবত আমরা বাংলাদেশের কোন নৌবন্দরে জাহাজ পাঠাই নাই। গত অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে ডেইলী টেলিগ্রাফের সংবাদদাতার নিকট উক্ত মুখপাত্র এই তথ্য প্রকাশ করেন।

এই জাহাজ কোম্পানী পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে মালপত্র পরিবহন করে। বাংলাদেশ হইতে অধিকাংশ পাট এবং পাটজাত দ্রব্য এই জাহাজ কোম্পানীর মারফতই রপ্তানী করা হইত।

মুখপাত্রটি বলেন, আমাদের এই সিদ্ধান্তের ফলে বাংলাদেশের অধিকৃত অঞ্চল তথা ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের অর্থনীতির উপর ভীষণ চাপ পড়িবে।

আশাহি সিম্বুন

জাপান হইতে প্রকাশিত 'আশাহি সিম্বুন' পত্রিকা এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলিয়াছেন ভারত উপমহাদেশে উত্তেজনা হ্রাসের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই অনিতিবিলম্বে পাকিস্তানকে সকল সামরিক সাহায্যদান বন্ধ করিতে হইবে।

ইহার কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উক্ত পত্রিকা বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া সামরিক সাহায্য পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক জান্তাদেরই শক্তিশালী করিয়া তুলিতেছে এবং তাহা বাংলাদেশে তাহাদের বর্বর কার্যক্রম চালাইয়া যাওয়ায় সহায়তা করিতেছে। ইহার ফলে প্রতিদিন চল্লিশ হাজার শরণার্থী বাংলাদেশ হইতে পালাইয়া ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছে।

সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানী জঙ্গীচক্রের সামরিক কার্যক্রমের সমর্থনে যে সকল সামরিক সাহায্য বিদেশ হইতে প্রদান করা হইতেছে অনতিবিলম্বে তাহা বন্ধ করা উচিত।

ইয়োমিউরি

জাপানের আর একটি পত্রিকা 'ইয়োমিউরি' তাহার ২৪শে অক্টোবরের সম্পাদকীয় নিবন্ধে এই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছে যে তিনটি বৃহৎ শক্তি বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ করিতে ব্যর্থ হওয়ায় আজ ভারত উপমহাদেশে বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে।

পত্রিকাটি বলে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক অধিনায়কদের অনুধাবন করা উচিত ছিল যে শক্তির জোরে বাঙ্গালীদের দমন করিবার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা না করিয়া তাহারা 'ভারতের সহযোগিতায় বিদ্রোহীরা তৎপরতা চালাইতেছে'— এই অজুহাতে সীমান্ত বরাবর সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে।

গার্ডিয়ান

গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের নতুন ইউনিটসমূহ গত অক্টোবর মাসে ঢাকা বিমান বন্দরে আক্রমণ পরিচালনা করিবার প্রচেষ্টা চালায়। ঢাকার শহরতলীতে অবস্থিত বন্দরে তাহারা বহু গ্যাস পাইপ উড়াইয়া দেন এবং রপ্তানীর জন্য প্রস্তুত বহু পরিমাণ পাট জালাইয়া দেন।

মুক্তিযোদ্ধা কর্তৃক বিমান বন্দর আক্রমণের প্রচেষ্টা সামরিক বাহিনীর লোকদের উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুতঃ গেরিলাদের ছুড়িয়া দেওয়া তিন ইঞ্চি বোমা কলেরা ল্যাবরেটরীতে পড়ে। বিমান বন্দরের সঙ্গে ল্যাবরেটরীর সরাসরি যোগাযোগ রহিয়াছে এবং উক্ত বোমাটি বিমান বন্দর হইতে ছয়শত ফুট দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।

লন্ডন হইতে প্রকাশিত গার্ডিয়ান পত্রিকায় উপরোক্ত রিপোর্ট ছাপা হইয়াছে। রিপোর্টে আরো বলা হয়, পশ্চিম পাকিস্তানে বেকার সমস্যা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ট্রেড ইউনিয়ন সূত্রে জানা যায়, পশ্চিম পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ শিল্প এলাকা করাচীতে যেখানে চারি লক্ষ শ্রমিক কাজ করিত বর্তমানে সেখানে শতকরা পঁয়ত্রিশ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করা হইয়াছে।

শ্রমিক নেতৃবৃন্দের মতে করাচী এবং হায়দ্রাবাদে পঁচাত্তরটি সরকারী ও বেসরকারী শিল্প সংস্থা প্রায় দশ হাজার শ্রমিককে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়াছে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলার বাণী মুজিবনগর : ১১শ সংখ্যা	৯ নভেম্বর, ১৯৭১	বঙ্গবন্ধুর মুক্তি চাই : পশ্চিম পাকিস্তানের ৪২ জন নাগরিকের যুক্ত বিবৃতি

বঙ্গবন্ধুর মুক্তি চাই

পশ্চিম পাকিস্তানের ৪২ জন বিশিষ্ট নাগরিকের যুক্ত বিবৃতি —

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের ৪২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে আবেদন জানাইয়াছেন। তাহারা গত ডিসেম্বরে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের লইয়া একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের অনুরোধ করিয়াছেন।

যাহারা ঐ আবেদনে স্বাক্ষর দান করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে রহিয়াছেন রাজনৈতিক নেতা, আইনজীবী, সাংবাদিক, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, লেখক, ছাত্রনেতা ও সমাজসেবী।

গত ৪ঠা নভেম্বর লাহোরে ঐ যুক্ত বিবৃতি প্রচার করা হয়। জেনারেল ইয়াহিয়া তিনদিনের সফরে ঐ দিনই রাওয়ালপিন্ডি হইতে লাহোর গিয়াছিলেন।

বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীরা বলিয়াছেন, পাকিস্তানের রাজনৈতিক স্থায়িত্ব বিপন্ন হইবার মত সঙ্কট দেখা দিয়াছে। গণতান্ত্রিক সরকার গঠনই এই সঙ্কট দূর করিবার সবচাইতে ভাল উপায়।

তাহারা বলেন যে, শেখ মুজিবকে মুক্তি দেওয়া হইলে তাহা ন্যায় বিচারের প্রাথমিক অনুশাসনের সঙ্গে সামাঞ্জস্যপূর্ণ হইবে।

যুক্ত আবেদনে স্বাক্ষরকারীদের তালিকায় উল্লেখযোগ্য নামগুলি হইল— ইশেতেকলাল পার্টির প্রধান এবং পাকিস্তানের বিমান বাহিনীর প্রাক্তন এয়ার মার্শাল আসগর খাঁ, লেনিন শান্তি পুরস্কার বিজয়ী কবি ফয়েজ আহমদ, পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সভাপতি মির্জা মোহাম্মদ ইব্রাহিম, পাকিস্তান সোসালিস্ট পার্টির নেতা চৌধুরী আসলাম এবং দৈনিক পাকিস্তান টাইমস এর প্রাক্তন সম্পাদক মাজহার আলী খান।

স্বাক্ষরকারীদের অধিকাংশই বামপন্থী বলিয়া পরিচিত। লাহোরে পাক প্রেসিডেন্টের কাছে এই ধরণের আবেদন এই প্রথম। লাহোরকে পাকিস্তানের মুজিব বিরোধী সবচেয়ে বড় কেন্দ্র বলিয়া মনে করা হয়।

রয়টারের খবরে প্রকাশ, সুইডেনে বিপুল সংখ্যক পরিষদ সদস্য বাংলাদেশ সমস্যা সমাধানে নিজেদের প্রভাব কার্যকরী করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। ২৮০ জন সদস্যের স্বাক্ষর যুক্ত এই আবেদন পত্রটি গত ৫ই নভেম্বর সুইডেনস্থ মার্কিন দূতাবাসে অর্পণ করা হয়।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলার বাণী মুজিবনগর : ১১শ সংখ্যা	১৪ নভেম্বর, ১৯৭১	জননী বাংলার পূর্ণ স্বাধীনতার প্রশ্নে কোন আপোষ নাই : কনসালটেটিভ কমিটির অভিমত

অবিলম্বে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি চাই

জননী বাংলার পূর্ণ স্বাধীনতার প্রশ্নে কোন আপোষ নাই

বাংলাদেশ কনসালটেটিভ কমিটির সুস্পষ্ট অভিমত

॥ রাজনৈতিক সংবাদদাতা ॥

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে সময়ে সময়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত কনসালটেটিভ কমিটির দ্বিতীয় সভায় ন্যায় নীতির প্রতি নতি স্বীকার করিয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে মুক্তি দানের জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি পুনরায় আহ্বান জানান হয়। সভায় ইসলামাবাদের জঙ্গীশাহী কর্তৃক সভ্যতার মাথায় পদাঘাত তথা সকল ন্যায় নীতির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করিয়া এখনও বঙ্গবন্ধুকে আটক রাখার তীব্র নিন্দা করা হয়।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে গত শনিবার মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত কনসালটেটিভ কমিটির এই সভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমদ, অর্থমন্ত্রী জনাব মনসুর আলী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব এ, এইচ, এম, কামরুজ্জামান, আওয়ামী লীগের শ্রী ফণিভূষণ মজুমদার ও জনাব আবদুস সামাদ, ন্যাপের অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, বাংলাদেশ কংগ্রেস পার্টির শ্রী মনোরঞ্জন ধর এবং বাংলাদেশ কম্যুনিস্ট পার্টির শ্রী মনি সিংহ উপস্থিত ছিলেন। ন্যাপের মওলানা ভাসানী অসুস্থতার দরুণ সভায় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই।

সভায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য অর্জনের ব্যাপারে বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষের অটুট সংকল্পের কথা পুনরায় ঘোষণা করা হয় এবং স্বাধীনতা বিহীন অন্য যে কোন প্রকার আপোষ ফর্মূলার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে ইসলামাবাদের জঙ্গীশাহীর সমর প্রস্তুতি এবং ভারতের উপর নগ্ন হামলা চালাইবার সংকল্পের নিন্দা করিয়া বলা হয় যে, বাংলাদেশ সমস্যা হইতে বিশ্বের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরাইয়া নেওয়ার জন্যই জঙ্গীশাহী পাক ভারত বিরোধের ধুম্রজাল সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে। প্রস্তাবে আরো বলা হয় যে, বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড আক্রমণ এবং সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতেই জঙ্গীশাহী এই পন্থা অবলম্বন করিতেছে। সভায় জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষের বিশেষ করিয়া সকল স্তরের মুক্তিযোদ্ধাদের

প্রতি জঙ্গীশাহীর এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া এবং ঐক্যবদ্ধভাবে হানাদারদের উপর চূড়ান্ত আঘাত হানিয়া এই জঘন্য চক্রান্ত প্রতিহত করার আহ্বান জানানো হয়। সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে বলা হয়, ইয়াহিয়া খান তথাকথিত বেসামরিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের নামে অবৈধ নির্বাচনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে প্রতারিত করার প্রয়াস পাইতেছে। অবিলম্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দানের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইয়া সভায় আরো একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। একটি প্রস্তাবে বাংলাদেশের ব্যাপারে সর্বপ্রকার সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য ভারত সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

বিশ্বের যে সকল রাষ্ট্র বাংলাদেশে গণহত্যার ব্যাপারে ইয়াহিয়া খানকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সাহায্য করিতেছে, সেইসব দেশের জনগণকে তাহাদের সরকারকে বাংলাদেশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হইতে নিবৃত্ত করার ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

স্বাধীনতা সংগ্রামে যাহারা জীবন উৎসর্গ করিয়া চলিয়াছেন তাহাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া গৃহীত এক প্রস্তাবে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের এই চরম আত্মোৎসর্গের মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করার দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করা হয়।

আলোচনা কমিটির সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে দিল্লীর পাকিস্তান হাইকমিশন অফিসে জনাব হোসেন আলী তাহার স্ত্রী ও দুই কন্যাকে বলপূর্বক আটক করিয়া রাখাকে জঙ্গীশাহীর বর্বরতার আরও একটি নিদর্শন বলিয়া অভিহিত করিয়া অবিলম্বে তাঁহাদিগকে মুক্তিদানের দাবী জানানো হয়।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলার বাণী মুজিবনগর : ১৫শ সংখ্যা	৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১	শেখ মুজিবের বাংলাদেশ ইন্দিরার ভারত একযোগে রুখিয়া দাঁড়াও

শেখ মুজিবের বাংলাদেশ
ইন্দিরার ভারত একযোগে রুখিয়া দাঁড়াও
দুশমনকে খতম করো

(রাজনৈতিক ভাষ্যকার)

গান্ধী-নেহেরু-নেতাজী-ইন্দিরার মহান ভারত শেখ মুজিবের স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে। ভারত আর বাংলাদেশ আজ দুইটি স্বাধীন সার্বভৌম প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্র একই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা, ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ আর সমাজতান্ত্রিক আদর্শের যুগল পূজারী আদর্শ আর আত্মার নিবিড় ঐক্যসূত্রে গাঁথা শেখ মুজিবের বাংলাদেশ আর ইন্দিরার ভারত আজ একই পররাজ্যলোভী জল্লাদ ইয়াহিয়ার হিংস্র আক্রমণের সম্মুখীন। এই আক্রমণ বাংলাদেশ আর ভারতের ৬২ কোটি মানুষের উপর। তাই বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ আর ইন্দিরার ভারতকে আজ একযোগে রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে। ঐক্যবদ্ধ আঘাতের নির্মম প্রচণ্ডতায় দুশমনকে চিরতরে নির্মূল করিয়া দিতে হইবে। শত্রুকে এমন শিক্ষা দিতে হইবে যেন কোনদিন আর কোন উন্মাদ জঙ্গীবাজ বাংলাদেশ বা ভারতের মাটিতে হামলা করিতে সাহস না পায়।

এতদিন যুদ্ধ চলিতেছিল বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে। কিন্তু বীর প্রসবিনী বাংলার দুঃসাহসী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড আক্রমণে পিছু হাটিতে হাটিতে সুনিশ্চিত পরাজয়ের আতঙ্কগ্রস্ত বেশামাল জঙ্গীশাহী বিশ্ব জনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্য ভারতীয় আক্রমণের ধুয়া তুলিয়া ভারতের উপর সশস্ত্র হামলা চালায়। ভারতীয় সেনাবাহিনী পিন্ডিচক্রের এই নগ্ন হামলার জবাবে প্রচণ্ড প্রত্যাঘাত হানিয়াছেন। বাংলাদেশেও মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থনে ভারতীয় সেনাবাহিনী দুর্বার গতিতে শত্রুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। ভারতীয় বিমান বাহিনী ও বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণে বাংলাদেশের শত্রু অধিকৃত অঞ্চলে শত্রুর বিমান বহর বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। মুক্তিযোদ্ধারা মিত্র সেনাবাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া ঝড়ের মতো অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন।

পিন্ডির জঙ্গীচক্রের যুদ্ধের খায়েস ইতিমধ্যেই চরিতার্থ হইয়াছে কিনা জানা যায় নাই, কিন্তু দীর্ঘ আট মাস পূর্বে নিহত পাকিস্তানের লাশ বুকে জড়াইয়া জঙ্গীচক্র এখন সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের দ্বারে দ্বারে পদলেহী কুকুরের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

বিশ্বের হীনতম সাম্রাজ্যবাদ, মানবতার ঘৃণ্য শত্রু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এইবার তাহার মুখোশ খুলিয়া ধরিয়া আপন মূর্তিতে নামিয়াছে। নিপীড়িত নির্যাতিত মানবতার তথাকথিত বন্ধু গণচীনও সাম্রাজ্যবাদী মার্কিনীদের এই সাপ নাচানো বাঁশীর সুরে মোহিনী সাপিনীর মত নাচিতেছে।

জাতিসংঘে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও চীন একযোগে ভারত উপমহাদেশে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণার জন্য প্রস্তাব আনিয়াছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়ন সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর এই চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে।

অপর দুই স্থায়ী সদস্য বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়া নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়াছে। এই দুইটি দেশ অর্থাৎ ফ্রান্স ও বৃটেন বর্তমান মুহূর্তে সম্ভবতঃ অত্যন্ত সাবধানতার সহিত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া চলিয়াছে।

আমরা জানি, বিশ্বের সরকারসমূহ যতই পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করুন না কেন, সমগ্র বিশ্বের শান্তিপ্রিয় ও গণতন্ত্রকামী জনগণ বাংলাদেশের জনগণের এই ন্যায় সংগ্রামকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইয়াছেন। এই সমর্থন লাভ করিবার অধিকার বাংলার জনগণ অর্জন করিয়াছেন। বাংলাদেশের মরণজয়ী মানুষেরা চরম আত্মত্যাগ ও রক্তাক্ত সংগ্রামের মাধ্যমেই এই সমর্থন লাভ করিয়াছেন। বিশ্বের স্বীকৃতিও বাংলার জনগণ এই উপায়ে অর্জন করিবেন। আর সেই দিনটি খুব বেশী দূরেও নয়।

কিন্তু আজ এই শুভদিনেও যে কোন বাঙ্গালীর চিত্ত বেদনায় বিপন্ন। বাংলার প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান আজও শত্রুর কারাগারে। তার কারামুক্তি আর শত্রুমুক্ত স্বাধীনবাংলার জয়জয়ন্তী ত্বরান্বিত করার জন্যই আজ প্রচণ্ডতম শক্তিতে দুশমনের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে— রুদ্ধ করিয়া দিতে হইবে শত্রুর পলায়নের সকল পথ।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলার বাণী	৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
মুজিবনগর : ১৫শ সংখ্যা		১। আমরা কৃতজ্ঞ
		২। আর কোন পথ নাই

সম্পাদকীয়

॥ ১ ॥

আমরা কৃতজ্ঞ

আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা গভীর কৃতজ্ঞ মহান জনগণ এবং মহান নেত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর কাছে। যেভাবে সামরিক ও বৈষয়িক সাহায্য দিয়া, স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়া ভারত অকৃত্রিম আন্তরিকতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের কারামুক্তি এবং জননী বাংলার শৃঙ্খল মোচনের এই জীবনপণ যুদ্ধে বাঙ্গালী জাতির পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে উহার তুলনা নাই। শেখ মুজিবের বাংলাদেশ ইন্দিরার ভারতের কাছে চিরকাল সুগভীর কৃতজ্ঞতার ঋণের বন্ধনে আবদ্ধ থাকিবে। আমরা কৃতজ্ঞ সোভিয়েট ইউনিয়নের জনগণ ও সরকারের কাছে। যেভাবে রাশিয়া নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো প্রয়োগ করিয়া বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত বানচাল কিরিয়া দিয়াছে, আমাদের সমর্থনে আগাইয়া আসিয়াছে ইহা চিরদিন স্মরণ থাকিবে।

আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই ভারতের সেই সব মহান বন্ধুদের যাঁরা নেপথ্যে থাকিয়া আমাদের এই সংগ্রামে অংশ নিয়াছেন।

স্মরণ থাকিবে পোল্যাণ্ডের প্রশংসনীয় ভূমিকা। আর সেই সঙ্গে আমাদের কাছে শত্রু হিসাবে চিহ্নিত হইয়া থাকিবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনসহ বাংলাদেশ বিরোধী রাষ্ট্রসমূহ। তাদের এই মানবতা বিরোধী, স্বাধীনতা বিরোধী ভূমিকার বিচারের ভার আমরা ইতিহাসের উপরই ছাড়িয়া দিতেছি।

॥ ২ ॥

আর কোন পথ নাই

অবশেষে সেই ভয়াবহ আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হইয়াছে। সমগ্র বিশ্বের বিবেকবান মানুষের শান্তির ললিত বাণীকে নিদারুণ হঠকারিতায় ব্যর্থ পরিহাসে পর্যবসিত করিয়া ইসলামাবাদের জঙ্গীশাসক চক্রের কুলচূড়ামণি জল্লাদ ইয়াহিয়া ভারতের উপর যুদ্ধ চাপাইয়া দিয়াছে। বাংলার মাটিতে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নাস্তানাবুদ জল্লাদবাহিনী এবার পরাজয়ের সুতীব্র গ্লানির জ্বালায় দিশেহারা হইয়া হিংস্র ছোবল হানিয়াছে ভারতের মাটিতে। আর স্বাভাবিকভাবেই শত্রুর মোকাবিলায় প্রচণ্ড শক্তিতে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে ভারত—আক্রমণের জবাবে সজোরে পাল্টা আঘাত হানিয়া চলিয়াছে। রণ দামামা বাজিয়া উঠিয়াছে—শুরু হইয়াছে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ। সে যুদ্ধ ছিল এতদিন বাংলাদেশ

ও পশ্চিম পাকিস্তানের যুদ্ধ আজ সেই যুদ্ধেই ইয়াহিয়া খান জড়াইয়াছে ভারতকে। শনিবার সকালে পশ্চিম পাকিস্তানী জঙ্গীশাহী ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। আর আশ্চর্য! ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে রণদামামা বাজিয়া উঠিতে না উঠিতেই ভিয়েতনামে গণহত্যাযজ্ঞের নায়ক মানবতার জঘন্যতম দুশমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন চক্র এই উপমহাদেশে 'শান্তি ভঙ্গের আশংকায়, বিশ্বশান্তির শ্লীলতাহানির দুশ্চিন্তায়' নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক ডাকিয়া ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে বিরতি এবং সেনা প্রত্যাহারের জন্য মরিয়া হইয়া ওঠে। নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক বসিতেও বিলম্ব হয় নাই। তবে সুখের বিষয় বাংলাদেশ এবং ভারতের মহান বন্ধু রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়ার ভেটো প্রয়োগের ফলে বাংলাদেশ ভারত বনাম পশ্চিম পাকিস্তানের এই যুদ্ধকে আন্তর্জাতিকীকরণের মার্কিনী দুরভিসন্ধির প্রথম প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু অবস্থা দৃষ্টে মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে ভারতের উপর জঙ্গীশাহীর হামলা এবং নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠানের মার্কিনী প্রয়াসের মধ্যে একটি নিবিড় ঐক্য সূত্র রহিয়াছে। যোগসূত্র রহিয়াছে প্রায় একই সঙ্গে পিণ্ডি ও পিকিং হইতে ভারতকে আক্রমণকারী আখ্যাদানের মধ্যে। আজ এই উপমহাদেশে কিছু ঘটিতে না ঘটিতেই একই সঙ্গে পিকিং-ওয়াশিংটনে মরনার্তি ধ্বনিত হয়, বৈঠক বসে নিরাপত্তা পরিষদের। কারণ, বিশ্বশান্তি বিপন্নের ধূয়া। কারণ, বিশ্ব শান্তি রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব জাতিসংঘের।

কিন্তু কণ্ঠ যদি আকাশ স্পর্শ করিতে পারিত, আজ চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিতাম, মানবাধিকার লংঘন আর গণহত্যা প্রতিরোধও কি জাতিসংঘের সুমহান প্রতিশ্রুতির অন্তর্ভূক্ত নয়? বিশ্বের মানুষ জানে ইঙ্গ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের লেজুড়বৃত্তি করার জন্য বা আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক আড্ডাখানা হিসাবে জাতিসংঘের জন্ম হয় নাই। জাতিসংঘের জন্ম হইয়াছিল মানবাধিকার ও বিশ্বশান্তি রক্ষা—গণহত্যারোধ আর মানবজাতির কল্যাণ প্রচেষ্টার সুমহান প্রতিশ্রুতিতে। কিন্তু যেদিন মানবেতিহাসের ঘৃণ্যতম জল্লাদ ইয়াহিয়ার লেলাইয়া দেওয়া ভাড়াটিয়া ডালকুত্তা বাহিনী—দশ লক্ষ বাঙ্গালীকে হত্যা করিয়াছে, বাংলার শ্যামল মাটিতে রক্তের গঙ্গা বহাইয়াছে, নির্বিচারে মা-বোনের ইজ্জত লুটিয়াছে, ঘর-বাড়ী জনপদ জ্বালাইয়া পোড়াইয়া ছাই করিয়াছে, লক্ষ লক্ষ নর-নারী শিশুকে গৃহহারা সর্বহারা দেশান্তরী করিয়াছে আর—কারান্তরালে নিক্ষেপ করিয়াছে স্বাধীন বাংলার জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে সেদিন জাতিসংঘ টু শব্দটি করে নাই কেন? কেন সেদিন আজিকার এই যুদ্ধের উৎস জল্লাদী বর্বরতার বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারিত হয় নাই নিরাপত্তা পরিষদ বা খুনী নিক্সনের কণ্ঠে? আজো জল্লাদ ইয়াহিয়া তারই ভাষায় 'পাকিস্তানের ভবিষ্যত প্রধানমন্ত্রী' বাংলার মুকুটহীন সম্রাট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের বিচার প্রহসনের মঞ্চ সাজাইয়া তাহার জীবন লইয়া তস্কর সুলভ রাজনৈতিক জুয়াখেলায় লিপ্ত, কিন্তু তবু কেন নিক্সন নীরব, কেন নীরব জাতিসংঘ আর নিরাপত্তা পরিষদ? বরং উল্টা আজ যখন বাঙ্গালী জাতির মুক্তিযুদ্ধ সাফল্যের স্বর্ণতোরণের দ্বারপ্রান্তে, যখন মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড আক্রমণে জল্লাদ ইয়াহিয়ার ভাড়াটিয়া বাহিনীর মরণদশা, তখন টনক নড়িয়া উঠিয়াছে সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের। ইসলামাবাদের খুনী দোসরদের পরিত্রাণের জন্য শুরু হইয়াছে প্রাণপণ প্রচেষ্টা। বাংলাদেশে ইয়াহিয়া যা করিয়াছে, তার সেই হিংস্র বর্বরতা স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের উপরই চরমতম হামলা—শেখ মুজিবকে হত্যার প্রচেষ্টা

স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রকে হত্যা করার ধৃষ্টতাপূর্ণ প্রচেষ্টারই সামিল। কারণ, বাংলাদেশের জনগণের কাছে শেখ মুজিব আর বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। তবু কেন আজ বৃহৎ শক্তিবর্গ 'স্বাধীন দুনিয়ার নায়ক' আর সুসভ্য গণতন্ত্রী বলিয়া পরিচিত পাশ্চাত্য দেশীয় শাসককূল একটিবারও ইয়াহিয়ার এই উন্মত্ত হিংস্রতার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে পারিল না? অথচ বলা হইয়া থাকে, হিটলারের বিরুদ্ধে মিত্র পক্ষের দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্য ছিল গণতন্ত্র রক্ষা।

সুতরাং এতদিন যে কথা আমরা বলিয়া আসিয়াছি উহাই আজ বিদালোকের মত সত্য হইয়া উঠিয়াছে। জঙ্গী ইয়াহিয়ার ক্ষয়িষ্ণু উপনিবেশবাদী দুঃশাসনের পতনোন্মুখ সৌধটি খাড়া রাখার উদ্দেশ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ দেশ-দেশান্তেরের গণবিরোধী শাসকচক্র চায় উপমহাদেশের এই যুদ্ধকে আন্তর্জাতিকীকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে বানচাল করিয়া দিতে। জল্লাদ ইয়াহিয়া আর তার মুরুব্বীদের ধারণা জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের আহ্বান অনুসারে ভারত ও পশ্চিম পাকিস্তানের যুদ্ধ বিরতি ঘটিলে শান্তি-আলোচনা টেবিলের দুই পার্শ্বে বসিবে ভারত ও পশ্চিম পাকিস্তান। আর শৃঙ্খলিতা দুঃখিনী বাংলা তার স্বাধীনতার স্বপ্ন, মুক্তির দুর্মর আকাঙ্ক্ষা বুকে লইয়া এক পার্শ্বে পড়িয়া থাকিবে অনাদৃত—অবহেলিত, শেখ মুজিব থাকিবেন জল্লাদের জিন্দান খানায়। আর এই ভাবেই নির্মূল হইয়া যাইবে বঙ্গবন্ধুর কারামুক্তি আর জননী বাংলার শৃঙ্খল মোচন করিয়া গণতান্ত্রিক চেতনা সমৃদ্ধ রাষ্ট্র ব্যবস্থা, ধর্মনিরপেক্ষ শোষণবিহীন সমাজ আর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েমের উদ্দেশ্যে পরিচালিত বঙ্গবন্ধুর আদর্শের পতাকাধারী বাঙ্গালী জাতির জীবনপণ মুক্তি সংগ্রাম।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী দস্যু আর ষড়যন্ত্রকারীর দল জানিয়া রাখুক, এ চক্রান্ত আমরা ব্যর্থ করিয়া দিবই। তারা জানিয়া রাখুক, আমরা একা নই—বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষের পার্শ্বে আছেন মহান ভারতের ৫৬ কোটি মানুষ—আর বিবেকবান বিশ্ববাসী। শেখ মুজিবের বাংলাদেশ আর গান্ধী-নেহেরু-নেতাজী-ইন্দিরার ভারত একযোগে হানাদার জল্লাদ বাহিনীর মোকাবিলা করিয়া যাইবে, দুশমনের মরণার্তির শেষ রেশটুকু নিঃশেষে বাতাসে মিলাইয়া যাওয়ার আগে আমাদের সমরাস্ত্রের ধ্বনি এক মুহূর্তের জন্যও স্তব্ধ হইবে না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের কারামুক্তি, স্বাধীন বাংলার স্বীকৃতি আদায় আর সেই সঙ্গে মাতৃভূমির বুক হইতে শত্রু বাহিনীকে চিরতরে উৎখাতের আগে আমরা ক্ষান্ত হইব না।

যারা আজ ভারত ও পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে যুদ্ধ বিরতির আহাজারি করিয়া ছাতি ফাটাইতেছে তারা জানিয়া রাখুক, উপমহাদেশে জল্লাদ ইয়াহিয়া যে যুদ্ধের দাবানল ছড়াইয়াছে উহা যদি নির্বাপিত করিতে হয় সর্বাগ্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে মুক্তি দিতে হইবে, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে হইবে, বাংলাদেশ হইতে সকল পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং তারপর একযোগে বাংলাদেশ-ভারত ও পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে যুদ্ধ বিরতির আহ্বান জানাইয়া প্রয়োজনবোধে শেখ মুজিব-ইন্দিরা গান্ধী-ইয়াহিয়া খানকে আলোচনা বৈঠকে মিলিত করার উদ্যোগ নিতে হইবে। ইহা ছাড়া আর কোন পথ নাই।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলার বাণী মুজিবনগর : ১৫শ সংখ্যা	৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১	রাজনৈতিক দিগন্তে

রাজনৈতিক দিগন্তে

— যাত্রিক

আজ মৃত্যুঞ্জীয় ৭ই ডিসেম্বর। এক বৎসর আগে ঠিক এই দিনটিতেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল সেদিনের পাকিস্তানের ২৩ বছরের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। আর রাষ্ট্রীয় ভাগ্য নির্ধারণের প্রশ্নে নিজেদের অবাধ মতামত পেশের সেই প্রথম সুযোগেই শেখ মুজিবের বাংলার মানুষ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জানাইয়া দিয়াছিল চিরদিন কাহারো গোলাম হইয়া কলোনী হইয়া থাকার জন্য বাঙ্গালীর জন্ম হয় নাই। সেদিন বিশ্বের পার্লামেন্টারী রাজনীতির ইতিহাসে নজীর বিহীন নিঃশব্দ ব্যালটের বিপ্লবের মাধ্যমে শেখ মুজিবের বাংলাদেশ জানাইয়া দিয়াছিল বিদ্রোহী বঙ্গোপসাগরের প্রমত্ত হুঙ্কারে আমরাই আমাদের শাসন করিতে চাই—বাংলাকেই করিতে চাই বাংলার ভাগ্য বিধাতা। দ্ব্যর্থহীন ভাষায়, নিঃসঙ্কোচ আন্তরিকতায়, আর অন্তহীন ভালবাসা ও বিশ্বাসের সঙ্গে বাংলার মানুষ সেদিন নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার তুলিয়া দিয়াছিল বাংলার মুকুটহীন সম্রাট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের হাতে। এ রায় শুধুমাত্র একটি বিক্ষুব্ধ বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠির রায় ছিল না—এ রায় ছিল সাড়ে ৭ কোটি বাঙালীর বলিষ্ঠ রায়—সে দিনের পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ৩১০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসনে জয়লাভ করিয়া সমগ্র পাকিস্তানের সংখ্যা গরিষ্ঠ পার্লামেন্টারী দলের মর্যাদা এবং সমগ্র পাকিস্তান শাসনের অধিকার লাভ করে। এই নির্বাচনের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ববাসীর সামনে দুইটি সত্য দিবালোকের মত স্পষ্ট হইয়া যায়। প্রথমতঃ বাংলার মানুষ স্বাধিকার চায়—পশ্চিম পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক দুঃশাসনের শৃঙ্খল চুর্ণ বিচুর্ণ করিয়া নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করিতে চায়। আর ৭ই ডিসেম্বর এই সত্যকেই সগৌরব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয় যে, একমাত্র শেখ মুজিবর রহমানেরই বাংলাদেশের এমনকি সমগ্র পাকিস্তানের পক্ষ হইয়া কথা বলার অধিকার রহিয়াছে।

২৪ বৎসর আগে পাকিস্তান নামক রাজনৈতিক জারজ সন্তানের সৃষ্টি হইবার পর একটি দিনের জন্যও সে দেশের মানুষ স্বাধীনতার আস্বাদ লাভ করিতে পারে নাই। দুই যুগ ধরিয়া পশ্চিম পাঞ্জাবী পুঁজিপতি, শিল্পপতি, কায়েমী স্বার্থবাদী ও শোষক ষড়যন্ত্রকারীদের অদৃশ্য সুতার টানে যারাই ক্ষমতার আসনে সমাসীন হইয়াছে আবার চিৎপটাং হইয়া পড়িয়াছে তারা সকলেই ছিল এই উপনিবেশবাদী দুঃশাসনেরই নাটবল্টু মাত্র। জনগণের সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ ছিলনা—জনগণকে তারা না পারিয়াছে আপন করিতে, না পারিয়াছে জনমতের কাছে মাথা নত করিয়া তাদেরকেই সকল শক্তির উৎস ধরিয়া তাদের ইচ্ছানুসারে রাষ্ট্র শাসন করিতে। দুই যুগের ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট আমরা যা পাইয়াছিলাম তার নাম আর যাই হউক স্বাধীনতা

নয়। বরং এইদিন স্বাধীনতার নামে শুধু গোলামীর জিঞ্জির বদল হইয়াছিল—ইংরেজের বদলে আমরা আবদ্ধ হইয়াছিলাম—পাঞ্জাবী উপনিবেশবাদের নির্মম শাসন ও শোষণের নিষ্ঠুর শৃঙ্খলে। এই শৃঙ্খল বিশেষতঃ বাঙালী জাতির জন্য ছিল বৃটিশ পরাধীনতার চাইতেও ভয়াবহ। শেখ মুজিবর রহমানই একদিন বলিয়াছিলেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ২০০ বৎসরে বাংলাদেশকে যতটা শোষণ করিয়াছে, পশ্চিম পাকিস্তানীরা ২৩ বছরে তার চাইতে অনেক বেশী শোষণ করিয়াছে। ২৩ বছর ধরিয়া পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক ও শোষকের দল শাসনের নামে, ব্যবসায়ের নামে, বাণিজ্যের নামে বাংলার শ্যামল মাটিকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছে, কামড়াইয়া ছিড়িয়া খাবলাইয়া খাইয়াছে বাঙ্গালীর হাড়, মাংস, কলিজা। ২৩ বছরে নির্মম দস্যুর মত বল্গাহীন শোষণ ও লুণ্ঠনে সোনার বাংলাকে পরিণত করিয়াছে শ্মাশানে, অন্তহীন দুঃখের ভাগাড়ে। বাঙ্গালী জাতির দুঃখ, বঞ্চনা এবং দুর্ভোগ যত বাড়িয়াছে ততই তীব্রতর হইয়াছে তার দুর্জয় জাতীয়তাবাদী চেতনা। বাঙালী জাতির এই জাতীয়তাবাদী চেতনা এবং নিজেই নিজের ভাগ্য নিয়ন্তা হওয়ার দুর্জয় বাসনা চরম রূপ লাভ করিয়াছে বিংশ শতাব্দীর অপরাজেয় জাতীয়তাবাদী গণশক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠার দুর্বার সংগ্রামের নির্ভীক সিপাহসালার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে। ছয় দফা কর্মসূচীর মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের স্বাধিকার চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এই আপাতঃ লক্ষ্য স্বাধিকারের দাবীর অন্তরালে যে চূড়ান্ত লক্ষ্য নিহিত ছিল সে সম্পর্কেও তিনি জনগণের কাছে আভাস দিতে ভুল করেন নাই। ১৯৭০ সালের ৪ঠা জানুয়ারী তারই প্রতিষ্ঠিত ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বাংলার ছাত্র, যুবক, শ্রমিক জনতার উদ্দেশ্যে তিনি বলিয়াছেন, 'ছয় দফা যদি মানিয়া না নেওয়া হয় তবে কয় দফা দিতে হইবে আমার জানা আছে। যখন দরকার হইবে আমিই বিপ্লবের ডাক দিব, তোমরা প্রস্তুত থাকিও'। ষড়যন্ত্রকারী এবং শাসককূল যে সহজে জনগণকেই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সকল শক্তির উৎস বলিয়া মানিয়া নিয়া তাদের ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করিবে না বঙ্গবন্ধু ইহা জানিতেন। আর জানিতেন বলিয়াই ভোট চাহিতে গিয়াও তিনি জনগণের প্রতি সর্বাত্মক সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়াছেন। বাংলার মানুষের উদ্দেশ্যে তিনি বলিয়াছেন আমি তোমাদের কাছে দুইটি জিনিষ চাই : একটি তোমাদের ভোট, আর একটি, যখন আন্দোলনের ডাক দিব তখন সর্বশক্তি লইয়া দুশমনের মোকাবিলা করিবার ওয়াদা। প্রলয়-বিধ্বস্ত দুর্ভাগা বাংলার উপকূলীয় এলাকা পরিদর্শন শেষে ঢাকা ফিরিয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ২৩শে নভেম্বর হোটেল শাহবাগে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। এই সম্মেলনে দেশ বিদেশের দুইশোর ও বেশী সাংবাদিক যোগদান করেন। এই সাংবাদিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বলেন আমরা নিয়মতান্ত্রিক পথেই লক্ষ্যে পৌছিতে চাই। নির্বাচন যদি হয় ভাল। আর যদি নির্বাচন না হয় সংগ্রামের মাধ্যমেই আমরা অধিকার আদায় করিব। প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে উপকুলের যে দশ লক্ষ ভাইবোন প্রাণ হারাইয়াছে তাদের কাছে আমরা ঋণী। তাদের কাছে এই আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার : প্রয়োজনবোধে আরো দশ লক্ষ বাঙ্গালী শহীদ হইব। তবু আমরাই আমাদেরদেশ শাসন করিব— বাংলাকেই করিয়া তুলিব বাংলার ভাগ্য বিধাতা।

এই পটভূমিতে গত বছর ৭ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের মানুষ ভোটকেন্দ্রে গমন করে। তাদের এই দিনের রায়—নিজেরাই নিজেদের শাসক হইবার রায়—বাংলাকেই বাংলার

ভাগ্য নিয়ন্তা করার রায়। আর এই রায় নিঃসন্দেহে দেশের রাজনীতির ইতিহাসে এক নব দিগন্তের সূচনা করিয়াছে। আজিকার মুক্তিযুদ্ধের যৌক্তিকতা এবং বৈধতা সপ্রমাণেও তাই ৭ই ডিসেম্বরের রায়ের ভূমিকা অপরিসীম, অনস্বীকার্য। ৭ই ডিসেম্বরের সেই রায় পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক-শোষকের দল মানিয়া নেয় নাই। কিন্তু বাংলার মানুষও শক্তির দাপটের কাছে মাথা নত করে নাই—নীরবে বরদাস্থ করে নাই বাঙ্গালী জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার উপর জল্লাদের হামলা।

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম ২৬শে মার্চ। মাত্র আট মাস আগে বাঙ্গালী জাতি বঙ্গবন্ধুর ডাকে স্বাধীনতার পতাকা আর সমরাস্ত্র হাতে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকচক্রের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই আট মাসে ২৫শে মার্চের কালো রাত্রির হিংস্র জল্লাদী ছোবল, মানবেতিহাসের নজিরবিহীন বীভৎস নারকীয় গণহত্যাযজ্ঞ, হানাদার বর্বর ডালকুত্তা বাহিনীর পাশবিক নারী ধর্ষণ, লুঠতরাজ, অগ্নি সংযোগ আর নির্যাতনের নীল সমুদ্র পাড়ি দিয়া, আকস্মিক আঘাতের প্রাথমিক বিপর্যয় কাটাইয়া, স্বাধীনতার দুর্গম বিসর্পিল পথের প্রান্তে প্রান্তে শাঠ্য ষড়যন্ত্র বাধা বিপত্তির মরণ ফাঁদ এড়াইয়া আপোষহীন সংকল্পে সামনে আগাইয়া পাল্টা আঘাত হানিতে অনেকটা সময় কাটিয়া গিয়াছে বাঙালী জাতির। কিন্তু কর্তব্যে অবহেলা আর এতটুকু কালক্ষেপও তারা করে নাই। হাজার প্রতিকূলতার মধ্যেও স্বাধীনতার স্বর্গতোরণের নির্দিষ্ট পথে আগাইয়া চলিয়াছে বাংলার মানুষ অপ্রতিহত বেগে। বুকে বুকে হানাদার দুশমনের উপর নির্মম প্রতিশোধ গ্রহণের লেলিহান চিতাগ্নি, অন্তরে অন্তরে স্বাধীনতার দুর্মর স্বপ্নের বন্যা, আর বাংলার মুক্তি সেনাদের চোখের সামনে উজ্জ্বল শিখায় জ্বলিয়াছে মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রদীপ্ত আলোকমালা। সেই আলোতেই পথ দেখিয়া দেখিয়া তারা অবিচল দৃঢ়তায় শত্রুবাহিনীকে কচুকাটা করিতে করিতে আজ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সুনিশ্চিত সোনালী সুর্যের আলোর রাজত্বে। এবার চরম আঘাত হানিবার পালা। বাংলাদেশের দিকে দিকে দুঃসাহসী মুক্তিযোদ্ধারা একযোগে দুশমনের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানিয়া চলিয়াছে—সর্বত্রই তাদের জয় জয় কার। বাংলার দশ-দিগন্তে আজ স্বাধীন বাংলার জয় জয়ন্তীর তুর্যনাদ। এই সাফল্যের তুলনা নাই। পৃথিবীর কোন দেশেই কোন কালে মাত্র আট মাসের মধ্যে একটি জাতির মুক্তিযুদ্ধের এমন উল্লেখযোগ্য সাফল্যের আর কোন নজির নাই।

শুধু তাই নয়, নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে বাঙ্গালী জাতি। গত বছর ডিসেম্বর মাসের নির্বাচনে নিঃশব্দ ব্যালটের বিপ্লবের মাধ্যমে বাঙ্গালী জাতি সৃষ্টি করিয়াছিল বিশ্বের পার্লামেন্টারী রাজনীতির ইতিহাসে এক নজিরবিহীন রেকর্ড। কিন্তু সেদিনের পাকিস্তানের গণবিরোধী স্বৈরাচারী রাজশক্তি বাংলার মানুষের সেই নিরস্ত্র বিপ্লবের রায়কে সহজভাবে মানিয়া নেয় নাই। জঙ্গীচক্র যে বাঙ্গালীর আশা আকাঙ্ক্ষার কাছে নতি স্বীকার করিবে না, একথা অজানা ছিল না বাংলার নেতা ও জনতার কাছে, তাই নীরবে নিভৃতে চলিয়াছে—শক্তি দিয়া শক্তির মোকাবিলা করার প্রস্তুতি। যখন সময় আসিয়াছে সাড়ে ৭ কোটি বাঙ্গালীর বিরুদ্ধ কণ্ঠস্বরকে নিজের কণ্ঠে তুলিয়া নিয়া প্রমত্ত হুঙ্কারে গর্জিয়া উঠিয়াছেন বাংলার মুকুটহীন সম্রাট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান : 'বাংলাদেশ স্বাধীন। শত্রু আমাদের আক্রমণ করিয়াছে। সজোরে পাল্টা আঘাত হানো।' বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠ নির্দ্দেশ বাতাসে মিলাইয়া যাওয়ার আগেই হাতে অস্ত্র তুলিয়া নিয়াছে বাংলার মানুষ। প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণের প্রবল তরঙ্গাঘাতে ৭২ ঘন্টায় বাঙ্গালী জাতি নির্মূল করার জল্লাদী খোয়াব

ভাঙ্গিয়া খান খান করিয়া দিয়া শেখ মুজিবের অনুসারীরা মুগ্ধবিস্মিত বিশ্ববাসীকে দেখাইয়া দিয়াছে শুধু ব্যালটেরই নয়—বাঙ্গালীর বুলেটের জোরও কত বেশী। গত বছরের সাতই ডিসেম্বর আর এবারের সাতই ডিসেম্বর একই সগর্ব সত্যের পতাকা ঊর্ধে তুলিয়া ধরিয়াছে। একটি ঐক্যবদ্ধ জাতির ইচ্ছাকে, আশা আকাঙ্ক্ষাকে দাবাইয়া দেওয়ার শক্তি কাহারও নাই—কেহই পারে না একটি জাতির স্বাধীনতার স্বপ্ন বানচাল করিয়া দিতে। ৭ই ডিসেম্বর তাই মৃত্যুঞ্জয়ী।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলার বাণী	৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১	চিঠিপত্রের জবাবে
মুজিবনগর : ১৫শ সংখ্যা		

চিঠিপত্রের জবাবে

— আজাদ

আনোয়ারা বেগম
বনগাঁ।

প্রঃ— সাত মাস হইল দেশান্তরী হইয়াছি। কবে আবার দেশে ফিরিতে পারিব।

উঃ— উতলা হইবেন না বোন। আপনাদের অগণিত সন্তান, অগণিত ভাই মাতৃভূমিকে শত্রু মুক্ত করিয়া আপনাদের ঘরে ফিরাইয়া আনার জন্য জীবনপণ যুদ্ধে নিয়োজিত। এই যুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় ত্বরান্বিত করার জন্য চেষ্টা ও সাধনার শেষ নাই। সুদিন যখন আসিবে, নিশ্চয়ই আপনারা ঘরে ফিরিতে পারিবেন—দুইদিন আগেই হউক আর পরেই হউক।

মাসুদ হোসেন
টাঙ্গাইল।

প্রঃ— বলিতে পারেন এই যুদ্ধ কবে থামিবে ?

উঃ— যেদিন স্বাধীন বাংলার জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান আমাদের মধ্যে ফিরিয়া আসবিন, যেদিন বাংলাদেশ হানাদার দুশমনের কবল মুক্ত হইবে।

অনিরুদ্ধ
বর্ধমান।

প্রঃ— বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের রাজনৈতিক মূলমন্ত্র এবং আদর্শ কি ?

উঃ— স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষ শোষণবিহীন সমাজ এবং জাতীয়তাবাদী চেতনা।

সাহাদত হোসেন
কালিগঞ্জ।

প্রঃ— বঙ্গবন্ধুর ডাকে আমরা স্বাধীনতার যুদ্ধ করিতেছি। স্বাধীনতা অর্জনের পর আমাদের কি কর্তব্য ?

উঃ— সে দায়িত্ব আরও কঠিন ! মাতৃভূমি শত্রুমুক্ত হইবার পর মুহূর্তেই অধিকতর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা লইয়া শান্তিশৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার, সামাজিক পুনর্গঠন এবং বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শ বাস্তবায়নের কাজে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।

সালামউল্লাহ
ফরিদপুর।

প্রঃ— যে স্বাধীনতার জন্য আমরা যুদ্ধ করিতেছি, এই স্বাধীনতা হইবে কাহার জন্য ?

উঃ— সকলের জন্য। স্বাধীনতার সুবর্ণ ফসল সকলের দ্বারে পৌঁছাইয়া দেওয়ার সংগ্রামই অধিকতর কঠিন স্বাধীনতার সংগ্রাম।

আবদুল কিরম
বনগাঁ।

প্রঃ— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করিয়া দিল কেন ?

উঃ— নিক্সনের ল্যাঙ্গট জল্লাদ ইয়াহিয়াকে মদদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে। যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বাস, ভারতের অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ হইলে ভারত পাকিস্তানের কাছে কাবু হইয়া পড়িবে। আর এই ভাবেই ভারতকে নাজেহাল করা যাইবে। ভারতের 'অপরাধ' সম্ভবতঃ এই যে, ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করে।

অঞ্জনা রায়
কলিকাতা।

প্রঃ— বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান মার্চ মাসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু এই ব্যাপারে তিনি কি আগে কোন আভাষ দিয়াছিলেন।

উঃ— বাঙ্গালী জাতির দাবী আদায়ের জন্য যে সংগ্রাম করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে, সে আভাষ তিনি জাতিকে সব সময়েই দিয়াছেন। নির্বাচনী প্রচার সভাগুলিতেও তিনি জনগণের কাছে সমস্ত পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করিয়া দুইটি জিনিষ চাহিয়াছেন; একটি ভোট আরেকটি আপোষহীন সংগ্রামের ওয়াদা। তিনি বলিয়াছেন নির্বাচনী রায়ের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে দেখাইতে হইবে আমরা কি চাই। আর আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা যদি বানচাল করিয়া দেওয়ার চেষ্টা চলে একযোগে শত্রুর বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে। সুতরাং আমাকে শুধু ভোট দিলেই চলিবে না। যখন সংগ্রামের ডাক দিব, তখন সর্বাত্মক সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

১৯৭০ সালের ৪ঠা জানুয়ারী ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণদানকালে ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলিয়াছিলেন, 'ছয়দফা' যদি মানিয়া লওয়া না হয় তখন কয় দফা দিতে হইবে সে আমি জানি। সময় যখন আসিবে, আমি বিপ্লবের ডাক দিব। প্রস্তুত থাকিও। উপকূলীয় প্রলয় বিধ্বস্ত এলাকা সফর শেষে ২৩শে নভেম্বর ঢাকার হোটেল শাহবাগে ২ শতাধিক দেশী-বিদেশী সাংবাদিকের এক সমাবেশে বঙ্গবন্ধু দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন নিয়মতান্ত্রিক পথে আমাদের অধিকার আদায়ের প্রয়াস যদি বানচাল করিয়া দেওয়া হয় বিশ্ববাসী আর ষড়যন্ত্রকারী শাসক-শোষকেরা জানিয়া রাখুক সংগ্রামের মাধ্যমেই আমরা উহা আদায় করিব। যে দশ লক্ষ মানুষ দুর্ভাগা বাংলার উপকূলে প্রলয়রাত্রির হিংস্র ছোবলে প্রাণ হারাইয়াছে, তাদের আত্মার প্রতি আমাদের ইহাই দৃঢ় অঙ্গীকার। প্রয়োজনবোধে আরও দশ লক্ষ লোক শহীদ

হইবে। কিন্তু তবু আমরাই আমাদের শাসন করিব, বাংলাকেই করিয়া তুলিব বাংলার ভাগ্যবিধাতা।

তরিকুল আলম

বসিরহাট।

প্রঃ— বাংলাদেশ সম্পূর্ণভাবে শত্রুমুক্ত হইবার পর কারা স্বাধীন বাংলার শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবেন?

উঃ— বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এবং তাহার যে সব অনুসারী নির্বাচিত গণপ্রতিনিধির মহান মর্যাদা রক্ষা করিয়া বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চালাইয়া যাইতেছেন।

শফিকুল আলম

বসিরহাট।

প্রঃ— যে সামান্য কয়েজন আওয়ামী লীগ দলীয় পরিষদ সদস্য বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া শত্রুর সঙ্গে হাত মিলাইয়াছে স্বাধীন বাংলায় তাদের স্থান হইবে কোথায়?

উঃ— কবরে। ৩রা জানুয়ারী ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানই জনগণের প্রতি সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। নির্বাচিত সদস্যদের যদি কেউ দেশ ও দেশবাসীর সঙ্গে বেঈমানী করে, তাকে জ্যান্ত করব দিয়া দিও।

সেলিনা আখতার

সিলেট।

প্রঃ— বিদেশে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের মধ্যে বাংলাদেশের জনগণের সব চাইতে বড় বন্ধু এবং সব চাইতে বড় দুশন কে?

উঃ— সব চাইতে বড় বন্ধু ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী আর সব চাইতে বড় দুশমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সন।

আতাহার আলী

কুষ্টিয়া।

প্রঃ— আমি একজন ছোট দোকানদার। বাংলাদেশ স্বাধীন হইলে কি আমার ভাগ্য পরিবর্তিত হইবে?

উঃ— বাঙ্গালী জাতির ভাগ্যতো সুখে দুঃখে একই সূত্রে গাঁথা। সুতরাং আপনার একার ভাগ্য পরিবর্তনের প্রশ্নতো অবান্তর। সামগ্রিকভাবে জাতির ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যই তো এত রক্তপাত, এত ত্যাগ তিতিক্ষা—এই স্বাধীনতার সংগ্রাম।

জনৈক মুক্তিযোদ্ধা

ফরিদপুর।

প্রঃ— হাজার হাজার বাঙ্গালী যখন অস্ত্র লইয়া শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে, তখন আপনারা রনাঙ্গণ হইতে দুরে নিরাপদ আশ্রয়ে বসিয়া কাপুরুষের মত কলমবাজি করিতেছেন। লজ্জা করে না আপনাদের!

উঃ— না। আপনার মত আমাদের যে সব বীর ভাই বন্ধু জীবনের ঝুঁকি লইয়া রণাঙ্গনে শত্রুর মোকাবিলা করিতেছেন তাদের অবদানের কোন তুলনা নাই। তবে একটা কথা, কলমবাজি করিতেছি ব্যবসায়িক স্বার্থে নয়—দেশ ও নেতার আদর্শের বাণী প্রচারের প্রয়োজনে। মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের কারামুক্তি এবং জননী বাংলার শৃঙ্খল মোচনের সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যেই আপনারা যেমন সমরাস্ত্রের সাহায্যে যুদ্ধ করিতেছেন, আমরা কলমের সাহায্যে লড়াই করিতেছি। আপনারা এবং আমরা একই যুদ্ধের দুই পৃথক ফ্রন্টের সৈনিক। একই 'হাই কম্যাণ্ডের' নির্দেশ অনুযায়ী যুদ্ধের প্রয়োজনেই আপনারা রণাঙ্গনের, আমরা পত্রিকা অফিসে। একই সংগঠনের আমরা সদস্য। আমাদের মধ্যে এ ধরণের ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ না থাকাই কি সমীচিন নয়?

শ্রীকৃষ্ণ
বাগদা।

প্রঃ— ভুট্টো এখন কি করিতেছে?

উঃ— পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী হওয়ার খায়েস তার চুরমার হইয়া গিয়াছে। তাই বাংলাদেশের আশা ছাড়িয়া 'নতুন পাকিস্তান' গঠনের চেষ্টা তদ্বিরে ব্যস্ত। আরেকটা ডিউটি আছে তার। ইয়াহিয়ার জুতা পালিশ করা।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
নতুন বাংলা★	১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ৫ম সংখ্যা		এই যুক্ত কর্মদ্যোগকে সংগ্রামের সকল স্তরে ছড়াইয়া দিন

সম্পাদকীয়

এই যুক্ত কর্মদ্যোগকে সংগ্রামের সকল স্তরে ছড়াইয়া দিন

যুদ্ধকালীন অবস্থায় বাংলাদেশ সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শদানের জন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী দলগুলির এক বৈঠকে একটি সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হইয়াছে। আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কমিনিস্ট পার্টি, মওলানা ভাসানী পরিচালিত ন্যাপ, জাতীয় কংগ্রেসের এই যৌথ উদ্যোগকে বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণ অভিনন্দন জানাইবে। সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠন ব্যতীত সাফল্য অর্জন দুরুহ। বিশেষতঃ যেখানে আমাদের একটি সুশিক্ষিত ও আধুনিক অস্ত্র-সজ্জিত নিয়মিত সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করিতে হইতেছে। যেখানে লক্ষ্য এক সেখানে পৃথক পৃথক ভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই পরিচালনা সময় ও শক্তির অপচয়। শত্রুকে বিভিন্ন ফ্রন্টে পর্যুদস্থ করার জন্য সমগ্র জাতির সহযোগিতা সকল দলের ঐক্যবদ্ধ কর্মদ্যোগের মধ্যে প্রতিফলিত হইবে, স্বাভাবিক ভাবেই দেশবাসী ইহা আশা করিয়াছে। বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ সমন্বয়ে গঠিত ৮ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি তাহাদের সেই আশা পুরা করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া আমরা ধরিয়া লইতে পারি।

সংগ্রামী দেশবাসী ও বিভিন্ন দলের সাধারণ কর্মীগণ এইভাবে ঐক্যদ্ধ সংগ্রামে শামিল হইলেও প্রায় ছয়মাস যাবৎ শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত দলগুলি যার যার নিজস্ব পরিকল্পনা লইয়া শত্রুর বিরুদ্ধে সাধ্যমত লড়াই করিতেছিল। সুনিশ্চিতভাবে বলা চলে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে চুড়ান্ত সংগ্রামে আপন আপন পথে চলার নজীর দেশবাসী খুব ভাল চোখে দেখিতে পারে না। কারণ, সংগ্রামে জয়ের পথ ইহাতে অহেতুক জটিল ও দীর্ঘ হয়। পারস্পরিক সহযোগিতার স্থলে দেখা দেয় ভুল বুঝাবুঝি।

শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের কতিপয় পন্থা রহিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দেখা গিয়াছে যে, বৃটেনের রক্ষণশীল মন্ত্রীসভায় শ্রমিকদলীয় সদস্যদের গ্রহণ করা হইয়াছে। এই ভাবে সরকার গঠনের ক্ষেত্রে সকল মতের প্রতিনিধি স্থায়ী দলকে গ্রহণ করিয়া সাধারণভাবে নাজীবাদের বিরুদ্ধে তাহারা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চালাইয়াছে। মন্ত্রী সভায় বিভিন্ন দলকে গ্রহণ করিয়া যুক্তফ্রন্ট গঠন করা যাইতে পারে। দ্বিতীয় পন্থা হইল

★ নতুন বাংলা। বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্র। বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (সভাপতি: অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ) কর্তৃক বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ঐক্যবদ্ধ জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠন। ভিয়েতনাম, প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি কোন সামাজ্যবাদের সমর্থনপুষ্ট ও সাহায্যপ্রাপ্ত চরম প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ সমন্বয়ে এই রকম যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয়। এই ধরণের যুক্তফ্রন্ট শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা হইতে মুক্ত এলাকায় শাসন ব্যবস্থা প্রভৃতি সংগ্রামের সকল স্তরে একটি সর্বোচ্চ পরিষদ হিসাবে কাজ করে। ইহার অধীনে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য থাকে সমর পরিষদ এবং মন্ত্রী পরিষদ।

ইহাছাড়া তৃতীয় একটি পথ রহিয়াছে। বিভিন্ন দলের কর্মপন্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং কিভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে হইবে সে সম্পর্কে পরামর্শ দানের জন্য উপদেষ্টা কমিটি বা পরিষদ গঠন। উপদেষ্টা কমিটি গঠনের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য হইতে স্থির করা হয় যে ইহা মন্ত্রিসভার অধীনে শুধু মাত্র সময়ে পরামর্শ দিবে, না ইহা মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করিবে। কখনও কখনও এই ধরণের উপদেষ্টা কমিটি মন্ত্রিসভার অধীন হইয়া পড়ে আবার কখনও ইহা মন্ত্রিসভার সমান্তরাল ক্ষমতার অধিকারী হইয়া মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তকে গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রভাবিত করে। পরন্তু অনেক ক্ষেত্রে উপদেষ্টা কমিটি গঠন করিয়া সরকার জনসাধারণের দাবী দাওয়া বিবেচনার নামে একটি রক্ষাবর্ম সৃষ্টি করে। অতীতে আমাদের দেশে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এধরণের বহু অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে। কিন্তু কার্যকালে এই সব কমিটির তৎপরতা কাগজপত্রে সীমাবদ্ধ ছিল।

যুদ্ধকালীন অবস্থায় বাংলাদেশ সরকারকে পরামর্শ দানের জন্য এই সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির গুরুত্ব অনেক। প্রথমতঃ শত্রুকে আঘাত হানার ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে সকল দলের মধ্যে সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন দলের কর্মপ্রচেষ্টা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ যাই হউক না কেন— ভিন্ন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইয়াছে। লক্ষ্য এক হওয়া সত্বেও এই প্রবাহগুলিকে তুলনা করা চলে নদীর সাথে। ছোট বড় সকল নদীই সমুদ্রে মিলায়। কিন্তু প্রবাহগুলিকে একটি প্রকাণ্ড খাতে পরিচালিত করিলে উহাতে সর্বাপেক্ষা বেশী বেগের সঞ্চার হয়। বিভিন্ন দলের আওতায় মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন সংগ্রামকে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা মাফিক ঐক্যবদ্ধ পথে পরিচালনা করিলে উহা হইতে সর্বাধিক ফল পাওয়া যায়। তৃতীয়তঃ এই উপদেষ্টা কমিটিতে যে নেতৃবৃন্দ রহিয়াছেন তাহাদের পশ্চাতে রহিয়াছে দীর্ঘদিনের সংগ্রামী ঐতিহ্য। পরাধীন আমলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর স্বৈরচারী সরকারের বিরোধী সংগ্রামের অগ্নি পরীক্ষায় ইহারা সকলেই উত্তীর্ণ সৈনিক। সুতরাং অতীতের প্রথম সারির সৈনিকগণ আমাদের এই মুক্তিযুদ্ধকে ঐক্যবদ্ধভাবে পরিচালনা করিলে জনগণের মনে অভূতপূর্ব উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার হইবে ইহা বলাই বাহুল্য।

এই উপদেষ্টা কমিটির নিকট হইতে আমরা এমন কর্মপন্থা আশা করিব যে, যুক্ত প্রচেষ্টার সমস্ত ক্ষেত্র হইতে রণক্ষেত্র পর্যন্ত এই ঐক্যের বিশাল বলিষ্ঠ কার্যকর্ম সক্রিয় থাকে।

রণক্ষেত্রে ও প্রচারণাযুদ্ধে শত্রুর মোকাবেলার জন্য এই যুক্ত পদক্ষেপের ফল ইতিমধ্যেই ফলিতেছে। অধিকৃত বাংলাদেশের পুতুল গভর্ণর ডাঃ মালিক কর্তার ইচ্ছার প্রতিধ্বনি করিয়া আওয়ামী লীগ নেতাদের সহিত আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

শত্রু এই ঐক্যবদ্ধ শক্তির ভয়ে এমনই বেসামাল হইয়া পড়িয়াছে যে তাহারা এখন প্রলাপ বকিতেছে। শেখ মুজিবর রহমানকে মুক্তি দানের জন্য বিশ্বব্যাপী দাবী সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকিয়া আওয়ামী লীগের সহিত আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশের মত নির্বোধ পুনরুক্তি করিতেছে।

শত্রুর বিরুদ্ধে আমরা সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী এক সার্বিক যুদ্ধে রত। এই সার্বিক যুদ্ধে সর্বক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের জন্য সংগ্রামী সকল দল মতকে আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার পথে অগ্রসর হইতে হইবে। এই উপদেষ্টা কমিটি আমাদের সংগ্রামী ঐক্যের প্রতীক। ইহাকে সংগ্রামের সকল স্তরে যুক্ত কর্মদ্যোগের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে হইবে। সংগ্রাম পরিচালনার সকল স্তরে কীভাবে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করা যায় তাহা ছাড়াও ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বের অধীনে সকল সংগ্রামী এই শরিকদলগুলিকে আরও তৎপর করিতে হইবে; ইহাদের মধ্যেকারে সম্পর্ককে আরও ঘনিষ্ঠ করিতে হইবে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
নতুন বাংলা মুজিবনগর : ৫ম সংখ্যা	১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	আপোষ নয় পূর্ণ স্বাধীনতা পাঁচ পার্টির যুক্ত ঘোষণা

আপোষ নয়, পূর্ণ স্বাধীনতা

পাঁচ পার্টির যুক্ত কমিটি গঠন ও যুক্ত ঘোষণা

(বিশেষ প্রতিনিধি)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারকে উপদেশ প্রদানের জন্য বাংলাদেশের পাঁচটি রাজনৈতিক দলকে লইয়া একটি উপদেষ্টা (কন্‌সালটেটিভ) পরিষদ গঠিত হইয়াছে। এই রাজনৈতিক দলগুলি হইতেছে আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, ভাসানী পন্থী ন্যাপ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও বাংলাদেশ ন্যাশনাল কংগ্রেস।

গত বুধবার মুজিব নগরে অনুষ্ঠিত ঐ পাঁচটি রাজনৈতিক দলের শীর্ষ স্থানীয় নেতৃবৃন্দের এক যুক্ত বৈঠকে উপরোক্ত উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়। বৈঠকে গৃহীত এক প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয় যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে কোন আপোষ হইবে না— পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব খোন্দকার মোশতাক আহমদ, জনাব মনসুর আলী, জনাব কামরুজ্জামান, জনাব আবদুস সামাদ, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পক্ষে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, ভাসানী পন্থী ন্যাপের পক্ষে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে শ্রী মণি সিং এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল কংগ্রেসের পক্ষে শ্রী মনোরঞ্জন ধর।

যেই উপদেষ্টা পরিষদটি গঠিত হইয়াছে, ইহার সদস্য সংখ্যা ৮ জন। এই সদস্যবৃন্দ হইতেছেন : মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (ভাসানী পন্থী ন্যাপ), শ্রী মণি সিং (বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি), শ্রী মনোরঞ্জন ধর (বাংলাদেশ ন্যাশনাল কংগ্রেস) অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ (বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি) এবং বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব খোন্দকার মোশতাক আহমদ। পরিষদে আওয়ামী লীগের পক্ষে দুইজন সদস্য থাকিবেন। তাঁহাদের নাম পরে জানান হইবে।

পরিষদের বৈঠক পরিচালনা করিবেন প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ। পরবর্তী বৈঠক খুব শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া জানা যায়।

প্রস্তাবাবলী :

গত বুধবারের পাঁচ পার্টির ঐ যুক্ত বৈঠকে মোট ৭টি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

সভায় শেখ মুজিবের বিচার প্রহসনে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। এই বিচার প্রহসন বন্ধ করার জন্য জাতিসংঘ ও বিশ্বের সকল শক্তির প্রতি আহ্বান জানান হয়।

সভায় বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আন্তরিক আস্থা ও পূর্ণ সমর্থন প্রকাশ করা হয়।

এক প্রস্তাবে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বাস্তবতা স্বীকার করিয়া লওয়ার জন্য ভারত ও বিশ্বের দেশগুলির প্রতি আহ্বান জানান হয়।

সভায় মুক্তি সেনানীদের প্রতি অভিনন্দন জানান হয়।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীদের সেবা ও যত্নের জন্য ভারত সরকার ও জনগণের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন জানান হয়।

এক প্রস্তাবে শোষণের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবার সংগ্রামে লিপ্ত পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানান হয় এবং তাদেরকে বাংলাদেশের সংগ্রাম সমর্থন করার আহ্বান জানান হয়।

অপর এক প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয় যে, রাজনৈতিক সমাধান বলিতে পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া বাংলাদেশের জনগণের নিকট অন্যকিছু গ্রহণযোগ্য নহে। স্বাধীনতার মূল্য যদি রক্ত দিয়াই দিতে হয়, তাহা হইলে বাংলাদেশের জনগণ প্রতি ঘন্টায় উহা দিয়া যাইতেছে।

বিভিন্ন মহলের অভিন্দন

বিভিন্ন মহল বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারকে পরামর্শদানের জন্য এই উপদেষ্টা পরিষদ গঠনকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে ভারতের সরকারী মহল ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সেক্রেটারী জনাব মাহবুব আলমের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহারা ইহাকে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলিয়া বর্ণনা করেন।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
নতুন বাংলা ১ম বর্ষ : ৫ম সংখ্যা	১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	ঢাকা শহর বন্দী শিবিরে পরিণত

ঢাকা শহর বন্দী শিবিরে পরিণত

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ইয়াহিয়ার দস্যু বাহিনী ঢাকা শহরকে এখন কার্যতঃ বন্দী শিবিরে পরিণত করিয়াছে। উপর্যুপরি কম্যান্ডো ও গেরিলা আক্রমণে ভীত হইয়াই এই ব্যবস্থা লওয়া হইয়াছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা বন্ধ হয় নাই।

পাকিস্তানী বাহিনী শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কঠোর করিতেছে। বুড়িগঙ্গা নদীতে সশস্ত্র টহলদার বাহিনী গানবোট ও লঞ্চ যোগে দিবারাত্র ঘোরাফেরা করিতেছে। শহরের সহিত অন্যান্য স্থানের যোগাযোগ একেবারেই নাই বলিলেই চলে। শহর হইতে বাহিরগামী সড়কসমূহের প্রবেশ পথে সশস্ত্র বাহিনী ও কড়া চেক পোস্ট ব্যবস্থা মোতায়েন করা হইয়াছে।

সেনাবাহিনীর কঠোর নিয়ন্ত্রণে ঢাকা ও বরিশালের মধ্যে লঞ্চ চলাচল করিতেছে। ইহাও আবার অনিয়মিত। সন্ধ্যা হইলেই স্থল ও জলপথে যানবাহন চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। পানির ট্যাঙ্কসমূহ ও বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে সেনাবাহিনীর ২৪ ঘণ্টা প্রহরা মোতায়েন রহিয়াছে।

সেনাবাহিনীর লোকেরা জামাতে ইসলামী ও মুসলিম লীগের রাজাকার গুণ্ডাদেরকে লইয়া বিভিন্ন রাত্রে বিভিন্ন মহল্লা ঘেরাও করে ও তল্লাশী চালায়। সাধারণতঃ যেসব এলাকায় বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে থাকে, সেই সব এলাকাতেই এই ধরণের অভিযান চালান হয়। কিন্তু ইহাতেও শহরবাসীর মনোবল দমিয়া যায় নাই। মুখ ফুটিয়া প্রকাশ্যে হয়ত তাহারা কিছু করিতে পারিতেছে না; কিন্তু শত্রুকে চরম আঘাত হানার সঙ্কল্প তাহাদের দৃঢ়তর হইতেছে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
নতুন বাংলা	১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	রাজনৈতিক পরিক্রমা
১ম বর্ষ : ৫ম সংখ্যা		

রাজনৈতিক পরিক্রমা

ভাষ্যকার

নিক্সন সরকার জঙ্গী-ইয়াহিয়া সরকারকে অস্ত্র দিতেছে ও অর্থ সাহায্য করিতেছে। বাংলাদেশের গণহত্যার নায়ককে মার্কিন সরকারের এই খোলাখুলি সক্রিয় সমর্থনে বিশ্বের শান্তি ও স্বাধীনতাকামী জনগণ 'স্বাধীন দুনিয়া ও গণতন্ত্রের পুজারী' ও একচেটিয়া সত্ত্বাধিকারী আমেরিকার নিন্দায় মুখর হইয়া উঠিয়াছে। খোদ আমেরিকায় জনসাধারণ নিক্সন সরকারের এই ভূমিকায় ক্ষুব্ধ। বাংলাদেশে যাহারা মুক্তি সংগ্রামের প্রথম দিনগুলিতে মার্কিন সমর্থনের মোহ মনে পোষণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মোহভঙ্গ হইয়াছে। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ হত্যা, নির্যাতন, লুণ্ঠনের মুখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা হইতে সাম্রাজ্যবাদের আসল চেহারাটা চিনিয়াছে।

কিন্তু মার্কিন মুল্লুকের গলব্রেথ সাহেবরা নিক্সন সরকারের খোলাখুলি সমর্থনে বিব্রত বোধ করিতেছেন। সুতরাং বাংলাদেশের ব্যাপারে তাহাকে কিছু বলিতে হয়। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গলব্রেথ সাহেব তাই ভারতে ছুটিয়া গিয়াছেন। এক সময় তিনি ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ছিলেন। সেই সুবাদে তিনি কলিকাতায় আসিয়া বাংলাদেশ সমস্যার একটা সমাধান বাৎলাইয়াছেন। স্বায়ত্বশাসন নাকি বাংলাদেশ সমস্যার একমাত্র সমাধান। গলব্রেথ সাহেব হয়তো না জানার ভান করিয়াছে। তাহাকে আমরা সবিনয়ে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে স্বায়ত্বশাসন চাহিবার অপরাধেই ইয়াহিয়া খান বাংলাদেশে নরমেধযজ্ঞ শুরু করিয়াছে। ১০ লক্ষ লোককে হত্যা করার পর, ইজ্জৎ নষ্ট করার পর, ৮০ লক্ষ শরণার্থীকে নিঃস্ব করিয়া ভারতে ঠেলিয়া দিবার পর পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে বাংলাদেশের সমস্যার সমাধান আর সম্ভব নয়। লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে রক্তের দাম দিয়া বাঙ্গালীরা পরিপূর্ণ মুক্তি কিনিয়া লইবে। সুতরাং গলব্রেথের মতে 'সকল সভ্য মানুষ ও পাকিস্তানের অধিকাংশ লোক কামনা করিলে কী হইবে'। জানি না গলব্রেথ সভ্য মানুষ বলিতে খুনী ইয়াহিয়ার বন্ধুদের কথা বুঝাইয়াছেন কি না এবং পাকিস্তানের অধিকাংশ লোক বলিতে কি তাহাদের প্রাণের ভুট্টো সাহেবদের কথা বুঝাইতে চাহেন কিনা। কিন্তু 'ন্যাড়া ক'বার বেলতলা যায়?' গত ২৪ বছর বাঙ্গালীরা ঠকিয়া শিখিয়াছে, মুহুর্মুহু রক্ত ঢালিয়া বুঝিয়াছে যে, স্বাধীনতা ছাড়া কোন পথ খোলা নাই। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের অস্বিত্ব অস্বীকার করিয়া পাশ কাটাইয়া সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব যে কোন মহল হইতেই আসুক না কেন বাঙ্গালীরা তাহা ঘৃণা ভরেই প্রত্যাখ্যান করিবে এবং করিয়াছেও।

আপোষের পথে টানিবার জন্য বন্দী শেখ মুজিবর রহমানকে নাকি পরোক্ষভাবে মার্কিন সরকার টোপ ফেলিয়াছে। তাহার পাশাপাশি গলব্রেথ সাহেবদের এধরণের উক্তি উদ্দেশ্যমূলক। শেখ মুজিবরকে একদিকে মুক্তিপণ হিসাবে ব্যবহারের চেষ্টা এবং

অপরদিকে মার্কিন সরকারের সমালোচকের ভূমিকায় নামিয়া পাকিস্তানের পক্ষে ক্যানভাস করার কৌশল খাটাইয়া কোন লাভ নাই। মার্কিন ক্ষমতাশীন দল ও বিরোধীদলের এই ধরণের আপাতঃ পরস্পর বিরোধী ভূমিকাটা স্বচ্ছ একটা অভিনয়। বাংলাদেশের লোক আর সাম্রাজ্যবাদের ধোঁকায় ভুলিবে না।

ঠাকুর ঘরে কে —আমি কলা খাই না

অধিকৃত বাংলাদেশের পুতুল গভর্ণর ডাঃ মালিক আওয়ামী লীগ নেতাদের সহিত আলোচনা বৈঠকে বসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া একটা ঘোষণা দিয়াছেন। পাকিস্তান সরকারের বিশ্বাসভাজন এই বনেদী মোসাহেবটি প্রভুর অনুগ্রহলাভে ধন্য মনে করিয়া মাথা ঠিক রাখিতে পারিতেছেন না। পাছে লোকে তাহাকে বলে যে, তিনি ইসলামাবাদের হিজ মাস্টার ভয়েস। তাই সাত তাড়াতাড়ি বলিয়াছেন 'আসলে তাঁকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের অথবা অন্য কাহারও হাতের পুতুল বলিয়া মনে করার প্রশ্ন উঠে না। এ যেন ঠাকুর ঘরে কে ? 'আমি কলা খাই নি' গোছের জবাব। দশ লক্ষ বাঙ্গালীর লাশের উপর দিয়া যিনি গদীতে আরোহন করিয়াছেন, শত সহস্র মা বোনের ইজ্জত নষ্ট করার পরও যিনি নির্বিকার থাকিতে পারেন ও নরঘাতকদের সহিত সহযোগিতা করিতে পারেন তাঁহাকে বাঙ্গালী মাত্রই মীরজাফর বলিয়া মনে করে।

ইহার পরও তিনি বলিয়াছেন, "আমি ইয়াহিয়ার হাতের পুতুল নই।" আমাদের জিজ্ঞাস্য— কুকুরে লেজ নাড়ে নাই, তবে কি লেজটি কুকুরটাকে নাড়িতেছে ?

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
নতুন বাংলা ১ম বর্ষ : ৫ম সংখ্যা	১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	সাম্রাজ্যবাদের ট্রয়ের ঘোড়া পাকিস্তান

সাম্রাজ্যবাদের ট্রয়ের ঘোড়া পাকিস্তান

— আলী ইমাম

পাকিস্তান একটি অস্বাভাবিক রাষ্ট্র। আর এই অবাস্তব রাষ্ট্র টিকাইয়া রাখার জন্য চাই ফ্যাসিস্ট সরকার। গত ২৪ বছরের ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য। পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর আজ পর্যন্ত ইহার কোন শাসনতন্ত্র রচনা করা হয় নাই। কারণ পাকিস্তানের শাসকবর্গের নিকট ইহা কাম্য ছিল না। সীমাহীন অত্যাচার নিপীড়ন, জেলজুলুম আর গুলি চালাইয়া পাকিস্তানী শাসকবর্গ ইহার দ্বিজাতিতত্ত্বের মিথ (myth) কোন মতে ঠেকা দিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিল। আজ বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম সেই দ্বিজাতিতত্ত্বকে উপড়াইয়া ফেলিয়াছে।

ফ্যাসিস্ট ইয়াহিয়া চক্রটি গত ২৪ বছর যাবৎ সযত্ন লালিত বিষবৃক্ষের ফল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে সারা পৃথিবীতে উপনিবেশ ও আধা উপনিবেশ দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম শুরু হয়। এই মুক্তিসংগ্রামের মুখে সাম্রাজ্যবাদ পিছু হঠিতে থাকে। কিন্তু উপনিবেশ হইতে চলিয়া যাওয়ার সময় বিভিন্নভাবে তাহাদের স্বার্থের খুঁটাটা শক্ত করিয়া রাখিয়া যায়।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সুচতুর চালে এবং মুক্তি সংগ্রামের দুর্বলতার জন্য এশীয় ভূখণ্ডে পাকিস্তান রাষ্ট্রকে ট্রয়ের ঘোড়া হিসাবে ব্যবহারের পরিকল্পনা করে। ধর্ম ও ভারতদ্বেষিতাকে মূলধন করিয়াই পাকিস্তান তাহার ঐক্য অর্থাৎ পাকিস্তানী পুঁজিপতি ও ভূ-স্বামীদের শোষণের স্বর্গ অটুট রাখিতে চাহিয়াছে। ইহাই পাকিস্তানের আভ্যন্তরীন নীতি। বৈদেশিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট এই ট্রয়ের ঘোড়া সকলদেশের মুক্তি সংগ্রামের ক্ষতি সাধনে তৎপর রহিয়াছে। মিত্রের ছদ্মবেশে এবং ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের ঐক্যের বুলির আড়ালে সাম্রাজ্যবাদের এই বাহনটি ব্যবহার করা হইতেছে।

১৯৫৬ সালে বৃটেন, ফ্রান্স ও ইসরাইল যখন একযোগে মিসর আক্রমণ করে তখন পাকিস্তান সরকার বৃটেনের প্রতি সমর্থন জানাইয়াছিল। ক্ষুব্ধ নাসের তৎকালীন পাকিস্তানী জনৈক মন্ত্রীকে মিসরে ঢুকিতে বারণ করিয়াছিলেন। বান্দুং সম্মেলনও পাকিস্তান ব্যর্থ করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু সাধ্যে কুলায় নাই। পঞ্চশীলার স্থলে পাকিস্তানের 'সপ্ত-স্তম্ভের' নীতি পাল্টা দাঁড় করাইবার প্রয়াস হইতে ইহা বুঝা যায়। হাভানায় ত্রিমহাদেশীয় সম্মেলনেও কাশ্মীর সমস্যাকে চাল হিসাবে ব্যবহার করিতে চাহিয়াছিল।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের এই ট্রয়ের ঘোড়াটি মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন মুক্তি সংগ্রাম ও জাতীয় স্বাধিকার সংগ্রামের সার্বাপেক্ষা ক্ষতি করিয়াছে ও ক্ষতি সাধন করিতেছে। মুখে ইসলামী

ভ্রাতৃত্বের বুলি আওড়াইয়া সাম্রাজ্যবাদের এই সেবাদাসী ইঙ্গ-মার্কিন প্রভুর মনস্তুষ্টি সাধনে ব্যগ্র।

মধ্যপ্রাচ্যে বাগদাদ প্যাক্ট ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সিটো চুক্তি করিয়া পাকিস্তান সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বস্ত সহচরদের মধ্যে স্থান করিয়া লইয়াছে। ইরাকে রাজতন্ত্র বিরোধী সফল অভ্যুত্থান বাগদাদ চুক্তির ভিত্তি কাঁপাইয়া তোলে। ইরাক বাগদাদ চুক্তি হইতে বাহির হইয়া যায়। পরবর্তী সময়ে এই প্যাক্ট সেন্টো নামে অভিহিত হয়।

সেন্টোর সদস্য হিসাবে পাকিস্তান মধ্যপ্রাচ্যে আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত করিয়া চলিয়াছে। মধ্য প্রাচ্যের প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রগুলিকে সর্বতোভাবে পাকিস্তান সাহায্য করিতেছে।

গত ১৯৭০ সালে আগষ্ট সেপ্টম্বরে জর্ডানে প্যালেস্টাইন গেরিলা বাহিনী ও জর্ডানের রাজকীয় বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধে পাকিস্তান সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছে। মুখে ইসরাইলের বিরোধিতা করিলেও পাকিস্তান সেন্টোর অংশীদার তুরস্কের মারফৎ ইসরাইলের সহিত যোগাযোগ রাখিয়া চলিয়াছে।

প্যালেস্টাইন গেরিলা বাহিনী নেতা ইয়াসির আরাফাত অভিযোগ করিয়াছেন যে, জর্ডানের ভক্ত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সময় বাদশাহ হোসেনের রাজকীয় বাহিনীর অভিযানের পরিকল্পনার রচয়িতা একজন পাকিস্তানী জেনারেল। পাকিস্তানী সামরিক অফিসারগণ উক্ত অভিযানে সরাসরি অংশগ্রহণ করিয়াছিল।

গত আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি জর্ডান এশীয় সীমান্তে প্রচণ্ড ট্যাঙ্ক যুদ্ধ হয়। গেরিলাবাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া জর্ডানের রাজকীয় বাহিনী সিরিয়ায় প্রবেশ করে। বিমানের ছত্রছায়ায় জর্ডানী একটি ট্যাঙ্কবাহিনী সিরিয়া সীমান্তে আক্রমণ চালায়। পাকিস্তানী বিমান বহর জর্ডানকে এই সংঘর্ষে সহায়তা করিয়াছে।

মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদের ট্রয়ের ঘোড়া পাকিস্তানের এই কীর্তিকলাপ নূতন কিছু নয়। ইহাই পাকিস্তান মার্কা "ইসলামী আদর্শের" স্বরূপ। যাহারা সময়ে সময়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কথার তুবড়ি ছুটায় তাহারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই পদলেহী পাকিস্তান সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়। পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য অস্ত্র ও সাহায্য পাঠাইতে কসুর করে না।

বাংলাদেশই শুধু পাকিস্তানী বর্বর বাহিনীর নারকীয়তার শিকার নহে। ১৯৫৮-৫৯ সালে বেলুচদের স্বাধিকার আন্দোলন ও স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবীকে ইহারা রক্তের বন্যায় ডুবাইয়া দিয়াছে। ঈদের নামাজ আদায় রত হাজার হাজার মুসল্লীর উপর বিমান হইতে বোমাবর্ষণ করিয়া "বিপন্ন ইসলামকে" রক্ষা করিয়াছে। সেদিন ৪ শতেরও অধিক বেলুচ প্রাণ হারায়। সেদিন রক্তগঙ্গা বহাইয়া যে টিক্কা খান হাত পাকাইয়াছে তাহাকে বাংলাদেশে গণহত্যা করিতে পাঠান হইয়াছে। কিন্তু গণহত্যা চালাইয়া পাকিস্তানের ফ্যাসিস্ট সরকার বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলন দমন করিতে পারে নাই। পাকিস্তানের মিত্ররা মদদ দিয়াও শেষ রক্ষা করিতে পারিবে না। সাম্রাজ্যবাদের সাধের ট্রয়ের ঘোড়াটির খেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে। বাংলাদেশের মুক্তি ফৌজের হাতে মার খাইয়া ইহার সমস্ত জারিজুরি ফাঁস হইয়া গিয়াছে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
নতুন বাংলা ১ম বর্ষ : ৫ম সংখ্যা	১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	মুক্তাঞ্চলের চিঠি

মুক্তাঞ্চলের চিঠি

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

ময়মনসিংহ জেলার অষ্টগ্রাম থানা, রংপুর জেলার ফুলবাড়ী থানা এবং দিনাজপুর জেলার তেতুলিয়া থানা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত অঞ্চল। আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ, কৃষক সমিতি প্রভৃতি সংগঠনগুলির সমন্বয়ে গঠিত সংগ্রাম কমিটি গণবাহিনী ও মুক্তিফৌজের সুদৃঢ় প্রতিরোধের মুখে টিকিতে না পারিয়া ইয়াহিয়ার জোয়ানরা এইসব এলাকা হইতে চিরদিনের জন্য পাততাড়ী গুটাইতে বাধ্য হইয়াছে। এই মুক্ত অঞ্চলে এখন ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতেছে নব জীবনের জয়গান।

অষ্টগ্রাম

উত্তর-পূর্ব রণাঙ্গন হইতে ময়মনসিংহ জেলা ন্যাপের জনৈক নেতা জানান যে, উক্ত জেলার অষ্টগ্রাম থানায় পাক হানাদাররা আজ পর্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে নাই। ন্যাপ, আওয়ামী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ, প্রভৃতি সংগঠনের ঐক্য দুষ্কৃতিকারীদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিয়া অষ্টগ্রাম থানাকে আজ পর্যন্ত মুক্ত রাখিয়াছে। এখানে এইসব সংগঠনের সমন্বয়ে একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হইয়াছে। এই সংগ্রাম কমিটি বিভিন্নভাবে কিছু অস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছে। সংগ্রাম পরিষদ থানার দুষ্কৃতিকারীদের ডাণ্ডা মারিয়া ঠাণ্ডা করিয়াছে। পাক হানাদারেরা যাহাতে থানার কোন অংশে প্রবেশ করিতে না পারে সে জন্য সকল যাতায়াত পথ নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। একদিন পার্শ্ববর্তী জেলা কুমিল্লা হইতে কয়েকজন রাজাকার এই থানা এলাকায় প্রবেশ করিলে তাহাদের গ্রেফতার করা হয়।

মুক্তি বাহিনী

সংগ্রাম কমিটির উদ্যোগে এই থানায় যুবকদের লইয়া একটি মুক্তি বাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। এই বাহিনীতে যোগদানের জন্য প্রতিদিন বিভিন্ন স্থান হইতে দলে দলে ছাত্র ও যুবকেরা ভীড় জমাইতেছে। এই মুক্তিবাহিনী ঢাকা জেলার সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করিয়া পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে কয়েকটি 'অপারেশন' চালাইয়াছে। এই বাহিনীর প্রতি আশে পাশের থানাসমূহের বিভিন্ন গ্রামের আস্থা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ইহার সঙ্গে মুক্তাঞ্চলে পরিধিও বিস্তার লাভ করিতেছে।

গণ আদালত

সংগ্রাম কমিটি গত ২৫ শে মার্চের পরেই উক্ত থানায় একটি গণ আদালত গঠন করে এই গণ আদালতের মাধ্যমে মুক্তাঞ্চলের আভ্যন্তরীন শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা

হইয়াছে। ফলে, যাতায়াত ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ায় জিনিষ পত্রের দাম পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইলেও জনসাধারণের মনোবল ভাঙ্গিয়া যায় নাই— বরং মুক্তাঞ্চলের পরিধি ও মুক্তি বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনোবল ও বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে।

পার্শ্ববর্তী থানাসমূহে নির্যাতন

অষ্টগ্রাম থানা অঞ্চলে প্রবেশ করিতে না পারায় পাক হানাদার বাহিনী ইহার পার্শ্ববর্তী থানার গ্রামসমূহে হত্যা, লুটতরাজ, নারী ধর্ষণ, অগ্নি সংযোগ প্রভৃতি নিপীড়ন চালাইতেছে। কিন্তু অষ্টগ্রামের মুক্তি বাহিনী ও সংগ্রাম কমিটি ঐসব অঞ্চলের সহিত যোগাযোগ রক্ষা এবং সময় বুঝিয়া আকস্মিক হামলা চালাইয়া পাক হানাদারদের বিভিন্ন সময়ে নাজেহাল করায় জনগণের মনোবল ঠিক রহিয়াছে। অষ্টগ্রাম হইতে মুক্তিবাহিনী ইতিমধ্যে গৌরীপুর, পূর্বধলা দুর্গাপুর, দল মাকান্দা, বারহাট্টা, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, বাজিতপুর, ভৈরব, ভালুকা, ত্রিশাল, ফুলবাড়ীয়া প্রভৃতি অঞ্চলে অভিযান চালাইয়া উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হানাদার সৈন্যকে হত্যা করে ও যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র দখল করে।

ফুলবাড়ী

রংপুর জেলার কুড়িগ্রাম মহকুমার ফুলবাড়ী থানা মুক্তিবাহিনীর দখলে, এই থানায় বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু রহিয়াছে। উল্লেখযোগ্য যে, স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর হইতেই এই থানায় আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র লীগ সমন্বয়ে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয় এবং এই কমিটির উদ্যোগে গঠিত হয় গণ বাহিনী। এই গণ বাহিনী ও মুক্তি বাহিনী বর্তমানে ধরলা নদী বরাবর প্রতিরক্ষা লাইন (ডিফেন্স লাইন) স্থাপন করিয়া লালমনিরহাট হইতে পরিচালিত পাকিস্তানী সৈন্যদের আক্রমণ সার্থকভাবে প্রতিহত করিয়া আসিতেছে।

বিভিন্ন সমস্যা

এই এলাকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক এখনও অধিকৃত এলাকার সহিত সংশ্লিষ্ট থানায় জনসাধারণ অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। বর্তমানে এখানে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ হইতে দুঃস্থ জনসাধারণের মধ্যে খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসা সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন। বিশেষতঃ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী লোকজনের পরিবারবর্গেকে সাহায্য দেওয়া প্রয়োজন।

আঞ্চলিক প্রশাসন সমীপে

সম্প্রতি অবিলম্বে সাহায্যাদি প্রদান এবং বেসামরিক প্রশাসন ও মুক্তিবাহিনীর কাজের সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনপূর্বক আদর্শ প্রশাসন ব্যবস্থা কায়েমের দাবীতে বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পক্ষে একটি প্রতিনিধিদল উত্তরাঞ্চলের আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি অবিলম্বে মুক্তাঞ্চলে সাহায্য, পুনর্বাসন ও বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন।

মনোবল অটুট

যাহা হউক, শত সমস্যা ও অসুবিধা সত্ত্বেও জনগণের মনোবল অটুট রহিয়াছে। প্রত্যেক রবিবার হইতে গড়ে ২/১ জন করিয়া সবল দেহী সুস্থ যুবকেরা মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করিয়াছে। মুক্তিবাহিনীর শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

তেঁতুলিয়া

দিনাজপুর জেলার তেঁতুলিয়া থানাও আগাগোড়াই মুক্ত। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এই থানার কোন গ্রামে আজ পর্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে নাই। প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক ঘর হইতেই সুস্থ-সক্ষম যুবকেরা মুক্তি বাহিনীতে যোগদান করিয়াছে।

এই থানাটি বাংলাদেশ সরকারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। মুক্তিবাহিনী এখন হইতে বোদা, পঁচাগড়, দেবীগঞ্জ, রুহিয়া, ঠাকুরগাঁও প্রভৃতি অঞ্চলে বহু অভিযান চালাইয়াছে। এইসব অভিযানে বহু পাক সৈন্য নিহত, বহু ব্রীজ ধ্বংস, ঠাকুরগাঁও (মহকুমা শহর) বিজলী সরবরাহ কেন্দ্র বিধ্বস্ত ও বহু রাজাকার খতম হইয়াছে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
নতুন বাংলা	২১ অক্টোবর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ১০ম সংখ্যা		জঙ্গীশাহীর চক্রান্ত ব্যর্থ করুন

সম্পাদকীয়

জঙ্গীশাহীর চক্রান্ত ব্যর্থ করুন

দস্যুসর্দার ইয়াহিয়া আবার যুদ্ধের হুঙ্কার ছাড়িয়াছে। বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু করিবার পরদিনই অর্থাৎ ২৬শে মার্চ ইয়াহিয়া বিশ্ববাসীকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য বলিয়াছে অবস্থা 'স্বাভাবিক' হইলেই সে তাহার প্রতিশ্রুতি মত কাজ করিবে। জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করিবে। ইহার পর ২৮শে জুন আর একটি বেতার ভাষণে কী ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হইবে এবং 'দুষ্কৃতকারী' অর্থাৎ আওয়ামী লীগ ও স্বাধীনতাকামী বাঙালীদের দমন করার জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে তাহারও একটি বয়ান দেয়। বলাবাহুল্য এই দুইটি ভাষণেই পাকিস্তানের জঙ্গীশাহী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধটা যে ভারতীয় 'অনুপ্রবেশকারী' ও কিছু 'দুষ্কৃতকারীর' কারসাজি উহা বলিতে বিস্মৃত হয় নাই। গত ২৩ বছরে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতির একটি স্তম্ভ ছিল ভারত বিরোধী প্রচারণা করা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় সেই চিরাচরিত সুরটি ইয়াহিয়া চক্র বর্জন করিবে ইহা আমরা কখনও আশা করি না।

কিন্তু গত ১২ই অক্টোবর বেতার ভাষণে ভারতের বিরুদ্ধে আর একবার যুদ্ধের হুমকী বিশেষ তাৎপর্য বহন করে বইকি। অবশ্য পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র, জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রভৃতি পুরাতন প্রতিশ্রুতির বুলির ভাঙা রেকর্ড ঘাতক ইয়াহিয়া বাজাইতে ভুলে নাই। দেখা গিয়াছে যে, ইয়াহিয়ার ঘাতকবাহিনীর বর্বরতা নারকীয় অত্যাচার ও গণহত্যার বিরুদ্ধে সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী এক মন এক প্রাণ হইয়া রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইয়াহিয়া টিক্কা চক্র সেদিন ইহা স্বপ্নেও আশা করিতে পারে নাই যে, তাহাদের নজিরবিহীন হত্যাকাণ্ড ও পাশবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাঙ্গালী জাতি প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিবে, পাল্টা আঘাত হানিবে। গ্রামে গঞ্জে শহরে বন্দরে শত্রুকে পদে পদে বাধা দিবে তাই পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে ইসলামাবাদের জঙ্গী শাসকরা নতুনভাবে প্রচারণা শুরু করিবেন। বিশ্ববাসীকে তাহারা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে যে, ভারতই বাংলাদেশ সমস্যা জিয়াইয়া রাখিয়াছে। ভারতে অব্যাহত শরণার্থী স্রোতের মুখেও প্রথম দিকে ইয়াহিয়া গলাবাজী করিয়াছে সর্বক্ষণ। তারপর এখন সুর পাল্টাইয়া বলিতেছে যে, ভারত শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনে বাধা দিতেছে। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ এখন তীব্র হইতে তীব্রতর হইতেছে, দস্যুবাহিনীর অধিকৃত এলাকার উপর মুক্তি বাহিনীর প্রচণ্ড আঘাতে আঘাতে তাই বেসামাল ইয়াহিয়া বারবার ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি দিতেছে। যে মিত্রদের উৎসাহে ও মন্ত্রণায় ইয়াহিয়া বাংলাদেশে গণহত্যা অব্যাহত

রাখিয়াছে সেই মুরুব্বীদের পরামর্শেই সে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুঙ্কার দিতেছে। এবারের হুঙ্কারের আগেভাগেই সে ভারতের সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে।

এ কথা আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইয়াহিয়ার গদী রক্ষা, ততোধিক একটি অবাস্তব ও চরম প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্র— পাকিস্তান রাষ্ট্রকে বিপর্যয়ের হাত হইতে রক্ষা করার জন্য ইসলামাবাদের জঙ্গীচক্রকে ভারত আক্রমণে উৎসাহিত করিতেছে। গত মার্চ মাস হইতে জুন মাস পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইয়াহিয়া সরকারকে জঙ্গী জেট বিমানের খুচরা অংশ এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র তথা ট্যাঙ্ক ইত্যাদির খুচরা অংশ সরবরাহ করিয়াছে। বাংলাদেশে অভিযান চালাইয়া পাকিস্তানী বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও উহার বিমান বহর কিংবা ট্যাংকবহর ও ভারী অস্ত্রশস্ত্র এমন কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই যে, তন্মুহূর্তেই এই সব খুচরা অংশ ও অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন পড়িয়াছিল। প্রয়োজনবোধে পাকিস্তানকে টিকাইয়া রাখার জন্য ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবেই ইহা মার্কিন সাহায্যের আগাম অংশ। এইভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে পাক-ভারত সমস্যা হিসাবে মোড় ঘুরাইতে পারিলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিশেষভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এক ঢিলে দুই পাখি মারিতে পারিবে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পাক-ভারত সমস্যার অঙ্গ হিসাবে উহার পৃথক সত্তা হারাইয়া পাক-ভারত সমস্যার লেজুড় হইয়া পড়িবে এবং সাবেক পাকিস্তানকে বহাল তবিয়তে সাম্রাজ্যবাদের আলালের ঘরের দুলাল হিসাবে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের দুষ্টগ্রহ হিসাবে টিকাইয়া রাখা হইবে। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ব্যর্থ হওয়ার একটি মাত্র অর্থ এই মহাদেশের গণতান্ত্রিক শক্তি দুর্বল হওয়া। বাংলাদেশের এই জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম প্রথমাবধি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী একটি গণতান্ত্রিক আদর্শ ও জাতীয় মুক্তির জন্য বাঙ্গালীরা আজ অস্ত্র ধরিয়াছে। অপরদিকে পাক-ভারত যুদ্ধ বাঁধিলে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ার এই খণ্ডে শান্তি স্থাপনের নামে এবার মুরুব্বী সাজিয়া ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সহায়তায়— নয়াদিল্লীর বর্তমান নিরপেক্ষ নীতিকে বর্জন করিতে বাধ্য করিতে পারিবে। এভাবে ভিয়েতনামে পরাজয়ের গ্লানি ও ক্ষয়ক্ষতি পোষাইয়া লওয়া যাইবে। প্রথমাবধি বাংলাদেশ সমস্যা 'পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার' বলিয়া একদিকে সাম্রাজ্যবাদীদের বকধার্মিক সাজার চেষ্টা এবং অপরদিকে বাংলাদেশ সমস্যা অব্যাহত থাকিলে পাক-ভারত উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া ইহারা দিনরাত চিৎকার করিতেছে। তাহাদের এইসব বাক চাতুর্য ও প্রচারণা তাৎপর্যহীন নহে। এবারের ইয়াহিয়ার বেতার ভাষণ সেই ইঙ্গিতই বহন করে।

মূলতঃ সাম্রাজ্যবাদের এই চক্রান্ত ব্যর্থ করার দায়িত্ব আমাদের। ইয়াহিয়ার দস্যুবাহিনীর উপর আমাদের আক্রমণের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং এই সময়ে যে সমস্ত বন্ধু রাষ্ট্র বিশেষভাবে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন বিভিন্নভাবে সাহায্য করিতেছে উহা পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করিতে হইবে। আমাদের মধ্যে তথাকথিত বহু দেশপ্রেমিক হঠাৎ গজিয়া উঠিয়াছেন— তাহারা আমাদের পাঁচ পার্টির এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করিয়া থাকেন এবং ঘটনার বাস্তব বিশ্লেষণের নামে এই কথা বুঝাইতে চাহেন যে, বাংলাদেশ সরকারকে সোভিয়েত ব্লকে ঠেলিয়া দেওয়ার জন্য কারসাজি চলিতেছে। একদিকে সোভিয়েতের ভূমিকা আশানুরূপ নহে বলিয়া তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা এবং অপরদিকে পাকিস্তানে মার্কিন অস্ত্র সাহায্যের বিরুদ্ধে মামুলী ধরণের নিন্দা করিয়া ইহারা

চলিয়াছেন। অথচ প্রতিদিনই সোভিয়েত ইউনিয়ন কোথায় বাংলাদেশ সম্পর্কে কী বলিয়াছে অনুবীক্ষণ যন্ত্র চোখে লাগাইয়া উহার মধ্যে ত্রুটি খোঁজেন, উল্লসিত হইয়া উঠেন। যেন ভাবখানা এই যে, 'বলি নাই রাশিয়া নিজের স্বার্থ ছাড়িয়া এক পাও বেশী বাড়িবে না। এই দেখ সোভিয়েত আলজেরিয়া যুক্ত ইস্তেহার, এই দেখ পোদগর্ণি ইরানে কী বলিয়াছেন।' পাকিস্তানী বেতারের মিথ্যা প্রচারণাকেও এই ক্ষেত্রে কাজে লাগাইতে ইহারা পিছ পা নহেন।

বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার দস্যুবাহিনী অভিযান চালাইয়া যেখানে হিমসিম খাইতেছে সেখানে কীসের জোরে ইসলামাবাদের সামরিক জান্তা ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি দেয় ইহা একটি বালকও বলিতে পারে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত ছাড়া ইয়াহিয়ার সাধ্য নাই বাংলাদেশ সমস্যা সামনে রাখিয়া ভারতের সহিত যুদ্ধ বাধাইতে সে সাহসী হয়।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
নতুন বাংলা ১ম বর্ষ : ১০ম সংখ্যা	২১ অক্টোবর, ১৯৭১	অবিলম্বে সংগ্রামের সকল স্তরে ঐক্য চাই

শত্রু চরম খেলায় মাতিয়াছে

অবিলম্বে সংগ্রামের সকল স্তরে ঐক্য চাই

(নিজস্ব ভাষ্যকার)

২০শে অক্টোবর। ৬ মাসেরও অধিককাল অতিবাহিত হইল। সংগ্রামের সকল স্তরে এখনও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইল না। মুক্তি সংগ্রামে ঐক্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করার বিশেষ প্রয়োজন পড়ে না। বিশেষতঃ বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম আজকের এই মুহূর্তে যে পর্যায়ে আসিয়া উপনীত হইয়াছে, সেখানে সংগ্রামের সকল স্তরে ঐক্য ও সংহতি স্থাপন একেবারে অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী খুঁটির জোরে পাকিস্তান বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে ভারতের কাজ বলিয়া প্রমাণের চক্রান্ত হিসাবে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাঁধানোর সকল আয়োজন প্রায় সম্পন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। আমরা পূর্বেও বলিয়াছি মুক্তি সংগ্রামকে তীব্রতর করার মধ্য দিয়া এবং শত্রুকে চরম আঘাত হানিয়াই এই চক্রান্তের জবাব দিতে হইবে। অন্যথায় এই চক্রান্ত সফল হইলে বাংলাদেশের মুক্তি সংগামের ক্ষেত্রে সাময়িক ভাবে হইলেও বিঘ্ন সৃষ্টি হইবে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ এই ঐক্য ও সংহতির জন্য বরাবর প্রচেষ্টা চালাইয়া আসিতেছে। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিও এই প্রচেষ্টা চালাইয়া আসিতেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদও মুক্তি ফৌজের সদ্য ট্রেনিং প্রাপ্ত জোয়ানদের এক সমাবেশে ভাষণদানকালে এই ঐক্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

আজ (বুধবার) ২০শে অক্টোবর আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হইতেছে। সময়ের দিক হইতে এই বৈঠক খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল আশা করেন যে, ইতিপূর্বে উপদেষ্টা পষিদ গঠনের ব্যাপারে যে প্রজ্ঞা প্রদর্শন করা হইয়াছে, আওয়ামী লীগের এই বৈঠকে সংগ্রামের সকল স্তরে ঐক্য স্থাপনের ব্যাপারে ততোধিক প্রজ্ঞা প্রদর্শিত হইবে।

আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, মুক্তিযুদ্ধে নিয়োজিত সংগ্রামী রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সার্বিক ঐক্যই আমাদের শক্তি। অনৈক্যের ফলে শত্রুরই লাভ হইতে পারে। তাহা ছাড়া দেশ মাতৃকার প্রশ্নে ভেদ বুদ্ধি সংকীর্ণতার কোন অবকাশ থাকিতে পারে না আর যদি থাকে তাহা হইলে তা শত্রুকেই সাহায্য করে। শত্রু এখন চরম খেলায় মাতিয়া উঠিয়াছে। আশা করা হইতেছে, সংগ্রামী শক্তিসমূহের সুদৃঢ় সংহতি স্থাপন করিয়া শত্রুর খেলাকে বানচাল করা হইবে এবং বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করা হইবে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
নতুন বাংলা	১১ নভেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ১৩শ সংখ্যা		স্বাধীনতার প্রশ্নে আপোষ নাই

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতার প্রশ্নে আপোষ নাই

আটমাস যাবৎ আমাদের মুক্তিযুদ্ধ চলিতেছে। একদিকে ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অস্ত্র সাহায্য করিতেছে, গণচীন তাহাকে অভয়বাণী শুনাইতেছে অন্যদিকে তাহারা বিশ্বশান্তির জিম্মাদার সাজিয়া বাংলাদেশের একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে।

ইয়াহিয়ার গণহত্যার মুখে ইহারা নীরব ছিল। আমেরিকা ও বৃটেন ইহাকে এখনও পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলিয়া চালাইতেছে। ইন্দোনেশিয়ার ব্যাপক গণহত্যার সময় আমরা গণচীনকে ধিক্কার বাণী উচ্চারণ করিতে শুনিয়াছি। এমন কি কূটনৈতিক সম্পর্ক পর্যন্ত ছিন্ন করিয়াছে। কিন্তু বাংলাদেশের গণহত্যায় আজ মহাচীন নীরব। যুদ্ধের প্রশান্তি তার চোখেমুখে, এপ্রিল মাসে ব্যাপক গণহত্যার মুখে ঢাকায় বাক্স বাক্স গুড়া দুধ পাঠাইয়াছে সাহায্য বাবদ। কাদের জন্য সে সাহায্য ছিল, কেন দেওয়া হইয়াছিল আমরা জানি না।

ভারত ৯০ লক্ষ শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়াছে। তাহাদের দায় দায়িত্ব কার্যতঃ একাই বহন করিতেছে। পাকিস্তানের উসকানির মুখে এখনও সংযমের পরিচয় দিতেছে। বাংলাদেশ সমস্যাকে এখন পাক-ভারত সমস্যা রূপে দাঁড় করাইবার জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের চোখের ঘুম গিয়াছে। তাহাদের চোখের ঘুম আরও একটি কারণে গিয়াছে। পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য তাহাদের আশার গুড়ে বালি। বাংলাদেশ পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য লড়িতেছে। লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে, হাজার হাজার মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে তাহারা ঘাতক ইয়াহিয়ার পাকিস্তানের ছত্রছায়ায় নাম-কা-ওয়াস্তে থাকিতেও নারাজ। সাম্রাজ্যবাদীদের সাধের ঘাঁটি পাকিস্তানের এই হালে বিচলিত হইয়া তাহারা শরণার্থীদের মধ্যে টাকা ঢালিতেছে। মুক্তি সংগ্রামে শরিক অঙ্গদলগুলির মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য টাকা ঢালিতেছে। কোন কোন রাজনৈতিক দলের নাম দিয়া সুকৌশলে ছয় দফার পক্ষে গণভোট নেওয়ার জন্য গোপনে শরণার্থীদের মধ্যে প্রশ্নাবলী ছাপাইয়া বিলাইতছে। ইহাদের উদ্দেশ্য যেন মুক্তিযুদ্ধে শরিক অঙ্গদলগুলি পরস্পরকে সন্দেহ করে। তারপর কাঁদা ছোঁড়াছুড়ি। নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ। কিন্তু তাহাদের এইসব চালে দেশপ্রেমিক বাঙ্গালীদের আর ভোলানো যাইবে না।

একথা আজ পরিস্কার করিয়া বলার সময় আসিয়াছে যে, ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আমাদের মুক্তি সংগ্রামের চিরশত্রু। ইয়াহিয়ার জঙ্গীচক্রের হত্যাকাণ্ডে যে সব দেশ বড়

বড় আদর্শের বুলি সত্ত্বেও নীরব থাকিয়াছে, সামান্য নিন্দা ভাষণে যাহাদের আপত্তি, পাকিস্তানের অখণ্ডতার জন্য যাহারা মাথা ব্যাথার পরিচয় দেন তাহারাও আমাদের মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে নহে। আমাদের মুক্তি সংগ্রামের শত্রু তথাকথিত শরণার্থী বুদ্ধিজীবী যাহারা বাংলাদেশের এই দুঃসময়ের মিত্রদের উপর কটাক্ষ করিয়া টু পাইস কামাইতেছেন, আর মুখে বলিতেছেন যে স্বাধীন বাংলাদেশ তাহাদের কাম্য। এই সব ভণ্ড দেশপ্রেমিক সাম্রাজ্যবাদীদের দালালরা শ্মশানের প্রান্তচর বাসী জীবদের মতই ঘৃণ্য। দেশবাসীর উচিত ইহাদের চিনিয়া রাখা।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধে যাহারা নৈতিক সমর্থন যোগাইতেছে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানোর অর্থ মুক্তিসংগ্রামের ক্ষতি করা, ইহা একটি বালকেও বুঝে কিন্তু আমাদের তথাকথিত স্বাধীন বুদ্ধিজীবীরা উহা বুঝেন না এমন নহে। আজ সোভিয়েত ইউনিয়ন, বিশ্ব শান্তি পরিষদ, বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন বিশ্ব জনমত বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে সংগঠন করিতেছে। এই সব বুদ্ধিজীবীদের লেখায় তাহার স্বীকৃতি নাই।

কোথায় বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা বিশ্ব জনমত গঠনের জন্য কলম ধরিবেন তাহা না করিয়া অন্ধ সোভিয়েট বিদ্বেষের বস্তাপচা খেউড় যত্রতত্র আওড়াইয়া মার্কিন প্রভুর মনোরঞ্জন করেন। আর তাদের মোসাহেবদের বাহবা কুড়াইয়া থাকেন।

বাংলাদেশ শত্রু কবলমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্রসংবরণ করিবে না। পাকিস্তানের মধ্যে বাংলাদেশ সমস্যার সমাধানের কোন প্রস্তাব কখনই কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নহে। কোন মহলের এই ধরনের প্রচেষ্টার অর্থ মুক্তিযুদ্ধের পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাতের সামিল। দেশপ্রেমিক বাঙ্গালীরা এই ধরনের মীরজাফরী চক্রান্ত ঐক্যবদ্ধভাবে ব্যর্থ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সূর্যোদয়ের মতই অনিবার্য।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
নতুন বাংলা ১ম বর্ষ : ১৩শ সংখ্যা	১১ নভেম্বর, ১৯৭১	ইয়াহিয়ার যুদ্ধ চক্রান্ত ও তাহার দোসররা

ইয়াহিয়ার যুদ্ধ চক্রান্ত ও তাহার দোসররা

(নিজস্ব ভাষ্যকার)

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম দমনে ব্যর্থ মনোরথ ইয়াহিয়া ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুঙ্কার দিয়াছে। গত আগস্ট মাসে ইয়াহিয়া সদম্ভে ঘোষণা করিয়াছিল প্রয়োজন হইলে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিব। প্রথম হইতেই ইয়াহিয়া সাহেব বাঙ্গালী মুক্তিযোদ্ধাদের 'ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী' বলিয়া বিশ্ববাসীর চোখে ধোঁকা দিতে চাহিয়াছিল। ভারতে তাহার অত্যাচারের মুখে আশ্রয়গ্রহণকারী শরণার্থীদের ভারত কর্তৃক সীমান্তে প্রেরিত ভারতীয় বেকার বলিয়া মিথ্যা অপ্রচার চালাইয়াছে।

ইয়াহিয়ার উদ্দেশ্য ছিল তথাকথিত ইসলামী রাষ্ট্র হইতে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের ভারতে তাড়াইয়া দেওয়া, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ধ্বংস সাধন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে রক্তের বন্যায় ডুবাইয়া দিয়া স্বীয় অপকর্মের বোঝা ভারতের ঘাড়ে চাপানো, সেখানে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বাধাইয়া ভারতীয় মুসলিমদের জন্য মায়া-কান্না এবং বিশ্বের দরবারে নিজেদের ২৪ বছরের সাম্প্রদায়িক শাসন-শোষনের পক্ষে সাফাই গাওয়া। কিন্তু জাগ্রত বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান নির্বিশেষে ইয়াহিয়ার এই শয়তানীর বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে। সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের দুই যুগ ব্যাপী মুখোশ ছিড়িয়া ফেলিয়াছে। ভারত উপ-মহাদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কবর রচনা করিতেছে।

স্বাভাবিকভাবেই সাম্রাজ্যবাদী মহল বিশেষভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইহাতে প্রমাদ গণিয়াছে, তাহারা ইয়াহিয়ার মুখের বুলি লুফিয়া লইয়াছে। পাক-ভারত উত্তেজনার অজুহাত তুলিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বানচাল করিতে চাহিতেছে।

সাম্রাজ্যবাদীদের প্রত্যক্ষ উৎসাহে ইয়াহিয়া ভারত সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে। অন্ততঃ দুইবার সে স্পষ্টভাবেই ভারত আক্রমণ করিবে বলিয়া বড়াই করিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন সরকার উহার নিন্দা করা দূরে থাকুক একটু বিচলিত ভাব পর্যন্ত দেখায় নাই। এখন ভারত আত্মরক্ষার জন্য যেই মাত্র সীমান্তে সৈন্য মোতায়েন করিয়াছে অমনি তাহারা ভারতকে সংযম ধরিবার জন্য উপদেশ খয়রাতি শুরু করিয়াছে।

জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক পাঠাবার তাল মাঠে মারা যাওয়ার পর এবার সাম্রাজ্যবাদী মহল ভারত আক্রমণের জন্য পাকিস্তানকে উস্কানি দিতেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী সরকার ইয়াহিয়াকে অস্ত্র সরবরাহ করিতেছে। ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানিও অস্ত্র দিতেছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। অন্ততঃ ইয়াহিয়ার উক্তি হইতে এরকম একটা আভাস পাওয়া যায়।

চীনে একটি সামরিক প্রতিনিধিদল পাঠাইয়াছে, উদ্দেশ্য ভারত আক্রমণ করিলে

চীনের কাছ হইতে কী ধরণের সাহায্য ও সমর্থন পাইবে উহা যাচাই করা। পিকিং কর্তৃপক্ষের সুর হইতে মনে হয় তাহারা সরাসরি এ ব্যাপারে এখনি হয়তো আগাইয়া আসিবে না। তবে মার্কিন সরকারের সহিত একটা অন্ততঃ মিল পাওয়া যায় চীনা অস্থায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী পেং ফেইর মন্তব্যে। তিনি বাংলাদেশ প্রশ্নে ইয়াহিয়ার কথিত সমাধানে বিশ্বাসী। তিনি পাকিস্তান ও ভারতকে বিরোধ মীমাংসার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন। এক কোটি শরণার্থী সম্পর্কে তিনি নীরব। কিন্তু পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষায় তাহার আগ্রহ হইতে বুঝা যায় তিনি বাংলাদেশে কী ধরণের সমাধান কামনা করেন। বলাবাহুল্য তাহার ধ্যান-ধারণার সহিত বাস্তবতার কোন যোগ নাই।

সামরিক জোটের গাঁটছড়ায় আবদ্ধ পাকিস্তানের যুদ্ধংদেহী মনোভাব চীনের চোখে পড়ে না। বারংবার পাকিস্তানকে আশ্বাস দিতেছে যে, বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে চীন তাহাকে সাহায্য করিবে ও সমর্থন জানাইবে। সাম্রাজ্যবাদীদের পাণ্ডা আমেরিকা পর্যন্ত এ কথা বিশ্বাস করে না যে, ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করিবে। অথচ চীনের মত একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের ফ্যাসিস্ট সরকারের আস্ফালনকে প্রশ্রয় দেয় ইহা দুঃখের বিষয়। চীনের সংগ্রামী ঐতিহ্যের ইহা বিরোধী।

পাক-ভারত সীমান্তে আজ যুদ্ধের ঘনঘটা। পাকিস্তান সমস্ত সীমান্তরীতি লঙ্ঘন করিয়া সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে। ভারতের আকাশসীমা লঙ্ঘন এবং ভারতীয় এলাকায় গোলাবর্ষণ করিয়া যুদ্ধের উস্কানি দিতেছে এবং এখনও মুক্তি সংগ্রামীদের 'ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী' বলিয়া ভারতকে আক্রমণকারী হিসাবে চিহ্নিত করিয়া যুদ্ধ বাধাইবার ফিকির খুঁজিতেছে।

এ কথা স্পষ্ট বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধকে পাক-ভারত যুদ্ধে রূপ দিয়া আমাদের স্বাধীনতার প্রশ্নটি ধামাচাপা দেওয়া ও সংগ্রাম বানচাল করাই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদদের আশু লক্ষ্য। ইসলামাবাদের জঙ্গীশাহী উহা কার্যকরী করিতে ব্যগ্র।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র সফরে গিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য শরণার্থী সমস্যার মূলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম দমন করার জন্য ইয়াহিয়ার বর্বরতা কাজ করিতেছে তৎসম্পর্কে রাষ্ট্র প্রধানদের দৃষ্টি আকর্ষণ। বৃটিশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহার কথায় কর্ণপাত করে নাই। তাহারা ইহাকে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং পাক-ভারত উত্তেজনা হ্রাসের জন্য সীমান্ত হইতে উভয় পক্ষের সৈন্যাপসারণের 'সদুপদেশ' দিয়াছে। ইসলামী জাতীয়তাবাদের পক্ষে অবাঞ্ছিত বাঙ্গালীদের নিধন ও বিতাড়নে ইয়াহিয়ার কলঙ্কিত হাতের সহিত বাঙ্গালীদের হাত মিলাইবার জন্য ইহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। আর এই মহৎ কাজের জন্য পাক-ভারত যুদ্ধকে অনিবার্য দরিয়া তোলাই ইহাদের লক্ষ্য। নিক্সন সরকার ইন্দিরা গান্ধীকে তাহাদের এই পরিকল্পনায় সামিল করার জন্য চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু ইন্দিরাজীর দৃঢ়তার কাছে নিক্সনের চাল ব্যর্থ হইয়াছে। বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী হীথ সাহেবও সুবিধা করিতে পারেন নাই। এই দুই দেশে সাংবাদিক সম্মেলনে ইন্দিরাজীর চোখা চোখা জবাবে ঝানু সাংবাদিকগণও সুবিধা করিতে পারে নাই। এই পর্যায়ে ইন্দিরা তাহাদের প্রশ্নের জবাবে পাল্টা প্রশ্ন করেন উথান্ট অথবা অন্য কেহ কী শরণার্থীদের বলিতে সাহস করিবেন,

'তোমরা ফিরিয়া যাও এবং ইয়াহিয়ার সৈন্যদের হাতে খুন হও?' বস্তুতঃ শরণার্থীদের ভারতের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া এখন ইয়াহিয়া সাহেব বলিতেছেন ভারত শরণার্থীদের ফিরিতে দিতেছে না, শরণার্থী সমস্যা সৃষ্টির দায়িত্ব এইরূপ নির্লজ্জ মিথ্যা উক্তি দিয়া ঢাকা দেওয়া যায় নাই। বিশ্ববাসীকে বিশেষভাবে রাষ্ট্রসংঘকে এ সম্পর্কে দায়িত্ব স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী। তাহার সফরের ফলে বাংলাদেশের প্রকৃত সমস্যার চেহারাটা বিশ্বের চোখে আরও স্পষ্ট হইয়াছে।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা হাল ছাড়িবার পাত্র নয়। তাহারা ভারত উপমহাদেশে যুদ্ধ বাধাইবার চক্রান্ত হইতে সরিয়া দাঁড়ায় নাই। বিশেষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩৬ লক্ষ ডলার মূল্যের অস্ত্র সরবরাহের লাইসেন্স বাতিল করিয়া সম্প্রতি সাধু সাজার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু সিয়াটো এবং সেন্টো ভুক্ত পাকিস্তানের দোস্ত রাষ্ট্রদের মাধ্যমে অস্ত্রশস্ত্র এমনকি বিমান সরবরাহ পুরাদমে চলিয়াছে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
নতুন বাংলা	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ১৮শ সংখ্যা		নিক্সনের হুমকি ও সপ্তম নৌবহর

সম্পাদকীয়

নিক্সনের হুমকি ও সপ্তম নৌবহর

বাংলাদেশ মুক্তির দ্বারপ্রান্তে। ঢাকা শহরকে শত্রু কবলমুক্ত করার জন্য তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে। বাংলাদেশের মাটি হইতে হানাদারী শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করার এই চূড়ান্ত সংগ্রামের মুহূর্তে নিক্সন হুমকি দিয়াছে। আক্রমণকরী ইসলামাবাদের জঙ্গীচক্রকে যুদ্ধ বন্ধ করিতে বলার পরিবর্তে নিক্সন ভারতের বিরুদ্ধে হুঙ্কার দিতেছে। জঙ্গী ইয়াহিয়ার বুট চুম্বনকারী মাও সেতুঙ-এর চীন তার দোসর।

বাংলাদেশে সরাসরি হস্তক্ষেপের জন্য নিক্সন সরকার বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর পাঠাইয়া দিয়াছে। এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর গানবোট পলিসি আজ নিক্সন সরকার গ্রহণ করিয়াছে। ভারতকে ভয় দেখাইয়া ও হুমকি দিয়া বাংলাদেশে শত্রুর বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির অভিযানকে বানচাল করাই ইহার লক্ষ্য। ইহা নিক্সন সাহেবদের পুরাতন খেলা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৮ সালে ইতালীর সাধারণ নির্বাচনের সময় আতলান্তিক সাগরে ও ভুমধ্যসাগরে আমেরিকা নৌবহর পাঠাইয়াছিল। লেবাননে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় ১৯৫৩ সালে ৬ষ্ঠ নৌবহর হইতে বৈরুতে সৈন্য নামাইয়াছিল। দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে গণতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটানোর জন্য সেখানকার সমুদ্রে বার বার নৌবহর পাঠাইয়াছে। আজ স্বাধীন বাংলাদেশকে আতুড় ঘরে গলা টিপিয়া মারার জন্য সপ্তম নৌবহর পাঠাইয়াছে বাংলাদেশের দরিয়া বঙ্গোপসাগরে। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশকে গলা টিপিয়া মারা তাহার অসাধ্য। তবুও সপ্তম নৌবহর পাঠাইবার পিছনে তাহার আরও একটি উদ্দেশ্য রহিয়াছে তাহা হইল স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারকে ভয় দেখানো। এ জন্যই বাংলাদেশের মার্কিন নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান ও উদ্ধারের জন্য নৌবহর পাঠান হইয়াছে বলিয়া সাফাই গাহিতেছে। যেখানে পাকিস্তানের করাচী প্রভৃতি শহরের মার্কিন নাগরিকদের বিমান অপসারণ করা হইয়াছে সেখানে বাংলাদেশে নৌবহর পাঠানো কেন ? বাংলাদেশের ঢাকা শহর হইতে অন্যান্য বিদেশী যাত্রীদের যেভাবে বিমানে অপসারণকরা হইয়াছে তাহারা সে পথে কেন গেলেন না ? তাহাদের উদ্দেশ্য দ্বিবিধ, হানাদারী সৈন্যদের হত্যাবশিষ্টদের রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্বও তাহারা নিয়াছেন। তাই রাও ফরমান আলির আত্মসমর্পণে ইয়াহিয়া প্রথমে অনুমতি দিয়াছিল, কিন্তু পরে মত পাল্টাইয়াছে। সপ্তম নৌবহরের গতিবিধি পাকিস্তান সরকার উল্লাসের সহিত বার বার ঘোষণায় উল্লেখ করিতেছে।

প্রথম উদ্দেশ্যের কথা আগেই বলিয়াছি। অপরদিকে 'কাগজের বাঘে'র নয়া দোস্ত

চীন ইয়াহিয়ার পক্ষ লইয়া জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে আর পিকিং-এর বেতারে ভারত বিরোধী কুৎসা চালাইতেছে। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের পদে পদে বিরুদ্ধাচারণ করিতেছে।

কোথায় গেল তাহার বড় বড় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বুলি। সপ্তম নৌবহরের এই গতিবিধিতে চীন নীরব কেন ? আমরা চীনকে তার নিজের চরকায় তেল দিতে বলি। দেশে ভারতীয় সৈন্যের অভিযান। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তাইওয়ান দখল করিয়া রাখিয়াছে। তাই নিয়া জাতিসংঘ ও নিরাপত্তা পরিষদে তাহার গলাবাজী শুনি না। শুনি ভারত নাকি পাকিস্তানের একটা অংশ দখল করিয়া নিতেছে। মহান চীনকে তাহার বর্তমান নেতারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের গাধাবোটে পরিণত করিয়াছে।

তাই মার্কিন সপ্তম নৌবহরের গতিবিধির সহিত তাল মিলাইয়া চীন ভারতের উত্তর সীমান্তে তিব্বতে সৈন্য মোতায়েন করার উদ্যোগ নিয়াছে। তিব্বতে চীনা সৈন্য চলাচলের পিছনে ভারতকে ব্লাকমেইল করার দুরভিসন্ধি রহিয়াছে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
নতুন বাংলা	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১	স্বাধীন বাংলাদেশ
১ম বর্ষ : ১৮শ সংখ্যা		সরকার সমীপেষু

স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার সমীপেষু

আজ একথা আর বলিবার প্রয়োজন রাখে না যে— গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের আদর্শকে সামনে রাখিয়াই এ দেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও যুবক স্বাধীনতার লড়াইয়ে জীবন দিয়াছে। জীবন ছাড়া যেমন জীব হয়না তেমনি গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র ছাড়া স্বাধীনতার কোন অর্থ হয় না। কৃষকরা বলাবলি করিতেছে এবারে তারা জমি পাইবে, পাটের ন্যায্য মূল্য পাইবে, প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের দাম কমিবে, ঘুষ রিশওয়াত ও অন্যান্য দুর্নীতির হাত হইতে মুক্তি পাইবে। শ্রমিক মনে করে সে তার বাঁচার মত ন্যায্য মজুরি পাইবে। ছাত্র ভাবে এবার তার লেখাপড়ার সুযোগ হইবে। যুবক মনে করে এবার তার চাকুরীর সংস্থান হইবে। এক কথায়— আজ এ দেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র শিক্ষক, যুবক বৃদ্ধ, নর-নারী, ডাক্তার কবিরাজ, দোকানদার-ব্যবসায়ী, রিক্সাওয়ালা ক্ষেতমজুর আপামর জনসাধারণ ভাবিতেছে— পারিব এবারে মানুষের মত বাঁচিতে কথা বলিবার অধিকার পাইব। মানুষকে মানুষের মত বাঁচিতে দেওয়া ও তাঁকে কথা বলিবার অধিকার দেওয়া এবং তার কথা মত কাজ করা— এই-ই হইতেছে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সারমর্ম। এই লক্ষ্যকে সামনে রাখিয়াই আজ আমাদের আগাইয়া যাইতে হইবে। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রে বিশেষ করিয়া সমাজতন্ত্রে এক লাফে পৌছান যায় না তাই, আমাদের তিন পর্যায়ে কাজ করিয়া যাইতে হইবে।

প্রথম পর্যায় ঃ

আশু ব্যবস্থা ও কার্যাবলী

১। অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকারের স্বরূপ

ক) বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী দলসমূহের প্রতিনিধিদের লইয়া সরকার গঠন করিতে হইবে।

খ) রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থা প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী এবং তাহার মন্ত্রিসভার সদস্যগণ পরিচালনা করিবেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী দলগুলি কর্তৃক ইহারা মনোনীত হইবেন।

গ) ক ধারায় সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত নীতি সরকারের সকল স্তরে অনুসরণ করিতে হইবে।

ঘ) সরকারী পদস্থ কর্মচারী এবং স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, সরকারী সংস্থার পদস্থ কর্মচারী ও সাধারণ কর্মচারী এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে দালালদের বহিষ্কারের জন্য উপযুক্ত স্ক্রীনিং পদ্ধতি স্থির করিতে হইবে।

ঙ) সকল স্তরে যেমন থানা, মহকুমা, জিলা, বিভাগ এবং জাতীয় স্তরে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে প্রশাসন পূর্বের মত চলিতে থাকিবে। বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থে পদস্থ কর্মচারী ও সাধারণ কর্মচারীদের কার্যনির্বাহ করিতে হইবে।

চ) পাকিস্তান সরকারের সর্বপ্রকার দমনমূলক ও গণ-বিরোধী আইন, অর্ডিন্যান্স এবং সার্কুলার (ঘোষণা) প্রত্যাহার করিতে হইবে।

ছ) যুদ্ধাপরাধী এবং দালালদের বিচারের জন্য বিশেষ আদালত স্থাপন করিতে হইবে এবং বিধি বিধান প্রণয়ন করিতে হইবে।

জ) মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ কাজ, সাহস ও ত্যাগের স্বীকৃতিদান এবং তজ্জন্য পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২। শরণার্থীদের পুনর্বাসন

ক) শরণার্থীদের ফিরাইয়া লইবার জন্য ভারত ও বার্মা সরকারের সহযোগিতায় উপযুক্ত লিয়াজোঁ (যোগাযোগ) ব্যবস্থা সংগঠিত করিতে হইবে।

খ) শরণার্থীদের আশ্বাস প্রদান ও নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের নিমিত্ত সকল শরণার্থী শিবির ও শরণার্থীদের আস্তানাগুলিতে সর্বদলীয় কমিটিগুলিকে সফরে যাইতে হইবে।

গ) স্ব স্ব এলাকায় শরণার্থীদের গ্রহণের নিমিত্ত উপযুক্তভাবে সংগঠিত অভ্যর্থনা ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে। এইসব অভ্যর্থনা কমিটি সর্বদলীয় ভিত্তিতে হইতে হইবে।

ঘ) শরণার্থীদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ফেরত পাওয়ার ব্যবস্থা করা।

ঙ) শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য সাহায্য সংগঠিত করা।

চ) সমাজ সেবামূলক ত্রাণকার্য সংগঠিত করা— অনাথ, বিধবা, বৃদ্ধ এবং পঙ্গু ব্যক্তিদের রক্ষণাবেক্ষণ।

ছ) জমি বেদখল, জোরপূর্বক বাড়ী দখল এবং এক এলাকার লোক অন্য এলাকায় জোরপূর্বক অপসারণ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা।

৩। খাদ্য সরবরাহ

ক) দেশের অভ্যন্তর ও বাহির হইতে খাদ্য সংগ্রহের নিমিত্ত এবং বিভিন্ন এলাকার প্রয়োজন অনুসারে উহার সমবন্টনের জন্য সরকারকে সরকারী সংস্থা স্থাপন ও সংগঠিত করিতে হইবে।

খ) মজুতকরণ, চোরাকারবারী, মুনাফাবাজীর ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। চোরাচালান বন্ধের জন্য কঠোর বিধি নিষেধ আরোপ করিতে হইবে।

গ) খাদ্য ও জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য দ্রব্যাদির উপযুক্ত মূল্য বাঁধিয়া দিতে হইবে যেন উৎপাদকগণ তাহাদের পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাইতে পারে।

ঘ) যথারীতি ফসলকাটা ও বীজ বপণের নিশ্চয়তার সপক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

ঙ) সার, কীটনাশক ঔষধ ও শস্যের রোগ নিবারক ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৪। যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠা

ক) সকল ক্ষতিগ্রস্ত বিমান বন্দর, সড়ক, সেতু, আভ্যন্তরীণ নৌচলাচল, টার্মিনাল, খেয়াতরী, রেল লাইন, অবিলম্বে মেরামত করিতে হইবে।

খ) যাত্রীসাধারণ বহন ও মালবহনের জন্য সকল বেসরকারী ও সরকারী যানবাহন সরকারের কর্তৃত্বে লইতে হইবে এবং অবিলম্বে চালু করতে হইবে।

গ) টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, টেলিকমিউনিকেশন (টেলিযোগাযোগ) এবং ডাক ব্যবস্থা অবিলম্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

ঘ) যাত্রী সাধারণ ও মাল বহনের জন্যে সরকারী পরিবহনের ভাড়া শতকরা ২৫ ভাগ হ্রাস করিতে হইব।

ঙ) বাংলাদেশের সর্বত্র যাহাতে জ্বালানী এবং জ্বালানী তেল পাওয়া যায় উহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

চ) রেডিও ও টেলিভিশন কেন্দ্র চালু করিতে হইবে। সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির নির্দেশ মোতাবেক রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচার কার্য চালাইতে হইবে।

৫। সংবাদপত্র ও সংবাদ প্রচার মাধ্যম

ক) পাক জঙ্গীচক্র সমর্থনকারী ও সহযোগী সংবাদপত্র ও সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সংবাদ ও মতামত প্রচার মাধ্যম বাজেয়াপ্ত করিতে হইবে। বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী বাংলাদেশে যে সকল সংবাদপত্র বর্তমানে চালু রহিয়াছে সেগুলি নিষিদ্ধ করিতে হইবে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ সামরিক জান্তার আক্রমণের পর সংবাদপত্রগুলি যে নামে প্রকাশিত হইত সেই নামে সেগুলিকে আর প্রকাশের অনুমতি দেওয়া চলিবে না।

৬। বিদ্যুত সরবরাহ

ক) সকল ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্র মেরামত করিতে হইবে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন পুনরায় স্থাপন করিতে হইবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু রাখার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

গ) গ্যাস সরবরাহ পুনরায় করিতে হইবে।

৭। শিক্ষা ব্যবস্থা

ক) প্রাথমিক এবং উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবিলম্বে শিক্ষাদান কার্য শুরু করিতে হইবে।

খ) জাতীয় প্রয়োজনের উপযোগী এবং স্বাধীন বাংলাদেশের আশা-আকাঙ্ক্ষার উপযোগী পাঠ্যসূচীর আশু সংশোধণ করিতে হইবে এবং অবিলম্বে উহা চালু করিতে হইবে।

গ) ১৯৬৯ সাল হইতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য যে সকল ছাত্রের শিক্ষাজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহাদের ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনা করিতে হইবে।

ঘ) মাতৃভূমির মুক্তির সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী যুবকদের ক্ষেত্রে তাহাদের অধ্যয়ন চালাইয়া যাইবার জন্য অধিক সাহায্যসহ বিশেষ বিবেচনা বাঞ্ছনীয়।

চ) বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে যে সকল শিক্ষক, অধ্যাপক এবং শিক্ষাবিভাগ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য পদস্থ কর্মচারী আয়ুব ও ইয়াহিয়া সরকারকে সহযোগিতা করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যাইবে তাহাদের কঠোর দণ্ড এবং শাস্তিদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৮। ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘু

ধর্মীয় এবং ভাষাগত ইত্যাদি সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে। ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের রক্ষার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

৯। যুদ্ধাপরাধী এবং দালাল

ক) যুদ্ধাপরাধী ও দালালদের স্ক্রীনিং এর জন্য সংস্থা স্থাপন করিতে হইবে।

খ) যুদ্ধাপরাধী ও দালালের শাস্তিদানের জন্য বিশেষ আদালত স্থাপন করিতে হইবে।

গ) যুদ্ধাপরাধী ও দালালদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া উহা রাষ্ট্রের নিকট গচ্ছিত রাখিতে হইবে।

এইভাবে দখলকৃত গ্রাম্য কৃষিজমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলিবন্টন করিতে হইবে।

১০। মুক্তিবাহিনী

ক) জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণকে জাতীয় সম্মান বলিয়া স্বীকৃতি দিতে হইবে এবং মুক্তিবাহিনীর প্রতিটি সদস্য যেন তাহার এই দেশ সেবার উপযুক্ত স্বীকৃতি পান।

খ) শিক্ষা লাভের জন্য মুক্তিবাহিনীর তরুণদের বিশেষ সুবিধা দিতে হইবে।

গ) সাহসিকতার জন্য পুরস্কার দানের রীতি প্রচলন করিতে হইবে।

ঘ) বর্তমানে মুক্তিবাহিনীতে যুদ্ধরত তরুণদের বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী ও মিলিশিয়াতে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহাদের গ্রহণ করিতে হইবে।

১১। জন স্বাস্থ্য

ক) সকল হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ, প্রসূতিসদন, গ্রাম ও শহরের শিশু স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অবিলম্বে দিন রাত কাজ শুরু করিতে হইবে।

খ) ঔষধ সরবরাহের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সকল ঔষধ প্রস্তুত শিল্পকারখানা কর্মক্ষম করিতে হইবে এবং অবশ্যই উৎপাদন চালু করতে হইবে।

গ) জীবন রক্ষাকারী ঔষধ আমদানীর জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

১২। শাসনতান্ত্রিক সমস্যা

ক) একটি অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

১৩। সর্বদলীয় কমিটি

ক) জেলা হইতে শুরু করিয়া ইউনিয়ন স্তরে সকল পর্যায়ে সর্বদলীয় কমিটি স্থাপন করিতে হইবে। উপরে বর্ণিত লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত সরকারের প্রশাসনিক সংস্থাকে স্থানীয় সর্বদলীয় কমিটিগুলির সর্বাধিক সহযোগিতা ও পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত হইবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে

স্বাধীন বাংলার রূপরেখা

(১) যে এক কোটি দেশবাসী পাক সৈন্যের বর্বর অত্যাচারে তাহাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি ফেলিয়া প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্র ভারত ও বর্মায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহাদিগকে পূর্ণ মর্যাদার সহিত দেশে ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

(২) বাংলাদেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ে সকলেই স্পষ্টভাবে দেখিয়াছে— আমেরিকা, চীন অন্যান্য কয়েকটি রাষ্ট্র আমাদের প্রতি দুশমনী করিয়া আসিতেছে। তাহাদের ও তাহাদের এজেন্ট মুসলিমলীগ, জামাতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম, পিডিপি এবং চরম বামপন্থীদের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সর্বদাই হুঁশিয়ার থাকিতে হইবে।

(৩) এই চরম বিপদের দিনে যে সব বন্ধুরাষ্ট্র (ভারত, রাশিয়া, পোল্যান্ড ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র) আমাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিতে হইবে।

(৪) স্বাধীন বাংলাদেশকে গড়িয়া তুলিতে হইবে স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে। বলাবাহুল্য ইহা হইবে একটি সত্যিকারের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র অর্থাৎ সকল ধর্মের মহান অধিকার থাকিবে।

(৫) পার্লামেন্ট হইবে সার্বভৌম—জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই দেশ শাসন করিবেন। প্রাপ্তবয়স্করাই ভোট দিতে পারিবেন। নির্বাচন হইবে মুক্ত।

(৬) বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ হইতে পৃথক হইবে।

(৭) নর-নারী জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার থাকিবে।

(৮) নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করিবে। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির সহিত সখ্যের সম্পর্ক গড়িয়া তুলিবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বপক্ষে দাঁড়াইবে। সিন্ধি, বালুচ, পাঠান প্রভৃতি নিপীড়িত সকল জাতির সহিত মৈত্রী সম্পর্ক গড়িয়া তুলিবে।

(৯) সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের সহিত কোনরূপ অসম চুক্তি করিবে না।

(১০) দেশের একচেটিয়া বৃহৎ পুঁজিপতিদের অধিকার খর্ব করা হইবে। ভারী ও মূল শিল্প জাতীয়করণ করিবে একচেটিয়া পুঁজিবাদ গড়িয়া উঠিতে দিবে না। ছোট ও মাঝারী জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড উৎসাহিত করিবে। ব্যাঙ্ক, ইন্‌সিওরেন্স, বৈদেশিক বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ব করা হইবে।

(১১) ভূমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করিবে। অতিরিক্ত মালিকদের যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণ দিবে। বাড়তি জমি গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করিবে।

(১২) শ্রমিক কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার ও ন্যায্য মজুরির নিশ্চয়তা বিধান করিবে। ক্ষেত মজুররা যাহাতে কাজ পায় ও ন্যায্য মজুরি পায় তাহার ব্যবস্থা করিবে।

(১৩) পাট শিল্প ও চা শিল্প জাতীয়করণ করা হইবে এবং কৃষক যাহাতে পাটের

ন্যায্যমূল্য পায় তাহার বাস্তব ব্যবস্থা করিবে। অন্যান্য কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য কৃষককে দিবার সুব্যবস্থা করিবে।

(১৪) দালালদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবে।

(১৫) বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা, সভাসমিতি ও সংগঠন করার নিশ্চয়তা থাকিবে।

(১৬) জনগণের মিলিশিয়া থাকিবে।

(১৭) শিক্ষা ব্যবস্থাকে বৈজ্ঞানিক মতে আধুনিকীকরণ করিবে। মাতৃভাষাই হইবে শিক্ষার মাধ্যম।

(১৮) সার্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষা মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত চালু করিতে হইবে।

(১৯) কারিগরি শিক্ষা প্রসারের উপর গুরুত্ব দিতে হইবে।

(২০) জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের যথাযোগ্য মর্যাদা ও স্বীকৃতি প্রদান করিবে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গকে সাহায্য দিবে।

(২১) শোষণমুক্ত স্বাধীন বাংলা গঠনের চেষ্টা করিতে হইবে।

তৃতীয় পর্যায়ে

সমাজতন্ত্র

এ যুগ সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগ। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন পথে সমাজতন্ত্রের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। বাংলাদেশেও তার নিজস্ব পথেই সমাজতন্ত্রের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। তবে আমাদের আজ মেকি ও বাচনিক সমাজতন্ত্র সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকিতে হইবে। সোনার যেমন পিতলা কলসী হয় না, কানাছেলের নাম যেমন 'পদ্মলোচন' হয় না তেমনি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ছাড়া অন্য কোন সমাজতন্ত্রও সত্যিকারের সমাজতন্ত্র নয়।

এ পর্য্যায়ে আমাদের সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্পর্কে কর্মসূচী নিতে হইবে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
মুক্তবাংলা★	২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয় :
১ম বর্ষ : ১ম সংখ্যা		অভ্যুদয়

সম্পাদকীয়

অভ্যুদয়

মুক্তবাংলার প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধটা লিখতে বসে সহসাই মনে পড়ে গেল একদা একটি কিশোর বালকের জিজ্ঞাসা : বাঙ্গালী জাতির কি কোন ইতিহাস নেই ? এই যেমন গ্রীকদের রয়েছে, মিশরীয়দের রয়েছে, ফরাসীদের, এমন কি ইংরেজদেরও...

সময়টা ছিল নির্বাচন প্রস্তুতি কাল। জনৈক রাজনৈতিকবন্ধুর বৈঠকখানায় বসেছিলাম। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের কেন্দ্রবিন্দু ছিলো—বাঙ্গালী জাতি। কিন্তু তবুও কিশোরটির জিজ্ঞাসাকে সঠিক মীমাংসায় নিষ্পত্তি করতে পারিনি কেউ। কারণ বাংলার ইতিহাস ও বাঙ্গালী জাতি খুব স্পষ্ট ছিলোনা তখনো।

অথচ ভাবতেও পারিনি বাঙ্গালী জাতির সত্যিকার ইতিহাস রচনার মালমসলা তৈরী হতে যাচ্ছে— শীঘ্রই তার সূচনা হবে। ইয়াহিয়া খাঁ তার পাঞ্জাবী দস্যুবাহিনীর দ্বারা বাংলার বুকে নজিরবিহীন গণহত্যা ও পৈশাচিক বর্বরতা চালিয়ে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইবে বাংলাদেশের সত্তাকে। কিন্তু রক্তস্নাত হয়ে জেগে উঠবে বাংলাদেশের জনগণ। দেশপ্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় সগৌরবে হবে উত্তীর্ণ। অভ্যুদয় ঘটবে এক নতুন জাতির— যার একমাত্র পরিচয় : বাঙ্গালী।

আজ সেই বাঙ্গালী জাতির জন্ম হয়েছে। ঐক্য, সাহস ও সংগ্রামী মনোবলে তারা অপরাজেয়। তারা রচনা করে চলেছেন নিজেদের সত্যিকারের ইতিহাস।

সাপ্তাহিক মুক্তবাংলা— স্বাধীন বাঙ্গালী জাতিরই এক কণ্ঠস্বর। তাই তার চলার পথে দেশপ্রেমে দীক্ষিত বাঙ্গালী জাতিকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে তার যাত্রা শুরু করলো।

— জয় বাংলা।

★ মুক্তবাংলা : সাপ্তাহিক। বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম সিলেট জেলার নির্ভীক স্বাধীন মুখপত্র। সম্পাদক পরিষদের সভাপতি : আবুল হাসনাত সা'আদত খান। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : আকাদ্দস সিরাজুল ইসলাম। আবুল হাসনাত কর্তৃক মুক্তবাংলা প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ভারতীয় ঠিকানা : প্রযত্নে এ, এম, চৌধুরী, করিমগঞ্জ, আসাম।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
মুক্তবাংলা ১ম বর্ষ : ১ম সংখ্যা	২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	দখলীয় এলাকার পাকিস্তানী প্রশাসন অচল

দখলীয় এলাকার পাকিস্তানী প্রশাসন অচল

মুজিবনগর হতে বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল যে— সদ্য আগত শরণার্থীরা বলেন— বেশ কিছু দিন আগে থেকেই পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশে প্রচার করছিলেন যে খুব শীঘ্রই সামরিক শাসনের অবসান ঘটাবে। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, সিলেট, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং রংপুর থেকে যে সমস্ত খবর পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায় যে, ঐ সকল জেলার সরকারী অফিস, কাছারী এবং আদালতে শতকরা ২৫ জনের বেশী কর্মচারী কাজে যোগদান করেননি। জনৈক শরণার্থী বলেন যে ফরিদপুর শহরের আদালতে একজন বিচারকও নেই— শুধুমাত্র দুইজন সামরিক অফিসার আদালতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এদের কাছে এখনও বিচারের জন্য কোন মামলা আসেনি। এ অবস্থায় টিক্কা খানের স্থলে ডাঃ মালিককে গভর্নর করায় কোন পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে না। রংপুরের সংবাদে জানা যায় যে, এখানকার জজ ও মুন্সেফ পালিয়ে গেছেন। কয়েকজন অবাঙ্গালী অফিসার নিয়োগ করা হচ্ছে। কিন্তু লোকের আস্থা ফিরে আসছে না।

ঢাকায় প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে প্রকাশ যে— সেখানকার অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা ব্যবসা গুটাবার তালে আছেন। মেয়েছেলেদের তারা পূর্বেই করাচীতে স্থানান্তর করেছেন। বাঙ্গালীরা কোন অবাঙ্গালী দোকানে যান না।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
মুক্তবাংলা ১ম বর্ষ : ১ম সংখ্যা	২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	রেজাকার ও শান্তি কমিটি সমীপে একটি খোলা চিঠি

(একটি খোলা চিঠি)

রেজাকার ও শান্তি কমিটি সমীপেষু

— সীরাজ উদ্দিন

জালেম পাঞ্জাবী টিক্কার গড়া রেজাকার ও শান্তি কমিটির সদস্যদের বলছি— আপনাদেরকে ভুললে চলবে না, যে আপনারা ও আমরা একই বাংলাদেশের অধিবাসী। বাংলাদেশের মানুষ আজ এক চরমযুদ্ধে লিপ্ত। পৃথিবীর ইতিহাসে অমন অসম যুদ্ধের নজির অল্পই আছে। নিরপেক্ষ বিদেশী পর্যবেক্ষকদের মতে, হিটলার ইহুদীদের উপর যে অত্যাচার করেছিল বাংলাদেশর নিরীহ জনগণের উপর পাঞ্জাবীদের অত্যাচার তাকে ছাড়িয়ে গেছে অনেক আগে। মাত্র কয়েক মাস পূর্বেও যাদেরকে কিছুসংখ্যক মানুষ এক ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ 'ভাই' বলে মনে করতো আজ ওরাও পাঞ্জাবীদের আসল চেহারা দেখে বুঝতে পেরেছে তারা 'ভাই' নয়— 'চরম শত্রু'। ওদেরকে ভালোবাসা যায় না শুধু ঘৃণাই করা যায়। তবে ওই বেইমানদের দিন শেষ হয়ে আসছে। কারণ পাঁচ মাস পূর্বে বাংলার মানুষ নিরস্ত্র ও অসহায় ছিল এবং সেজন্যই মেশিনগান, ট্যাংক ইত্যাদি মারণাস্ত্র দিয়ে সারা বাংলাদেশটি জুড়ে রক্তের হোলিখেলা খেলেছে পাঞ্জাবী দস্যুরা। একতরফাভাবে করেছে খুন, ধর্ষণ ও লুণ্ঠন।

আজকের বাংলাদেশ কিন্তু সেই মার্চ মাসের অসহায় বাংলদেশ নহে। অগণিত বাঙ্গালী যুবক যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করে যোগ দিচ্ছে মুক্তিফৌজে। মুক্তিফৌজকে করে তুলছে দুর্জয়। তাদের অগ্রগতি আজ দুর্বার। হানাদার পাঞ্জাবীরা অমন শক্তিশালী নহে যে, আমেরিকার ভিয়েতনাম কিংবা ফরাসীদের আলজেরীয় যুদ্ধের ন্যায় বাংলাদেশে বছরের পর বছর যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে।

ভয়ে পাঞ্জাবীরা এখন আর সামনাসামনি যুদ্ধে আসছে না। কেন আপনারা আমাদের ভাই হয়েও ওদের চালাকী বুঝতে পারছেন না ? ওরা মুক্তিফৌজের গুলির সামনে রেজাকার ও শান্তি কমিটির মেম্বরগণকেই ছুঁড়ে দিচ্ছে। মুক্তিফৌজ অস্ত্রবলে বলীয়ান বলেই আজ কাপুরুষ পাঞ্জাবীদের বীরত্বের দাপাদাপি কমে গেছে। বিনাযুদ্ধে বিজয়ী খেতাবধারী ফিল্ড মার্শাল আয়ুবের স্বজাতি যে ওরা।

সিপাহী যুদ্ধের পর থেকে আজকের পাঞ্জাবীদের যুগ পর্যন্ত প্রায় দুইশো বছর— আমাদের কেহ বন্দুক হাতে নেবার সুযোগ পায়নি। তাই ওরা ভেবেছিল আমরা বাঙ্গালীরা ওদের বন্দুকের ভয়েই দাসত্ব স্বীকার করে নেবো। কিন্তু আজ ওরা বুঝতে পেরেছে স্টেনগান, মর্টার, এলএমজি ইত্যাদি আগ্নেয়াস্ত্র আমাদের খেলার পুতুল। ওদের বুক চিনে চিনেই নির্ভুল গুলী মারছি।

মওদুদী, মুফতী মাহমুদ প্রভৃতি ধর্মব্যবসায়ী ও তাদের সর্দার ইয়াহিয়া খাঁ ও টিকিয়া খাঁ এর ফতোয়ানুযায়ী বাংলার মুসলমান আমরা নাকি হাবসী-গোলামদের মতো। যথা ইচ্ছা আমাদেরকে ওরা ধ্বংস করতে পারে। বাংলার মা-বোনদের উপর বলাৎকার করতে পারে। ওদেরকে নাকি সেই পশুবল দান করছে ওদের আল্লা। কিন্তু আমরা দেখছি আমাদের আল্লাহ এই অত্যাচারীদেরকে খতম করে আমাদের দেশে ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠার তৌফিক আমাদেরকে দিচ্ছেন। এবং সেজন্যই হালকা পাতলা বাঙালী যুবকরা তাগড়া মোষের মতো পাঞ্জাবীদের যে আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে শুধু হত্যাই করে চলছে তা নয়, ওদেরকে জ্যান্ত পাকড়াও করেও নিয়ে আসছে।

পাকিস্তানের সর্বমোট সৈন্য সংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ। এর মধ্যে ওদের শাদ্দাদী— বেহেশতখানা ইসলামাবাদ, লাহোর, ইত্যাদি শহরগুলো এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকা রক্ষা ও পাঠান-বালুচ-সিন্ধীদের বিদ্রোহী দমনের জন্য ২ লক্ষ ২৫ হাজার সৈন্য ওখানে মোতায়েন রাখতে হয়েছে। বাংলাদেশে এনেছিল ৭৫ হাজার। কিন্তু ইতিমধ্যে ২৭ হাজার হয়ে গেছে খতম। অবশিষ্ট ৪৮ হাজার বাছাধনেরা বিগত ৫ মাসের অনবরত যুদ্ধের মধ্যে বার শত মাইল দূরে মা-বোনদের হাতে বাংলার লুণ্ঠিত টাকা, অলংকার ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সমজায়ে দিয়ে আসাতো দূরের কথা— লুণ্ঠিত সামগ্রী কোমরে ও পেটে বেঁধে রেখে মুহূর্তের জন্যও একবার বিশ্রামের সুযোগ পাচ্ছে না। দেশে যাওয়ার রাস্তাটাও বিপদসঙ্কুল। মুক্তি ফৌজের চতুর্দিকে আক্রমণ তাদেরকে বঙ্গোপসাগরের অতল গহবরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। পালাবার সুযোগের জন্য বড় অফিসারেরা বিমান ঘাঁটিগুলো কড়া পাহারায় রেখেছে। পালিয়ে যাওয়ার সময় ওরা কিন্তু বাংলাদেশের সকল দালাল ও বিহারী গুণ্ডাদেরকে মুক্তিফৌজের গুলির নিশানায় তাদের সকল পাপের কাফ্‌ফারা স্বরূপই ফেলে যাবে।

ভারত থেকে মার খাওয়া কালো চামড়ার যে বিহারীগণ পশ্চিম পাকিস্তানে মাথা গুঁজবার ঠাঁইও পায়নি— পৃথিবীর সব চাইতে ঘনবসতি অঞ্চল এই পূর্ব বাংলায় আমরাই ওদেরকে ভাই বলে স্থান দিয়েছিলাম। চাকুরী, ব্যবসা, এমনকি ক্ষেত-খামারে পর্যন্ত অংশিদার করেছিলাম। কিন্তু সেই চরম বিশ্বাসঘাতকেরাই বাংলার মাটির সঙ্গে করেছে বেইমানী, নিমকহারামী এবং বাংলার মানুষের উপর করেছে অকথ্য অত্যাচার।

বাংলাদেশের ব্যাপারে দুনিয়ার জনমত আজ পাকিস্তানের নিন্দায় মুখর। নিরস্ত্র জনসাধারণ এবং বিশেষ করে নারী ও শিশুদের প্রতি পাক-সামরিক বাহিনী যে চরম অত্যাচার করছে দুনিয়ার ইতিহাসে তার কোন নজীর নেই। এসব কুকীর্তি আজ পৃথিবীর মানুষের অজানা নয়। তাই বিশ্বের সকল জায়গা থেকেই ওদেরকে ধিক্কার দেওয়া হচ্ছে এবং সেই জন্যই কুখ্যাত জল্লাদ টিক্কা খাঁকে বাংলা মুল্লুক থেকে সরিয়ে নিয়ে পাঠান, বালুচ ও সিন্ধীদেরকে শায়েস্তা করার ভার ওরি উপর দিয়েছে ইয়াহিয়া খাঁ। কারণ ওখানকার জনমতও আজ বিক্ষুব্ধ। ভুট্টো সাহেব কল্কে পাচ্ছেন না। আর্থিক দিক দিয়েও পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থা কাহিল। পাকিস্তানের সর্বমোট আয়ের প্রতি তিন টাকার দু'টাকা ছিল বাংলাদেশের পাট, চা, তামাক ও বিলাত প্রবাসী বাঙ্গালীদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা। মুক্তিযুদ্ধের ঠেলায় দু'টাকার স্থলে আট আনাও এখন তাদের কপালে

জুটছে না। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের বাজারে পশ্চিম পাকিস্তানের কাপড়ের মিলগুলো তাদের তৈরি কাপড় বিক্রি করতে না পারায় মিলগুলোতে তালা-চাবী লাগাতে বাধ্য হচ্ছে। বেতন দিতে না পারায় পাঞ্জাবী মিল-শ্রমিকদেরকে পাইকারীভাবে চাকুরী হতে বরখাস্ত করা হচ্ছে। করাচীর বাজারের আমদানীকারক ও বড় বড় ব্যবসায়ীদের তেলতেলীভাব আজ আর নেই। মোগলাই মেজাজ ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে। চব্বিশ বছরে গঠিত বাইশ পরিবারের শোষণের ভিত ভেঙ্গে আজ চুরমার হয়ে যাচ্ছে। সিপাহীদের যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত ভাতা হয়ে গিয়েছে বন্ধ। বাংলাদেশে নিয়োজিত সেপাইদেরকে আপাততঃ ঘুষের টাকা, লুণ্ঠিত ঘড়ি, রেডিও, অলংকার ইত্যাদি ও বদমায়েসীর অবাধ লাইসেন্স দিয়েই খুশী রাখার চেষ্টা চলছে। বেতন ও ভাতা দিবে কোন্ টাকশাল?

আল্লাহর মেহেরবানীতে করাচী ও ঢাকার দুরত্ব দিন দিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারতের উপর দিয়ে আগে ছিল ১২০০ মাইল আর এখন ভারত ঘুরে ৩ হাজার মাইল— পাক-ভারত যুদ্ধ বাঁধলে এই দূরত্বের মাত্রা দাঁড়াবে ৭ হাজার মাইলেরও বেশী। আপনারা তখন যাবেন বঙ্গোপসাগরে— আর ঐ পশ্চিমা দস্যুরা ডুবে মরবে আরব সাগরে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
মুক্তবাংলা	৪ অক্টোবর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ৩য় সংখ্যা		প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান

সম্পাদকীয়

প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান

গণ-প্রজাতান্ত্রীক বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ বিশ্বজনগণ এবং পশ্চিম পাকিস্তানী মজলুম জনতার বিবেকের কাছে একখানা আবেদনপত্র পেশ করেছেন। আবেদনপত্রে ইয়াহিয়া খানের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে অবাধ গণহত্যা, নারী নির্যাতন, লুটতরাজ ও গৃহদাহের করুণ বর্ণনা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের গণ বিবেককে আহবান জানিয়েছেন মানবতার এ জঘন্য অপমানকে বন্ধ করতে রক্ত পিয়াসী ইয়াহিয়া খানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য।

বিশ্বের গণ-বিবেক ইতিমধ্যেই জেগেছে। ৫টি মহাদেশের গণ-কণ্ঠই বজ্রস্বরে আজ আওয়াজ তুলছে স্বৈরাচারী ইয়াহিয়া খানের নারকীয় তাণ্ডবের বিরুদ্ধে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণ এখনো চুপ কেনো ? স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে : বাংলাদেশে ইয়াহিয়া খানের অবাধ নরহত্যা তথা ব্যাপক অরাজকতা সম্পর্কে ওঁরা কি ওয়াকিবহাল নয় ? অথবা জেনেশুনেই তাদের এ ঔদাসীন্য ?

কিন্তু আমরা জানি তারা উদাসীন কিংবা বাংলাদেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ নয়। তাঁরা বাকশক্তিহীন। স্বাধীনতা তথা পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার পরেও তারা যে তিমিরে ছিলেন সেই তিমিরেই রয়ে গেছেন। সামন্তচক্র, তাদের দোসর পুঁজিবাদী মহল ও স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থে মোল্লাদের মাধ্যমে ধর্মের দোহাই দিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখা হয়েছে তাঁদেরকে। স্বাধীনতার চব্বিশ বছরে বাংলাদেশ লুটপাট করে যা ধনসম্পদ ওখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার সবকিছুই ব্যয়িত হয়েছে সর্দার, পীর, মীর, সাহেবজাদা প্রভৃতি বিভিন্ন খেতাবে পরিচিত সামন্তচক্র ও তাদের দুষ্কার্যের দোসর পুঁজিপতি মহল এবং স্বৈরাচারী শাসক গোষ্ঠীর আয়েস-আরামের প্রতি লক্ষ্য রেখেই— গরীব জনসাধারণ তাতে একটুও উপকৃত হয়নি। তারা দিন আনে দিন খায়।

পাকিস্তানে গণতন্ত্রের শেষ ভরসা ছিলো বাংলাদেশ। তাই পশ্চিম পাকিস্তানী সামন্তগোষ্ঠী, পুঁজিপতি ও স্বৈরাচারী শাসকচক্রের বাংলাদেশকে এতো ভয়। আর সেই হেতু পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই ওরা 'ডিভাইড এন্ড রুল'-এর আশ্রয় নিয়ে সুকৌশলে পশ্চিম পাকিস্তানী সরলমনা জনগণের কানে কানে বাঙালীদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর ব্রত গ্রহণ করেছিল। ওরা বলে এসেছে, বাঙালী মুসলমানেরা খাঁটি মুসলমান নয়, নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায় থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছে তাই ইসলাম ধর্মের বিধি বিধানগুলো পালন করে না। ধর্মের জন্য সত্যিকারের মহব্বত বাঙ্গালী মুসলমানদের নেই, ইত্যাদি

ইত্যাদি। এই সেদিনও জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার পূর্ব মুহূর্তে ইসলামের ধ্বজাধারী মাওলানা নামে পরিচিত ফ্যাসিস্ট রাজনৈতিক দলের ডিরেক্টর মওদুদী সাহেব (পাঞ্জাবে দশ হাজার কাদিয়ানীকে হত্যা করানোর নায়ক) বাংলাদেশ সফর করে লাহোরে পৌঁছেই বলেছিলেন, বাঙালী মুসলমানেরা কালীপূজা করে থাকে।

কিন্তু মওদুদী সাহেবের ঐ নতুন আবিষ্কারে বাঙালী মুসলমানেরা মনে কোনো আঘাত পায়নি। শুধু কৌতুক অনুভবই করেছে। কারণ তাঁদের জানা আছে, ইসলামধর্মের মূলগ্রন্থ কুরআন শরীফে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দ:) কে 'খাতেমুন-নবী' বা সর্বশেষ নবী বলে উল্লেখ করে নবীদের আবির্ভাবের সমাপ্তি ঘোষণা করলেও পাঞ্জাবে নতুন নবী আবির্ভূত হয়েছিলেন। এমন কি 'পারভেজ' নামক জনৈক ব্যক্তি খোদায়ী দাবী পর্যন্ত করেছিলো। এবং ওদের উত্তরাধীকারীরাই তো পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণকে জ্ঞান বিজ্ঞানের আলো থেকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রেখে তাদের রাজনৈতিক চেতনাবোধকে জেগে উঠতে বাধার সৃষ্টি করেছে। জনশক্তিকে ওদের বড়ো ভয়। কিন্তু আর কতোদিন ঐ বিরাট শক্তিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা সম্ভবপর হবে? কারণ ওরা এখন জাগতে শুরু করেছে যে। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ওঁদেরকে আলো দেখাবে। গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের প্রধান মন্ত্রীর আকুল আহবানও তাঁদের কানে যেয়ে পৌঁছেছে। সাড়া দেবার জন্য ছটফট করছে তাদের বিবেক। কারণ দুনিয়ার মজলুম জনগণ একাত্মবোধেরই প্রতীক।

পশ্চিম পাকিস্তানী সামন্তগোষ্ঠী, পুঁজিবাদী মহল ও স্বৈরাচারী শাসকচক্র আত্মস্বার্থ বজায় রাখার কুমতলে এখন উন্মাদ প্রায়। তাদের উন্মত্ততার ঘোর যখন কাটবে তখন দেখতে পাবে দেশের রাজনৈতিক মঞ্চে নতুন নাটক অভিনীত হচ্ছে। কুশীলবগণ তাদের অপরিচিত অথচ সুদক্ষ এবং তাহারা নিজেরা পড়ে রয়েছে বহু নীচে। নীচে থেকেই করুণ নয়নে ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে উপরের দিকে তারা তাকাবে। কিন্তু কেউ টেনে তোলার জন্য এগিয়ে আসবে না। বলবে না উঠে এসো।

তাই আমাদের বিশ্বাস পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর আহবান নিস্ফল হবে না।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
মুক্তবাংলা ১ম বর্ষ : ৩য় সংখ্যা	৪ অক্টোবর, ১৯৭১	★কেন বাংলাদেশের এই স্বাধীনতা সংগ্রাম ★ভেবে দেখুন কতর্ব্য পালন করুন

কেন বাংলাদেশের এই স্বাধীনতা সংগ্রাম ?

১। পশ্চিম পাকিস্তান বাংলাদেশের রাজনৈতিক অধিকার হরণ করেছে।
২। জনগণের মধ্যে সৃষ্টি করেছে অর্থনৈতিক দুঃসহ যাতনা।
৩। বাংলার মানুষকে ওরা ক্রীতদাস করেই রাখতে চায়।

খুনিয়া ইয়াহিয়া খানের বিরুদ্ধে বিশ্বজনগণের রায় ঃ-

১। ইয়াহিয়া খান হিটলারকেও লজ্জা দিয়েছে।
২। বাংলাদেশে এই বীভৎস নিধন যজ্ঞ, এই নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের সামনে অন্যসব নৃশংসতাই ম্লান হয়ে গেছে।
৩। গণহত্যা ও ধ্বংসলীলার কলংকময় ইতিহাস খুঁজলে হিটলারের নিধন শিবির অথবা চেঙিস খান বা তৈমুরলঙের নৃশংসতার কাহিনীতেও এরূপ হত্যাকাণ্ডের মিল পাওয়া দুস্কর হবে।

ভেবে দেখুন : কর্তব্য পালন করুন

১। বাংলাদেশের লোকসংখ্যা সাড়ে সাত কোটি।
২। বাংলাদেশে পাকিস্তানী সৈন্য রয়েছে ৫০ হাজার। কাজেই প্রত্যেকটা পাকিস্তানী সৈন্যকে একা ১৫ হাজার বাঙ্গালীর সাথে যুদ্ধ করতে হবে।— তা কি সম্ভব ?
৩। সিলেট জেলার লোক সংখ্যা ৫০ লক্ষ।
৪। সিলেট জেলায় পাকিস্তানী সৈন্য সংখ্যা প্রায় ৫ হাজার। সুতরাং সিলেটে (প্রত্যেকটি পাকিস্তানী সৈন্যকে ১০ হাজার লোকের সঙ্গে লড়তে হবে)— সেটা অসম্ভব নয় কি ?
৫। বাংলাদেশে গ্রামের সংখ্যা ৬৪ হাজার। অতএব একটি গ্রামের ভাগে পড়ে ১ জন সৈন্য।
৬। বাংলাদেশের মুক্ত অঞ্চলে প্রায় ৪০ লক্ষ যুবক ঘোরাফেরা করছে।
৭। পাকিস্তানী সৈন্যদেরকে প্রায় ৩ হাজার মাইল দূরত্ব ভিন্ন দেশের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করে আসতে হয় বাংলাদেশে।

ওদেরকে নির্মূল করতে হলে চাই—
ঐক্য, শৃঙ্খলা ও চরম দেশাত্মবোধ। সুষ্ঠু সংগঠনের মাধ্যমে মুক্তি সেনাদের এগিয়ে দেয়া।

এ পর্যন্ত আমরা ৩০০ অফিসারসহ ২৫ হাজার পাকিস্তানী সৈন্য খতম করেছি। তাদের তুলনায় আমাদের নিহতদের অনুপাত খুবই সামান্য, ১.৪০ ভাগ মাত্র।

আপনি নিজের কর্তব্য পালন করছেন কি ?

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
মুক্তবাংলা ১ম বর্ষ : ৩য় সংখ্যা	৪ অক্টোবর, ১৯৭১	বাংলাদেশের সমর্থনে মহামান্য পোপ। মাওলানা মাদানী মাওলানা মোহাম্মদ তাহের

বাংলাদেশের সমর্থনে

মহামান্য পোপ মাওলানা আসাদ মাদানী
মাওলানা মোহাম্মদ তাহের

বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন জানিয়েছেন ক্রীশ্চান জগতের ক্যাথলিক শাখার ধর্মগুরু মহামান্য পোপ পল। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের নেতা জনাব মাওলানা আসাদ মাদানী ও জনাব মাওলানা মোহাম্মদ তাহের। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের কনভেনশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণে করিমগঞ্জের সুসন্তান জনাব মাওলানা মোহাম্মদ তাহের বলেছেন, 'ইয়াহিয়া খান ও তাঁর মীরজাফর গোষ্ঠী বাংলাদেশে যে ব্যাপক গণহত্যা, নারী ধর্ষণ, শোষণ ও লুণ্ঠন চালাচ্ছেন ইসলাম ধর্মে তার কোন স্থান নেই।' আমাদের মহানবী (দ:) স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, 'যে রাষ্ট্রনায়ক বা সরকার প্রজাসাধারণের কল্যাণের চেষ্টা করে না, তাদের ন্যায্য অধিকার হরণ করে, তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, নিশ্চয়ই তার স্থান হাবিয়া দোজখে।' সপ্ত দোজখের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ দোজখটার নামই হাবিয়া। মাওলানা সাহেব আরো বলেন, 'জালেম রাষ্ট্র নায়কের সম্মুখে সত্যকথা ঘোষণা করা শ্রেষ্ঠতম জেহাদ এবং নিজেদের প্রাণ ধন, মান রক্ষায় যে নিহত হয় তার মৃত্যু শহীদের মৃত্যু।'

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
মুক্তবাংলা	১১ অক্টোবর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ৭ম সংখ্যা		দেশদ্রোহী

সম্পাদকীয়

দেশদ্রোহী

বাংলাদেশ আজকের দুনিয়ার এক চরম যুদ্ধে লিপ্ত। বাঙালী জাতির লক্ষ্য দেশের স্বাধীনতা অর্জন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। ডিক্টেটর ইয়াহিয়া খান গণতন্ত্রের শত্রু পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতি ও সামন্তগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরূপে তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে বাঙালী জাতিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে গণতন্ত্রকে পৃথিবীর এ অংশ থেকে চিরবিদায় দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর। বাঁচা মরার এ সংগ্রামে বাংলার সকল মানুষ কিন্তু ঐক্যবদ্ধ। কৃষক মজদুর থেকে আরম্ভ করে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী যিনি যখনই সুযোগ পাচ্ছেন জালেম পাকিস্তান সরকারের সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করে বাংলাদেশ সরকারের অধীনে জাতির এ জীবন মরণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে পাকিস্তান সরকারের অধীনে কর্মরত বাঙালী কূটনীতিকগণও সুযোগ পাওয়া মাত্র খুনী পাকিস্তান সরকারকে ধিক্কার দিয়ে বাংলাদেশের এই গৌরবজনক সংগ্রামে কাতারবন্দী হচ্ছেন। বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায় সনাতন মুসলিম লীগ পন্থী বা গোঁড়াপন্থী বলে এতোকাল যাদেরকে পশ্চিম পাকিস্তানীদের অন্ধ সমর্থক বলে ধরে নেয়া হতো তাদেরও এখন চৈতন্যোদয় হয়েছে এবং মুক্তিফৌজের বিজয় ও পাঞ্জাবীদের কবল থেকে বাংলাদেশকে মুক্তি দেয়ার জন্য গোপনে আল্লার দরবারে দোআ-দরুদ পাঠের সংবাদও আমাদের কাছে এসে পৌছেছে।

কিন্তু আজও কিছুসংখ্যক বিপথগামী সুবিধাবাদী উচ্চাভিলাষী বাঙালীদের কার্য্যকলাপ আমাদেরকে লজ্জাজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন করেছে। জাতিসংঘের বর্তমান অধিবেশনে বাংলাদেশের পক্ষে সত্যিকার পরিস্থিতিটা পৃথিবীর ১৩০টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণের সম্মুখে তুলে ধরার জন্য বাংলাদেশ থেকে একদল সুযোগ্য প্রতিনিধি জাতিসংঘে গিয়েছেন এবং ইতিমধ্যেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশের পক্ষে আওয়াজ তুলেছেন অনেক দায়িত্বশীল ব্যক্তি। তাই জাতিসংঘে সমবেত দুনিয়ার ১৩০টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণের সামনে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের পক্ষে কথা বলার সাহস পাননি খুনী ইয়াহিয়ার স্থায়ী প্রতিনিধি আগাশাহী। ওদের দরকার হলো একজন বাঙালী শিখণ্ডীর। খুঁজে বের করলো মাহমুদ আলীকে।

জনাব মাহমুদ আলীর বর্তমান অবস্থাকে বিশ্লেষণ করতে হলে তার রাজনৈতিক জীবনের গোড়া থেকেই শুরু করতে হয়। মাহমুদ আলীর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম ও প্রধান গুরু মাওলানা ভাসানী। পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে মাহমুদ আলীর ভূমিকার বিভিন্ন-রূপ বহুবার আমরা দেখেছি। মাহমুদ আলীর 'নও'বেলাল পত্রিকা এককালে পূর্ববাংলার অন্যতম প্রগতিশীল পত্রিকা ছিলো। পূর্ববাংলা (পূর্ব পাকিস্তান)

যুবলীগের সভাপতি ছিলেন মাহমুদ আলী। পাকিস্তানের সর্ব প্রথম অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'গণতন্ত্রীদলের' প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী এবং সাবেক ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সেক্রেটারী মাহমুদ আলীকেও আমরা দেখেছি। আমাদের স্পষ্ট স্মরণ আছে ১৯৫৩ সালে পশ্চিম পাকিস্তানী স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী পাকিস্তানের গণতন্ত্রকে যখন গলাটিপে হত্যা করার অপচেষ্টায় রত এবং ছাত্র-জনতা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত তখনই ঢাকার তৎকালীন অন্যতম অভিজাত চা-ঘর 'ও-ক' রেঁস্তোরায় অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক কনফারেন্সে যুবলীগ সভাপতি মাহমুদ আলী বলেছিলেন, "ধর্মের বন্ধনই যদি রাষ্ট্রগঠনের প্রধান ভিত্তি হয়, তাহলে পূর্ববাংলা তার নিকটতম মুসলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া অথবা মালয়েশিয়ার সঙ্গে ফেডারেশনে থাকতে পারে। আর আফগানিস্তান ও ইরানকে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান আরেকটি ফেডারেশন গড়ে তুলুক। ওতে আপত্তি কোথায়?" এবং এখানেই ট্রাজেডী। যে মাহমুদ আলীকে আমরা এতোকাল গণতন্ত্রী, প্রগতিশীল ও আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকারের প্রবক্তা বলেই বিশ্বাস করে এসেছি সেই মাহমুদ আলীর আসল রূপটা যে অমন বীভৎস, সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের তিনি এক নিকৃষ্টতম দালাল— সেটা আমরা আদৌ জানতাম না। বাঙ্গালী জাতির জীবন মরণ সংগ্রাম তাঁর প্রকৃত চেহারাটা বাংলাদেশের জনগণ তথা বিশ্বমানবের কাছে সহসাই তুলে ধরলো।

পাকিস্তানের জন্মের দীর্ঘ ২৪ বছরের মধ্যে কোন বাঙালীকে জাতিসংঘে পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলের নেতারূপে পাঠানো হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই— মাহমুদ আলী তো দূরের কথা। এবারে বড় ফ্যাসাদে পড়ে পৃথিবীকে ধোঁকা দেবার জন্যই একটা পুতুলের প্রয়োজন হলো ইসলামাবাদের জল্লাদদের। আর সেই পুতুল নেতার ভূমিকায়ই ধরা দিয়েছেন মাহমুদ আলী। জাতির মুক্তিলাভের মহান সংগ্রামে যখন বৃদ্ধ জননেতা জনাব ভাসানী থেকে শুরু করে দলমত নির্বিশেষে ছোট বড় সকল রাজনৈতিক কর্মী ও সমাজকর্মী মাত্রই জীবনপণ করে কাজ করে যাচ্ছেন তখনই মাহমুদ আলী গিয়েছেন জাতিসংঘে স্বজাতি ও নিজ দেশের বিরুদ্ধে স্বৈরাচারী সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিম পাকিস্তানীদের দালাল হয়ে ওদের পক্ষে সাফাই গাইতে এবং স্বজাতির কুৎসা রটনা করার জন্য বিশ্বরাষ্ট্র সভায়। মাহমুদ আলী জাতিসংঘে নিজেকে পূর্ববাংলার অধিবাসী বলে জাহের করেছেন এবং সেটাইতো বর্তমান পরিস্থিতিতে তার আসল যোগ্যতা। তার দালালী সুলভ বক্তৃতায় বাংলাদেশের ঘটনাবলীর জন্য আওয়ামী লীগ, মুক্তিফৌজ ও ভারতকে দোষারোপ করে দুনিয়ার ধিকৃত খুনী ইয়াহিয়া ও টিক্কাদের পক্ষে যুক্তি খাড়া করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন তিনি। জাতিসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রী সমর সেনও নিজেকে পূর্ববাংলার সাবেক অধিবাসী বলে উল্লেখ করে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে তাঁর বক্তৃতায় বাংলাদেশে ইয়াহিয়া খানের নরপশু সৈন্যবাহিনী কর্তৃক যে অকথ্য ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে তার করুণ বর্ণনা দিয়েছেন। শ্রী সেন বর্তমানে শুধু ভারতের নাগরিক নন— বিশ্বসভায় ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধিও। কিন্তু মাহমুদ আলী বাংলাদেশেরই বাসিন্দা। বাংলাদেশ সম্পূর্ণ মুক্ত হলে মাহমুদ আলীর মতো পথভ্রস্ট দালালদেরকে পাঞ্জাবীরা সঙ্গে নিয়ে যাবে না। ছেঁড়া জুতোর মতো প্রয়োজন শেষে বাংলাদেশেই ফেলে যাবে— সেকথাটা আমাদের জানা নেই। তবে ইতিহাস যে মাহমুদ আলীদের ক্ষমা করবে না এ কথাটা আমরা দৃঢ় চিত্তেই বলতে পারি। মীরজাফর বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার

নবাবীর লোভে সিরাজউদ্দৌলার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো, কিন্তু মাহমুদ আলী জীবনে মাত্র একটিবার তুচ্ছ সাময়িকভাবে 'নেতা' বনার লোভে স্বজাতি এবং নিজের অতীত জীবনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। 'ভারতের দালাল', 'কম্যুনিস্ট' ও 'রাষ্ট্রবিরোধী' বলে এই মাহমদু আলীই কয়েকবার প্যাকিস্তানী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু আজ বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের চরম মুহূর্তে তার ভূমিকা সত্যিই অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এখন তিনি দেশদ্রোহীর ভূমিকা পালন করছেন। তার অপমৃত্যু ঘটেছে। তাই আমাদের পরিচিত মাহমুদ আলীর অমন অপমৃত্যুর জন্য আমরা গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটর ইয়াহিয়া খানের দালাল বর্তমান মাহমুদ আলীকে জানিয়ে রাখছি :

'তোমার বিচার করবে যারা
আজ জেগেছে এই জনতা।'

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
মুক্তবাংলা	১ নভেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ৮ম সংখ্যা		পাকিস্তানী সেনা নারী নির্য্যাতন ও আলেম সমাজ

সম্পাদকীয়

পাকিস্তানী সেনা নারী নির্য্যাতন ও আলেম সমাজ

বাংলাদেশটি পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছিলো একমাত্র ধর্মীয় প্রবণতাকে গুরুত্ব দিয়েই। নইলে দ্বিতীয় কোন যুক্তি ছিলো না যদিও বাঙ্গালী মুসলমান সমাজ হানাফী মতাবলম্বী এবং পশ্চিম পাকিস্তান কাদিয়ানী, শিয়া, হানাফী, শাফেয়ী ও মালিকীদের আবাস ভূমি।

ইসলাম ধর্মের কট্টর শত্রুও স্বীকার করেছেন যে, নারী জাতিকে সর্বোচ্চ মর্য্যাদা দিয়েছে ইসলাম ধর্ম। সাধারণ গৃহকোণ থেকে সিংহাসন পর্যন্ত নারীর মর্যাদা স্বীকৃত। মহাপুরুষ হযরত মুহাম্মদ (দঃ) বাণী : 'সন্তানের বেহেশ্‌ত্‌ জননীর পদতলে।' ইসলাম ধর্মের বুনিয়াদ মহাগ্রন্থ কুরান মজিদে পুরুষজাতির প্রতি কড়া নির্দেশ রয়েছে নারী জাতিকে যথোপযুক্ত সম্মান দেওয়ার জন্য। নিজের বিবাহিতা স্ত্রী ব্যতীত অন্য নারী নিষিদ্ধ করা হয়েছে পুরুষের জন্য। পৈতৃক সম্পত্তিতে পুত্র সন্তানের মতো কন্যা সন্তানেরও ওয়ারিসী স্বত্ব স্বীকৃত। একদা দিল্লীর সিংহাসনে সম্রাজ্ঞী সুলতানা রাজিয়া ও দাক্ষিণাত্যের বিজাপুরে বীরাঙ্গানা চাঁদ সুলতানা তারি ফলশ্রুতি। হাল জামানায় অবশ্যি সভ্য জগতের সর্বত্রই নারী জাতির সম অধিকার স্বীকৃত।

কিন্তু বাংলাদেশকে ধ্বংস করার জন্য প্রেরিত ডিক্টেটর ইয়াহিয়া খানের সৈন্যবাহিনী ইসলাম ধর্মের অবশ্য পালনীয় নির্দেশকে অগ্রাহ্য করে বিভিন্ন শিবিরে অন্যূন ২০ হাজার নারী আটক করে রেখেছে নিজেদের পাশব বাসনা চরিতার্থের উদ্দেশ্যে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী, চাকুরীজীবী মহিলা, কুলবধু কেউই ওদের হিংস্র থাবা থেকে রেহাই পাননি।

ইসলাম ধর্মের অনুশাসন বেপরোয়াভাবে অগ্রাহ্যকারী মুসলমান ধর্মী পরিভাষায় 'কাফের'। এবং নারী জাতির সতীত্বের প্রতি সম্মান দেখানো ইসলাম ধর্মের একটি কড়া অনুশাসন। সুতরাং বাংলাদেশে আগত ইয়াহিয়া খানের সৈন্যবাহিনী মুসলমান নয়, কাফের।

এই কাফেরদের বিরুদ্ধে কিন্তু আমাদের আলেম সমাজ আজ পর্যন্ত একটা টু-শব্দও উচ্চারণ করেননি। সম্প্রতি যে ভাগ্যহীনা মেয়েগণ খান সেনাদের শিবির থেকে পরিত্যক্তা

হয়েছে ওরা মৈথুনকার্যে অনুপযুক্ত, রোগে ভগে জীর্ণশীর্ণ এবং গর্ভবতী। এবং সেই হেতু পরিত্যক্তা। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে আলেম সমাজের প্রতি আমাদের জিজ্ঞাসা : ওই ভাগ্যহীনারা যদি আপনাদেরই স্ত্রী কন্যা পুত্রবধু হতো তাহলে আপনারা কী করতেন ?

অবশ্যি আমরা জানি আপনারা বসে নাই। ইয়াহিয়া খানের ঔপনিবেশিক শাসনকে বাংলাদেশে কায়েম রাখার জন্য দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন আপনাদের অনেকে। বর্তমান জগতের অন্যতম আশ্চর্য বস্তু বাংলাদেশের উপ-নির্বাচনী প্রহসনকে বাস্তবে পরিণত করার অপচেষ্টায় আপনারা গলদঘর্ম। কিন্তু আমরা ভুলিনি মুয়াবিয়াপুত্র ইয়াজিদ ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠ অবদান গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছিলো আপনাদেরই পূর্ব-সুরীদের সহায়তায়। প্রতিষ্ঠিত করেছিলো উমাইয়া রাজবংশ। ওদের সমর্থনে আপনাদের পূর্বসুরী আলেমগণ আবিষ্কার করেছিলেন : আসসুলতানু জিল্লুল্লাহ (শাসক আল্লাহর ছায়া) এর মতন একটা স্তোকবাক্য ইসলামের নামে। এবং এখন বাংলাদেশে আপনারা প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছেন 'আগা রাজবংশ।' এখনো ভাবছেন আমরা বিশ্বাস করি 'আস সুলতানু জিল্লুল্লাহ'?

সতর্ক হউন! ওই পশ্চিমা কাফেরদের সঙ্গে আমাদের আর কোন সম্পর্ক নেই। যে ধর্মের গ্রন্থি আমাদেরকে জুড়ে দিয়েছিলো ওদের সঙ্গে— ওদের আচরিত ধর্ম থেকে আমাদের সেই ধর্মের রূপ ভিন্ন, আলাদা। কাজেই বিবেকের চাবুকের তীব্র আঘাতে আপনারা সোচ্চার হয়ে উঠুন ওদের বিরুদ্ধে। ওরা আপনাদের ২০ হাজার নিষ্পাপ মেয়ের ধর্ম নষ্ট করেছে, জীবন নষ্ট করেছে, এবং ওদের গর্ভে রেখেছে অপসৃষ্টি।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
সাপ্তাহিক বাংলা★	২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ২য় সংখ্যা		সাঙ্গ হোক এই কীর্তনের পালা

সম্পাদকীয়

সাঙ্গ হোক এই কীর্তনের পালা

ইতিহাসের এই ঘৃণ্যতম সামরিক বর্বরতার শিকার সাড়ে সাতকোটি মুক্তিপাগল বাঙ্গালীর প্রাণ ফসলের জ্বলন্ত প্রতীক স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ জাতিসংঘের দ্বারস্থ হয়েছে। নিউইয়র্কের জাতিসংঘ ভবনে সমবেত বিশ্বের একশত ত্রিশটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সামনে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের স্বীকতির দাবী জানাতে গেছেন বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। মানবাধিকারের নিশানবরদার, শোষিত– নিপীড়িত জাতিসমূহের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার বিঘোষিত আদালত জাতিসংঘের আজ চরম পরীক্ষা। বাংলাদেশ পশ্নে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলি কোন পথ অবলম্বন করেন, তাঁরা শোষিত-নির্যাতিত মানবতার শৃংখলমুক্তিতে এগিয়ে আসবেন নাকি রক্তপিপাসু দানবের সাম্রাজ্যবাদী রণলিপ্সার কাছে মাথা নত করবেন.বিশ্বের সাড়ে তিনশ কোটি মানুষ তা দেখার জন্য আজ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। জাতিসংঘ একটা কর্মক্ষম জীবিত প্রতিষ্ঠান নাকি ক্ষুদ্র ও মাঝারী রাষ্ট্র এবং জাতিসমূহের ভাগ্য নিয়ে পরিহাসেরত বৃহৎ শক্তিবর্গের দাবা খেলার ছক মাত্র, বাংলাদেশ প্রশ্নে এবারকার জাতিসংঘ অধিবেশনের কার্যকলাপে তারও চূড়ান্ত পরীক্ষা হবে।

দেশের মাটিতে বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের হামলা যতই তীব্র হয়ে উঠেছে, আকস্মিক আঘাতে হতভম্ব বাঙালী জোয়ানরা ততই সুসংবদ্ধ এবং সুদক্ষ হয়ে উঠছে, ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকারের মুরব্বী বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ ততই বেসামাল হয়ে আন্তর্জাতিক আসরে বাংলাদেশ সমস্যাটিকে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করছে। বাংলাদেশের বিজয় অত্যাচার, আনাচার এবং জাতিগত শোষণের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ইচ্ছার বিজয় এই বাস্তব সত্যটি কোন সাম্রাজ্যবাদী, উপনিবেশবাদী, নয়া উপনিবেশবাদী কিংবা নয়া সাম্রাজ্যবাদী চক্রের নিকট সুখকর হতে পারে না— তা বলাই বাহুল্য। বিশ্বময় জাতিগত নিপীড়ন, বর্ণবৈষম্য এবং ক্ষুদ্রের উপর বৃহতের পীড়নমূলক কর্তৃত্ব যে ভাবে ক্রমেই সীমা ছাড়িয়ে চলেছে— এবং সে ব্যাপারে জাতিসংঘ এতকাল সে নেতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে, বাংলাদেশের প্রশ্নে তা হঠাৎ করে বদলে যাবে, নির্জীব বিতর্কসভা হঠাৎ করে দৃঢ়সংকল্পে, কর্মমুখরতায় ভরে উঠবে, তেমন আশা সম্ভবতঃ কেউই করেন না। কিন্তু তবু বাংলাদেশের ঘটনা দুনিয়ার ইতিহাসে একটি অনন্য ঘটনা একথা সবাই একবাক্যে

★ সাপ্তাহিক বাংলা : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের কণ্ঠস্বর। সম্পাদক —মাইকেল দত্ত। 'রূপসী বাংলা প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস'-এর পক্ষে বিজয় কুমার দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত এবং মুজিবনগর ও সিলেট থেকে একযোগে প্রকাশিত।

স্বীকার করেছেন। একদিকে নজীরবিহীন বর্বরতা, রক্তের প্লাবন বাস্তুত্যাগী মানুষের স্রোত এবং নিজদেশে পরবাসী কোটি কোটি মানুষের মৃত্যুযন্ত্রণা, আরেক দিকে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় বাস্তব কঠিন সত্য। পৃথিবীর প্রায় সবজাতিকেই রক্তের মূল্যে স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়েছে, এমন কি আজকের পৃথিবীর শক্তির আধার যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং চীনকে সম্ভবতঃ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী কঠোর ও কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের রক্তের মূল্য দিতে আজ বিশ্ববিবেকের অনীহা বিস্ময়কর বই কি।

সাড়ে সাতকোটি বাঙালী এবং বাংলাদেশের অকৃত্রিম মিত্র বিশ্বের বিভিন্ন গণতন্ত্রমনা দেশ ও জনসমষ্টির সুতীব্র ঘৃণা এই ষড়যন্ত্রের নায়কদের পাপ অন্তঃকরণে সাড়া জাগাতে পারছে না। জাতিসংঘ তাই আজো মূক, বধির। কেবল লোকদেখানো তৎপরতা আসল সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে— কর্তার ইচ্ছায় কীর্তন। মানবতার দুষমনদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কোন শক্তিই যদি না থাকে এই 'বিশ্ব সরকারের— ভিয়েৎনাম, কঙ্গো, বিয়াফ্রা, ফিলিস্তিন, লাতিন আমেরিকসহ সারা বিশ্বের সর্বত্র পশুশক্তির 'বর্বর হামলায় ক্ষতবিক্ষত স্বাধীনতাকামী জাতিসমূহের মত বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও যদি জাতিসংঘ কেবল নির্লিপ্ত দর্শকের ভূমিকাই গ্রহণ করে চলে— তবে আজ নিশ্চতরূপে বিশ্বমানবাতার কণ্ঠে উচ্চারিত হবে চূড়ান্ত ঘোষণা— এমনি কাঠের পুতুল জাতিসংঘের কোনই প্রয়োজন নেই। অতএব সাঙ্গ হোক এই কীর্তনের পালা।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
সাপ্তাহিক বাংলা	২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	ইয়াহিয়ার
১ম বর্ষ : ২য় সংখ্যা		শক্তির উৎসে আঘাত কর

ইয়াহিয়ার শক্তির উৎসে আঘাত করো

— ফেরদৌস আহমদ কোরেশী

মুক্তিবাহিনীর দুঃসাহসিক বীর যোদ্ধাদের অবিশ্বাস্য রণনৈপুণ্যে প্রতিটি রণাঙ্গনে আজ ইয়াহিয়ার হানাদার বাহিনী মৃত্যুর বিভীষিকায় আতঙ্কের দিনগুনছে। একদিকে বিশ্বময় সাধারণ মানুষের হৃদয় নিংড়ানো সমর্থন ও সহানুভূতিধন্য সংগ্রাম, আরেকদিকে সভ্যতার ও মানবতার তীব্রতম ঘৃণায় কলঙ্কিত পেশাদার দস্যু বাহিনীর লোমহর্ষক বর্বরতা। সত্যের বিরুদ্ধে অসত্যের, ন্যায়ের বিরুদ্ধে অন্যায়ের শক্তি মদমত্ততার নগ্ন আস্ফালন ইতিহাস কোনদিন ক্ষমা করেনি। ক্ষুদে ডিক্টেটর ইয়াহিয়ার সাধ্য কি প্রকৃতির সেই অমোঘ বিধান পাল্টে দেয়?

কিন্তু তবু আত্মতৃপ্তির, আত্মশ্লাঘার কিংবা অবশ্যম্ভাবী বিজয়ের আনন্দে কর্তব্যকর্মে শিথিলতা প্রদর্শনেরও কোন অবকাশ নেই। একথা অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে, মুক্তিযুদ্ধের আবেগ ও উচ্ছ্বাসের পর্ব শেষ হয়ে গেছে। এখন নিরেট, কঠোর ও বাস্তব বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুপরিকল্পিতভাবে যুদ্ধ পরিচালনার পর্ব। কেবল রণাঙ্গণেই নয়, এ যুদ্ধ সমভাবে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় রাজনীতিতেও চালিয়ে যেতে হবে। সে জন্যে প্রয়োজন সর্বাগ্রে শত্রুর শক্তি এবং শক্তির উৎসগুলির সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

বৃহৎ শক্তিবর্গ এবং জাতিসংঘের রুদ্ধদ্বার কক্ষের কূটনৈতিক প্রভূরা বাংলাদেশ প্রশ্নের কি ধরণের সিদ্ধান্ত নিতে পারে, সে সম্পর্কে কেউ কেউ অতিমাত্রায় আশাবাদ প্রকাশ করেছেন। এ থেকে মনে হচ্ছে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মারপ্যাঁচ এবং ক্ষুদ্র দেশ ও জাতিসমূহের প্রতি বৃহৎ শক্তিবর্গের কসাই সুলভ নির্লিপ্ত নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে বাংলাদেশের এমন কি ভারতেরও রাজনৈতিক নেতৃত্ব পরিপূর্ণভাবে সচেতন নয়। ফলে একদিকে যেমন কোন কোন রাষ্ট্রের সমর্থনের ও সদিচ্ছার উপর মাত্রাতিরিক্ত ভরসা করা হচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে ইয়াহিয়া খাঁর জঙ্গী সরকারের শক্তিকেও অনাবশ্যক ভাবে খাটো করে দেখানো হয়েছে। বিদেশে বাংলাদেশ প্রশ্নে সাধারণ মানুষ ও বুদ্ধিজীবী মহলে যে সহানুভূতি ও দ্ব্যর্থহীন সমর্থন পাওয়া গেছে, তাকেই চূড়ান্ত ধরে নেওয়া হয়েছে এবং সেই সাথে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার সাফল্য সম্পর্কে একটা আত্মতৃপ্তিবোধও জন্ম নিয়েছে। সেই মুক্তি বাহিনীর সাফল্যে আত্মস্ফীত হয়ে ইয়াহিয়া খাঁর 'আসন্ন পতনে'র তারিখ ঘোষণার ব্যাপারেও কেউ কেউ রীতিমত প্রতিযোগিতা দিয়ে চলছেন।

সাধারণ মানুষের মধ্যে এসব চিন্তা ভাবনা অস্বাভাবিক কিছুই নয়। কিন্তু দায়িত্বশীল এবং নীতি নির্দ্ধারণে নিযুক্ত ব্যক্তিরাই যদি এমনিভাবে উটপাখীর মত বালিতে মুখ গুজে রেখে ভবিষ্যত পরিকল্পনা তৈরি করেন, তবে সে পরিকল্পনার গোড়াতেই গলদ থেকে যেতে বাধ্য।

জাতিসংঘে কি হতে পারে তার আভাস পাওয়া গেছে পূর্বাহ্নেই। ইয়াহিয়ার হানাদার সৈন্যরা যে পৈশাচিক বর্বরতায় সভ্যতার ইতিহাস কলঙ্কিত করেছে, বিশ্ববিবেকের অভিভাবকত্বে সমাসীন জাতিসঙ্ঘের কর্মকর্তারা এবং বিভিন্ন স্বাধীন দেশের প্রতিনিধিরা ততোধিক হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতায় বাংলাদেশ সমস্যাটিকে পাশ কাটিয়ে যাবার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন। ইয়াহিয়া খুনী, তবে তার খুন কিছুটা "hot blooded" কিন্তু যাঁরা বিশ্বের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা সেজে বসেছেন, বাংলাদেশ প্রশ্নে তাঁদের ক্ষমাহীন শীতলতা "cold blooded" এবং নিশ্চিতরূপেই 'ষড়যন্ত্রমূলকত্ব'। এই ষড়যন্ত্র কেবল বাঙলা ও বাঙালীর বিরুদ্ধেই নয়— মানবতার বিরুদ্ধে, জাতীয় সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে, সর্বোপরি মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে।

ইয়াহিয়া খাঁ কয়েক মাসেই দেনার দায়ে কাবু হয়ে যাবে, আভ্যন্তরীণ কলহে আপনা থেকেই তার তাসের ঘর ভেঙ্গে যাবে, যুদ্ধে খতম হতে হতে তার সৈন্য-বাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, অথবা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতির মাধ্যমে ইয়াহিয়াকে বাংলার বুক থেকে হাত গুটিয়ে নিতে হবে, এসব চিন্তার একটিও যে পুরোপুরি বাস্তব বুদ্ধিজাত নয়— ইতিমধ্যেই তা কিছুটা প্রমাণিত হয়েছে। ইয়াহিয়ার দেনার দায় যতই থাকুক, যতই বাড়ুক, একথা মনে রাখা দরকার যে, তার পেছনে 'মহাজন' মরুব্বীও আছে, যারা নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী ও বেনিয়া স্বার্থেই ইয়াহিয়ার পরমুখাপেক্ষী সরকারকে টিকিয়ে রাখার জন্য শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করবে এবং পাকিস্তানের 'ঋণ নির্ভর' অর্থনীতিকে তারা বেশ কিছুকাল অতিরিক্ত (প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ) ঋণের অক্সিজেনের তাঁবুতে বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

ইয়াহিয়ার ঘর একান্তভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানে। সেখানকার জনসাধারণকে বাংলাদেশের আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করা হয় নি (বা করা সম্ভব হয়নি) ফলে আজো সেখানকার রাজনীতি একান্তভাবে সামন্ত প্রভাবান্বিত এবং বাংলাদেশ প্রশ্নে সেখানকার সামরিক ও বেসামরিক প্রভুদের মনোভাব মোটামুটি এক। কাজেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পথ প্রশস্ত হবে এমন কোন আভ্যন্তরীণ কলহে সেখানে দল উপদলগুলি বেশী-দূর এগুবে তেমন আশা অন্ততঃ এই পর্যায়ে করা চলে না। আমাদের মুক্তিবাহিনী এখন নিঃসন্দেহে আগের চাইতে অনেক বেশী দৃঢ়তা ও কার্যকারিতার সাথে ইয়াহিয়ার পেশাদার সৈন্যদের মোকাবিলা করছে। এ ব্যাপারে ইয়াহিয়ার সৈন্যবাহিনীর বাস্তবিকই বেকায়দা অবস্থা।

সম্ভবতঃ তা অনুমান করতে পেরেই ইয়াহিয়া এখন তার রণকৌশল বদলে নিয়ে, 'বাঙ্গালাইজেশন' নীতি গ্রহণ করেছে এবং বাংলাদেশেরই জনগণের একাংশকে ভয়ভীতি-প্রলোভনে কিংবা ব্যক্তিগত রেষারেষির সুযোগে উস্কানী দিয়ে রাজাকার বাহিনী গঠনের চেষ্টা হচ্ছে। ফলে এখন মুক্তিবাহিনীর হাতে নিহত ও আহতদের মধ্যে এসব দেশীয় 'কোলাবরেটরদের' সংখ্যাই বেশী। এটা খুব শুভ লক্ষণ নয়। অনুরূপভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ইয়াহিয়া খান একঘরে হয়ে পড়বে এবং তার রক্তমাখা হাতের সাথে কেউ হাত মেলাবে না, এই আশাও বাস্তবের ধোপে টিকে না— কারণ, বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রযন্ত্রগুলির বেশীর ভাগের হাতই যে রক্তমাখা। এক্ষেত্রে বরং চোরে চোরে মাসতুতো ভাই হবারই সম্ভাবনা বেশী।

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের পরিচালনা এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনার উপরে বর্ণিত অন্ধকার দিকটি সামনে রেখে তারই মোকাবিলার জন্য আজ আমাদের তৈরী হতে হবে।

অর্থনৈতিক দিক থেকে ইয়াহিয়া সরকারকে কাবু রাখার জন্য দরকার মুক্তিবাহিনীর তৎপরতাকে জোরদার করা। সেজন্য আরো গভীরে, আরো ব্যাপক ও বিরাটভাবে আঘাত হানা দরকার। এ ব্যাপারেও আমাদের এখনো অনেক কিছু করণীয় আছে। যুদ্ধের কৌশলগত ও নীতিগত দিক আলোচনা করা অনুচিত বিধায় এ সম্পর্কে আর বেশী কিছু বলা ঠিক হবে না।

কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে মুক্তিবাহিনীর সাফল্যের পাশাপাশি যদি রাজনৈতিক পর্যায়ে আমরা সমান সাফল্য অর্জন করতে না পারি, তবে চূড়ান্ত বিজয় অসম্ভব হয়ে পড়তে বাধ্য।

রাজনৈতিক পর্যায়ে "Isolate the enemy" এই নীতি অবলম্বন করে দেশের অভ্যন্তরে সমস্ত শক্তিকে সংহত করা অত্যাবশ্যক। বিলম্বে হলেও কয়েকটি দলের সমন্বয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন এ ব্যাপারে একটি শুভ পদক্ষেপ হয়েছে। এই পরিষদকে সম্প্রসারিত করে দল এমন কি গ্রুপগুলিকেও অঙ্গীভূত করে নেওয়ার জন্য প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এমনকি যারা দোটানায় আছে কিংবা ভয় ভীতিতে শত্রুর সহযোগিতা করছে, বাংলাদেশ সরকারের আশু কর্তব্য তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেও দেশের ভবিষ্যত রাজনীতি সম্পর্কে তাদের মনে আস্থা সৃষ্টি করা এবং শত্রুকে তাদের সহায়তা থেকে বঞ্চিত করা। ইয়াহিয়া সরকার যেভাবে সর্বপ্রকার চেষ্টা চালিয়ে বাংলাদেশ থেকেই সমর্থন সংগ্রহের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে, বাংলাদেশ সরকারে পক্ষ থেকেও সেইভাবে তাদের কোনঠাসা করে রাখতে এবং প্রতিটি বাঙালীকে স্বাধীন বাংলার পতাকার নীচে জমায়েত রাখার জন্য চেষ্টা চালাতে হবে। সন্দেহের বশবর্তী হয়ে, কিংবা অবহেলাভরে একটিমাত্র মানুষকেও শত্রুশিবিরে ফেলে দেওয়া এই পর্যায়ে আমাদের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে।

বাংলাদেশে ইয়াহিয়া যেভাবে "divide and rule" এর চেষ্টা চালাচ্ছে, ঠিক তেমনি ভাবে পশ্চিম পাকিস্তানে এমনকি ইয়াহিয়া-সমর্থক বাঙালীদের মধ্যেও রাজনৈতিক তৎপরতা চালানো দরকার। বাংলাদেশ আজ হোক কাল হোক স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা পাবেই এ বিশ্বাস সবার মনে বদ্ধমূল করে দিতে হবে এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পাকিস্তানের রাজনৈতিক কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ঐক্য ইয়াহিয়ার শক্তির প্রথম উৎস। এই উৎসে আঘাত হানার সুযোগ এখনো আছে। পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের প্রতি বিশেষতঃ সিন্ধী, পাঠান ও কাবুলদের প্রতি বাংলাদেশের জনগণের সহমর্মিতা প্রকাশের মাধ্যমে সেখানকার কায়েমীস্বার্থের সিংহাসনে ফাটল ধরাবার নিরন্তর চেষ্টা চালাতে হবে। কোন ব্যর্থতাকেই ব্যর্থতা মনে করা যাবে না। এজন্য প্রয়োজনবোধে একটি বিশেষ দল গঠন করা যেতে পারে।

পশ্চিম পাকিস্তানে বিশেষতঃ ইয়াহিয়ার সামরিক বাহিনীতে অদ্যাবধি ঐক্য বজায় রাখার জন্য ধর্মোন্মাদনা, আঞ্চলিক স্বার্থচেতনা এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের অবলুপ্তির সম্ভাবনাজনিত ভীতিকেই বেশী করে কাজে লাগানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে পশ্চিম পকিস্তানে জনমত খুবই বিভ্রান্ত। তবে এই কথা বলার অপেক্ষা রাখে

না যে, পৃথিবীর মুসলিম রাষ্ট্রগুলির দ্ব্যর্থহীন সমর্থনই সম্ভবতঃ ঐক্যের মূল ভিত্তির কাজ করে চলেছে। মুসলিম রাষ্ট্রগুলির সমর্থনেই আজ পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় প্রতীক একান্ত ভাবেই ইয়াহিয়ার হস্তগত হয়েছে। দেশের বৃহত্তর অংশ হয়েও বাংলাদেশ সেই প্রতীকের উপর স্বীয় দাবী প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।

মুসলিম দেশগুলি ইয়াহিয়াকে সমর্থন করছে কেন ? কেউ কেউ এ নিয়ে বিশ্বের মুসলমান জনসাধারণ এবং তাদের ধর্মীয় চেতনার প্রতি কটাক্ষ করেই তৃপ্ত হয়েছেন। বিষয়টির গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করেন নি। বস্তুতঃ ইয়াহিয়া খাঁর প্রতি মুসলিম রাষ্ট্রযন্ত্রগুলির সমর্থনের মূল কারণ, এসব দেশের রাষ্ট্রযন্ত্রের অধিকাংশের অগণতান্ত্রিক ও ক্ষেত্রবিশেষে গণবিরোধী চরিত্র। তার চাইতেইও বড় কথা পাকিস্তান সম্পর্কে এ সব দেশের জনসাধারণের, এমনকি রাষ্ট্রযন্ত্রের সীমাহীন অজ্ঞতা। এ সব দেশে পাকিস্তানী কূটনীতির সাফল্যও এক্ষেত্রে প্রনিধানযোগ্য। মুসলিম দেশগুলির মধ্যে পাকিস্তান বৃহত্তম, সে হিসাবে এসব দেশে পাকিস্তানী কূটনীতিকরা বরাবর বিশেষ মর্যাদা ভোগ করেছে। এ সব কূটনীতিকরা পাকিস্তান সম্পর্কে বরাবরই একতরফা চিত্র তুলে ধরেছে এবং পাকিস্তানের অভ্যন্তরে বাঙালীদের সংখ্যা, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব, বাঙালীদের স্বকীয়তা, এসব সম্পর্কে এসব দেশের মানুষকে কিছুই জানতে দেওয়া হয় নি। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই এসব দেশে একতরফাভাবে বাংলাদেশের অভ্যুত্থানকে ভারতীয় চক্রান্ত হিসাবে দেখানো হয়েছে। তার পাশাপাশি বাংলাদেশের মুসলমানদের পক্ষ থেকে এ সব দেশকে প্রভাবিত করার চেষ্টা হয়নি। ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে বাঙলাদেশের কথা বলায় কার্যতঃ হিতে বিপরীত হয়েছে এমন কি জয়প্রকাশ নারায়ণের মত সজ্জন ব্যক্তির সফরও এসব দেশে বিকৃত ছাপ ফেলেছে। তাতে করে কেবল 'বাংলাদেশ সমস্যা ভারতের সৃষ্টি' এ ধারণাকেই জোরদার করা হয়েছে।

পাকিস্তানের পশ্চাতে মুসলিম দেশগুলির ঢালাও সমর্থনের অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করে এ ব্যাপারে আশু কর্তব্য নির্দ্ধারণ অত্যন্ত জরুরী। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রায় ত্রিশটি দেশের শর্তহীন সমর্থন মোটেই অবহেলার বিষয় নয়। বিষয়টিকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার না করে কূটনীতির প্রয়োজনের নিরিখেই বিচার করতে হবে। বাঙলাদেশের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান। ইয়াহিয়ার নির্বিচার গণহত্যা, উৎপীড়নের শিকার হয়েছে এই মুসলমানরাই। ইসলামের দৃষ্টিতে সংখ্যালঘুর জানমাল রাষ্ট্রের পবিত্র আমানত। সে ব্যাপারে কি নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতার প্রকাশ ঘটেছে, কিভাবে আবাল বৃদ্ধ নির্বিশেষে নারীর উপর নির্যাতন চালানো হয়েছে, এমন কি কোরান পাঠরতা মহিলাকেও রেহাই দেওয়া হয়নি, কিভাবে হানাদার সৈন্যরা বোমার আঘাতে মসজিদের মিনারও পুড়িয়ে দিয়েছে— এসব কথা মুসলিম দেশগুলির সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছেনি। বাংলাদেশ যে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কায়রোর গ্র্যান্ড মুফতিরও নাকি সেকথা জানা ছিল না।

ইয়াহিয়ার শক্তির এই উৎসমুখ বন্ধ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা দরকার। মুসলিম দেশগুলির সমর্থন বাংলাদেশের জন্য জরুরী। কারণ, একমাত্র তাহলেই ইয়াহিয়ার শাসনযন্ত্রের শেষ নৈতিক খুঁটিটি ধ্বসে পড়বে। পশ্চিম পাকিস্তানের মাটিতে ইয়াহিয়ার

মুখোশ উন্মোচিত হতে পারে। একমাত্র তাহলেই বাঙলাদেশের অভ্যুদয়ে মুসলিম দেশগুলির ভাবনার কিছুই নেই, বরঞ্চ আরেকটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রকে অভিনন্দন জানানোই তাদের কর্তব্য— এই সত্যটি তুলে ধরতে হবে।

পাকিস্তান সরকারের তৈরী বহুদিনের ভুল ধারণা নিরসন অতি সহজে হবে আশা করা যায় না। তবু এ ব্যাপারে আপাতঃ ব্যর্থতায় মুষড়ে পড়লে চলবে না।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
সাপ্তাহিক বাংলা ১ম বর্ষ : ২য় সংখ্যা	২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	স্বাধীনতা : ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ

স্বাধীনতা : ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ

এটা আজ অস্বীকার করে লাভ নেই, বৃহৎ শক্তিবর্গ 'বাংলাদেশ' সমস্যার ব্যাপারে পাকিস্তানের উপর বিশেষ কোন চাপ সৃষ্টি করতে পারেন নি, বা ইচ্ছে করেই করেন নি। কোন দেশই আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেয় নি। খুব কম রাষ্ট্রই বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান প্রয়োজন বলে খোলাখুলি মত প্রকাশ করেছে। সরকারীভাবে অনেকেই ভারতে চলে যাওয়া শরণার্থীদের সম্পর্কে গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন, অনেক রাষ্ট্র সাহায্যও করেছে, কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শরণার্থী সমস্যা ও বাংলাদেশ সমস্যা সম্বন্ধে বক্তব্যের ব্যাপারে বিরাট ব্যবধান লক্ষ্য করা গেছে।

রাষ্ট্রসংঘের বর্তমান অধিবেশনে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এক শক্তিশালী দল পাঠান হয়েছে। তারা সেখানে বাংলাদেশ সরকারের বক্তব্য তুলে ধরবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু বাংলাদেশ রাষ্ট্রসংঘের সদস্য নয়। উপরন্তু পৃথিবীর কোন রাষ্ট্র বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেয় নি। অধিকন্তু পাকিস্তান এখনও দাবী করে বাংলাদেশ পাকিস্তানেরই অঙ্গ এবং পৃথিবীর প্রায় সব রাষ্ট্র আজও পর্যন্ত তাই সরকারী ভাবে বিশ্বাস করে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদলকে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে কি না এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। তদুপরি রাষ্ট্রসংঘের বর্তমান অধিবেশনের সভাপতি ইন্দোনেশিয়ার ড: আদম মালিক সরাসরি বলেছেন যে, বাংলাদেশ সমস্যা রাষ্ট্রসংঘে আলোচিত হোক তিনি তা চান না।

সরকারীভাবে বক্তব্য বলার সুযোগ না পেলেও বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল বেসরকারীভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সাথে আলাপ আলোচনা চালাতে পারেন। কিন্তু তাতেও বিশেষ ফল হবে বলে মনে হয় না। রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশন শুরুর প্রাক্কালে গোষ্ঠী নিরপেক্ষ দেশগুলির মন্ত্রীপর্যায়ের সম্মেলনে ভারত বাংলাদেশ সমস্যা তুলেছিল। কিন্তু আলোচনা ফলপ্রসু কিছু হয়েছে বলে মনে হয় না। পাকিস্তান বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছে যে, পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিপন্ন হলে সার বিশ্বে ইসলাম বিপন্ন হয়ে পড়বে। তারা এখন বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের বক্তব্য শুনে নিজেদের মত পাল্টাবেন বলে মনে হয় না।

বৃহৎ শক্তিগুলোর ভূমিকায় বাংলাদেশ সরকারের আনন্দিত হওয়ার কিছুই নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনে করে পাকিস্তান দু'ভাগ হয়ে গেলে যে টাকা সে পাকিস্তানকে ধার দিয়েছে, তা ফেরৎ পাবেনা। বরং পাকিস্তান যদি টিকে থাকে তবে পাক-ভারত সমস্যাও থাকবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয় রাষ্ট্রেই অস্ত্র ব্যবসায় নানাভাবে আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান হবে। তদুপরি তার ভয় বাঙলাদেশ স্বাধীন হলে তা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিক্ষুব্ধ রাজনীতির শিকার হবে এবং ক্রমশঃ বামপন্থী রাস্তা ধরবে। তার চেয়ে বাংলাদেশ

পাকিস্তানের অংশ হয়ে থাকলে সব সময় সেখানে একটা পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী মনোভাব প্রবল থাকবে। যার সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদীরাই সম্মুখ ভাগে থাকবে। চরম বামপন্থীরা কিছুতেই তাদের ঠেলে এগিয়ে আসতে পারবে না। এর ভিত্তিতে বিচার করলে বাংলাদেশ সরকারের যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন আদায় প্রায় অসম্ভব।

চীনের ভয় আবার অন্য দিক থেকে। সে মনে করে বাংলাদেশ এখন স্বাধীন হলে জাতীয়তাবাদীদের ক্ষমতা চলে যাবে। বাংলাদেশ সরকারের সাথে ভারতের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে যাবে। তার চেয়ে যদি পাকিস্তান টিকে থাকে এবং চীন পাকিস্তান বন্ধুত্বের সুযোগে চীনপন্থীরা বাংলাদেশে সংগঠিত হবার সুযোগ পায় মন্দ কি ? না হয় বাংলাদেশের ব্যাপারে দ্বিতীয় বার চিন্তা করা যাবে। তাই বাংলাদেশের এই মুহূর্তে চৈনিক সমর্থনের আশা করা বৃথা।

রাশিয়া বাংলাদেশের ব্যাপারে সহানুভূতি দেখানো আর সক্রিয় সমর্থন করা এক কথা নয়। রাশিয়ার বর্তমান স্ট্রাটেজীই হলো কারো সাথে প্রত্যক্ষ সংঘাত এড়িয়ে চলা। মোট কথা কোন বিদেশী শক্তি যে আমাদের জন্য বড় রকমের কিছু করে বসবেন সেই সম্ভাবনা আদৌ কিছু দেখা যাচ্ছে না।

বাংলাদেশে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হওয়ার পর অনেকেই ভাবতে শুরু করেছিলেন যে নিজেদের ভেতরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার চাপেই ইয়াহিয়া সরকার ভেঙ্গে পড়বে। কিন্তু তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর মধ্যে বিরাট মতবিরোধের যে কথা এতদিন বলা হচ্ছিল তার অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয় না। তবে মুক্তি বাহিনীর হাতে ব্যাপক ভাবে নিজেদের লোক হতাহত হওয়ার ফলে নিম্ন পর্যায়ের সামরিক অফিসারদের মধ্যে কিছুটা মনকষাকষি দেখা দিতে পারে।

পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টোই এখন ইয়াহিয়া সরকারের অন্যতম রাজনৈতিক সমস্যা। তিনি ঘন ঘন ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী জানাচ্ছেন। তাঁর দলই এখন জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং পাকিস্তান শাসন করার অধিকার তাঁরই। ইয়াহিয়া খান কিন্তু এখন ক্ষমতা ছাড়তে রাজী নন। তিনি কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও কনভেনশন মুসলিম লীগের সংযুক্তি ঘটিয়ে তাঁর অনুগত একটি দল গঠনে সমর্থ হয়েছেন। বাংলাদেশে পুনঃ নির্বাচনের প্রহসন চালিয়ে তিনি এই দলকেই ক্ষমতায় আনতে চাইছেন। উপরন্তু ভুট্টো সাহেবের দল এখন প্রায় দ্বিধা বিভক্ত।

ওয়ালী খান কাবুল পালিয়ে গেছেন। তাঁর দলের অনেকেই এখন বন্দী। বিগত নির্বাচন ও তার পরবর্তী রাজনীতির ধারা দেখে মনে হয় না, তিনি এমন কিছু করতে পারবেন যা ইয়াহিয়া খানের কাছে মারাত্মক হতে পারে।

বহু রাষ্ট্রই প্রকাশ্য ও গোপনে পাকিস্তানকে অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য দিচ্ছে। তা ছাড়া বাংলাদেশ থেকে প্রায় এক কোটি শরণার্থী হয়ে ভারতে চলে যাওয়ায় আর্থিক চাপও কিছুটা লাঘব হয়েছে। বাংলাদেশে উৎপাদন যেমন বন্ধ, উন্নয়নমূলক কাজও তেমনি বন্ধ। মোট কথা পাকিস্তান তার ভিতরকার রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক চাপ সহ্য করতে না পেরে আপনা থেকেই কেটে যাবে বলে যে ধারণা আমরা করেছিলাম, তা সহসা বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে না।

আমরা এখন পশ্চিম পাকিস্তানের ইয়াহিয়া সরকারের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। এ যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের উপর নির্ভর করে বাঙালী জাতির অস্তিত্ব। সুতরাং আমাদের স্ট্রাটেজী নির্ধারণের ব্যাপারে একটা ভাবাবেগকে সামনে রাখলে আমরা ভুল করবো। আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখছি কোন বিদেশী রাষ্ট্রের চাপ নয়, নিজেদের কোন আত্মকলহ নয় বরং বাংলার মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড আক্রমণই পশ্চিম পাকিস্তানী ইয়াহিয়া সরকারকে দিন দিন কাবু করে আনছে। আর এটা অত্যন্ত পরিস্কার কথা, যে পথে চললে ফল পাওয়া যায় সে পথে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

দেশে দেশে ঘুরে পাকিস্তানের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য হাতে পায়ে ধরে বেড়ানোর চেয়ে অথবা নিজের দেউলেপনার অসহায় হয়ে কবে আমাদের ডেকে নিয়ে পাকিস্তান স্বাধীনতা বুঝিয়ে দেবে তার অপেক্ষায় বসে থাকার চেয়ে মুক্তিযুদ্ধ তীব্রতর করার দিকেই এখন সমস্ত যুক্তি কেন্দ্রীভুত করা উচিত। ভিক্ষুকের মনোবৃত্তি নিয়ে অপরের সাহায্যের আশায় বসে না থেকে যেদিন আমরা আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠব, একমাত্র সেদিনই দেশ থেকে শত্রুদের চিরতরে বিতাড়িত করা যাবে।

বিশ্বের ইতিহাস প্রমাণ করেছে ভিক্ষার মাধ্যমে কোন জাতির কোন ন্যায্য দাবী আদায় হয়নি। সার্বিক মুক্তির জন্য প্রয়োজন সর্বাত্মক সংগ্রাম।

— সঞ্জীব চৌধুরী

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
দাবানল★	২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ২য় সংখ্যা		অসুর নিধন উৎসব

সম্পাদকীয়

অসুর নিধন উৎসব

বাঙলার ঘরে ঘরে শারদীয় উৎসবের বাঁশী বেজে উঠেছে। এই আনন্দের আহ্বানে বাঙালী মাত্রের মনই সাড়া না দিয়ে পারে না। এই উৎসবের সঙ্গে সমগ্র বাঙালী জাতির নাড়ীর টান অত্যন্ত নিবীড় এবং গভীর। একদিন সমাজবিবর্তনের ধারা স্রোতে এই উৎসবের আঙ্গিক হয়ত পাল্টাবে। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত প্রীতির বাণী একভাবে না এক ভাবে বাঙালী চিত্ত সঞ্জীবিত করে রাখবে।

এবার বাঙলাদেশের জনসংখ্যার এক বিস্তৃত অংশ দেশের বাইরে অবস্থান করতে বাধ্য হচ্ছেন; ইয়াহিয়া সরকারের নেকড়ে বাহিনী তাদেরকে ভিটে মাটি থেকে, প্রিয় মাতৃভূমি থেকে, জীবনের নাটমঞ্চ থেকে প্রচণ্ডতম পাশবিক শক্তি প্রয়োগ করে দেশের বাইরে ছুড়ে দিয়েছে। বাঙলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তানের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সেই পুরাতন সাম্প্রদায়িকতা আবার বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তুলেছে তার স্বাভাবিক পরিণতি স্বরূপ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে এক খাট্টা হয়ে দেশ ছাড়তে হয়েছে। তাদের বর্তমান অবস্থা ভয়াবহ— অতীতের রক্তাক্ত স্মৃতি বড় করুণ এবং বেদনাদায়ক। একমাত্র উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নই তাঁদের বাঁচিয়ে রেখেছে। বাঙলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। এই সংবাদ শুনার জন্য শরণার্থী শিবিরের হাজার হাজার শ্রবণ উৎকর্ণ হয়ে রয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাণ তরঙ্গ মুখর এই উত্তোরল মুহূর্তের দেবীর বোধন গীতি ভেসে উঠেছে। এই বার পূজা আর পুষ্পে নয়, বিল্ব পত্রে নয়, দুর্বাদলে নয়, এইবার রক্তে রক্তে মাংসে মাংসে, মগজে মজ্জায় দেবীর আবাহন গীতি বেজে উঠেছে, এই সুর নতুন, এই প্রাণস্পন্দন অভিনব, এই আত্মত্যাগ অভূতপূর্ব। এইবার শারদীয় উৎসব শুধু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছে নয়, বাঙালী জাতির অন্তর্গত প্রতিটি সম্প্রদায়ের কাছেই নতুন তাৎপর্যে ধরা দিয়েছে। বাঙলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম— সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সামন্তবাদের বিরুদ্ধে শোষণ পুঁজীবাদ এর সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এক ক্ষমাহীন সংগ্রাম, এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই বাঙালীজাতি স্বাধীন হবে। বাঙলাদেশে তারা সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক কলুষমুক্ত একটি সুন্দর সামজ সৃজন করবেন। এই সময়ে এই মহান ঐতিহ্যময়ী উৎসবের উপলক্ষে আমরা একটি কথা স্পষ্টভাবে জানাতে চাই,— তা হলো শারদীয় উৎসব বাঙলাদেশের সমাজের একাংশের ধর্মীয় উৎসব হলেও গোটা বাঙালী জাতির ঐতিহ্যের সঙ্গে এর সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর, বিশেষ করে বাঙলার শিল্প সংস্কৃতিতে সাহিত্য সৃজনলোকে এই উৎসবের

★ দাবানল : সাপ্তাহিক। মুক্তিযোদ্ধা ও সংগ্রামী জনতার মুখপত্র। সম্পাদক : মোঃ জিনাত আলী। মুজিবনগর হতে ত্রিবর্ণ প্রকাশনীর পক্ষে মোঃ সেলিম কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অবদান অনেক বেশী। আমরা বলতে চাই যারা ধর্মীয় ভাবে নিজেদের ভক্তি পিপাসা এই উৎসবের মাধ্যমে মেটাতে চান— তারা সেভাবেই এই উৎসবকে বরণ করে নিন। যাদের ধর্মীয় উৎসব নয়, তারাও এই উৎসবের ক'টি দিন জাতির কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং শিল্পচর্চার দিন হিসেবে গ্রহণ করুন। বাঙলাদেশের যে মহান জাতি গঠনে দীপ্ত সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তাতে করে সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধি আকড়ে ধরে থাকলে চলবেনা। একটি প্রাণবন্ত জাতি গঠনের এই দ্রুত শক্তিশালী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এক সম্প্রদায়কে গ্রহণ করতে হবে। তা যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল। জাতির মাত্র কঠিন অগ্নি পরীক্ষার দিনে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে প্রতিটি সংগ্রামী বাঙালীর কাছে আমার এই আহ্বান আমাদের কাগজের মারফত, দেশের ভেতরে প্রতিটি ঘরে, মুক্তি সংগ্রামীদের প্রতিটি ব্যারাকে এবং প্রতিটি শরণার্থী শিবিরে পৌছে দিচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলে দিতে চাই— এবারের শারদীয় উৎসবের একটি মাত্র রঙ্গ তা হলো সমররঙ্গ। বাংলাদেশের যুবক যুবতী, ছেলে জোয়ান, বুড়ো এই সমর রঙ্গেই উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠুক। এটাই এবারের শারদীয় উৎসবের দাবী, বাঙালী মারবে, মরতে মরতে বাঁচার পথ পরিষ্কার করবে সুতরাং সকল বাঙালী ভাই বোন, ছেলে মেয়ে, মা বাবা যে যেখানে আছেন এই পরম লগ্নে প্রাণ খুলে গেয়ে উঠুন— জয় স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশ।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
দাবানল ১ম বর্ষ : ২য় সংখ্যা	২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	পাকিস্তানে নয় বাংলাদেশেই শরণার্থীরা ফিরবেন

পাকিস্তানে নয়
বাঙলাদেশেই শরণার্থীরা ফিরবেন

(ভাষ্যকার)

নির্বিচার গণহত্যায় যাদের হাত রক্তাক্ত হয়েছে তারা যদি মিথ্যের বেসাতি করেন— অপ্রচারের আত্মতৃপ্তি নিয়ে তারা তৃপ্ত হতে পারেন, আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত সাড়ে সাত কোটি বাঙালী তাতে মোটেও বিভ্রান্ত হইনা। ওরাও জানে এরা বিভ্রান্ত হবে না। হতে পারে না— তবুও অপপ্রচার চলছেই। এটাও নাকি নিয়ম খুনীর কণ্ঠ থেকেই নির্গত হয় সুন্দর শব্দ আর নিরাপদ আশ্রয়ের প্রলোভন।

আজ আর বিশ্বের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে বুঝিয়ে বলতে হয় না একথাগুলো তার বর্বরতাকে নিন্দা করে উচ্চারিত হচ্ছে— ঐতিহাসের সবচাইতে ঘৃণ্যতম খুনী ইয়াহিয়ার রক্তপিপাসু মুখাবয়ব আজ প্রতিটি ঘৃণিত শব্দের পেছন থেকেই উঁকি দিয়ে ওঠে। সেই সব রক্তপিপাসু পাক বাহিনীর হাতে নিয়ন্ত্রিত ঢাকা বেতার থেকে রাতের পর রাত, দিনের পর দিন যে অপপ্রচারের অনুষ্ঠানই চলবে— এটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া রেডিও পাকিস্তান একথা তো বারবারই স্বীকার করেছেন যে অবস্থা স্বাভাবিক। দীর্ঘ ছয় মাস ধরেই স্বাভাবিক কথাটি বারবার শুনতে শুনতে মনে হয়েছে, যেন পাকিস্তান গত ২৫শে মার্চের পর থেকেই কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছে, এর আগেই যেন অস্বাভাবিক ছিল। যে অস্বাভাবিকতার বিরুদ্ধে আমাদের আজন্ম সংগ্রাম।

মাঝে মধ্যে যদি কখনও পাকিস্তান বেতারের অনুষ্ঠান শুনেন তাহলে লক্ষ্য করবেন রেডিও পাকিস্তান কিছুটা খেই যেন হারিয়ে ফেলেছে আজকাল। তাদের মতে ভারতীয় সীমান্ত বাহিনীর সতর্ক চোখকে ফাঁকি দিয়ে, নির্যাতীত শরণার্থীরা নদী পাহাড়-পর্বতের দুর্গম পথ অতিক্রম করে পাকিস্তানে ফিরে যাচ্ছেন। প্রত্যেক দিনই হাজার হাজার নির্যাতীত শরণার্থী ইয়াহিয়ার আহ্বানে সাড়া দিয়ে ফিরে যাচ্ছেন পাকিস্তানে।

বাংলাদেশ থেকে অনেক মানুষ সীমান্ত অতিক্রম করে যে ভারতে শরণার্থী হয়েছেন— রেডিও পাকিস্তান সেটা স্বীকার না করলেও আপাততঃ অনেক শরণার্থী ফিরে গেছেন বলে পাকিস্তান রেডিও দাবী করেছে।

যেহেতু রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব উ'থান্ট তার সাম্প্রতিক ভাষণেও বলেছেন যে জেনারেল ইয়াহিয়ার আহ্বানে শরণার্থীরা কেউ ফিরে যায়নি। সুতরাং সম্প্রতিক কালে ফিরে যাবার সংখ্যা রেডিও পাকিস্তানের কল্যাণে ফুলে ফেলে দিনকে দিন বাড়ছেই। ফিরতে ফিরতে এতো

বেশী ফিরে যাচ্ছে যে ভারতে আশ্রয়প্রাপ্ত নব্বই লক্ষ সংখ্যাকেও অতিক্রম করে যাচ্ছে। প্রশ্ন আসে, এতো তো আসেনি, এতো ফিরছে কি করে ?

দুদিন আগেও পাকিস্তান বেতার থেকে অস্বীকার করা হয়েছিল বাঙালীদের দেশত্যাগের কথা— তারপর কিছুটা স্বীকার করে নিয়ে বলা হয়েছিল সামান্য কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতকারী ভারতে পালিয়ে গেছে— কিন্তু একদিকে বিশ্বচাপ আর অন্যদিকে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে একটা রাজনৈতিক সমাধানের আশা নিয়েই হয়ত পাকশাহী স্বীকার করে নিলেন শরণার্থী সমস্যা। এমনকি খুনী তার কণ্ঠস্বর পাল্টিয়ে সাদর আহ্বানও জানালেন— কিন্তু দিন দিন শরণার্থীর সংখ্যা বাড়তেই থাকলো। ফলে অপপ্রচার ছাড়া পাকশাহীর আর কিছুই থাকলো না। তারপর এলেন অসামরিক গভর্ণর ডাঃ মালিক। তিনি ব্যাপক দেশত্যাগের কথা স্বীকার করলেন— দেশত্যাগীদের দেশে ফিরে গেলে জমি ঘর ফিরিয়ে দেবারও প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু কেউ ফিরলো না।

সম্প্রতি পাক বেতার থেকে ঘোষণা করা হচ্ছে অন্যরকম— শরণার্থীদের মধ্যে ভারত-বিদ্বেষ ছড়ানো। তাদের মতে— শরণার্থীরা দলে দলে ফিরছেন ভারতীয় সীমান্ত বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে। সীমান্তে যারা ধরা পড়েছেন গুলি করে নাকি তাদের হত্যা করা হচ্ছে। অপপ্রচার শুনে শুনে এক একবার মনে হয় ওরা সত্যিই বলছে। মানুষ তার নিজের দেশে ফিরে যাবে নিজের ঘরে, নিজের ভিটেয় এই তো স্বাভাবিক।

কিন্তু কিছুদিন পরের জন্যে যা সত্য এই মুহূর্তের জন্যে তাই আমাদের স্বপ্ন। ফলে সত্য যা তা হলো এ রকম যে দলে দলে শরণার্থীরা একদিন ফিরে যাবেই তবে পাকিস্তানে নয় বাংলাদেশ। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে। আর ভারতীয় সীমান্ত বাহিনী কেন, পৃথিবীর কোন বাহিনীর চোখকেই ফাঁকি দিয়ে নয়। ওরা বলেছেন, শরণার্থীরা দুর্গম পথ অতিক্রম করে তাদের জন্মভূমিতে ফিরে আসছে। ইয়াহিয়া সাহেব আপনি বলুনতো পৃথিবীর কোন দেশের স্বাধীনতার পথ এতো সুগম হয়েছিল ? স্বাধীনতার সব পথই দুর্গম। এই পথই অতিক্রম করেই আমাদের ফিরতে হবে স্বাধীন বাংলার সোপানে।

জেনারেল সাহেব, আজ বাঙালীদের কাছে সবচাইতে নির্মম ও ভয়াবহ যে শব্দ সেই শরণার্থী শব্দটির আপনিই তো নির্মাতা। ভারত শুধু বন্ধুর মতো এই একান্ত অনাথ শব্দটিকে আশ্রয় দিয়েছেন— ধর্ষিত, লুণ্ঠিত নিপীড়িত নব্বই লক্ষ মানুষ আপনার বর্বর সেনাবাহিনীর লোককে ফাঁকি দিয়ে ভারতে এসেও রক্ষা পায়নি, সীমান্তের ওপার থেকেও আপনার বাহিনীই শরণার্থী শিবিরগুলোকে লক্ষ্য করে নির্বিচারে গুলী চালিয়েছে। উদ্দেশ্য ভারতের সংগে যুদ্ধ বাঁধিয়ে বিশ্বের চোখ পাক-ভারত যুদ্ধের দিকে ফিরিয়ে মুক্তি সংগ্রামকে বিভ্রান্ত করা।

এই তো সেদিনও মেঘালয় সীমান্তবর্তী এক ক্যাম্প থেকে আমার নিজের ভাই চিঠি লিখে আপনার সেনাবাহিনীর কি নিষ্ঠুর হামলার বিবরণ পাঠিয়েছে। সীমান্তের ওপার থেকে শরণার্থী শিবির লক্ষ্য করে ছোড়া মেশিনগানের গুলীতে নিহত হয়েছে আটজন। এদের মধ্যে দুধের শিশু, উদ্দাম যুবক— আপনার বর্বরতার হাত থেকে বাঁচতে চেয়েছিল যারা আপনার বর্বরতা সেই অসীম সীমান্তকেও অতিক্রম করে তাদের হত্যা করতে উদ্যত। এই দোষ ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর কাঁধে চাপিয়ে আমাদের দেশে ফিরিয়ে নেয়া যাবে না। আজ আমরা যুদ্ধের মধ্যে বধ্যভূমিতে একটা সত্যের চূড়ান্ত মীমাংসায় লিপ্ত— আপনি তো নিশ্চয়ই জানেন

অপপ্রচারে কিছুদিন মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায়— এক একজনের খুনের অপরাধ সাময়িকভাবে চাপানো চলে অন্যের কাঁধেও কিন্তু চূড়ান্তজয়ের জন্য চাই সত্য, সে সত্য আপনার নেই। আপনিই বলুন সৈনিকের গুলীগুলো নিরপেক্ষ না হয়ে যদি কোন কথা বলতে পারতো ? ২৫শে মার্চের পর থেকে আজ অব্দি নিহত দশলক্ষাধিক মানুষের অমর আত্মার মধ্যে যদি খুনীর নাম লেখা থাকতো তাহলে আপনিই জেনারেল ইয়াহিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক প্রশাসক, আপনি কোথায় মুখ লুকোতেন ?

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
দাবানল ১ম বর্ষ : ২য় সংখ্যা	২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	মুক্তিবাহিনীর সমস্যা ও অভাব অভিযোগ

মুক্তিবাহিনীর সমস্যা ও অভাব অভিযোগ

॥ নিজস্ব সংবাদদাতা ॥

দাবানলের আত্মপ্রকাশের প্রথম সংখ্যা থেকেই আমরা বাংলাদেশের মুক্তি সেনাদের সমস্যা ও অভাব অভিযোগের চিত্র তুলে ধরছি। এটা সরকারী প্রচেষ্টাকে সমালোচনা কিম্বা নিন্দা করার জন্য নয়, বাংলাদেশ সরকারকে অবহিত করার জন্যও নয় কেননা আমরা জানি বাংলাদেশ সরকার সবসময়ই আমাদের মুক্তি যোদ্ধাদের প্রতি নজর ও সশ্রদ্ধ দৃষ্টি রাখছেন। তবুও দেশের মুক্তির বৃহত্তর স্বার্থে আমরা স্থির করেছি এই কলমে মুক্তিসেনাদের অভাব অভিযোগের চিত্র তুলে ধরব। আমাদের মুক্তি সেনাদের অভাব অভিযোগ ও আত্মত্যাগের প্রতি দেশ বিদেশে মানুষ সহানুভূতিশীল হবেন— বাংলাদেশ সরকারের সাহায্যে কেউ এগিয়ে আসবেন এই আশায়।

খবরে প্রকাশ বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর অনেক সৈনিক যাঁরা জীবনের বিনিময়ে শত্রু হননে অপারেশনে গিয়ে বুলেট বিদ্ধ হয়েছে তারা ভাল চিকিৎসা দূরে থাক ন্যূনতম আধুনিক ঔষধপত্রও পাচ্ছেন না। আহত সৈনিকরা হাসপাতালে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাবে ভুগছেন। বাংলাদেশে মুক্ত এলাকায় এই হাসপাতালের আহত সৈনিদের কেউ কেউ অভিযোগ করে বলেছেন যে তারা পকেট খরচের মতো সামান্য অর্থও পাচ্ছেন না। সৈনিকদের জন্য বরাদ্দ মাসিক ভাতা অপর্যাপ্তই শুধু নয় অনেক সময়ই বিলম্বিত হচ্ছে।

শোনা যাচ্ছে প্রাক্তন সৈনিক যারা যুদ্ধে আহত হয়ে হাসপাতালে আছেন তারা তাদের জরুরি ভাতা পাচ্ছেন না। অনেক ট্রেনিং প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাও একই অভিযোগ করেছেন।

আমাদের বক্তব্য যারা বাংলাদেশকে শত্রু কবল থেকে মুক্ত করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে জীবনের ঝুকি নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করছেন মনে রাখতে হবে তাঁরাই আমাদের ভরসার স্থল। এঁদের সুখ সুবিধার জন্য প্রয়োজনবোধে আমাদের সুখ বিসর্জন দিতেই হবে। অনতিবিলম্বে এই অর্থনৈতিক সমস্যার মোকাবিলা করতে বাংলাদেশ সরকার এগিয়ে আসবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। আমরা জানি আমাদের অর্থের অভাব সবচেয়ে প্রকট কিন্তু এই প্রকট সমস্যার মধ্যেই খুঁজে একটি সহজ সমাধান বের করে নিতে হবে। কেননা মুক্তি যোদ্ধাদের কেউই তাদের প্রয়োজনীয় অর্থ দাবী করছেন না। তাই অর্থাভাব মোচনের জন্যে প্রয়োজন হলে অন্য কোন অপ্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ বন্ধ করে পরিষদ সদস্য ও সরকারী কর্মচারীদের ভাতা ও বেতন কমিয়ে হলেও আমাদের প্রিয় মুক্তি সেনাদের আর্থিক সেবায় এই অর্থ বিনিয়োগ করতেই হবে। এই সমস্যা সমাধানে সরকার যত দ্রুত ব্যবস্থা নেবেন ততই মংগল। মুক্ত এলাকায় বিভিন্ন শিবিরে এখন শীত নেমে আসছে। এখন থেকেই শীত উপযোগী পোশাক পরিচ্ছদের বন্দোবস্ত না করলে পরে অসুবিধা দেখা দিতে পারে।

মুক্তি সেনাদের এই সব অভাব অভিযোগ ও অসুবিধার প্রতি সামরিক কর্তৃপক্ষ ও সরকার সময়োচিত দৃষ্টি দিয়ে আমাদের মুক্তি বাহিনীর মনোবল অটুট রাখতে অবিলম্বে এগিয়ে আসবেন— এটাই আমাদের কাম্য।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
দাবানল	২৮ নভেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা		১। আরো জোরে আঘাত হানো
		২। ঈদ দুর্জয় সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসেছে

সম্পাদকীয়

(১)

আরো জোরে আঘাত হানো

ইয়াহিয়া খানের সাধের আশা পূরণ হয়নি। বাহাত্তুর ঘণ্টার মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবীকে চূর্ণ করতে পারেনি তাঁর লেলিয়ে দেয়া সামরিক বাহিনী। যদিও বাংলাদেশে তারা নির্মমতা এবং নিষ্ঠুরতা, হত্যা, লুণ্ঠন এবং ধর্ষণের নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, তবু বাংলাদেশের জনগণকে এক ইঞ্চি নোয়াতে পারেনি। চূড়ান্ত সঙ্কটের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে বাংলার জনগণ ন্যায়ের নামে, শোষিত মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের নামে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বয়স দশ মাস পুরো হতে চলছে। এর মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রাম এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌছেছে যে সাম্রাজ্যবাদী পাকিস্তানের পরাজয় স্বীকার করে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ নানা রণাঙ্গনে দুর্বার হয়ে উঠেছে। আমাদের সুশিক্ষিত দেশপ্রেমিক গেরিলাদের উপর্যুপরি আক্রমণের মুখে দেশের অভ্যন্তরে প্রায় কাবু হয়ে এসেছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী। যে ক্যান্টনমেন্টগুলোর উপর ভরসা করে ইয়াহিয়া খান গোঁপে তা দিতে দিতে ভেবেছিলেন, শক্তিবলে বাংলাদেশকে পদানত করে রাখতে পারবেন সে ভরসার কেন্দ্রবিন্দুগুলো জঙ্গীলাটের চোখের সামনে ভেঙ্গে পড়ছে। এ পর্যন্ত আমরা খবর পেয়েছি যশোর ক্যান্টনমেন্টের পতন আসন্ন। মুক্তি সেনানীরা বীর বিক্রমে ধাওয়া করছে সিলেট অভিমুখে। চট্টগ্রাম অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে, ঢাকামহানগরী গোটা প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কুমিল্লাতে জোর লড়াই চলেছে, খুলনা জেলা প্রায় মুক্ত হয়ে এসেছে। অনেকগুলো বিমানবন্দর মুক্তিযোদ্ধারা কামান দেগে তছনছ করে দিয়েছে। তার ফলে স্যাবরজেট থেকে মার্চ এপ্রিল মাসের মতো গুলী বোমা বর্ষণ করারও সুবিধে হারিয়ে ফেলেছে। বাংলাদেশের নৌবন্দরগুলোতে এখন আর বিদেশী জাহাজ ভিড়তে সাহস করছে না। মুক্তিযোদ্ধারা চট্টগ্রামে ও চালনা বন্দরে অনেকগুলো বিদেশী জাহাজ জখম করেছেন অথবা একেবারে ডুবিয়ে দিয়েছেন। বিদেশ থেকে নয় শুধু, পশ্চিম–পশ্চিম পাকিস্তান থেকেও জলপথে সমরসম্ভার আমদানীর পথ একেবারে বন্ধ হয়ে পড়েছে। বস্তুতঃ পাকিস্তান সেনাবাহিনী আজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বন্দী। আমাদের সাহসী সেনানীরা তাদেরকে চারদিক থেকে তাড়া করে একেবারে কোনঠাসা করে ফেলেছে। আজ তারা আহত বন্য পশুর মতো—তারা জানে তাদের পালাবার কোনো পথ খোলা নেই। প্রদীপ যেমন নিভবার আগে দপ করে জ্বলে উঠে, শত্রুর তেমনি চূড়ান্ত পরাজয়ের পূর্বে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখছে।

কিন্তু তারা ভালোভাবে জানে যে তাদের বাঁচবার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। এই সময়ে আমাদের আক্রমণ আরো জোরদার করে তুলতে হবে, শত্রুর মনোবল একেবারে ভেঙ্গে দিতে হবে। কোন রকমের সাহায্যে তারা বলীয়ান হয়ে উঠার রাস্তা একেবারে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে ফেলতে হবে। সামান্য অবহেলায় শত্রু শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। জোড়ায় জোড়ায় আঘাত করে ইয়াহিয়ার যুদ্ধাস্ত্রটাকে একেবারে অকেজো করে ফেলতে হবে। কোনো দয়া, কোনো অনুকম্পা নয়। দশলক্ষের মতো বাংগালী জনগণকে তারা যে নৃশংসতায় হত্যা করেছে, একই নৃশংসতা আজ তাদের ফেরত দিতে হবে। ইয়াহিয়া খানের হুকুম বরদার সৈন্যদের এই ভাগ্য লিপি। বাংলাদেশ স্বাধীন হবে— অত্যাসন্ন হয়ে আসছে সে দিন। সুতরাং শত্রুর উপর আঘাত, আঘাত, তীব্র আঘাত হানো।

(২)

ঈদ দুর্জয় সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসেছে

বাংলাদেশে এবারের ঈদ এসেছে সম্পূর্ণ এক নতুন রূপে। এক মর্মান্তিক পরিবেশে। আমাদের জীবন থেকে এবার ঈদের সকল আনন্দ ধুয়ে মুছে গেছে, আছে শুধু সন্তান হারা জননীর আকুল ক্রন্দন, সদ্য বিধবার দীর্ঘশ্বাস, ধর্ষিতা মা বোনদের তীব্র আর্তনাদ, আর স্বজন হারানোর শোক। অন্যদিকে মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের জন্য আছে দুর্জয় সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা ও আত্মত্যাগের প্রবল সংকল্প। লক্ষ লক্ষ বাঙালী পিতৃপুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে বিদেশে ভারতের মাটিতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। দেশের ভিতরেও সাধারণ মানুষ সর্বক্ষণ আতংকের অস্থিরতায় দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। আনন্দ করার প্রিয়জনরা আজ পরস্পর থেকে দূরে। আমাদের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈদয় নজরুল ইসলাম বলেছেন এবারের ঈদ বাংলাদেশের মানুষের কাছে কোন আবেদন সৃষ্টি করতে না পারলেও আমরা বিশ্বাস করি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সফল সমাপ্তি বাংগালী জীবনে বয়ে আনবে পরিপূর্ণ মুক্তির আনন্দ। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন আগামী ঈদের পূর্বে সমস্ত বাংলাদেশকে মুক্ত করে ঈদের আনন্দ উৎসব উপভোগ করতে পারবো।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
দাবানল	২৮ নভেম্বর, ১৯৭১	গণচীন ও
১ম বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা		বাংলাদেশের সংগ্রাম

গণচীন ও বাংলাদেশের সংগ্রাম

(দাবানল পর্যবেক্ষক)

রাষ্ট্রসংঘে চীনের অন্তর্ভুক্তির ফলে বিশ্বের প্রতিক্রিয়া স্বভাবতঃই উৎসাহ ব্যঞ্জক। বাংলাদেশসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশ চীনের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ রাষ্ট্রের সঠিক ভূমিকা পালনের জন্যে আশা প্রকাশ করেছেন। এর দ্বারা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আদর্শেরই বিজয় সূচিত হয়েছে। উপস্থাপিত হয়েছে সমসমিতার দৃষ্টান্ত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার রাষ্ট্রসংঘে আসন লাভ করার দরুন অভিনন্দন জানিয়েছেন মহাচীনকে। আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন করার জন্যে। আমরাও বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে গণচীনকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

পঁচিশে মার্চ তারিখ থেকে পাকিস্তানের ফ্যাসিবাদী চক্র বাংলাদেশের জনগণের উপর বর্বর আক্রমণ চালান। প্রতিরোধ করার পর থেকে ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করবে এবং তার জন্যে বাংলাদেশে সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী পাঠিয়েছে এই বলে জঙ্গীচক্র চীৎকার করতে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণচীন পাকিস্তানকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছে। সরাসরিভাবে গণচীন বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা না করলেও, বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতি রক্ষাকল্পে আমরা পাকিস্তানের পাশে থাকবো— চীনের এই বক্তব্য বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামকে ভারত পাকিস্তান বিবাদ প্রতীয়মান করতে পাকিস্তানী উদ্যোগকে সহায়তা করেছে।

বাংলাদেশে সামরিক জান্তার উৎপীড়ন ও ব্যাপক গণহত্যায় যখন ডানপন্থী ও বামপন্থী উভয়েই বিপন্ন, এই ব্যাপক অত্যাচার, হত্যা লুণ্ঠন যখন বিশ্ববিবেককে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল দেশে দেশে ধিক্কার উঠেছিল জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে, তখন একটি বিশেষ মতাদর্শের পীঠস্থান এবং এশিয়ার সর্ববৃহৎ শক্তি গণচীনের মৌনতা তারই অনুসৃত আদর্শের পরিপন্থী বলে মনে হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ব্যাপারে চীনের এই ভূমিকা নিঃসন্দেহে তার আদর্শের ব্যতিক্রম। গণচীন লাওস, ক্যাম্বোডিয়া, ভিয়েৎনাম, প্যালেষ্টাইনের মুক্তিযুদ্ধকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করে যাচ্ছে এবং যুদ্ধাস্ত্র থেকে শুরু করে সবরকম প্রয়োজনীয় সাহায্য করে যাচ্ছে। অথচ সেই জনগণতান্ত্রিক চীন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সরাসরি সমর্থন করছে না।

পৃথিবীর অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশেও এর প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত। এমনকি চীন অনুসৃত আদর্শে অনুপ্রাণিত বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক শিবিরে চীনের ভূমিকাকে কেন্দ্র করে মতভেদ দেখা দেয় এবং ক্রমশঃ প্রকট আকার ধারণ করতে থাকে। গণচীনও এই প্রতিক্রিয়ার সাথে সম্পূর্ণ অবহিত। সেই কারণেই বোধ করি গণচীনও বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সঠিক তাৎপর্যকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছে।

এরই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রতিভাত হয় গত ৭ই নভেম্বর ভূট্টোর নেতৃত্বে পাক-সামরিক সর্দারদের সম্মানে আয়োজিত ভোজ সভায় ভারপ্রাপ্ত চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক বাংলাদেশে ন্যায়সঙ্গত সমাধানের জন্য পাকিস্তানকে উদ্যোগী হতে আহ্বানের মধ্য দিয়া। এই আহ্বানে বাংলাদেশের ব্যাপারে চীনা নীতির নবমূল্যায়নের স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। সঙ্গে সঙ্গে চীনা মন্ত্রী ও অভিযোগও রেখেছেন যে ভারত পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে।

বাংলাদেশ সমস্যা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো গণচীনের এই পরস্পর বিরোধী বক্তব্য থেকে কোনো সার্থক সিদ্ধান্তে পৌছান সম্ভব নয়। এটি শুধু মাত্র উভয় কূলকে সন্তুষ্ট রাখবার প্রচেষ্টা বলে মনে হয়।

সুদীর্ঘ সাত মাস অতিক্রম হবার পর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যখন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছে এবং বীর যোদ্ধারা সাফল্যের পর সাফল্য অর্জন করে চলেছে তখন বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশের স্বপক্ষে জনমত ক্রমশঃ জোরদার হয়ে উঠেছে। দেশে দেশে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে এগিয়ে আসছেন পৃথিবীর গণতান্ত্রিক ও মুক্তিকামী জনগণ। মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন করার জন্য চাপ সৃষ্টি করছেন নিজ নিজ সরকারের ওপর। তখন গণচীনসহ বিভিন্ন বৃহৎ শক্তির কাছে আমাদের আহ্বান আপনারা বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সঠিক তাৎপর্যকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করুন, নরঘাতক ইয়াহিয়া চক্রকে অর্থ ও অস্ত্রদান বন্ধ করুন, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের অবশ্যম্ভাবী বিজয়কে তরান্বিত করার জন্য সর্বোতোভাবে সাহায্য করুন।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
দাবানল ১ম বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা	২৮ নভেম্বর, ১৯৭১	মুক্তিবাহিনীর সমস্যা ও অভাব অভিযোগ

মুক্তিবাহিনীর সমস্যা ও অভাব অভিযোগ

আমাদের মুক্তিবাহিনী ভাইদের তাদের আশ্রয়ের জন্য কতকগুলো বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলে আমরা অনেক জায়গা থেকে জানতে পেরেছি। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের হাজার হাজার মানুষ আজ নানাবিধ অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যে দিনাতিপাত করছে। ওদের বাড়ী-ঘর সহায় সম্বল যা ছিল সবকিছুই পশ্চিম পাকিস্তানের হানাদার পশুরা পুড়িয়ে দিয়েছে ও লুট করে নিয়েছে। তাই মুক্তিবাহিনীর প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি সমর্থন থাকা সত্বেও দিনের পর দিন মুক্তিবাহিনী ভাইদের আশ্রয় দিয়ে রাখার মত অর্থনৈতিক অবস্থা এখন আর তাদের নেই। সেজন্য মুক্তিবাহিনী ভাইদের এখন এমনভাবে আশ্রয় নিতে হবে যার ফলে বাংলার দরিদ্র মানুষের উপর যেন অর্থনৈতিক চাপ না পড়ে। আমরা এও জানতে পেরেছি কতকগুলো জায়গায় ভুল করে আশ্রয় নেওয়ার জন্য অনেক ছেলেদের জীবনের উপর ঝুঁকি এসে পড়েছে। সেজন্য আশ্রয়ের ব্যাপারে নিম্নলিখিত দৃষ্টিভংগী নিলে কিছুটা সুবিধা করা যেত বলে মনে হয়।

(১) এমন এলাকায় আশ্রয় নিতে হবে যেসব এলাকা কিছুটা দুর্গম।
(২) আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য স্বাধীনতাকামী দলের যেসব এলাকায় প্রতিপত্তি রয়েছে। এবং যেসব এলাকায় দালাল, রাজাকারদের সংখ্যা কম।
(৩) নদীপথ ও বন-জঙ্গল সবচেয়ে ভাল স্থান। এর ফলে গরীব মানুষদের বাড়ী-ঘরে আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন থাকবে না।
(৪) যেসব বাড়ীতে লোক সমাগম কম।
(৫) আশ্রয়দাতার আত্মীয়-স্বজন স্বাধীনতার সমর্থক কিনা সেটাও জেনে নিতে হবে।

এবার তথাকথিত রোমান্টিক বিপ্লবীদের সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে। কারণ এই তথাকথিত বিপ্লবীরা স্বাধীনতার সংগ্রামে বাধা সৃষ্টির অপচেষ্টায় মেতেছে। আমরা পাবনা, যশোর, খুলনা প্রভৃতি জেলা হতে এরূপ সংবাদ পেয়েছি। চীনের সমর্থক বলে স্ব-ঘোষিত তথাকথিত বামপন্থীরা উক্ত সমস্ত জেলায় ধীরে ধীরে পাক সামরিক বাহিনীর সহযোগিতায় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কার্যে প্রবল বাধার সৃষ্টি করেছে। তারা এখন পুরোদমে পাক সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করছে এবং উক্ত সমস্ত জেলায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। তারা মুক্তিবাহিনী সদস্যদের গোপন ঘাঁটি, আশ্রয়স্থলের সংবাদ সামরিক বাহিনীর কাছে পৌছে দিচ্ছে। এছাড়া তারা মুক্তিবাহিনীর আশ্রয়দাতা ও সমর্থকদের নিরীহ আত্মীয়স্বজনের খোঁজ করে তাদের নির্মমভাবে গলা কেটে হত্যা করছে। এর ফলে মুক্তিবাহিনী ভাইদের প্রবল অসুবিধা হচ্ছে। সেজন্য সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করব তারা যেন অবিলম্বে খোঁজ খবর নিয়ে সেখানে উক্ত তথাকথিত সুযোগ-সন্ধানী বিপ্লবীদের উৎখাত করার জন্য বিশেষ বাহিনী প্রেরণ করেন।

উপরে বর্ণিত তথাকথিত বিপ্লবীরা নানাবিধ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। তারা নাকি মুক্তি বাহিনীর বিজয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে তাদের নিজের হাতে নেতৃত্ব কেড়ে নিয়ে নেওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়েছেন, আমরা তাদের শক্তি সম্বন্ধে অবশ্য সচেতন। আমরা জানি মুক্তি বাহিনীর পিছনে রয়েছে সমগ্র বাঙালী জাতি। সেজন্য সামান্য শক্তি নিয়ে তারা কিছু করতে পারবে না সেটাও জানি। তবুও আমাদের তাদের প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখতে হবে। গত মার্চ-এপ্রিল মাসে বাংলাদেশের অনেক জেল খুলে দেওয়ার ফলে অনেক চোর, ডাকাত, মুজিবের হয়ে এসে তারা এখন মূলতঃ সামরিক বাহিনীর সাথেই সহযোগিতা করছে। তাদেরকে দমন করার জন্যও বাংলাদেশ সামরিক কর্তৃপক্ষের এখন থেকেই দৃষ্টি দিতে হবে। নইলে ভবিষ্যতে এরা প্রবল অসুবিধের সৃষ্টি করবে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
প্রতিনিধি★	১৫ অক্টোবর, ১৯৭২	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ৩য় সংখ্যা		[ইয়াহিয়া-ভুট্টো ক্ষমতা দ্বন্দ্ব]

সম্পাদকীয়

নাটকের প্রথম অংক : ঝড়ো হাওয়ার পূর্বাভাষ

সম্প্রতি মুলতানে দলীয় কর্মীদের এক সমাবেশে পিপলস পার্টির প্রধান জনাব জুলফিকাব আলী ভুট্টো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বিরুদ্ধে তাঁর (ভুট্টোর) দলে ভাঙ্গন সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন বলে অভিযোগ করেন। অভিযোগ করতে গিয়ে তিনি আরো বলেন, এ ব্যাপারে সরকারী তহবিল থেকে প্রচুর অর্থও ব্যয় করা হচ্ছে এবং দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলিকে উস্কানি দেয়া হচ্ছে।

খবরটি ক্ষুদ্র এবং সংক্ষিপ্ত। কিন্তু ক্ষুদ্র এবং সংক্ষিপ্ত হলেও খবরটির একটি বিশেষ রাজনৈতিক মূল্য রয়েছে। পর্ব্বতের ধুয়ো দেখে যদি আগুনের অস্তিত্ব অনুমান করা যায় তাহলে একই ক্ষুদ্র সংবাদ থেকেও পাকিস্তানী রাজনীতিতে একটা ঝড়ো হাওয়ার পূর্ব্বাভাষ পাওয়া যাবে। ইয়াহিয়া-ভুট্টোর ক্ষমতা দ্বন্দ্বের একটা চিত্র প্রস্ফুটিত হবে। ক্ষমতার এই দ্বন্দ্ব আমাদের কাছে কিছুমাত্র অপ্রত্যাশিত কিংবা অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না। এমনটি হবারই কথা। না হলেই বরং অস্বাভাবিক মনে হতো। পাকিস্তানী রাজনীতি সম্বন্ধে সাধারণ একটু ধারণা থাকলেই ব্যাপারখানা সবিস্তার বোঝা যাবে।

ইয়াহিয়া ছিলেন সেনাবাহিনীর প্রধান। দেশ রক্ষাই ছিল তার একমাত্র দায়িত্ব। কিন্তু পূর্বসুরীদের মতোই শুধু দেশ রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। পাকিস্তানের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হবার একটা রঙ্গিন স্বপ্নও দেখতেন নাদির শাহের উত্তর পুরুষ ইয়াহিয়া। স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবার সুযোগও এসে গেল। আইয়ুব শাহীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশে দেখা দিল আন্দোলন। ওরা পাঞ্জাবী শাসন থেকে অব্যাহতি পেতে চায়। ওরা স্বায়ত্ব শাসন চায়। তীব্র গণজোয়ারে আইয়ুব ভেসে গেলেন। প্রেসিডেন্ট হলেন ইয়াহিয়া। হাতে পেলেন দেশের সর্বময় ক্ষমতা। কিন্তু ইয়াহিয়া এটাও জানতেন, বাংলার মানুষ আর ঘুমিয়ে নেই। তারা আগের চেয়ে অনেক সচেতন। ওরা দুর্বার। কিন্তু ক্ষমতায় যে তাঁকে থাকতেই হবে। যেভাবেই হোক। তাই তিনি ভোল পাল্টে ধরলেন নতুন সুর। ধরলেন নতুন গান। বললেন, তিনি রাজনীতি বোঝেন না। বোঝবেনও না। ওটা রাজনীতিকদের কাজ। তাই দিলেন নির্বাচন। আর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতেই তুলে দেবেন দেশের শাসনভার। পাঞ্জাবী শাসক চক্রের ধারণা ছিলো, যতো পপুলারই হোক না কেন আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন

★ প্রতিনিধি : সাপ্তাহিক। স্বাধীনতাকামী বাংলার মুক্তিযুদ্ধের মুখপত্র। শত্রুসেনা পরিবেষ্টিত বাংলাদেশের কোন জায়গা হতে সম্পাদক : আহমেদ ফরিদউদ্দীন কর্তৃক রক্তলেখা ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

করতে পারবে না। ক্ষমতা পাবে না শেখ মুজিব। বাংলাদেশের স্বায়ত্বশাসনের দাবীও অনুচ্চারিত থেকে যাবে। কিন্তু তাদের সব ধারণা, সমস্ত বিশ্বাস, সমস্ত সম্ভাবনাকে মিথ্যে প্রতিপন্ন করে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করলো। অসম্ভব সম্ভব হলো। পক্ষান্তরে ভুট্টোর পিপলস পার্টি রইলো দ্বিতীয় স্থানে। ইয়াহিয়া-ভুট্টো-পাঞ্জাবী চক্র প্রমাদ গুণলেন। ঠিক হলো, কিছুতেই মুজিবকে ক্ষমতা দেয়া চলবে না। বাংলাদেশের স্বায়ত্বশাসন দেয়া হবে না। যেমন করেই হোক, যেভাবেই হোক ভুট্টোকেই দেয়া হবে দেশের শাসন ভার। কর্মসূচী অনুসারে সবই হোল। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল হলো। সৈন্যবাহিনী রাস্তায় নামলো। আলোচনা চললো। অবশেষে ২৫শে মার্চ থেকে ব্যাপক গণহত্যা চললো। শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করা হলো। আওয়ামী লীগ বে-আইনী ঘোষিত হলো। সবই পরিকল্পনা অনুযায়ী হলো। সবই কথা মতো, সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবী নিয়ে ভুট্টো ক্ষমতা চাইলেন। ইয়াহিয়াও ক্ষমতা ছাড়বেন বলে এতো কিছু করেননি। তিনি দেশের জরুরী সংকটময় পরিস্থিতির কথা তুলে ভুট্টোকে নিরস্ত করতে চাইলেন। ভুট্টো তা মানবে কেনো ? তারও ক্ষমতা পাবার অধিকার রয়েছে। তাই শুরু হলো ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। টাগ অব ওয়ার। এটা নাটকের প্রথম অংক। আমরা উৎসাহী দর্শকরা নাটকের শেষ দৃশ্য দেখার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছি।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
মুক্তি★	১ কার্তিক, ১৩৭৮	সম্পাদকীয়
১ম সংখ্যা	(অক্টোবর, ১৯৭১)	এবং একটি প্রবন্ধ

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশে আজ যুদ্ধ। যুদ্ধের পটভূমিতে সহিত্য রচনা আজ বাংলার লেখক-লেখিকাদের অবশ্যকর্তব্য। অধিকৃত বাংলার প্রগতিবাদী সাহিত্যিকরা যুদ্ধের মাঠে অস্ত্র ধরেছে। অস্ত্রের ভাষায় কলম ধরেছে। তারই কলম এই "মুক্তি" পত্রিকা।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে গণসাহিত্য

বাংলাদেশের পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। দেশে এখন যুদ্ধ চলছে। এটা মানুষের মুক্তির যুদ্ধ। অনেক বছরের শোষণের প্রতিবাদে শান দেওয়া হাতিয়ার চকচকে। জনতার সাগরে সজাগ রবে বাংলার এক প্রান্ত—পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে অন্য প্রান্ত পঁচাগড় পর্যন্ত জনবসতি মুখরিত। তাই সাহিত্যের অঙ্গনে একটা সুস্পষ্ট পরিবর্তন যুদ্ধের অস্ত্রের মত প্রয়োজনীয়। কেননা সংস্কৃতি হচ্ছে বিপ্লবের হাতিয়ার। তবে সেই সংস্কৃতি নয় যা গণমানুষের প্রগতি বিমুখী।

সাহিত্য সংস্কৃতির একটা অংশ। তাই বর্তমান অবস্থাতে সাহিত্যের মূল্যবোধ অনস্বীকার্য। আর সেই সাহিত্য হতে হবে গণসাহিত্য। জনতার প্রয়োজনে সমাজের অগ্রগতির জন্য যে সাহিত্য তাই গণসাহিত্য।

বাংলাদেশের মানুষ এখন মুক্তি চায়। সমস্ত পরাধীনতার আবদ্ধ থেকে সে মুক্তির দাবী। বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে তারই একটি বলিষ্ঠ আভাষ যাকে স্পষ্টতর করার জন্য সাহিত্যের দরকার। এ দেশের যুবকেরা শিক্ষা অঙ্গন ছেড়ে দিয়ে মাঠে নেমেছে। এ মাঠ যুদ্ধের মাঠ যাকে অতিক্রম করতে অসীম ধৈর্য্য আর সুস্থ্য মানসিকতার প্রয়োজন। সুস্থ্য মানসিকতা শিক্ষাকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে। সে শিক্ষা গণসাহিত্যের শিক্ষা। গণসাহিত্য জনতার বিপ্লবের পথকে বাতলে দেয়। বাস্তবতাকে আশ্রয় করে গণসাহিত্য গড়ে ওঠে। এটা প্রয়োগধর্মী বিজ্ঞানের ওপর বিশ্বাসী। গণসাহিত্যের ধারা বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের ওপর নির্ভরশীল। আমরা জানি আমাদের সমাজে জড়বাদ মজবুত করে শিকড় গেড়ে আছে। মানুষের রক্ষণশীল চিন্তা সমাজের প্রগতির পথ ব্যাহত করছে। ধর্মের সুন্নাহ্—রক্ষণশীলবাদের প্রশ্রয় দিচ্ছে যাকে ভেঙ্গে ফেলতেই হবে। আর এ দায়িত্বের একটা অংশ গণসাহিত্যের।

★ মুক্তি : মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক মাসিক সাহিত্যপত্র। সম্পাদক : শারফউদ্দীন আহমেদ। প্রদীপ্ত সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। পত্রিকাটি শত্রুসেনা পরিবেষ্টিত বাংলাদেশ হতে সাইক্লোস্টাইলে প্রকাশিত।

আজকের তরুণদের মন ও মানসিকতার পরিবর্তন ছাড়া মুক্তিযুদ্ধ সঠিক গন্তব্যে পৌঁছতে পারে না। আর এই পরিবর্তনের দায়িত্বটা নেবে গণসাহিত্যিক।

সূর্য্যের আলোর মত গণসাহিত্য গ্রাম বাংলার প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি তরুণ মনে ছড়িয়ে পড়ুক। মোহমুক্তি হোক তাদের মন ও মানসিকতার। দেখি কে আমাদের মুক্তিকে অবদমিত করে?

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
সংগ্রামী বাংলা★	১৮ অক্টোবর, ১৯৭১	সম্পাদকীয় :
বিপ্লবী আলী আসাদ সংখ্যা		সংগ্রামী বাংলার ডাক

সম্পাদকীয়

সংগ্রামী বাংলার ডাক

সংগ্রামী বাংলা ডাক দিচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের ডাক, জনযুদ্ধের ডাক। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক, শোষক, অত্যাচারী, জালেম, জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে মরণপন মহাসংগ্রামের ডাক।

এ সংগ্রাম রক্তলোলুপ দানব বাহিনীর বিরুদ্ধে— পরসম্পদ হরণকারী নরপিশাচদের বিরুদ্ধে, নারীর ইজ্জতহন্তা জল্লাদের বিরুদ্ধে, দেশী-বিদেশী শোষকদের বিরুদ্ধে, জঙ্গী শাসকদের দেশী দালাল ও বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে এ এক দুর্বার অভিযান। এ অভিযান চলছে চলবে। যতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয় এবং বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

বাংলা আমাদের দেশ, আমাদের জন্মভূমি, মাতৃভূমি। আমাদের শৈশবের লীলাভূমি, আবাল্যের ক্রীড়াভূমি, সারাজীবনের কর্মস্থল, আমাদের রাজনীতি, সমাজনীতি, বর্ণনীতির প্রাণকেন্দ্র। বাংলার মাটি আমাদের কাছে তীর্থক্ষেত্রের মত পবিত্র, পূণ্যভূমি। বাংলার শোষিত, লাঞ্ছিত, নির্যাতীত, বঞ্চিত, উৎপীড়িত, কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-যুবক, হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খৃষ্টান আমাদের সংগ্রামের আশা-ভরসা। বাংলার প্রকৃতি, বাংলার আকাশ-বাতাস, জলস্থল, নদী-প্রান্তর, বাংলার শহর-বন্দর-গ্রাম, আমাদের কাছে স্নেহময়ী স্বপ্নরাজ্যের মত, আমাদের প্রেরণার উৎস। আমাদের সেই প্রিয় জন্মভূমি আমরা প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসি। ভালবাসি বাঙালী জাতিকে। এ দেশে আমাদের পিতা, পিতামহ, পূর্বপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করেছেন, আবার দেশের মাটিতেই তাদের শেষ শয্যা রচিত হয়েছে। পূর্ব পুরুষদের রক্তে গড়া এই বাংলা, তাদের ত্যাগের, দুঃখ-কষ্টের, ব্যাথা-বেদনা, সুখ-দুঃখের স্মৃতি বিজড়িত, আমাদের এই সাধের বাংলাদেশ। বাঙালীই আমাদের আশা-ভরসার প্রতীক। বাংলা আমাদের কাছে স্বপ্নের দেশ, গানের দেশ, কবিতার দেশ, সৌন্দর্যের লীলাময় সুন্দর দেশ। বাংলার ভাষা আমাদের সংগ্রামের প্রেরণা, বাংলার মুক্তিই আজকে আমাদের আদর্শ, আমাদের সাধনা। বাংলায় সূর্য উঠে সংগ্রামের বাণী নিয়ে, আবার চলে যায় নতুন দিনের আগমনী গান গেয়ে।

"সকল দেশের চাইতে সেরা আমাদের এই বসুন্ধরা।" এই বাংলায় এসেছে মোগল পাঠানেরা ভাগ্য বিধাতা হয়ে। এসেছে পর্তুগীজেরা ডাকাত আর দাসব্যবসায়ীরূপে— ইংরেজ ফরাসীরা বণিকের বেশে, এসেছে এই বাংলাদেশে। অবশেষে এসেছে বাংলায় পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক, শোষক, ধনিক, পুঁজিপতি, শিল্পপতি আর তাদের লোকলস্কর— সৈন্য,

★ সংগ্রামী বাংলা : বাংলাদেশের মুখপত্র। প্রধান পৃষ্ঠপোষক : মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। প্রধান সম্পাদক : আবদুর রহমান সিদ্দীক। সংগ্রামী বাংলা প্রেস, ঢাকা হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সামন্ত, সরকারী কর্মচারী, পাকিস্তানের নামে ইসলামের নামে। লুণ্ঠনে, লুণ্ঠনে, শাসনে-শোষণে, কুশাসনে নিষ্পেষণে, অত্যাচারে অবিচারে, জর্জরিত হয়েছে পাকিস্তানোত্তর বাংলাদেশ। পাঠান রাজত্বে যা হয় নাই, মোগলেরা যা করে নাই, যা করতে বিদেশী বিজাতী ইংরেজদের হৃদয় কেঁপেছে, শেষ পর্যন্ত তারচাইতেও জঘন্যতম অপকর্ম সাধন করেছে আজকের পাকিস্তানের ইয়াহিয়া খাঁর জঙ্গীবাহিনী। তাদের রোষানল থেকে নারী, শিশু, যুবক, বৃদ্ধা রুগ্ন, গৃহপালিত জীব, ঘরবাড়ী, দোকান পাট, মন্দির মসজিদ গীর্জা কিছুই রক্ষা পায় নাই। মৃত্যু আর ধ্বংসের তাণ্ডবলীলার মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাচ্ছে আজকের বাংলাদেশ। জঙ্গী বাহিনী মানবতাকে হত্যা করে, ন্যায়নীতিকে বলি দিয়ে, ধর্মের আদর্শকে পদদলিত করে, মুক্তিকামী জনগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এক বিভিষিকার রাজত্ব চালিয়েছে। যার নজীর মধ্যযুগেও বিরল। নাদির শাহ্ তৈমুর বা চেঙ্গিশের নৃশংসতাকেও লজ্জা দিয়েছে পাকবাহিনীর বর্বরতা। এত অত্যাচার, এত অবিচার, এত হত্যাকাণ্ড, এত বর্বরতা, নৃশংসতা, এত ধ্বংসলীলা, কত রক্তপাত কত চোখের জল ঝরেছে যার নজীর বিংশ শতাব্দীতে খুব বিরল।

বাঙালীর অপরাধ তারা স্বাধীনতা চায়, সর্বপ্রকার বিদেশী শোষণের নাগপাশ থেকে মুক্তি পেতে চায়। বাঙালী জাতি সেই মুক্তি সংগ্রামে অবতীর্ণ— এ সংগ্রাম বাঙ্গালীর বাঁচার সংগ্রাম; এই পৃথিবীতে তারা স্বাধীন সার্বভৌম জাতি হিসেবে বাঁচতে চায়। বাংলার ভাষা, বাংলার কৃষ্টি, ইতিহাস, অর্থনীতি, সবই আলাদা, স্বতন্ত্র। এই বাঙালী তাদের নিজস্ব দেশ, আবাসভূমি এই পৃথিবীর মানচিত্রে এঁকে দিতে চায়। কোন বিদেশী বহিরাগত জালেমদের শাসন বাঙালী মানতে চায়না, মানতে পারেনা কোনদিন।

বাংলার ক্ষেতখামার, নদনদী, জলবায়ু, বন-জঙ্গল শহরগ্রাম, ঘরবাড়ী, অট্টালিকা কলকারখানার সমুদয় সম্পত্তির মালিক বাংলার জনসাধারণ। তাতে সকলের সমান অধিকার। বাঙালী আমাদের ভাই, আমাদের বন্ধু, আমাদের আপনজন— তারা স্বদেশে বিদেশে যেখানেই বাস করুক না কেন। বাঙ্গালীর সুখে আমরা সুখী, তাদের দুঃখে আমরা দুঃখী, ব্যথায় ব্যথিত, সকলের তরে সকলে আমরা। বাঙ্গালীর রক্ত এক ও অভিন্ন বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম— সমগ্র বাঙালী জাতির মুক্তি সংগ্রাম। এ বাংলা নেতাজি সুভাষের পিতৃভূমি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জন্মভূমি, রবীন্দ্রনাথের কবিতার উৎস, নজরুলের শৈশবের লীলাভূমি, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, জগদী বসু, মেঘনাদ সাহার জন্মস্থান, বিপ্লবী শহীদ সূর্য্যসেন, প্রীতিলতা, প্রফুল্ল, তীতুমীর, শহীদ বরকত, সালাম, আসাদ, সার্জেন্ট জহুরুল, রওশনারা ও অন্যান্য মুক্তিকামী, বীরসন্তানদের আত্মত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল, ভাস্বর, এক অপরূপ দেশ।

যারা আমাদের ২৩ বছর ধরে অবিরাম শোষণ করেছে। নির্মম শাসনের স্টীমরোলার চালিয়েছে, তাদের প্রতি কোন দয়া নাই, যারা লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তে বাংলার মাটি লাল করে দিয়েছে, তাদের সংগে কোন আপোষ নাই। যারা মা বোনের মান সম্ভ্রম ভুলুণ্ঠিত করেছে, তার প্রতিশোধ আমাদের নিতে হবেই। বাংলার শিশুদের আর্তক্রন্দন, বৃদ্ধের দীর্ঘ নিশ্বাস, মা বোনের চোখের জল আমাদের মোছাতেই হবে। গৃহ-হারাদের নিজগৃহে ফিরিয়ে নিতেই হবে। হতাশ হবেন না শরণার্থীরা নিরাশার কারণ নাই, পিতৃহারাদের মাতৃহারাদের বেদনার বোঝা বইতে হবে না। মা বোনদের মুক্তির দিন আগত। মনে বহু ব্যথা আছে, বেদনা আছে, অনেক দুঃখ জমা হয়ে আছে প্রতিটি হৃদয়ে। আছে প্রতিহিংসার আগুন। যে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক, শোষক, ধনিক, বণিক, সওদাগরের পৃষ্ঠপোষিত সামরিক

সরকার। যে সমস্ত বীর যোদ্ধারা জীবন দিয়েছেন, রক্ত দিয়েছেন, তাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হবে না, তাদের আমরা আর ফিরে পাবনা কোন দিন। কিন্তু তাদের জীবনের ত্যাগের বিনিময়ে কি পাব আমাদের নিজের দেশ, দুঃখী বাংলাকে ত্যাগ, দুঃখ, কষ্ট, রক্তদান ছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রাম হয় না— হতে পারে না।

তাই আমাদের আহ্বান, যত বেশী ত্যাগ ও যত বেশী রক্ত দেব তত তাড়াতাড়ি আমাদের জয়ের দিন এগিয়ে আসবে। রক্ত দিতে শিখেছে বাঙলার কৃষকেরা, কারখানার শ্রমিকেরা, স্কুল কলেজের ছাত্ররা, ত্যাগ স্বীকার করতে শিখেছেন বাংলার মা বোনেরা, দুঃখ বরণ করতে শিখেছে বাংলার শিশুরা। তাই স্বাধীনতার দিন নতুন বাংলার দিন আগত। জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী।

বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের এই যুগ সন্ধিক্ষণে সর্বপ্রকার ত্যাগের ব্রত নিয়ে সংগ্রামের বাণী নিয়ে, মুক্তির আদর্শ নিয়ে আত্ম প্রকাশ করছে "সংগ্রামী বাঙলা"। শোষণ শাসনের বিরুদ্ধে জনযুদ্ধের হাতিয়ার রূপে। সকলের হাতে হাত মিলিয়ে জনসাধারণের পাশে দাঁড়িয়ে অবিশ্রাম সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার শপথ নিচ্ছে— সংগ্রামী বাংলা। সকলের সাহায্য ও সহযোগিতাই আমাদের মূলধন।

মুক্তিকামী জনগণকে জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন।

"সংগ্রামী বাংলা" জিন্দাবাদ।

স্বাধীন বাংলা জিন্দাবাদ।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
সংগ্রামী বাংলা ১ম বর্ষ : ২য় সংখ্যা	২৭ নভেম্বর, ১৯৭১	সংগ্রামী বাংলার বসন্ত চলে যায়

সংগ্রামী বাংলার বসন্ত চলে যায়

পাকিস্তান ২২ বছর ধরে সংগ্রামী বাংগালী জাতিকে আসামীর কাঠগড়ায় দাড় করিয়ে রেখেছে, উদ্যত সঙ্গীনের সামনে। তাই আজ শোষিত, অত্যাচারিত, জনগণের সংগ্রামী আদালত পাকিস্তানের মৃত্যুদণ্ডের রায়ে স্বাক্ষর করেছেন।

পাকিস্তানের নামে নির্মম শাসন, ইসলামের নামে নির্লজ্জ শোষণ, মুসলিম ভ্রাতৃত্বের নামে অন্যায়, অত্যাচার অবিচারকে চিরতরে নির্মূল করে দেওয়ার জন্য বাংলার জনগণ আজ বদ্ধপরিকর। সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত। সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের শোষিত জনগণও পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তির জন্য রণসাজে সজ্জিত। পূর্ব্ব ও পশ্চিম রণাঙ্গনে স্বাধীনতার জন্য এই যে মহা জাগরণ, এই যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ তা রোধ করার ক্ষমতা পাকিস্তানের জঙ্গী সরকারের নাই। পাকিস্তান নিজের হাতে নিজের কবর রচনা করেছে যে কবরে সমাহিত করতে চেয়েছিল বাংলা, সিন্ধু, বেলুচ ও পাখতুনদের ন্যায়সঙ্গত জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে।

অন্তিম মুহূর্তে পাকিস্তান মৃত্যুর বিভীষিকাই চোখের সামনে দেখছে। পাকিস্তান আজ ঘাতকের বেশে দেশবাসীর সামনে উপস্থিত আর বংলা, সীমান্ত, বেলুচিস্তান ও সিন্ধু তার বধ্যভূমিতে পরিণত। পাকিস্তান আজ স্বাধীনতাকামী জনগণের সামনে ভীতি ও অভিশাপ স্বরূপ। এখন আমরা ইতিহাসের এক চরম বৈপ্লবিক অধ্যায়ের দ্বারদেশে উপনিত। বাঙ্গালীরা স্বাধীন জাতি হিসেবে পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকবে কি না ? যদিও কোন কোন বাঙ্গালী চিরদিন শাসক-শোষকের গোলামী করেছে ভাই হয়ে ভাইয়ের বুকে ছুরি বসিয়েছে। দেশের স্বার্থ কেউ কেউ বিদেশীদের কাছে বিক্রিও করেছে। এই বাংলায় মীরজাফরের আবির্ভাব ঘটেছে আবার সিরাজ, মোহনলালেরও জন্ম হয়েছে। কুচক্রীও আছে, আবার মহানুভবতাও আছে এ বংগভূমিতে। ভীরু হৃদয়ও যেমন আছে তেমনি সিংহ হৃদয়, মহৎ হৃদয়েরও অনেক লোক আছেন। এই বাংলায় সুবিধাবাদীও আছে আবার পরম বিশ্বাসী দেশ প্রেমিকের অভাব নাই। এই বাংলাদেশ বহু আন্দোলন, বিদ্রোহ ও বিপ্লবের জন্ম দিয়েছে আবার অনেক গণ অভ্যুত্থান ব্যর্থও হয়েছে। অনেক ত্যাগ, অনেক সাধনা অনেক প্রতিভা, অনেক জীবন সংগ্রাম, অনেক রক্ত দান বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে তা সত্ত্বেও সংগ্রামের মহামন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণকারীরা চির দিন বলেছেন 'oh Mother land with all thy faults we love still thee' অতীতের ভুল ভ্রান্তি থেকে শিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন দেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে সামনে রেখে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। রুশ বিপ্লব, চীন বিপ্লব, ভিয়েতনাম, কোরিয়া, কিউবার মুক্তিযুদ্ধ আমাদের প্রেরণা। কিন্তু আমরা স্মরণ করি ফরাসী বিপ্লব, স্পেনের গৃহযুদ্ধ, নাইজেরিয়া, বায়াফ্রা কঙ্গো-কাতাঙ্গার মর্মান্তিক কাহিনী। রাজনৈতিক বিভেদ, হিংসাদ্বেষ দলমত নির্বিশেষে সমস্ত মুক্তিকামী জনগণ আজ একাত্ম-অভিন্ন। সংগ্রামী জনসাধারণ সবাই সমান। সকলের ত্যাগের ও সংগ্রামের মর্যাদা অনস্বীকার্য। 'Love begets love' ভ্রাতৃত্ব,

প্রীতি ও ভালবাসার বন্ধনে আজ আবদ্ধ সমস্ত স্বাধীনতাকামী জনগণ। অসংগঠিত মুক্তিযুদ্ধ— নির্মম গৃহযুদ্ধে রূপ নেয় কোন কোন সময়। কেননা মুক্তিযুদ্ধ মূলতঃ রাজনৈতিক যুদ্ধ, রাজনৈতিক কর্তব্য, নিষ্ঠা, চরম ত্যাগ, অসংখ্য রক্তদানেব বিনিময়েই স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত বিজয় সম্ভব। বিদেশী হানাদারদের চিরদিনের জন্য বাংলার বুক থেকে নির্মূল আমাদের করতেই হবে ও আমাদের জাতীয় আদর্শের ডাক— প্রাণপ্রিয় জন্মভূমির জ্বালাময়ী আহ্বান, স্বামীহারা লাঞ্ছিতা নারীর করুণ আবেদন, ভূমিহারা বঞ্চিত লুণ্ঠিত কৃষকের উদাত্ত আহ্বান, সর্বহারা শ্রমিকের বজ্রকঠোর শপথ, সংগ্রামী ছাত্র যুবকের পবিত্র সংকল্প সমস্ত মুক্তিকামী রাজনীতিকদের ঐক্যবদ্ধ ঘোষণা, "কে আছ বাংলার বীর সন্তান রক্ত নিতে হবে, রক্ত দিতে হবে, এগিয়ে যাও" অস্ত্র নাও "বাংলার বুক থেকে বিদেশী অত্যাচারী জালেমশাহী হটাও"। বাঙ্গালীরা কৃষক শ্রমিক ছাত্র যুবক জনগণ মুক্তির আদর্শে উদ্বুদ্ধ সদা জাগ্রত সৈনিক। নিষ্ঠুর মৃত্যুর সংগে লড়াই করছে দিনের পর দিন রাতের পর রাত। "দানবের সাথে সংগ্রামের তরে সবাই প্রস্তুত ঘরে ঘরে" তবে নাগ নাগিরা চারিদিকে ফেলছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস সংগ্রামী গণঐক্যে ফাটল সৃষ্টি যেন না হয়। লক্ষ লক্ষ নরনারী পশুর মত জীবন বিসর্জন দিয়েছে কোটি কোটি লোক গৃহহারা, সম্পদহারা পথের কাঙ্গাল হয়েছে। অসংখ্য নারী তার সতীত্বের মর্যাদা হারিয়েছে, বাংলার কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট হয়েছে। লক্ষ লক্ষ ঘর বাড়ী ভস্মীভূত হয়েছে সেই মহাশ্মশানের বুকে দাঁড়িয়ে সংগ্রামী বাংলার নতুন ইতিহাস সৃষ্টির দায়িত্ব আমাদের উপর। পুরাতনের ধ্বংসস্তুপের উপর গড়ে তুলতে হবে আমাদের নতুন স্বাধীন দেশ, স্বাধীন জাতি, সার্বভৌম রাষ্ট্র দানবের নির্মমতা, কুচক্রীর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে স্বাধীনতার অগ্নি পরীক্ষায় আমাদের উত্তীর্ণ হতে হবে। স্বাধীনতা, দুঃখ, কষ্ট, ত্যাগ সাধন, সংগ্রাম, আর রক্ত সব এক মিছিলে একাকার হয়ে এগিয়ে চলেছে ভাবী কালের দিকে। ভাবী বংশধরদের জন্য একটি নতুন ইতিহাস নতুন দেশ উপহার দেওয়ার প্রতিজ্ঞা নিয়ে— আর দেরী নয়। সংগ্রামী বাংলার বসন্ত চলে যায়। গণবিপ্লবের সময় বহিয়া যায়।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
সংগ্রামী বাংলা ১ম বর্ষ : ২য় সংখ্যা	২৭ নভেম্বর, ১৯৭১	বাংলাদেশের অভ্যন্তরে

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে

বাংলাদেশে ঈদ হয় নাই

॥ রিপোর্ট—দুরমুজ আলী ॥

যে উৎসব, যে আনন্দ, যে মহামিলনের বার্তা নিয়ে প্রতি বছর ঈদের আবির্ভাব মানুষের ঘরে, সে বার্তা অশ্রুসজল নয়নে ফিরে চলে গেছে। বাংলার ঘরে ঘরে বিষাদের ছায়া, প্রতি ঘরে কান্নার রোল, প্রতিটি মানুষের চোখের জলে এবারের ঈদ বেদনাহত হয়ে ফিরে গেছে। ঈদ উৎসবের ভাষা স্তব্ধ। আনন্দের ভাষা কণ্ঠরুদ্ধ। মহামিলনের বদলে মহাবেদনা নিয়ে ফিরে গেছে সবাই নিজ নিজ আশ্রয়ে। এবার আবার কিসের ঈদ ? সমগ্র বাংলা জুড়ে নর কঙ্কালের মিছিল। শকুনী গৃধিনীর রাজত্ব। এখানে পুত্রহারা মায়ের আকুল আর্তনাদ। মাতৃহারা শিশুর মর্মভেদী হাহাকার। গৃহহারা, সম্পদহারা, সর্বহারাদের দীর্ঘশ্বাসে আকাশ বাতাস ব্যথিত। বাংলার প্রকৃতি বেদনায় ক্ষতবিক্ষত। মানুষ লড়াই করছে মৃত্যুর সঙ্গে, দারিদ্রের সঙ্গে, নিষ্ঠুর পাক ফৌজ ও তার অনুচরদের সঙ্গে। শুধু ঈদ নয় বাংলায় শরৎও এসেছিল কিন্তু শারদীয় উৎসব হয় নাই। আনন্দ হয় নাই। জগজ্জননী দুর্গা বাঙলার মাটি থেকে বিতাড়িতা লাঞ্ছিতা হয়েছেন। বাংলায় মন্দিরও নেই দেবতাও নেই। আজ বাংলায় গৃহবধূ সান্ধ্যদীপ জ্বালে না, বিগ্রহ দেবতাকে প্রণাম জানাবার কেউ নাই আজ বাংলায়। বাংলায় উলুধ্বনি আর হয় না, কাসার ঘণ্টাও বাজে না। মন্দিরের দ্বারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করার জন্য কোন ভক্ত পূজারী পাক অধিকৃত বাংলায় নাই। বাংলায় ফুল হয়ত আছে তার সৌন্দর্য্য উপভোগ করার কোন লোক নাই। বাঙ্গালী বাড়ীঘর চাকরী ব্যবসা সব ছেড়ে সর্বহারায় পরিণত হয়েছে, লাঞ্ছিত মানবতা কেঁদে ফিরে সর্বত্র। বাংলার সুখ শান্তি নির্মমভাবে নিহত। বাংলায় আজকে আছে পাক ফৌজের পাশবিক অত্যাচার আর মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের রাইফেল মেশিনগানের গোলাগুলি। আজ বাংলাদেশ এক বিশাল রণক্ষেত্র। ৭ মাস ধরে বাংলার মানুষ রাতে ঘুমুতে পারে নাই। আহারের কোন প্রেরণা পায় নাই। বাংলার চাষীরা মেঠো গান ভুলে গেছে। রাখালেরা আর মাঠে মাঠে বাঁশী বাজায় না। শিশুদের খেলাধূলা বন্ধ হয়ে গেছে। মাঝিদের ভাটিয়ালী গানে নদী মাতৃক বাংলা আর মুখরিত হয়ে উঠে না। যাত্রা থিয়েটার বাংলা থেকে বিদায় নিয়েছে পল্লগীতি, লোকগীতি, বাউল, মুর্শিদী কীর্তনের জন্মভূমি বাংলা আজ প্রতিহিংসা পরায়ন। অত্যাচারী জালেমশাহীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সৈনিক। বাংলায় লুণ্ঠনকারী আর ডাকাতেরা বড়লোক হয়েছে, লক্ষপতি হয়েছে, আবার অনেক ধনী পথের কাঙ্গাল হয়েছে। নির্বিচারে নিরপরাধ জনতাকে হত্যা করা হয়েছে, আর অপরাধীরা রাজাকার হয়েছে। এখনও বাংলায় গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, ধলেশ্বরী, তিস্তা প্রবাহিত হয় কিন্তু তার পানি লাল। বাংলার শ্রমিকেরা চাকরী হারিয়েছে, কৃষকরা জমি ছেড়ে চলে গেছে। ছাত্র সমাজ স্কুল-কলেজ ছেড়ে দিয়েছে। বাঙালী দোকানদার দোকান ছেড়েছে। বাংলা আজ মুক্তি যোদ্ধা।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
সংগ্রামী বাংলা ১ম বর্ষ : ২য় সংখ্যা	২৭ নভেম্বর, ১৯৭১	সংগ্রামী জনসাধারণের দায়িত্ব

সংগ্রামী জনসাধারণের দায়িত্ব

পুরাকাল থেকে আজ পর্যন্ত যুদ্ধে, বিপ্লবে বা রাজনৈতিক বিদ্রোহে কতিপয় পবিত্র নিয়ম ও ধর্মীয়নীতি পালিত হয়ে আসছে নিষ্ঠার সঙ্গে—

১) নারী, শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্ন, কাউকে হত্যা করতে নেই।
২) নিরপরাধ কাউকে বা একের অপরাধে অপরকে হত্যা করা ঠিক নয়।
৩) শত্রু আত্মীয় হলেও তাকে ক্ষমা করা যায় না।
৪) চুরি. ডাকাতি, লুটপাট, নারীহরণ বা নারী ধর্ষণ গুরুতর অপরাধ।
৫) স্কুল কলেজ, হাসপাতাল, মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, কলকারখানা. লাইব্রেরী পুরাকীর্তি ঐতিহাসিক কীর্তি, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, বাগান, ক্ষেত, খামার, গৃহ পালিত জীব ধ্বংস করা, জাতীয় সম্পদ নষ্ট করার সামিল।
৬) আশ্রিত বা অতিথি বা আত্মসমর্পণকারীকে হত্যা করা ধর্মনীতি বিরোধী।
৭) সেবা প্রতিষ্ঠানের কর্মী, স্থপতি, ডাক্তার, শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাংবাদিক, বিদেশী বা রাষ্ট্রদূত অবধ্য।
৮) কারো বাড়ীঘরে আগুন দেওয়া অন্যায়, কেননা একজনের অপরাধে, অন্য কয়েকজন নির্দোষ ব্যক্তি গৃহহারা হতে পারে।
৯) ব্যক্তিগত শত্রুতার জন্যে বিপ্লবের সুযোগে কাউকে হত্যা করা বা তার সম্পত্তির ক্ষতি করা বিরাট অপরাধ।
১০) বিষ, রোগজীবাণু দ্বারা কাউকে হত্যা করা বা কারো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হানি করা অন্যায়।
১১) নিরপেক্ষ সরকারী কর্মচারী বা কোন নিরপেক্ষ লোককে হত্যা করা অন্যায়।
(সাধারণতঃ মহাযুদ্ধে, বিদ্রোহে বা গৃহযুদ্ধে এসব নিয়ম কদাচিত পালিত হয়।)

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
অগ্রদূত★	২০ অক্টোবর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ৮ম সংখ্যা		

সম্পাদকীয়

বৃহস্পতিবার, ১৪ই অক্টোবর মতে বাংলা ২৭শে আশ্বিন দুপুর ১২ ঘটিকায় গায়েবী বাণী থেকে প্রচারিত হল বাংলার ভাগ্যাকাশের দুষ্টগ্রহ জাতির অভিশপ্ত কুখ্যাত ডিকেডী শাসনের নায়ক ও জল্লাদ ইয়াহিয়ার পথিকৃত আয়ুবের পদলেহী কুকুর আঃ মোনেম খাঁ আহত ও ঢাকা হাসপাতালে শায়িত। আর সন্ধ্যায় স্বাধীন বাংলা রেডিও থেকে প্রচারিত হলো কোন দুইজন দুঃসাহসী বঙ্গবীরের দুর্বার অভিযানের শিকার বাংলার ভূতপূর্ব কুখ্যাত সুবাদার আঃ মোনেম খাঁ আহত ও মৃত এবং তার প্রতিধ্বনি শোনা গেলে সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বেতার কেন্দ্রগুলি থেকে। গত প্রায় সাত মাস থেকে বাংলার জল স্থল মাঠ ঘাট পথ প্রান্তর থেকে আরম্ভ করে বাংলার জীর্ণ পর্ণ কুটিরের অভ্যন্তর পর্যন্ত কেবল হত ও আহতের লীলা ক্ষেত্র পূত গন্ধে ও আর্তনাদে এ শ্যামল বঙ্গভূমির আকাশ বাতাস বিষাক্ত ও ভারাক্রান্ত। এর পরশ খেলে ইথারের অনন্ত তরঙ্গমালার প্রত্যেকটির সঙ্গে। বাংলার বুকে সময়ের প্রবাহে হত আর আহত যেন আজ একটি অমানবীয় প্রাকৃতিক নিয়মের নির্ঘটন বলে প্রতিয়মান। এই অগনন হত ও আহতের মধ্যে ব্যক্তি বিশেষের উপর মন্তব্য ও আলোচনা অতি বিরল ও অনাকর্ষণীয়। কিন্তু তবুও সেদিন মোনেমীদের যে আলোচনা শোনা গেল শুধু এদেশের মানুষের কণ্ঠ থেকে নয় দেশ-বিদেশের নানা বেতার যন্ত্রের মধ্য থেকে তা যেমনি কলঙ্কময় ও লজ্জাকর, তেমনি দৃষ্টান্তমূলক ও এদেশের বর্তমান এবং ভবিষ্যত মীরজাফরদের এক করুণ পরিণতির হুশিয়ারী সংকেত। গত ২৩ বৎসরে বাংলার সুবাদারী মসনদে পাক শাসকচক্র অনেককে বসিয়ে দিয়েছিল কিন্তু এ মসনদে কেউ স্থায়ী হতে পারেনি— এ যেন ছিল তাদের রঙ্গমঞ্চের আসন কিন্তু সুবাদারদের মধ্যে সবচেয়ে যে সুযোগ্য বলে বিবেচিত সে হয়েছিল সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী। কারণ প্রভুদের সন্তুষ্ট করার জন্য তার অভিধানে 'না' বলে কিছু ছিল না।

প্রভুদের তুষ্ট করার জন্য স্বজাতির সর্বনাশের পথকে সে সুপ্রশস্ত ও সুগম করতে এক সময় এ দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাশীল ও প্রতাপশালী ছিল সেও কালের স্রোতে তাল না পেয়ে ছিটকে পড়েছিল পার্শ্বে। তবুও কি সে শেষ পর্যন্ত পারল নিজেকে ধরে রাখতে? না— ইতিহাসের গতি রোধ করবে কে ?

★ অগ্রদূত : স্বাধীন বাংলার মুক্ত অঞ্চলের সাপ্তাহি মুখপত্র। সম্পাদক : আজিজুল হক। ব্যবস্থাপক : সাদাকাত হোসেন এম, এন, এ ও নূরুল ইসলাম এম, পি, এ। প্রধান পৃষ্ঠপোষক : জে, রহমান, মুক্তিফৌজ অধিনায়ক। প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী। রওমারী, রংপুর হতে সাইক্লোস্টাইলে প্রকাশিত।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
অগ্রদূত ১ম বর্ষ : ৮ম সংখ্যা	২০ অক্টোবর, ১৯৭১	মুক্ত অঞ্চলের পৌর সংস্থাগুলির পুনর্বিন্যাস

স্বাধীন বাংলার মুক্ত অঞ্চলের পৌর সংস্থাগুলির পুনর্বিন্যাস

রৌমারী, ১৯শে অক্টোবর—

(জোনাল অফিস সূত্র)

স্বাধীন বাংলার মুক্ত অঞ্চল রৌমারী থানার ইউনিয়নের পূর্ব পৌর সংস্থাগুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে উহার পুনর্বিন্যাস সাধনকল্পে বাংলাদেশ সরকার সাময়ীকভাবে নিম্নলিখিত প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ কর্মীকে চেয়ারম্যান হিসাবে মনোনীত করেছেন বলে সংবাদে প্রকাশ—

১) মিঃ আবদুল জলিল — দাতভাঙ্গা ইউনিয়ন
২) মিঃ দিদার হোসেন মোল্লা— শৌলমারী ,,
৩) মিঃ এবাদুল্যা মণ্ডল— বন্দবেড় ,,
৪) মিঃ নওশের আলী আকন্দ— রৌমারী ,,
৫) মিঃ মতিয়ার রহমান— যাদুর চর ,,
৬) মিঃ ছলিম উদ্দিন— রাজিবপুর ,,

প্রকাশ যে— মিঃ এবাদুল্যা মণ্ডল ও মিঃ ছলিম উদ্দিন এর পূর্বেও চেয়ারম্যান ছিলেন। ইউনিয়নের প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে একজন করে সভ্যকে মনোনীত করা হয়েছে। এইসব মনোনীত চেয়ারম্যান ও সভ্যমহোদয়গণ অতিশীঘ্র বাংলাদেশ সরকারের কার্যে সহায়তা করার জন্য ও স্থানীয় পৌর সমস্যা সমাধানের জন্য শপথ গ্রহণ করছেন বলে প্রকাশ।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
অগ্রদূত	২৭ অক্টোবর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ৯ম সংখ্যা		

সম্পাদকীয়

আমাদের মুক্তি যুদ্ধের বয়স এখন মাত্র সাত মাস পেরিয়ে আট মাসে পড়েছে। সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে আমাদের যুদ্ধের গতি, প্রকৃতি ও প্রসার দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে আরও অধিক পরিমাণে সাবলীল, দৃঢ় ও বহুল বিস্তৃতি লাভ করছে। আজ সারা বাংলার জল ও স্থল সুবিস্তৃত রণপ্রশস্তির এবং প্রতিদিন প্রতি প্রান্তর থেকেই আমরা পাচ্ছি আমাদের দুর্বার সাহসী, মুক্তি পাগল জোয়ানদের সাফল্য, রণনৈপুন্য আর শত্রু হননের নতুন নতুন সংবাদ। প্রতিটি সংবাদ দেশবাসীর মনে স্বাধীনতার আশার আলোকে করে তুলেছে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর— আর চরম বিজয়ের মুহূর্তটিকে করে চলেছে নিকট থেকে অতি নিকটতর।

যে কোন যুদ্ধে, বিশেষ করে মুক্তি যুদ্ধে রণনৈপুন্য ও গোলাবারুদের চেয়েও অধিক প্রসারিত ভূমিকা রয়েছে দেশের জনগণের উপর নিরোপিত নীতিসমূহের উপর। কারণ বর্তমান যুগের যুদ্ধের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত জনগণের মনস্তাত্তিক কাঠামোর উপর। আমাদের এ যুদ্ধ মুক্তির যুদ্ধ, জনগণের যুদ্ধ এবং জনগণের দ্বারা পরিচালিত ও এককণ্ঠে সমর্থিত এ যুদ্ধ।

পক্ষান্তরে বর্বর পাক সেনাদের এ যুদ্ধ ঔপনিবেশিকতাকে বজায় রাখার জন্য এবং শোষণ ও নিপীড়নকে স্থায়ী করার জন্য, তাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত তাদের পাশবিক শক্তি ও মুষ্ঠিমেয় দালালদের সমর্থনের উপর। এ ভিত্তি অত্যন্ত ক্ষীণ ও ক্ষণস্থায়ী।

শত্রু পক্ষের গৃহীত ব্যবস্থাবলীকে পরোক্ষভাবে আমাদের গৃহীত ব্যবস্থাবলী ও সংগ্রামের পরিপূরক বা সম্পূরক হিসাবে ধরে নেয়া যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ তাদের নিপীড়ন, দহন, হত্যা ও অবিশ্বাসের নীতিকেই উল্লেখ করা যেতে পারে। যখনই আমাদের মুক্তি বাহিনী কোথাও হানা দেয় তখনই তার প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে তারা নিরিহ নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের উপর অকথ্য নির্যাতন, নিপীড়ন, দহন ও হত্যাযজ্ঞের তাণ্ডবলীলার অবতারণা করে। তাদের এ নীতি উপনিবেশিক শক্তিসমূহের থেকেই অনুসৃত। আর বাঙ্গালী হলেই তাকে সন্দেহের চোখে দেখা। তাদের এই সব নীতি নিশ্চিতভাবে আমাদের সংগ্রামের ভিত্তিকে আরও মজবুত ও সংগ্রামকে দ্রুত করে তুলেছে। কারণ তাদের অনুসৃত নীতিসমূহ আমাদের জনগণের মনে যে প্রতিক্রিয়া ও মানসিক প্রস্তুতির প্রেরণা দিচ্ছে তা আমাদের সংগ্রামে বিশেষভাবে সহায়ক বলে প্রতিপন্ন।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
অগ্রদূত ১ম বর্ষ : ৯ম সংখ্যা	২৭ অক্টোবর, ১৯৭১	দুইজন কুখ্যাত পাক দালালের মৃত্যুদণ্ড

দুইজন কুখ্যাত পাক দালালের মৃত্যুদণ্ড

রৌমারী ॥ ২৬শে অক্টোবর।

আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি পরিবেশিত সংবাদে প্রকাশ অদ্য চিলমারীর কুখ্যাত পাক দালাল পঞ্চু মিয়া ও ওয়ালী মোহাম্মদ মুক্তিফৌজ অধিনায়ক কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয় এবং রৌমারীতে বিকাল সাড়ে চার ঘটিকার সময় মুক্তি ফৌজের আঞ্চলিক সদর দপ্তর প্রাঙ্গণে শেষ সীমান্তে মুক্তিফৌজের ফায়ারিং স্কোয়াডের সম্মুখে এই দালাল দুইজনকে হাজির করা হলে হাজার হাজার লোক তাদের মৃত্যুদণ্ডাদেশ পালন দেখতে হাজির হয়। বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তারা স্বেচ্ছায় স্বীকার করে— চিলমারী ও উলিপুর থানার অধিকৃত অঞ্চলের শত শত লোকের জীবন নাশ, ধন সম্পদ লুণ্ঠন ও ঘরবাড়ীতে অগ্নি সংযোগ এবং অবলা নারীর অমূল্য সতীত্ব নষ্ট করতে তারা পাকবাহিনীকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছে। তাই তাদের আজ মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। এ থেকে সকল বঙ্গ বৈরী পাক দালালদের শিক্ষা পাওয়া উচিত যে, তাদের কৃতকর্মের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এ দণ্ডাদেশ থেকে পাক দালালদের রক্ষা করার ক্ষমতা দুনিয়ার কোন শক্তির নেই।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
অগ্রদূত ১ম বর্ষ : ১৩শ সংখ্যা	২৪ নভেম্বর, ১৯৭১	ঈদুল ফেত্‌র উদ্‌যাপন

ঈদুল ফেতর উদযাপন

রৌমারী ॥ ২২শে নভেম্বর।

আমাদের প্রতিনিধি পরিবেশিত সংবাদে প্রকাশ চাঁদ দেখার বিভ্রাটে গত ২১শে ও ২২শে নভেম্বর রোজ শনিবার ও রবিবার উভয় দিবস ঈদুল ফিতরের উৎসব উপলক্ষে উদযাপিত হয় এবং উভয় দিনে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। তবে প্রথম দিনের চেয়ে দ্বিতীয় দিনেই অধিক সংখ্যক লোক জামাতে শরিক হন।

রৌমারী ও তদসংলগ্ন মুক্ত অঞ্চলে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও স্বাভাবিক ধুমধামের সংগে মুসলমানদের বিশেষ পূর্ব ঈদুল ফেতর উৎসব উদযাপিত হয়। এ দিবস দুটিতে কোথাও থেকে কোনরূপ অপ্রীতিকর কোন ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। নামাজ শেষে ময়দানে জামাতের লোকজন এক বিশেষ মোনাজাতের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তি, পবিত্র মাতৃভূমির শত্রু কবল থেকে সর্বাঙ্গীন মুক্তি, মুক্তিযুদ্ধরত আমাদের বীর মুক্তি বাহিনীর আশু সাফল্য কামনা করা হয় এবং ঐ সঙ্গে যেসব মুক্তিযোদ্ধা প্রিয় মাতৃভূমির জন্য সাহাদত বরণ করেছেন ও বাংলার অসংখ্য জনগণ যারা বর্বর ইয়াহিয়া বাহিনীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে তাঁদের আত্মার পরিত্রাণ ও শান্তির দোয়া কামনা করা হয়।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
অগ্রদূত ১ম বর্ষ : ১৪শ সংখ্যা	১লা ডিসেম্বর, ১৯৭১	মিঃ শাহ আলমের মৃত্যুদণ্ড

নাজিম খাঁ হাইস্কুলের হেড মাষ্টার মিঃ শাহ্ আলমের মৃত্যুদণ্ড

উলিপুর ।। ৩০শে নভেম্বর।

আমাদের উলিপুর প্রতিনিধি পরিবেশিত সংবাদে প্রকাশ নাজিম খাঁ ইউনিয়নের আওয়ামী লীগ সংসদের সেক্রেটারী ও নাজিম খাঁ হাই স্কুলের হেড মাস্টার মিঃ আলমকে গত ২৭শে নভেম্বর রাজাকার বাহিনীর লোকেরা ধৃত করে পাক সেনাদের হস্তে অর্পণ করলে তারা এই বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ কর্মী ও প্রখ্যাত শিক্ষাবিদকে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে। ঐ দিবসই্ এই অঞ্চলের আরও সাত জন আওয়ামী লীগ কর্মীকে হত্যা করা হয়।

স্বদেশ প্রেমের অপরাধে যুবক মিঃ আলমের মৃত্যুদণ্ডে এই অঞ্চলের লোকজনের মধ্যে অত্যন্ত ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ দেশ প্রেমিক শহীদের আত্মার সঙ্গে আমাদের সহকর্মী মিঃ আলমের আত্মার শান্তি আমরা কামনা করি॥

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
মুক্তবাংলা★	২৩ অক্টোবর, ১৯৭১	আত্মসমর্পণের হিড়িক

আত্মসমর্পণের হিড়িক

২০শে অক্টোবর মনোহরদিস্থিত পাকবাহিনীর ঘাটি হইতে পলায়ন করিয়া বেঙ্গল রেজিমেন্টের ২২ জন ও ৭ জন রাজাকার অস্ত্র-শস্ত্রসহ মুক্তিবাহিনীর নিকট আত্মর্পণ করেন। সাক্ষাতকারে তাহারা আমাদের প্রতিনিধিকে জানান যে, মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার পবিত্র দায়িত্বে অংশগ্রহণ করার জন্য অনেক দিন হইতেই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। সুযোগ পাইলেই পাকবাহিনীর বাঙ্গালী সৈন্যগণ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করিবে। ইতিমধ্যেই কাপাসিয়া, কালীগঞ্জ, জয়দেবপুর, শিবপুর, রায়পুর থানাসহ বিভিন্ন স্থান হইতে আত্মসমর্পণের খবর আসিয়াছে।

"তোমরা আমাকে রক্ত দাও— আমি তোমাদের স্বাধীনতা দিব।"

★ মুক্ত বাংলা। সম্পাদনায় 'দ-জ'। মুক্তবাংলা প্রকাশনী, বাংলাদেশ। পত্রিকাটি শত্রুসেনা পরিবেষ্টিত বাংলাদেশের কোন স্থান থেকে সাইক্লোস্টাইলে প্রকাশিত এক পাতার ক্ষুদে পত্রিকা। সম্পাদকের নাম সাংকেতিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং প্রকাশকের ঠিকানা গোপন রাখা হয়েছে। এটি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বলে প্রতীয়মান হয়। বর্ষ ও সংখ্যা অনুল্লেখিত।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
মুক্তবাংলা	১ নভেম্বর, ১৯৭১	মুক্তিযোদ্ধার ডায়েরী থেকে

মুক্তিযোদ্ধার ডায়েরী থেকে

আমি মুক্তিযোদ্ধা— গোটা বাঙলা আমার রণাঙ্গন, বাঙলার প্রতিটি ঘর আমার একান্ত আপনার। বাঙলার পবিত্র মাটি আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। আজ কোন দল নেই মত নেই; একদল যাত্রী স্বাধীনতা সংগ্রামী একই আদর্শ শেখ মুজিব, একই নদ, বাঙলার মুক্তি বাঙলার স্বাধীনতা। তাই খুনী ইয়াহিয়ার লেলিয়ে দেয়া কুত্তাদেরকে হত্যা করে বাংলার মানুষের উত্তপ্ত তাজা রক্তের প্রতিশোধ নিতে আমি বদ্ধপরিকর। বাঙলার মুক্তি সংগ্রামে আমি সূর্যসেন তীতুমীর প্রীতিলতার সংগ্রামী উত্তরাধিকারী। রক্তের বিনিময়ে বন্ধুর কন্টকাকীর্ণ পথের অন্ধকার যবনিকা ভেদ করে রক্ত উষার রক্ত আলোকে উদ্ভাসিত করব শোষিত বাংলার নির্যাতিত মানুষেরে।

"শত্রুর সাথে কোন আপোষ নেই— চূড়ান্ত বিজয় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের মুক্তি সংগ্রাম চলবেই।"

— তাজউদ্দীন

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
মুক্তবাংলা	২৯ নভেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়

সম্পাদকীয়

সসাগরা রত্নসম্ভবা বিশ্বের মণিকোঠায় রক্তাক্ষরে দেয়া একটি নাম, একটি পরিচয়— স্বাধীন বাংলাদেশ। গণতান্ত্রিক সভ্য বিশ্বের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উদ্বুদ্ধ সাড়ে সাত কোটি বাংগালীর স্বীকৃত গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকার আজ একটি বাস্তব সত্য—সত্য চির অম্লান চিরঞ্জীব। বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়— বাংলার মানুষ মুক্তি চায়— বাংলার মানুষ অধিকার চায়, তাই লাখো শহীদের রক্তে গড়া বাংলাদেশ সরকার ও রক্ত শপথে দীপ্ত বাংলার মুক্তি পাগল প্রতিটি মানুষ বর্বর ইয়াহিয়ার হানাদার পশুদের হত্যা করে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে আসন্ন মুক্তির দিকে।

যাত্রাপথ যতই দুর্গম হউকনা কেন বাংলাদেশ সরকার— বাংলার বুদ্ধিজীবী, চাকুরীজীবী, ছাত্র-শিক্ষক, কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতি জনতা রক্তের বিনিময়ে সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশবাদ, পুঁজিবাদ, টাউট-বাটপার ও পা-চাটা দালালদের বিষ দাঁত ভেঙ্গে দিয়ে "মুক্ত বাংলার" বিমল আলোতে দশদিক উদ্ভাসিত করে শোষিত নির্যাতিত বাংলার মানুষের মানবাধিকার স্থাপন করবেই, করবেই, করবেই।

"জয় বাংলা— জয় বঙ্গবন্ধু— জয় মুক্তিযোদ্ধা"



"জনগণের ইচ্ছাশক্তির পতন নেই— পূর্ণ মুক্তি ও স্বাধীনতাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য"— তাজউদ্দীন

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
মুক্তবাংলা	২ ডিসেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়

সম্পাদকীয়

আমি মুক্তিযোদ্ধা। বিশ্বের অত্যাচারিত শোষিত—নিপীড়িত জনগণের অধিকার আদায়ের যুদ্ধে আমি একান্ত আপনার হয়ে জনগণের পাশে ছিলাম— আছি, থাকবো।

জল্লাদ ইয়াহিয়ার হানাদার পশুদের নারকীয় হত্যাযজ্ঞের হিংস্র থাবা আজও চলছে বাংলার পথে-ঘাটে-মাঠে। তাজা মগজের রক্তপিণ্ড আজও লেগে আছে ঘরের দেয়ালে দেয়ালে। আজও চলছে নারী-পুরুষ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার জীবন্ত সমাধি, ধর্ষিতা হচ্ছেন বাংলার মা বোন। ছিনিয়ে নেয়া দুধের শিশুর আর্তনাদে দিশেহারা হচ্ছেন বাংলার দুঃখিনী মা। পিষ্ট হচ্ছেন আযান রত মুয়াজ্জিন। কিন্তু আমি। আমি চে-গুয়েভারা, হো-চি-মিন, ফিদেল কাষ্ট্রো, শেখ মুজিব। আমি পশু শক্তির সম্মুখে— জীবন্ত সন্ত্রাস। পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের মুখে হারিকেন, টর্ণেডো–সাইক্লোন। আমি হত্যা করবো—ধ্বংস করবো জল্লাদ ইয়াহিয়ার পশু শক্তিকে। রক্তের বিনিময়ে গেয়ে যাবো জীবনের জয়গান।

স্বাধীন গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধে প্রতিটি মুক্তিকামী মানুষের ইস্পাত দৃঢ় মনোবল রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্য্যায়ে আমরা উপনীত। জয় আমাদের সুনিশ্চিত। "জয় বাংলা, জয় মুক্তিযোদ্ধা— জয় শেখ মুজিব"



"রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো— এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বই ইনশাআল্লাহ।" —বঙ্গবন্ধু

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জাগ্রত বাংলা★	৩০ অক্টোবর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ৫ম সংখ্যা		রাজাকার দর্পণ

সম্পাদকীয়

রাজাকার দর্পণ

হানাদার জঙ্গীশাহী বাংলাদেশে পঁচিশে মার্চে অতর্কিত বর্বর হামলায় লক্ষ লক্ষ নিরীহ বাঙ্গালী হত্যা করিয়াও যখন কোন প্রকার কুলকিনারা করিতে পারিলনা তখন জোর জবর দস্তি করিয়া বেয়নেটের আগায় ভয় দেখাইয়া দালালদের সহায়তায় হাজার হাজার বাঙ্গালী যুবকদের রাজাকার বাহিনীতে ভর্তি করিতে থাকে। বাঙ্গালী দিয়া বাঙ্গালী হত্যা, বাঙ্গালী দিয়া বাঙ্গালীদের সহায় সম্পদ লুট ও ঘরবাড়ী জ্বালান এবং বাংলার মা বোনদের বেইজ্জত করিবার মৌল উদ্দেশ্যে বহু সংখ্যক রাজাকারকে তাহাদের মা-বোন স্ত্রীদিগকে পশ্চিমা নরপশুরা ভোগের জন্য সরবরাহ করিতে বাধ্য করিয়া আসিতেছে। অনেক যুবকের সম্মুখেই মা-বোন-স্ত্রীকে পাশবিক অত্যাচার চালাইয়াছে এবং যুবকদের ধরিয়া লইয়া বল পূর্বক রাজাকারে ভর্তি করিয়াছে। চোখের জল ফেলিয়া এমন আক্ষেপ উক্তি করিয়াছেন বহু সংখ্যক পলাতক রাজাকার।

প্রাণের ভয়ে অবস্থার বেগতিক পরিবেশে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও বহুলোক রাজাকার হইয়াছে। কিন্তু অত্যাচারের ভয়ে ও রাজাকার হইয়াও যখন অত্যাচার হইতে রক্ষা পাওয়া যায়না— লাঞ্ছনা-গঞ্জনা বা নির্যাতন চালাইতেছে সমানহারে তখন আর কি করার থাকে ? তাই মরিয়া হইয়া প্রতিদিন বহু রাজাকার বিভিন্ন এলাকা হইতে পালাইতেছে। তাহারা অন্তত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া মরিতে চায়। দেশ মাতৃকার নামে প্রাণ বলি দিতে সুযোগ বুঝিয়া অস্ত্রসহ অনেকেই মুক্তি বাহিনীতে যোগদানও করিতেছে।

অত্যাচারীর একই মাত্র পরিচয়— সে নির্মম নির্যাতনকারী। মানুষের আকার হইলেও আসলে পশুত্বপূর্ণ তাহার আচরণ। তাই রাজাকাররাও রেহাই পাইতেছেনা জল্লাদদের নির্যাতন হইতে। পালাতক রাজাকারদের বাড়ীঘর পুড়াইয়া নিশ্চিহ্ন করিতেছে — বাড়ীতে ছেলে বুড়া মা-বোন-স্ত্রী, যাহাকে পাইতেছে— ধরিয়া নিয়া চালাইতেছে অমানুষিক নির্যাতন ও পাশবিক অত্যাচার। এমনকি বহু রাজাকারের বাড়ীতে কোন লোকজন গ্রেফতার করিতে সক্ষম না হইয়া তাহাদের প্রতিবেশী যাহাকে পাইতেছে তাহাকেই ধরিয়া নিয়া যাইতেছে। ভাইকে দিয়া ভাইয়ের বুকেই গুলী চালাইবার জন্যই বাঙ্গালীদিগকে রাজাকারে ভর্তি করা হইতেছে। অন্য কথায় বলা যাইতে পারে শাক দিয়া শাক নিপাত করা। তাতে রাজাকারদের যদি বিবেক

★ জাগ্রত বাংলা : মুক্তিফৌজের সাপ্তাহিক মুখপত্র। ময়মনসিংহ জেলা ও উত্তর ঢাকার বেসামরিক দপ্তর আসাদ নগর (ডাকাতিয়া) থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত। পত্রিকাটি শত্রু সেনা পরিবেষ্টিত বাংলাদেশ হতে সাইক্লোস্টাইলে প্রকাশিত। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি : হাফিজউদ্দিন আহমেদ।

জাগ্রত হয়— আর তাহাদের আত্মা, বলিয়া ওঠে—না, আর নয়, ভাই হইয়া ভাইকে আর হত্যা করিবনা। মা বোনের ইজ্জত বিদেশী পশুদের এমনি করিয়া আর নষ্ট করিতে সাহায্য করিব না।

পশু শক্তির নির্মম আঘাতে একটা জাতির জাগ্রত বিবেককে ধ্বংস করা যায় না। যে রাজাকারকে স্বাধীনতা রক্ষাকারী বাঙ্গালী হত্যা করিবার হাতিয়ার করিয়াছে, তাহারাই অবশেষে নরপশু পশ্চিমা কসাইদিগকে হত্যা করিয়া বাংলার মা-বোনের ইজ্জত, ধন-মান সহায় সম্পদ রক্ষা করিতে অগ্রসর হইবে এটা তাহাদের ন্যায়ের পথে সুষ্ঠু মানবিকতারই বিকাশ ও অন্ধকার হইতে আলোর পথে পদক্ষেপ; যাহারা কাণ্ডারী তাহাদের ধৈর্য্যশীল হইতে হইবে। আর ভুল পথের যাত্রীরা চাহিয়া দেখ, এই শ্যামল বাংলা — এদেশ আমার এদেশ তোমার। দেশের শ্যামল প্রান্তরে জল্লাদের হিংস্র আক্রমণে রক্তের উত্তাল তরঙ্গ বহিতেছে; পশু শক্তির লেলিহান শিখা দাউ দাউ করিয়া জ্বালাইয়া পুড়াইয়া শেষ করিতে চাহিয়াছে একটা জাতিকে। দেখ, তোমার আমার রক্তে একই ধারা বহিতেছে। বিবেকের আগুনে দগ্ধ কর তোমার আত্মাকে। বিদ্রোহ কর। হানাদারদিগকে রুখ! হত্যা কর! বাংলা মায়ের কলিজা ঠাণ্ডা কর নরপশুদের তাজা রক্তে। দেখিবে তাহাতে মরণেও সুখ; মরিয়াও আবার জন্ম নিবে বাঙ্গালীর ঘরে। মুক্ত বাংলার সুর্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে হাসি ভরা মুখ; জয়টীকা আঁকা থাকিবে তোমার ললাটে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জাগ্রত বাংলা ১ম বর্ষ : ৫ম সংখ্যা	৩০ অক্টোবর, ১৯৭১	নিয়াজীর গোপন রিপোর্ট ফাঁস

নিয়াজীর গোপন রিপোর্ট ফাঁস

মুজিবনগর ৮ই কার্তিক। তথাকথিত পাকিস্তানের "খ" এলাকার সামরিক প্রধান লেঃ জেঃ এ, কে, নিয়াজী ইসলামাবাদে ইয়াহিয়ার নিকট এক গোপন রিপোর্ট প্রেরণ করেছেন। উক্ত রিপোর্ট মুজিবনগরে প্রকাশ করা হয়।

(স্টাফ রিপোর্টার)

নিয়াজী লিখেছেন, আমরা ইজ্জত বাঁচাবার জন্যে লড়ছি — সৈন্যগণ দীর্ঘদিনের ব্যস্ততায় বড় ক্লান্ত, সৈন্যদের মনোবল ভেঙ্গে পড়েছে; অত্যাধিক দৌড়াদৌড়িতে স্বাস্থ্যও ভেঙ্গে পড়েছে, উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীরা পরিদর্শনে এলে সৈন্যেরা স্বস্তি বোধ করে কিন্তু কেউ আসছেন না। নিয়াজী লিখেছেন, বিদ্রোহীরা এখন খুবই তৎপর। আর নতুন সৈন্য পাঠালে ভাল হয়। রাজাকারদের উপর নির্ভর করা যায় না। ওরা প্রথম সুযোগেই বিদ্রোহীদের কাছে আত্মসর্পণ করতে শুরু করেছে। জনসাধারণের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না, মালিকের মন্ত্রিসভার উপরও আস্থা স্থাপন করা যায় না। বিদ্রোহীরা পুল ধ্বংস করে, নৌপথে অচলাবস্থার সৃষ্টি করে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। এখন শুধু বিমান বাহিনীর উপরই যা ভরসা — কিন্তু সীমান্তে পরিস্থিতি খুবই জটিল; ভারতের সাথে যুদ্ধ বাধলে বিমান হামলাও সম্ভব হবেনা।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জাগ্রত বাংলা ১ম বর্ষ : ৫ম সংখ্যা	৩০ অক্টোবর, ১৯৭১	জনসভা

জনসভা

টাঙ্গাইল, ২৩শে অক্টোবর। অদ্য টাঙ্গাইল জেলার মুক্তাঞ্চলে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, পাবনা জেলার মুক্তিবাহিনীর প্রধান তত্ত্বাবধায়ক বাংলার বীর সন্তান জনাব আবদুল কাদের সিদ্দিকী সাহেব। সভায় বক্তৃতা করেন টাঙ্গাইলের বেসামরিক প্রধান ও ছাত্রনেতা জনাব আনোয়ার-উল-আলম শহীদ ভাই। শহীদ ভাই তাঁর বক্তৃতায় বলেন, যে ত্যাগতিতীক্ষা স্বীকার করে আমরা জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছি এ মুক্তিযুদ্ধকে সাফল্যমণ্ডিত করতে এর চেয়ে বেশী ত্যাগ তিতীক্ষার প্রয়োজন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় টাঙ্গাইলের মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতির কথাও উল্লেখ করেন। শহীদ ভাইয়ের ভাষণের পর প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণ দেন। প্রধান অতিথির তাঁর ভাষণে বিভিন্ন সহকর্মীদের নাম উল্লেখ করে বলেন, আমি জীবনে যা চেয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশী পেয়েছি। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্যে আমি আমার জীবনের শেষ রক্তবিন্দুটা পর্যন্ত দান করবো। তিনি বলেন, স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে আমাদের সকলকেই অস্ত্র হাতে নিতে হবে। এখনও আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি। অল্পদিনের মাঝেই আমাদের মার শুরু হয়ে যাবে। পাক সরকারের অত্যাচারের কথা উল্লেখ করে কাদের সাহেব বলেন, অত্যাচারীরা অত্যাচারের প্রতিফল পাবেই। তিনি বলেন, বাঙালীরা পূর্বের কোন ইতিহাসে হারেননি, জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাসেও আমরা হারব না, ৭০ হাত মাটির নীচেও যদি জঙ্গী চক্রেরা বঙ্গবন্ধুকে লুকিয়ে রাখে তবে সেই ৭০ হাত মাটির নীচে হতেও আমরা বঙ্গবন্ধুকে উদ্ধার করব; তাঁকে না উদ্ধার করে হাতিয়ার ছাড়বো না — যেদিন আমরা স্বাধীন হব, যেদিন মুজিব আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন সেদিন আমরা অস্ত্র ছাড়ব।

পরিশেষে তিনি রাজাকারদেরকে অচিরেই আত্মসমর্পণ করতে নির্দেশ দেন। যদি আত্মসমর্পণ না করে, তবে, তাদেরকে সমূলে উৎখাত করা হবে এ মর্মে হুঁশিয়ারী জানান।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জাগ্রত বাংলা ১ম বর্ষ : ৫ম সংখ্যা	৩০ অক্টোবর, ১৯৭১	মুক্তিযোদ্ধার জবানবন্দী

জবানবন্দী

— শফিকুল ইসলাম

সংগ্রাম আমাকে ডাক দিয়েছে। তার ডাকে সাড়া না দিয়ে আমি থাকতে পারিনা। মুক্তির গান গাওয়ার আমার খুবই ইচ্ছা। আমি বাংলাকে ভালবেসেছি, বাংলার প্রত্যেকটি তৃণলতার সাথে আমার আজন্ম, পরিচয়; কিন্তু বাংলা আজ পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ। তাই বাংলার দুর্যোগের দিনে আমি আপন স্বার্থে লিপ্ত থাকতে পারিনা। বাংলার শ্যামলিমা আমাকে ডাক দিয়েছে। পদ্মা, মেঘনা, যমুনার উচ্ছল তরঙ্গমালা আমাকে উৎসাহিত করেছে, কালবৈশেখীর উদ্দামতা আমাকে সমর্থন দিয়েছে। তাদের এ সম্মিলিত আহ্বানকে আমি অগ্রাহ্য করতে পারি না।

আমি একুশে ফেব্রুয়ারীতে শহীদ মিনারে দাঁড়িয়ে সত্য সুন্দরের নামে শপথ করেছিলাম এদেশের মানুষকে মুক্ত করে শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা কায়েম করার। আজ সেদিন এসেছে কিন্তু বন্দুক কামানের শব্দ শুনে ভীত হয়ে পিছিয়ে পড়লে শহীদরা আমাকে পরিহাস করবেন, ধীক্কার দিবেন আমার মানুষ্যত্বকে।

আমি বাংলার একজন জাতীয়তাবাদী ছাত্র। কিন্তু আজ বাংলার মাটিতে জঙ্গীচক্র ও হত্যাযজ্ঞ আত্যাচার চালিয়েছে তা বায়াফ্রা মাইলাই এর হত্যাযজ্ঞ ও অত্যাচার থেকে, ভয়াবহ, হিটলারের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প হতেও পাশবিকতায় বীভৎস! এরা বাংলার মানুষকে পথে নামিয়েছে, বাংলার মানুষকে রিক্ত করেছে, মাকে সন্তান হারা করেছে, বোনকে স্বামী হারা করেছে, বোনের সতীত্বকে নষ্ট করেছে; এরা বাংলার মাটির পবিত্রতা নষ্ট করেছে, বাংলার সবুজ শ্যামল প্রান্তর রক্তে রঞ্জিত করেছে, সোনার বাংলাকে শ্মশান করেছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্র হিসেবে কি করে আমি জঙ্গীচক্রের এ হেন হীন কার্য্যকে সমর্থন করব ? আজ যদি সংগ্রাম মুখর দিনে আমি অংশগ্রহণ না করি তবে কোথায় থাকবে আমার জাতীয়তাবোধ ? বাংলার শ্যামলিমা আমাকে অভিশাপ দিবে, বোনের আর্তক্রন্দন আমার ভবিষ্যৎ জীবনকে দুর্বিসহ করবে, বাংলার মানুষের শহীদী আত্মা আমাকে উপহাস করবে।

মরতে একদিন হবেই। তবে মৃত্যুকে কেন এত সংশয় ? আমি সে মৃত্যুর পক্ষপাতী যে মৃত্যু গৌরব ডেকে আনবে। পরপারের ডাক যার যেদিন আসবে সেদিন তাকে চলে যেতেই হবে; কিন্তু যখন শহীদী মৃত্যু লাভ করা যায় তখনই মারটা ভাল। কেননা, সে মৃত্যু ফুল হয়ে দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে থাকবে। পঁচিশের রাতের (মার্চ) ভয়াবহতায় অনেকেই মৃত্যুকে আঁকড়িয়ে ধরেছিলেন। তাঁরা জানতেন আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে যারা আদর্শভ্রষ্ট হয় তাদেরকে ইতিহাস ক্ষমা করে না। তাই মহান ব্রতকে সামনে রেখে কালরাত্রিতেই তাঁরা পৃথিবী হতে বিদায় নিয়েছেন। আমি এ আদর্শবাদী মুক্তিকামী শহীদদের রক্ত স্পর্শ করে শপথ নিয়েছিলাম, আজ কেমন করে আমি বিস্মৃত হই ?

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জাগ্রত বাংলা	১১ ডিসেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ৮ম সংখ্যা		যুদ্ধ ও শান্তি

সম্পাদকীয়

যুদ্ধ ও শান্তি

আপাত দৃষ্টে বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্রকেই অত্যন্ত শান্তিকামী বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে অনতিবিলম্বে যুদ্ধরত ভারত ও পাকিস্তানকে নিজ নিজ সৈন্য প্রত্যাহার এবং অস্ত্রসংবরনের প্রস্তাবটিতে সমর্থন জানানো হইয়াছে। যুদ্ধবিরোধী প্রস্তাব নিঃসন্দেহে সমর্থনযোগ্য আমরাও যুদ্ধের বিরোধিতা করি। আমরা জানি, যুদ্ধ মানুষের প্রগতি ও কল্যাণের পথে অন্তরায়। কিন্তু যুদ্ধেরও রকমফের রহিয়াছে; সমস্ত যুদ্ধই এক সারিতে পড়ে না। কোন জাতির উপর যুদ্ধ চাপাইয়া দেওয়াকে আমরা অন্যায় বলি। অন্যায়কে সুদৃঢ় ভাবে মোকাবিলা করিতে গিয়া যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া প্রয়োজন, তাহাকে বলি ন্যায়যুদ্ধ। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী চক্রের মোড়ল, ঐশ্বর্য্যশালী আমেরিকা যুদ্ধ চাপাইয়া দিয়াছে দরিদ্র ভিয়েতনামীদের ওপর। তাই ভিয়েতনামের মুক্তির লড়াই একটি ন্যায় যুদ্ধ। পৃথিবীর সত্যিকার শান্তিকামী মানুষেরা ভিয়েতনামবাসীদের পক্ষে সংবেদিত।

তেমনি বঞ্চিত, নির্যাতিত বাংগালীদের ওপরও যুদ্ধ চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সেইদিন ধর্ষিত বোন ও নিহত ভাইয়ের রক্ত ছুঁইয়া দেশকে মুক্ত করার শপথ নিয়াছিল যুগযুগের তন্দ্রাচ্ছন্ন নিরীহ বাংগালী। বিশ্বের নেতৃবৃন্দের কানে এইসব সংবাদ পৌঁছায় নাই বলিলে ভুল হইবে; যে কোন দেশের সাধারণ মানুষের কাছেও বেতার ও সংবাদ পত্রের বদৌলতে বিপুলা ধরণী অতি ক্ষুদ্র একটি গালফ বই কিছুই নহে। তবুও সকলে হঠাৎ আজ যুদ্ধের নামে এত উদ্বিগ্ন কেন ?

পাকিস্তানের জঙ্গীচক্র প্রায় এক কোটি বাংগালীকে শরণার্থীরূপে ভারতে পাঠাইয়া দিয়া ঐ দেশের অর্থনীতির ওপর বিপুল চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকৃত পক্ষে একটি যুদ্ধেরই সূত্রপাত করে। উপরন্তু কিছুদিন যাবত ভারত সীমান্তে গোলাগুলি করিয়া বিশ্ববাসীকে সে এই বলিয়া ধোঁকাও দিতে চাহিয়াছিল যে, তাহার যুদ্ধ ভারতেরই সহিত, বাংলাদেশের সহিত নহে। অবশেষে সে পুরাদমেই ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিয়া গেল। উহারই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতকে নিজ সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং গণতন্ত্রকামী বাংলাদেশের সাহায্যার্থে যুদ্ধে নামিতে হইয়াছে। এতদিন যাবত মিসেস গান্ধী যে সংযম দেখাইয়াছেন তাহা ইতিহাসে দৃষ্টান্ত বিহীন।

এদিকে আমেরিকা তাহার তাঁবেদার রাষ্ট্র গোঁয়ারগোবিন্দ পাকিস্তানকে চরম পতনের হাত হইতে বাঁচাবার জন্য নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়াছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন তাহা ভেটো প্রয়োগে বাতিল করিয়া দেয়। পরে বিষয়টি আমেরিকারই ইঙ্গিতে সাধারণ পরিষদে স্থান পায়। মার্কিন অর্থনৈতিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল রাষ্ট্রগুলি ইহাতে সমর্থন জানাইয়াছে। অবশ্য প্রস্তাবটি একান্তই পালনীয় নহে; এবং ভারত জাতিসংঘের চোখ

রাঙ্গানীকে ভয় পায় না। অতএব পাকিস্তানের ধ্বংস অনিবার্য।

তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক গণচীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই পাকিস্তানের বিজয় কামনা করিয়াছেন। আমরাও ভুলিয়া যাই নাই সাম্রাজ্যলিপ্সু চীন ১৯৬২ সালে আক্রমণ করিয়াছিল ভারতকে এবং মাত্র কিছুকাল আগেও মানবতার অকৃত্রিম বন্ধু বৃহৎশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমান্তে বাধাইয়াছিল সংঘর্ষ।

পরিশেষে আমরা পৃথিবীর শান্তিবাদী রাষ্ট্র ও ব্যক্তিবর্গকে আহ্বান জানাই, তাঁহার যেন নিরপেক্ষতার ভান করিয়া অন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করা হইতে বিরত থাকেন।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জাগ্রত বাংলা ১ম বর্ষ : ৮ম সংখ্যা	১১ ডিসেম্বর, ১৯৭১	জনসভা

জনসভা

আঙ্গার বাজার, ২৬শে নভেম্বর।

বিকেল ৫টায় স্থানীয় কমিউনিটি সেন্টার প্রাঙ্গনে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মেজর আফসার উদ্দীন আহমেদ। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, সর্বহারা বাংলার স্বাধীনতার জন্যে আমরা যুদ্ধ করছি, যুদ্ধ করে যাব; দুর্ভাগা বাংলাদেশকে প্রাণের বিনিময়ে হলেও মুক্ত করব।

এক ঘোষণায় মেজর আফসার বলেন, শহীদদের পবিত্র নামের স্মরণে, আমলীতলাকে মমতাজনগর, মল্লিক বাড়ীকে মন্নাননগর, চালুয়াকে জহিরনগর বলে ডাকা হবে।

মজুতদার ও মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে মেজর আফসার কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন, সমাজের মুষ্টিমেয় ধনিক ব্যক্তি যারা মুনাফাবৃত্তি নিয়ে ৪০/৫০ টাকা দরে ধান বা টাকা লগ্নি করছে তাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে সমুচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তাদের দিন শেষ হয়ে গেছে। এখনও নিবৃত্ত না হলে কঠিন শাস্তির হাত থেকে এদেরকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

রাজাকারদেরকে অচিরেই আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দিয়ে তিনি বক্তৃতা সমাপ্ত করেন।

জনসভা

ভালুকা

১০ই ডিসেম্বর। বিকেল চারটায় স্কুল প্রাঙ্গনে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালনা করেন অধিনায়ক আফসার উদ্দিন আহমেদ। সভায় বক্তৃতা করেন 'জাগ্রত বাংলা' পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি জনাব হাফিজ উদ্দিন আহমেদ, ভালুকা থানা আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সভাপতি জনাব কুতুবউদ্দিন আহমেদ, ভালুকা থানার সি, ও, (রেভ) সাহেব ও জনাব ওমর আলী এবং আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ।

জনাব হাফিজউদ্দিন শহীদদের প্রতি তার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন, বাঙালীর এ সংগ্রাম প্রকৃত পক্ষে শুরু হয়েছিল বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে। মায়ের ভাষাকে সরকারী ভাষায় প্রতিষ্ঠিত করার দাবী নিয়ে তারা পাকিস্তানী শাসকদের কাছ থেকে উপহার পেয়েছিল বুলেট ও বেয়নেট। তখন থেকে আজ পর্যন্ত বাঙ্গালী রক্ত দিয়েই চলেছে। আর এরই ফলে জন্ম নিয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ।

তিনি জনগণকে হুঁশিয়ারী জ্ঞাপন করে বলেন, আমাদের এই স্বাধীনতা যেন পাকিস্তানের মত স্বাধীনতায় পর্যবসিত না হয়। ৪৭ সালে আমরা পাকিস্তান চেয়েছিলাম শোষণের অবসানকল্পে, আমাদের মধ্যেই অপর এক শ্রেণী স্বাধীনতা চেয়েছিল শোষণের রাজত্ব বহাল ও মজবুত করার জন্যে। আজ সে সব চোর গুণ্ডা বদমায়েসদের আমরা নির্মূল করছি সত্যিকার স্বাধীনতার আশায়, শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েমের উদ্দেশ্যে।

এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন, অর্থনৈতিক মুক্তিই প্রকৃত মুক্তি। যে বৈষম্যের পাহাড় পাঞ্জাবী শোষকেরা গড়ে তুলেছিল, তাদের কবর হল তারই নীচে। এটা ইতিহাসের কাছ থেকে শিক্ষনীয় বস্তু। জনগণ যে লক্ষ্যে পৌছার জন্যে সংগ্রাম করে, সে লক্ষ্য থেকে সামান্যতম বিচ্যুতিও পতন ঘটায় স্বৈরাচারী পশুশক্তির।

জনাব হাফিজ উদ্দিন বলেন, আমরা এখন স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে; কিন্তু আসলে এটাই আমাদের শুরু, দেশের অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে গড়ে তুলতে হবে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ওপর ভিত্তি করে। এর জন্যে প্রয়োজন আরও ত্যাগ, আরও চেতনাশীল হওয়া।

পরিশেষে তিনি দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভালুকার তথাকথিত 'বাঘ'-এর ল্যাজ গুটিয়ে কুকুরের ন্যায় পশ্চাদপসরণের ব্যাপারটি উল্লেখ করেন। জনগণের সম্মিলিত শক্তি এই ভাবেই চারদিকে পতন ঘটিয়ে চলেছে অত্যাচারীর। তারা পিছনে ফেলে যাচ্ছে মানুষকে শোষণ করে করে জমিয়ে তোলা বিপুল ধন-সম্পদ। কিন্তু তবু তারা রেহাই পাচ্ছে না, কারণ গণ-আদালতের প্রখর সূর্যালোকে প্রতিটি চুলেরও ছায়া পড়ছে।

মেজর আফসার উদ্দিন সভাপতির ভাষণে জনগণকে তাদের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মুক্তিযুদ্ধে সামরিক বিভাগের সাথে অসামরিক জনতার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের ওপর তিনি বিশেষ জোর দেন।

বিপুল হর্ষধ্বনি, শ্লোগান ও করতালির মাধ্যমে সভার কাজ সম্পন্ন হয়। সবশেষে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত ও চূড়ান্ত বিজয়ের জন্যে পরম করুণাময়ের কাছে মুনাজাত করা হয়।

★ ★ ★

কয়েকটি নির্দেশ

১। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত মিত্রবাহিনীকে সাহায্য করুন।

২। কালবাজারির আশ্রয় নিবেন না; বাংলাদেশ সরকার কালবাজারিকে কোন দিন বরদাশ্‌ত করবে না।

৩। পশ্চিম পাকিস্তানী জিনিসপত্র পরিহার করুন।

৪। অপরাধীদের শাস্তির ভার কোন অবস্থাতেই নিজের হাতে নেবেন না। বাংলাদেশ সরকারই অপরাধীদের বিচার করবেন।

৫। বাংলাদেশ বেতার শুনুন।

—বাংলাদেশ সরকার।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জাগ্রত বাংলা ১ম বর্ষ : ৮ম সংখ্যা	১১ ডিসেম্বর, ১৯৭১	জনসভা

জনমত

—অগ্রদূত

সংগ্রামের শেষ মুহূর্ত উপস্থিত। সুদীর্ঘ দিনের সংগ্রামের পর সুনিশ্চিত সাফল্য আজ আমরা অর্জন করতে চলেছি। এ চূড়ান্ত সময়ের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেক। এ সময়ে সংগ্রামকে আমাদের এমনভাবে চালিয়ে যেতে হবে যাতে এতটুকু ক্রটি না হয়। সামান্যতম ভুলের জন্যও ভবিষ্যতের কাছে আমাদের জবাবদিহী করতে হবে।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন বলেছেন, শত্রুর উপর চূড়ান্ত আঘাত হানুন; পরবর্তী বংশধররা যেন না বলতে পারে উপযুক্ত সুযোগ ও আহ্বান পেয়েও তার সদ্ব্যবহার হয়নি।

আজ বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতের দুঃসাহসী সেনারা আমাদের মুক্তিসংগ্রামকে ত্বরান্বিত করার জন্যে বর্বর হানাদারদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছেন। মৈত্রী ভাবাপন্ন এ-উদ্যোগ সংগ্রামের এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। এটা আমাদের পরম সুযোগ। এ সুযোগে মিত্রবাহিনীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অগ্রসর হলে শিগ্‌গিরি আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছে যাব। এখন কাজ হবে : শত্রুর সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দিয়ে তার উপর সর্বশেষ আঘাত হানা।

অপরাধীদের শাস্তি ও বিচারের ভার বাংলাদেশ সরকার নিয়েছেন তাই সমস্ত ভেজাল মুক্ত হয়ে একমুখো চলার এ সুযোগ হেলায় হারানো উচিত নয়।

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি দেশবাসীদের পক্ষ থেকে আমাদের আবেদন, আপনারা শত্রুর উপর চূড়ান্ত আঘাত হানুন। পদ্মফুল তুলতে গেলে যেমন কাঁটার ঘা'টি খেতে হয় তেমনি স্বাধীনতা অর্জন করতে বহু কষ্ট ও আত্মত্যাগ করতে হয়; এটাকে কেউ হাতে তুলে দেয়না। যারাই এ শেষ মুহূর্তে মহান মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে চায় তাদেরকে সহাস্য বদনে সে সুযোগ দিবেন; কেননা আমাদের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম দেশবাসীকে এক নির্দেশে বলেছেন, সংগ্রামের এ শেষ মুহূর্তে আপনারা মুক্তি ও মিত্রবাহিনীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শরীক হউন। গৌরব আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছে— জয়বাংলা।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জাগ্রত বাংলা ১ম বর্ষ : ৮ম সংখ্যা	১১ ডিসেম্বর, ১৯৭১	শত্রু পরিত্যাক্ত ভালুকা

শত্রু পরিত্যাক্ত ভালুকা

বাংকার, বাংকার, শুধুই বাংকার। যেদিকে তাকানো যায়, চোখে একটা না একটা বাংকার পড়বেই। ভালুকার কুলাঙ্গার চান মিয়ার বাড়ীর উঠোনে তেমনি একটা বাংকার চোখে পড়লো। এতো চমৎকার ভাবে তৈরী এ বিবরটি যে, দিনের পর দিন এতে আশ্রয় নিয়ে থাকলেও বিপদের এতোটুকু সম্ভাবনা নেই। বাড়ীটির পশ্চিমদিকেও চার খানা বড় বড় বাংকার। এ সবের মধ্যে থাকা খাওয়া সবকিছুই চলতে পারে। এ থেকে বেরিয়ে নিরাপদে পালাবার পথও তৈরী রয়েছে। এক কথায় বাড়ীটি এতো সুরক্ষিত যে, একে একটা দুর্গ বলা চলে; ছাদের উপরও বাংকারের অস্তিত্ব তারই প্রমাণ।

বাড়ীটি থেকে বেরুলেই সামনে নদী। খেয়াঘাটের উপর রাস্তার মুখে বাংকার। দূর থেকে বুঝা যায় না ওখানে কোন শত্রু ঘাঁটি আছে কিনা। আর একটু পেরিয়েই কিছু বেড়ার ঘর, যেখানে রেজাকাররা থাকতো তাদের পরিবার নিয়ে। পরিবার পরিকল্পনা দপ্তর, সাব-রেজিষ্টার অফিস এ সমস্ত ঘরগুলোও একই কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে ওখানে পড়ে রয়েছে চাল, ডাল, মরিচ। কোন জায়গায় পড়ে আছে রান্না করা খাবার, খেয়ে নেবার সময় টুকুও পায়নি— পালাতে হয়েছে পাক সেনাদের পা-চাটা পোষা কুকুরের মত।

বাজারের পশ্চিম অংশে বহু বাংকার আর শেল্টার। দক্ষিণে ঈদগাহ মাঠটিও বিরাট বিরাট বাংকারে পরিপূর্ণ। মসজিদের দক্ষিণ পাশে দুখানা বাংকার জোড়া লাগানো; এক একটাতে গোটা পরিবার নিয়ে বাস করা যেতে পারে। বাজারের পর থানা। থানার পশ্চিম দিকে সুউচ্চ মাটির বাঁধ, বাঁধের আড়ালে বাংকার। মাত্র কদিন পূর্বেই একটি দালান তৈরি হয়েছে দশ ইঞ্চি পুরু দেয়ালে; পশ্চিমের দেয়ালটায় গুলি করার জন্যে ফোঁকর রাখা হয়েছে। শুধু থানাটিকে ঘিরেই পশ্চিমে বড় বড় ১০ খানা, দক্ষিণে ৭টা, পূর্বেও ১০ খানা ও উত্তরে ৪টি বাংকার। থানা এলাকার মধ্যবর্তী স্থানে মাটির নীচে একটি ঘর। ঘরটিতে চেয়ার, টেবিল, তক্তপোষ সবই পাতা রয়েছে। শোনা গেল পাক হানাদারেরা ওখান থেকে ওয়ারলেসে খবর পাঠাত। একটা ব্যাপার খুব অবাক হবার মত— পালিয়ে যাবার পূর্ব মুহূর্তে ওরা প্রতিটি অফিসের কাগজপত্রগুলো নষ্ট করে দিয়ে গেছে। থানার অফিস কক্ষেও একই কাণ্ড, কাগজপত্র নষ্ট অবস্থায় ইতস্ততঃ ছড়ানো।

থানার পূর্ব পাশ দিয়ে হাইওয়ে। গোটা হাইওয়েটাই বাংকার ও ট্রেঞ্চে একাকার। এসব দেখে স্বভাবতঃই মনে ভয় জাগে, নিরাপত্তার এতো সুন্দর বন্দোবস্ত থাকা সত্ত্বেও শত্রুরা পালিয়ে গেলো কেন ? মেজর আফসারের কাছে এ প্রশ্নের জবাব মিললো। তিনি বললেন, এক মাস যাবৎ আমরা তাদের এমনভাবে অবরোধ করেছিলাম যে, তাদের খাদ্য, পানীয় এবং সকলরকম সরবরাহের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তার ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ এবং

সাম্প্রতিক রাজনৈতিক-সামরিক পট পরিবর্তনের সামনে ওরা দিশেহারা হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে।

শত্রুর তৈরি একটা বাংকারে বসে বসে বিষয়টি লেখা চলছিলো। ভালুকা থানার রেভিনিউ সার্কেল অফিসার বললেন, পাক সেনারা ভালুকায় আসার দু'দিন পর আমাকে জোর করে ধরে এখানে আনা হয়। এরপর এখানে যা দেখেছি তা প্রকাশ করতে সংকোচ লাগে। চান মিয়ার সুযোগ্য পুত্র ধনু মিয়া এখানে না থাকলে এ অঞ্চল এতোটা ধ্বংসস্তুপে পরিণত হতো না। ধনু ও তার সঙ্গীরা একদিন ১৯ জন নারীর ওপর পাশবিক উৎপীড়ন চালায়।

চান মিয়া যাকে লোকে একসময় সমীহ করে কর্তা বলতো, পাক জঙ্গী চক্রের সেই বিশ্বস্ত কর্তা আজ নেই। তার বিশাল বাড়ীটা সমস্ত কুকীর্তির সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অনেক ঐশ্বর্য আর আসবাবপত্র গড়ে উঠেছিলো বাড়ীটাতে, যে ঐশ্বর্যের পরতে পরতে মানুষের রক্ত, ভারী ভারী গদিজোড়া আসন, যাতে গা রাখিলে আবেশে চোখ আপনি বুজে আসে— আলমারী ভর্তি পোষাক পরিচ্ছদ— অগণিত ট্রাঙ্ক, সুটক্যাশ— প্রতিটি কক্ষের একই সাজ। সবগুলো টেবিলের ওপর বিদেশী ম্যাগাজিন, অবসরবিনোদনের জন্যে বই, যেন সবাই একটুখানি বাইরে গেছে এখুনি এসে পড়বে।

কিন্তু তারা আর আসবে না। মুক্তিবাহিনীর ক'জন বীর জোয়ান সদর্পে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে বাড়ীটাতে।

কিছু রাত হতেই শোনা গেলো দূর থেকে 'জয় বাংলা' শ্লোগান। একজন শান্ত্রী মেজরের সামনে এসে স্যালুট জানিয়ে বললে, একদল রেজাকার এসেছে। জানা গেলো, ওরা ধীতপুরে সকালের দিকে আত্মসমর্পণ করেছে। মেজর তাদেরকে নিরস্ত্র করে আনতে বললেন। ৮০টা রাইফেল, ১টা ষ্টেনগান, একখানা এল,এম,জিসহ বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ পাওয়া গেলো ওদের কাছে। মেজর আফসারের কাছে অবশ্য এ ঘটনা খুবই স্বাভাবিক। মাত্র ক'দিন আগে তিনি 'জাগ্রত বাংলা'র প্রতিনিধির কাছে ব্যক্ত করেছিলেন, আর তিনদিন পর আপনারা মুক্ত ভালুকায় বসে রিপোর্ট লিখবেন।

মেজর আফসারের এ-দুরদর্শিতাই তাঁর যথার্থ পরিচয়। তাঁর প্রতিটি কথার পিছনে থাকে অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতার পিছনে কর্মের একটা প্রয়াস। সামরিক পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণে ভুলভ্রান্তি হয়তো তাঁর কখনও হয়েছে কিন্তু অদম্য নিষ্ঠা তাঁকে একের পর এক এনে দিয়েছে সাফল্যের বিজয় গৌরব। চারিত্রিক দৃঢ়তায় মেজর আফসার প্রকৃত সৈনিকের ন্যায়ই অনাড়ম্বর।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জাগ্রত বাংলা	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ৯ম সংখ্যা		গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মৈত্রী

সম্পাদকীয়

গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মৈত্রী

মনে হইতেছে, অনেক শব্দের যথাযথ অর্থ আমাদের জানা নাই। বিশেষ করিয়া বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হওয়ার পর হইতেই যে শব্দের যে অর্থ হওয়া উচিত, কিংবা আমাদের যাহা জানা ছিল, তাহা বাস্তবের সাথে ঠিক মিলিতেছে না।

কথাটি আরও ব্যাখ্যা করিয়া বলা দরকার। বিশ্ব রাজনীতিতে বৃহৎ শক্তির বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে। ছোট বড় সব রাষ্ট্রেরই আইনগত অধিকার সমান হইলেও ক্ষমতা অনুযায়ী প্রভাব ইহাদের বেশী। ইহারা নিজেদের রাজনীতি তথা অর্থনীতিসমূহের একেকটি নাম দিয়াছে। কথা হইতেছিল ঐসকল নাম লইয়া।

আমেরিকা দাবী করে তাহার নীতি শুদ্ধ গণতান্ত্রিক; চীন বলে সে সমাজতান্ত্রিক; এদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নকেও বলা হয় সমাজতান্ত্রিক দেশ। যতদূর জানি গণতন্ত্র কথাটার তাৎপর্য রাজনৈতিক; সমাজতন্ত্র মূলতঃ অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটি আদর্শবিশেষ। গণতন্ত্রে মানুষের মৌলিক রাজনৈতিক অধিকারসমূহ— যেমন, বাকস্বাধীনতা ও ভোটাধিকার— ইত্যাদি রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। সামজতন্ত্র মানুষকে অর্থনৈতিক শোষণ হইতে মুক্ত করে। প্রসঙ্গত বলা যায়, মানুষের দ্বারা মানুষের উপর যতরকম রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক অবিচার ও উৎপীড়ন, তাহা একমাত্র অর্থনৈতিক শোষণের ভিত্তি ভূমির উপরই দণ্ডায়মান। সেহেতু সত্যিকার সমাজতন্ত্রে গণতন্ত্রও নিহিত থাকে।

আমেরিকায় সমাজতন্ত্র নাই। সমাজন্ত্রের বিরুদ্ধে আমেরিকার চিরাচরিত যুদ্ধ ঘোষণার কথা কে না জানে। তথাপি মার্কিনী অপপ্রচারের বদৌলতে অনেকের একটা ধারণা জন্মিয়াছিল, হয়ত সেই দেশে গণতন্ত্র আছে কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আমেরিকার উলঙ্গ গণবিরোধী ভূমিকা দেখিয়া তাহারা নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্তে আসিবে যে, হয় আমেরিকা মিথ্যাবাদী, নতুবা গণতন্ত্র ইহাকেই বলে। আমরা বলিতে চাই, শেষোক্ত অনুমানটি ভুল নহে। কারণ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সহিত সংশ্লিষ্ট না থাকিলে 'নির্ভেজাল' গণতন্ত্রের ইহাই চেহারা।

গণচীনের ভিতরের খবর বাইরের পৃথিবী খুব কমই জানিতে পারে। পিকিং বেতারে যে সকল গালিগালাজ শোনা যায় এবং পিকিংয়ে প্রকাশিত যেইসব বিপ্লবী পুস্তকাদি পাওয়া যায়, তাহাতে অবশ্য না বুঝিয়া উপায় নাই যে, চীন একটি বিশুদ্ধ সমাজতান্ত্রিক দেশ; শোষিত, অনুন্নত জাতি এবং সর্বহারার সংগ্রামে সর্বত্রই তাহার সমর্থন উন্মুক্ত। কিন্তু এইবার আমাদের একটু খটকা লাগিয়াছে এইজন্য যে, বাংলাদেশের ঘটনাবলীকে চীন পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলিয়া অভিহিত করিয়াছে, মুক্তিযোদ্ধাদেরকে বলিয়াছে দুষ্কৃতকারী, তদুপরি 'সম্প্রসারণবাদী' ভারতকে দিয়াছে হুমকী।

চীনের আভ্যন্তরীণ বিষয় যতটা জানা যায় তাহাতে দেখি, ব্যক্তিপূজাই চীনা নীতির বিশেষত্ব। ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে গিয়া লিও শাউচী'র ন্যায় অসংখ্য সৎ ও প্রবীণ কমিউনিস্ট মাওসেতুংয়ের নিজস্ব বাহিনী 'লাল রক্ষী'দের হাতে লাঞ্ছিত। লাল রক্ষীরা চীনের সবচেয়ে সুবিধাভোগী একটি দল। মাও ও তাহার চীনা সমাজতন্ত্রকে টিকাইয়া রাখিবার জন্য উহারা যে কোন কাজ করিতে পারে। মাওয়ের এই বাহিনী তাঁহার দুর্বলতারই পরিচায়ক। নিশ্চয়ই চীনা অর্থনীতিতে এমন কোন ত্রুটি রহিয়াছে যাহা সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ হইতে কঠোর সমালোচনার যোগ্য; এবং এই সমালোচনাকে মাওসেতু ভয় পান বলিয়াই সেইখানে গণতন্ত্র পর্যুদস্ত।

সুতরাং ইহাই প্রমাণ হয় যে, আমেরিকার সমাজতন্ত্রহীন গণতন্ত্র যেমন একটি ভাঁওতা, তেমনই চীন-এর গণতন্ত্রহীন সমাজতন্ত্রও একটি ভাঁওতা। উভয়দেশের নীতিই প্রকৃতপক্ষে ফ্যাসিবাদ। আজ গণচীন ও আমেরিকা যে বিশ্ব রাজনীতিতে হাতে হাত মিলাইয়াছে তবু নতুন হইলেও বিচিত্র কিছু নহে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জাগ্রত বাংলা ১ম বর্ষ : ৯ম সংখ্যা	১ ডিসেম্বর, ১৯৭১	জনসভা

জনসভা

১০ই ডিসেম্বর। সদ্যমুক্ত গফরগাঁও যাওয়ার পথে দীঘা গ্রামের জনসমাবেশে মেজর আফসার এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করেন। দীঘা স্কুলে বহু সংখ্যক রেজাকার বন্দী অবস্থায় ছিল। মেজর আফসার সেখানে যেয়ে পৌছুতেই স্বতঃস্ফুর্ত জনতার ভীড় জমে যায়। স্কুল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এ সভাটিতে 'জাগ্রত বাংলা'র সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি জনাব হাফিজউদ্দীনও বক্তৃতা করেন।

অতঃপর ঐ দিনই অপরাহ্নে গফরগাঁও কলেজ প্রাঙ্গনে মেজর আফসারকে বীরোচিত সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্যে জনাব আরফানের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাবেশে মেজর আফসার ও জনাব হাফিজ উদ্দীন বক্তৃতা করেন।

মেজর আফসার দৃপ্ত কন্ঠে ঘোষণা করেন শেখকে মুক্ত না করা পর্যন্ত আমরা থামব না; প্রয়োজনবোধে পিণ্ডি পর্যন্ত যেয়ে হলেও আমরা তাঁকে ছিনিয়ে আনব। জনাব হাফিজ স্বাধীনতা সংগ্রামের সম্পূর্ণ ইতিহাস জনগণকে অবহিত করান। আফসার সম্পর্কে তিনি বলেন, মাত্র ১টি রাইফেল নিয়ে যাত্রা শুরু করে আজ এক বিরাট বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে তিনি দক্ষিণে কালিয়াকৈর (ঢাকা) ও উত্তরে ত্রিশাল পর্যন্ত রণাঙ্গন পরিচালনার দুরূহ ক্ষমতা অর্জন করেছেন; এ রকম শত শত আফসারের সমষ্টিতেই সম্ভব হতে চলেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

১১ই ডিসেম্বর। ত্রিশাল থানা আওয়ামী লীগ সভাপতির সভাপতিত্বে ত্রিশাল ডাকবাংলো মাঠে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মেজর আফসার।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জাগ্রত বাংলা	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১	জনমত
১ম বর্ষ : ৯ম সংখ্যা		

জনমত

॥ অগ্রদূত ॥

সেদিন আমাদের মুক্তিবাহিনীর জনৈক উচ্চপদস্থ মুক্তিযোদ্ধা অন্য একজন মুক্তিযোদ্ধাকে রূঢ়ভাবে ধমকাচ্ছিলেন। যাঁকে ধমকানো হচ্ছিল তিনি নাকি সেন্ট্রির দায়িত্ব ঠিক মত পালন করতে পারেন নি।

ঘটনা সামান্য। কিন্তু সামান্য ঘটনার সম্বন্ধেই জন্ম নেয় বৃহৎ ঘটনা। আজকের স্বাধীনতা সংগ্রাম এমনি সব সমন্বয় ঘটনার প্রতিবাদে বিদ্রোহ সংগ্রাম ব্যাপারটাও সামান্য কিছু ঘটনারই সমাবেশ— পোস্টার বক্তৃতা একটা বুলেট, ছোট এ কথা না বোঝার পিছনে 'পজিশন', ট্রিগারে সামান্য চাপ এ করেই সম্ভব। চলেছে বিরাট এক পরিবর্তন, সাড়ে সাত কোটি মানুষের চূড়ান্ত মুক্তি। কাজেই সামান্য এবং সাধারণ ঘটনাগুলোকে উড়িয়ে দেয়াটা নির্বুদ্ধিতার পরিনাম— পতন।

মুক্তিবাহিনীতে যে কোন সেনাবাহিনীর মতই যোগ্যতা অনুযায়ী পদ কিংবা পদবী থাকবে এইটেই স্বাভাবিক। কিন্তু সাধারণ সেনাবাহিনীর চেয়ে মুক্তিবাহিনীর গঠন আলাদা। তরুনরা এখানে নেহায়েত চাকুরীর জন্যে আসেনি। তবু ইয়াহিয়ার সৈন্যের মতো ভাড়ার সৈন্য নয়; তাদের অনুপ্রেরণার মূলে রয়েছে দেশাত্ববোধ। সুতরাং এখানে উচ্চ পদস্থ নিম্নপদস্থকে কর্কশ স্বরে ধমকাচ্ছে— এই যে একটা অগণতান্ত্রিক দৃশ্য, এটা একবারেই খাপ খায় না। বাংলাদেশের অর্থ পাকিস্তান থেকে আলাদা একখণ্ড জমি নয়, পাকিস্তানী আমলের কলুষিত ভাবধারা থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হবার জন্যেই বাংলাদেশ অগণতান্ত্রিক দেশের সামাজিক আচরণগুলোও অগণতান্ত্রিক আমলাসুলভ। আপনি হয়ত কারো সাথে প্রয়োজনীয় কাজে দেখা করতে চাইলেন— তিনি আপনাকে সহজেই দেখা দিতে পারেন, কিন্তু আপনাকে 'প্রপার চ্যানেল' নামের একটা ব্যুহ পেরিয়ে আসতে হবে। মানুষে মানুষে এই যে কৃত্রিম দূরত্ব, এটা কোন মতেই স্বাধীন দেশের রীতি হতে পারে না; সমাজতান্ত্রিক দেশের তো নয়ই।

ধরা যাক সেই সেন্ট্রিটা কর্তব্য পালনে ভুল করেছিল। বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে এতো স্বল্প সময়ের ফৌজী জীবনে ভুল না হওয়াই বরং অস্বাভাবিক। সেজন্যেই একজন বুদ্ধিমান যোদ্ধা তার সহযোদ্ধাকে ধমক দিয়ে অপ্রস্তুত ক'রে দেবে না, কিংবা তাকে খুব চড়া গলায় শাসিয়ে দিয়ে মজা পেতে চাইবে না, বরং তার ত্রুটিগুলো ঠাণ্ডা মাথায় শুধরে দিতে প্রয়াস পাবে। যেমন, এদিকে এসো, তোমাকে দেখিয়ে দিই কী ক'রে সেন্ট্রি দিতে হয়। এই যে আমি রাইফেল নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছি, তুমি ওদিক থেকে আসতে থাকো— হল্ট্। ঠিক আছে? লোকটা একটু দূরে থাকতেই 'হল্ট্' বলবে। বেশী কাছে এসে গেলে যদি ওর সাথে মারাত্মক অসুখ থাকে তবে কী দশাটা হবে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। এইটেই সবচেয়ে সুন্দর ও

কার্যকরী পন্থা; কারণ এরপর তার আর ভুল হ'তে পারে না এবং যা কিছু সুন্দর, তাই গণতান্ত্রিক।

মানুষের পারস্পরিক আচার-ব্যবহারের মধ্যে সামরিক অসামরিক ব'লে কিছু নেই। সেনা বিভাগ গোটা সমাজের একটি অংশ। কৃষি, শিল্প, পরিবহন ইত্যাদি বিভাগ যেমন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সমাজের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে সেনাবিভাগের বেলায়ও তাই। কিন্তু এটা অন্যান্য ক্ষেত্রের চেয়ে অনেক সময় বেশী গুরুত্বপূর্ণ এজন্যেই যে, যখন কোন পশুশক্তির আবির্ভাব ঘটে, তখন তা বল প্রয়োগে বিচ্ছেদ করার জন্যে সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া পথ থাকে না এবং ঠিক এজন্যেই সৈনিককে হতে হয় সবরকম অসুন্দর ও অন্যায়বিরোধী মানুষ। সবচেয়ে গণতান্ত্রিক মানুষ।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
রণাঙ্গণ★	৩০ অক্টোবর, ১৯৭১	বাংলাদেশকে ভিয়েতনাম সৃষ্টির অপচেষ্টা প্রতিরোধ করুন

বাংলাদেশকে ভিয়েতনাম সৃষ্টির অপচেষ্টা প্রতিরোধ করুন

॥ কে, জি, মুস্তাফা ॥

বাংলাদেশের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্বে দ্রুতগতিতে রাজনীতির পট-পরিবর্তন হয়ে গেছে। কম্যুনিষ্ট সমাজের ঘোর শত্রু সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে আঁতাত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে দুই শত্রু সমাজ একই সঙ্গে বসবাস করার রঙ্গীন স্বপ্ন দেখছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক নিক্সন চীন দেশ সফর করার যাবতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করার জন্য তার প্রতিনিধিকে চীনে পাঠিয়েছেন এবং অদূর ভবিষ্যতে তিনি চীন সফর করে তাদের দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব স্থাপন করার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে স্পষ্ট আভাস পাওয়া গিয়াছে। এই মৈত্রী স্থাপন হলে হয়তো ভিয়েতনামের দীর্ঘদিনের অশান্ত পরিস্থিতির অবসান ঘটবে এবং সেখানে শান্তি বিরাজ করবে।

কিন্তু একদিকে একটি দেশে শান্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে যেখানে সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে ঠিক সেই সময়ে অন্য একটি দেশের বুকে নতুন করে অশান্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করার যে অশুভ ইঙ্গিত প্রদান করা হচ্ছে তা পৃথিবীর যে কোন বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিকেই একবাক্যে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠা আবশ্যক।

বিশ্বের রাজনীতির অঙ্গনে— আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব একটি লক্ষ্যণীয় বিষয়। কোটি কোটি ডলার খরচ করে যুক্তরাষ্ট্র যে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ স্থাপন করে বিশ্বের রাজনীতিতে নাক গলিয়ে থাকেন তা তাদের ধূর্তপনারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। নিজের দেশের প্রস্তুতকৃত উদ্‌বৃত্ত সামরিক সাজ সরঞ্জাম বিক্রি করার মানসে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর বুকে সব সময় অশান্ত ও উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি বজায় রাখার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থেকে কাজ চালিয়ে যায়। আর তাদেরই শিকারে পরিণত হয় পৃথিবীর নিরীহ নিরস্ত্র মানুষের বুকের রক্তে এই হোলি খেলায় সামিল হয়।

অথচ বিশ্বের বিবেক সম্পন্ন জাতিসমূহ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের এই গর্হিত কাজের প্রতিবাদ না করে তাদেরই খপ্পরে পড়ে অযথা হয়রানি ভোগ করে আসছেন। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের ঘটনায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যে সাপ খেলায় মেতেছেন তার পরিণাম শুভ নয় তা

★ রণাঙ্গন : বাংলাদেশের মুক্তিকামী জনতার সাপ্তাহিক মুখপত্র। সম্পাদ—মুস্তফা করিম কর্তৃক বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত। প্রধান উপদেষ্টা মতিয়র রহমান এম, এন, এ। প্রধান পৃষ্ঠপোষক : করিমউদ্দিন আহমেদ এম, পি, এ।

প্রতিটি মানুষ মাত্রই অনুধাবন করতে পারেন। বাংলাদেশের নীল আকাশে কালো মেঘের আবরণ ঢেকে এক অনিশ্চয়তার অতল গহ্বরে বাংলাদেশকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

অপর পক্ষে কতিপয় সমাজবাদের ধারক বাহক কম্যুনিষ্ট দেশ বাংলাদেশের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন চাল চেলে যাচ্ছেন। একদিকে ভিয়েৎনামে যুদ্ধ থেমে যাবার শুভ ইঙ্গিত— অন্যদিকে বাংলাদেশে কতিপয় আন্তর্জাতিক দেশের অশুভ হস্তক্ষেপে নতুন ভিয়েৎনাম সৃষ্টির অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের কতিপয় রাজনৈতিক দল এই ডুগ ডুগির বাজনায় মেতে গিয়ে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করে কম্যুনিষ্ট প্রভাব বিস্তার করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

তাই বাংলাদেশের এই যুদ্ধের ধারা যাতে অন্যদিকে প্রবাহিত না হয় তার প্রতি গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারকে সর্বদা সজাগ থাকা প্রয়োজন। কোন প্রকারেই বাংলাদেশকে দ্বিতীয় ভিয়েৎনাম সৃষ্টি করতে দেওয়া হবে না। এই শপথই হতে হবে আজকের মুক্তি পাগল মানুষের প্রধান শপথ।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
রণাঙ্গন	৩০ অক্টোবর, ১৯৭১	প্রশাসনিক কাজ শুরুর দ্বিতীয় পদক্ষেপ

বাঙলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকায়

প্রশাসনিক কাজ শুরুর ২য় পদক্ষেপ

বাঙলাদেশের বিভিন্ন মুক্তাঞ্চলে গণপ্রজাতান্ত্রিক বাঙলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক কাজ পুরাদমে চলছে। রংপুর জেলার পাটগ্রাম ও হাতীবান্ধার বিস্তীর্ণ এলাকায় তার যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হয়েছে এবং সরকারী কর্মচারী নিজ নিজ দায়ীত্ব পালন করে চলেছেন। এই বিস্তীর্ণ এলাকায় জনসাধারণ বাঙলাদেশ সরকারের কর, খাজনা ইত্যাদি পরিশোধ করছেন।

এই এলাকায় প্রশাসনিক কাজ চালুর দ্বিতীয় পদক্ষেপ স্বরূপ সরকার ১টি হাই স্কুল ও ১৩টি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া শেখার জন্য স্কুলসমূহ খুলে নিয়মিত ক্লাশ পরিচালনা করছেন। ছাত্র সংখ্যা আশাতিরিক্ত ভাবে নিজেদের ক্লাশে যোগদান করছে। শতকরা ৮৫ জন ছাত্র নিয়মিত ক্লাশে যোগদান করে বলে খবর পাওয়া গেছে।

সত্বর এখানে কয়েকটি ডাকঘর প্রতিষ্ঠা করা হবে বলেও খবরে প্রকাশ।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
রণাঙ্গন	৩০ অক্টোবর, ১৯৭১	স্বাক্ষীগোপাল মন্ত্রীদের প্রতি একটি খোলা চিঠি

বাঙলাদেশের অধিকৃত এলাকার
স্বাক্ষী গোপাল মন্ত্রীদের প্রতি
একটি খোলা চিঠি—

মহামান্য মন্ত্রী মহোদয়গণ!

আপনারা আমাদের রক্তমাখা ছালাম গ্রহণ করবেন। বাংলাদেশের সবুজ, শ্যামল প্রান্তরে গ্রাম্য-চাষীদের ঘরে পান্তাভাত খেয়ে আপনারা মানুষ হয়েছেন। জন্মের পর থেকে মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে লেখাপড়া শিক্ষা করেছেন। আপনাদের মাতা অথবা পিতা কেহই পশ্চিমা বেনীয়ার ঔরষজাত নন। অথচ আপনারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধীতা করে গণহত্যার নায়ক জঙ্গী ইয়াহিয়া খানের উচ্ছিষ্ট অর্থের লোভে দালাল সেজে নিজেদের বিবেককে পশুর বিবেকে পরিণত করেছেন। কিন্তু আপনারা কি কখনো ভেবেছেন আপনাদের দিয়ে শুধু বাঙালী নিধন যজ্ঞেই সহায়তা করে নেওয়া হবে? ভবিষ্যতে বাংলাদেশের মাটি থেকে যখন ইয়াহিয়া গোষ্ঠীকে পাততাড়ী গুটে নিয়ে সুদূর ১২শত মাইল দূরে পশ্চিম পাকিস্তানে হিজরত করতে হবে তখন আপনারা বাঙালী গাদ্দার বলে তাদের দয়া থেকে পরিত্যক্ত হবেন। সেই সময় আপনারা কোন দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করবেন? পৃথিবীর কোন দেশই বাংলাদেশের গণহত্যার নায়কদের ভবিষ্যতে কোন আশ্রয় দিতে পারে না বলে ভবিষ্যত বাণী দানকারী পণ্ডিত ব্যক্তিরা মতামত ব্যক্ত করেছেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি অধিবাসীর আন্দোলন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ২৪ বছর পাঞ্জাবী পুঁজিপতি গোষ্ঠীর শাসন শোষণে অতিষ্ঠ হয়ে বাংলাদেশের মানুষ তাদের নাগপাশ থেকে মুক্ত হবার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। এ আন্দোলন বাংলাদেশে বসবাসকারী কোন বাঙালী অথবা অবাঙালী ব্যক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন নয়। কিন্তু সে স্বত্ত্বেও কতিপয় ব্যক্তি ধর্মের দোহাই দিয়ে পাঞ্জাবী গোষ্ঠীর যে দালালী করে আসছেন সে সম্পর্কে আমাদের মতামত হচ্ছে ধর্ম একটি মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। ইচ্ছা করলে একটি মানুষ তার ধর্মত্যাগ করতে পারে কিন্তু ভাষা ত্যাগ করতে পারে না। তাই ধর্মের বড়ি দিয়ে মানুষকে বোকা বানানোর দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে।

অধিকৃত এলাকার স্বাক্ষীগোপাল মন্ত্রিসভার শ্রমমন্ত্রী জনাব এ, এস, এম সুলায়মান সাহেব আপনি তো পেশাদার দালাল। আপনার দালালী করার অভ্যাস নতুন নয়, পুরাতন? আপনি তো ঢাকায় অধুনালুপ্ত পূর্ব পাকিস্তানে একটি দালাল (বীমা) কোম্পানীর প্রধান ছিলেন। সেই সময় থেকেই আপনি দালালী ব্যবসায় পাকা হয়ে উঠেছেন। অপর পক্ষে নিজেকে শ্রমিক

দরদী বলে পরিচয় দিয়ে একজন শ্রমিক নেতা রূপে বড় বড় কল কারখানার মালীকদের ও পয়সায় আপনি শান শওকতে গাড়ী-বাড়ী করে আরাম আয়াসেই বসবাস করতেন। কিসের দুঃখে আপনি ইয়াহিয়া খানের দালালীর খাতায় নতুন করে নাম লিখালেন ?

বাংলাদেশের স্বনামখ্যাত মরহুম নেতা শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক সাহেবের নাম ভাঙ্গিয়ে নেতার গড়া কৃষক-শ্রমিক পার্টির সর্বেসর্বাও বনেছিলেন এক সময় এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন পুরোভাগের নেতা বলে জাহির করার জন্য বাংলাদেশের মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর সভায় উপস্থিত থেকে সোচ্চার কণ্ঠে নিজেকে স্বাধীনতার অগ্রনায়ক বলে দাবী করেছিলেন। কিন্তু, কোথায় আপনার সেই মাতৃভূমির দরদ, আজ যখন লক্ষ লক্ষ কৃষক-শ্রমিক বেকার এবং নর ঘাতক এহিয়ার হাত শ্রমিকের রক্তে রঞ্জিত তখন আপনি কি করে এহিয়ার স্বাক্ষীগোপাল মন্ত্রী সভার শ্রম মন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করলেন ?

তাই আপনাদের প্রতি আমাদের সৎ উপদেশ— আপনারা যদি নিজেদের এবং আপনাদের বংশধরদের কুখ্যাত গভর্ণর মোনেম খাঁর ন্যায় নিশ্চিহ্ন করতে না চান তবে দালালীর পথ পরিহার করে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে আসুন। অন্যথায় ইতিহাসের লিখন আপনাদের ক্ষমা করবে না। "জয় বাংলা"! আমাদের খেদমতে—

"বাংলাদেশের ছিন্নমূল জনসাধারণ"

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলাদেশ★	৩১ অক্টোবর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ১ম সংখ্যা		মুক্তি পথের যাত্রী সশস্ত্র বাঙালী

সম্পাদকীয়

॥ মুক্তিপথের যাত্রী সশস্ত্র বাঙালী ॥

অত্যাচারের উদ্যত ধ্বজা রক্তে করিয়া স্নান
আমাদের পরে বৈরী সাধিতে হয়েছে অধিষ্ঠান।
শুনিছ কি সবে ভীষণ রবে কাঁপে জল স্থল,
দম্ভের ভরে গর্জন করে শত্রু সৈন্য দল।
তারা যে আসিছে কেড়ে নিবে বলে তোমার সকল ধন,
গ্রাসিতে শস্যক্ষেত্র, নাশিতে পুত্র ও পরিজন।
মোদের শোনিতে হবে কি সিক্ত মোদের ক্ষেত্রতল।

রুদ্যলিলের বিখ্যাত সমর গীতি দিয়ে শুরু করলাম। এ গীতি আজ বাংলা মায়ের প্রতিটি নির্ভীক সৈনিকের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে। স্বাধীনতা প্রিয় ফরাসী জনগণ একদিন অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে অত্যাচার আর জুলুম থেকে নিজেদের মুক্ত করেছিল। নৃপতি নিষ্পেষণ আর বর্বর শোষণ থেকে মুক্ত হওয়াই ছিল তাদের যুদ্ধের লক্ষ্য। তারা মানব জাতির বন্ধুরূপ নিজেদের জীবন বাজী রেখে নৃশংস বর্বর সামন্তবাদী শোষণ আর নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। আজ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির মুক্তিপাগল জনগণের পথ প্রদর্শক ফরাসী দেশের রবিকর দীপ্ত দেশ প্রেমিকেরা। সেই একই ধারায় পাঞ্জাবী একচেটিয়া পুঁজিতান্ত্রীক ও আমলাতান্ত্রীক শোষণের বিরুদ্ধে বাংলার মাটি আজ গর্জে উঠেছে। মহাবিদ্রোহের উদ্দীপনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বাংলার জনগণের রক্ত, শিরায় শিরায় এসেছে অগ্নি শিখার শিহরণ। বাংলার জনগণ আজ মুক্তি চায়— পরাধীনতা আর বিজাতীয় শোষণের বিষাক্ত ছোবল থেকে নিজেদের মুক্তির দুর্বার অভিযানে উন্মত্ত। বাংলা আজ বিপন্ন, শত্রুর বিষাক্ত নখরে ক্ষতবিক্ষত। এ যুগে বিশ্বের নিপিড়ীত জনগণের পথের দিশারী বাংলা মায়ের নির্ভীক জনগণ আজ সশস্ত্র বিপ্লবে লিপ্ত। বিশ্বের সকল পরাধীন ও নিপীড়িত জাতিগুলিকে বাংলার জনগণ আজ নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। বিশ্বের জনগণের কাছে আমাদের এ বিদ্রোহ ন্যায়সঙ্গত। বাংলার জনগণ বিশ্বজনগণের বন্ধু। এক জল্লাদ রক্তপিশাচ বর্বর ঔপনিবেশিক বাহিনীর বিরুদ্ধে বাংলার নির্ভীক মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্য বিশ্বের জঘন্যতম সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদ আর ঔপনিবেশিকবাদের জারজ সন্তান পাকিস্তান দিশেহারা হয়ে তার ঘৃণ্য

★ বাংলাদেশ : সাপ্তাহিক। সম্পাদক : কীর্তি। মুদ্রণে : তড়িৎ। সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। পত্রিকাটি শত্রুসেনা পরিবেষ্টিত বাংলাদেশের কোন স্থান হতে সাইক্লোস্টাইলে প্রকাশিত। সম্পাদকের নাম ছদ্ম এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনা ঠিকানা গোপন রাখা হয়েছে।

বর্বর দস্যু বাহিনীকে বাংলার নীরিহ নিরস্ত্র জনগণের উপর লেলিয়ে দিয়ে বাজীমাত করতে চেয়েছিল। কিন্তু বাংলার বিপ্লবী জনগণ ট্রাম্প করে নিজেদের সঠিক পথ বেছে নিয়েছে। এ রক্তপিছল পথের শেষ প্রান্তে আছে স্বপ্ন গড়ার সৌধ। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যত চেষ্টা করুক না কেন জনতার এ বিদ্রোহ আর স্তব্ধ করতে পারবে না। বিদ্রোহের অগ্নিশিখা আরো প্রজ্বলিত হয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। বাঙ্গালীর কণ্ঠে আজ মুক্তিমন্ত্র আর হৃদয়ে প্রতিরোধের দুর্জয় সাহস। বাংলার জনগণ বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের নির্ভীক সৈনিক বঙ্গবন্ধুর মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত। প্রতিরোধ দুর্গের নির্ভীক সৈনিক বাংলার মুক্তিবাহিনী তাদের কণ্ঠে কণ্ঠে আজ ধ্বনিত হচ্ছে—জন্মভূমির নির্মল প্রেম। ওগো চিরসম্বল। তোমার শত্রু নাশে উদ্যত এ বাহুতে দেহো বল।

ওগো স্বাধীনতা! প্রিয় স্বাধীনতা! হও ত্বরা পরকাশ
আমাদের সাথে মিলিয়া আপন শত্রু করহ নাশ।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলাদেশ ১ম বর্ষ : ১ম সংখ্যা	৩১ অক্টোবর, ১৯৭১	কেন আমি মুক্তিযোদ্ধা

কেন আমি মুক্তিযোদ্ধা?

— বরুন

এ প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই আমার মানসচক্ষে ভেসে উঠে বাংলা মায়ের নির্যাতিত, নিপীড়িত নিষ্পেষিত মলিন মুখখানি। কেন আজ বঙ্গমাতার এ নিদারুণ অবস্থা। কারা এ জন্য দায়ী ? সুজলা সুফলা সোনার বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করেছে কারা। গত তেইশ বছরের ইতিহাস বাংলার শুধু শাসন শোষণ, নির্যাতন বেয়নেট আর নিপীড়নের ইতিহাস। যখনি আমরা আমাদের কোন ন্যায্য পাওনার দাবী তুলেছি, তখনি ওরা আমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়েছে বুলেট আর বেয়নেট নিয়ে। কারাগারের লৌহকপাটের অন্তরালে চিরদিন ওরা আমাদের কণ্ঠকে রোধ করতে চেয়েছে। তথাকথিত পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই ওদের এ হীনমন্য অভিলাষ চরিতার্থ করে এসেছে। স্বাধীনতার নামে আমরা যা পেয়েছি তা পরাধীনতারই চরম গ্লানি। বাংলাকে ওরা শুধু শোষণ যুক্ত একটি উপনিবেশের মর্যাদা ছাড়া আর কিছুই দেয়নি। আমাদের ন্যূনতম দাবীটুকুও ওরা কোনদিন এতটুকু অনুকম্পার সহিত ভেবে দেখেনি। তথাকথিত পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থার সূচনাতেই আমাদের প্রাণের চেয়ে অধিক প্রিয় মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ওরা আমাদের জাতীয় জীবনে চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ আমরা বঙ্গভাষী দাবী জানালাম বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে। ওরা তাতে কর্ণপাত করল না। শুরু হল আমাদের দুর্বার সংগ্রাম। বজ্র শপথ নিয়ে আমরা ধ্বনি তুললাম "রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই"। ছাত্র, কিষাণ, শ্রমিক সবার মুখে একই কথা "আমাদের দাবী মানতে হবে।" ওরা নরখাদক পশুর মত ঝাপিয়ে পড়লো আমাদের উপর বুলেট আর বেয়নেট নিয়ে। (চলবে)★

★ পরবর্তী সংখ্যা সংগৃহীত হয়নি বলে অসমাপ্ত।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলাদেশ ১ম বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা	৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয় সাম্প্রদায়িকতা জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের পরিপন্থী

সম্পাদকীয়

সাম্প্রদায়িকতা জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের পরিপন্থী

বর্তমান বাংলাদেশের যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে তা কোন শোষক শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের জন্য নয়। এ যুদ্ধ সাড়ে ৭ কোটি নির্যাতিত, শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের মুক্তিযুদ্ধ। পাঞ্জাবী শোষকগোষ্ঠি দ্বারা পরিচালিত একচেঁটিয়া পুঁজিতান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক নিষ্পেষণে থেকে এ যুদ্ধের জন্ম। এ যুদ্ধ বাংলার জনগণের যুদ্ধ অর্থাৎ জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ। তাই এই যুদ্ধ কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব বিস্তার করবে না বা করতে পারে না। কিন্তু দখলদার বাহিনীর সরদার ইয়াহিয়া যুদ্ধের শুরু থেকে ঘৃণ্য এক রাজনৈতিক চক্রান্তের মাধ্যমে এ যুদ্ধকে একটা সম্প্রদায়ের উপর চাপিয়ে বাঙলার নীরিহ জনগণকে হত্যা করে চলেছে এবং সেই জন্য সম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী এবং সাম্প্রদায়িক শিক্ষা ও প্রচারণা দ্বারা প্রতারিত কিছু সংখ্যক মানুষ ইয়াহিয়ার চক্রান্তের শিকার হয়ে এখনো সম্প্রদায়ের বিষাক্ত বিষ ছড়াচ্ছে। আমরা জানি সাম্প্রদায়িকতায় এ জাতীয় মানুষের কোন লাভ হয় না। তবুও তারা গোপনে এরূপ জঘন্য কাজ করে চলছে। যেমন আফিং এর নেশায় মানুষের চিন্তাশক্তি থেকে শুরু করে সকল প্রকার শক্তিই স্তিমিত হয়ে আসে। তেমনি সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা কুশিক্ষা আর অসৎ প্রচারণার বশবর্তী হয়ে তাদের সত্যাদর্শনের ক্ষমতা লুপ্ত হয়। যাক যা বলতে যাচ্ছিলাম, এ যুদ্ধে যখন সাম্প্রদায়িকতার স্থান নেই তখন কোন একক সম্প্রদায় এরূপ মহান যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে পারে না। এ যুদ্ধের ঝুঁকি আমাদের সকলের অর্থাৎ সমগ্র বাংলার জনগণের। তাই যারা হানাদারদের এই চক্রান্ত বুঝতে পারেননি, বাস্তব অবস্থা দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করবেন এবং জনবিরোধী সাম্প্রদায়িকতাবাদ পরিহার করবেন। কারণ গত ২৪ বৎসর ধরে সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা বাংলার জনগণের কোন উপকার হয়নি। সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা বাংলার জনগণের কোন উপকার হয় নি। সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা কারা উপকৃত হয়েছে সে প্রশ্ন এখন থাক। আসল কথা হলো এই মুক্তিযুদ্ধে যে সমস্ত ব্যক্তি বা পরিবারকে হানাদার বাহিনী পথে বসিয়েছে সেই সমস্ত ব্যক্তি বা পরিবারের দুঃখ কষ্ট আমাদের সমানভাবে ভাগ করে নিতে হবে। একটা সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার চলবে আর অন্য সম্প্রদায় পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে কৃত্রিম সমবেদনা জানাবে সেটা এই জাতীয় যুদ্ধের পরিপন্থী এবং বাংলার জনগণের তা কাম্য নয়।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলাদেশ ১ম বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা	৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১	ঐক্যবদ্ধভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে আঘাত হানার দৃঢ় সংকল্প

ঐক্যবদ্ধভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে আঘাত হানার দৃঢ় সংকল্প

মুজিবনগর, গত ৬ই এবং ৭ই নভেম্বর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিনের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং এই সভায় উপরোক্ত সংকল্পের কথা পুনরায় ঘোষণা করা হয়। বৈঠকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

কমিটি মনে করে যে, ইয়াহিয়ার যুদ্ধবৎ প্রস্তুতি ও ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ বাঁধানোর প্রকাশ্য পাঁয়তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্ন ও দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধের ক্রমবর্ধমান সাফল্য হইতে বিশ্বের দৃষ্টি অন্যত্র সরানোরই একটি কুমতলব। কমিটি শত্রুর স্পষ্টতঃ দৃশ্যমান দুর্বলতাসমূহের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ এবং শত্রুর পতন দ্রুততর করার উদ্দেশ্যে তাহার উপর ঐক্যবদ্ধ ও চরম আঘাত হানার জন্য সকল শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের মানুষ এবং সকল স্তরের মুক্তি সেনানীদের প্রতি আহবান জানাইতেছে।

কমিটি পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যকে দ্রুত বাস্তবায়িত করার সংকল্প পুনরায় ব্যক্ত করিতেছে এবং স্বাধীনতার কমে সমাধানের নিমিত্ত প্রদত্ত সকল বক্তব্য ও ফর্মূলা প্রত্যাখ্যান করিতেছে।

স্বাধীনতার জন্য যাঁহারা জীবন দিয়াছেন, তাহাদের ত্যাগ স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে কমিটি ঐসব নিহত বীরদের সহিত সংহতি ঘোষণা করিতেছে এবং শপথ গ্রহণ করিতেছে যে, যে কারণে তাহারা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, উহার সহিত কখনও বিশ্বাস ভঙ্গ করা হইবে না।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলাদেশ	১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১	বিশ্ব মানচিত্রে নূতন চিত্র
১ম বর্ষ : ৭ম সংখ্যা		বাংলাদেশ

বিশ্ব মানচিত্রে নূতন চিত্র বাংলাদেশ

ভারত ও ভুটানের স্বীকৃতি দান

আমাদের মহান বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ভারতের লোকসভায় গত ৬ই ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন সার্বভৌম গণ-প্রজাতান্ত্রিক বাংলাদশেকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং বাংলাদেশ সরকারকে বৈধ সরকার বলে ঘোষণা করেছেন। ভারত সরকারের সময়োপযোগী এই সিদ্ধান্ত সমগ্র বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের এক বিজয় ঘোষিত হল। শ্রীমতি গান্ধী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে 'জাতির জনক' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। ভারতের লোকসভায় বিপুল হর্ষধ্বনি ও করতালির মাধ্যমে মিসেস গান্ধীর এই ঐতিহাসিক ঘোষণাকে সংসদের অধিকাংশ সদস্যবৃন্দ সমর্থন জানান। এই ঘোষণার পর সভার সদস্যগণ আনন্দের প্লাবনে এমনভাবে আত্মহারা হয়ে পড়েন যে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই সভার কাজ স্থগিত হইয়া যায়। এরপর লোকসভার সদস্যবৃন্দ নয়াদিল্লীস্থ বাংলাদেশ মিশনে যান এবং সেখানে বাংলাদেশের প্রতিনিধির সহিত করমর্দনের মাধ্যমে বাংলার জনগণ ও তার জনক শেখ মুজিবকে অভিনন্দন জানান। ভারতের এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীনচেতা জাতিগুলি এগিয়ে আসছে ও আসবে। আর ভারতকে প্রথম অনুসরণ করলো ভুটান। ভুটানের মানবপ্রেমিক রাজা মিঃ জিগ্‌মে ওয়ানচুক বাংলাদেশের বাস্তব অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং বাংলাদেশ সরকারকে বৈধ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
স্বাধীন বাংলা★	১ নভেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ৩য় সংখ্যা		মুক্তিযোদ্ধারা হুঁশিয়ার

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আকাশে অশুভ কালো মেঘের ছায়া! মুক্তিযোদ্ধারা হুঁশিয়ার!

বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম আজ এক বিশেষ ক্রান্তিলগ্নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সংগ্রাম যাহাতে তাহার ইপ্সিত লক্ষ্যে না পৌঁছাইতে পারে, তাহার জন্য দেশী বিদেশী ষড়যন্ত্রের সীমা পরিসীমা নাই। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের দীর্ঘ মেয়াদী চরিত্রটি বিভিন্ন স্বার্থবাদী মহলের নিকট চক্ষুশূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ, লড়াই এর মেয়াদ যতই দীর্ঘ হইয়া উঠিতেছে, ততই বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা সম্পূর্ণ নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া নিজের শক্তিকে সুসংহত করিয়া এবং নিজের শক্তিতে বলীয়ান হইয়াছে এই মুক্তিযুদ্ধকে সাফল্যের তোরণশীর্ষে লইয়া যাওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে পারিতেছে। আমরা গত সম্পাদকীয়তে এই কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম যে বহু দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বর্তমান সংগ্রামে জনযুদ্ধের বিপ্লবী উপাদানগুলি সঞ্চারিত হওয়ার বাস্তব ভিত্তি সৃষ্টি হইতেছে। বাংলাদেশে জনযুদ্ধের আসল চেহারা কি, তাহা আমাদের সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে। জনযুদ্ধের বৈশিষ্ট্য হইতেছে : জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামের সহিত একটি জাতির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মেহনতী মানুষের বিশেষ করিয়া কৃষকের শোষণ মুক্তির সংগ্রামকে যুক্ত করা। জনযুদ্ধে পরিণত করার জন্য ইহা একান্ত ভাবেই প্রয়োজন, কারণ তাহা না হইলে সাম্রাজ্যবাদ বিশেষ করিয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রমবর্ধমান সাহায্য পুষ্ট, আধুনিক অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত একটি বিশাল সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে অপ্রস্তুত, অসংগঠিত এবং প্রায় নিরস্ত্র জনতার অসম যুদ্ধ চলিতে পারে না। বিভিন্ন দেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ইহা নির্ভুলভাবে প্রমাণিত করিয়াছে দীর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধের নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া শত্রুর শক্তিকে ক্রমান্বয়ে ক্ষয় করিয়া এবং জনতার শক্তিকে ক্রমবর্ধমান হারে সংহত ও বৃদ্ধি করিয়াই মুক্তিযুদ্ধ চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করিতে পারে। আর দীর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধকে টিকাইয়া রাখার জন্যই প্রয়োজন শত্রুর দুর্বলতম স্থান বাংলাদেশের বিশাল বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রামের ঘাঁটি স্থাপন করা। এই সশস্ত্র সংগ্রামের ঘাঁটি অঞ্চল প্রতিষ্ঠা এবং তাহাতে মুক্তি ফৌজ এবং বিপ্লবী গেরিলা বাহিনীর অবাধ সঞ্চরণে আত্মরক্ষা এবং হানাদার বাহিনীকে আক্রমণ করার শক্তি সঞ্চয় এবং বৃদ্ধি করার জন্যই গ্রামের জন সমষ্টির বৃহত্তর অংশ কৃষকের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা

★ স্বাধীন বাংলা : কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ববাংলা সমন্বয় কমিটির চট্টগ্রাম বিভাগের পাক্ষিক মুখপত্র। সমন্বয় কমিটির চট্টগ্রাম বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।

প্রয়োজন। তাহা ছাড়া, ইহা বলাই বাহুল্য যে, বাংলাদেশের মত একটি আধা ঔপনিবেশিক এবং আধা সামন্তবাদী দেশ যেখানে কৃষকরা হইতেছে দেশের জনসমষ্টির শতকরা প্রায় ৮৬ জন, সকলে মুক্তিফৌজ এবং বিপ্লবী গেরিলাবাহিনী মূলতঃ কৃষকদের লইয়াই গঠন করিতে হইবে। কিন্তু বাংলাদেশের কৃষক সমাজ বর্তমান মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করিতেছে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহারা কি প্রত্যক্ষভাবে এই লড়াইতে অংশগ্রহণ করিতেছে ? নিশ্চয়ই এখনও নয়। প্রশ্ন হইতেছে জাতীয় স্বাধীনতার মধ্যদিয়া কৃষকের বুক হইতে জোতদার মহাজনের প্রত্যক্ষ শাসনের জগদ্দল পাথর যে সরিয়া যাইবে, এই কর্মসূচী স্বাধীনতার কর্মসূচীর সহিত যুক্ত না হইলে তাহারা কেন এই সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে ঝাঁপাইয়া পড়িবে ? শুধুমাত্র, নিছক স্বাধীনতার ফাঁকা আওয়াজের আবেদন কৃষক সমাজের মধ্যে কতটুকু রহিয়াছে ? তাহারাতো গত চব্বিশ বছর ধরিয়া তথাকথিত স্বাধীনতার বিষাক্ত আস্বাদ পাইয়াছে। আর একটি কথা শুধু কর্মসূচী গ্রহণ করিলেই চলিবে না। শুধু এই কথা বলিলেও চলিবে না যে, স্বাধীনতার পর তোমাদের জীবনে আমরা সুখ সম্পদের বন্যা বহাইয়া দিব! তাই আজ বাংলাদেশের বুক হইতে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীকে উৎখাত করার সংগ্রাম একদিকে যেমন চলিবে আবার অন্যদিকে এই লড়াইকে জনযুদ্ধের মাধ্যমে সফল করিয়া তুলবার স্বার্থেই গ্রামাঞ্চলে জোতদার মহাজনের প্রয়োজনাতিরিক্ত মওজুত খাদ্য শস্য গরীব জনসাধারণের মধ্যে স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করা, জোতদার মহাজনের জমিতে যে সমস্ত গরীব ও ভূমিহীন কৃষক বর্গাচাষ করে, তাহাদের ফসল পূর্বের তুলনায় বেশী দেওয়া মহাজনের নির্মম শোষণ বন্ধ করা, জমির সিলিং নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া, জাতীয় শত্রুদের সম্পত্তি সম্পূর্ণ বাজেয়াপ্ত করিয়া গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহণ করা একান্তভাবেই প্রয়োজন। তাহা হইলেই কৃষকের মধ্যে এক প্রচণ্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হইবে এবং তাহারা বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মত স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িবে।

তাই ইহা পরিষ্কার যে, মুক্তিযুদ্ধকে সফল করিয়া তুলিতে হইলে ইহাকে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে পরিণত করা আবশ্যক, আবার অন্যদিকে দীর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে হইলে কৃষকের শোষণ মুক্তির কর্মসূচী গ্রহণ এবং তাহাকে কার্যকরী করার প্রক্রিয়া শুরু করার মাধ্যমে কৃষকের মধ্যে জাগরণের উত্তাল জোয়ার সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এই জন্যই দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ এবং জনযুদ্ধ একটি অপরটির সহিত নিবিড় সম্পর্কযুক্ত। এই জন্যই আমরা এই কথা বলি: বর্তমান সংগ্রাম যতই দীর্ঘ মেয়াদী হইতেছে, ততই জনযুদ্ধের বিপ্লবী উপাদান ইহার মধ্যে ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিধারায় সঞ্চারিত হইয়া চলিতেছে।

এই কারণেই বাংলাদেশের বর্তমান লড়াইকে মাঝপথে থামাইয়া দিয়া একটি রাজনৈতিক সমাধানের গগনভেদী আওয়াজ উঠিয়াছে। ইহা অত্যন্ত সহজ কথা যে, বাংলাদেশের বর্তমান লড়াই দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া জনযুদ্ধে পরিণত হইলে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে প্রতিহত করার ক্ষমতা পাক হানাদার বাহিনী কেন, দুনিয়ার কোন শক্তিরই থাকিবে না। ভিয়েতনামই তাহার উজ্জ্বলতম প্রমাণ। শুধু তাই নয়, জনযুদ্ধের মাধ্যমে যে স্বাধীনতা আসিবে, সে স্বাধীনতার চেহারাই হইবে আলাদা। ইহা হইবে কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত এবং জাতীয় দেশপ্রেমিক ধনিক শ্রেণী তথা সমগ্র জনতার স্বাধীনতা, যেখানে থাকিবে প্রতিটি মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার

ন্যূনতম নিশ্চয়তা। কিন্তু বোধগম্য কারণেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আমাদের পুরাতন 'প্রভু' বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং অন্যান্য কায়েমী স্বার্থবাদীরা তাহা পছন্দ করিতে পারে না।

সোভিয়েত রাশিয়া আমাদের সংগ্রামের প্রতি নৈতিক সমর্থন দিয়াছে। কিন্তু শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্র উত্তরণ কিংবা একটি স্ফুলিঙ্গই বিশ্ব যুদ্ধের দাবানল সৃষ্টি করিয়া দিতে পারে এই তত্ত্বে বিশ্বাসী বলিয়া তাহারা স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন প্রদান করা সত্ত্বেও ইহাকে রাজনৈতিক সমাধানের পথে লইয়া যাইতে চায়। ভারতের জনগণ ও সরকার আমাদের নৈতিক ও বৈষয়িক সাহায্য প্রদান করিতেছে। কিন্তু ভারত সরকার প্রথম হইতেই এই প্রশ্ন তুলিয়া ধরিতেছে যে, তাহারা এক কোটি শরণার্থীর বোঝা আর কতদিন বহন করিবে? আর ইহা তো অনস্বীকার্য সত্য যে, কোন বিদেশী রাষ্ট্রের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়া একটি দেশের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ চলিতে পারে না। তাই বিভিন্ন মহল হইতে বাংলাদেশ প্রশ্নটির একটি 'রাজনৈতিক সমাধানের' বেপরওয়া প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে: কোন্ পথে এই রাজনৈতিক সমাধান কার্যকরী করার প্রচেষ্টা চলিতেছে ? শান্তিপূর্ণ পথে এই 'রাজনৈতিক সমাধানের' জন্য ইতিমধ্যেই ওয়াশিংটন, লন্ডন এবং মস্কোতে ব্যাপক সূক্ষ্ম কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু হইয়াছে। ইতিমধ্যে এই সমস্ত রাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের রাওয়ালপিন্ডি, দিল্লী ও মুজিবনগরে ব্যাপক আনাগোনা চলিয়াছে বলিয়া বিদেশী সংবাদ পত্রগুলিতে খবর প্রকাশিত হইতেছে। বলাবাহুল্য শান্তিপূর্ণ পথে রাজনৈতিক সমাধানের অর্থই হইতেছে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে বাংলাদেশ প্রশ্নটির 'রাজনৈতিক সমাধান'। কিন্তু এই ধরণের রাজনৈতিক সমাধানের পথে বাধা হইতেছে : বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী জনতা, মুক্তিফৌজ এবং বিপ্লবী গেরিলা বাহিনী। এই জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক ভাষ্যকারেরা এই অভিমত প্রকাশ করিতেছেন যে, বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল পাক-ভারত যুদ্ধের মাধ্যমে রাজনৈতিক সমাধানের একটি জোর প্রচেষ্টা শুরু করিয়াছে। এই সমস্ত রাজনৈতিক ভাষ্যকারের বিশ্লেষণ হইতেছে : পাক-ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে এই সমস্ত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল আন্তর্জাতিক সালিশীর নামে বাংলাদেশের ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে নাক গলাইবার সুযোগ পাইবে, তাসখন্দ চুক্তির অনুরূপ যুদ্ধ বিরতি চুক্তি সম্পাদন করাইতে পারিবে এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে রাখিয়াই শিথিল কনফেডারেশনের ধুয়া তুলিয়া রাজনৈতিক সমাধানের কুইনাইন গিলাইতে পারিবে। তাহাছাড়া তখন এই কথা বলা যাইবে যে, বাংলাদেশ ইস্যুটির মীমাংসার জন্য সকল রকম প্রচেষ্টাই চালানো হইয়াছে, এমনকি শেষ পর্যন্ত পাক-ভারত যুদ্ধও হইয়া গেলো, তাই এখন রাজনৈতিক সমাধান ছাড়া আর উপায়ই বা কি ? এইভাবে বাংলাদেশের জনগণকে বিভ্রান্ত করা যাইবে বলিয়া এই সমস্ত স্বার্থবাদীরা মনে করে। অন্যদিকে একই কারণে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর পক্ষেও এই ধরণের একটি যুদ্ধ বাধাইবার প্রচেষ্টা চালানো স্বাভাবিক। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর ক্রমাগত উস্কানির মুখে এবং আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষিতে ভারতেরও এই ধরণের একটি যুদ্ধে জড়াইয়া পড়ার আশংকা রহিয়াছে বলিয়া এইসব রাজনৈতিক ভাষ্যকারেরা মনে করেন। এই সমস্ত রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতামত যাহাই হউক না কেন এবং পাক-ভারত যুদ্ধ হউক বা না হউক রাজনৈতিক সমাধানের যে জোর প্রচেষ্টা চলিয়াছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই বলিয়া আমরা মনে করি। তাই আজ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আকাশে ঘনকালো মেঘের অশুভ ছায়া

দেখা দিয়াছে। আগামী দুটি মাস বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ও জটিল সময় এই জন্যই বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতা সকল স্বাধীনতাকামী শক্তি, মুক্তিফৌজ এবং বিপ্লবী গেরিলা বাহিনীকে এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আজ হুঁশিয়ার হওয়া ঐতিহাসিক কারণেই মহান দায়িত্ব ও কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমরা তাই পুনরায় বাংলাদেশ সরকার ও আওয়ামী লীগ সহ্ সকল সংগ্রামী শক্তিকে নিম্নতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে ব্যাপক জনতার আশা আকাংখার পরিপূরক একটি ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার উদাত্ত আহ্বানজানাই। আমরা সকল সংগ্রামী শক্তি, মুক্তিফৌজ ও বিপ্লবী গেরিলা বাহিনীর প্রতি পারস্পরিক সংযোগ ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে নিজেদের শক্তিকে সুসংহত করার আকুল আবেদন জানাই। সকল বামপন্থী শক্তির প্রতিও আমরা সংগ্রামের মধ্যদিয়া চিন্তাধারা ও কাজের ঐক্যের ভিত্তিতে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ একটি সুসংহত বিপ্লবী পার্টি গড়িয়া তোলার উদাত্ত আহ্বান জানাই। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সংগ্রামকে প্রকৃত জনযুদ্ধে পরিণত করিয়া বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতাকে শক্তির মূল উৎস করিয়া আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিলেই একমাত্র দেশী-বিদেশী এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করা সম্ভব— ইহার বিকল্প অন্য কোন পথ নাই।

উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা বাংলাদেশের সকল সংগ্রামী শক্তি, মুক্তিফৌজ, বাপমপন্থী প্রগতিশীল মহল এবং বিপ্লবী গেরিলা বাহিনীর নিকট নিম্নোক্ত আশু করণীয় কর্তব্য উপস্থিত করিতেছি।

১। জনগণের পাশে যাইয়া দাঁড়ান

আর এক মুহূর্তেও দেরী না করিয়া আমাদের শক্তির একমাত্র উৎস বাংলাদেশের জনগণের পাশে যাইয়া দাঁড়াইতে হইবে। 'রাজনৈতিক সমাধানের' যে অশুভ তৎপরতা শুরু হইয়াছে, সে সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে। রাজনৈতিক প্রচার আন্দোলন ও রাজনৈতিক সংগঠনের উপর আমাদের বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। জনতাকে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে।

২। জাতীয় সংগ্রামের সহিত কৃষকের শোষণ মুক্তির সংগ্রাম যুক্ত করুন

গ্রামে গ্রামে জনতার বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধি লইয়া সর্বদলীয় গণমুক্তি পরিষদ গঠন করিয়া নিম্নোক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়িত করার মাধ্যমে এই সংগ্রামে কৃষককে প্রত্যক্ষভাবে নামাইতে হইবে। ক) জাতীয় শত্রুদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করিতে হইবে, খ) যে সকল জোতদার মহাজন জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে রহিয়াছে তাহাদের প্রতি নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু সাথে সাথে এই সমস্ত জোদতারদের নিকট হইতে জাতীয় মুক্তির বৃহত্তর স্বার্থে কৃষকদের সুযোগ সুবিধা আদায় করিতে হইবে। এইজন্য বর্গাচাষীরা পূর্বের তুলনায় ফসলের অংশ বেশী করিয়া যাহাতে পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্থান ও অবস্থা বিশেষে এই সমস্ত জোতদারদের জমির সিলিংও নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। মহাজনের চড়া হারে সুদ আদায় বন্ধ করিতে হইবে। মজুতদারদের প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যশস্য গরীব সাধারণের

মধ্যে স্বল্পমূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ক্ষেত-মজুরদের মজুরী বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাহারা স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ফেলিয়া দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহাদের সম্পত্তি গণমুক্তি পরিষদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনিতে হইবে, অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য ইহা কৃষকদের নিকট চাষাবাদের জন্য দিতে হইবে এবং এইভাবে গ্রামে টাউট বদমাইসদের হাত হইতে শরণার্থীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।

৩। নীচের দিক হইতে সংগ্রামী ঐক্য গড়িয়া তুলুন

সকল স্বাধীনতাকামী রাজনৈতিক দল, গণ ও শ্রেণী সংগঠন, মুক্তিফৌজ এবং বিপ্লবী গেরিলা বাহিনী তাহাদের রাজনৈতিক ও সামরিক কার্যক্রমকে সমন্বিত করুন এবং পরস্পরের মধ্যে অন্তরঙ্গ সংগ্রামী সম্পর্ক গড়িয়া তুলুন। মুক্তিফৌজ এবং বিপ্লবী গেরিলা বাহিনী পরস্পরের মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করিয়া শত্রুকে আঘাত করার ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী গ্রহণ করুন। মুক্তিফৌজকে আশ্রয়, খাদ্য ও রসদ দিয়া সাহায্য করুন। এইভাবে সংগ্রামের ময়দানে মুক্তি সংগ্রামের সকল শক্তি নীচের দিক হইতে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়া জাতির মুক্তি ফ্রন্ট গড়িয়া তোলার দৃঢ় ভিত্তি প্রস্তুত করুন।

৪। পূর্ণ জাতীয় মুক্তি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত লড়াইকে অব্যাহত রাখুন

যতদিন পর্যন্ত পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর জল্লাদ হানাদার বাহিনীর প্রতিটি দস্যু সৈন্য বাংলাদেশের মাটি হইতে উৎখাত না হইতেছে, যতদিন সম্পূর্ণ স্বাধীন, সার্বভৌম জনতার স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে, ততদিন মুক্তিযুদ্ধকে যে কোন মূল্যের বিনিময়ে অব্যাহত রাখার লৌহকঠিন শপথ গ্রহণ করুন এবং আপোষহীন সংগ্রামের আঘাতের পর আঘাতে মুক্তিযুদ্ধকে আরও দুর্বার করিয়া তুলুন। কৃষক জনতাকে সশস্ত্র করুণ, গ্রামাঞ্চলে রাজনৈতিক ও সশস্ত্র সংগ্রামের ঘাঁটি প্রস্তুত করুন, গণযুদ্ধকে ক্রমান্বয়ে বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে এবং বিশাল জনতার মধ্যে ছড়াইয়া দিন। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আরও বেশী করিয়া লড়াইয়ের পশ্চাদভূমি এবং (Rear base) এবং রাজনৈতিক ও সামরিক কার্যক্রম পরিচালনার কেন্দ্র স্থাপন করুন। হানাদার বাহিনী যে সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ ঘটাইবে এবং সীমান্ত সংঘর্ষ যত বেশী আত্মস্থ (Absorbed) হইবে, তত বেশী করিয়া শত্রুকে পশ্চাৎদিক হইতে আক্রমণ করার সুযোগ সৃষ্টি হইবে— এই সুযোগের প্রতিটি অণু পরমাণুর সদ্ব্যবহার করুন।

৫। কৃষক-জনতার মধ্য হইতে মুক্তিফৌজের সহায়ক শক্তি হিসেবে বিপ্লবী গেরিলা বাহিনী গড়িয়া তুলুন

কৃষক জনতার মধ্য হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গেরিলা দল গঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামরিক ঘাঁটি এলাকাকে কেন্দ্র করিয়া বিপ্লবী গেরিলা বাহিনী গড়িয়া তুলুন এবং গেরিলা যুদ্ধকে ধাপে ধাপে বিকশিত করুন। গেরিলা যুদ্ধের নীতিও কৌশলকে লড়াইয়ের বর্তমান পর্যায়ে প্রধান নীতি ও কৌশল হিসাবে গ্রহণ করুন। মুক্তিফৌজ এবং বিপ্লবী গেরিলা বাহিনী পরস্পরের পরিপুরক ও সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করার কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করুন।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
স্বাধীন বাংলা	১ নভেম্বর, ১৯৭১	দেশবাসীরা সাবধান!
১ম বর্ষ : ৩য় সংখ্যা		— ভাসানী

মীমাংসার জন্য ষড়যন্ত্র চলিতেছে দেশবাসীরা সাবধান : ভাসানী

গত মাসে বাংলাদেশের অশীতিপর বৃদ্ধ মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী বাংলাদেশের জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তির যুদ্ধকে বানচাল করিবার জন্য দেশী-বিদেশী সকল আপোষ চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবার জন্য তাহার প্রিয় দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাইয়া যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহার অংশ বিশেষ আমরা গত সংখ্যা 'স্বাধীন-বাংলায়' প্রকাশ করিয়াছিলাম। নিম্নে মওলানা সাহেবের বিবৃতির অবশিষ্টাংশ দেওয়া হইল। ''বাংলাদেশের জনগণের লড়াইয়ের শক্তি যখন সংগঠিত এবং তাহারা যখন গৌরবজনক সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছেন তখন সেই জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামকে ব্যাহত করিবার জন্য দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক মহলের একটি অশুভ রাজনৈতিক চক্রান্ত শুরু হইয়াছে। এই চক্রান্ত সম্পর্কে আমার দেশবাসীকে সচেতন থাকিতে হইবে এবং সমস্ত শক্তি দিয়া ইহাকে রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে। কারণ আমরা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তির লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হইতে পারি না। কয়েকটি বৃহৎ আন্তর্জাতিক শক্তি বাংলাদেশ সংগ্রামের মীমাংসা ও বুঝাপড়ার যে চক্রান্ত করিতেছে তাহার মধ্য দিয়া আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতা ও মুক্তি আসিবে না। এত শহীদের রক্ত, মা বোনের ইজ্জত ও ঘরবাড়ী ছারখার হওয়া সবই বিফলে যাইবে। তাই পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের বাঁচিয়া থাকিবার জন্য সশস্ত্র লড়াই চালাইতে হইবে।''

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
দেশবাংলা★	৪ নভেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ২য় সংখ্যা		অনিবার্য সমাধি

সম্পাদকীয়

অনিবার্য সমাধি

ইয়াহিয়া খাঁ গভীর গাড্ডায় পড়েছেন। বলাবাহুল্য এই গাড্ডা তিনি নিজেই খুঁড়েছিলেন অবশ্য নিজের পাপ ঢাকার জন্য। বাংলাদেশের জনগণের রায়কে নস্যাৎ করতে হলে যে পাশবিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাইতে হয়,তার দায়দায়িত্ব প্রতিপক্ষের ঘাড়ে চাপাবার জন্য ফাঁদ বানিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন তার সে ফাঁদে আটকা পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বাংলার স্বাধিকারকামী নেতৃত্ব। আর তিনি তার লাঠিয়ালদের নিয়ে মনের সুখে রাজত্ব চালাবেন।

কিন্তু কথায় আছে অতি চালাকের গলায় দড়ি। ইয়াহিয়াও সম্বভত একটু বেশী চালাকী করতে গিয়েছিলেন। আর তাতেই পতন,— স্বখাত সলিলে।

গত তেইশ বৎসর ধরে বাংলার মানুষকে সর্বক্ষেত্রে বঞ্চিত করে পাঞ্জাবের উদরপূর্তির যে প্রচেষ্টা হয়েছে তাতে বাধ সাধতে গেলেই এই ফাঁদ অতি সন্তর্পণে গুটিয়ে আনা হয়েছে। বাংলার মানুষ সরল বিশ্বাসে হাত মেলাতে গিয়ে সে ফাঁদে আটকা পড়েছে। একবার দু'বার নয়— অসংখ্যবার। তথাকথিত পাকিস্তানের ইতিহাস ঘাঁটলেই তা চোখে পড়বে।

ফাঁদ পাতা হয়েছিল ১৯৪৬-এর নির্বাচনে। বাংলার মানুষ জেনেছিল এ নির্বাচনে জয়ী হলে তারা স্বাধীন বাংলার মালিক হবে। মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাবের মর্মকথাও ছিল তা-ই। বাংলার মুসলমানরা অবিভক্ত ভারত চায়নি। কিন্তু স্বাধীন বাংলা চেয়েছিল। এর পেছনেও হয়তো বা বাংলাদেশে নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা জাহির করার আকাংখাই প্রবল ছিল। কিন্তু তা ছিল একান্তই স্বাভাবিক এবং প্রকৃতিগত অধিকার প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা মাত্র। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের ইস্যু ছিল দু'টি। সমগ্র উপমহাদেশ একটি মাত্র রাষ্ট্র হবে, না-কি একাধিক রাষ্ট্রে বিভক্ত হবে। কংগ্রেস ছিল একক জাতীয়তার ধারক, মুসলিম লীগ দ্বিজাতিতত্ত্বের। কিন্তু মুসলিম লীগের দ্বিজাতিতত্ত্বের ব্যাখ্যা বাংলার মুসলমানদের কাছে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। হিন্দু এবং মুসলমানদের জন্য দু'টি পৃথক রাষ্ট্রে উপমহাদেশকে ভাগ করার কথা চিন্তা করেনি বাংলার মুসলমান। বাঙ্গালী ফজলুল হকের মুসাবিদা করা 'লাহোর প্রস্তাব'ই তার প্রামাণ্য দলিল। সোহরাওয়ার্দীর যুক্তবাংলা গড়ার শেষ চেষ্টাও তারই বহিঃপ্রকাশ।

★ দেশবাংলা : সাপ্তাহিক। বাংলাদেশের জনযুদ্ধের মুখপত্র। সম্পাদক : ফেরদৌস আহমদ কোরেশী। দীপক সেন কর্তৃক বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চল থেকে মুদ্রিত ও 'অগ্নিশিখা' প্রকাশনীর পক্ষে বিজয় নগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।

বাংলার মুসলমান উপমহাদেশে একাধিক রাষ্ট্রের সমন্বয় চেয়েছিল। আর বঙ্গভঙ্গ বাঙ্গালী হিন্দুর কাছে ছিল মাতৃহত্যার তুল্য। এ জন্যই কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব আজো বাংলার মানুষের কাছে পালিয়ে যাওয়া সোনার হরিণ।

কিন্তু '৪৬ সালের নির্বাচনের পর মুসলিম লীগের নেতৃত্ব নির্বাচনী কর্মসূচী ভুলে গিয়ে নির্বাচনের ফলাফলকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের দিকে মন দিয়েছিল। সে নেতৃত্বে ছিল স্পষ্টতই অবাঙ্গালী নেতৃত্ব। বাংলাকে ভাগ করে অথর্ব করে দিতে না পারলে অবাঙ্গালী কর্তৃত্ব চিরস্থায়ী করা যেতো না, করাচীতে বসে সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর শাসন ও শোষণ চালাতে পারতো না। '৪৬-এ মুসলিম লীগকে জয়যুক্ত করে, জিন্নার নেতৃত্ব দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নিয়ে বাংলার মানুষ যে ফাঁদে পা' দিয়েছিল তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বাধীন বাংলার কবর, ইউনিটারী পাকিস্তানের উদ্ভব। অবশ্য জিন্না এবং আর আর অবাঙ্গালী নেতাদের বাঁচার আর কোন পথ ছিল না। ইউনিটারী পাকিস্তানে বাঙ্গাল মারা কল বসাতে না পারলে তাদের সর্দারী কায়েম রাখা যেতো না কিছুতেই। সে ব্যাপারে তাদের হিসাব ছিল একবারেই নির্ভুল।

এরপর এই তেইশ-চব্বিশ বছরে বহুবার সেই একই খেলার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। শাসনতন্ত্র ছাড়াই দেশ চলেছে দশ বছর। 'দুই পরিষদে'র ভুত চাপাবার চেষ্টা হয়েছে। চেষ্টা হয়েছে পৃথক নির্বাচন বহাল রাখার। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করে 'বাংগাল'কে পাকিস্তানী বানাবার কোশেশ হয়েছে। সে সব অবশ্য ধোপে টেকেনি। কিন্তু '৫৪ সালের নির্বাচনের পর বাংলার মানুষ আবার ফাঁদে পড়েছে। মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটিয়ে জয়ী হবার অল্প দিনের মধ্যেই যুক্তফ্রন্টে ভাঙ্গন ধরলো। আওয়ামী লীগ বের হয়ে এলো যুক্তফ্রন্ট থেকে। নৌকার মাঝি হক সাহেব মাল্লা বিহীন হয়ে সমুদ্রে ভাসলেন। মাল্লার একের হাত-পা অপরে ভাংলো 'দাঁড়া-দাড়ি' করে। মারীতে শহীদ শোহরাওয়ার্দীর সাথে কোরান শরীফের পাতার মার্জিনে স্বাক্ষরিত হলো পাঁচ দফা চুক্তি, পশ্চিমা নেতাদের সাথে। এক ইউনিট আর সংখ্যাসাম্য মানলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। আর বিনিময়ে পেলেন চাকুরী-বাকুরী, ব্যবসা বাণিজ্য, উন্নয়ন, সর্বক্ষেত্রে দুই অংশের সমান সমান বখরা কায়েম করার এবং গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র চালু রাখার অঙ্গিকার। কিন্তু এটাও ছিল আরেকটি ফাঁদ। বাংলাদেশ পরিষদের অভ্যন্তরে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালো, পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষুদ্র দেশগুলি হারালো তাদের স্বকীয়তা। সোহরাওয়ার্দী উভয়ের কাছেই অপরাধী হলে থাকলেন। কিন্তু বিনিময়ে পেলেন না কিছুই। পশ্চিম পাকিস্তানীরা চুক্তির আর সব ধারা বেমালুম চেপে গেল। কোরান শরীফের পাতায় লেখা ওয়াদাও তারা ভাংতে পারেন, কারণ ধর্মটা শোষকের খোলস, বিশ্বাসের অঙ্গ নয়। এই বিশ্বাসঘাতকতারই চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছিল বাংলার অধিকার নিয়ে চাপ সৃষ্টির পর আকস্মিকভাবে পাঞ্জাবী চক্রের সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভার প্রতি সমর্থন প্রত্যাহারে। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মত সুচতুর ও সুদক্ষ রাজনীতিকও নাকি সেদিন অসহায় শিশুর মত বলে উঠেছিলেন, 'আমি মানবতার উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি।'

তারপর '৫৯ সালের অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের ফলাফল পূর্বাহ্নে আঁচ করে সামরিক শাসন জারী থেকে শুরু করে, '৬২র শাসনতন্ত্র জারী, '৬৫র নির্বাচন, '৬৯-এর

গোলটেবিল বৈঠক '৭০-এর নির্বাচন, একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি। প্রতিবারই বাংলার মানুষ নতুন করে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। প্রতিবারই প্রতারিত হয়েছে।

৬৯-এর গোলটেবিল বৈঠকে নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং পার্লামেন্টারী শাসনে প্রত্যাবর্তনের ঘোষণায় বিশ্বাস করেছে বাঙালী। সে বিশ্বাসের পরিণতি দ্বিতীয় দফা সামরিক শাসন, আয়ুবের গদীতে ইয়াহিয়ার অভিষেক। '৭০-এর নির্বাচনের জন্য ইয়াহিয়া যখন 'আইনগত কাঠামো আদেশ' জারী করে, তখন বাংলাদেশের দুএকটি দল তাতে ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছিল। কিন্তু বৃহত্তর জনসমষ্টি— তা মেনে নেয়, ইয়াহিয়ার সদিচ্ছায় বিশ্বাস স্থাপন করে। ইয়াহিয়া সে বিশ্বাসের মূল্য তার স্বনিয়মেই দিয়েছে এবং এখনো দিচ্ছে।

কিন্তু কথায় আছে, সাতদিন চোরের আর একদিন গৃহস্থের। এবার সত্যই গৃহস্থের দিন এসেছে। ইয়াহিয়া এবং তার মুরুব্বীদের সমস্ত হিসাব ভণ্ডুল করে দিয়ে বাংলার মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছে প্রতিশোধের স্পৃহার। ২৪ বছরের বিশ্বাসঘাতকতার জবাব সে আজ দেবেই। ইয়াহিয়ার প্রতিটি অস্ত্র ফিরে গিয়ে তার নিজেরই বুকে বিঁধছে। বাংলাকে এবং বাংলার মানুষকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেবার জন্য যে চোরাবালির ফাঁদ পাতা হয়েছিল ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে ইয়াহিয়া এবং তার সামরিক জান্তা আজ তাতেই আটকা পড়েছে।

এ চোরাবালি থেকে তাদের নিস্তার অনিবার্য সমাধিতে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
দেশবাংলা ১ম বর্ষ : ২য় সংখ্যা	৪ নভেম্বর, ১৯৭১	রাজনৈতিক সমঝোতা সোনার পাথরবাটি

রাজনৈতিক সমঝোতা সোনার পাথরবাটি

(রাজনৈতিক ভাষ্যকার)

পর পর কয়েকটা দেশের আলোচনা শেষে প্রকাশিত যুক্ত ইশতেহারে, বিভিন্ন দেশের রাজনীতিবিদদের বিবৃতিতে এবং বাঙলাদেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন এমন অনেকগুলো দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের বিবৃতি ও সাক্ষাতকারে বাঙলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের কথা বার বার উচ্চারিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এই রাজনৈতিক সমাধানের জন্য কারো কারো মতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আলোচনা হতে হবে। আবার কারো কারো মতে, ইদানিং সে মতটাই প্রাধান্য পাচ্ছে, '৭০-এর নির্বাচনে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিগণ আর বর্তমানের একনায়কত্ববাদী সামরিক জান্তার মধ্যে আলোচনার মাধ্যমেই সে রাজনৈতিক সমাধান পেতে হবে। এ ব্যাপারে ভারতের বক্তব্য স্পষ্ট। বাংলাদেশ সমস্যা ভারত পাকিস্তান বিরোধ থেকে উদ্ভুত নয়। কাজেই ভারতের এ ব্যাপারে আলোচনায় বসার প্রশ্নই ওঠে না।

তাহলে আলোচনা যদি হতেই হয় তা হতে পারে কেবল বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাথে ইয়াহিয়া চক্রের। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, রাজনৈতিক 'সমাধান'টা কি হ'তে পারে তা কেউই উল্লেখ করছেন না। অর্থাৎ প্রস্তাবকদের মতে কোন রকম পূর্বশর্ত ছাড়াই দু'পক্ষকে আলোচনায় বসতে হবে এবং সমাধানের সূত্র বের করতে হবে। অর্থাৎ ২৫শে মার্চের আগে ব্যর্থ দ্বি-পাক্ষিক আলোচনায় ফিরে যেতে হবে।

আমরা ধরে নিলাম রাজনৈতিক সমাধানের জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসকেরা বসলেন। তখন তাদের সামনে আলোচ্যসূচী কি হতে পারে এবং দু'পক্ষের দেওয়া নেওয়ার সুযোগ কতটা বিদ্যমান রয়েছে তা ভেবে দেখা যাক।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তী পর্যায়ে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রশ্নে যে সব জটিলতা দেখা দিয়েছিল এবং পরবর্তী ২৩ বছরে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে বারংবার যেভাবে বিপর্যয় এসেছে তার মূল কারণগুলি অনুসন্ধান করলে নিম্নলিখিত কয়েকটি সত্য পরিস্কার হয়ে ধরা পড়বে।

ক) পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে পূর্বাঞ্চলের জনসংখ্যা ছিল শতকরা ৫৬ জন, পশ্চিমাঞ্চলে শতকরা ৪৪ জন। স্বভাবতই এ দেশে নিয়মতান্ত্রিক পার্লামেন্টারী রাজনীতি চালু থাকলে সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের প্রাধান্য অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়ে।

খ) সংখ্যালঘিষ্ঠ পশ্চিমাঞ্চল, বিশেষত পাঞ্জাব, ঐতিহাসিক কারণে প্রশাসন,

অর্থনীতি এবং দেশরক্ষা বিভাগে একচেটিয়া কর্তৃত্বের অধিকারী। দেশে নিয়মতান্ত্রিক পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা চালু হতে দিলে সংখ্যালঘিষ্ঠের একচেটিয়া কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হতে বাধ্য। এমতাবস্থায় পাঞ্জাবী নেতৃত্বের পক্ষে সম্মিলিত পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক শাসন চালু হতে দেওয়া আত্মহত্যার শামিল।

গ) দুই অঞ্চলের জন্য ছয়দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন কায়েম রেখে কেন্দ্রের জন্য সমতার ভিত্তিতে ফেডারেল শাসনতন্ত্র প্রণয়নের যে দাবী শেখ মুজিব ১৯৬৬ সালে পেশ করেছিলেন পশ্চিমা রাজনীতিকরা এখন পর্যন্ত তাকেই মেনে নিতে পারেননি। এমতাবস্থায় কনফেডারেশন গঠনের প্রস্তাবে তাদের সম্মত হবার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। কারণ তাহলে তাদের স্বদেশে তারা এতদিনের গোয়ার্তুমীর পরিণতির জন্য ধিকৃত হবেন এবং প্রত্যেকেরই রাজনৈতিক সমাধান রচিত হবে।

ঘ) সম্মিলিত পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে এক ইউনিট বাতিল হয়ে চারটি প্রদেশ হয়েছে। এখন বাংলাদেশ যে অধিকার ভোগ করবে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশগুলিও তাই ভোগ করবে। কিন্তু বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে তা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের বিপরীতে 'পশ্চিম পাকিস্তান' ধরণের একটি সম্মিলিত কাঠামো খাড়া না রাখলে কোন সমাধানই কার্যকর হবে না। কিন্তু তা হবে এক ইউনিট ব্যবস্থারই পুন প্রবর্তন, যেটা পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষুদ্রতর প্রদেশগুলি মানবে না। আর এক ইউনিট পুনঃর্বহাল করার অর্থ হবে প্যারিটিতে ফিরে যাবার পাঁয়তারা, বাংলাদেশের মানুষ বহু পূর্বেই যা ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় যে কোনভাবেই হোক পাকিস্তানের প্রতি বাংলার মুসলমানদের পূর্ণ আনুগত্য আদায় করা সম্ভব হয়েছিল। সে আনুগত্য এমনই ছিল যে, সেদিনের বাঙ্গালী মুসলমান ফজলুল হক সোহরাওয়ার্দীর মত নিজ দেশের নেতাদের দূরে হটিয়ে দিয়ে জিন্না-লিয়াকত আলীর পায়রবি করেছে। কিন্তু সেই আনুগত্যকে বশ্যতা হিসাবে ধরে নিয়ে পাঞ্জাবী রাজনীতি যেভাবে ২৪টি বছর দেশটাকে ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তির মত ব্যবহার করেছে তাতে করে পরিস্থিতির এখন আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। ইতিমধ্যে পদ্মা-মেঘনা ও সিন্ধু নদীতে অনেক পানি গড়িয়ে গেছে। আর সম্ভবতঃ পাকিস্তান নামক দেশটির রাষ্ট্রীয় ভিত্তিও তাতেই ভেসে গেছে।

কিন্তু সে কথা বাদ দিলেও যেটা এখন মৌল প্রশ্ন তা হচ্ছে এই— পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে বাঙালীদের অবস্থান সম্ভব করে তোলার জন্য যে নির্ভেজাল গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং 'বহাল রাখার নিশ্চয়তা' প্রয়োজন, পাঞ্জাবী শাসকচক্র তাতে কোন অবস্থাতেই রাজী হতে পারে না। পাঞ্জাবীরা আপাততঃ যদি অবস্থার চাপে পড়ে কোন প্রকার নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করেও তবে তা বাঙালীদের নিকট বিশ্বাসযোগ্য হবে না। কারণ, পাঞ্জাবীচক্রের অতীত কার্যকলাপ এবং বর্তমানের মানসিকতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, তারা কেবল পরবর্তী সুযোগেরই অপেক্ষায় থাকবে। এবং নিজেদের সুবিধাজনক ষ্ট্রাটেজী কাজে লাগিয়ে বাঙলাদেশের অভ্যন্তরে পা' রাখার জায়গাটুকু করে নিতে পারলেই পুনরায় নগ্নরূপে ফিরে যেতে দ্বিধা করবে না।

কাজেই আন্তর্জাতিক চাপ যতই আসুক, পাকিস্তানের মধ্যে বাংলাদেশের প্রত্যাবর্তনে পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান মিলবে না। দু'টি পরস্পরবিরোধী স্বার্থের এবং

পরস্পর বিদ্বিষ্ট মনোভাবের ধারক অঞ্চলকে এক জোয়ালে বেঁধে রাখার চেষ্টা করে লাভ নেই। এটা অবাস্তব এবং প্রকৃতির ধর্মের বিরোধী। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রযন্ত্র হচ্ছে নির্দিষ্ট জনসমষ্টির সর্বাধিক কল্যাণের জন্য নির্মিত স্বেচ্ছামূলক সংগঠন। যে ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা, সামাজিক চেতনা ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার অপর অঞ্চলের চাইতে সম্পূর্ণ পৃথক, যে ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের অর্থনৈতিক শক্তির উন্মেষ অপর অঞ্চলের উপর বেনিয়া শোষণের পথ প্রশস্ত করে, যে ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের সহজ ও স্বাভাবিক বিকাশ অঞ্চল বিশেষের প্রাধান্য অনিবার্য করে তোলে, সে ক্ষেত্রে একই রাষ্ট্রীয়তা অবৈজ্ঞানিক। শ্যামদেশের সেই যমজ ভ্রাতৃদ্বয়ের মত একের পিঠের সাথে অপরের সংযুক্ত অবস্থান উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর।

কাজেই অপারেশনের কাজ যত তাড়াতাড়ি শেষ হয় ততই মঙ্গল।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
দেশবাংলা	১১ নভেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ৩য় সংখ্যা		সাড়ে সাত কোটি হোসেন আলী

সম্পাদকীয়

সাড়ে সাত কোটি হোসেন আলী

নয়াদিল্লীর পাকিস্তানী দূতাবাসটি এখন বাঙালী শূন্য। না, অন্তত একজন বাঙালী এখনো সেখানে আছেন। তিনি জনাব হোসেন আলী, হাই কমিশনারের একান্ত সচিব।

রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত দেহে দিল্লীর পাকিস্তানী হাইকমিশন ভবনের কোন একটি চোরা কুঠুরিতে তিনি অসহ্য উৎপীড়নের শিকার হয়ে রয়েছেন। দিল্লীর ছাত্ররা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। অবুঝ ছেলে দুটি পিতার মুক্তির জন্য ধর্ণা দিতে গিয়ে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে। অসহায় সহকর্মীরা ছুটোছুটি করছেন। কিন্তু কূটনীতির কূট প্রভুরা নীরব নিথর। আইনের দৃষ্টিতে তিনি পাকিস্তানের 'নাগরিক', যে নাগরিকত্ব তিনি ঘৃণাভরে ছুঁড়ে ফেলেছেন তাঁর আর সহকর্মীদের সাথে। কিন্তু তথাকথিত সভ্য জগতের আন্তর্জাতিক আইনের কীটদুষ্ট পুস্তকের ভাষ্য তার অনুকূলে নয়। সাড়ে সাত কোটি স্বজাতির সাথে একাত্ম হয়ে যে পৃথক জাতীয় স্বত্তার গৌরবে মাথা তুলে দাঁড়াতে চেয়েছেন তিনি, তার স্বীকৃতি মেলেনি সভ্যতার মুরুব্বীদের কাছে। অতএব পাকিস্তানী বন্দীদশায় নিষ্ঠুরতম মৃত্যুকেও যদি বরণ করতে হয় তাঁকে, কূটনীতির ঠাণ্ডা মস্তিষ্কের কসাইদের কাছে তার বুঝি কোন প্রতিকারই পাওয়া যাবে না।

জনাব হোসেন আলীর অপরাধ তিনি তার লক্ষ লক্ষ স্বদেশবাসীর দুঃখ যন্ত্রণার দিকে চোখ বুঁজে থাকতে পারেননি। নয়াদিল্লীর পাকিস্তানী দূতাবাসটির অভ্যন্তরে দিনের পর দিন বাংলাদেশের মাটিও মানুষের বিরুদ্ধে জঘন্য ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হতে দেখে স্থির থাকতে পারেননি। চাকুরীর মায়া ত্যাগ করে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যত মাথায় করে সর্বস্বান্ত স্বদেশবাসীর পাশে এসে দাঁড়াতে চেয়েছেন।

নয়াদিল্লীর দূতাবাসে তিনি ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে সমাসীন। পাকিস্তানী জঙ্গী চক্রের ষড়যন্ত্রের গোপন তথ্যাবলী তার জানা থাকার কথা। সম্ভবতঃ সেই কারণেই ইয়াহিয়া চক্র ক্ষেপা কুকুরের মতো তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

কিন্তু ইয়াহিয়া চক্রের জিন্দানখানায় হোসেন আলী একা নন, সাড়ে সাত কোটি বাঙালী আজ পাকিস্তান নামক বন্দীশালায় এমনিভাবে অত্যাচারের অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন। তাদের সবার পিঠেই আঘাতের চিহ্ন, সবার বুকেই বিক্ষোভের আগুন, সবার চোখেই ঘৃণার বিচ্ছুরণ। তাদেরও অপরাধ তারা ইয়াহিয়ার পাকিস্তানের নাগরিকত্বে পদাঘাত হেনে নয়া নাগরিকত্বের সদস্য ঘোষণায় কণ্ঠ দিয়েছে।

দুনিয়ার কূটনীতি সেখানেও নির্বিকার। সাড়ে সাত কোটি মানুষের ইচ্ছার সম্মিলিত ঐক্যতানকে হত্যার চেষ্টা চলছে কূটনীতির কসাইখানায়।

দুনিয়ার মানুষ জেনে রাখুক, সাড়ে সাত কোটি হোসেন আলী প্রিয়তম স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য এই মৃত্যু যন্ত্রণাকে বরণ করেই নিয়েছে। এই যন্ত্রণার, এই নিপীড়নের আগুনে পুড়েই সোনার বাঙলা 'সোনার চেয়েও খাঁটি' হয়ে উঠেছে। অত্যাচারেই বাংলার উন্মেষ। অত্যাচারই বাঙ্গালী ঐক্যের ভিত। অতএব মাভৈঃ হোসেন আলীর মুক্তির আর বিলম্ব নেই!

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
দেশবাংলা	১৮ নভেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা		হিন্দু না ওরা মুসলিম জিজ্ঞাসে কোন্ জন?

সম্পাদকীয়

হিন্দু না ওরা মুসলিম জিজ্ঞাসে কোন্ জন?

পশ্চিম পাঞ্জাবী দস্যুবৃত্তির শিকার হয়ে বাংলাদেশ থেকে যাঁরা ভারতে চলে গিয়েছেন তাঁদের অধিকাংশই হিন্দু, এই ধুয়া তুলে জনৈক পশ্চিমা সাংবাদিক দিল্লীতে মিসেস গান্ধীকে প্রস্তাব দিয়েছেন, এদের সবাইকে ভারতের নাগরিক করে নিলে কেমন হয় ?

প্রস্তাবটি ওই সাংবাদিকের নিজস্ব হলে ক্ষতি ছিল না। শোনা যায়, মহল বিশেষ থেকে পরিকল্পিত ভাবে এই 'ফিলার' পরিবেশন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের নব্বই লক্ষ মানুষ গৃহহারা, সর্বহারা হয়ে প্রাণভয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে গেছে। তাদের অপরাধ তারা নিজ দেশে পরবাসী হয়ে থাকতে চায়নি। তাদের অপরাধ তারা তাদের স্বদেশের মাটিতে বিদেশী বেনিয়া প্রভুত্ব মেনে নিতে পারেনি। সেই অপরাধের খেসারত দিতেই তাদের আজ স্বদেশ স্বজন থেকে দূরে অপরিসীম দুঃখ দুর্দশাকে বরণ করে নিতে হয়েছে। কিন্তু দুর দূরান্তে বসে যারা চিরকাল এই উপমহাদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে, তারা কি এই পরিস্থিতিতেও নতুন করে ঘোলাপানিতে মাছ শিকারের স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশের এক কোটি মানুষকে বিদেশী বানিয়ে, তথাকথিত পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে বাঙ্গালীদের সংখ্যালঘিষ্ট করে চিরদিনের মত ভারত-পাকিস্তান সংঘাত জিইয়ে রাখার নতুনতর ফন্দি আঁটা হচ্ছে কি ?

শরণার্থীরা বেশীরভাগ হিন্দু। বিভেদকামী পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ সঠিক জায়গাতেই ঘা দিয়েছে। কিন্তু তাদের মনে রাখা উচিত আজকের বাংলাদেশ ১৯৪৬-এর বাংলাদেশ নয়। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প থেকে মুক্ত বাঙালী জাতীয়তার মূর্ত পীঠস্থান এই বাংলাদেশ। বাংলার মুসলমান, বাংলার হিন্দু, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার খৃস্টান, বাংলার আদিবাসী তাদের নিজ নিজ ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকবে সন্দেহ নেই, কিন্তু জাতীয়তা এবং রাষ্ট্রীয়তার প্রশ্নে তাদের একমাত্র পরিচয় তারা বাঙ্গালী, বাংলাদেশের নাগরিক।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রমাণ করে দিয়েছে ধর্ম জাতীয়তার একমাত্র নিয়ামক হতে পারে না, ভাষা-সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক রাজনৈতিক একাত্মতাই জাতীয়তার মৌল ভিত্তি। এই নবলব্ধ অভিজ্ঞতা কেবল এই উপমহাদেশের জন্য নয়, গোটা পৃথিবীর জন্যই এক অভিনব শিক্ষা। বাংলাদেশের মানুষ নিজেদের জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আপন ইচ্ছায় আপন শক্তিতে শক্তিমান হয়ে স্বাধীনতার পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে।

আজও গোটা পৃথিবীর তাবৎ বৃহৎ শক্তির ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে বাংলার দামাল ছেলেরা শত্রুর সাথে অসমযুদ্ধে পাঞ্জা লড়ছে। এ যুদ্ধে তাদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী জেনেই কি পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা নতুন নতুন ফন্দি আবিষ্কারের চেষ্টায় মেতেছে ?

বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন যে, শরণার্থীদের সকলকেই স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। শরণার্থীরাও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলছেন, তাঁদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ। ভারতে তাঁদের অবস্থান স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রয়োজনেই। অধিকৃত বাংলা থেকে হানাদার সৈন্যরা বিতাড়িত হলে দেশে ফিরে যেতে তাদের এতটুকুও বিলম্ব হবে না। মনে রাখতে হবে বাঙালী শরণার্থীদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দেবার অধিকার ভারতেরও নেই। তারা হিন্দু, না মুসলিম, সে প্রশ্নের সমাধি রচিত হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে। এ প্রশ্ন নতুন করে যারা তুলতে চাইবে, তাদের 'লাল মুখ' কালো করে দেবে সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর ইস্পাত কঠিন ঐক্য। অতএব, সাধু সাবধান!

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
দেশবাংলা ১ম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা	১৮ নভেম্বর, ১৯৭১	বাংলাদেশে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র চাই কি ?

বাংলাদেশে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র চাই কি? আওয়ামী লীগকে মনস্থির করতে হবে

(দেশবাংলা বিশেষ নিবন্ধ)

বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চল সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং অধিকৃত বাংলার পরিসর সংকুচিত হয়ে আসছে। মুক্তিবাহিনীর শক্তিও সুসংহত হয়ে উঠছে। এক কথায় স্বাধীনতার চরম মুহূর্ত ঘনিয়ে আসছে।

এই ক্রান্তিলগ্নে দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রেও আসছে বিপুল পরিবর্তন। দক্ষিণপন্থী দলগুলি ইয়াহিয়ার সাথে হাত মিলিয়ে নিজেদের কবর নিজেরাই খুঁড়েছে। বামপন্থী ও আধাবামপন্থী দল-উপদলগুলিতেও পোলারাইজেশন শুরু হয়েছে নতুনভাবে।

বিগত নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগকে এখন দল না বলে 'প্লাটফর্ম' বলাই ভালো। মধ্যপন্থী আওয়ামী লীগে এখন বামপন্থী প্রায়-নক্সাল চিন্তাধারা থেকে শুরু করে বুর্জোয়া উদার নৈতিকতাবাদ পর্যন্ত সব রকমের চিন্তাধারা পাশাপাশি কাজ করছে। বিভাগ পূর্বকালের ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাথে আওয়ামী লীগের এই অবস্থার তুলনা হতে পারে।

স্বভাবতঃ বাংলাদেশের আগামী দিনের রাজনীতিতেও আওয়ামী লীগ এবং তার অনুগামীদের প্রাধান্য থাকবে। ন্যায়সঙ্গতভাবেই আজ তাই প্রশ্ন উঠতে পারে স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ দেশকে কোন পথে চালাবে ?

অনেকে বলে থাকেন, আগে স্বাধীনতা আসুক, তারপর সে সব কথা চিন্তা করা যাবে। বিভাগ পূর্বকাল মুসলিম লীগ এ ধরণের কথাই বলতো। প্রকৃত সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে সাধারণ মানুষের নাকের ডগায় মূলা বেঁধে এগিয়ে নেবার অভিসন্ধি ছাড়া এটা আর কিছুই নয়।

বস্তুতঃ যাঁরা আজ স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছেন তাদের সবার সামনেই স্বাধীনতা পরবর্তীকালের একটি সুনির্দিষ্ট চিত্র থাকা অত্যাবশ্যক। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে যে তথাকথিত স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল, গত ২৪ বৎসর তার বিষময় ফল ভোগ করার পর পুনরায় কোন অজানার পথে পা বাড়ানো বাঙালী জাতির জন্য নির্বুদ্ধিতারই নামান্তব হবে।

সংগ্রামের গতি প্রবাহ আজ বাংলাদেশের রাজনীতিকে এমন এক স্তরে এনে দিয়েছে যখন সংগ্রামকে সঠিক খাতে পরিচালনার খাতিরেই আজ কতগুলি বিষয়ে মনস্থির করার প্রয়োজন জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বকেই আজ এসব প্রশ্নের মোকাবেলায় বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে আসতে হবে এবং দেশবাসীর সামনে সুস্পষ্ট ভাষায়

তাদের বক্তব্য তুলে ধরে তদনুযায়ী সর্বশ্রেণীর মানুষের মানসিক প্রস্তুতির জন্য কাজ করে যেতে হবে।

আওয়ামী লীগকে প্রথমেই স্থির করতে হবে স্বাধীন বাংলাদেশে পার্লামেন্টারী রাজনীতি চালু থাকবে কিনা, নাকি সেখানে তারা একদলীয় শাসন চালু করবেন।

বাংলাদেশের মানুষ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে এবং বিগত নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবেই ক্ষমতার রদবদল আনতে চেয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্ষমতাসীন চক্র এই শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের পথ আগলে দাঁড়ায় এবং নজীরবিহীন নৃশংসতার মাধ্যমে নির্বাচনের রায় বানচাল করতে প্রয়াসী হয়। অতঃপর বাংলার ছাত্র-তরুণ ও স্বাধিকারকামী জনতা অস্ত্র ধরেছে এবং সশস্ত্র সংগ্রামের পথে পা বাড়িয়েছে একান্ত বাধ্য হয়ে।

এ থেকে অনেকে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, বাংলাদেশের ঘটনা নিয়মতান্ত্রিক পার্লামেন্টারী রাজনীতির ব্যর্থতার প্রামাণ্য উদাহরণ এবং এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া জাতীয় মুক্তি অসম্ভব।

আওয়ামী লীগের তরুণদের একাংশ সশস্ত্র সংগ্রামের যৌক্তিকতা প্রচার করছিলেন পূর্ব থেকেই। এবার তারা হাতে কলমে তা প্রমাণ করার সুযোগ পেয়েছেন। অতঃপর পার্লামেন্টারী রাজনীতির বিলাসিতা চিরদিনের জন্য দেশ থেকে দূর করার কথা তারা চিন্তা করছেন কিনা আমাদের জানা নেই।

অন্যদিকে আওয়ামী লীগের বয়োজ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিরা বর্তমান সংগ্রামকে তাদের নির্বাচনী বিজয়েরই চূড়ান্ত পরিণতি মনে করছেন। তাঁদের মতে বর্তমান সংগ্রাম সশস্ত্র হলেও তা প্রকৃত প্রস্তাবে নিয়মতান্ত্রিক। কারণ, নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের দেওয়া রায়কে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই সংগ্রাম চলছে। কাজেই এ সংগ্রাম অন্যান্য দেশের সশস্ত্র সংগ্রাম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং একে কোন অবস্থাতেই নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির অবসান বলা যেতে পারে না। তারা মনে করেন, ইয়াহিয়া নিয়মতান্ত্রিকতার পথ থেকে সরে গিয়ে যে অনিয়মের পথ বেছে নিয়েছে, বাংলাদেশ সরকার এসই অনিয়মকে উৎখাত করে নিয়মতান্ত্রিকতাকেই পুনর্বহাল করতে চান। শত্রুমুক্ত বাংলাদেশে তাঁরা গণপরিষদের অধিবেশন ডাকতে মুহূর্তও বিলম্ব করবেন না এবং যথারীতি যথার্থ পার্লামেন্টারী রাজনীতি কায়েম করবেন এ কথাও তাঁরা বলছেন।

আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের এ ধরণের বক্তব্য যদি দলের স্থিরসিদ্ধান্তের পরিচায়ক হয়ে থাকে তবে কার্যক্ষেত্রেও তাঁর প্রতিফলন ঘটা দরকার বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন।

আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিল সন্দেহ নাই। বিগত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক বিজয় পার্লামেন্টারী রাজনীতির প্রতি সাধারণ মানুষের আকর্ষণ এবং আস্থা দুই-ই বাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। কিন্তু পরবর্তীকালের ঘটনাপ্রবাহে গণমনে বিভ্রান্তি এসেছে। সে বিভ্রান্তি এখন বাড়ছে বই কমছে না।

পাকিস্তানে কোনকালেই পার্লামেন্টারী রাজনীতি পরীক্ষিত হয়নি। শুরু থেকেই

কায়েমী স্বার্থ এবং সামরিক বাহিনীর অন্যায় প্রভুত্ব দেশে পার্লামেন্টারী রাজনীতির বিকাশ স্তব্ধ করে দিয়েছিল। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনকে নস্যাৎ করে দেওয়া, ১৯৫৯ সালের অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের ভয়ে সামরিক শাসন জারী, আয়ুবের 'মৌলিক গণতন্ত্র' এবং সর্বশেষ ইয়াহিয়ার ডিগবাজী সেই অন্যায় প্রভুত্ব কায়েম রাখার অপকৌশলেরই বিচিত্র বহিঃপ্রকাশ।

স্বাধীন বাংলাদেশে পার্লামেন্টারী শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে প্রথমবারের মত সেখানে গণতন্ত্রের পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হবে। বলাবাহুল্য এটা একান্তভাবেই এখন আওয়ামী লীগের উপর নির্ভরশীল। সেজন্য আওয়ামী লীগকে অবশ্যই কয়েকটি ব্যাপারে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে।

(১) দলীয় পরিধিতে নিয়মতান্ত্রিকতা কায়েম করতে হবে এবং সংগ্রামের সর্বস্তরে নিয়মতান্ত্রিক গণপ্রতিনিধিত্বকে উর্ধ্বে তুলে রাখতে হবে। বিগত নির্বাচনে যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন, সরকার গঠন এবং সরকার পরিচালনায় তাদের সম্মিলিত ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং বর্তমান জরুরী অবস্থাতেও পার্লামেন্টের সুপ্রিমেসীর নিশ্চয়তা বহাল রাখতে হবে।

(২) মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের মনেও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি তথা, পার্লামেন্টের প্রতি আনুগত্য গড়ে তুলতে হবে এবং ভবিষ্যতে দেশের বেসামরিক নাগরিকদের অস্ত্র সমর্পণের কথা মনে রেখে তদনুযায়ী কাজ করে যেতে হবে।

(৩) বিরোধীদলের অস্তিত্ব মেনে নিতে হবে। বিশেষ করে যে সব দল ভবিষ্যতে পার্লামেন্টের সুপ্রিমেসী মেনে নিয়ে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে অংশ নেবে সে সব দলকে সাথে নিয়ে কাজ করতে হবে। দেশে শক্তিশালী ও সুসংগঠিত বিরোধীদল পার্লামেন্টারী রাজনীতির সাফল্যের জন্য অপরিহার্য। আওয়ামী লীগ যদি সত্যই ভবিষ্যতে পার্লামেন্টারী রাজনীতি কায়েমের অভিলাষী হয়ে থাকে তবে এ ধরণের বিরোধী দল গড়ে ওঠার ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করে তো চলবেই না, বরঞ্চ সরকারীভাবে আনুকূল্য দেখাতে হবে।

(৪) মুক্তিবাহিনীকে একক কমান্ডে সংগঠিত রাখতে হবে এবং সামরিক বাহিনীকে দলীয় প্রভাব মুক্ত রাখতে হবে, যাতে করে ভবিষ্যত বাংলাদেশে পাকিস্তানী রাজনীতির পুনরাবৃত্তি না ঘটতে পারে।

(৫) এডমিনেস্ট্রেশনকেও দল নিরপেক্ষভাবে গড়ে তুলতে হবে। এমনকি রাজনৈতিক মতাবলম্বী ব্যক্তিদেরকেও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন দল নিরপেক্ষ থাকার অভ্যাস করাতে হবে।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে এ সব পদক্ষেপ আওয়ামী লীগের জন্য 'ত্যাগ স্বীকার'। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব, পরিষদ সদস্যবৃন্দ এবং কর্মী বাহিনীর 'নিজেদের প্রয়োজনেই' এ ব্যাপারে তাদের উদ্যোগী হতে হবে। কারণ কেবলমাত্র পার্লামেন্টারী সুপ্রিমেসী বহাল রেখে বিগত নির্বাচনের রায় কার্যকরী করার মাধ্যমেই আওয়ামী লীগের হাতে আগামী দিনের বাংলাদেশের কর্তৃত্ব আসতে পারে। অন্যথা মাঝপথে নৌকার গতি পরিবর্তন এবং হাত বদলের সম্ভাবনাই যে বেশী, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দিকে তাকিয়ে তা বিনা দ্বিধায় বলা যায়।

যাঁরা পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে বিশ্বাসী নন, এতে অবশ্য তাঁদেরও হতাশ হবার কিছু নেই। আওয়ামী লীগকে আওয়ামী লীগের পথেই রাজনীতি করতে হবে অন্যদের নিজ নিজ পথে। ইতিহাস আপন নিয়মেই তার পথ করে নেবে, সে ভবিষ্যতবাণী এখনই করা যাবে না।

তবে আমাদের প্রতিবেশী ভারতে পার্লামেন্টারী পদ্ধতি রাজনীতির স্বীকৃত মাধ্যম। সেক্ষেত্রে ভারত সরকারও সম্ভবতঃ চাইবেন না তাদের বাড়ীর পাশে একটি সামরিক একনায়কত্ব বা ফ্যাসিবাদী একদলীয় শাসন খাড়া হোক। কারণ ভারতের রাজনীতিতে বিশেষতঃ তার পূর্বাঞ্চলের নাজকু পটভূমিতে তার প্রতিক্রিয়া হবে মারাত্মক। বাংলাদেশে পার্লামেন্টারী রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত হোক এবং একদলীয় কর্তৃত্বের স্থলে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক সমঝোতা স্থাপিত হোক ভারত সরকারের পক্ষে সেটা কামনা করাই বেশী স্বাভাবিক। আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র কায়েম করতে চাইলে এই অনুকূল প্রতিবেশে খুবই সহায়ক হবে সন্দেহ নেই।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
দেশবাংলা ১ম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা	১৮ই নভেম্বর, ১৯৭১	অধিকৃত বাংলায়—

অধিকৃত বাংলায়

চাকমারা দমে গেছে : বিদ্রোহী মিজো লালডেঙ্গা পাক ছাউনীতে

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার উপজাতীয়দের নানাভাবে প্রলুব্ধ করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভেদ সৃষ্টির পাক চেষ্টা ফলপ্রসু হয়নি। আমাদের সংবাদদাতা চট্টগ্রাম ঘুরে এসে জানিয়েছেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা উপজাতির প্রধান রাজা ত্রিবিদ রায় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত পরিষদ সদস্য আউংশে প্রুর মাধ্যমে চাকমাদের অস্ত্রসজ্জিত করে মুক্তি বাহিনীর বিরুদ্ধে কাজে লাগাবার চেষ্টা হয়েছে। উপজাতীয় এলাকাকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দেবার প্রতিশ্রুতি পেয়ে চাকমা নেতারা সে ফাঁদে পা-ও দিয়েছিলেন এবং সে অনুযায়ী কিছুসংখ্যক চাকমাকে সামরিক ট্রেনিংও দেওয়া হয়।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই পরিকল্পনা একাধিক কারণে মোটেই কাজে আসেনি। প্রথমতঃ চাকমারা সংখ্যায় খুবই নগণ্য। সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা উপজাতীয়দের সংখ্যা আশি হাজার। দক্ষিণের বোমং ও উত্তরের মং রাজার অনুগামীরা চাকমাদের কোনকালেই সুনজরে দেখেনি। কারণ, চাকমারা তুলনামূলকভাবে কিছুটা উন্নত এবং অনান্য উপজাতীয়দের ঘৃণার চোখে দেখে থাকে।

এদিকে রামগড়ের মং রাজা মুক্তিবাহিনীর পক্ষ নিয়েছেন। এপ্রিল-মে মাসে রামগড় যখন মুক্তিবাহিনীর দখলে ছিল তখন তিনি সর্বতোভাবে সহায়তা করেছেন। তার ধনুকধারী টিপরা বাহিনী পাহাড়ে জঙ্গলে পাহারাদারের কাজ করেছে। রামগড়ে পাক-বাহিনীর প্রবেশের পর তিনি সপরিবারে মুক্তাঞ্চলে চলে যান এবং তার অনুগামীরা গভীরতর জঙ্গলে আশ্রয় নেন।

বোমং উপজাতীয়রা তুলনামূলকভাবে আরো অনুন্নত ও অসংহত।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থানগত কারণে এবং উপজাতীয়দের সংখ্যাল্পতা ও বিচ্ছিন্ন অবস্থানের ফলে তাদের কার্যকলাপ নিজ নিজ এলাকাতেই সীমাবদ্ধ। ফলে এই মুহূর্তে তাদের নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন মুক্তিবাহিনীর আদৌ আছে বলে মনে হয় না। মুক্তিবাহিনীর সামগ্রিক বিজয়ের পথে উপজাতীয়দের মাধ্যমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা পাক বাহিনীর নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। কারণ আজ হোক কাল হোক, মুক্তি বাহিনীর সামগ্রিক বিজয়ের মুহূর্ত ঘনিয়ে আসলে অস্ত্রধারী উপজাতীয়রা তাদের অস্ত্র ঘুরিয়ে ধরবে নিজেদের প্রয়োজনেই। বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে তাদের পৃথক অস্তিত্ব একেবারেই অসম্ভব। আর একমাত্র স্বাধীন বাংলাদেশেই উপজাতীয়রা তাদের পরিপূর্ণ নাগরিক

অধিকার এবং উপজাতীয় স্বার্থের রক্ষা কবচ পেতে পারে, এ সত্য উপজাতীয় নেতাদের অজানা থাকার কথা নয়। এতদসত্ত্বেও যে দু'একজন উপজাতীয় নেতা বর্তমান পাক বাহিনীর সাথে হাত মিলিয়েছে, তারা চিরদিন স্রোতের শেওলার মত এধার ওধার করে এসেছে। উপজাতীয় স্বাতন্ত্রবোধ থেকে নয়, ব্যক্তিগত লোভ লালসা থেকেই এরা পাক-সরকারের পক্ষ নিয়েছে। বলাবাহুল্য সে জন্যই এদের ভূমিকার কোন রাজনৈতিক গুরুত্ব নেই। চাকমা নেতা ত্রিদিব রায় স্বতন্ত্রপ্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হয়ে কনভেনশন মুসলিম লীগের মন্ত্রী হয়েছিলেন। গতবারও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে তিনি জয়ী হয়েছেন। জয়ী হবার পর আওয়ামী লীগের দুয়ারে ধর্ণা দিতে দেরী করেন নি। কিন্তু ২৫শে মার্চের পর পুনরায় ভোল পাল্টে ফজলুল কাদেরের বৈঠকখানায় হাজিরা দিয়েছেন। সংগতভাবেই বলা যায়, পাক বাহিনীর হাত গুটাবার লক্ষণ দেখা দিলে তিনি আবারও ডিগবাজী খেতে দেরী করবেন না।

ভারতের মিজোদের নিয়ে পাক সরকার বেশ কিছুটা জটিলতা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিল। মিজোদের মনে স্বাতন্ত্রবোধ জেগে উঠেছিল বেশ কিছুকাল পূর্ব থেকে এবং তার পেছনে পাক উস্কানিও ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমান্তবর্তী মিজো এলাকা থেকে বিদ্রোহীদের বাংলাদেশের ভেতের নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং সেখানে তাদের সামরিক শিক্ষা দেওয়া হয়। পরে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত মিজোরা দেশে ফিরে নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত হলে ভারত সরকার বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন। বিদ্রোহী মিজোদের নেতা লালডেঙ্গা এখন বাংলাদেশের ভেতরে পাক সামরিক ছাউনীতে বেশ কিছু সংখ্যক অনুগামী সহ অবস্থান করছেন। মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামে হামলা পরিচালনার সময় পাক বাহিনী কয়েকশত মিজো পরিবারকে কয়েকটি মাত্র বন্দুক হাতে নিয়ে অগ্রবর্তী বাহিনী হয়ে এগিয়ে যেতে বাধ্য করে। তাদের গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগুতে বলা হয়, যাতে করে পাল্টা জবাব থেকে মুক্তিবাহিনীর অবস্থান নির্ণয় করা যায়। তাদের পিছু পিছু পাকবাহিনী নিরাপদ দূরত্বে এগুতে থাকে। ফলে এই হতভাগ্যরা অধিকাংশই সপরিবারে ক্রস ফায়ারিং এর শিকার হয়।

ভারত সরকার কর্তৃক কেন্দ্র শাসিত মিজোরাম স্টেট গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবার পর মিজোদের মধ্যে বিদ্রোহী মনোভাব দূর হতে চলেছে। বিদ্রোহীদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দিয়েছে অনেক দিন থেকে। স্বায়ত্তশাসিত মিজো স্টেট পেলেই তাদের অনেকেই খুশী। লালডেঙ্গার সমর্থন তাই দিন দিনই কমে আসছে এবং তাকে নাগানেতা ড. ফিজোর ভাগ্যই যে বরণ করে নিতে হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। পাকিস্তানী ছাউনীতে পাক বাহিনীর বর্বরতার নমুনা দেখে লালডেঙ্গার ঘনিষ্ঠ সহচরদের তিনজন হতাশ হয়ে স্বদেশে ফিরে গেছেন। তাদের মধ্যে তথাকথিত স্বাধীন মিজোরাম সরকারের 'পররাষ্ট্রমন্ত্রী' লালমিনখাংগা ও অর্থমন্ত্রী লালথাওলিয়া রয়েছেন। মিজো জেলাকে ইউনিয়ন টেরিটরিতে রূপান্তরিত করা এবং আসাম সরকার কর্তৃক গণক্ষমা প্রদর্শনের ঘোষণায় তারা সন্তুষ্ট হয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মিজো জাতীয় ফ্রন্টের সহ-সভাপতি লাল-নুনমাউইয়ার নেতৃত্বে চরমপন্থীদের একাংশ পূর্বেই বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছেন।

পাক-ছাউনীতে লালডেঙ্গার অনুগামীদের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমেই বাড়ছে। পাক

বাহিনী তাদের বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করছে। মিজোদের স্বাধীনতার প্রশ্নটি চাপা দিয়ে পাক বাহিনী তাদের ভারত ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি ও নাশকতামূলক কার্যকলাপে লিপ্ত রেখে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করছে। এ সব ব্যাপারে মতভেদ হওয়ায় লালডেঙ্গা তার আটজন কমান্ডারের ছয়জনকে সম্প্রতি বরখাস্ত করেছেন।

কেন্দ্রশাসিত মিজো স্টেটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের সাথে সাথে লালডেঙ্গার রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটবে তা এখন নিশ্চিতভাবে বলা যায়; সেই সাথে ঘটবে পূর্বাঞ্চলের উপজাতীয়দের নিয়ে পাক-বাহিনীর দীর্ঘ দিনের ষড়যন্ত্রের অবসান।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
দেশবাংলা ১ম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা	১৮ নভেম্বর, ১৯৭১	শত্রু শিবিরে—

শত্রু শিবিরে

ভুট্টোর উভয় সংকট ঃ ইয়াহিয়ার 'পিঠাভাগ' ঃ ষড়যন্ত্রের 'শাসনতন্ত্র' ঃ 'ডন' পত্রিকার কুম্ভীরাশ্রু ঃ ইয়াহিয়া সরে দাঁড়াবে ?

(রাজনৈতিক ভাষ্যকার)

গত ১২ই নভেম্বর করাচীতে এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো ইয়াহিয়া খানকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, পূর্ব পাকিস্তানের উপনির্বাচনের বিজয়ীদের নিয়ে সরকার গঠন করা হলে ৪০ দিনের মধ্যেই আমরা তা উল্টে দেবো। সংবাদটি পরিবেশন করেছেন রয়টার। পিকিং ফেরত ভুট্টোর পশ্চিম পাকিস্তানে বক্তৃতা সফরের এটি ছিল শেষ সভা।

বাংলাদেশের ৭৮ জন গণপ্রতিনিধিকে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে তাঁদের আসনের 'উপনির্বাচনের' ব্যবস্থা হয়েছে। ছয়টি দক্ষিণপন্থী দল জোট বেঁধে সব ক'টি আসন নিজেদের মধ্যে রাখার চেষ্টা করছে এবং ইয়াহিয়া সরকারের পরোক্ষ সমর্থনে তাদের সফল হবার সম্ভাবনাই বেশী। ইতিমধ্যে ৫২টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই ছয় দলের জোটের মনোনীত প্রার্থী 'নির্বাচিত' হয়েছে। ৩টি আসন পি,ডি,পির জনৈক নেতা ভুট্টোর কাছে 'বিক্রী' করে দিয়েছেন। বাকী ২০টি আসনের ব্যাপারেও চাপাচাপি চলছে। ইয়াহিয়ার এক নয়া নির্দেশে নির্বাচনের ৪ দিন পূর্ব পর্যন্ত যে কোন প্রার্থীকে সরে দাঁড়াবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রার্থীদের উপর সামরিক বাহিনীর কর্তাদের চাপ দেওয়ার মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে নিশ্চিত ফলাফলের সম্ভাবনা রয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত যদি একটি আসনেও 'নির্বাচন' অনুষ্ঠানের প্রয়োজন না হয় তবে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না।

ভুট্টো এক্ষেত্রে খুবই বেকায়দায় পড়েছেন। 'উপনির্বাচনে'র বিরুদ্ধে যাওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। অথচ এই 'উপনির্বাচন' তাঁর মেজরিটি দলের নেতা হবার সুযোগ নষ্ট করে দিচ্ছে, চোখের সামনে তা' দেখেও তিনি কিছু করতে পারছেন না।

নুরুল আমীনের নেতৃত্বে ডানপন্থীরা একজোট হয়ে ভুট্টোকে কোনঠাসা করে রাখতে চাইছে। 'উপনির্বাচনে'র পর এই দক্ষিণপন্থী জোটই ইয়াহিয়ার তথাকথিত পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ হঁবে এবং নুরুল আমীনের সেই জোটের নেতা হিসাবে 'সরকার' গঠনে আমন্ত্রিত হবার সম্ভাবনাই বেশী। ক্ষমতালিপ্সু ভুট্টো তা, মেনে নেবেন কেমন করে ?

ইয়াহিয়ার বিশেষ দূত হয়ে ভুট্টোর পিকিং গমনের পাশাপাশি নুরুল আমীনের পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক সফর এবং ইয়াহিয়ার সাথে সাক্ষাৎকার দৃষ্টে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ইয়াহিয়া-ভুট্টো-নুরুল আমীন সমঝোতা স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এই তিনজনের মধ্যে ক্ষমতার ভাগ বাঁটোয়ারা ছাড়া আর কোন ব্যাপারেই সমঝোতার প্রশ্ন ওঠেনা। তিনজন তিনটি বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার প্রতিভু। কাজেই এদের মধ্যে মিল-অমিল-মিল নাটকীয়তায় অবাক হবার কিছু নেই।

★

নুরুল আমীনকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করা হলে ভুট্টো কি মেনে নেবেন ?

শেখ মুজিবের সাথে উপ-প্রধানমন্ত্রী হতে ভুট্টোর আপত্তি ছিল না। কিন্তু নুরুল আমীনকে তিনি মানবেন কেন ? সুকৌশলে কলকাঠি ঘুরিয়ে তিনি সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে হত্যাযজ্ঞ ঘটিয়েছেন— তবে কি নুরুল আমীনকে গদিতে বসাবার জন্য ইয়াহিয়ার সাথে ভুট্টোর সমঝোতা হতে পারে, নুরুল আমীনেরও। দু'জনকেই একই সাথে নাচাবার খেল ইয়াহিয়ার ভালভাবেই জানা আছে। কিন্তু নুরুল আমীন, ভুট্টো, দুজনকেই একই সাথে খুশী রাখার কোনো তেলেসমাতী দাওয়াই ইয়াহিয়ার মদের আলমারীতে লুকোনো আছে কি ? আয়ুবের হাত থেকে ক্ষমতা নেবার পর ইয়াহিয়াকে বিভিন্ন দলের নেতাদের সাথে কেবল ব্যক্তিগতভাবে আলোচনায় মিলিত হতে দেখা যেতো। প্রত্যেকের সাথেই এই হুঁশের পাগল এমন একটি ভাব দেখাতো যেন অন্য নেতাদের কানাকড়িও দাম নেই, কেবল ওই নেতাটির উপরই যা কিছু ভরসা। এইভাবে ইয়াহিয়া বিভিন্ন দলকে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে রাখতে সক্ষম হয়। এমন কি ডানপন্থী দলগুলিরও ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গঠনের চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়।

সুচতুর ইয়াহিয়া এবার ভুট্টো এবং নুরুল আমীনকেও কি সেই একই কায়দায় খেলাচ্ছে?

★

শ্যাম্পেন পূজারী ইয়াহিয়াকে শুরুতে হাবা গোবা মনে হতো। আওয়ামী লীগেরও কেউ কেউ ইয়াহিয়াকে 'ভালো মানুষ' বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। ইয়াহিয়া ক্ষমতায় থাকতে চায় না, গণতন্ত্র কায়েম করে ব্যারাকে ফিরে যেতে চায়, এ কথা অনেকেই বিশ্বাস করতেন। ইয়াহিয়া নিজেও সেরকম ভাবসাব দেখিয়ে এসেছে।

কিন্তু সময়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইয়াহিয়া শেয়ানের শেয়ান। বিশ্বকে ধোঁকা দেবার জন্য তার সর্বশেষ 'পদক্ষেপ' সম্পর্কে যা কিছুটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে, তাতে তার 'পাতায় পাতায় বেড়ানো' শয়তানী বুদ্ধির আরো কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে।

শোনা যাচ্ছে, ইয়াহিয়ার শাসনতন্ত্রে সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থা থাকবে। অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ হিন্দুকে আলাদা রেখে দেখাবার চেষ্টা হবে যে, 'পাকিস্তানে' বাঙালী মুসলমানদের সংখ্যা অবাঙালীদের চাইতে বেশী নয়। আর যেহেতু পাকিস্তান 'ইসলামিক' রাষ্ট্র, সেহেতু মুসলমানদের সংখ্যা দিয়েই 'গুরুত্ব' যাচাই হবে।

বিগত সাইক্লোন, গৃহযুদ্ধ এবং বিপুল সংখ্যক অধিবাসীর দেশত্যাগের কারণ দেখিয়ে

এবারকার জনগণনায় বাঙালীদের সংখ্যালঘিষ্ঠ করে দেখিয়ে আগামীতে তদনুযায়ী ভাগ বাঁটোয়ারার নীতিও তাতে লিপিবদ্ধ থাকবে।

ইয়াহিয়া তার 'শাসনতন্ত্র' পরিষদে পেশের আগে সাধারণ্যে প্রকাশ দূরের কথা এমনকি বিভিন্ন দলের নেতাদেরও দেখতে দেবে না। এ ব্যাপারে নূরুল আমীনের অনুরোধও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। অর্থাৎ উপনির্বাচনের প্রহসন শেষ হবার পর 'আপনি মোড়ল'দের নিয়ে যে পরিষদ গড়া হবে তাতে এই 'শাসনতন্ত্র' কেবল পড়েই শোনানো হবে এবং তথাকথিত জনপ্রতিনিধিদের একমাত্র কর্তব্য হবে হাততালি দিয়ে তাকে অভিনন্দিত করা।



এই মেকী গণপরিষদেও যাতে বাঙালীদের কর্তৃত্ব না থাকে ইয়াহিয়া সে ব্যাপারেও সজাগ। ৮৭ জন আওয়ামী লীগ নেতার সদস্যপদ বহাল রাখার পেছনেও হয়তো সেই অভিসন্ধি কাজ করেছে। কারণ, তাঁদের অনুপস্থিতিতে পরিষদে 'উপস্থিত' সদস্যদের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যা বেশী থাকছে এবং আর্ডিনান্সের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় আইন জারী করে এই বিপুল সংখ্যক সদস্যের অনুপস্থিতিতেই ইয়াহিয়া তার কাজ হাসিল করে নিতে পারবে।



সম্প্রতি করাচীর 'ডন' পত্রিকা এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে এ ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। 'ডন' এর মতে এভাবে বাঙালীদের সংখ্যালঘিষ্ট করে রেখে পরিষদের অধিবেশন বসানো হলে তা' গণতন্ত্র সম্মত হবে না। 'ডন' পত্রিকা কি তবে গণতন্ত্রের পক্ষ নিয়ে সংগ্রামে নেমেছে? তাও কি সম্ভব ?

আসলে 'ডন' পত্রিকার দৃষ্টি অন্যত্র নিবদ্ধ। 'ডন' এর মুরুব্বী ইউছুফ হারুণের স্বার্থ মার্কিন জোয়ালে বাঁধা। পশ্চিম পাকিস্তানের ডানপন্থী মার্কিন কর্তাভজার দল এইভাবে পরোক্ষ চাপ দিয়ে বাংলাদেশের অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার আসনগুলিও শূন্য ঘোষণা করাতে চায়, যাতে করে সেগুলিতেও আবার নির্বাচন হয় এবং তাঁরা সেগুলি আপোষে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিয়ে বগল বাজাতে পারেন। এতে তাঁদের ডবল লাভ। একদিকে শূন্য খোঁয়াড়ে আরো কিছু মেষ কিংবা মোষের আমদানী, অন্যদিকে ভুট্টোর সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে চাপা দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের মাটিতে নিজেদের হারানো সাম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ।



ইয়াহিয়া কি সরে দাঁড়াবে ? এ নিয়ে কিছু কিছু জল্পনা-কল্পনা দেখা যাচ্ছে। প্রধানতঃ পশ্চিমা দেশগুলিতেই এ ধরণের খবর রটছে বা রটানো হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, ইয়াহিয়ার স্থলে জেনারেল ওমর বা অন্য কেউ ক্ষমতা নিয়ে বাংলাদেশের নেতাদের সাথে আলোচনা শুরু করবে।

স্পষ্টতঃ এটি একটি রাজনৈতিক 'ফিলার'। ইয়াহিয়াকে সরিয়ে দিলে বাঙালীদের

মনোভাব কি দাঁড়ায়, পশ্চিমা শক্তিবর্গ তা বুঝে দেখতে চায়। ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ মানুষের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। পাক-সামরিক বাহিনীকে বাঙালীরা এখন আর বিচ্ছিন্নভাবে দেখছে না, এ সত্য পশ্চিমারা বুঝে থাকবে। ফলে এ ব্যাপারে খুব বেশীদূর অগ্রসর হওয়ার সুযোগ তারা পাচ্ছেনা।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
দেশবাংলা ১ম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা	১৮ নভেম্বর, ১৯৭১	শরণার্থী শিবিরে—

শরণার্থী শিবিরে

(শিবির প্রতিনিধি)

এখনো শরণার্থীরা আসছেন ঃ ৫ লক্ষ শিশু মারা যাবে?
শরণার্থীরা বিনিদ্র রাত কাটাচ্ছেন ঃ
ভারত সরকার 'ইসিএমে'র সাহায্য চেয়েছেন ঃ
করিমপুরে শিবিরবাসীদের জন্য হাসপাতাল

পশ্চিম বাংলার সীমান্তবর্তী জেলাসমূহের শরণার্থী শিবিরগুলিতে এখনো প্রতিদিনই হাজার হাজার নতুন শরণার্থী এসে পৌছাচ্ছেন। ওদিকে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ দাবী করছে, বাংলাদেশের পরিস্থিতি 'শান্ত' এবং শরণার্থীরা ধীরে ধীরে ফিরে যাচ্ছেন। কোথাও কোথাও পৈতৃক ভিটামাটির আকর্ষণে কিছু কিছু শরণার্থী ফিরে যাবার চেষ্টা যে করছেন না, তা নয়। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই মাঝপথ থেকেই তাঁদের ফিরে আসতে হচ্ছে। যারা কোনপ্রকারে নিজ নিজ গ্রামে পৌছাতে পেরেছেন তাঁদেরও অধিকাংশকে পুনরায় ভারতে চলে আসতে হচ্ছে। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী এলাকায় এ ধরণের ঘটনা নিত্যই ঘটছে। তাছাড়া মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা বাড়ার সাথে সাথে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলাগুলির এবং ক্ষেত্র বিশেষে অভ্যন্তরভাগেরও বহু থানা, ইউনিয়ন এমনকি মহকুমা এখন কার্যতঃ মুক্তাঞ্চল। কিন্তু পাক-বাহিনীর দূর পাল্লার কামান ও বিমান হামলা এ সব অঞ্চলে বেসামরিক জনসাধারণের অবস্থান বিপদসংকুল করে তুলেছে। ফলে এ সব এলাকার সাধারণ মানুষ যারা এতদিনও কোনপ্রকারে ভিটেমাটি আঁকড়ে থেকেছে তারা এখন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে চলে আসছেন।

বাংলাদেশের ভেতরে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চাষাবাদ বন্ধ থাকায় এবং বাড়তি এলাকা থেকে ঘাটতি এলাকায় খাদ্যশস্যাদির সরবরাহ না থাকায়, স্থানে স্থানে চরম দুর্ভিক্ষাবস্থা দেখা দিয়েছে। তাছাড়া উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ বন্ধ থাকায় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে অচলাবস্থা দেখা দেওয়ায় দিনমজুর ও বেসরকারী সংস্থার কর্মচারীরা অধিকাংশই এখন বেকার হয়ে পড়েছেন। এ ধরণের ব্যক্তিরা নেহাৎ পেটের তাড়ায় দেশত্যাগে বাধ্য হচ্ছেন এবং স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নিয়ে শরণার্থী শিবিরগুলিতে আশ্রয় নিচ্ছেন।

জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, নদীয়া, চব্বিশপরগণা প্রত্যেক জেলায় দৈনিক কয়েক হাজার নতুন শরণার্থী আসছেন। এদের অধিকাংশই হচ্ছেন মুসলমান চাষী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। গত সপ্তাহে কেবলমাত্র নদীয়া জেলাতেই দশ হাজার নতুন শরণার্থী সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে এসেছেন।



শরণার্থী শিবিরগুলিতে শিশুখাদ্যের অভাব ক্রমেই বাড়ছে। কতিপয় বিদেশী ত্রাণসংস্থা এবং ভারতীয় রেডক্রস এর পক্ষ থেকে মাঝে মাঝে কিছু পরিমাণ শিশুখাদ্য সরবরাহ করা হলেও, তা প্রয়োজন মেটাতে পারছে না। শিবিরবাসীরা প্রায়ই অভিযোগ করে থাকেন, তাঁদের প্রাপ্য শিশুখাদ্য সঠিকভাবে বিতরণ করা হয় না। বিভিন্ন শিবিরে অপুষ্টিজনিত কারণে শিশুমৃত্যুর হার মারাত্মক রকমে বেড়েছে। কিছুদিন পূর্বে জাতিসংঘের জনৈক বিশেষজ্ঞ শিবিরগুলি পরিদর্শন করে বলেছিলেন, যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বিলম্ব হলে অচিরেই কমপক্ষে ৫ লক্ষ শিশুর মৃত্যুমুখে পতিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

পশ্চিম বাংলার বাজারে শিশুখাদ্য এমনিতেই দুষ্প্রাপ্য। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত এখানেও একশ্রেণীর ব্যবসায়ী শিশুর খাদ্যের কালোবাজারীতে লিপ্ত রয়েছে এবং শরণার্থী শিবিরের জন্য প্রাপ্ত শিশুর খাদ্যও কোন কোন ক্ষেত্রে কালো গুদামে চলে যাবার অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। ছাত্র পরিষদ এবং যুব কংগ্রেসের সাম্প্রতিক দ্রব্যমূল্য বিরোধী আন্দোলনের জের হিসাবে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি ঘটেছে এবং শিশুখাদ্য বিক্রীর ব্যাপারে কিছুটা কড়াকড়ি নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছে। এর সুফল শরণার্থী শিবিরগুলিতে পরোক্ষভাবে হলেও কিছুটা অনুভূত হতে পারে। কিন্তু তাতে পরিস্থিতির বিশেষ উন্নতি হবে বলে মনে হয় না।

শরণার্থী শিবিরগুলিতে শিশুদের প্রয়োজনের দিকে ত্রাণসংস্থাগুলির আরো কিছুটা বেশী নজর দেওয়া দরকার এবং বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত দ্রব্যাদির যথাযথ বিতরণ হচ্ছে কি-না সেদিকেও আরো বেশী দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।



শরণার্থী শিবিরগুলি সীমান্তের খুব কাছাকাছি থাকায় এখানে মারাত্মক রকমের যুদ্ধাতংক বিরাজ করছে, এ ব্যাপারে আমরা গতবারেও আলোচনা করেছি। যুদ্ধ হোক বা না হোক, শরণার্থীরা যুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে বিনিদ্র রাত কাটাচ্ছেন, শিবিরগুলিতে ঘুরে এলেই তা হৃদয়ঙ্গম হবে।

যে ভীতি-সন্ত্রাসের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য শরণার্থীরা পিতৃপুরুষের ভিটামাটি ছেড়ে এসেছেন, সেই একই ভীতি-সন্ত্রাস এখানেও তাঁদের তাড়া করছে। 'ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায়', শরণার্থীদের অবস্থাও তথৈবচ। তা ছাড়া সীমান্ত এলাকাগুলিতে যুদ্ধ এক রকম লেগেই গেছে বলা যায় না কি ?

শরণার্থী শিবিরগুলি সীমান্ত এলাকা থেকে দূরে সরিয়ে নতুন করে নির্মাণের খরচা এবং ঝক্কি বিরাট হবে, সন্দেহ নেই। কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে তা' করাই হয়তো বাঞ্ছনীয় হবে। সীমান্ত থেকে বেশী দূরে সরিয়ে নিলে শরণার্থীরা ভারতের জনসাধারণের সাথে মিশে গিয়ে ভারতের জনসংখ্যা বাড়িয়ে দিতে পারে, এ আশংকা কেউ কেউ করছেন। কিন্তু এভাবে ভয়-সন্ত্রাসের মধ্যে থাকতে হলে ক্রমাগত অধিক সংখ্যক শরণার্থী শিবির ছেড়ে যাবার পথ খুঁজবে এবং তার ফলে আরো মারাত্মক হতে বাধ্য।

ভারত সরকার বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের জন্য কতিপয় খাদ্যদ্রব্যাদির প্রয়োজন মেটাবার জন্য 'ইউরোপীয় কমন মার্কেটের' নিকট আবেদন জানিয়েছেন।

এ যাবৎকাল বিভিন্ন সূত্রে যে পরিমাণ সাহায্য প্রতিশ্রুত হয়েছে তা' হিসাবে ধরার পর ১৯৭১-৭২ সালে কি পরিমাণ অতিরিক্ত সাহায্য দরকার হবে, ভারত সরকার তার একটি তালিকাও সেই সাথে পেশ করেছেন।

ভারত সরকারের হিসাবে ১৯৭১-'৭২ সালে শরণার্থীদের জন্য আরো ৩১১,০০০ টন চাল ১৭৫,০০০ টন গম, ৫০,০০০ টন চিনি, ১৮৭,০০০ টন ডাল, ৪০,০০০ টন লবণ, ৮,৩০০ টন গুঁড়া দুধ প্রয়োজন হবে। শরণার্থীদের জন্য সর্বমোট ৪,৩৪,০০০ খানা কম্বল দরকার বলে হিসাব ধরা হয়েছে এবং এ ব্যাপারেও ই,সি, এম এর সাহায্য চাওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি করিমপুরে বাংলাদেশ ভলান্টিয়ার কোরের উদ্যোগে একটি ১৫ বেডের হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিদের পরিচালনাধীন এই হাসপাতালটিতে ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য কর্মীরা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। এই হাসপাতাল থেকে কয়েক লক্ষ শরণার্থী উপকৃত হবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
দেশবাংলা ১ম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা	১৮ নভেম্বর, ১৯৭১	মুক্ত বাংলায়—

রংপুরের মুক্ত এলাকায় প্রাণের স্পন্দন

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

রংপুর জেলার ৮টি থানা এখন সম্পূর্ণ মুক্ত। প্রায় ১২০০ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে এই স্থানগুলিতে ৭ লক্ষ মানুষের বাস।

মুক্ত থানাগুলিতে এখন বাংলাদেশ সরকার গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রশাসন ব্যবস্থা পুনর্গঠনের কাজে হাত দিয়েছেন। উত্তরাঞ্চলীয় জোনাল কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ বাহিনী যথারীতি কাজ করে যাচ্ছে, যদিও অপরাধের সংখ্যা খুবই নগণ্য। প্রতি থানায় বিচার কার্যাদি পরিচালনার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়েছে। একটি জেলখানাও স্থাপিত হয়েছে। ডাক, তার ও টেলিফোন যোগাযোগ নিয়মিত ভাবে চলছে।

প্রাইমারী পর্যায় পর্যন্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুরাদমে চালু রয়েছে। সাব রেজিস্ট্রার অফিস, বিবাহ রেজিস্ট্রেশন অফিস ও শুল্ক অফিসগুলিতে স্বাভাবিক ভাবে কাজ চলছে।

প্রত্যেক থানায় একটি করে ডিস্পেন্সারী স্থাপিত হয়েছে এবং হেলথ অফিসারদের তত্ত্বাবধানে ব্যাপকহারে কলেরা-বসন্তের টীকা দেওয়ার কাজ চলছে।

পাকিস্তানী লুণ্ঠনে হৃতসর্বস্ব এ সব অঞ্চলে তীব্র খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ সরকার এ ব্যাপারে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং টেস্ট রিলিফের জন্য কিছু অর্থ বরাদ্দ করেছেন।

সমগ্র মুক্তাঞ্চলটিতে এখন নতুন করে প্রাণের স্পন্দন জাগছে। সম্প্রতি পূর্বাঞ্চলীয় জোনাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান জনাব মতিউর রহমান এম, এন, এ, অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সহকারে পাটগ্রাম, ফুলবাড়ী, সোনাহাট, হাতীবান্ধা প্রভৃতি থানা সদর সফর করেন। সর্বত্রই তাঁরা বিরাট বিরাট জনসভায় ভাষণ দেন এবং সর্বশ্রেণীর জনসাধারণ ও মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের সাথে আলাপ আলোচনা করেন।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
দেশবাংলা ১ম বর্ষ : ৬ষ্ঠ-৭ম সংখ্যা	৯ নভেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয় কাল রাত্রির অবসান: নতুন সূর্যের অভ্যুদয়

সম্পাদকীয়

কাল রাত্রির অবসান : নতুন সূর্যের অভ্যুদয়

স্বাধীন গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন ভারত সরকার। সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর অকৃত্রিম সুহৃদ ভারত প্রতিবেশীর প্রতি, মানবতার প্রতি, সর্বোপরি গণতন্ত্রের প্রতি তার দায়িত্ব পালন করেছে পরিপূর্ণভাবে। দেশ বিভাগের ডামাডোলে বাংলার শ্যামল মাটিতে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়ার যে বিষবৃক্ষটি শিকড় গেড়ে বসেছিল, দীর্ঘ চব্বিশটি বছর সকল ন্যায়নীতি, সকল গণতান্ত্রিক মুল্যবোধ পদদলিত করে উপ-মহাদেশের বুকে হিংসার রাজনীতি, দস্যুতার রাষ্ট্রনীতি এবং শোষণের অর্থনীতি কায়েম রাখার চক্রান্ত চালিয়ে এসেছে, বাংলাদেশের মুক্তিকামী জনতা এবং সংগ্রামরত মুক্তিবাহিনীর সহায়তায় এগিয়ে গিয়ে ভারতের বীর সেনাবাহিনী আজ তার গোড়া ধরে টান দিয়েছে। এই উপমহাদেশের শান্তি ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় তাই একটি অন্ধকার যুগের অবসান, আরেকটি আলোকোজ্জ্বল নতুন যুগের উদ্বোধন।

পাকিস্তানী দস্যুবৃত্তির বিষদাঁত ভেঙ্গে ফেলার সাথে সাথে ভারত-বাংলা উপমহাদেশে আগামী দিনের শান্তি ও সমৃদ্ধির নতুন দুয়ার উন্মুক্ত হলো। গত চব্বিশ বছর এই দরিদ্র উপমহাদেশের সীমিত সম্পদের বৃহত্তর অংশ যুদ্ধ প্রস্তুতি এবং পারস্পরিক হানাহানির মাশুল জোগাতেই নিঃশেষ হয়েছে।

এখন থেকে বাংলাদেশ ও ভারতের পারস্পরিক হৃদ্যতা, সহযোগিতা ও পরস্পর নির্ভরশীলতার পটভূমিতে উপমহাদেশের সকল সম্পদ শান্তি ও সমৃদ্ধির কাজে লাগানো সম্ভব হবে। বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কামুক্ত পরিবেশে দু'দেশই নিজ নিজ জাতীয় সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। ভিক্ষাপাত্র হাতে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের দ্বারে দ্বারে আর ঘুরে বেড়াতে হবে না।

বলা বাহুল্য কেবল ভারত-বাংলা উপমহাদেশের জন্যই নয়, বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রেও উপমহাদেশের আভ্যন্তরীণ সংঘাতের অবসান এবং অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার যুগান্তকারী তাৎপর্য রয়েছে। আগামী দিনের বিশ্বরাজনীতিতে এই উপমহাদেশ অন্যতম প্রধান 'বৃহৎশক্তি' হিসাবে গণ্য হবে— একথা আজ নিশ্চিত রূপেই বলা চলে।

আজকের দিনে আমরা স্মরণ করি তাঁদের যাঁদের প্রাণের মূল্যে, ত্যাগ-তিতিক্ষায় অর্জিত হয়েছে স্বাধীনতার এই স্বর্ণফসল। স্মরণ করি তাঁদের যাঁরা আজো বিভিন্ন ক্ষেত্রে

বিভিন্নভাবে স্বাধীনতাকে বাস্তবরূপ দেবার জন্য নিরলসভাবে সংগ্রাম করে চলেছেন। সর্বোপরি স্মরণ করি স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, বাংলার মানুষের প্রাণপ্রিয় নেতা, প্রেসিডেন্ট মুজিবকে, যিনি আজও স্বদেশ-স্বজন থেকে বহু দূরে দস্যুশিবিরে বন্দীদশায় রয়েছেন। তাঁর সোনার স্বদেশ মুক্ত হয়েছে। তিনিও মুক্ত হবেন। সেদিন আর দূরে নয়।

এই মহালগ্নে আমরা ভারত সরকার, ভারতের জনগণ, সোভিয়েট সরকার, সোভিয়েট জনগণ এবং বিশ্বের অন্যান্য গণতন্ত্রকামী মানুষ, যাঁরা আমাদের দুঃখদিনের সাথী হয়েছেন, সাহায্য সহানুভূতি দিয়ে আমাদের সংগ্রামকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়েছেন তাঁদের সবাইকে 'দেশবাংলা'র পক্ষ থেকে এবং বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদের চূড়ান্ত উন্মেষের জন্য হাজারে হাজারে, লাখে লাখে প্রাণ দিয়েছে। আগামী দিনেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য তারা এমনিভাবেই চিরজাগ্রত প্রহরী হয়ে থাকবে। কিন্তু শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য, মানবতার জন্য এবং বিশ্বের শোষিত, বঞ্চিত, সংগ্রামরত জাতিসমূহের শৃঙ্খল মুক্তির জন্য বাংলাদেশ সবার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়েই সংগ্রাম করবে। আজকের দিনে এই হোক আমাদের বজ্র কঠিন শপথ।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
দেশবাংলা ১ম বর্ষ : ৬ষ্ঠ-৭ম সংখ্যা	৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১	পাকিস্তান নামে কোন দেশ থাকবে না

ভারত-বাংলা উপমহাদেশে নতুন যুগের সূচনা

পাকিস্তান নামে কোন দেশ থাকবে না

(দেশবাংলা বিশেষ নিবন্ধ)

জাতিসংঘের মার্কিন দালালরা যে কোন সিদ্ধান্তই নিক না কেন অথবা ইয়াংকি সাম্রাজ্যবাদ এবং চৈনিক সুবিধাবাদ শেষ রক্ষার যত চেষ্টাই করুক না কেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সূর্যের উদয়কে রোধ করার সময় পার হয়ে গেছে।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে ভারতকে আক্রমণকারী আখ্যা দিয়ে বাংলাদেশ থেকে সৈন্য প্রত্যাহার ও যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব পাশ হয়েছে। কিন্তু বাংলার ও ভারতের মানুষ সাম্রাজ্যবাদের এই শেষ ভরসাস্থলটির উপর আস্থা হারিয়েছে অনেক আগেই। বর্তমান সংকটকে কেন্দ্র করে যদি ভারত জাতিসংঘ ত্যাগও করে তাহলে ভারতের মানুষ বিন্দুমাত্র অখুশী হবে না। চীন এতকাল জাতিসংঘে ছিল না। ইন্দোনেশিয়াও কিছুকাল আগে জাতিসংঘ ত্যাগ করেছিল। তাতে দু'দেশের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়নি। ভারতেরও হবে না। বাংলাদেশেরও না।

তা'ছাড়া এই জাতিসংঘের তথাকথিত পুরোহিতরাই জাতিসংঘের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণের পথ প্রদর্শক।

দক্ষিণ আফ্রিকায়, রোডেশিয়ায় জাতিসংঘের সুস্পষ্ট নির্দেশ কি মানা হয়েছে ? রোডেশিয়ায় ৫০ লক্ষ আফ্রিকানের উপর ২ লক্ষ শ্বেতাংগের শাসন ও শোষণের পক্ষে মদত দিচ্ছে বৃটেন ও তার সহযোগীরা জাতিসংঘের বিধিনিষেধ অমান্য করেই। আর আজ যদি সাড়ে সাতকোটি বাঙালীর উপর গুটি কতক পেশাদার সৈন্যের নৃশংস অত্যাচার বন্ধ করার জন্য ভারত এগিয়ে গিয়ে থাকে, জাতিসংঘের তথাকথিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই, তাহলেই বা দোষটা কোথায় ?

বাংলাদেশের ভেতরে মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় বাহিনী এখন সর্বময় কর্তৃত্বে। ঢাকার সর্বশেষ পকেটটিও শত্রুমুক্ত হবে দু'একদিনেই। তখন আর বাংলাদেশের উপর পাকিস্তানের কোন দখলই থাকবে না এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী পাকিস্তান আর বাংলাদেশের উপর কোন কর্তৃত্ব দাবী করতে পারবে না। নুরুল আমীনের মত বাঙালী কুইসলিংকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দাঁড় করানো সত্ত্বেও।

শুধু তাই নয়, বাংলাদেশ থেকে হাত গুটাবার পর পশ্চিম পাকিস্তানকে ঘিরে 'পাকিস্তান' নামটি টিকিয়ে রাখাও ক্রমেই দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে। পাঠান ও বেলুচিস্তানীরা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে কেবল সেজন্যই নয়, নিছক নির্বুদ্ধিতা এবং গোঁয়ার্তুমীর দরুন

কায়েমী স্বার্থের দুধের হাঁড়িটি ভেঙ্গে ফেলার জন্য এখন পশ্চিমাদের মধ্যে মারাত্মক কলহ বেঁধে গেছে। বাধতে বাধ্য। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলিকে একত্রে রাখার প্রধানতম যোগসূত্র ছিল বাংলাদেশের উপর শোষণের সুযোগ। উপনিবেশের ফায়দা লুটবার জন্য সিন্ধু-পাঞ্জাবের ভুস্বামী এবং ধনকুবেররা নিজেদের মধ্যে আপোষ রক্ষা করে নিয়েছিল। এখন তাদের আপোষ হবে কিসের ভিত্তিতে ? তা'ছাড়া লুণ্ঠিত সম্পদের ছিঁটে ফোঁটা বিলিয়ে এবং বাহ্যিক উন্নয়নের শানশওকত দেখিয়ে এতকাল সেখানকার সাধারণ মানুষকেও বশে রাখা সম্ভব হয়েছে। বিরাট এক সেনাবাহিনী পোষা হয়েছে যাতে করে প্রায় প্রতিটি পরিবার থেকেই কেউ না কেউ সৈনিক হয়েছে। এখন আর তা সম্ভব হবে না। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী-বাকুরী সবক্ষেত্রেই ছাঁটাই এর পালা শুরু হবে। বাংলাদেশের বিরাট বাজার হারিয়ে ইতিমধ্যেই শত শত কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। আরো যাবে।

'দেশবাংলার' প্রথম সংখ্যায় আমরা পাখতুনিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতির কথা বলেছিলাম এবং এই শীতের পরেই সেখানে অভ্যুত্থানের সম্ভাবনার আভাস দিয়েছিলাম। অতি সম্প্রতি বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করা থেকে প্রমাণিত হয়েছে ঘটনাপ্রবাহ সঠিক খাতেই প্রবাহিত হচ্ছে।

সাম্প্রদায়িক ভেদ-বৈষম্যে এই উপমহাদেশে যে রাজনৈতিক হিংসা-প্রতিহিংসার উদ্ভব ঘটেছিল বাস্তবের কঠোর আঘাতে তা ধীরে ধীরে দূরীভূত হতে চলেছে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পাশাপাশি পশ্চিমে পাখতুনিস্তান, সিন্ধু, এমনকি পাঞ্জাবেও কালক্রমে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তার ভিত্তিতে একাধিক 'নেশন ষ্টেট' গড়ে উঠবেই। এই উপমহাদেশের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য তা' হবে যুগান্তকারী ঘটনা! এখন থেকে সেই লক্ষ্য সামনে রেখেই বাংলাদেশ ও ভারতকে এগুতে হবে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
দেশবাংলা	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ৮ম সংখ্যা		পাকিস্তান থেকে শিক্ষা নিতে হবে

সম্পাদকীয়

পাকিস্তান থেকে শিক্ষা নিতে হবে

বাংলাদেশ তার স্বাধীন ও সার্বভৌম সত্ত্বা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে লাখো শহীদের প্রাণের মূল্যে, অযুত কর্মীর নিরলস সংগামে, প্রতিটি পরিবারের সীমাহীন দুঃখভোগ এবং অবিশ্বাস্য ত্যাগ স্বীকারে। স্বাধীনতার জন্য মূল্য দিতেই হয়, কিন্তু বাঙ্গালী জাতি মূল্যের অধিক দিয়েছে।

পৃথিবীর বুকে একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। এ শিশুর জন্মে তোলপাড় হয়েছে অনেক বেশী। জন্মের আনুষঙ্গিক গর্ভযন্ত্রণায় সারা বিশ্ব কেঁপে উঠেছে। জন্মকে ত্বরান্বিত করার জন্য 'অপারেশন' ও চালাতে হয়েছে। এক অর্থে বাংলাদেশ 'সিজারিয়ান বেবী'। আর সেই জন্যই সম্ভবত এই শিশুর প্রতিপালনে প্রথম থেকেই খুব বেশী সতর্ক হওয়া দরকার।

ঔপনিবেশিক এবং কায়েমী স্বার্থের শোষণে বাংলাদেশে কোনকালেই সুস্থ অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠতে পারেনি। বৃটিশ শাসনামলে আজকের বাংলাদেশ ছিল কলিকাতার ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি মহলের শোষণের প্রশস্ততম ক্ষেত্র। রাজধানী শহর কলিকাতাকে কেন্দ্র করে সেদিন যে পুঁজিচক্র গড়ে উঠেছিল তাতে বাংলার মানুষের অংশীদারিত্ব ছিল না। পাকিস্তানী শাসনের চব্বিশ বছরে এই শোষণের হার আরো বহু গুণে বেড়েছে। তারপরও যা কিছু অস্থি চর্ম অবশিষ্ট ছিল, এবারকার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এবং পলায়মান শত্রুসেনাদের পোড়ামাটি নীতির জন্য তাও ধূলিস্মাৎ হয়ে গেছে।

অর্থাৎ নবজাতকের জন্ম ঘটেনি সোনার পালংকে রূপার চামচ মুখে। ঘটেছে খোলা আকাশের নিচে, অপরিসীম দুঃখদুর্দশায়, শত সহস্র সমস্যার বেড়াজালে।

তাই আজ যারা জন্মলগ্নে এই নতুন রাষ্ট্রের কর্ণধার হয়েছেন, তাঁদের অবশ্যই নিজেদের এই গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

পাকিস্তান এ ব্যাপারে আমাদের সামনে একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। পাকিস্তান রাষ্ট্রটির জন্ম বৃত্তান্ত যাই হোক না কেন, পৃথিবীর মানচিত্রে একটি পাকা-পোক্ত আসন নিয়েই তার যাত্রা শুরু হয়েছিল। শুরুতে আভ্যন্তরীণ ঐক্যের অভাব ছিল না, বৈদেশিক সহায়তারও কমতি ছিল না। রাষ্ট্র হিসেবে এটি ছিল পৃথিবীর 'পঞ্চম বৃহত্তম রাষ্ট্র'। তা সত্ত্বেও মাত্র ২৪ বছরেই তার রাষ্ট্রীয় কাঠামো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। কিন্তু কেন ?

এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে পাকিস্তানী রাজনীতির দিকে চোখ ফেরাতে হয়। দেশ

বিভাগের পর থেকেই পাকিস্তানে অগণতান্ত্রিক গণবিরোধী কায়েমী স্বার্থ চিরস্থায়ী আসন গেড়ে বসে এবং ধাপে ধাপে তা রাজনৈতিক একনায়কত্ব থেকে, আমলাতান্ত্রিক গোষ্ঠীতন্ত্র এবং সর্বশেষ সামরিক হঠকারীতায় পর্যবসিত হয়। পাকিস্তান অর্জিত হয়েছিল জনগণের নামে। কিন্তু সেই জনগণের কোন ভূমিকাই থাকেনি পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় জীবনে। জনসমর্থনের বদলে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের লেজুড় বৃত্তিকেই রাষ্ট্র ক্ষমতার নিয়ামক করে তোলা হয়েছে। তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে একদিকে চলেছে সাধারণ মানুষের উপর সীমাহীন শোষণ, অন্যদিকে চলেছে জাতিগত নিপীড়ন। সেই শোষণ ও নিপীড়নের পরিণতি আজ চোখের সামনে।

স্বাধীন বাংলাদেশ অশ্রু আর রক্তের ফসল। বাংলাদেশে গণতন্ত্র, গণঅধিকার, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক সমানাধিকারের নিশ্চয়তা থাকবে এই আশা নিয়েই বাংলার মানুষ এত ত্যাগ স্বীকারে এগিয়ে গেছে। আগামী দিনে বাংলাদেশকে সেই প্রত্যাশা অবশ্যই পূরণ করতে হবে, নতুবা বাংলাদেশও ইতিহাসের ব্যতিক্রম হবে না। মৃত পাকিস্তানের অভিজ্ঞতা থেকেই সে শিক্ষা নিতে হবে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
দেশবাংলা ১ম বর্ষ : ৮ম সংখ্যা	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১	সাম্প্রদায়িক দল নিষিদ্ধ ঘোষিত

বাংলাদেশে সুস্থ রাজনীতির উজ্জ্বল সম্ভাবনা

সাম্প্রদায়িক দল নিষিদ্ধ ঘোষিত

(দেশবাংলা রিপোর্ট)

বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ ঘোষণা করেছেন, বাংলাদেশে অতঃপর কোন সাম্প্রদাযিক দল থাকবে না। জামাতে ইসলামী, তিন মুসলিম লীগ, পিডিপি ও নেজামে ইসলাম দলকে বেআইনী ঘোষণা করে জনাব তাজউদ্দিন যশোরে স্বাধীন বাংলার মাটিতে প্রথম প্রকাশ্য জনসভায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, এখন থেকে আর ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করতে দেওয়া হবে না।

বলাবাহুল্য প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণা সর্বত্র অভিনন্দিত হয়েছে। বিগত চব্বিশ বছর যাবৎ বাংলাদেশকে পদদলিত করে রাখার ব্যাপারে পশ্চিমা চক্র ধর্মের লেবাসধারী এই দলগুলিকে সর্বপ্রকারে মদত দিয়েছে এবং বাংলাদেশে একটি প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থ-সর্বস্ব দালাল শ্রেণী সৃষ্টি করার কাজে এই দলগুলিকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে। গণতন্ত্রের টুটি টিপে ধরে, সর্বপ্রকারে প্রগতির পথ আগলে দাঁড়াবার ব্যাপারে এইসব রাজনৈতিক ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলি যথেষ্ট 'সংগ্রাম' ও করেছে।

২৫শে মার্চ বাংলাদেশের উপর নারকীয় দুর্যোগ নেমে আসার পর এই দলগুলির গায়ে মানে না আপনি মোড়ল নেতৃবৃন্দ নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে 'শান্তি (?) কমিটি' গঠনের জন্য টিক্কা খার কাছে ধর্ণা দেয়। তারপর থেকে এই সব শান্তি-সৈনিকরা ইয়াহিয়া-টিক্কা চক্রের কামানের খোরাক এবং কামনার শিকার সন্ধানের জন্য শিকারী কুকুরের ভূমিকা পালন করে এসেছে। তারই ইনাম হিসাবে তাদের ভাগ্যে জুটেছিল 'উপনির্বাচন'। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ হাতের গ্রাস হাতেই থেকেছে, মুখে পৌছাবার আগেই কম্ম-কাবার হয়ে গেছে।

অতীতে দক্ষিণপন্থী ধ্যান ধারণা পোষণ এবং সাম্প্রদায়িক চেতনাভিত্তিক রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের পিছনে অন্ততঃ এইটুকু যুক্তি ছিল যে, জনগণকেই ভালোমন্দ বিচার করতে দেওয়া হোক। গণতন্ত্রে কোন মতকে জোর করে স্তব্ধ করে দেওয়া চলে না। কিন্তু গত আট মাসে এই তথাকথিত দলগুলি দেশ ও জাতির সাথে যেভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং দেশের মাটি রক্ত রঞ্জিত করার কাজে শত্রুকে সর্বপ্রকারে সহায়তা করেছে, তার প্রেক্ষিতে আজ আর সে ব্যাপারে কোন শৈথিল্য প্রদর্শনের সুযোগ নেই। পঞ্চম বাহিনীকে দেশের বুকে রাজনীতি করতে দেওয়া যাবে না, এ সিদ্ধান্ত পরিপূণভাবেই গণতান্ত্রিক।

এই দলগুলি বেআইনী ঘোষিত হবার পর বাংলাদেশে ছোট-বড় মিলিয়ে যে সব দল

- উপদল জীবিত থাকবে বলে মনে হয় যেগুলি কম বেশী স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশীদার থেকেছে, সেগুলিকে এভাবে সাজানো যেতে পারে।

(১) আওয়ামী লীগ : বৃহত্তম এবং বলতে গেলে বর্তমান পর্যায়ে একক রাজনৈতিক দল। সহযোগী ছাত্র সংগঠন, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, শ্রমিক সংগঠন, জাতীয় শ্রমিক লীগ।

(২) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর পন্থী) ও বাংলাদেশ কম্যুনিস্ট পার্টি। সহযোগী ছাত্র সংগঠন, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, শ্রমিক সংগঠন. ট্রেড-ইউনিয়ন সেন্টার। সংগঠনগত ও জনসমর্থনের দিক থেকে বর্তমানে এই দলটির স্থান দ্বিতীয়। ন্যাপ ও কম্যুনিস্ট পার্টি দু'নামে সংগঠন টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হবে বলে মনে হয়, তবে তেমন অবস্থায় কোনটি রেখে কোনটি ভেঙ্গে দেওয়া হবে, তা সম্ভবতঃ পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে।

(৩) বাংলা জাতীয় লীগ (সভাপতি, আতাউর রহমান খান) সহযোগী ছাত্র সংগঠন, বাংলা ছাত্রলীগ। সংগঠনগত ও জনসমর্থনের দিক থেকে এই দলের স্থান হবে তৃতীয়; আতাউর রহমান খান সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন, পরে তাকে মুক্তি দেওয়া হয় কিন্তু তিনি ঢাকাতেই থেকে যান। তাঁর দলের কর্মীরা মুক্তি সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন।

(৪) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী পন্থী)। বহুধা বিভক্তির পর এবং চরম বামপন্থী উপদলগুলির পৃথক পৃথক সংগঠন গড়ে তোলার ফলে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন এক কালের বিরাট সংগঠনটি এখন পূর্ব জৌলুস হারিয়ে ফেললেও, মওলানার ব্যক্তিত্ব ও জনপ্রিয়তা এখনও বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিরাট প্রভাব বিস্তারে সক্ষম। মওলানার পরবর্তী কার্যক্রমের উপর এর ভবিষ্যত নির্ভর করবে।

(৫) বাংলাদেশ জাতীয় কংগ্রেস। পূর্ব পাকিস্তানের এককালীন অর্থমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর এবং প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ভবেশ নন্দীর নেতৃত্বাধীন এই দলটি এযাবতকাল সংখ্যালঘুদের দল হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসলেও, বর্তমান সংগ্রাম এবং মনোরঞ্জন বাবুর বাংলাদেশ সরকারের কন্সালটেটিভ কমিটির সদস্য হওয়ার প্রেক্ষিতে এই দলটি এখন গুরুত্ব অর্জন করেছে। দলের ভবিষ্যত কার্যক্রম বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

(৬) বামপন্থী কম্যুনিস্ট উপদলসমূহ। বামপন্থী কম্যুনিস্ট উপদলগুলির একাংশ মুক্তি সংগ্রামের অনুকূলে বক্তব্য পেশ করেছে, অপর অংশ বিরোধিতা করেছে। এ সব সংগঠনের অনেকগুলি হয়তো ভবিষ্যতেও 'আন্ডার গ্রাউন্ড' সংগঠন হিসাবেই কাজ চালাবে। আইনসিদ্ধ প্রকাশ্য কম্যুনিস্ট পার্টি করারও চেষ্টা হতে পারে। এ সম্বন্ধে এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়। পিকিং এর সাম্প্রতিক ভূমিকা এদের পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক হয়েছে।

(৭) এ ছাড়াও শ্রমিক কৃষক-সমাজবাদী দল এবং অলি আহাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় লীগের উপদলটিও পৃথক দলীয় অস্তিত্ব বজায় রাখবে বলে মনে হয়। উভয় দলেরই কয়েকটি শ্রমিক এলাকায় প্রভাব রয়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আগামী দিনের বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ ছাড়াও আরো

কয়েকটি দল মাঠে থাকছে। তন্মধ্যে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর পন্থী) ছাড়া অন্য দলগুলির সাংগঠনিক অবস্থা ভালো নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে নাম-সর্বস্ব। কিন্তু যেহেতু বাংলাদেশে নিশ্চিতভাবেই পার্লামেন্টারী রাজনীতি চালু হতে যাচ্ছে এবং যেহেতু স্বাধীনতার প্রশ্নে এসব দলেরও কমবেশী অবদান রয়েছে, সেহেতু আগামীতে এরাই হবে বিরোধী দল। পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে বিরোধী দলের ভূমিকা থাকে মুখ্য। কাজেই কালক্রমে এসব দলও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।

তবে আওয়ামী লীগের বিরাট শক্তির মোকাবিলায় ক্ষুদ্র দলের কাজের সুযোগ যে খুবই সীমিত তা এসব দলের কর্মকর্তাদের না বোঝার কথা নয়। এমতাবস্থায় ক্ষুদ্রতর দলগুলির কয়েকটি একত্রিত হয়ে শক্তিশালী দলে রূপান্তরিত হবার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
দেশবাংলা ১ম বর্ষ : ৮ম সংখ্যা	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১	এবার দেশ গড়ার পালা

এবার দেশ গড়ার পালা

॥ দেশবাংলা বিশেষ নিবন্ধ ॥

'আর কয়েক দিনের মধ্যেই ঢাকায় বাংলাদেশ সরকারের রাজধানী স্থানান্তরিত হবে।' সম্প্রতি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এ কথা ঘোষণা করেছেন।

মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় বাহিনীর সম্মিলিত অগ্রাভিযানের মুখে পাকিস্তানী জঙ্গী চক্রের পশ্চাদপসরন এবং একের পর এক শত্রু ঘাঁটিগুলির পতন দেখে তাঁর এ আশাবাদে বিশ্বাস স্থাপন না করার কোন কারণ আমরা দেখি না। ইতিমধ্যেই মুক্ত জেলাগুলিতে পুরাদমে বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থার পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়েছে। দেশের শতকরা ৮০ ভাগ এলাকা এখন বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণে। ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর প্রভৃতি কয়েকটি ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় পাকিস্তানী বাহিনী এখন কার্যতঃ আত্মসমর্পণের দিন গুণছে।

একের পর এক বিভিন্ন এলাকা বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক কর্তৃত্বে আসার সাথে সাথে এখন স্বভাবতই পুনর্গঠনের প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। ভাঙ্গার পর্ব শেষ হয়েছে। এবার দেশ গড়ার পালা।

চার প্রদেশ

বাংলাদেশকে চারটি প্রদেশে ভাগ করে প্রশাসন ও উন্নয়ন তৎপরতায় প্রতিটি অঞ্চলের প্রতি যথাযোগ্য গুরুত্ব আরোপের দাবী উঠেছিল ২৫শে মার্চের আগেই। এখন এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার সময় এসেছে। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বলেছেণ জাতীয় ও প্রদেশিক পরিষদের সদস্যদের সমন্বয়ে একটি 'কনস্টিটিউয়েন্ট এসেমব্লি' গঠন করা হবে। এই এসেমব্লিকে চার প্রদেশের কাঠামো এবং কেন্দ্র ও প্রদেশের সম্পর্ক নির্ধারণের ভার দেওয়া যেতে পারে। এ সব প্রদেশ কেবলমাত্র প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরণের প্রয়োজনে গড়তে হবে, এ ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন উঠার কোন কারণ নেই। আপাততঃ চারটি বিভাগকে চারটি প্রদেশের মর্যাদা দিলেই চলবে। এত করে ঢাকা শহরের উপর মাত্রাতিরিক্ত চাপ কমবে এবং দেশে আরো কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর শহর গড়ে তোলা সম্ভব হবে। তবে মনে রাখা দরকার, কোন অবস্থাতেই 'দুই' প্রদেশ গঠনের কথা চিন্তা করা চলবে না। কারণ সে ক্ষেত্রে আঞ্চলিক রেষারেষিতে জাতীয় ঐক্য দুর্বল হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

গণহত্যা ঠেকাতে হবে

শত্রুর চর এবং সহযোগীদের শাস্তি দেবার ভার জনতার উপর বা স্থানীয় নেতৃত্বের

উপর ছেড়ে দেওয়া চলবে না। কারণ, তেমন অবস্থায় ব্যক্তিগত শত্রুতার জন্য অনেক নিরীহ ব্যক্তির লাঞ্ছিত হবার সম্ভাবনা থাকবে। তাছাড়া শত্রুর সহযোগী অবাঙ্গালীদেরকে 'হত্যা করার লাইসেন্স' কাউকে দেওয়া চলবে না। এ ব্যাপারে সরকারের সময়োচিত ঘোষণা সুবিবেচনার কাজ হয়েছে। বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের মাধ্যমে যথাবিহিত বিচার করে তবেই অপরাধীকে যোগ্য শাস্তি দিতে হবে। বাংলার মাটিতে অনেক রক্ত ঝরেছে, আর একফোঁটা রক্তও অনাবশ্যকতভাবে ঝরানো উচিত হবে না।

ঋণভিত্তিক অর্থনীতি চাই না

বাংলাদেশে প্রায় সবই ধ্বংস হয়ে গেছে। অনেকেই ব্যাপকভাবে বৈদেশিক ঋণ নিয়ে তড়িঘড়ি 'সোনার বাংলা' বানাবার কথা বলছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রথম থেকেই সতর্ক হওয়া দরকার। বাংলাদেশের অর্থনীতি হবে কৃষিভিত্তিক। কৃষি বিপ্লবের মাধমে গ্রামবাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নই আমদের লক্ষ্য হতে হবে, ঋণভিত্তিক তথাকথিত 'শিল্পপতিদের অর্থনীতি' নয়। তাই অনাবশ্যক ঋণ পরিহার করে সুস্থভিত্তিতে জাতীয় অর্থনীতিকে ধাপে ধাপে গড়ে তুলতে হবে। সেজন্য দেশবাসীকে কৃচ্ছ্রতা সাধনার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে হবে এখন থেকেই।

ঋণ করা যার অভ্যাস, তার ঋণের অভাব হয় না। বিশেষ করে বিশ্বে যখন 'মহাজনী রাজনীতি' পুরাদমে চালু রয়েছে। কিন্তু 'ঋণ করে ঘি খাওয়ার' পরিণতি পাকিস্তানে আমরা দেখেছি, দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে দেখছি। বাংলাদেশেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেওয়া যাবে না।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
দুর্জয় বাংলা★	৪ নভেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ১ম সংখ্যা		জয় আমাদের হবেই

সম্পাদকীয়

জয় আমাদের হবেই

সাত কোটি মানুষের আবাসভূমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ষষ্ঠ মাসে স্বাধীনতা সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে জয়যুক্ত করার শপথ নিয়ে দুর্জয় বাংলা আত্মপ্রকাশ করলো। বাংলাদেশের পবিত্র মাটি থেকে খুনী সর্দার ইয়াহিয়ার পশু সৈন্য দলকে নিশ্চিহ্ন করে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার মহৎ ও কঠিন কাজের ব্রত ঘোষণা করেছে।

"দুর্জয় বাংলা" মনে করে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও চীনের সাহায্যপুষ্ট ইয়াহিয়ার বর্বর বাহিনীকে খতম করার জন্য সব চেয়ে বড় প্রয়োজন হলো বাংলাদেশর সমস্ত জনগণ এবং সংগ্রামী ও গণতান্ত্রিক শক্তির একতা। একতার শক্তি দিয়েই আমরা শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করবো।

আমাদের বীর তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা দুর্জয় সংকল্প নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছেন। প্রতিবেশী ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিসহ বিশ্বের প্রগতিশীল জনগণও খুনী ইয়াহিয়ার গণহত্যা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে সোচ্চার।

এ মুহূর্তে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে কে আমাদের শত্রু ও কে আমাদের মিত্র। মিত্রদের এক হয়ে শত্রুদের আঘাত হানতে হবে, রুখতে হবে ইয়াহিয়ার সকল দুরভিসন্ধি ও ছল চাতুরী।

জয় আমাদের হবেই। আমরা সুনিশ্চিত।

★ দুর্জয় বাংলা : 'সংগ্রামী বাংলার কণ্ঠস্বর'। সম্পাদক : তুষারকান্তি কর। সিলেট সুরমা প্রকাশনীর পক্ষ হতে তুষারকান্তি কর কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। বিদেশস্থ যোগাযোগের ঠিকানা : রফিকুর রহমান, পুরাতন ষ্টেশন রোড, করিমগঞ্জ।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
স্বাধীন বাংলা★	৬ নভেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
মুজিবনগর ১ম বর্ষ : ৮ম সংখ্যা		

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সফল হবে কিনা এই সংশয় জড়ানো প্রশ্নে দ্বিধা-জড়তার মেঘ ক্রমশ ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে, রাজনীতির আকাশ মেঘমুক্ত ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

একদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগ্রাম পর্যায়ক্রমে তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে এবং বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে একটা সুসংঘবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করছে অন্যদিকে বিশ্ববিবেক তার ঔদাসীন্য আর নৈর্ব্যক্তিক ভাব পরিত্যাগ করে ক্রমাগত বাংলাদেশ সরকার ও মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থনে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। অবশ্য এই শুভ লক্ষণ স্বাভাবিকভাবে ও সহজেই পরিলক্ষিত হয়নি। সামগ্রিকভাবে বর্তমানে অপেক্ষাকৃত অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টির পেছনে যেমন রয়েছে মুক্তিকামী সংগ্রামী জনতার অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত বিরাট ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং জীবন পণ সংগ্রাম সাধনা অন্যদিকে তেমনি বন্ধু ও দরদী প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের জনগণের উল্লেখযোগ্য সক্রিয় ভূমিকা। ভারতের জনগণ বাংলাদেশের এই গণ আন্দোলনকে স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিকভাবে শুরু থেকেই সমর্থন জানিয়ে এসেছেন। ভারতের সর্বস্তরের মানুষ কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, কেরানী, কর্মচারী, এমনকি ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতির দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। বিভিন্ন বিধানসভা ও আইনসভার সদস্যগণ সকল দেশের সংগ্রামের সমর্থনের অনুকূলে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। এতদিন যে সহমর্মিতার জোয়ার ভারতের জনসমুদ্রকে আন্দোলিত চঞ্চল করে তুলেছিল আজ তার ব্যাপ্তি বহুদূর প্রসারিত। তারই প্রতিভাস আমরা লক্ষ্য করছি। সুদুর লন্ডন, প্যারী, মস্কো ও ভিয়েতনামে সেখানকার প্রগিতিশীল গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণ বাংলাদেশের এই সংগ্রামকে সমর্থন করে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গণসংগঠনের মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য প্রেরণ করছেন— আর মুক্তিযুদ্ধকে মদত দিতে ব্যাপক জনমত গঠন করে চলেছেন।

বেহায়া খান সাহেব (ইয়াহিয়া খাঁন না বেহায়া খান ?) মার্কিন সরকারের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ে এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাধানের প্রশ্নে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সুযোগ নিয়ে এক অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষের ন্যায্য স্বাধীনতা আন্দোলনকে আড়াল ও ক্ষুণ্ন করার জন্য অরিবাম মিথ্যা অপপ্রচার ও নির্লজ্জ চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে বিশ্বের জাগ্রত জনমতকে ধোকা দিতে চাইছে এই অজুহাতে যে বাংলাদেশে যা কিছু ঘটেছে তার পিছনে ভারতের চক্রান্ত ও হাত আছে এবং ভারতীয়

★ 'স্বাধীনবাংলা : বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণের সাপ্তাহিক মুখপত্র'। সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি— খোন্দকার সামসুল আলম দুদু কর্তৃক মুজিবনগর হতে প্রকাশিত ও স্বাধীনবাংলা প্রেস হতে মুদ্রিত।

অনুপ্রবেশকারীরা পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করার জন্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এই গোলযোগ সৃষ্টি করেছে। আর এই অছিলায় পুরো ঘটনাকে পাক-ভারত বিরোধের আকার দিতে চাইছে এবং সীমান্তে প্রচুর সৈন্য সমাবেশ করে ভারতের প্রতি রণহুংকার ছাড়ছে। আশ্চর্য এই বেহায়া খাঁন। নির্লজ্জতারও একটা সীমা থাকা উচিত।

বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনাবলীর অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা সদ্য মহাচীনের রাষ্ট্রপুঞ্জে আসন লাভ। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপুঞ্জে স্থায়ীভাবে প্রতিনিধিত্ব করার পরিপ্রেক্ষিতে এই আশা প্রকাশ করা যায় যে এবার হয়তো রাষ্ট্রপুঞ্জ তার নৈর্ব্যক্তিক নির্লিপ্ত ভাব ত্যাগ করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাধানে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবে। রাজনৈতিক সমাধানের রূপরেখা অবশ্যই বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ আরোপিত চারটি মৌল দাবীর উপর ভিত্তি করেই নির্ধারিত হবে। যেমন— প্রথমতঃ স্বাধীন বাংলাদেশ, দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশের প্রিয়তম নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের মুক্তি, তৃতীয়তঃ পাক জঙ্গীশাহীর অত্যাচারের ফলে ক্ষয়ক্ষতির যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দান ও চতুর্থতঃ বিনা শর্তে সমস্ত সৈন্য অপসারণ। বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতা ও মুক্তিবাহিনী এ বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে বহিঃপ্রচেষ্টা যতই প্রতিকূল কিংবা অনুকূলেই হোক না কেন বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন ও জাতীয় মুক্তি একমাত্র নিরলস একনিষ্ঠ সংগ্রামের মাধ্যমে সম্ভব। কারণ স্বাধীনতা অর্জিত হয়, প্রদত্ত হয় না।

— জয় বাংলা

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
স্বাধীন বাংলা	১৩ নভেম্বর, ১৯৭১	পাক সমারিক চক্রে
মুজিবনগর ১ম বর্ষ : ৯ম সংখ্যা		বিরাট ভাঙ্গন

পাক সামরিক চক্রে বিরাট ভাঙ্গন

আভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফলে পাক সামরিক চক্রে বিরাট ভাঙ্গন দেখা দিতে পারে বলে লন্ডনস্থ পাক সরকারের ঘনিষ্ঠ মহল মনে করছেন। ঐ মহলের খবরে প্রকাশ পাক সামরিক সরকারের প্রাক্তন বৈদেশিক দপ্তরের সচিব মুহঃ ইউছুফ, ইয়াহিয়া খানের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা জনাব আহম্মদ এবং জেনারেল টিক্কা খানের চাপে বাধ্য হয়ে ইয়াহিয়া খান ভুট্টোকে পশ্চিম পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী মেনে নিয়ে পিকিং-এ দৌত্য করতে পাঠিয়েছেন।

কিন্তু সিন্ধুর গভর্ণর গুল রহমান এবং পাঞ্জাবের গভর্ণর মেজর জেনারেল আতিকুর রহমান ইয়াহিয়ার এই সিদ্ধান্তের ঘোরতর বিরোধী। ফলে পর্দার আড়ালে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ প্রকট হয়ে উঠছে। ভুট্টোর পিকিং সরকারের সমর্থন সংগ্রহের জন্য সদ্য সমাপ্ত চীন সফরের ফলাফল সম্বন্ধে দুই মহলের অবস্থান দুই মেরুতে।

জনাব ভুট্টো বলেছেন তাঁর সফর সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। পক্ষান্তরে সিন্ধু ও পাঞ্জাবের গভর্ণর মনে করছেন ভুট্টো খালি হাতে চীন থেকে ফিরে এসেছেন! তারা আরও বলেছেন, বৃটেন ভারতের প্রতি যেমন প্রকাশ্য সমর্থন জানাচ্ছেন তার ভগ্নাংশ পর্যন্ত চীন সরকার পাকিস্তানের প্রতি জানাচ্ছেন না।

পাকিস্তানকে ঢালাও অস্ত্র সাহায্যের জন্য চীনের প্রতিনিধিদের নিকট জনাব ভুট্টো যে করুণ আবেদন জানিয়েছিলেন তার প্রত্যুত্তরে চীনের সরকারী প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে ভুট্টোকে নাকি বলা হয়েছে যে, অস্ত্র সরবরাহ পশ্চিম পাকিস্তানে না দিয়ে চীন পূর্ববঙ্গে দিতে ইচ্ছুক। ওয়াকিবহাল মহল চীনের উপরোক্ত অভিমত থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে মূল চীনে চিয়াং কাইশেককে প্রদত্ত আমেরিকান অস্ত্র যেমন মাও সেতুং দখল করে বিপ্লবী কৌশল প্রয়োগ করে চিয়াং কাইশেককেই উৎখাত করেছিলেন তেমনি পূর্ববঙ্গে চীন যদি অস্ত্র সরবরাহ করে তবে সে অস্ত্র শেষ পর্যন্ত মুক্তি যোদ্ধাদের হাতে পৌছাবে এবং ইয়াহিয়া সরকারের উচ্ছেদের জন্যই ব্যবহৃত হবে। চীনের এই সিদ্ধান্তের গূঢ় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইয়াহিয়া বেশ সতর্ক হয়েছেন।

অন্যদিকে আবদুল গফ্ফার খাঁনের পুত্র ওয়ালি খানের জাতীয় আওয়ামী দল উত্তর পশ্চিম সীমান্তে এবং বেলুচিস্তানে বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ঐ দল ভুট্টোকে প্রধানমন্ত্রী করার সিদ্ধান্তের ঘোরতর বিরোধী। সিন্ধু ও পাঞ্জাব দুটো প্রদেশে ভুট্টোর প্রভাব যেমন বেশী তেমনি বেলুচিস্তান ও উত্তর পশ্চিম সীমান্তে ওয়ালিপন্থী জাতীয় আওয়ামী দলের প্রভাব সর্বজনবিদিত। ফলে সামগ্রিকভাবে ইয়াহিয়া সরকারের অভ্যন্তরে এক ঝড়ের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সে ঝড় শীঘ্রই উঠবে এবং নিঃসঙ্গ ইয়াহিয়া তার শিকার হতে বাধ্য।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
স্বাধীন বাংলা	২৭ নভেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
মুজিবনগর : ১০ম ও ১১শ সংখ্যা		

সম্পাদকীয়

"একদা এক ব্যাঘ্রপ্রবর বৃদ্ধ ও অথর্ব হওয়ায় খাদ্য সংগ্রহে অসমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু স্বপ্রচেষ্টায় খাদ্য সংগ্রহ করিতে না পারিলে ক্ষুধায় প্রাণ যায়, ফলে সেই ব্যাঘ্র তৎকর্তৃক নিহত একব্যক্তির সুবর্ণ কঙ্কনদ্বয় লইয়া এক পঞ্চপল্লব সমাচ্ছন্ন দীর্ঘিকা সংলগ্ন পথিপার্শ্বে সাত্তিকভাবে আহার্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে লোভী পথিকের আশায় বসিয়া রহিল।" ইত্যাদি.... ইত্যাদি....। কথামালার গল্পে এই ধরণের গল্পকথা পড়িতে পাওয়া যায়। কিন্তু মনুষ্য সমাজও যে এ ধরণের বহু ভেকধারী হিংস্র শ্বাপদের বিচরণ ক্ষেত্র তাহার উৎকৃষ্টতম প্রমাণ বর্তমান ভুট্টো ইয়াহিয়া সামরিক জুন্তা ও তাহাদের দালাল বাংলাদেশবাসী মুসলিম লীগ পন্থী বাঙালী বিশ্বাসঘাতকের দল।

কয়েকদিন পূর্বে মুক্তাঞ্চল ও ফিল্ড হাসপাতাল পরিভ্রমণে গিয়া উপরোক্ত গল্পটি ও পরিণাম পাশাপাশি চোখের সম্মুখে পড়িয়া গেল। মুক্তাঞ্চলের বুকে নেকড়ের ফেউদের রাতের অন্ধকারে ছিটাইয়া যাওয়া একখানি ইস্তাহার একজন গ্রামবাসী আমাদের হাতে দিল। ইস্তাহারে লেখা ছিল— "ইসলাম পাকিস্তানের প্রাণকেন্দ্র" "পাকিস্তান ইসলামের দুর্গ" সেই সঙ্গে ধর্মের জিগির দিয়া বাঙালী মুসলমানদের মার্শাল 'ল' কর্তৃপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণের জন্য অনুরোধ ও প্ররোচনা। স্বাক্ষর ছিল জনৈক আহম্মদ আলি বিশ্বাস, চেয়ারম্যান আলমডাঙ্গা শান্তি কমিটির। সেই শান্তির নিদর্শন পাওয়া গেল বি,ভি,এস,সি ফিল্ড হাসপাতালে। উক্ত অঞ্চলের দুইজন গ্রামবাসী মুক্তিফৌজের ঠিকানা না বলিতে পারায় শান্তি কমিটি চাবুকের আঘাতে সমগ্র পৃষ্ঠদেশের চামড়া তুলিয়া লইয়া এবং সবুট পা'এর লাথিতে পাঁজরার হাড় ভাঙ্গিয়া দিয়া শান্তির নমুনা দেখাইয়াছে।

কিন্তু ইহা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে। ইয়াহিয়ার সামরিক জুন্তা ও তাহার পদলেহী কুত্তার দল মুক্তিবাহিনীর হাতে প্রচণ্ডভাবে মার খাইয়া আজ শান্তিবাহিনী প্রচারকের মুখোস পরিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু পর্দার অন্তরালে তাহাদের বাঙালীর তাজা খুনের লোভ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। তাই তাহারা একাধারে প্রচার চালাইতেছে বাংলা শান্ত (?) কেবল মাঝে মাঝে দুষ্কৃতকারী (?) দের অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ চলিতেছে ; অপরদিকে যত্রতত্র যখন তখন কারফিউ জারী করিয়া মুক্তিফৌজ গেরিলাদের সন্ধানে গৃহে গৃহে তল্লাসী ও জনসাধারণের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাইতেছে। দোসর হইয়াছে শান্তি কমিটির ভেকধারী, বাঙালীর কলঙ্ক মুসলিম লীগ পন্থী ভাড়াটিয়া দালালগণ।

শুধুমাত্র প্রশাসনই নহে মুক্তিফৌজের আক্রমণ ও বাঙালীর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অসহযোগিতার ফলে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বুনিয়াদও প্রচণ্ডভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বাংলার অবস্থা সম্পূর্ণ শান্ত ও প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে চলিতেছে ইহার প্রমাণ করিতে না পারিলে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র পাকিস্তানকে ঋণ দিতে অস্বীকার করিয়াছে। মুক্তিবাহিনীর নিরলস, বাংলার স্বাধীনতা

অর্জন করিবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রাম ও তৎসহ নৌবাহিনী ও গানবোটের নিশ্চিদ্র প্রহরার ফলে বিদেশী সাহায্য দ্রব্যসহ কোন জাহাজ পাকিস্তানের বন্দরে যাইতে পারিতেছে না। ফলে বহির্বাণিজ্য এবং সাহায্য প্রাপ্তির আশা সুদূর পরাহত। কোন বাঙালীর নিকট হইতে তাহারা একটি পয়সাও কর বা খাজনা পাইতেছে না। ফলে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠিয়াছে জঙ্গীশাহী ও তাহার দালালদের মধ্যে। বাঙ্গালীদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিবার জন্য তাহারা নানারূপ ছলনা ও তৎসহ বিনীত প্রার্থনার আশ্রয় লইয়াছে। উক্ত ইস্তাহারে এও লেখা আছে, "আমাদের একান্ত অনুরোধ আপনাদের ছেলেমেয়ে স্কুল ও কলেজে পাঠাইয়া শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করুন। খাজনা ও বিভিন্ন প্রকারের করদান করিয়া পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ মজবুত করুন।"

এত প্রলোভন, প্ররোচনা বা নির্যাতন সত্ত্বেও আজ এ কথা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই, যে শক্তি জাগ্রত বাঙালীর প্রাণে যে স্বাধীনতা সূর্যালোক দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বিনষ্ট করিতে পারে— বিনষ্ট করিতে পারে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দৃঢ় শপথ বদ্ধ সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর সংগ্রামী ঐক্যকে। দিকে দিকে মুক্তিবাহিনীর বলদীপ্ত অগ্রগতি, ১৭-১১-৭১ সকাল সাড়ে পাঁচটা হইতে ঢাকার বুকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারফিউ, পাক বাহিনীর যত্রতত্র মুক্তিফৌজের ভূতদর্শন প্রভৃতি ইহার স্বাক্ষর বহন করিয়া চলিয়াছে।

তবুও আত্মসন্তুষ্টির সময় নয়। আজ ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী নব্বই লক্ষাধিক শরণার্থীসহ সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর সম্মুখে কঠিন পরীক্ষা উপস্থিত হইয়াছে। যে কোন বাঙালীর সামান্যতম ভুলের জন্যও জাতির জীবনে নিদারুণ সংকট নামিয়া আসিতে পারে। তাই প্রতিটি বাঙালীকেই আজ প্রতিটি পদক্ষেপ করিতে হইবে সুচিন্তিতভাবে। যাহাতে বিভেদ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী বেঈমান দলের আমাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ না ঘটিতে পারে তাহার জন্য প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তৎসহ সর্বপ্রকারে মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করিতে হইবে মুক্তিফৌজে যোগ দিয়া, তাহাদে আহার্য ও আশ্রয়ের বন্দোবস্ত করিয়া বা পাক কুত্তাদের গতিবিধির খবরাখবর দিয়া। যাহার ফলে মুক্তিযুদ্ধ হইবে ত্বরান্বিত এবং আমরা লাভ করিব আমাদের ইপ্সিত ফল শত্রুমুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ। — জয় বাংলা।

★

মোহার্‌রম আর রমজান। পৃথিবীর ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের নিকট পবিত্রতম দুইটি মাস। রমজান মাসের প্রথম দিন হইতে প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মুসলমান সূর্যোদয়ের পূর্বে শয্যাত্যাগ করিয়া পবিত্র শুচিশুদ্ধ ভাবে আল্লাহ্ পাক-এর উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ে। সমস্ত দিন সর্বপ্রকার আহার্য মাদক দ্রব্য বর্জন করিয়া সাত্বিক ভাবে সংসার তথা পৃথিবীর কল্যাণের জন্য খোদা তায়ালার নিকট নির্দিষ্ট ওয়াক্ত অনুযায়ী মোনাজাত করে। রম্‌জানের শেষে সমস্ত ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা ঈদগাহ ময়দানে একত্রিত হয় নামাজ পড়ে কোরান শরীফ পাঠ শোনে। রমজান মাসের ঐতিহ্য লইয়া আলোচনা করে। গোটা মাস ধরিয়া হিংসাদ্বেষ বর্জন করিয়া সংযম শিক্ষা করিয়া শাস্ত্রের অনুশাসন পালন করে পৃথিবীর প্রতিটি মুসলমান।

কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশের বুকে রমজান মাস পালিত হইতেছে বাঙ্গালী হিন্দু

মুসলমানের রক্তের হোলী খেলার দ্বারা। অথচ নরমুণ্ডের দ্বারা গোণ্ডুয়া তথা বাঙ্গালীর খুনে হোলী খেলার সুদক্ষ ক্রীড়াবিদ ইয়াহিয়া ভট্টো এবং তাদের সামরিক জুন্টা ও দালালরাই প্রচার করিতেছে বাঙলার মুসলমানরা নাকি কাফের হইয়া গিয়াছে, তাহারা পবিত্র ইসলামের অবমাননা করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে বাঙালী কাফের মুসলমানদের জন্য তাহাদের তাহজীব তমদ্দুন বিপন্ন হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে বিপন্ন অবস্থা হইতে ত্রাণলাভের জন্য পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রের দরবারে করুণ আকুতি জানাইয়াছে এবং কতিপয় রাষ্ট্রও পরের মুখে ঝাল খাইয়া, বাংলাদেশের সংগ্রাম পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলিয়া মন্তব্য করিয়া দূর হইতে গোঁফে তা' দিতেছে।

কিন্তু সরাবের পেয়ালায় চুমুক দিয়া বাঙালীর রক্তে হস্ত রঞ্জিত করিয়া জঙ্গীশাহী কোন ইসলামের অনুশাসন পালন করিতেছে। কোন হাদিসে লেখা আছে নররক্তে স্নান করিলে ধর্মরাজ্য স্থাপিত হইবে, বেহেস্ত নামিয়া আসিবে মর্তের বুকে ? নারী ধর্ষণ, আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে হত্যা করিয়াই একমাত্র ইসলাম ধর্ম পালন করা যায় এ কোন নবীর উপদেশ ? কোন আল্লাহ পাকএর নির্দেশ ? এ কথা একবারও কি সেই ইসলামের ধ্বজাধারী রাষ্ট্রনায়কগণ চিন্তা করিয়াছেন। এবারও কি তাহারা সেই এজিদ সিমারের উত্তরসুরী ইয়াহিয়া ও তার সামরিক জুন্তাদের জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, রাতের অন্ধকারে ট্যাঙ্ক, মর্টার, কামানের গোলায়, বিমান কর্তৃক বোমা বর্ষণের দ্বারা গ্রাম, নগর, জনপদ শ্মশানে রূপান্তরিত করার রীতি কোন জঙ্গনামায় লিখিত আছে ? আমরা জানি তা' তাহারা করেন নাই। কারণ তাহারাও জানেন আর আমরা বাঙালীরাও জানি এর পশ্চাতে আছে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের হীন কলাকৌশল; আছে নয়া উপনিবেশ কায়েম রাখিবার জন্য ষড়যন্ত্রকারী বিংশ শতাব্দীর সীমারদের হিংস্র থাবা।

তাই আজ এ কথা স্পষ্ট বলিয়া দেওয়ার সময় আসিয়াছে যত জমকালো আবরণেই— হোক না তাহা ধর্মীয় জিগির, হোক না তাহা বিচ্ছিন্নতাকামীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহবান সেই আবরণকে ভেদ করিয়া তোমাদের স্বরূপ আজ বাঙালীর দৃষ্টিতে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। রমজান মাসের শেষে আকাশে ঈদের পবিত্র চাঁদ দেখা দিয়াছে। সাবধান এজিদ সীমারের দল, এ চাঁদ শুধুমাত্র পবিত্র ঈদের চাঁদ নহে। এ চাঁদ পরাধীনতার অমাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া স্বাধীনতার চন্দ্রোদয়। অদূর ভবিষ্যতে বাঙালী মুক্তিযোদ্ধারা তোমাদের নিশ্চিহ্ন করিয়া স্বাধীনতার পূর্ণচন্দ্রকে ছিনাইয়া আনিবে। কোন ভেদ নীতি বা সহস্র প্রতিবন্ধক আমাদিগকে দমাইয়া রাখিতে পারিবে না। কারণ আমরা প্রথমে বাঙালী তারপরে হিন্দু বা মুসলমান।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
আমার দেশ★	১১ নভেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
বাংলাদেশ : ১১শ সংখ্যা		শান্তির পারাবত

সম্পাদকীয়

শান্তির পারাবত

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী উপমহাদেশের বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতির মুখে পাশ্চাত্য দেশগুলো সফর শেষ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিতেছে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতের প্রধানমন্ত্রী, আজীবন গণতন্ত্রের পূজারী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী কি পরিস্থিতিতে শান্তির সন্ধানে বাহির হইয়াছেন তা প্রণিধানযোগ্য। ২৫শে মার্চ থেকে বাংলাদেশে এশিয়ার খুদে হিটলার ফ্যাসিস্ট ইয়াহিয়ার নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ লোকালয় জনপদ ধ্বংস ও নারী নির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে সমুদ্রের জলস্রোতের মতো বাংলাদেশের মানুষ সীমান্ত পার হইয়া ভারতে আশ্রয় নিতে শুরু করে। গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী শ্রীমতি গান্ধী মানবতার খাতিরে সীমান্ত পথ বন্ধ করিয়া দিয়া ছিন্নমূল ভীত সন্ত্রস্ত বাঙ্গালী শরণার্থীদের নরখাদক ইয়াহিয়ার জল্লাদ সৈন্যদের কামানের মুখে ঠেলিয়া দিতে পারেন নাই। বরং পাক বাহিনীর গণহত্যা, গণতন্ত্র হত্যা ও নারী নির্যাতনের মত পৈশাচিক বর্বরতার বিরুদ্ধে মানবতাকে বাঁচাইবার প্রয়োজনে তিনি বিশ্বব্যাপী কূটনৈতিক তৎপরতা চালাইয়া গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও মানবিক আদর্শের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। বর্বর ইয়াহিয়া পাকিস্তানের 'সংহতি ও অখণ্ডতা'র নামে 'ইসলাম' রক্ষার ছদ্মাবরণে বাংলাদেশকে পশ্চিমা কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্থায়ী উপনিবেশে পরিণতি করিবার জন্য বাংলাদেশে ১০ লক্ষ বাঙ্গালীকে হত্যা করিয়া, তিন কোটি বাঙ্গালীকে গৃহহারা করিয়াছে; এক কোটি বাঙ্গালীকে ভাবত ভূখণ্ডে বিতাড়িত করিয়া ভারতীয় অর্থনীতিকে পঙ্গু করিবার অশুভ তৎপরতায় লিপ্ত হইয়াছে। অর্থনৈতিক দিক দিয়া অনগ্রসর একটি দেশের পক্ষে এই বিপুল বোঝা বহন করা এককভাবে অসম্ভব ব্যাপার। স্বভাবতঃই আশা করা গিয়াছিল বিশ্বগোষ্ঠী এই ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ও তজ্জনিত ব্যাপক সংকট রোধে সক্রিয়ভাবে আগাইয়া আসিবেন। কিন্তু বাংলাদেশে গণহত্যা ও গণতন্ত্র হত্যা থেকে ইয়াহিয়াকে বিরত করার জন্য এবং শরণার্থীদের প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়ার মানবিক কাজে বিশ্বগোষ্ঠীর কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায় নাই। বরং কোন কোন গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র জল্লাদ ইয়াহিয়াকে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়া বাংলাদেশে গণহত্যা ও জনপদ উচ্ছেদে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করিয়াছে। এমনকি কোন কোন রাষ্ট্রের তর্জনী সংকেতে ইয়াহিয়া-ভুট্টো গংরা ভারতের সার্বভৌমত্বের উপর আঘাত হানিবার জন্য সীমান্তে সৈন্য মোতায়েন করিয়া যুদ্ধোন্মাদনায় মাতিয়া উঠিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, ভারত

★ আমার দেশ : সাপ্তাহিক। সম্পাদক : খাজা আহমদ। মুক্ত বাংলার কোন এক অঞ্চলে "আমার দেশ" মুদ্রনালয় হতে মুদ্রিত ও "আমার দেশ" কার্যালয় হতে খাজা আহমদ কর্তৃক প্রকাশিত।

বিরোধী প্রচারণা, উগ্র সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিতে উস্কানি দিয়া ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করিবার চক্রান্ত চালানো হইতেছে। এমনি এক দুর্বিসহ্ সংকট ও চাপের মুখেও ভারত মানবতার খাতিরে প্রশংসনীয়ভাবে এহেন সমস্যার মোকাবিলা করিতেছে। সাথে সাথে ভারত বাংলাদেশে পাক বাহিনীর নৃশংস বর্বরতা বন্ধ করিয়া বাংলাদেশের নির্বাচিত সদস্যদের ইচ্ছানুযায়ী জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার পরিপূরক একটি ন্যায়সঙ্গত রাজনৈতিক সমাধানে ইয়াহিয়ার উপর চাপ সৃষ্টির জন্য বিশ্বগোষ্ঠীর প্রতি আবেদন জানান। কোন কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের কণ্ঠস্বর বঙ্গবন্ধুকে বিনাশর্তে মুক্তি দিয়া তাঁহার সাথে সংলাপ শুরু করার আহ্বান জানান। কিন্তু দুর্বৃত্ত ও কপট ইয়াহিয়া বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামকে পাক-ভারত বিরোধরূপে চিত্রিত করিবার দূরভিসন্ধি নিয়া দখলীকৃত বাংলাদেশে ও পাকিস্তানের বিভিন্ন সীমান্তে সৈন্য মোতায়েন করিয়া কোন কোন উপনিবেশবাদী প্রভুর উৎসাহে ও প্রেরণায় ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাঁধাইবার সর্বনাশা খেলায় মাতিয়া উঠিয়াছে।

এমনি অবস্থায় একদিকে এক কোটি শরণার্থীর চাপে সৃষ্ট ভারতের অর্থনৈতিক ও সমাজিক সমস্যা, অন্যদিকে মুরুব্বীদের আশীর্বাদপুষ্ট ফ্যাসিস্ট ইয়াহিয়ার রণহুঙ্কার জনিত উপমহাদেশে শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা শ্রীমতি ইন্ধিরা গান্ধীকে বিচলিত করিয়া তোলে। তদুপরি কোন কোন বৃহৎ শক্তির বাংলাদেশে ফ্যাসিস্ট বর্বরতাকে দীর্ঘায়িত করিয়া এবং শরণার্থী সমস্যাকে জিয়াইয়া রাখিয়া উপমহাদেশে 'বরের পিসি ও কনের মাসী' সাজিবার নিষ্ঠুর চক্রান্তে শ্রীমতী গান্ধী উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, বেলজিয়াম ও অস্ট্রিয়া সফরে গিয়া এই সব দেশের সরকার ও জনগণকে বাংলাদেশ সংকটের মূল কারণ এবং শরণার্থী সমস্যা সমাধানের গুরুত্ব বুঝাইয়া বলিয়াছেন। তিনি এই কথাও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান করিতে হইলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে বুঝাপড়া করিতে হইবে— ভারতের সঙ্গে নহে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে। বাংলার বিস্তীর্ণ এলাকা এখন মুক্তিবাহিনীর দখলে। তদুপরি রাজনৈতিক সমাধানের প্রশ্নে বাংলাদেশ সরকার চারিটি পূর্বশর্ত ঘোষণা করিয়াছেন। উপরোক্ত শর্তের আলোকে শ্রীমতী গান্ধী বৃহৎশক্তিগুলোকে বাংলাদেশ সংকটের রাজনৈতিক সমাধানের মূল সূত্র কোথায় তা বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। পাকিস্তানের যুদ্ধোন্মাদনা ও অব্যাহতভাবে ভারত ভূখণ্ডে গোলাগুলি বর্ষণের মুখে শ্রীমতি ইন্দিরার পাশ্চাত্য দেশ সফরের গুরুত্ব বিশ্ববাসী উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন বলিয়াও আমাদের ধারণা। স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সংকট সমাধানে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবর্গের মনোভাব সম্পর্কে অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে পর্যালোচনা করিয়া বাংলাদেশ প্রশ্নে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিবেন বলিয়া ওয়াকেবহাল মহলের ধারণা। বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর চূড়ান্ত অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে এবং বাংলাদেশ ও ভারতের ৭০ কোটি মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার পরিপূরক হিসাবে শ্রীমতী গান্ধী কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তাহাই দেখিবার জন্য আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছি।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
আমার দেশ	১১ নভেম্বর, ১৯৭১	মুক্তাঞ্চলে প্রশাসন
বাংলাদেশ : ১১শ সংখ্যা		ব্যবস্থা চালু

মুক্তাঞ্চলে প্রশাসন ব্যবস্থা চালু

পরশুরাম থানার বিস্তীর্ণ মুক্তাঞ্চলে বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। মুক্তাঞ্চলে জনসাধাণের সুবিধার প্রতি নজর রেখে বাংলাদেশ সরকার এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। মুক্তাঞ্চলের জনসাধারণের অভাব অভিযোগ স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার আহবান জানিয়েছেন। আইন শৃংখলা পুনঃ স্থাপন ও জীবনযাত্রা পুনর্গঠনের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
আমার দেশ	২৫ নভেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
বাংলাদেশ : ১৩শ সংখ্যা		আঘাতের পর আঘাত হানুন

সম্পাদকীয়

আঘাতের পর আঘাত হানুন

ক্ষুধিত বাংলার রক্তের আবিরে রাঙ্গানো স্বাধীনতা সূর্য উদিত প্রায়। পাক জঙ্গী চক্রের পাশবিক তাণ্ডবের প্রতিশোধ নেয়ার দুর্বার স্পৃহার আঘাত-জর্জর বীর মুক্তিবাহিনী রক্তাক্ত বাংলার সর্বত্র শত্রু হননের মহোৎসব শুরু করিয়া দিয়াছেন। শত্রুদের হাত হইতে কাড়িয়া নেওয়া অস্ত্র দিয়া পাক জানোয়ারদের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়া বাংলার পবিত্র মাটিকে শত্রুমুক্ত করিতেছেন। পবিত্র ঈদুল ফিতরে বিক্ষুব্ধ বাঙ্গালীরা শোকার্ত জীবনের জমাট বাধা পাষাণকে ইস্পাতে রূপান্তরিত করিয়া পাষণ্ড ইয়াহিয়ার বর্বর বাহিনীর উপর সর্বাত্মক আক্রমণ চালাইয়া তাহাদের যুদ্ধোন্মাদনার খায়েশ চিরতরে মিটাইয়া দিতেছে। ক্ষিপ্রগতিতে সুসংগঠিত হইয়া মুক্তিবাহিনী দুর্বার গতিতে শত্রুদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া শত্রুদের শক্ত ঘাঁটিগুলি নাস্তানাবুদ করিয়া দিতেছে। ফাঁদে পড়া জন্তুর মতো স্থূলবুদ্ধি ইয়াহিয়া ও তাহার জঙ্গী জেনারেলরা বাংলাদেশে সম্মুখে ও গেরিলা যুদ্ধে আটকা পড়িয়া নতুন নতুন চালবাজী করিয়া পরাজয়ের গ্লানিকে চাপা দিবার অপপ্রয়াসে লিপ্ত হইয়াছে। তাই বাংলাদেশের কেঁদো মাটিতে আটকা পড়া পাক জঙ্গীশাহীকে টানিয়া তলিবার জন্য ইয়াঙ্কি নিক্সন ও তাহার সাঙ্গাৎরা তলে তলে দিশেহারা ইয়াহিয়া ও তাহার সাগরেদদের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত ও পশ্চিম পাকিস্তান-ভারত সীমান্তে সৈন্য মোতায়েন করিয়া ভারতের বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধ চালাইয়া যাইবার পরামর্শ দিয়াছে। তাহাদেরই পরামর্শ অনুযায়ী ইয়াহিয়া সীমান্তে বিপুল সৈন্য সমাবেশ করিয়া ভারত ভূখণ্ডে অনবরত গোলাগুলি নিক্ষেপ করিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে কপট ইয়াহিয়া জঘন্য মিথ্যার বেসাতি করিয়া 'ভারতীয় হামলার' জিগির তুলিয়া বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা ও পাক বাহিনীর মধ্যকার যুদ্ধকে পাক-ভারত অঘোষিত যুদ্ধ বলিয়া খেঁকি কুকুরের মতো তারস্বরে চীৎকার করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে গণহত্যা ও গণতন্ত্র হত্যার আন্তর্জাতিক নায়ক নিক্সন ও তাহার গেঁটুরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে পাক-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ বলিয়া উত্তেজনা প্রশনের জন্য উভয় পক্ষকে সংযম প্রদর্শনের অযাচিত উপদেশ বর্ষণ করিতে শুরু করিয়াছে।

ইহাদের এইরূপ অযাচিত উপদেশের মধ্যে যে হীনচক্রান্ত জড়াইয়া রহিয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়। বাংলাদেশে দীর্ঘ আট মাস ধরিয়া ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনীর নারকীয় হত্যাকাণ্ড যখন বিনা বাধায় সংঘটিত হইয়াছে তখন এই সব উপদেশ বর্ষণ করা হয় নাই। বরং অর্থ অস্ত্র ও পরামর্শ দিয়া ইয়াঙ্কি নিক্সন বাংলাদেশকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ধ্বংস করার প্রত্যক্ষ মদত দিয়েছে। মাও-নিক্সন এশিয়ায় ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার যুপকাষ্ঠে বাংলাদেশকে বলি দিয়া উপমহাদেশে পানি ঘোলা করিয়া তাহাদের হীন জাতীয় স্বার্থ

লুটিবার তালে মত্ত হইয়াছে। ইহাদের কাছে মানবতা ও বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।

এদিকে মুক্তিবাহিনীর মৃত্যু ভাবনাহীন যোদ্ধাদের অব্যর্থ ও শাণিত অস্ত্রের আঘাতে বাংলাদেশে পাষণ্ড ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনী যখন কদলী বৃক্ষের মতা ঢলিয়া পড়িতেছে তাহাদের সমর ব্যূহগুলো যখন ফুৎকারে উড়িয়া যাইতেছে তখন ইয়াহিয়ার প্রভুদের মধ্যে কেউ-কেউ আন্তর্জাতিক আমলাদের বৈঠকখানা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের জরুরী অধিবেশন ডাকার তোড়জোড় করিতেছে। যদি নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে ভারতকে জড়িত করিয়া মুক্তিযুদ্ধকে পাক-ভারত সংঘর্ষ হিসাবে রূপ দিয়া বিরোধ মীমাংসার নামে কাল হরণ করিয়া দিশাহারা ও পতনোন্মুখ পাক বাহিনীকে দম ফেলিবার সুযোগ দেওয়া যায় তাহা হইলে বাংলার স্বাধীনতাকে ঠেকানো সম্ভব হইবে।

আন্তর্জাতিক চক্রান্তের এই সন্ধিক্ষণে সারা বাংলাদেশের মুক্তিকামী সাড়ে সাত কোটি জনতা ও মুক্তিযোদ্ধারা আজ এক বিরাট অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন। অতীতে আমরা বহু আন্তর্জাতিক চাল ও চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া দিয়াছি। এইবারকার সর্বশেষ আন্তর্জাতিক চক্রান্তকেও আমাদের যে কোন মূল্যে ব্যর্থ করিয়া দিতে হইবে। তাই বাংলার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভিতরে ও বাহিরে সম্মুখ সমরে ও গেরিলা পদ্ধতিতে এবং প্রতিরোধে ও অসহযোগিতায় ক্লান্ত ও হীনবল শত্রুবাহিনীকে আঘাতে আঘাতে লণ্ডভণ্ড করিয়া লাখ লাখ বাঙালী হত্যার প্রতিশোধ নিতে হইবে এবং সমগ্র দেশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে যাতে করিয়া আন্তর্জাতিক কুচক্রীরা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে কোন রকমেই ঠেকানোর সুযোগ না পায়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের চরম পর্যায়ে এখনও যাহারা বাধ্য হইয়া শত্রুদের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া চলিয়াছেন তাহাদের এখন মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইবার সময় আসিয়াছে। শত্রুরা আজ চারিদিক দিয়া কোণঠাসা ও অবরুদ্ধ। এই মাহেন্দ্রক্ষণে শত্রুদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়া শত্রুদের নড়বড়ে ও ভঙ্গুর প্রশাসন ব্যবস্থাকে বানচাল করিয়া দিন। অনুতাপহীন রাজাকার ও দালালদের প্রতি আমাদের কোন বক্তব্য নাই। তাহাদের বিদেশী প্রভুদের মতো তাহাদিগকেও একই পরিণতি বরণ করিতে হইবে এবং তাহাদের সেই পরিণতি হইল গ্লানীকর মৃত্যু— এ কথা আমাদের প্রধানমন্ত্রী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং আমাদের আবেদন— শত্রুদের উপর আঘাতের পর আঘাত হানুন, ওদের নিশ্চিহ্ন করিয়া দিন।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
আমার দেশ বাংলাদেশ : ১৩শ সংখ্যা	২৫ নভেম্বর, ১৯৭১	পাক তাসের ঘর ভেঙ্গে যাচ্ছে

পাক তাসের ঘর ভেঙ্গে যাচ্ছে

যশোর-খুলনা-কুষ্টিয়া ও ফরিদপুরের শতকরা ৮০ ভাগ মুক্ত ঃ সকল জেলা থেকে ঢাকা বিচ্ছিন্ন ঃ কিশোরগঞ্জ শহর অবরুদ্ধ ঃ ফেনীর কাছে বহু শত্রুসেনা হতাহত ও ধৃত ঃ প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার ঃ

ছাগলনাইয়া মুক্ত

ফেনীর দিকে মুক্তি বাহিনীর অগ্রাভিযান

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

লাখো মানুষের রক্তস্রোত পেরিয়ে আজ আমরা মুক্তির নবদিগন্তে উপনীত হতে চলেছি। হানাদার পাক 'নাজি'রা পৃথিবীর জাগ্রত বিবেকের ঘৃণা ও আক্রোশ এবং বাংলার মরণজয়ী বীর মুক্তি বাহিনী ও মুক্তিপাগল জনতার দুর্বার আঘাতে তৃণখণ্ডের মতো ইতিহাসের অন্ধকার আবর্তে তলিয়ে যাচ্ছে। নদী মেখলা বাংলার নরোম মাটিতে জল্লাদ ইয়াহিয়ার কসাই বাহিনী লাখ লাখ বাঙ্গালীর তাজা রক্ত দিয়ে রঞ্জিত করে যে শোষণ-সৌধ নির্মাণ করেছিল মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড আঘাতে তা আজ তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। রক্তাক্ত বাংলার চারদিক থেকে মুক্তিবাহিনী পাক নরপশুদের অবরুদ্ধ করে ঘায়েল করে দুর্বার গতিতে ছুটে চলেছেন রাজধানী ঢাকার দিকে। তাদের পেছনে হানাদারমুক্ত এলাকাগুলোতে রক্তখচিত বাংলার পতাকা পত্ পত্ করে উড়ছে। মুক্ত স্বদেশের মানুষের মনে বয়ে চলেছে বিজয়ানন্দের হিল্লোল।

ফেনীর তিন দিকে মুক্তিবাহিনী

গত তিন দিনে মুক্তিবাহিনী প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে ছাগলনাইয়া থানা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে দুর্বার গতিতে ফেনী শহরের দিকে এগিয়ে গেছেন। ছাগলনাইয়া থানার দক্ষিণাংশে চাঁদগাজী ও মুন্সিরহাটে দু'টি প্রচণ্ড সংঘর্ষে মুক্তিবাহিনী বহু খানসেনা ও রাজাকারকে হতাহত করেছেন। মুক্তিবাহিনীর অব্যর্থ আক্রমণের প্রচণ্ডতায় ভীত সন্ত্রস্ত পাক পশুরা অনবরত পিছু হটতে হটতে এখন ফেনীতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। প্রাণ ভয়ে পালিয়ে যাবার সময় তারা বহু অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ ফেলে যায়। এখন ফেনী শহর ছাড়া সমগ্র ফেনী মহকুমা কার্যত মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্বাংশ মুক্ত ঃ পাক হেলিকপ্টার ভূপাতিত

গত কয়েকদিন মুক্তিবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের রামগড়ের উত্তর পূর্বাংশ ও তবলছরি এলাকায় আক্রমণ চালিয়ে বহু খানসেনাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে উক্ত এলাকা মুক্ত করেছেন। মীরেরশরাইতে অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে ১০ জন খানসেনাকে হত্যা ও বেশ কয়েকজন খান সেনাকে আহত করেছেন। চট্টগ্রাম শহরে গেরিলা তৎপরতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেছে। রামগড় এলাকায় একটি পাক হেলিকপ্টারকে মুক্তিবাহিনী গুলি করে ভূপাতিত করেন।

দিনাজপুরের হিলি এলাকা মুক্ত

এ সপ্তাহে দিনাজপুরের অমরখানা, জগদ্দল হাট ও হিলি এলাকা মুক্ত করে মুক্তিবাহিনী অভ্যন্তরভাগে এগিয়ে চলেছেন। এখানে বহু পাক সেনা ও রাজাকার নিহত হয়েছে। রংপুর জেলার আলোক দীঘি ও আগ্রা পুকুরে ১২ জন খান সেনাকে মুক্তিবাহিনী হত্যা করেছেন।

সাতক্ষীরা মহকুমা মুক্ত

মুক্তিবাহিনী গত ২২শে নভেম্বর খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমা মুক্ত করেছেন। এখানকার আক্রমণে বহু খানসেনা নিহত ও আহত হয়। শত্রুদের বহু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়। সাতক্ষীরা মুক্ত করার পর মুক্তিবাহিনী বীর বিক্রমে খুলনা শহরের দিকে চলেছেন। বিলম্বে পাওয়া এক খবরে বলা হয়েছে যে, গত ১৪ তারিখ থেকে ১৭ তারিখ পর্যন্ত মুক্তিবাহিনী বাগেরহাটে ১০ জন ও বাখেরগঞ্জে ৫ জন খান সেনাকে হত্যা করেন। মুক্তিবাহিনী গত ২৩শে নভেম্বর সিলেটের কানাইঘাট এলাকায় আক্রমণ চালিয়ে পাক পশুদের অনেককে হত্যা করেন। বাকীরা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেলে কানাইঘাট মুক্ত হয়।

ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার শহর ছাড়া চারিদিক মুক্ত করা হয়। মুক্তিবাহিনী কিশোরগঞ্জ শহরে খাঁন সেনাদের অবরুদ্ধ করে রেখেছেন।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
আমার দেশ	২৫ নভেম্বর, ১৯৭১	পূর্বাঞ্চলীয় প্রশাসন
বাংলাদেশ : ১৩শ সংখ্যা		বিভাগের কর্মকর্তাদের সফর

পরশুরাম-ছাগলনাইয়া-পার্বত্য চট্টগ্রামের মুক্তাঞ্চলে

পূর্বাঞ্চলীয় প্রশাসন বিভাগের কর্মকর্তাদের সফর

(বার্তা পরিবেশক)

ছাগলনাইয়া থানার দেড় শতাধিক বর্গমাইল, পরশুরাম থানার শতাধিক বর্গমাইল এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জিলার ছয় শতাধিক বর্গমাইল এলাকা সফর করে আসছেন— বাংলাদেশ সরকারের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় প্রশাসন বিভাগের প্রতিনিধিবৃন্দ। মুক্তাঞ্চলের জনগণ "জয় বাংলা" ধ্বনি সহকারে প্রতিনিধিগণকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। প্রতিনিধিগণ জনসাধারণের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, সেদিন আর বেশী দূরে নয়— যেদিন বাংলাদেশ সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত হবে। বাংলার নয়নমনি শেখ মুজিবের বাংলাদেশ গঠন করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করুন। সরকার আপনাদের সকল অভাব অভিযোগ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন।

প্রতিনিধিগণ দেশের চাষী শ্রেণী, কামার-কুমার প্রত্যেককে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগের আহ্বান জানান এবং কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশকে সমৃদ্ধিশালী করে গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

উক্ত প্রতিনিধিদলে ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় প্রশাসন পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নূরুল ইসলাম চৌধুরী এম, এন, এ; অর্থ দফতরের চেয়ারম্যান জনাব ফজলুল হক বি,এস,সি,এম, এন, এ; প্রচার দফতরের চেয়াম্যান জনাব এ,বি,এম তালেব আলী এম,পি,এ এবং এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার জনাব এম,এ, সামাদ সি, এস,পি প্রমুখ।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
আমার দেশ বাংলাদেশ : ১৩শ সংখ্যা	২৫ নভেম্বর, ১৯৭১	মুক্তাঞ্চলের জনগণের প্রতি পূর্বাঞ্চলীয় প্রশাসনের বক্তব্য

মুক্তাঞ্চলের জনগণের প্রতি পূর্বাঞ্চলীয় প্রশাসনের বক্তব্য

বাংলাদেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ এলাকা বর্তমানে বীর বাংলার মুক্তিপাগল সেনারা দখল করে নিয়েছে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন ব্যবস্থাও চালু হয়েছে। বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী ও গেরিলাদের হাতে মার খেতে খেতে পাক বর্বর সেনারা দিন দিন মনোবল হারিয়ে পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছে। সেদিনও হয়তো বেশী দূরে নয় যেদিন সমস্ত বাংলাদেশ শক্রমুক্ত হবে এবং স্বাধীন সার্বভৌম ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশরূপে বিশ্বের মানচিত্রে সোনালী অক্ষরে "সোনার বাংলা" স্থান পাবে।

বাংলাদেশের যে সকল এলাকা পূর্বে মুক্ত হয়েছে, সদ্যমুক্ত এলাকার সম্মুখে শক্র সেনাদের বিবর ঘাঁটি অবস্থিত, সে সকল এলাকার জনসাধারণ নানা অসুবিধার মধ্যে দিনযাপন করছেন। তাদের সুষ্ঠু জীবনধারণ, স্বাধীনতা যুদ্ধে লিপ্ত বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী ও গেরিলা বাহিনীর যুদ্ধ কার্যে অগ্রগতির জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মুক্ত এলাকায় অসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রশাসন ব্যবস্থার সহিত মুক্তাঞ্চলের জনগণের সহযোগিতা একান্তভাবে কামনীয়। প্রশাসন ব্যবস্থার যে অস্থায়ী কাঠামো এবং কার্য বিবরণ কার্যকরী হতে যাচ্ছে তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ।

বিচার বিভাগ ঃ— জনগণ নানাবিধ সমস্যার মধ্যে জীবন যাপন করছেন। নিজেদের মধ্যে কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে চেষ্টা করবেন না। আপনাদের নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে সরকার সম্পূর্ণরূপে সচেতন, আপনার নিকটস্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধির নিকট আপনার সমস্যাবলী পেশ করুন। মনে রাখবেন, এ সরকার আপনার দ্বারা গঠিত, আপনার জন্য।

পুলিশ বাহিনী ঃ— যুদ্ধকালীন অবস্থায় নিরীহ গ্রামবাসীদের দুষ্কৃতকারী ও অশান্তি সৃষ্টিকারীদের সম্মুখীন হতে হয়। মুক্তিবাহিনী নামধারী কতিপয় দুষ্কৃতকারী জনগণের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে পারে। আপনার নিকটেই পুলিশবাহিনী রয়েছে— আপনারই শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য। সুতরাং যখনই কোন দুষ্কৃতিকারী ও অশান্তি সৃষ্টিকারী টাউটের সম্মুখীন হবেন তখনই পুলিশ বাহিনীর হাতে তাদেরকে সমর্পণ করুন।

স্বাস্থ্য বিভাগ ঃ— যুদ্ধকালীন অবস্থায় বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর নিয়মিত সেনা ও গেরিলা বাহিনী ছাড়াও মুক্তাঞ্চলের জনগণ অসাবধানতা বশতঃ যে কোন মুহূর্তে শক্র দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আহত হতে পারে। যে যেখানেই যখনই কোনরূপ গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয় তখনই তাকে নিকটস্থ বাংলাদেশ সরকারের হাসপাতালে প্রেরণ অথবা

নিকটবর্ত্তী ডাক্তারকে সংবাদ দিতে সচেষ্টা থাকবেন। বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর নিয়মিত সেনা যেমনি একজন মুক্তিযোদ্ধা তেমনি আপনিও একজন মুক্তিসংগ্রামী। সুতরাং আপনার ক্ষতি দেশের ক্ষতি।

উন্নয়ন, পুনর্গঠন, পুনর্বাসন ও সাহায্য ঃ— দীর্ঘ আট মাস যাবত শত্রু সেনারা সোনার বাংলাকে মরণ কামড় দিয়ে শ্মশানে পরিণত করে চলেছে। তদুপরি বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর যানবাহন চলাচল এবং জনসাধারণের স্বল্প সময়ে সহজতর উপায়ে সরকার ও মুক্তিবাহিনীর সহিত যোগাযোগ এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের পুনর্বাসন ও সাহায্য করার জন্য উক্ত উন্নয়ন বিভাগের সহিত সহযোগিতা রক্ষা করে চলুন।

ক্ষতি নিরূপণ ঃ— পাক সামরিক বাহিনীর বর্বর সেনা, বাংলাদেশের মীরজাফর গোষ্ঠীর দালাল, শান্তি কমিটি ও শেষ পর্যায়ের বিশ্বাসঘাতক বাঙ্গালী রাজাকারেরা মার্চ মাসের ২৫ তারিখ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশে যে অকথ্য অত্যাচার, নির্যাতন ও সর্বশেষে ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্ত তা আজ সর্বজন বিদিত। বাড়ীঘর লুট-পাট থেকে শুরু করে অগ্নিসংযোগ করতে তারা দ্বিধা করেনি। তদুপরি বর্বর বাহিনীর অসংখ্য গোলাগুলির আঘাতে আজ বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চল কেন, অধিকৃত অঞ্চলের দিকে তাকালেও, তার পূর্বের স্বরূপ এর অংশও পাওয়া যায় না। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আপনার ক্ষতি নিরূপণের দায়িত্ব উক্ত বিভাগের উপর ন্যাস্ত করেছেন। তাই অবিলম্বে আপনার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে উক্ত বিভাগের গোচরীভূত করুন।

ব্যবসা ও বাণিজ্য ঃ— যুদ্ধকালীন অবস্থায় সাধারণতঃ উৎপাদন, আমদানী, রপ্তানী ইত্যাদি কাজ প্রায়ই বন্ধ। জনসাধারণ অন্যান্য জিনিস পত্র পাওয়া দূরে থাকুক দৈনন্দিন জীবন ধারণের জন্য নিত্য প্রয়োজনী জিনিসপত্র উচ্চ মূল্য দিয়েও পাচ্ছে না। তাই সরকার জনসাধারণ যাতে ন্যায্যমূল্যের চেয়ে অধিক দাম দিয়ে জিনিসপত্র কিনবেন না— কালোবাজারী বন্ধ করুন। কালোবাজারীকে ধরিয়ে দিন। মনে রাখবেন কালোবাজারী সামাজিক অপরাধী। শত্রুদের কোন পণ্য ব্যবহার করবেন না।

সংযোগ রক্ষাকারী (বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর সহিত) ঃ— বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর নিয়মিত সেনা ও গেরিলা বাহিনীর সদস্যরা রাত দিন ব্যাঙ্কারে, বনে জঙ্গলে দিন কাটাচ্ছে। তাদের একমাত্র লক্ষ্য শত্রু সেনাকে খতম করে সামনে এগিয়ে যাওয়া। তাদের এই অগ্রগতির পিছনে আপনাদেরও সাহায্য প্রয়োজন আছে। শত্রু সেনাদের গোপন খবর আপনার নিকটবর্তী মুক্তিবাহিনীর সদর দফতরে অবিলম্বে পাঠিয়ে দিন। ভ্রান্তিমূলক খবর দিয়ে শত্রু সেনাদের বিপর্যস্ত করুন। গোলাবারুদ, খাদ্যসামগ্রী ইত্যাদি তাড়াতাড়ি সরবরাহ করে মুক্তি বাহিনীকে যুদ্ধ জয়ে এগিয়ে দিন। তারা আপনাদেরই ভাই— এ দেশ আপনাদেরই— শত্রুকে তাড়াতেই হবে, এই পণ নিয়ে যে যেভাবেই পারেন সাহায্য করুন, এর জন্য রয়েছে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর সহিত বেসামরিক সংযোগ রক্ষাকারী— অবিলম্বে তাদের সাথে যোগাযোগ করুন, এক মুহূর্ত নষ্ট করিবেন না। স্বাধীনতা সংগ্রামের আপনিও একজন সৈনিক।

তথ্য ও প্রচার ঃ— যুদ্ধকালীন অবস্থায় শত্রু সেনাদের গোপন খবর সবচেয়ে বেশী

গুরুত্বপূর্ণ। আপনার নিকটে যদি কোন মুক্তি বাহিনীর সদর দফতর না থাকে তাহলে তথ্য ও প্রচার দফতরে সামরিক বিষয়ের গোপন খবরাদি সরবরাহ করুন। গুজব ছড়াবেন না, গুজবে কান দেবেন না। মনে রাখবেন দেওয়ালেরও কান আছে। জনগণের মনোবল বাড়িয়ে তুলুন। স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষা করুন।

কৃষি ও সেচ ঃ— দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে শক্ত করতে হলে প্রথমে প্রয়োজন কৃষিজাত দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা। বাংলাদেশের কিছু অংশ এখনও শত্রু কবলিত। অধিক পরিমাণে ধান, পাট ইত্যাদি উৎপাদনে এগিয়ে আসুন।

বেসামরিক প্রতিরক্ষা ঃ— অসাবধানতাবশতঃ নিরীহ জনসাধারণ যে কোন সময়ে শত্রুর শিকার হতে পারেন। অবিলম্বে বেসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের শরণাপন্ন হউন— সাবধানের মার নেই।

শিক্ষা ঃ— অনভ্যাসে বিদ্যা হ্রাস। অবিলম্বে প্রাথমিক, মাধ্যমিক পর্যায় চালু করা হবে। মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এখনও বিবেচনাধীন। ছোট ছোট শিশুরা যাতে বই পুস্তক নাড়াচাড়া করতে পারে তাতে এগিয়ে আসুন। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড।

ডাক বিভাগ ঃ— মুক্তাঞ্চলে দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য সরকার অনতিবিলম্বে ডাক বিভাগ চালু করছেন। বাংলাদেশের নতুন আঙ্গিকের ডাক টিকিট, খাম, পোষ্ট কার্ড জনগণের ব্যবহারের জন্য প্রচার করা হবে।

শুল্ক ঃ— অতিরিক্ত উৎপাদন বিদেশে রপ্তানী করে সরকারকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সাহায্য করুন এবং সীমান্ত চৌকিতে শুল্ক দিয়ে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এগিয়ে নিন।

উপরোক্ত বিভাগগুলি ছাড়াও কোষাগার ও রাজস্ব বিভাগও কাজ করতে থাকবে। সময়মত জনগণের নিকট ইহাদের বিস্তারিত কার্য বিবরণ প্রচার করা হবে।

মুক্তাঞ্চলের জনগণের দায়িত্ব স্বাধীনতার জন্য অনেক। তাই— যে যে ভাবেই পারেন স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিন। দুর্নীতিমূলক কাজে লিপ্ত হবেন না— কাউকে করতেও দেবেন না। স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীন বাঙালী জাতি হিসেবে নিজেকে বিশ্বের বুকে তুলে ধরবার জন্য তৈরী হউন।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
সংগ্রামী বাংলা★	নভেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
ঈদ বিশেষ সংখ্যা		এবারের ঈদ
		সংগ্রামের নব চেতনা

সম্পাদকীয়

এবারের ঈদ
সংগ্রামের নব চেতনা

প্রতি বছরের মত এবারেও বাংলার বুকে ঈদোৎসব নেমে এসেছে কিন্তু অন্য বছরের চেয়ে এবারের উৎসব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এবারের ঈদের চাঁদ বাঙালীর রক্তে রঞ্জিত। এবারের চাঁদ সন্তানহারা মায়ের, ভাই হারা বোনের, স্বামীহারা বিধবা নারীর আর পৈশাচিক বর্বর হামলার সাক্ষ্য বহন করে উদয় হয়েছে। এই চাঁদ প্রতিজ্ঞা করার আর একতাবদ্ধ হয়ে হানাদার শত্রু নিধনের মন্ত্র বয়ে এনেছে।

এবারের ঈদকে আমরা বরণ করেছি 'ঈদ মোবারক' হিসেবে নয় বরং 'সংগ্রামী ঈদ' হিসেবে। কারণ দেশের ভেতর আজ মা বোনদের ইজ্জত নিয়ে চলছে ছিনিমিনি খেলা, জীবনে নাই নিরাপত্তা। এক কোটির মত বাঙালী জনতা দেশ ছাড়া।

বাংলার বুকে ঈদগাহে আজ মানুষ নাই কারণ পশুর সাথে মানুষের একত্রে নামাজ হতে পারে না। গত বছর এই ঈদ উৎসবে জনগণ তাদের নেতা শেখ মুজিবকে পেয়েছিল। কিন্তু এবার তিনি পশুদের কারাগারে। তাঁর আশু মুক্তির জন্য আর তাঁর দে'য়া স্বাধীনতার মন্ত্রকে বাস্তবে রূপদানের জন্য দৃঢ় সংকল্প নিয়েছে। সাত কোটি বাঙালী তাদের নেতার মুক্তি আর বাংলার স্বাধীনতার জন্য বিশেষ মোনাজাত করেছে।

দেশ মাতার বুক হতে জল্লাদ খান সেনাদের তাড়ানোর জন্য প্রতিটি মুক্তিবাহিনী এবারের ঈদোৎসবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন। বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং ৪ জন ছাত্রনেতা এজন্য পৃথক পৃথক বাণীতে বলেছেন যে, যেদিন বর্বর খান সেনাদের এদেশ হতে তাড়াতে পারব আর সমস্ত দেশকে মুক্ত করতে পারব সেই দিনই আমাদের জীবনে নতুন ঈদ নেমে আসবে। আজ এদিন সবার কাছে সংগ্রামের বীজ বপনের দিন হিসেবে দেখা দিয়েছে অন্য কোন আনন্দ উৎসব হিসেবে নয়।

★ সংগ্রামী বাংলা : সাপ্তাহিক। সম্পাদক : মোঃ এমদাদুল হক। সংগ্রামী বাংলা প্রেস, তেঁতুলিয়া হতে এমদাদুল হক কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। প্রধান উপদেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষক সিরাজুল ইসলাম এম,পি,এ।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
সংগ্রামী বাংলা ১ম বর্ষ : ৮ম সংখ্যা	৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১	ঐ নতুনের কেতন ওড়ে

ঐ নতুনের কেতন ওড়ে

(সংগ্রামী বাংলা রিপোর্ট)

চট্টলা তথা টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত এক ডাকে সমস্ত মুক্তিবাহিনী জেগে উঠেছে। উত্তরের দিকে ঠাকুরগাঁ মহকুমা সম্পূর্ণ মুক্ত। আগামী ২/১ দিনের মধ্যে দিনাজপুর জেলা আমদের দখলে আসবে তাতে কোন ভুল নাই। খান সেনারা এখানে দারুণভাবে মার খেয়ে সৈয়দপুর ঘাঁটি কাঁহা হ্যায় বলতে বলতে দৌড়িয়েছে। ফরিদপুর জেলা সম্পূর্ণ মুক্তি বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীনে। সেখানকার নদীগুলোর প্রতিটি নৌকার মাঝিই মুক্তি বাহিনীর একজন বীর সেনা। টাঙ্গাইল জেলার সম্পূর্ণ, কুমিল্লা, ফেনী, মাগুরা প্রভৃতি এলাকায় বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উড়ছে পত পত করে। খানদস্যুসেনাদের তাড়িয়ে দিয়ে আজ বাংলা ধন্য। প্রতিটি মুক্ত এলাকায় বাংলাদেশ সরকারের বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে। দেশকে আবার নতুন করে গড়ার কাজে দেশের ছাত্র জনতা ও নেতৃবৃন্দ দিবা রাত্র পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। 'আমরা বাঙালী' এই মন্ত্রে একতাবদ্ধ হয়ে সমস্ত জাতি আজ দেশ গঠনের কাজে ব্যস্ত। বর্বর খান সেনারা পিছু হটার সময় আশেপাশের ঘরবাড়ী দোকানপাট কিছুই ভাল রেখে যায়নি। যেভাবে সমস্ত এলাকাগুলো একের পর এক মুক্ত হয়ে চলেছে তা সত্যিই আশাব্যঞ্জক। আমরা আরো আশা করছি, যে ভাবে মুক্তি বাহিনীর বীর জোয়ানেরা দৃঢ় সংকল্পে ঐক্যবদ্ধ তাতে আর দশ দিনের ভেতর সমস্ত বাংলা ভূমি মুক্তি পাবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে সামরিক বিজয়ের সাথে সাথে বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা জনতার ধন, মাল জানের নিরাপত্তা বিধানের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

দেশকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্য জনতা আজ একতাবদ্ধ। বাংলার মাটিতে সমস্ত হানাদার দস্যুরা একে একে নির্মূল হয়ে পড়ছে। ভাঙা পাকিস্তানের উপর মুক্তিবাহিনী একটি করে নতুন গাছের চারা লাগিয়ে দিচ্ছে। তা হচ্ছে "স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ"। তর তর করে বেড়ে উঠবে এই গাছ। অচিরেই ডালপালা মেলে ফুলে ফলে ভরে উঠবে এই নতুন চারাটি।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
অভিযান★	১৮ নভেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ১ম সংখ্যা		অভিযান

সম্পাদকীয়

অভিযান

ফরাসী বিপ্লবের সময় এক মনীষী মন্তব্য করেছিলেন, বিপ্লবের এই সুবিশাল এবং জটিল কর্মকাণ্ড রচনা করার জন্য ফরাসী দেশের প্রতিটি মানুষকে অসম্ভবকে সম্ভব করতে হয়েছে। প্রতিটি জাতি যখন মোহনিদ্রা থেকে প্রাণশক্তির প্রবল জোয়ারে জেগে ওঠে, নতুন ইতিহাস রচনায় ব্রতী হয় তখন গোটা জাতিকে সহস্র ধারায় আপনাকে বিকাশ করতে হয় এবং প্রতিটি কর্মই তার দুঃসাহসিক অভিযান হয়ে দেখা দেয়। এই অভিযানে দুঃখ আছে, বেদনা আছে— লাঞ্ছনা, বঞ্চনা তাও আছে। কিন্তু আরোও একটি বস্তু নিহিত থাকে মর্মমূলে— সূর্যালোকের মতো উজ্জ্বল— আনন্দ সৃষ্টি করার আনন্দ, মঙ্গলকর কল্যাণকর কর্মে নিজকে ক্ষয় করার আনন্দ। রবীন্দ্রনাথের রক্তকবরীর স্বর্ণ সন্ধানী সে কোদাল পেটানো শ্রমিকরা যেমন বলে, 'কে বলে কোদাল চালাই, আমরা কোদাল নাচ নাচি'। একই কথা একটু ঘুরিয়ে আমাদের বাঙলা দেশের মানুষেরাও বলতে পারে, আমরা সংগ্রাম নাচ নাচছি। আমাদের এই সংগ্রাম আনন্দের সংগ্রাম। কেননা আমদের পিতৃ ভূমিতে আনন্দের বাঁচা বাঁচবার জন্য আমরা লড়াইয়ের ডাক দিয়েছি, আমাদের মুখ বুজে থাকা ইতিহাসের শিরায় শিরায় আনন্দ শোণিত প্রবাহিত করিয়ে জীবন্ত প্রাণবন্ত এবং শৃঙ্খলিত দাসের ইতিহাসকে স্বাধীন মানুষের ইতিহাসে রূপ দেয়ার জন্য আমরা কষ্ট ভোগ করছি, আমরা মরছি।

ভাসাভাসা ভাবে দেখলে আমদের দুঃখ কষ্ট তার সীমা নেই। আমরা অনেক মরেছি অনেক চলে এসেছি, অনেকে ঘাতকের গুলির মুখে দেশের অভ্যন্তরে স্তব্ধ বাক এবং অনেকে লড়ছি। আমাদের ক্ষয়ক্ষতির তুলনা নেই। রণক্ষেত্রে বলুন, শরণার্থী শিবিরে বলুন, অপরিচিত পরিবেশে প্রতিটি দৈনন্দিন কর্মই আমাদের কাছে সত্যি সত্যি অভিযান। আমরা হাসিমুখে এ অভিযান চালিয়ে যাচ্ছি এবং আরো বৃহত্তর অভিযানের মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করছি। প্রাণ ধারণের সংক্রমিত আনন্দ ধারা আমাদের পাথরের বাধা ভাঙতে সামনে আরো সামনে ঠেলে দিচ্ছে। আমাদের ত্যাগ, তিতিক্ষা রক্তদান কোনো দিন বৃথা যাবে না। আমাদের দেশে এক দিন বঙ্গোপসাগরের সুনীল জলরাশির তলা অবধি রাঙিয়ে স্বাধীনতার সূর্য উদিত হবে। সে দিনের আর দেরী নেই। নতুন ইতিহাস সৃজনের প্রখর আনন্দে আমাদের জাতি অসম্ভবকে সম্ভব করার অভিযানে নেমেছে। আমরা

★ অভিযান : বাংলাদেশ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র, ঢাকা। সম্পাদক : সিকান্দার আবু জাফর। ঢাকা নিউজপেপার প্রাইভেট লিমিটেড থেকে মুদ্রিত। কোলকাতায় যোগাযোগের অস্থায়ী ঠিকানা : ৮৪/৯ রিপন স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬।

জাতির অগ্রযাত্রার স্পন্দন ধারণ করতে চাই।, জাতির আনন্দ ধারার বাহন হতে চাই। আমরা নিজেদেরকে জাতির সর্বাঙ্গীন সংগ্রামের সহযাত্রী বলে ঘোষণা করছি। শুধু আজ নয়, শুধু কাল নয়, সুদূর ভবিষ্যতেও আমরা বাঙলাদেশে তথা বিশ্ব মানবের অধিকার আদায়ের অভিযানে শিকারী বাজপাখীর মতো চঞ্চু তীক্ষ্ণ এবং দৃষ্টি সজাগ রাখবো। স্বাধীন মানুষের চিন্তা, কর্ম, জীবিকা এবং কল্পনায় শৃঙ্খল পরাবার বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে চলবে অভিযান— এ আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
অভিযান ১ম বর্ষ : ১ম সংখ্যা	১৮ নভেম্বর, ১৯৭১	শ্রীমতি গান্ধীর পশ্চিম সফরান্তিক সাফল্য

শ্রীমতি গান্ধীর পশ্চিম সফরান্তিক সাফল্য

তিন সপ্তাহকাল পশ্চিমের বিভিন্ন দেশ সফর করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী গত ১৩ই নভেম্বর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন। তাঁর সফরসূচীর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো ছিল বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া, বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানী। বর্তমান সফরে পশ্চিমের দেশের রাষ্ট্রনায়কদের সাথে বাংলাদেশ প্রশ্ন আলোচনায় মোটামুটিভাবে সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে শ্রীমতি গান্ধী পালাম বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের কাছে মন্তব্য করেন।

পর্যবেক্ষকমহল মনে করেন, যে সমস্ত দেশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এতোদিন পাকিস্তান সরকারকে সাহায্য করে আসছিল শ্রীমতি গান্ধীর সফরে সে সমস্ত দেশগুলো এখন অন্ততঃ নিরপেক্ষ থাকবে বলে আশা করা যায়।

শ্রীমতি গান্ধীর পশ্চিম দেশ সফরের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত প্রশ্ন আলোচনার পূর্বে আমাদের জানা দরকার বাংলাদেশ প্রশ্ন প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য কি রকম।

শ্রীমতি গান্ধী প্রথম থেকেই বলে আসছেন যে, বাংলাদেশ সমস্যা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং ভারত তাতে হস্তক্ষেপ করার বিরোধী। কিন্তু বাংলাদেশে গণহত্যা পরিস্থিতির ফলে লক্ষ লক্ষ লোক যে ভারতে শরণার্থী হয়েছেন এটাও একটি বাস্তব সত্য। ভারত মানবতার খাতিরেই তাদের আশ্রয় দিয়েছে এবং তা ভারতের অর্থনীতিতে একটা প্রচণ্ড আঘাত। সুতরাং এই বাংলাদেশ সমস্যা এদিক দিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। বাংলাদেশে এখনও জঙ্গীশাহী গণহত্যা অব্যাহত রেখেছে। এমতাবস্থায় শরণার্থীদের ভারত পুনরায় মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারে না। তাহলে মানবতা কথাটা হয়ে পড়বে অর্থহীন। শরণার্থীরাও এই পরিস্থিতিতে স্বদেশে ফিরে যেতে মোটেই রাজী নন। বাংলাদেশে তাই প্রয়োজন আশু রাজনৈতিক সমাধান।

এই বক্তব্যের আলোকেই এখন বিচার করে দেখতে হবে বর্তমান সফরের উদ্দেশ্য।

এটা বুঝতে কারুরই কষ্ট হওয়া উচিত নয় যে, বাংলাদেশ সমস্যার সঠিক যৌক্তিকতা পশ্চিমী দেশগুলোকে অনুধাবন করাবার প্রচেষ্টাতেই শ্রীমতি গান্ধীর এই সফর।

পাকিস্তান এতোদিন ধরে প্রচার করে বেড়িয়েছে যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সর্বৈব মিথ্যা এবং ভারতের কারসাজিতেই বিচ্ছিন্নতাবাদীরা অনুপ্রবেশকারীদের সাথে পূর্ব বাংলায় নানারকম নাশকতামূলক কাজে অংশ নিয়েছে।

পাকিস্তানী প্রচারের এই ধূম্রজাল সৃষ্টি হয়তো বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলোকে বিভ্রান্ত করেছে। আর তারই ফলশ্রুতিতে পাকিস্তান পেয়েছে বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাছ থেকে সামরিক সাজসরঞ্জাম।

কিন্তু সামরিক সাজসরঞ্জাম পাওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা একের পর এক বিজয় অর্জন করে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। বিপুলসংখ্যক পাকসেনা খতম ও জখম হওয়ার ফলে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী এখন ভাঙনের মুখোমুখি।

এই ভাঙনকে ঠেকাতে বিকল্প কর্মসূচী অবশ্যই ইয়াহিয়া খাঁকে পেশ করতে হবে। ইয়াহিয়া খাঁ ইতিমধ্যেই বিকল্প পন্থা হিসেবে যুদ্ধের দামামা বাজিয়েছেন। রণ হুংকার ছেড়েছেন ভারতের বিরুদ্ধে। ভারতের সাথে যুদ্ধ বাধলে বাংলাদেশ প্রশ্ন চাপা পড়ে পাক-ভারত সমস্যার উদ্ভব হবে। তাহলে সামরিক বাহিনীর ভাঙনও রোধ হবে উপরন্তু বাংলাদেশ সমস্যার হবে অবসান।

কিন্তু আমরা জানি ভারত একটি শান্তিকামী দেশ। যুদ্ধকে এড়িয়ে যেতে ভারত সদা সচেষ্ট। আর এই সম্ভাব্য যুদ্ধকে এড়িয়ে উপমহাদেশে শান্তি অক্ষুণ্ন রাখতেই শ্রীমতি গান্ধী পশ্চিমা দেশগুলো সফরে যান।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলোকে মনে রেখেই এবার বর্তমান সফরের মূল্যায়ন করে দেখা যাক।

অস্ট্রিয়া ও বেলজিয়ামে শ্রীমতি গান্ধীর সফর খুবই সার্থক হয়েছে সন্দেহ নেই।, কিন্তু এটাও সত্য যে পাকিস্তানের উপর দুটো দেশের প্রভাব খুবই কম। তবে কোন দেশ থেকে সাহায্য না পেলেও তাদের কাছে অস্ত্রের জন্য ধর্ণা দেওয়া ইয়াহিয়ার পক্ষে মোটেই বিচিত্র নয়। কাজেই এই পথটিও এবার রুদ্ধ হয়ে গেছে। কারণ দুটো দেশই স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারতীয় নীতিকে পুরোপুরি সমর্থন জানানো হবে এবং পাকিস্তানকে কোনরকম অস্ত্রই সাহায্য করা হবে না।

এ দু'টো দেশের পর শ্রীমতি গান্ধী যান বৃটেনে। সেখানে আলোচনা হয় প্রধানমন্ত্রী হীথ ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিউমের সাথে। বৃটেনের এই দুই নেতা পাকিস্তানের পক্ষে মত প্রকাশ করলেও তাঁদের পুরনো রক্ষণশীল নীতির কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। বৃটেনের এই দুই রাষ্ট্রনায়ক শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে আগ্রহ প্রকাশ করলে শ্রীমতি গান্ধী স্পষ্টই বলেছেন যে, পূর্ব বাংলায় উপযুক্ত পরিস্থিতি ফিরে না এলে শরণার্থীরা সেখানে ফিরে যেতে পারে না। আর এজন্য দরকার বাংলাদেশের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য ও সম্মানজনক রাজনৈতিক সমাধান। বাংলাদেশ প্রশ্নে পাক-ভারত আলোচনার কোন প্রশ্নই ওঠে না। বাংলাদেশ সমস্যা নিয়ে ইয়াহিয়া খানকে বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধি আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের সাথেই আলোচনায় বসতে হবে।

শ্রীমতি গান্ধীর এই সঠিক বক্তব্যের পর বৃটেনের মনোভাব যে কিছুটা বদলেছে তার কারণ তারা বলতে শুরু করেছে যে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাধানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যৌথভাবে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে বৃটেন সচেষ্ট হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও শ্রীমতি গান্ধীর সফর ফলপ্রসু হয়েছে। নিক্সন সরকার স্পষ্টই বলেছেন, পাকিস্তানকে আর অস্ত্র সাহায্য করা হবে না। তাছাড়া রাজনৈতিক সমাধানে তাঁর সরকার পাকিস্তান সরকারের উপর চাপ দেবে।

অস্ত্র সাহায্য সত্যিই কি বন্ধ হবে— এ ব্যাপারে অনেকের মনেই হয়তো সংশয়

আছে। তার কারণ ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং আমেরিকা সফর শেষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন যে, আমেরিকা পাকিস্তানকে আর অস্ত্র সাহায্য করবে না। কিন্তু এর পর পরই আমেরিকা পাকিস্তানকে অস্ত্র পাঠায়।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, একবার অস্ত্র সাহায্য বন্ধের কথা স্বয়ং নিক্সনই ঘোষণা করেছেন। সুতরাং সরাসরি ঘোষণা বরখেলাপের সম্ভাবনা খুবই কম।

কাজেই এদিক দিয়ে শ্রীমতি গান্ধীর সফর অনেকখানি সার্থক হয়েছে বলা যায়।

ফ্রান্সের নেতৃবৃন্দও রাজনৈতিক সমাধানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট পম্পিদু শ্রীমতি গান্ধীর সম্মানে প্রদত্ত ভোজ সভায় বলেছেন যে, পূর্ব বাংলার সংকট মূলতঃ রাজনৈতিক। বাংলাদেশের জনগণের সাথে বোঝা পড়ার মাধ্যমেই এই সংকটের সমাধান করতে হবে। তা না হলে পাক-ভারত উপমহাদেশে অশান্তির ঝড় বইবে, যার ফল হবে খুবই মারাত্মক।

পম্পিদুর বক্তব্যে বাংলাদেশ প্রশ্নে ফ্রান্সের দৃষ্টিভঙ্গি যে ভারতের অত্যন্ত কাছাকাছি সেটাই পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।

সবশেষে শ্রীমতি গান্ধী যে দেশ সফর করেন তাহলো পশ্চিম জার্মানী। এই পশ্চিম জার্মানীতেই শ্রীমতি গান্ধীর সফর সবচেয়ে বেশী ফলপ্রসু হয়েছে। পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলর উইলি ব্রান্টের বক্তব্য হলো, পূর্ব বাংলা সমস্যাটি পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং তার সমাধানও তাকেই করতে হবে।

কিন্তু এই বাংলাদেশ সমস্যাকে কেন্দ্র করে পাক-ভারত উপমহাদেশে সৃষ্টি হয়েছে চরম উত্তেজনা। এই উত্তেজনা উপশমকল্পে ব্রান্ট তার সীমিত ক্ষমতা ও প্রভাব খাটাতেও রাজী হয়েছেন।

পূর্ব বাংলার সংকট নিরসনে শেখ মুজিবের মুক্তিকে প্রাথমিক করণীয় হিসেবে বিবেচনা করে মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনার প্রয়োজন বলে চান্সেলার ব্রান্ট অভিমত প্রকাশ করেন। এ উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে একটি চিঠি দেবেন বলেও তিনি সাংবাদিকদের বলেন।

উইলি ব্রান্টের এই উদ্যোগ সফল হতে পারে। কেননা পশ্চিমের বহু সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রই পশ্চিম জার্মানীর সাথে অনেক দিন পর্যন্ত কোন সম্পর্ক রাখেননি। কিন্তু ব্রান্ট ক্ষমতাসীন হবার পর থেকেই বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে লেনদেনের সম্পর্কও গড়ে উঠে। আমরা জানি বহুদিন ধরেই জার্মান সমস্যা একাধিকবার তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের হুমকী দিয়েছে। কিন্তু সেই জার্মান সংকটও উইলি ব্রান্টের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ফলে সমাধা হয়েছে।

উইলি ব্রান্ট অনেক কথাই বলেছেন। কিন্তু একটি বারের জন্যও তিনি বাংলাদেশ সমস্যাকে পাক-ভারত সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেননি। বৃটেন আমেরিকার মত পাক-ভারত আলোচনা কিংবা ভারতের মাটিতে রাষ্ট্রসংঘ পর্যবেক্ষক স্থাপনের পরামর্শও ব্রান্টের মুখ দিয়ে বেরোয়নি।

সবগুলো দেশের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে এটুকু বলা যায় যে, শ্রীমতি গান্ধীর এই সফর বৃহৎ শক্তিবর্গের চোখ খুলে দিয়েছে। খোদ আমেরিকা এবং বৃটেনও অনুধাবন করতে

পেরেছে, প্রায় এক কোটি লোক যে বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে তা কিছুতেই ভারতের অভিসন্ধিমূলক প্রচারণা নয়, এটি একটি বাস্তব সত্য। মুক্তিযোদ্ধারা সত্যি সত্যিই স্বাধীনতা সংগ্রাম করে যাচ্ছেন।

পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি দেখে এটা বোঝা যায় যে, বৃহৎ শক্তিবর্গ এখন সত্যি সত্যিই পাকিস্তানের সমর নায়ক ইয়াহিয়ার উপর চাপ সৃষ্টি করছেন যাতে করে ইয়াহিয়া বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনায় বসেন এবং পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যকার বিরোধ মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করেন। এ ব্যাপারে পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ সকলেই একই সুরে গাইতে শুরু করেছেন। শ্রীমতি গান্ধীও পশ্চিমা শক্তির কাছে এরকম কিছুরই প্রত্যাশা করেছিলেন।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
অভিযান	১৮ নভেম্বর, ১৯৭১	"প্রয়োজন হলে দেবো
১ম বর্ষ : ১ম সংখ্যা		এক নদী রক্ত"

"প্রয়োজন হ'লে দেবো এক নদী রক্ত–
হ'ক না পথের বাধা প্রস্তর-শক্ত,
অবিরাম যাত্রার চির সংঘর্ষে
একদিন সে পাহাড় টলবেই;
আমাদের সংগ্রাম চলবেই"

বাংলাদেশের অগ্নিপুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সকল অস্তিত্বে যেন তাদেরই একান্ত সান্নিধ্য অনুভব করেছিলেন যারা নিঃশেষে রক্ত বিসর্জনের ভেতর দিয়ে মাতৃভূমি বাংলাদেশকে দখলদার পাকিস্তানী দুশমনের শৃঙ্খলমুক্ত করবে।

তাই ৭ই মার্চ তারিখে বাংলাদেশের বৃহত্তম জনসভায় তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, 'আমরা যখন রক্ত দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো— কিন্তু বাংলাদেশের মানুষকে মুক্ত করেই ছাড়বো।'

রক্ত দিয়েছে— আরও অনেক রক্ত দিয়েছে শিশু-বৃদ্ধ নরনারী বাংলাদেশের নিরীহ নিরস্ত্র অগণিত মানুষ।

কত রক্ত দিয়েছে বাঙালী, জানতে চাও যদি ইতিহাসের তথ্য-লিপিকার, জিজ্ঞাসা করো বাঙলার তৃণ-মাঠ পথ-ঘাট নদীস্রোতের কাছে। রক্ত দিয়েছে বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান। এ রক্ত আমাদের আত্মপরিজনদেরই শুধু নয়— এ রক্ত আমাদের পিতৃ-পিতামহের। বাংলাদেশের শত শত নদীধারা সফেন তরঙ্গ-ললাটে সন্তানবিধুরা চিরক্রন্দনময়ী বঙ্গজননীর জর্জরিত হৃদপিণ্ডের সহস্র ক্ষতমুখে উৎসারিত রক্ত চুম্বন মেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, যুগান্তকালের নিস্তব্ধ কণ্ঠে সূর্যশীর্ষ মহিমার কম্বুধ্বনি তুলে প্লাবন হয়ে ছুটে গিয়েছে সাগর থেকে সাগরে, সমুদ্র থেকে সমুদ্রে। মহামানুষের অবিশ্রান্ত প্রাণ-প্রবাহে একাত্ম হয়ে মিশে গিয়েছে অনন্ত ভবিষ্যতের শুভাশীষ নিয়ে।

বঙ্গবন্ধুর আশ্বাসদীপ্ত বাংলাদেশের নির্ভয় ছাত্র-তরুণেরা স্বাধীনতার যে পতাকা সে'দিন বাস্তবায়িত করেছিল, ২৩শে মার্চ তারিখে বাঙলাদেশের প্রান্ত থেকে প্রান্তান্তরে যে পতাকার বর্ণে বর্ণে তারা নীলাম্বরের উদার স্পর্শ মাখিয়েছিল সে পতাকা আজ বিশ্বের বিস্ময়ের প্রতীক। আমরা জানি সারা বিশ্বের মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে যুদ্ধজয়ী বাঙালীর জাতীয় পতাকার উদ্দেশ্যে নতশির শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যে।

২৫শে মার্চের পর বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁর সহকর্মী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, তাঁর ছায়ানুগামী— প্রখর দেশপ্রেমের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত ছাত্র-তরুণ এবং বাঙলাদেশের মুক্তিকামী সাড়ে সাত কোটি মানুষ দখলদার পাকিস্তানী বাহিনীর হাত থেকে লক্ষ লক্ষ প্রাণের মূল্যে নির্দ্বিধায় তুলে নিয়েছেন প্রতিজ্ঞার গুরুভার। সেই প্রতিজ্ঞার অস্ত্রমুখে প্রতিটি যুদ্ধক্ষেত্রে দখলদার পাকিস্তানী বাহিনীর প্রতিরোধ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। বিধ্বস্ত অর্থনীতি, উপহাসিত রাষ্ট্রনীতি এবং ধিকৃত সমরনীতির ফলে বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রের কাছে পাকিস্তান আজ করুণার কাঙালী। কিন্তু এই ঘাতকচক্র নিজেদের সত্য পরিচয় কেনো মুখোসেই আড়াল রাখতে পারেনি। তাই একদিকে তার বিশ্বের ভৎর্সনা যেমন কুড়োচ্ছে অন্যদিকে বাঙলাদেশের মাটিতে জমে উঠছে তাদের লাশের স্তুপ। আগামী ২৭শে ডিসেম্বরের আগেই সেদিনের সুর্যোদয় হবে বলে আমরা অনুমান করি, যেদিন বাঙলাদেশের মাটিতে পাকিস্তানী ঘাতকদের শেষ লাশটির উদর বিদীর্ণ করতে গিয়ে শবভুক শৃগালের চোখ দুটিও বুঝি আর্দ্র হয়ে উঠবে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
অভিযান	১৮ নভেম্বর, ১৯৭১	ঢাকায় আবার গণহত্যা
১ম বর্ষ : ১ম সংখ্যা		

ঢাকায় আবার গণহত্যা!

গত ১৩ই নভেম্বর অধিকৃত ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ শহরে পাকিস্তানের জঙ্গীচক্র পুনরায় কার্ফিউ জারী করে। মুক্তিসংগ্রামীদের আক্রমণে নাজেহাল হয়ে জঙ্গীশাহী দুটো শহরেই ২৫শে মার্চের কায়দায় জনসাধারণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কোনো একটি দালালী সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে মুক্তিসংগ্রামীদের নামে একটি তালিকা প্রস্তুত করে তারা বাড়ী বাড়ী তল্লাশী চালায়। প্রকাশ তাদের না পেয়ে পাক সৈন্যরা বহুসংখ্যক নিরীহ লোককে হত্যা করে, অনেকের উপর অকথ্য অত্যাচার চালায় এবং বেশ কিছু সংখ্যক নির্বিরোধ নাগরিক ও স্কুল কলেজের ছাত্রকেও ধরে নিয়ে যায়। ফলে কার্ফিউ তুলে দেবার পর পরই জনসাধারণ নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্য ঢাকা শহর ছেড়ে চলে যেতে শুরু করেন। এবারকার অভিযানে শত্রুসেনা প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। সরাসরি সংঘর্ষে দুপক্ষেই প্রচুর হতাহত হয় বলে জানা যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে মুক্তিসংগ্রামীরা বহু এলাকাকেই শত্রুকবলমুক্ত করেছেন। নোয়াখালীতে একটি এফ-৮৬ পাকিস্তানী জেট প্লেনও মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে ধ্বংস হয়েছে।

পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন যে, জঙ্গী শাহী বিশ্বজনমতকে ধাপ্পা দেয়ার জন্যে ২৭শে ডিসেম্বর ইসলামাবাদে জাতীয় পরিষদের যে গোঁজামিল অধিবেশন বসানোর প্রচেষ্টা চালিয়েছে সেটা পুরোপুরি বানচাল করে দিয়ে তার আগেই বাঙলাদেশের সর্বত্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন চালু করার জন্যে মুক্তিবাহিনী যে দুর্বার অভিযান চালিয়েছেন ঢাকার এই সরাসরি সংঘর্ষ তারই একটি অংশ।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
অভিযান	১৮ নভেম্বর, ১৯৭১	ব্যর্থ মনোরথ
১ম বর্ষ : ১ম সংখ্যা		ভুট্টোর প্রত্যাবর্তন

ব্যর্থ মনোরথ ভুট্টোর প্রত্যাবর্তন

(অভিযান রাজনৈতিক পর্যালোচক)

পাকিস্তান পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বে ৫ জন সদস্য বিশিষ্ট এক প্রতিনিধি দল সম্প্রতি পিকিং সফর করেন। সফর সম্পর্কে পাক পররাষ্ট্র দপ্তরের বক্তব্য, অস্ত্র সাহায্য এবং দুদেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বলিষ্ঠতর করার জন্যই এই প্রতিনিধি দলের চীনের রাষ্ট্রনায়কদের সাথে আলাপ আলোচনা।

পররাষ্ট্র দফতরের বক্তব্য ছাড়াও এই সফরের আরো কতকগুলো সম্ভাব্য দিক আছে। কামান, ট্যাংক আর মেশিনগান দিয়েও যখন বাংলাদেশের আন্দোলনকে রোধ করা গেলো না তখন ইয়াহিয়া খাঁ নয়া ফন্দি আটতে শুরু করে। সে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিপথগামী করার জন্যে এই সমস্যায় ভারতকে জড়িয়ে ফেলতে সচেষ্ট হয়। আর সে জন্যেই সে ভারতের সাথে যুদ্ধ বাধাবার পাঁয়তারা করে। এই যুদ্ধের হুমকীর পেছনেও জঙ্গীশাহীর দুটো মতলব ধরা পড়ে। ভারতের সাথে যুদ্ধ বাধলে স্বভাবতঃই বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্র এসে মধ্যস্থতা করবে। তখন এই বাংলাদেশ সমস্যা চাপা পড়ে তার জায়গায় পাক-ভারত সমস্যা বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের আলোচনায় স্থান পাবে।

দ্বিতীয়তঃ পাক জঙ্গীশাহী এখন মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত। বাংলাদেশকে যে আর নিজেদের কবলে রাখা যাবেনা এ ব্যাপারেও জঙ্গশাহীর মনে নেই কোন রকম দ্বিধা। কিন্তু এই মুক্তিবাহিনীর দ্বারা বিতাড়িত হলে খোদ পশ্চিম পাকিস্তানেও সমূহ বিপদ দেখা দেবে এবং এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে হলে অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানে নিজেদের অবস্থান টিকিয়ে রাখতে হলে একমাত্র পথ ভারতের সাথে যুদ্ধ। ভারত যুদ্ধ করলে জঙ্গীশাহী পরাজিত হবে সন্দেহ নেই কিন্তু এই পরাজয়ের মধ্যে দিয়েও একটা সুদুর প্রসারী সুফল পাওয়া সম্ভব। ভারতের সাথে যুদ্ধ বাধলে মুক্তিবাহিনী সুযোগের সদ্ব্যবহারে বাংলাদেশকে করবেন শত্রুকবলমুক্ত। আর জঙ্গীশাহী মুক্তিবাহিনীর কাছে এই পরাজয়কে পশ্চিম পাকিস্তানের ভিন্নভাষাভাষী জাতির জনগণকে বোঝাবে ভারতই বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারী পাঠিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছে। এই স্টেশনেই সে পশ্চিম পাকিস্তানকে একত্র রাখতে পারবে।

কিন্তু পাকিস্তানের এই উদ্দেশ্য বুঝি সফল হলো না। সীমান্তে যখন চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে ঠিক সেই সময়ে ভারত সোভিয়েট রাশিয়ার সাথে এক পারস্পরিক চুক্তি স্বাক্ষর করে।

ভারত-রাশিয়া চুক্তি তাৎপর্য উপলব্ধি করেই ইয়াহিয়া খাঁ পিকিং-এ প্রতিনিধিদল

পাঠায়। সে চায় ভারত রাশিয়া চুক্তি পাল্টা হিসেবে পাক-চীন চুক্তি স্বাক্ষরিত হোক। আর তাহলেই সর্বনাশ থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়া যাবে।

পিকিং সফরের পিছনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে ইয়াহিয়া খাঁর একটি সূক্ষ্ম অভিমানও পরিলক্ষিত। এ অভিমান আর কিছুর জন্যেই নয়, শুধুমাত্র অস্ত্রের জন্যে সবাই হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন যে সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিক্সনের সাথে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি গান্ধীর দীর্ঘ আলোচনার পর নিক্সন সরকার ঘোষণা করেছেন যে পাকিস্তানকে আর অস্ত্র সাহায্য পাঠানো হবে না। এই ঘোষণা যখন ইসলামাবাদে পৌঁছে, পাক প্রতিনিধি দল তখন পিকিং-এ প্রতিনিধি পাঠিয়ে পাকিস্তান আবার ইঙ্গিতে এটাই প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে বোঝাতে চেয়েছে যে তোমরা যদি অস্ত্র সাহায্য বন্ধ কর তাহলে আমরা পুরোপুরি চীনের দিকে চলে যাবো। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ১৯৬৫ সালেও পাকিস্তান অনুরূপ চাল ছেড়ে বেশ কিছুটা সুবিধা আদায় করেছিল।

এবার দেখা যাক ভুট্টোর পিকিং সফরে আলোচ্য উদ্দেশ্যগুলো সাধিত হলো কিনা।

পিকিং-এ ভুট্টোর মিশন পৌঁছানোর পরই আলোচনা শুরু হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সফরের আগেই রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকমহল মনে করেছিলেন যে চীন জরুরী তলব করাতেই প্রতিনিধি দলটি পিকিং-এ যায়।

অবশ্য এই সম্ভাবনাটিকেও যে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না তার প্রমাণ চীনা উপপররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য। তাঁর বক্তব্যে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাধানের উপর। অস্ত্রের ব্যাপারে চীন সম্পূর্ণ নীরব। পূর্ব বাংলার গণহত্যা সম্পর্কে কিছু না বললেও চীন এটুকু বলেছে যে, বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার অন্যায় সুযোগ নিয়ে ভারত পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে।

পাক ভারত যুদ্ধ বাধলে চীন সরাসরি জড়িয়ে পড়বে না বলেও চীনের বক্তব্য উল্লেখ করা হয়।

চীনের এই বক্তব্য থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বাংলাদেশ প্রশ্নে চীনের নীতি বর্তমান সময়ে অনেক পালটেছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বাংলাদেশে নজীর বিহীন গণহত্যা শুরু হবার পর পাক জঙ্গী সরকারকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করলেও চীন বাংলাদেশে তার অনুগামীদেরকে জঙ্গশাহীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবারই নির্দেশ দেয়।

বর্তমান সফর সম্পর্কে জঙ্গীশাহী জোরগলায় সন্তোষ প্রকাশ করলেও সত্যিকার ভাবে তারা মোটেই খুশী হতে পারেনি। নিউজ উইকের সাংবাদিকের কাছে ইয়াহিয়ার চীন সম্পর্কিত ঘোষণাও অসার প্রমাণিত। উপরন্তু যে অস্ত্রেই ভিক্ষার এই পিকিং সফর সে অস্ত্রের প্রশ্নে পিকিং পুরোপুরি নিশ্চুপ।

সুতরাং যে সকল উদ্দেশ্য নিয়ে ভুট্টোর পিকিং সফর তার কোনটাই ত হলো না উপরন্তু বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের কাছে পুনরায় ধর্না দেয়ার পরও সম্পর্ক রুদ্ধ হয়ে গেলো। কেননা ভুট্টো আগেই বলেছেন যে জাতিসংঘ থেকে সমস্যা সমাধানের পথ কোন দিনই খুঁজে পাওয়া যাবেনা। আর সে জন্যেই আমরা পিকিং এসেছি।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
অভিযান ১ম বর্ষ : ১ম সংখ্যা	১৮ নভেম্বর, ১৯৭১	বাংলাদেশ-পাকিস্তান আলোচনা প্রসঙ্গে প্রচারিত সংবাদ 'দুরভিসন্ধিমূলক'

বাংলাদেশ-পাকিস্তান আলোচনা প্রসঙ্গে প্রচারিত সংবাদ 'দুরভিসন্ধিমূলক'

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোস্তাক আহমেদ সম্প্রতি ইউ পি আই-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে আলোচনা সংক্রান্ত প্রচারিত সংবাদ মিথ্যা ও দুরভিসন্ধিমূলক। বাংলাদেশের সরকারী ও বেসরকারী কোন স্তরের নেতৃবৃন্দই কলিকাতা বা অন্য কোন দেশস্থিত মার্কিন কূটনীতিকদের মাধ্যমে কোনরকম প্রস্তাব বা আশ্বাস কখনও পাননি। কাজেই ইয়াহিয়া খাঁ বা তার প্রতিনিধির সাথে আলাপ আলোচনার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর পূর্ব ঘোষণার পুনরুক্তি করে বলেন : পূর্ণ স্বাধীনতা আমাদের লক্ষ্য। যারা বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী কাজে নিয়োজিত তাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ, আমাদের জন্য যদি কিছু না করতে পারেন তবে স্বাধীনতার জন্য আমাদের অন্ততঃ মৃত্যুবরণ করতে দিন।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
অভিযান	২৮ নভেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ২য় সংখ্যা		খেলা সমাপ্তির শেষ ঘণ্টাধ্বনি

সম্পাদকীয়

খেলা সমাপ্তির শেষ ঘণ্টাধ্বনি

সুদীর্ঘ আট মাস ধরে বাঙলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলছে। এই যুদ্ধে একদিকে যেমন বাঙলাদেশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক সংগঠনগুলো বাঙলার মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে পাকিস্তানী শাসন শোষণের অবসানকল্পে করেছেন মরণপণ সংগ্রাম, অন্যদিকে তেমনি জামাত, পিডিপি, মুসলিম লীগ প্রভৃতি রঙবেরঙের পার্টিগুলোও ইয়াহিয়ার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাঙলার জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।

বাঙলাদেশের এই সব পার্টিগুলোর বর্তমান ভূমিকা আপাতঃ দৃষ্টিতে একটু বেমানান ঠেকলেও এটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। ঐতিহাসিক ভাবে এই পার্টিগুলো তাদের স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করছে মাত্র।

আজ ২৩ বছরের শাসন শোষণের ফলে যে ঘৃণা বাঙালীর মনে জমে উঠেছে তারই শেষ পর্যায় হলো আজকের এই স্বাধীনতার যুদ্ধ। পাকিস্তানের বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল চক্র পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই পূর্ব বাঙলাকে তাদের শোষণের আবাসভূমি হিসেবে রাখতে চেয়েছে। আর তার জন্যই তারা পূর্ব বাঙলায় তাদের নিজেদের বাছাই করা লোকদের ব্যবহার করেছে। এই বাছাই করা লোকরাই হচ্ছে নুরুল আমিন, ফজলুল কাদির চৌধুরী, গোলাম আজম, ফরিদ আহমদ, মোনেম খাঁ, মাহমুদ আলী, সবুর খান, ওয়াহিদুজ্জামান প্রভৃতি লোকেরা।

এরা কখন কখন খোদ সরকারী পক্ষ নিয়েছে আবার কখনও বা বিরোধী দল হিসেবে কাজ করেছে। পাকিস্তান এক রাখার ব্যাপারে এরা সকলেই একমত। ধর্মের দোহাই তুলে পূর্ব বাংলার জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছে কেউবা। প্রত্যেক গণতান্ত্রিক আন্দোলনেই তাদের এই ভূমিকা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ধরা পড়েছে। ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, ১৯৬২ সালের শিক্ষানীতিবিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন এবং অবশেষে বর্তমান স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রত্যেকটিতেই তাদের ভূমিকা বাঙলাদেশের জনগণ অত্যন্ত ঘৃণার সাথে স্মরণ করে।

১৯৫২ সালের প্রথম আঘাত আসে পূর্ববাংলার জনগণের উপর। বাংলার মানুষের নিজস্ব বিকাশ যাতে না হয় তার জন্যে পাকিস্তানী প্রতিক্রিয়াশীলরা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষার সম্মানে ভূষিত করবার সংকল্প নেয়। বাঙলার মানুষ এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে তদানিন্তন নুরুল আমিন সরকার একে কঠোর হাতে দমন করার জন্যে ঢাকার মিছিলে লেলিয়ে দেয় তাদের পিটুনি-বাহিনী। এ দিকে অন্যান্য দলের লোকেরা তখন এর মধ্যে হিন্দুয়ানী গন্ধ পেতে শুরু করে। আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের ভারতের দালাল হিসেবে চিহ্নিত করে

জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু বাঙলার জনগণ তাদের এই অপকৌশল বুঝতে পারায় সেই সময়টাতে এরা খুব সুবিধা করে উঠতে পারে না।

১৯৫২ সালের আন্দোলনে সুবিধা করতে না পারলেও তারা নিষ্ক্রিয় বসে রইল না। হিন্দু মুসলমান বিদ্বেষ সৃষ্টির ক্ষেত্রে তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করলো। ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগের পরাজয়ে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ে। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করার জন্যে তারা ৯২ (ক) ধারা জারী করে। সাথে সাথে যুক্তফ্রন্টে ভাঙ্গন সৃষ্টির কাজে এই সব দলগুলোকে সক্রিয় করে তোলে এবং পরবর্তীকালে তথাকথিত বাঙালী বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে দিয়ে নয়া মন্ত্রিসভা গঠন করে। কিন্তু ধামাচাপা দেয়া মন্ত্রিসভার আসল চরিত্রও জনগণের কাছে ফাঁস হয়ে যায়।

কোনমতেই যখন পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী জনগণকে দমিয়ে রাখা যাচ্ছিল না। তখন তারা শেষ অস্ত্র নিয়ে রাজনৈতিক মঞ্চে অবতীর্ণ হয়। দেশে সামরিক শাসন জারি করে মুসলিম লীগকেই আবার চাঙ্গা করে তোলে। ১৯৬২ সালে নয়া শিক্ষানীতি পূর্ব বাঙলার উপর চাপিয়ে দিতে গেলে বাঙলার ছাত্র সমাজ রুখে দাঁড়ায়। শিক্ষানীতির পিছনে একটি মাত্র লক্ষ্য ছিল, পূর্ব বাঙলার জনগণকে শিক্ষার আলো থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরিয়ে রাখা। এই শিক্ষানীতি চালু করার জন্যে তারা তাদের দুটো লেজুড় ছাত্র সংগঠন এন, এস, এফ এবং ইসলামী ছাত্র সংঘকে কাজে লাগায়। এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই পূর্ব বাংলার সবচেয়ে সচেতন অংশ ছাত্রসমাজের উপর পর পর আক্রমণের কারণ হলো এই যে, প্রতিক্রিয়াশীল চক্র খুব ভালভাবেই জানতো যে বাংলার ছাত্রসমাজই পাকিস্তানের রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সুতরাং এদের আমল দিলে অচিরেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের অবলুপ্তি ঘটবে। তাই ছাত্র-তরুণের প্রাণ বিসর্জন না হওয়া পর্যন্ত কোন দাবীই তারা মেনে নেয় নি।

১৯৬৪ সালে চণ্ড মোনায়েম খাঁকে দিয়ে সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠানের চেষ্টা করলে সাধারণ ছাত্রসমাজ আবার রুখে দাঁড়ায়। তখন মুসলিম লীগ ও জামাতে ইসলাম তাদের ছাত্র সংগঠনকে দিয়ে এই উৎসব সফল করে তোলার জন্যে পাল্টা উদ্যোগ নেয় কিন্তু স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছাত্রসমাজ এই উদ্যোগে সাড়া না দিয়ে সমাবর্তন বর্জন করে। তখন শাসকচক্রের দালাল ছাত্র সংগঠন ও ভাড়া করা গুণ্ডা নিয়ে সাধারণ ছাত্রদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এই ঘটনার পর পরই মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলাম প্রভৃতি দলগুলো জনগণের সংগ্রামী ধারাকে অন্যখাতে প্রবাহিত করার জন্যে এই পূর্ব বাঙলার বুকে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা বাধায়। নিরীহ হিন্দুদের বাঁচাতে গিয়ে এ সময় অনেক রাজনৈতিক কর্মীও প্রাণ হারান। দাঙ্গার পর পরই তারা কাশ্মীর সমস্যার ধুয়া তুলে ভারত বিদ্বেষী মনোভাব জনগণের মধ্যে ছড়াতে শুরু করে। এভাবে পুরো দশটি বছর একের পর এক আক্রমণ চালিয়ে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংগঠনগুলোকে প্রতিরক্ষামূলক আন্দোলনে ব্যাপৃত রাখে। কিন্তু প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনই পূর্ব বাঙলার জনগণকে রাজনৈতিকভাবে অনেক বেশী সচেতন করে তোলে।

তাই যখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার দোহাই দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দী করা হয় তখন বাংলার মানুষ আর চুপ করে বসে থাকে না।

১৯৬৯ সালে পূর্ববাঙলার ছাত্র সমাজ ১১ দফার ভিত্তিতে ব্যাপক গণআন্দোলনে আহ্বান জানালে পূর্ববাংলার জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই সময় পিডিপি, জামাতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম ও মুসলিম লীগ যৌথ ভাবে ১১ দফার পাল্টা হিসাবে আট দফা দাবী জনগণের সামনে পেশ করে। আন্দোলনের নামে পূর্ব বাঙলার জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্যেই এই আট দফা উত্থাপন। কিন্তু পরবর্তী সকল আন্দোলনে এদের ভূমিকা সম্পর্কে জনগণ সচেতন হওয়ায় আট দফা জনগণের মধ্যে সাড়া জাগাতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়।

এইভাবে প্রতিটি আন্দোলনেই তাদের নির্লজ্জ ভূমিকা জনগণকে অনেক বেশী সচেতন করে দিয়েছে। তাই যখন নুরুল আমিনের মুখে উত্তরবঙ্গের স্বায়ত্বশাসনের দাবী উঠতে দেখা যায়, জনগণের পক্ষ থেকে তখন তেমন কোনরূপ সাড়া পরিলক্ষিত হয় না।

পূর্ববাঙলার বিগত আন্দোলনে পিডিপি, জামাত, নেজামে ইসলাম, মুসলিম লীগ প্রভৃতি দলগুলো যেমন একদিকে জনগণ থেকে আস্তে আস্তে বিচ্ছিন্ন হয়েছে অন্য দিকে তেমনি তারা পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে।

২৩ বছরে যে ঘৃণা আস্তে আস্তে জমে উঠেছে তারই চরম পর্যায় হচ্ছে আজকের এই স্বাধীনতা যুদ্ধ। পাকিস্তানী শাসন শোষণের অবসানকল্পেই এই যুদ্ধ। বাঙলার মানুষ বাঁচতে চায় অন্যান্য স্বাধীন জাতির মতোই। তারা যেমন করে স্বাধীনতা অর্জন করেছে বাঙালীদেরকেও তাই করতে হচ্ছে। যতো দিন যাচ্ছে, স্বাধীনতাযুদ্ধ তত জোরদার হচ্ছে। পাকিস্তানের পতনও অনুরূপভাবে ঘনিয়ে আসছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে 'পাকিস্তান' থাকবে না। তার রাজনীতিও থাকবে না। সুতরাং এই সব দলের অস্তিত্বও বিলুপ্ত হবে।

এমতাবস্থায় নিজেদের অবস্থান টিকিয়ে রাখতে হলে পাকিস্তানকে অখণ্ড রাখতে হবে, বাঙালীদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। অতএব এবার সরকারী বা বিরোধী পক্ষ নয়, এবার সব রকম ক্ষমতার কামড়াকামড়ি ভুলে গিয়ে সবাই এক হয়ে অর্থাৎ সবাই আসল চেহারা নিয়ে সামরিক বাহিনীর সাথে একাত্ম হতে এগিয়ে এসেছে।

এই অন্তর্নিহিত সত্যকে উপলব্ধি করেই আজ নুরুল আমীন, গোলাম আজম, ফজলুল কাদির চৌধুরী, ফরিদ আহমদ শ্রেণীর লোকেরা বাঙলার মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। সামরিক বাহিনীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পূর্ব বাংলার সকল অঞ্চলে তাদের এজেন্টরা চালিয়েছে হত্যা ধর্ষণ আর লুঠতরাজ। কিন্তু খেলা সমাপ্তির শেষ ঘণ্টাধ্বনি তাদের কানে কি পৌছায়নি এখনও।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
অভিযান ১ম বর্ষ : ২য় সংখ্যা	২৫ নভেম্বর, ১৯৭১	বাঙলাদেশ ঃ ইতিহাস থেকে ইতিহাসে

বাঙলাদেশ ঃ ইতিহাস থেকে ইতিহাসে

–সিকান্দার আবু জাফর

বাংলা আর বাঙালীর সাথে
অন্তরঙ্গ হবে যদি— পূর্ববঙ্গে এসো,
মনে মনে আমন্ত্রণ পৃথিবীর কাছে
কতবার কত লগ্নে ছড়িয়ে দিয়েছি।

গৌরবের দেহভরা প্রহারের ক্ষত
শৌর্যের প্রলেপে ঢেকে— অশ্রুরক্তে ধুয়ে
বাঙালীত্ব করেছি নির্মল,
মনে মনে তাই বড় অহঙ্কার ছিলো।

শত শত বছরের সুপ্রশস্ত রাজপথে হাঁটা
মধুসুদন বঙ্কিম থেকে
রবীন্দ্র নজরুল জীবনানন্দ— বাঙালীর যা কিছু সুন্দর,
মহতের বৃহতের বিচিত্রভঙ্গিম
যত কিছু আত্মজ প্রত্যয়
এখানেই উচ্চারিত প্রত্যহের কলকণ্ঠস্বরে।

এখানেই বাঙালীর মন
ওতপ্রোত বারোমাস ছায়াছায়া রৌদ্ররেণু মাখা
যেখানে ফুলের লজ্জা লুকানো সুঘ্রাণে;
মাঠভরা সবুজের শান্তি কণাকণা
হৃদয়ে জড়িয়ে নিতে প্রমত্ত যেখানে
সহস্র নদীর প্রেম আঁকাবাঁকা নিরন্তর পথে,
উৎকীর্ণ ঋতুর দর্পণে
প্রসাধিত প্রকৃতির অঙ্গসজ্জা ইন্দ্রজাল দেখে
এখানেই বাঙালীর প্রাণ—
বারম্বার গেয়ে ওঠে সহজ সন্তোষে
"আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি"...

দুষ্প্রাচ্য নীতির পথে বিকারের ধূলিকণা মেখে
এখানে বিভ্রান্ত নয় বাঙালীর মন।
নতুন মূল্যায়নের নামে
একদিকে চেতনার শূন্য সিংহাসন
হৃতমানে মানবিক সুকুমার বৃত্তির বিদায়
নতুন আলোর পথে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর অন্যদিকে
এখানে এখনো নয় দিনান্তের আতঙ্ক-প্রহার;
অনুভূতি মৃত টিকটিকি হয়ে আজো
ঝুলছে না কীটদৃষ্ট হৃদয়ের কপট দেয়ালে
এই পূর্ববঙ্গে।

এখানে এখনো বাঙালীর মন
চড়ুইয়ের অনর্গল দুর্বোধ্য কলহ
বাবুইয়ের ইমারতে ঝড়ের নিশ্চল দাপাদাপি
টুনটুনি শালিকের শ্রীহীন কুটিরে মুখরিত শান্তিনিকেতন
হিমহিম শিশিরের কোলে
শেফালীর গন্ধমাখা সুখশয্যা ধূসর চাঁদের
মেঘনার কালোজলে গাঙচিল মেঘ
অকস্মাৎ ইলিশের দু'চোখের বিস্ময়ে আঁকা
সুচিত্রিত পদ্মার অঞ্চল
নদীর নির্জন ঘাটে কিশোরীর কলসের নিটোল সঙ্কেত
হয়ত বা গোক্ষুরের লম্পট তর্জন
রজনীগন্ধার ঘ্রাণে উল্লসিত জোনাকী নর্তকী
ঈর্ষা ঘৃণা ভালোবাসা অনুরাগ বিরাগের কারুকার্য কত
মানুষের ঘরে ঘরে হৃদয়ের সাজানো দোকান।

মনে মনে তাই
পৃথিবীকে আমন্ত্রণ পাঠিয়ে দিয়েছি কতবার ঃ
ইতিহাস ভূগোলের স্মারক মিলিয়ে
বাঙালীর আত্মার আত্মীয় হবে যদি
পূর্ববঙ্গে এসো।

অকস্মাৎ মাঝ রাত্রে কোনো
ঘুম ভেঙে অপ্রস্তুত চোখের প্রদীপে চেয়ে দেখি
বাঙালী ও বাঙালীত্ব রক্তস্রোতে ভাসমান ভেলায় নিশ্চল
নগর বন্দর গ্রাম, সহস্র যোজন
প্রান্তরের যত শব্দ পলাতক মৃত্যুর সন্ত্রাসে।

এবং দক্ষিণে বামে পশ্চাতে সম্মুখে
আমার প্রাণের প্রাণ বঙ্গ জননীর
প্রতি অঙ্গ জর্জরিত অগ্নির চাবুকে।
জননী বাংলা যেন জ্বেলেছে নিজের দেহে
সুবিশাল ধর্ষণের চিতা।
আর সেই হাহাকার কোটি কোটি
মূঢ় দীর্ণ হৃদয়ের ব্যর্থ হাহাকার ঃ
হে সময়, কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাও
হাজার বছরের লেখা বাঙালীর দীপ্ত ইতিহাস?
কেউ নেই— কেউ নেই— বধির সময়
কে দেবে উত্তর!

মুছে দিতে অপারগ যারা
বাঙালীর নামের সঙ্কেত,
তাদের মিছিলে ভিড়ে বাঙলার মানচিত্র থেকে
নিষ্ক্রান্ত আমিও।
তারপর অনিশ্চিত পথে
তাদের সবার সঙ্গে আমিও পথিক
বারম্বার অচেনার দাক্ষিণ্য প্রত্যাশী।

হৃদপাত্রে নৈরাশ্যের লাঞ্ছনা জমিয়ে
মাঝে মাঝে ভাবি এই ব্যাধিজীর্ণ দেহ টেনে নিয়ে—
ফিরে যেতে পারবনা পূর্ববঙ্গে
আমার বাঞ্ছিত বাঙলা দেশে,
মনে মনে পৃথিবীকে আমন্ত্রণ
বুঝি আর জানানো হবে না।
তখনি সহসা বেজে ওঠে
জীবনের সুরভগ্ন সমস্ত বাঁশীতে
যৌবনের বীর্যোদ্ধত কণ্ঠের আশ্বাস ঃ
তারা বলে, ভয় নেই আমরা ত' আছি,
এই ঘৃণ্য আঁধারের কণ্ঠনালী আমরা দুহাতে
ছিঁড়বোই জেনো।

বিনিময়ে শত শত নদী
রক্তে যদি ভরে যায় যাক্
রক্তের অভাব নেই বাঙলার কোটি কোটি তরুণের দেহে
বাঙলার মানচিত্রে তোমরাও ফিরে যাবে

আমাদের সাথে
অশক্ত দেহের ভর কাঁধে কাঁধে ভাগ করে নেবো
তবু ফিরে যাবো—
বাঙলার কোল থেকে নিরুদ্দিষ্ট তাবৎ সন্তান
সাথে নিয়ে সুনিশ্চয় তবু ফিরে যাবো
ফেলে আসা বাঙলার নগরে নগরে রাজপথে
গ্রামে গ্রামান্তরে
নতুন সড়কে;
যে-সড়ক সুপ্রশস্ত রাজপথ হবে
মৃত্যুঞ্জয় কালের তোরণে।

তাই হ'ক, তবে তাই হ'ক
বীর্যশুল্কে বাঙলার তরুণেরা— কেড়ে নাও জয়ের মুকুট
আমি ততদিন শুধু প্রাণপণে প্রাণধারণের
ক্লান্তি বয়ে চলি।

সাড়ে সাত কোটি মৃত্যুঞ্জয় বঙ্গ-সন্তানের
ইতিহাস থেকে আরো দীপ্ত ইতিহাসে
যখন সগর্ব উত্তরণ,—
দু'চোখের সর্বশেষ রশ্মিরাগে যেন
আমি শুধু এঁকে যেতে পারি
সেই ক্রান্তি-লগ্নটির দীপ্ত মুখচ্ছবি।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
অভিযান	২৫ নভেম্বর, ১৯৭১	প্রতিধ্বনি
১ম বর্ষ : ২য় সংখ্যা		(রাজনৈতিক পর্যালোচনা)

প্রতিধ্বনি

(অভিযান রাজনৈতিক পর্যালোচক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন আহমেদ গত ২৩শে নভেম্বরের বেতার ভাষণে বলেছেন, বাঙলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ভারত পাকিস্তান বিবাদে পরিণত করার পাকিস্তান কিংবা পাকিস্তানের পৃষ্ঠপোষক সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি দুরভিসন্ধি বাঙলার জনগণের ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের মুখে বানচাল হয়েছে। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন "বাঙলাদেশের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা একটিই— আর তা হলো পূর্ণ স্বাধীনতা।" এই পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীতে বাঙলার জনগণ লড়ছে এবং পূর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে আদায় করেই ছাড়বে।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে আরো বলেছেন, 'স্বাধীনতার ধারণা অশেষ অর্থগর্ভ। স্বাধীনতার তাৎপর্য নির্ভর করে যুদ্ধাবস্থায় আমরা কি মূল্য দিই এবং শান্তির সময়ে এর কি ব্যবহার করি তার উপর।' তাঁর বক্তব্যের নির্গলিতার্থ, আমরা স্বাধীনতার যুদ্ধে প্রচুর আত্মত্যাগ করছি এ জন্যে যে তার বিনিময়ে একটি শান্তিপূর্ণ সমৃদ্ধিশালী সমাজ আমরা প্রতিষ্ঠিত করবো। একটি সুন্দর স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা রচনা করার আত্মত্যাগ, যে ক্লেশভোগ প্রয়োজন তা আমাদের অবশ্যই করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্য সম্প্রসারণ করে আরো কিছু কথা বলা প্রয়োজন। বাঙলাদেশের কতিপয় মানুষ (যদিও তারা সংখ্যায় অল্প) যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তাদের কাছ থেকে বা প্রত্যাশিত ছিলো সে ধরণের কর্ম কিংবা আচরণ করেন নি। এতো এতে রক্তপাত, এতো আত্মত্যাগ, এতো বীরত্ব ব্যঞ্জক সংগ্রামেও তাঁরা ক্ষুদ্র স্বার্থের কথা ভুলে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের প্রয়াস প্রযত্ন জড়িত করেননি। এখানে অনেকের কর্ম এবং চিন্তাধারা বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের বদলে ক্ষুদ্র আত্মস্বার্থের খাতেই প্রবাহিত হচ্ছে। এটা খুবই দুঃখের বিষয়। যাঁরা এ ধরণের কাজ কর্ম করে যাচ্ছেন, তাঁরা হয়তো মনে করে থাকতে পারেন, সংগ্রাম এবং নৈরাশ্যের ডামাডোলে অনেকের অনেক অপকীর্তিই ধামাচাপা পড়ে যাবে। স্বাধীন বাংলাদেশে এর জন্য তাদের কোনরকম জবাবদিহি করতে হবে না। এ ধারণা পোষণ করে যদি তাঁরা নিশ্চিন্তবোধ করতে চান, তা হলে বলতে হয়, সময় সবকিছু ফাঁস করে দেবে। সুতরাং সময় থাকতে সাবধান হওয়া ভালো।

আমাদের সংগ্রামের লক্ষ্য স্বাধীনতা। স্বাধীনতা পেলেই আমাদেরকে শান্তি সম্প্রীতিতে ভরপুর একটি সমৃদ্ধশালী সমাজ নির্মাণে আত্মনিয়োগ করতে হবে। শুরু থেকেই আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ সে লক্ষ্যে ধাবিত করা উচিত। চিন্তার একমুখীতা

কাজে শৃঙ্খলা আনবে। নচেৎ এলোমেলো চিন্তা বিশৃঙ্খলা ডেকে আনবে। তার ফলে সমাজে একটা অরাজকতা আসা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। শুরুতেই বিচার বিশ্লেষণ না করে সামাজিক শক্তিগুলোকে যদি আপন গতিবেগে বাড়তে দেয়া হয়, তা'হলে সামাজিক শান্তির আশা সুদুর পরাহত। এখন থেকেই রণাঙ্গনে, গেরিলা এ্যাকশনে মুক্তি যোদ্ধাদের সাধারণ মানুষের প্রতি আচরণে, রাজনৈতিক শক্তি এবং সামরিক শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য পারস্পরিক শ্রদ্ধা, প্রীতি, সংযম এবং বিচার বোধ জাগরিত করা একান্ত প্রয়োজন। কেননা আজকের যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থার মধ্যে আমরা যে বীজ রোপন করছি, ভবিষ্যতে সেই বৃক্ষই গজাবে তা' থেকে।



হানাদার পাকিস্তানীরা আমাদের অসহায় প্রিয় পরিজনদের কাপুরুষের মত হত্যা করেছে। সাত কোটি বাঙ্গালী মুক্তিযোদ্ধা চলুন আমরা প্রত্যেকটি ঘাতকের টুটি ছিঁড়ে ফেলি।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
অভিযান ১ম বর্ষ : ২য় সংখ্যা	২৫ নভেম্বর, ১৯৭১	মার্কিন বৈদেশিক নীতি ও বাঙলাদেশ

মার্কিন বৈদেশিক নীতি ও বাঙলাদেশ

(অভিযান রাজনৈতিক পর্যালোচক)

পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবরে জানা গেছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের স্নেহপুষ্ট একদল মার্কিনী বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশ সমস্যার গভীরতা খতিয়ে দেখার জন্য ভারতে আসবেন। খবরে আরও বলা হয়েছে যে, তাঁরা বাংলাদেশ ও ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করবেন এবং সত্যিকার ভাবে সমস্যার গুরুত্ব কতখানি তা দেখার জন্য বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরগুলি পরিদর্শন করবেন।

ভারতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত আর এক খবরে জানা গেল যে, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার শরণ সিং এই ধরণের 'ফ্যাক্ট ফাইণ্ডিং কমিটি'র প্রয়োজনীয়তার গুরুত্বই অস্বীকার করেছেন এবং এ ব্যাপারে সরকারীভাবে তিনি কিছু জানেন না বলেও সংবাদ জানিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘ আট মাস পরে, যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন তার ইপ্সিত লক্ষ্যে দ্রুত এগিয়ে চলেছে তখন হঠাৎ বাঙলাদেশ সমস্যার গুরুত্ব কতখানি অথবা তার গভীরতা পরিমাপের জন্য এত ব্যস্ত হয়ে পড়ল কেন?

মার্চ মাস হতে বাঙলাদেশে ইয়াহিয়ার নরখাদক বাহিনী যে ধ্বংস নাট্য মঞ্চস্থ করেছে এবং সাড়ে সাত কোটি বাঙালী সেই অমানুষিক দানবীয় আগ্রাসনকে যেভাবে প্রতিহত করেছে— আর যার ফলে এককালের পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক স্বীকৃত মানচিত্রের পরিবর্তন সূচিত হয়ে জন্ম নিয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক বাঙলাদেশ— তা আর যাই হোক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অজানা থাকার কথা নয়।

মানবতার এই লাঞ্ছনা— জাতি হিসাবে বাঙালীকে একদিকে যেমন তাঁর অস্তিত্ব রক্ষার কঠিনতম সংগ্রাম ও চূড়ান্ত আত্মপরীক্ষার দরজায় ঠেলে দিয়েছে তেমনি অন্যদিকে পৃথিবীব্যাপী সৃষ্টি করেছে মানবতার মুমূর্ষ দেহে প্রাণ সঞ্চারের অংকুর। কঙ্গোর হত্যালীলা প্রত্যক্ষ করে, এঙ্গোলা মোজাম্বিকে মনুষ্যত্বের অবমাননা দেখে, ভিয়েতনামে ঘণ্টাচুক্তি মৃত্যু আর বায়াফ্রার রক্তাক্ত শ্মশান ভূমির জ্বলন্ত স্মৃতি মনে রেখেই বুঝি বাঙলাদেশ প্রশ্নে বিশ্ববিবেক আর চোখ বুজে থাকতে পারেনি। অনেক দেরীতে হলেও— মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারের মত অতি ধীর বিশ্ববিবেকের জাগৃতি আমরা লক্ষ্য করেছি। তাই আজ শত কোটি মানুষের ভালবাসা আর মমত্ববোধের প্রতিধ্বনি শোনা যায় 'প্রাভদা' আর বার্ণ্টের কণ্ঠে। ইউরোপ, আমেরিকাসহ এশিয়া আর আফ্রিকার মানবদরদী অসংখ্য কণ্ঠের প্রতিধ্বনি খোদ আমেরিকান সিনেটের সদস্য গালাঘার আর কেনেডীর মুখেও আমরা শুনেছি।

পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশের মানুষ ও তাঁদের সরকার (চিহ্নিত কয়েকটি দেশ বাদে) বাঙলার এই চরম সর্বনাশের মুখে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন— দাঁড়াবার আশ্বাস দিয়েছেন। ৭০ এর নভেম্বরে বাঙলাদেশে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও মহাপ্লাবনের পর সারা পৃথিবী যে গভীর মমত্ববোধের পরিচয় দিয়েছিল— দশ লক্ষাধিক মৃত বাঙালী আর তাদের বাত্যাবিধ্বস্ত পরিজনদের প্রতি যে ভাবে বিশ্বমানবগোষ্ঠী সাহায্য আর সহানুভূতির উদার হাত এগিয়ে দিয়েছিল ঠিক অনুরূপ ভাবে ১৯৭১ সালে ইয়াহিয়ার ফ্যাসিবাদী আক্রমণে বিধ্বস্ত বাঙালীকেও পৃথিবীর মানুষ সাহায্য করেছে এবং সহানুভূতি জানিয়েছে আন্তরিক মমত্বে।

পৃথিবীর টেলিভিশন কেন্দ্রসমূহ, তাবৎ রেডিও স্টেশনগুলি থেকেও বারবার প্রচারিত হয়েছে— হচ্ছে বাংলাদেশ সমস্যা ও তদসংক্রান্ত সকল পরিস্থিতির।

আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রীয় সমঝোতা কেন্দ্র জাতিসংঘের সাহায্য ও ত্রাণ কমিটির সাহায্য পেয়েছে বাঙালীরা। খোদ আমেরিকা থেকেই ঐ সংঘের ত্রাণ কমিটি প্রধান প্রিন্স সদরুদ্দীন আগা খাঁ স্বয়ং তদন্তে এসেছিলেন ভারতে। অধিকৃত বাঙলাদেশ যাকে ইয়াহিয়ার প্রচারযন্ত্র আজও পূর্ব পাকিস্তান বলে প্রচারে সরগরম, তাও পরিভ্রমণ করেছেন প্রিন্স সদরুদ্দীন আগা খান। তার এই পরিভ্রমণ ও তদন্তের পর জাতিসংঘের সদর দফতরে এবং সাংবাদিক সম্মেলনে কি কি বলেছিলেন তা এত বেশী দিনের কথা নয় যে আমরা ভুলে যাব। পৃথিবীর সমস্ত লোক প্রিন্সের মুখে শুনেছে যে, বাঙলাদেশ থেকে এত ব্যাপক সংখ্যক শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন যে, তার দায়িত্ব ভারত সরকারের একার পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়— পৃথিবীর মানবতাবাদী প্রতিটি সরকারেরই বাঙালীদের ত্রাণ কার্যে এগিয়ে আসা উচিত। স্বয়ং রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল বলেছেন বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসের কলঙ্কিততম অধ্যায় হল বাঙলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী। তিনি বলেছেন, আরও অধিক হারে এই দুর্দশাগ্রস্ত জাতিকে সাহায্য করতে হবে এবং সেটাই আজকের পৃথিবীর নৈতিক দায়িত্ব। তদন্ত শেষের রিপোর্টে প্রিন্স সদরুদ্দীন আরও বলেছেন, সম্মানজনক রাজনৈতিক সমাধান ও নিরাপত্তার অটুট আশ্বাস না পেলে শরণার্থীরা দেশে ফিরে যাবেন না। শুধু প্রিন্স সদরুদ্দীন নয় পৃথিবীর মানবতাবাদী রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিরা সাংবাদিক যাঁরাই শরণার্থী শিবির পরিদর্শনের জন্য ভারতে এসেছেন তাঁরা সবাই একবাক্যে বলেছেন যে, উপযুক্ত সময়ে সম্মানজনক পরিস্থিতিতেই শুধু মাত্র বাঙালীরা তাঁদের দেশে ফিরে যাবেন, তার আগে নয়। উপরোক্ত মন্তব্য তাঁরা নিশ্চয়ই তাঁদের স্ব স্ব স্বার্থের নিশ্চয়তা বিধানের সূত্র হিসাবে উপস্থিত করেননি বরং শরণার্থীরা যা তাঁদেরকে বলেছেন, বিশ্বের বিবেকবান এই মানুষগুলি তাই বিশ্বের কাছে অকপটে তুলে ধরেছেন মাত্র।

এতসব ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরও যখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট তদন্ত কমিশন নিয়োগ করে বাংলাদেশ সমস্যার গভীরতা মাপার প্রশ্ন তোলেন তখন কি একটি প্রশ্ন সংগতভাবেই করা চলেনা যে, তাহলে বাঙলাদেশ নিয়ে বিশ্বব্যাপী এই ডামাডোলের বাজারে আমেরিকা গত ক'মাস শুধু নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতি প্রবাহ কিন্তু এই তথ্য স্বীকার করেনা। বরং ঘটনার পরম্পরা এই কথাই

বলে যে, বাঙলাদেশ সমস্যায় যারা বিশেষভাবে বিচলিত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তাদের মধ্যে অন্যতম।

পাকিস্তান অখণ্ড থাকবে, না তা ভেঙ্গে স্বাধীন বাঙলাদেশ জন্ম নেবে এই প্রশ্নে বিশ্বব্যাপী জনমত দু-টুকরো হয়ে ভেঙ্গে গেছে। কিছু কিছু স্বার্থপন্থী, যারা পাকিস্তানের অখণ্ডতায় নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উপাদান দেখেন, তাঁরা বাঙালীদের অপ্রতিরোধ্য মুক্তিযুদ্ধের আয়ুস্কাল বেঁধে দিয়ে তার ব্যর্থতার কারণগুলি বিশ্লেষণ করতে যাওয়ার শখের মত, বোকার স্বর্গে বাস করছেন না এমন নয়। অবশ্য এক বৃহৎ সংখ্যক ইতিহাসসচেতন মানুষ এর প্রতিবাদ করেছেন। তাঁরা বলেছেন বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জয়লাভ নিশ্চিত। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র মার্চ পরবর্তীকালে নিশ্চিতভাবেই পাকিস্তানের পক্ষে এমন সব কাজ করেছে যাতে করে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, মার্কিনীরা আর যাই হোক পাকিস্তান ভেঙ্গে যাক তা চায় না। আর তা চায় না বলেই সে পাকিস্তানী জল্লাদদের হাতে তুলে দিয়েছে ব্যাপক হারে মানুষ মারার অস্ত্র।

একথা অবশ্য ঠিক যে পাকিস্তান সৃষ্টির পর গোটা পাকিস্তানে এমন কোন রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক উত্থান পতনের ঘটনা নেই যাতে মার্কিনীদের স্বার্থ জড়িত ছিল না— বিশেষ করে খাজা নাজিমুদ্দিনে পতনের পর মার্কিনী পেটুয়া বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর গদীতে বসার পর। এরপর থেকে মার্কিন সরকার পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করা শুরু করে। এ প্রসঙ্গে পূর্ব বাঙলার ঐতিহাসিক '৫৪ এর সাধারণ নির্বাচনোত্তর কালে পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ও নিউ ইয়র্ক টাইমসের রিপোর্টার কুখ্যাত সাংবাদিক কলহন-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

সে যাই হোক আমেরিকা যে কোটি কোটি বাঙালীর এই চরমতম বিপদের দিনে পাকিস্তানী বৃহৎ পুঁজিপতিদের পক্ষে দাঁড়াবে তা পাকিস্তানের ভৌগলিক অবস্থান ও তার অর্থনীতিতে আমেরিকান লগ্নী পুঁজিই বলে দেয়। এ নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন পড়ে না। আর তাই আমরা দেখি— আমেরিকা তার তাঁবেদারদের দিয়ে সব কিছু ভুলে গিয়ে একটা রাজনৈতিক আপোষ মীমাংসার কথা বিভিন্ন সময়ে বারবার উত্থাপন করেছে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতা তা বারবার প্রত্যাখ্যান করে মুক্তিযুদ্ধের পতাকাকেই উর্দ্ধে তুলে ধরেছেন।

ইতিমধ্যে জল্লাদ ইয়াহিয়া তার সাধের পাকিস্তান বাঁচাতে গিয়ে বড় বেশী দিয়ে ফেলেছে। ভারত সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করে সে এখন ভারত আক্রমণ করে এটা পুষিয়ে নিয়ে বাঙলাদেশ সমস্যাকে পাক ভারত সমস্যা হিসেবে দেখানোর অপচেষ্টায় নিয়োজিত। আর এতে তার বড় মদতগার হল বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের মোড়ল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। আমেরিকা এর আগে রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উথান্টের মাধ্যমে সীমান্তে জাতিসংঘ বাহিনী মোতায়েনের প্রস্তাবও অবশ্য এই উদ্দেশ্যে করেছিল বলে মনে করার যুক্তিসংগত যথেষ্ট কারণ আছে।

এদিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি যা বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ বিদ্যমান তা পাকিস্তান বা বাঙলাদেশ প্রশ্নে বেশ বেকায়দায় পড়ে গিয়েছে। আমেরিকান সিনেটে ক্রামগত বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ

হ্রাসের দাবী সোচ্চার হয়ে ওঠে। ফলে ৮ই নভেম্বর সিনেটে যে বৈদেশিক সাহায্য বিলের অবলুপ্তি ঘটে তাতে তার বৈদেশিক অর্থ সাহায্যের ক্ষেত্রেও বেকায়দায় পড়ার লক্ষণ স্পষ্ট (অবশ্য পরে এই বিলটি অনুমোদিত হয়েছে)।

আন্তর্জাতিকভাবে বিশেষ করে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাজনেতিক পটভূমিকায় তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ তার ঐতিহ্যবাহী দুমুখো পররাষ্ট্রীয় নীতি অব্যাহত রাখতে অসমর্থ হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে বাঙলাদেশের লক্ষ লক্ষ শরণার্থীদের সাহায্যদান ও বাঙ্গালী হত্যায় দস্যু ইয়াহিয়া চক্রের সাহায্য কার্যক্রম যে আর পাশাপাশি চালানো যাবে না তা বিশ্বজনমত ও সংগ্রামী বাঙালীর সোচ্চার কণ্ঠ স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে।

তার ফলেই ক্ষমতাসীন নিক্সন প্রশাসন বাঙলাদেশ প্রশ্নে তাদের নিজস্ব অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে চায়। কিন্তু তা করতে গেলে হয় মার্কিনীদের সরাসরি ইয়াহিয়ার পক্ষে নয়ত বাঙলার মুক্তিকামী মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবার প্রশ্ন ওঠে। অথচ এর কোনটাই হোয়াইট হাউস তার নিজস্ব শ্রেণী চরিত্রের কল্যাণে করতে পারে না। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠির সাথে চীনা নেতৃত্বের দহরম-মহরম, পশ্চিম ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সর্বশেষ বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি আমেরিকানদের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে বিশেষ বাধার কাজ করেছে বলে অনুমান করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

তাই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী অশুভ শক্তি আজ বাঙলাদেশ সমস্যার দ্রুত নিষ্পত্তি ঘটিয়ে এই নাজুক পরিস্থিতি হ'তে মুক্তি পেতে চায়। এ ব্যাপারে ইয়াহিয়ার গোপন আপোষ প্রস্তাব তাদেরকে যথেষ্ট উৎসাহিত করেছে বলে অনুমান করা যেতে পারে।

তাই দীর্ঘদিন বাঙলাদেশ প্রশ্নে কোন বক্তব্য না রেখে, খুনী ইয়াহিয়া চক্রের মারণাস্ত্র সরবরাহ করে আজ হঠাৎ নিক্সন প্রশাসন বাঙলাদেশ সমস্যার গভীরতা পরিমাপের প্রয়োজনে এদেশে পাঠাচ্ছে বিশেষজ্ঞ দল, যাদের একমাত্র কাজ বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শত্রুদের খুঁজে বের করে গোটা আন্দোলনকে আপোষের চোরা গলিতে নিক্ষেপ করে পাক-ভারত উপমহাদেশে মার্কিনী অবস্থানকে অক্ষত রাখা।

কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক রক্তস্রোত বয়ে গিয়েছে পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী, কপোতাক্ষ দিয়ে— নিক্সন প্রশাসন তা বুঝলেও হয়ত স্বীকার করতে চায় না। কিন্তু বাংলার আপামর জনগণ এই ষড়যন্ত্র ধরে ফেলেছেন। তাঁরা যা বলতে চান তা প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্রের মন্ত্রী সর্দার শরণ সিংহের মুখেই শুনে রাখুন মার্কিন বিশেষজ্ঞ দল "এ দেশে আপনাদের কোন প্রয়োজন নেই।"

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
অভিযান	২৫ নভেম্বর, ১৯৭১	পাকিস্তানী চণ্ড চক্রের
১ম বর্ষ : ২য় সংখ্যা		চণ্ডতম নায়ক ইয়াহিয়া

পৃথিবীর এক একটি রাষ্ট্র অথবা জাতিকে ধ্বংসের জন্য একটিমাত্র শক্তিদর্পী মূর্খের প্রয়োজন এ যুগের তেমন একটি মূর্খ পাকিস্তানী চণ্ডচক্রের চণ্ডতম নায়ক ইয়াহিয়া

দখলীকৃত বাঙলাদেশের প্রত্যেকটি অঞ্চল মুক্ত করার জন্যে মুক্তিযোদ্ধারা সর্বাত্মক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁদের প্রবল আক্রমণের মুখে পাকিস্তানী ঘাতকবাহিনী ধীরে ধীরে পিছু হটে যাচ্ছে এবং বাঙলাদেশের প্রতিটি সীমান্তে একের পর এক এলাকা মুক্তিবাহিনীর দখলে আসছে। প্রায় আট মাসে নির্যাতন শিবিরতুল্য দখলীকৃত এলাকায় অবরুদ্ধ থাকার পর মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন পশু শক্তির হাতে নৃশংসভাবে উৎপীড়িত বাঙালী নারী পুরুষ। তাঁরা আশা করছেন আর কতদিনে দখলীকৃত গোটা বাঙলাদেশ পাকিস্তানী দুশমনের কবল মুক্ত হবে। আমরা জানি সেদিনের খুব বেশী আর বিলম্ব নেই— কয়েক সপ্তাহেরই মাত্র ব্যবধান।

এই উজ্জ্বল বাস্তবের সামনে দাঁড়িয়েও কিন্তু পাকিস্তানী জঙ্গীচক্রের আস্ফালন কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি। তাদের প্রচারণার সুর এবং বক্তব্যেও কিছুমাত্র তারতম্য ঘটেনি। সেই একই বস্তাপচা অজুহাত ভারতীয় চক্রান্ত ও ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী। লক্ষাধিক সুশিক্ষিত মুক্তিযোদ্ধার হাতে বস্তুতঃ গোটা বাঙলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মুক্তিযোদ্ধার হাতে বে-ধড়ক মার খেয়েও ইয়াহিয়া চক্র তা স্বীকার করতে পারছে না। কারণ খেলা শেষ হয়েছে এই সত্য মেনে নেবার আগে মুখ রক্ষার মত একটা বিরাট অজুহাত সৃষ্টি করতেই হবে তাদের।

তাই ভারতের বিরুদ্ধে ব্যাপক যুদ্ধেরই তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে। চীনা প্রতিনিধিদলের ভোজসভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে ইয়াহিয়া খাঁ যে কথাগুলি বলেছে তা থেকেও সে কথাই প্রমাণ হচ্ছে। ইয়াহিয়া বলেছে "দিন দশেকের ভেতরেই নিজের হাতে যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে আমি যুদ্ধক্ষেত্রে চলে যাবো"। শ্রীমতি গান্ধীর কাছে পাঠানো মৈত্রী প্রস্তাব উপেক্ষিত হওয়ায় ক্রুদ্ধ ইয়াহিয়া বলেছে "ওই মেয়ে মানুষটি যদি মনে করে থাকে আমাকে ভয়

দেখিয়ে ঘায়েল করা যাবে তা হলে সে জেনে রাখুক, আমি সে পাত্র নই।" (আমরা বরাবর লক্ষ্য করে আসছি দেশে বিদেশে যে কোন প্রসঙ্গে শ্রীমতী গান্ধীর নাম উল্লেখ করতে হলে ইয়াহিয়া তাঁকে সেই মেয়েমানুষটি, ওই মেয়ে মানুষটি সূচক অশালীন বিশেষণেই চিহ্নিত করে। তার মত অমার্জিত লোকের মুখে হয়ত সেটাই শোভা পায়। কিন্তু তার পক্ষে এটাও ভুলে যাওয়া সম্ভব নয় যে বাঙলাদেশ প্রশ্নে শ্রীমতি গান্ধী ভারতের ষাট কোটি মানুষের মুখপাত্র। তা হলে শ্রীমতি গান্ধীর নাম উল্লেখেও তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠার কারণটি কি এই যে ভদ্রমহিলার সামনে তার মত একজন জবরদস্ত জঙ্গী জেনারেল কোন রকমেই হালে পানি পাচ্ছে না। ফলে ধিকৃত পৌরুষের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে সাধারণ সৌজন্য এবং ভদ্রতার লেবাস ফেলে দিয়ে ইয়াহিয়া খাঁ গোটা বিশ্বের সামনে অমন প্রগলভ হয়ে উঠেছে?)

একই বক্তৃতায় প্রসঙ্গান্তরে ইয়াহিয়ার উক্তি : "সে (শ্রীমতি গান্ধী) যদি যুদ্ধ চায় আমি তার যুদ্ধ সাধ অবশ্যই মিটিয়ে দেবো" অর্থাৎ পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করতে যাচ্ছে। কিন্তু কেন? কিছুদিন আগেও ইয়াহিয়া বলেছে, 'পাঁচগুণ বেশী শক্তিশালী ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া পাকিস্তানের পক্ষে বাতুলতা।' তবু সেই বাতুল প্রয়াসে কেন জড়িয়ে পড়তে চাইছে পাকিস্তানী জঙ্গীচক্র সেটাই বিবেচ্য।

বাঙলাদেশের স্বাধীনতা যে একটি স্বীকৃত সত্য সে কথা আজ বৃহৎ শক্তিবর্গসহ পৃথিবীর সকলেই এক রকম মেনে নিয়েছেন। চীনের বিশ্বাসও তা থেকে আলাদা নয় বলেই আমরা মনে করি। পশ্চিম পাকিস্তান এবং পাকিস্তানী জঙ্গী শাসকচক্রও এ কথা জানে। বিশ্বের দরবারে নানাভাবে ধর্না দিয়ে ব্যর্থ হয়ে তাদের সে ধারণা এখন দিবালোকের মত স্পষ্ট। তারা জানে বাঙলাদেশ ছেড়ে যেতে হবে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে ত থাকতে হবে। টিকিয়ে রাখতে হবে সেনাবাহিনী। পশ্চিম পাকিস্তানে অন্ততঃ অটুট রাখতে হবে শাসন ক্ষমতা। ফলে জঙ্গী সরকার যে নতুন পরিকল্পনা নিয়েছে গোটা পাকিস্তানে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বাঙলাদেশ প্রশ্নে পশ্চিম পাকিস্তানে রাজনৈতিক বিরুদ্ধমত সোচ্চার হয়ে উঠেছে। গত কিছুকাল থেকে এই বিরুদ্ধমত যাতে দেশব্যাপী একটা জনমত সৃষ্টি করতে না পারে তার অন্যতম প্রতিরোধ ব্যবস্থায় জঙ্গীচক্র ওয়ালী ও ভাসানী ন্যাপকে রাজনৈতিক দল হিসেবে অবৈধ ঘোষণা করে নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করেছে। পশ্চিম পাকিস্তানে জনমতের কণ্ঠরোধ বর্তমান পর্যায়ে প্রথম শুরু হ'লো। কিন্তু অপর দিকে ইয়াহিয়া এখনও বলে চলেছে যে সে জনগণের হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এখন এ ভাঁওতা সে কাকে দিচ্ছে তা অবশ্য অনুমান করা শক্ত। কারণ যত দালালীই করুক ইয়াহিয়ার হাত থেকে গণ পরিষদের মাধ্যমে বাঙলাদেশে ক্ষমতা গ্রহণের সাহস যে কারও হবে এমন মনে হয় না। প্রমাণ হিসেবে দেখা যাচ্ছে বাঙলাদেশের গণপরিত্যক্ত যাবতীয় দালাল নেতারা এখন পশ্চিম পাকিস্তানেই ভীড় জমিয়েছে এবং তারা হয়ত লাশ না হয়ে আর বাঙলাদেশে ফিরবে না।

পশ্চিম পাকিস্তানে জনমতের কণ্ঠরোধ জঙ্গীচক্রের পক্ষে একটা মামুলী ব্যাপার হলেও বর্তমানে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। বাঙলাদেশ প্রশ্নে দুটি রাজনৈতিক মতের দ্বন্দ্ব পশ্চিম

পাকিস্তানে বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছিল। একদল এইমত পোষণ করেছিলেন যে বাঙলাদেশ যখন ছেড়ে আসতেই হবে তখন আরও ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে মানে মানে সরে পড়া ভাল। কিন্তু ক্ষমতাসীন জঙ্গীজোটের ধারণা, তাতে মুখরক্ষা হবে না বলে সেনাবাহিনী ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাবে। কাজেই ৬০ কোটি ভারতের বিরুদ্ধে ৫ কোটি পশ্চিম পাকিস্তানের লড়ে যাওয়াই সর্বদিক দিয়ে সমাচীন। কয়েক দিন যুদ্ধ চালিয়ে গেলে তারপর জাতিসংঘ ত' হস্তক্ষেপ করবেই। তখন বাঙালী সকলে না মরলেও পাকিস্তানী লাঠিটা অন্ততঃ অটুট নিয়ে ফেরা যাবে। ইতিমধ্যে বেপরোয়া বোমাবাজী করে ভারতের সীমান্ত এলাকা এবং শিবিরে শিবিরে শরণার্থী বাঙালীদের বেশ কিছুটা ঘায়েল করা যাবে।

এই পরিকল্পনা অনুসারেই পাকিস্তানের জঙ্গীচক্র কাজ করে যাচ্ছে এবং হয়ত দু'চারদিনের ভেতরেই তারা ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধই ঘোষণা করে বসবে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
অভিযান	২৫ নভেম্বর, ১৯৭১	পাক দূতাবাসগুলিতে
১ম বর্ষ : ২য় সংখ্যা		শয়তানের অনুচর

পাক দূতাবাসগুলিতে শয়তানের অনুচর

পাকিস্তানের সমরনায়ক জেনারেল ইয়াহিয়ার তখত তাউস টলমল করে উঠেছে। তাই তার মেজাজ সবসময় চড়ে থাকে। এক বৃটিশ সংবাদদাতার মতে গত তিন মাস ধরে তিনি নাকি ভয়ংকর রকম চটে আছেন। এ সময়ের মধ্যে একবারও নাকি শান্ত অবস্থায় তাঁকে দেখা যায়নি। এই মনোবিকলনটা তাদের বাঙালী বিদ্বেষ হিসেবে ভারী উদ্ধত এবং অশোভনভাবে মার্চের পঁচিশ তারিখের পর থেকে প্রকাশ পেতে আরম্ভ করেছে। প্রতিটি নাজী যেমন হিটলার বলে মনে করতো নিজেকে, তেমনি ইয়াহিয়ার প্রতিটি অনুচরও নিজেকে ইয়াহিয়া বলে ভাবতে শুরু করেছে। তাদের ভাবভঙ্গী, আচার আচরণ সবকিছুই জেনারেল ইয়াহিয়ার মতো।

নয়াদিল্লী থেকে প্রকাশিত একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা দিল্লীর পাকিস্তান হাই কমিশনের জনৈক ব্রিগেডিয়ার গোলাম হাসানের কাহিনী প্রকাশ করেছেন। এই গোলাম হাসান লোকটির নামের আগে ব্রিগেডিয়ার দেখে যে কেউ তাকে সামরিক বাহিনীর লোক মনে করতে পারে। আসলে সে হচ্ছে পাকিস্তান হাই কমিশনের এ্যাটাচি। কয়েক সপ্তাহ আগে দিল্লীর পাকিস্তানী হাই কমিশনের বাঙালী কর্মচারীরা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ক'রে পাকিস্তানী হাই কমিশন থেকে বেরিয়ে আসার সময় হাই কমিশনের পাকিস্তানী কর্মচারীরা তাঁদের সামনে নানা বাধার সৃষ্টি করে এবং প্রলোভনে মুগ্ধ করতে চেষ্টা করে। তা সত্ত্বেও বাঙালী কর্মচারীরা খুনী ইয়াহিয়া সরকারের কাজ করবেন না বলে দূতাবাস ছেড়ে চলে আসেন। প্রকাশ, তখন এই হাসানই বাঙালী কর্মচারীদের বলেছিলো, মনে রাখবে আমি পাঠান, দরকার হ'লে তোমাদের গুলি করে মারবো। বাঙালী জনাব হোসেন আলীকে পাকিস্তান হাই কমিশনে গুম করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর মুক্তির জন্য বার বার আবেদন নিবেদন করেও কোন ফল পাওয়া যায়নি। পাকিস্তান হাই কমিশন এই আবেদন নিবেদন এবং বিক্ষোভে কোনরকম কর্ণপাত করেননি বললেই চলে। পিতার মুক্তির জন্য জনাব হোসেন আলীর দুই শিশু পুত্রের প্রার্থনাও বৃথা গেছে। বস্তুতঃ বাঙালী কর্মচারী হোসেন আলী পাকিস্তান হাই কমিশনের জিন্দানখানায় বন্দী। তাঁকে মুক্ত করা এখনও সম্ভব হয়নি।

বাঙলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ঘোষণার পর থেকে প্রতিটি দূতাবাসে বাঙালী কর্মচারীবৃন্দ একে একে দূতাবাস ছেড়ে চলে এসেছেন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদান করেছেন। জনাব হোসেন আলীর ভাগ্য এবং হাসানের পাশবিক কীর্তির কথা প্রকাশ হওয়ার পরে, কারো অনুমান করতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, দূতাবাসগুলোতেও পাকিস্তান ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। যে সকল বাঙালী বাংলাদেশের সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদান করতে ব্যগ্রভাবে ইচ্ছুক তাঁদেরকে অনেক

ক্ষেত্রে জোর করে আটক রাখা হয়েছে। নয়াদিল্লীর পাকিস্তানী হাইকমিশনের ঘটনাই তার প্রমাণ।

নয়াদিল্লী পাক হাইকমিশনের এই নব্য নায়ক গোলাম হাসান কেমন মানুষ তার চাকরী জীবনের নথিপত্র ঘাঁটলেই তার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যাবে বলে প্রকাশ। বাঙালী বিদ্বেষই ছিল তার পদোন্নতির মুখ্য সোপান। ১৯৬৯ সালের জঙ্গীলাট আয়ুবের আমলে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় পর্দার অন্তরাল থেকে যারা কলকাঠি নেড়েছিল এই গোলাম হাসান তাদের একজন। আগরতলা মিথ্যা মামলার ঠেলায় আয়ুব খানকে সিংহাসন ছাড়তে হয়। কিন্তু গোলাম হাসান ইয়াহিয়ার সুনজরে পড়ে যায়।

এই গোলাম হাসান এবং তার মতো মানুষেরা কতদূর কাপুরুষ একটি ঘটনার উল্লেখ করলেই তা' পরিষ্কার হবে। গত ১৯৭০ সালের নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমান যখন নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাসহ বিজয় অর্জন করেছিলেন এবং ইয়াহিয়া ঘোষণা করেছিল, তিনিই দেশের "ভাবী" প্রধানমন্ত্রী, তখন গোলাম হাসান তাঁর কাছে করজোড়ে দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'স্যার আমি একজন সরকারের নগন্য নওকর মাত্র।' পাকিস্তানের দূতাবাসগুলিতে বাঙালী কর্মচারী গোলাম হাসান শ্রেণীর লোকদের হাতে এতকাল কিভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে তা অনুমান করাও দুঃসাধ্য।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
অভিযান	২৫ নভেম্বর, ১৯৭১	বিশ্বাসঘাতকতার পথ
১ম বর্ষ : ২য় সংখ্যা		এখনও পরিহার করুন

বিশ্বাসঘাতকতার পথ এখনও পরিহার করুন

তা'না হলে মৃত্যুর গ্লানিকর শাস্তিই হবে

একমাত্র অবশ্যম্ভাবী পরিণতি

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ গত ২৩শে নভেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণে বলেছেন, মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ তীব্রতর পর্যায়ে উপনীত, যে কোন স্থানে যে কোন জায়গায় এমন কি শত্রুর নিরাপদ অবস্থানের ওপর মুক্তিবাহিনী আক্রমণ চালিয়ে তাকে বিমূঢ় করে দিতে পারে।

একদিকে রণক্ষেত্রে শত্রুরা যেমন মার খাচ্ছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি আন্তর্জাতিক সমর্থনও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজ পশ্চিম পাকিস্তানও অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও রাজনৈতিক ভাঙনের মুখে। এ থেকে নিস্তার পাবার জন্য পাকিস্তান ভারতের সাথে যুদ্ধ বাধিয়ে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম থেকে পৃথিবীর দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন, এর দ্বারা বাংলাদেশে পাক জঙ্গীশাহী সুনিশ্চিত পরাজয় এড়াতে পারবে না অথচ তাদের ভ্রান্তি, অপরাধের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে, পরিণামে তাদের আত্মবিনাশ সুনিশ্চিত হবে।

পাকিস্তানের বিদেশী পৃষ্ঠপোষক যারা বাংলাদেশের সংগ্রামকে ভারত পাকিস্তান সংঘর্ষে চিহ্নিত করতে উদ্যোগ নিয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা একটি— তা হোল পূর্ণ স্বাধীনতা। সেটাই প্রমাণিত হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষের সংকল্পে, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে আর স্বাধীনতা রক্ষার অপরাজেয় শক্তির মধ্য দিয়ে।

ভারতকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্যের বিনিময়ে বাংলাদেশের শরণার্থীদের পাকাপাকিভাবে ভারতে বসবাসের ব্যবস্থা করার জন্য কোন একটি দেশের প্রস্তাব উল্লেখ করে তাজউদ্দিন বলেন, "এর দ্বারা পর্বতপ্রমাণ অবিচার অন্যায়কে বিনা বাক্যে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে, ভবিষ্যতে গণহত্যা ও ব্যাপক বাস্তুত্যাগের পথ প্রশস্ত করা হয়েছে"। তাদেরকে হুঁশিয়ার করে তাজউদ্দিন আহমদ বলেছেন, "শরণার্থীরা অস্থাবর সম্পত্তি নন যে অর্থের বিনিময়ে তাঁদেরকে হাতবদল করা যাবে"। তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, শরণার্থীরা সম্মান ও মর্যাদার সাথে জন্মগত অধিকার নিয়ে স্বদেশে ফিরে যাবেন, সেদিন প্রত্যাসন্ন। তাজউদ্দিন আহমদ প্রশ্ন করেন, উপমহাদেশে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রেসিডেন্ট নিক্সন একটি বিশেষ দল পাঠিয়ে কি উদ্দেশ্য সাধন করতে চান ? তার দেশের কূটনীতিক ও আইনসভার সদস্যরা অবগত নন এমন কি তথ্য জানতে চান ? ব্যাপক গণহত্যাকে যারা

নিন্দা করেন নি, তারা তথ্য সংগ্রাহক পাঠিয়ে কি ফল লাভ করতে চান, তিনি বুঝতে পারেন না। তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন "তাতে আমাদের সংকল্পের ব্যত্যয় হবেনা,— সে সংকল্প হল দেশকে শত্রুমুক্ত করে নিজেদের অভিপ্রেত সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা"।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতা লাভের দিনটি আজ নিকটতর হয়েছে। তাই আজ শত্রু সংহারের প্রতিজ্ঞা গ্রহণের সাথে সাথে শহীদের রক্তের মর্যাদার উপযুক্ত সমাজ গঠনে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ।

তিনি আরও বলেন, "আমাদের সংগ্রাম সেদিনই সার্থক হবে যেদিন আমরা বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হব"।

বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানী জঙ্গী সরকার মুক্তি না দিলে বাংলাদেশ থেকে পাক সৈন্যদের নিষ্ক্রমণের পথ রুদ্ধ করে দেয়া হবে। আর তখনই ইয়াহিয়া ক্রুর সত্যের মুখোমুখি হবে বলে তিনি মনে করেন।

পরিশেষে বাংলাদেশের বীর শহীদ ও অকুতোভয় যোদ্ধা, সংগ্রামী জনগণকে যথাক্রমে শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মুক্তি সংগ্রামের বর্তমান পর্য্যায়কে চূড়ান্তস্তরে নিয়ে চলুন।

যে সব রাজাকার, পুলিশ বা সরকারী কর্মচারী বা অন্যান্য ব্যক্তি বিবেকের বিরুদ্ধে হানাদারদের কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে তাদেরকে বিদ্রোহের সুযোগ গ্রহণ করবারও আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। যারা শত্রু পক্ষের সাথে স্বেচ্ছায় হাত মিলিয়েছে তাদেরকে তিনি শেষবারের মত হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, বিশ্বাসঘাতকতার পথ পরিহার করুন, তা না হ'লে পরিণতি একটিই, তা হল গ্লানিকর মৃত্যু।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
অভিযান	১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ৩য় সংখ্যা		পাকিস্তানের কবর খোঁড়া শুরু হয়েছে

সম্পাদকীয়

পাকিস্তানের কবর খোঁড়া শুরু হয়েছে

দশ দিনের ভেতর যুদ্ধে যাবার ওয়াদা অনুযায়ী পাকিস্তানের জঙ্গী লাট ইয়াহিয়া খাঁন তার সেনাবাহিনী নিয়ে ভারতের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে। গত সপ্তাহে আমরা বলেছিলাম পাকিস্তান জঙ্গীচক্র ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধই লাগিয়ে দিতে পারে। বাঙলাদেশ হাতছাড়া হলেও পশ্চিম পাকিস্তানে শাসন ক্ষমতা সুরক্ষিত রাখার জন্যে এবং সেনাবাহিনীর কাছে মুখ রক্ষার জন্যে তারা এটাই করতে পারে বলে অনুমান করা যাচ্ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক চক্রান্তকারীরা পাকিস্তানী জঙ্গীচক্রকে কততখানি উৎসাহিত করেছে সেটাই আগামী কয়েক দিনের ভিতরেই বুঝা যাবে। এ প্রসঙ্গে আমেরিকা ও চীনের ভূমিকায় যে কোনো জটিলতা নেই গত দশ দিনের ঘটনাই তা প্রমান করেছে। এই সময়ের ভেতরে উভয় বৃহৎ রাষ্ট্রই পাকিস্তানকে দ্রুত অস্ত্র সরবরাহের উদ্যোগ নিয়েছে। পক্ষান্তরে আমেরিকা ভারতকে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ ক'রে দিয়েছে।

এই অবস্থা ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিকদের মনে, বিশেষ করে বাঙলাদেশ সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে, কিছু মাত্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে যে পারিনি সে কথা সেদিন শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর ভাষাতেই প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বাঙলাদেশ প্রশ্নে নিক্সন সরকারের অভিসন্ধিমূলক মনোভাবের কঠোর সমালোচনা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলেছেন যে ভারতকে ভ্রুকুটি দেখিয়ে কারও মতলব হাসিল করার দিন শেষ হয়েছে। ভারত তার নিজের অনুসৃত মানবিক এবং গণতান্ত্রিক নীতির পথে অটল থাকবার জন্যে কারও সহায়তার মুখাপেক্ষী নয়। সুতরাং বাঙলাদেশের এক কোটি দুর্গত শরণার্থীকে নির্বিঘ্নে পুনর্বাসনের যে নীতি ভারত প্রথমে ঘোষণা করেছে, শেষ পর্যন্ত সেই নীতিই সে অনুসরণ করবে। এর বিরুদ্ধে যে কোন আঘাতকে সে নিজের ওপর আঘাত বলে গণ্য করবে এবং সেই বিচারেই তার জবাব দেবে। বলা বাহুল্য, পাকিস্তানী হামলার জবাবে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে পাকিস্তানী ভূখণ্ডে ঢুকেই প্রতিঘাতের আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং সেনাবাহিনী তৎপরতার সঙ্গে সে আদেশ প্রতিপালনের জন্যে অগ্রসর হয়েছে। ফলে পাকিস্তান এতদিন ধরে যে জন্যে ক্রমাগত উসকানী দিয়ে চলেছিল সেই ভারত পাকিস্তান সংঘর্ষই দানা বেঁধে উঠেছে।

কিন্তু সংঘর্ষ যেভাবেই জটিল হয়ে উঠুক, তার ফলে বাঙলাদেশ প্রশ্ন যে চাপা পড়ে যাবেনা— যেতে পারে না, শ্রীমতি গন্ধী সে কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন। এাদ৲কে বাঙলাদেশের স্থির প্রতিজ্ঞ মুক্তি-সংগ্রামীরা বাঙলাদেশের সীমান্তবর্তী প্রত্যেকটি

রণক্ষেত্রে দখলদার পাকিস্তানী বাহিনীকে বিপর্যস্ত করে তুলছে। বড় বড় কয়েকটি শহর কেন্দ্রিক সেনানিবাসে একরকম অবরুদ্ধভাবে গোলাবাজী করা ছাড়া তাদের ব্যাপক গতিবিধির ব্যবস্থা নাই বললেই চলে। অবরুদ্ধ সৈন্যদের জন্য নতুন সাহায্য আমদানী সম্ভাবনাও তাদের বন্ধ। এ অবস্থায় বাঙলাদেশে দখলদার পাকিস্তানী দস্যুদের সমূলে ধ্বংস হবার বিলম্ব নেই।

অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্ত বরাবর ভারতীয় এলাকায় বিমান হামলা চালাবার ফলে ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তানের জমিতে ঢুকেই পাকিস্তানী সামরিক যন্ত্র ধ্বংস করার হুকুম পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, কিছুদিন আগে ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেছিলেন, এবার যুদ্ধ বাঁধলে পাকিস্তানের যে অংশ ভারতের দখলে আসবে ভারত আর তা ছেড়ে দেবে না। আর কোনো 'তাসখন্দ' চুক্তি করা হবে না। এ থেকে অনুমান করা চলে দু'দিকে কঠোর বিপর্যয়ের মুখে পাকিস্তানের অস্তিত্বই ধ্বংসের মুখোমুখি হয়েছে।

এই অবস্থায় আন্তর্জাতিক চক্রান্তকারী পাকিস্তানের বন্ধুরা তাকে কি সাহায্য দিতে পারবেন ? ভারতকে ধমক দিয়ে যে নীতি-বিচ্যুত করা চলবে না সেকথা ত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি গন্ধী বলে দিয়েছেন। তা হলে পাকিস্তানের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আপাততঃ যে ব্যবস্থা করার পথ এখনও একেবারে রুদ্ধ হয়নি বলে আমাদের বিশ্বাস, তাহল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অবিলম্বে মুক্তি দেয়া এবং বাঙলাদেশ থেকে মানে মানে পাততাড়ি গুটাবার জন্যে স্বাধীন বাঙলাদেশ সরকারের সহযোগিতা ভিক্ষা করা। আমাদের মনে হয় পাকিস্তানী জঙ্গীচক্রের সুহৃদরা সেই ব্যবস্থাই করছেন। অন্ততঃ সেটা করলে তাঁরা বিবেচকের কাজই করবেন

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
অভিযান ১ম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা	১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১	বাঙলাদেশের স্বাধীনতা সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর ঐতিহাসিক পুরস্কার

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত দুর্জয় পৌরুষের ঐতিহাসিক পুরস্কার

এক নদী রক্ত, অশ্রু এবং হাহাকারের অতলান্ত কবরে পাকিস্তানী হানাদার জঙ্গী দস্যুদের সর্বশক্তি চিরকালের মত সমাধিস্থ হয়েছে। গতকাল বিকাল পাঁচটা এক মিনিটে শত্রু কবল মুক্ত হয়েছে বাঙলাদেশের সমস্ত অঞ্চল। ঢাকা শহরের আনন্দ বিহ্বল হাজার হাজার নাগরিকের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে "জয় বাংলা" "বঙ্গবন্ধু জিন্দাবাদ" "ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ" "বাঙলাদেশ-ভারত মৈত্রী জিন্দাবাদ।" এই বিশাল জনতার সামনে রেসকোর্স ময়দানে মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় মিত্রবাহিনীর কাছে নতশীরে সসৈন্যে আত্মসমর্পণ করেছে দখলদার পাকিস্তানী বাহিনীর অধিনায়ক হতমান লেঃ জেনারেল নিয়াজী। সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী ঢাকা শহরে চালু হয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রশাসন।

তোমার আসন শূন্য আজি হে বীর পূর্ণ করো

রাজধানী ঢাকা শহরে আজ স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা যখন আপন গৌরবে উড্ডীন, তখন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতি সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর হৃদয়কে বিষাদে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে।

যে মানুষটির মুখের একটি কথায় তেঁতুলিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত পদ্মার উচ্ছাসের মত কেঁপে কেঁপে উঠতো, তিনি আজ বাঙলার সবুজ, নরোম, মায়ের মতো স্নিগ্ধ মাটি থেকে হাজার মাইল দূরে, রুক্ষ, উষর বান্ধবহীন নির্জন নিঃসঙ্গ পরিবেশে বর্বর পাকিস্তানী ফ্যাসিষ্ট চক্রের কারাগারে বন্দী। তাই স্বাধীনতার কোন উৎসবই আজ আনন্দ মুখর হয়ে উঠবে না যতক্ষণ বঙ্গবন্ধুকে আমাদের ভেতর ফিরে না পাবো।

★ ★

বাঙলাদেশের মুক্তি আন্দোলনে এটাই প্রমাণ হ'ল, বেয়নেট দিয়ে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাকে দাবিয়ে রাখা যায় না। আজকেব দিন আমাদের মন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্যে উদগ্রীব। আমি আশা করব ইয়াহিয়া খান পরাজয় মেনে নিয়ে বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত ক'রে দেবেন।

— সৈয়দ নজরুল ইসলাম

"ভারত আমাদের মিত্র হিসাবে আমাদের অনুরোধে সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিল বাঙলাদেশ মুক্ত করার জন্যে— দখল করবার জন্যে নয়।"

— তাজুদ্দীন আহমেদ

"সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের অন্তে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা সমাজতন্ত্রের আদর্শে বলীয়ান হয়ে বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের জন্য এক নব সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। নতুন সমাজ ব্যবস্থা, নতুন মূল্যবোধ গড়ে তোলার জন্যে দেশবাসীকে আত্মনিয়োগ করতে হবে। রচনা করতে হবে পরম্পরাগত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র এবং অসৎ বৃত্তিকেন্দ্রিক উচ্চাভিলাষের সমাধি।

স্বাধীনতা কেবল নিশান বদলানো নয়। রক্তের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা অর্জন করেছি তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ও এর পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। আমাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে এবং সমবেতভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এর প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত নিরপেক্ষতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ভিত্তিতেই বাঙলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারিত হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে ঘাতক ইয়াহিয়ার কারাগার থেকে মুক্ত করার জন্য বৃহৎ শক্তিগুলোকে চাপ সৃষ্টি করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। ভারত সরকার ও ভারতীয় জনগণের কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্বাধীন রাষ্ট্র ভূটানকে।"

— খোন্দকার মোশতাক

"মুক্তিবাহিনীর বীর তরুণ এবং ভারতীয় মিত্র বাহিনীর জওয়ানদের বীরত্বে আমরা অভিভূত।

শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত সরকার এবং ভারতীয় জনগণ আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। আমরা সোভিয়েট রাশিয়া, পোল্যান্ড এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাছেও কৃতজ্ঞ।"

— কামরুজ্জামান

"বিধ্বস্ত বাঙলাদেশ পুনর্গঠনের কাজে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তুলতেই আমরা আত্মনিয়োগ করব।"

— মনসুর আলী

"ঢাকা এখন একটি স্বাধীন দেশের রাজধানী। বিজয়ের এই মুহূর্তে বাংলাদেশের জনগণকে আমরা অভিনন্দন জানাই। জয়ধ্বনি দিই মুক্তিবাহিনীর তরুণ বীরদের শৌর্য ও নিবেদিত চিত্ততার জন্যে।

বাঙলাদেশের জনগণ এবং মুক্তিবাহিনীকে সহায়তা করা; সন্ত্রাসের রাজত্ব থেকে তাঁদের দেশকে রক্ষা করাই ছিল ভারতের উদ্দেশ্য। প্রয়োজনের বেশী সময় আমাদের বাহিনী বাঙলাদেশে থাকবে না।

আমরা আশা করি এবং প্রার্থনা করি, নতুন জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের মধ্যে তাঁর যথাযোগ্য অভিনন্দন গ্রহণ করবেন এবং শান্তি, প্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে বাঙলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

আমরা বাঙলাদেশের জনগণকে শুভেচ্ছা জানাই, সোনার বাঙলা তাদের জন্যে যেন সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে।

এ জয় তাঁদের একার নয়, যে সব জাতি মানবতার মূল্য দেয় তাদের সকলের জন্যে এ জয় অশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।"

—শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
অভিযান	১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
১ম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা		অনিবার্য ঐতিহাসিক পরিণত

সম্পাদকীয়

অনিবার্য ঐতিহাসিক পরিণতি

ইয়াহিয়া হিটলারী কায়দায় যুদ্ধের আগে যথেষ্ট হুমকি এবং হম্বিতম্বি করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন দুই মহাপ্রভুর কাছ থেকে অবারিত অস্ত্র পাবার ফলে অপ্রত্যাশিত ভাবে সত্যিসত্যিই এক হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে ভারত আক্রমণ করে বসল। কিন্তু অস্ত্র দিয়েই শুধু যুদ্ধ হয় না, আসল শক্তি আসে যোদ্ধাদের ন্যায়বোধ, দেশাত্মবোধ সর্বোপরি জনসাধারণের সমর্থনের মধ্য দিয়ে। পাকিস্তান এগুলোর কোনটিই পায়নি, তাছাড়া সামরিক বাহিনী একবার রাজনীতির আসরে নেমে পড়লে যুদ্ধ করার তেজস্বীতা ক্রমেই স্তিমিত হয়ে ক্ষমতার দিকে ঝুকে পড়ে। গত এক যুগ ধরে শাসন ক্ষমতায় থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঘাতক অত্যাচারীই কেবল হয়ে উঠেছে।

এদিক থেকে আদর্শবাদী গণতান্ত্রিক ভারতের সেনাবাহিনী অনেক বেশী শক্তিশালী। সে কারণেই যুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানেও পাক সৈন্যদের পরাজয় বরণ করতে হচ্ছে।

বাংলাদেশে গত ৮ মাস ধরে মুক্তি যোদ্ধাদের হাতে প্রচণ্ডভাবে মার খেয়ে জনগণের কাছ থেকে বৈরী আচরণ পেয়ে পাক সেনারা বিপর্য্যস্ত, অবসন্ন এবং ক্লান্ত। দীর্ঘ আট মাসের যুদ্ধে তারা মুক্তি যোদ্ধাদের দমন করতে পারেনি বরং দিনে দিনে তা বেড়ে উঠেছে। যতদিন যাচ্ছিল পরাজয় আসন্ন হয়ে আসছিল। এ নিশ্চিত পরাজয়ের প্রতি সুদূর প্রসারী দৃষ্টি পাক জোয়ানদের না থাকলেও উর্দ্ধতন সামরিক অফিসারদের অনেকে তা অনুমান করতে পেরেছিল।

জুন মাসের শেষের দিকে বিদেশী এক সাংবাদিকের সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলাদেশে উপ-পাক সামরিক অধিকর্তা স্বীকার করেছিল — 'We are fighting a lost battle' এ বক্তব্য শুধুমাত্র একটি জেনারেলের বক্তব্য নয়, হাজার মাইল দূর থেকে বিদেশে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে প্রতিটি পাক জোয়ান ও অফিসারদেরই আকুতি।

নৃশংসতম আচরণ করে, লোভ দেখিয়ে পাক বাহিনী জনগণকে তাদের দৃঢ়তা থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। ফলে তারা বাংলাদেশের আশা গোড়া থেকে ছেড়ে দিতেই শুরু করে।

গত পনের দিনে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্র বাহিনীর যুক্ত আক্রমণের মুখে পাকসৈন্যরা কোন বাধা না দিয়ে কেবল পশ্চাদপসরণ করে চলে। রুখে দাঁড়ালে এত কম সময়ে আমাদের এ বিরাট বিজয় সম্ভব হতো না। কিন্তু আট মাস যুদ্ধে লিপ্ত ভাড়াটিয়া সৈন্যদের এ শক্তির মোকাবিলা করা অসম্ভব।

তাছাড়া পাক সেনারা নিজেরাই দেখ্‌তে পাচ্ছে জনগণের জন্য তারা যুদ্ধ করেছে না। তারা যুদ্ধ করছে গুটি কয়েক সামরিক জেনারেলের জন্য। জনগণ কর্তৃক ঘৃণিত্র হচ্ছে, ফলে যুদ্ধ করার অনুপ্রেরণা, মনোবল কোনটাই তারা পাচ্ছে না। কাজেই তারা পশ্চাদপসরণ করে বাঁচার পথ নেয়াটাই সমীচিন মনে করেছে।

বড় বড় প্রভুরা ভয় দেখিয়ে কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে রাষ্ট্রসংঘের হস্তক্ষেপ ঘটিয়ে পাকিস্তানকে এ থেকে মুক্ত করবে এ সম্ভাবনাও এখন সুদূরপরাহত।

কেননা ন্যায়বোধ ও আত্মবিশ্বাসে অটুট ভারত বাংলাদেশ দুটি বৃহৎ রাষ্ট্রের হুমকিতে ভীত নন। কারণ তারা জানেন বৃহৎ শক্তি সেভিয়েট রাশিয়া ও বিশ্বের মুক্তিকামী জনতা তাদের পাশেই আছেন।

এ সমস্ত ঘটনার আলোকে এটাই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল যে এই প্রাণভয় এবং বাঁচার আশাতেই হয়ত অবরুদ্ধ সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করবে। তাছাড়া নিশ্চিত এ পরাজয়কে যে এড়ানো সম্ভব নয়। তাদের বিষদাঁত যে উপড়ে গেছে সেটা তারা নিজেরাও উপলব্ধি করেছে।

কার্য্যতও তারা তাই করেছে, প্রাণ নিয়ে বাঁচবার জন্য বিনাশর্ত্তে আত্মসমর্পণ করেছে মুক্তি ও মিত্র বাহিনীর হাতে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
অভিযান ১ম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা	১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১	[মার্কিন সপ্তম নৌবহর] ভয় পাইয়ে দেবার কারসাজী মাত্র

ভয় পাইয়ে দেবার কারসাজী মাত্র

বঙ্গোপসাগরে মার্কিন সপ্তম নৌবহর এগিয়ে আসছে বলে জানা গেছে। এ ছাড়া সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্‌সনের ভারত বিরোধী বক্তব্য, অন্যদিকে ভারত সীমান্তে চীনা সৈন্যের তৎপরতা প্রভৃতি পাকিস্তানের দুই প্রভু, গণচীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারত বিরোধী যৌথ উদ্যোগ বলে মনে হয়।

খবরে প্রকাশ, সপ্তম নৌবহরের আনবিক শক্তিসম্পন্ন বিমানবাহী জাহাজ 'এন্টারপ্রাইজ' হংকং-এর কাছে অবস্থান করছে। নির্দেশ পেলে সেটি ঢাকাস্থিত গুটিকয়েক আমেরিকানকে উদ্ধার করবার জন্য বঙ্গোপসাগরের দিকে অগ্রসর হবে।

কিন্তু ঢাকা, করাচী ও রাওয়ালপিণ্ডি থেকে বৃটিশ ও অন্যান্য দেশের নাগরিক ও রাষ্ট্রসংঘের সদস্যদের বেসামরিক বিমানে করে তাঁদের স্বদেশে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা হয়েছে। অথচ গুটি কয়েক নাগরিকের জন্য সপ্তম নৌবহরের প্রেরণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূরভিসন্ধিমূলক আচরণ বলে মনে হয়।

নিক্সনের পাকিস্তানের প্রতি অন্ধ পক্ষপাতিত্ব থাকা সত্ত্বেও মার্কিন জনমত ও বিশ্ব জনমত বিরুদ্ধাচারণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ যুদ্ধে সামিল হবার ঝুঁকি নেবার সম্ভাবনা এখনও অবধারিত হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু প্রশ্ন হল জনগণকে উদ্ধারের জন্যে পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী নৌবহরের প্রয়োজন কি?

অনেকে মনে করছেন যে সপ্তম নৌবহরের এই অগ্রাভিযানের প্রসঙ্গটি ১৯৫৪ সালের পারস্পরিক পাক মার্কিন সামরিক চুক্তির সাথে সংগতিপূর্ণ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীও এ ব্যাপারে একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রেখেছেন গত ১২ই ডিসেম্বর। তিনি বলেছিলেন, 'আমি শুনতে পাচ্ছি কিছু দেশ আমাদের হুমকি দিচ্ছে এবং বলছে, তাদের সাথে পাকিস্তানেরও কিছু চুক্তি রয়েছে'। এ ইঙ্গিতে তিনি নাম না করলেও মার্কিন দেশকেই উদ্দেশ্য করে বলেছেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ বক্তব্য প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে, এ চুক্তি ছিল, যতদূর তিনি জানেন, কম্যুনিজম রোধ করবার জন্য, গণতন্ত্র ও ন্যায়বোধের বিরুদ্ধে নয়।

আর যদি এর জন্যই হয়ে থাকে তাহলে এ দেশটি এতদিন ধরে বড়বড় মিথ্যা কথাই বলে আসছে।

পর্য্যবেক্ষক মহলের ধারণা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাক-ভারত সমস্যায় নিজেকে জড়িত করে বিশ্বযুদ্ধকে ডেকে আনবার চেষ্টা করবে না। করলে সোভিয়েট রাশিয়াসহ যুদ্ধে

অবতীর্ণ হবে। শক্তির ভারসাম্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরাজয়ের সম্ভাবনাই বেশী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীন পক্ষ নিয়ে এতদূর এগিয়ে এলে আদর্শবাদের দিক থেকে সে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবে। বিশ্বজনমত তার বিরুদ্ধেও অস্ত্র ধরতে কুণ্ঠা করবে না। কারণ বিশ্বযুদ্ধে বিশ্বের মুক্তিকামী ও গণতান্ত্রিক দেশের বাঁচার প্রশ্নটাই প্রধান হয়ে উঠবে। চীনও আত্মঘাতী যুদ্ধে এগোবেনা বলেই আমাদের ধারণা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা চীন কেউ বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি নিতে অগ্রণী হবে না। কেননা এতে তাদের অস্তিত্বও বিপন্ন হতে বাধ্য।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ও চীনের আসল উদ্দেশ্য পাকিস্তানকে অখণ্ড রাখা ও রক্ষা করা পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে। ভারতকে মানসিকভাবে ভীতসন্ত্রস্ত ও কাবু করবার জন্যই চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই রণ পাঁয়তারা।

বাংলাদেশ সংগ্রামের প্রতি ও ভারতের দৃঢ় ন্যায়বোধের প্রতি সহানুভূতিশীল বৃহৎশক্তি সোভিয়েট রাশিয়া এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অবগত। মার্কিন চীনের রাষ্ট্রসংঘে যৌথ চক্রান্তমূলক তৎপরতাকে স্তব্ধ করে দিয়েছেন। এর জন্যে বাংলাদেশ তথা বিশ্বের মুক্তিকামী জনগণ কর্তৃক সোভিয়েট রাশিয়া অভিনন্দিত। এ মার্কিন চীনের এই রণপাঁয়তারা সম্বন্ধে সোভিয়েট রাশিয়া পূর্বেই মন্তব্য করেছিল যে তারা ভারতের বিরুদ্ধে কোন হঠকারী পদক্ষেপ নিলে রাশিয়া চুপ করে বসে থাকবে না। তাস সোভিয়েট মহলের উদ্ধৃতি দিয়ে ৭ম নৌবহরের খবরটিকে ভূয়া ভয় প্রদর্শন জনিত ঘটনা বলে আখ্যায়িত করেছেন। সোভিয়েট রাশিয়া মনে করে এই হুমকি ভারতকে ব্লাকমেল করারই এক অপচেষ্টা মাত্র।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
অভিযান ১ম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা	১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১	মুক্তাঞ্চলে অসামরিক প্রশাসনে সরকারী নির্দেশ

মুক্তাঞ্চলে অসামরিক প্রশাসনে সরকারী নির্দেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ তার সহকর্মীদের সাথে মুক্ত অঞ্চলে সুষ্ঠু অসামরিক প্রশাসন গড়ে তোলার জন্য ক্রমাগত আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে জানা গেছে। মুক্তাঞ্চলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিস সরবরাহের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে ভারত সরকার সাহায্য করবেন।

বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনে সহায়তা করার জন্য ভারত সরকারের কাছ থেকে কিছু কর্মচারী বাংলাদেশ সরকার পাবার আশ্বাস পেয়েছিল। বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশে এরা বাংলাদেশে বিভিন্ন কাজ নিয়ে যাবেন এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তারা পুনরায় ভারতে চলে আসবেন বলে প্রকাশ।

বাংলাদেশ মন্ত্রী পরিষদ, মুক্ত অঞ্চলের প্রয়োজনীয়তার সামগ্রিক পরিচয় না পাওয়াতে সঠিক পন্থা গ্রহণ করতে সমর্থ হচ্ছেন না। এ ব্যাপারে গণপ্রতিনিধিদের নিয়ে যে জোনাল কাউন্সিল গঠিত হয়েছে তাদের কাছ থেকে এগুলি সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। এ সমস্ত খবর সরাসরি পৌছাতে বিলম্ব হচ্ছে; কারণ মুক্তাঞ্চলগুলি প্রায়ই যোগাযোগ ছিন্ন।

মুক্তাঞ্চলে অগ্রাধিকার ভুক্ত প্রশাসনিক বিষয়গুলো নিয়ে সরকার ইতিপূর্বেই কর্মপন্থা গ্রহণ করেছেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ—

(১) আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা।

(২) পাক সৈন্য ও রাজাকার বাহিনী যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ফেলে গেছে সেগুলো উদ্ধার করা।

(৩) ছিন্নমূল জনসাধারণকে পুনর্বাসন করানো।

(৪) পূর্ণ সরকারী প্রশাসন ও গঠনমূলক তৎপরতা চালানো।

বাংলাদেশ সরকার প্রশাসন চালানোর জন্য যে পরিমাণ অভিজ্ঞ অফিসারের প্রয়োজন তার অভাব বোধ করছেন। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সরকার সমস্ত সরকারী অফিসারদের যেখানে তারা অবস্থান করছেন, যে ভাবে তাদের পক্ষে সম্ভব সেভাবে তারা যেন কাজে যোগ দেন। যারা এখনো বিচ্ছিন্ন এবং আত্মগোপন করে আছেন তাদের কাছে এ নির্দেশ আশাব্যাঞ্জক হবে।

এ ছাড়াও সরকার তথ্যানুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করেছেন। এ কমিটি লক্ষ্য রাখবেন কোন্ কোন্ অফিসার শত্রুদের হয়ে কাজ করেছেন।

স্বাভাবিকভাবেই পূর্ণ সরকারী ব্যবস্থাকে কার্যকর করার জন্য মুক্তি বাহিনীর সাহায্য অতি প্রয়োজন। সঠিক মালিককে সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে মুক্তিবাহিনীকে সরকারকে

সাহায্য করতে বলা হয়েছে। যে লোক নিজের থেকে অবৈধভাবে দখলীকৃত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবে না তাদের শাস্তি দেয়া হবে।

পুনর্গঠনের ব্যাপারে পরিকল্পনা পরিষদ যে ব্লুপ্রিন্ট পেশ করেছেন সরকার তা অনুমোদন করেছেন বলেও মুজিবনগর থেকে খবর পাওয়া গিয়েছে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
অভিযান ১ম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা	১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১	কারও করুণায় নয়— একটি জাতি রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে

কারও করুণায় নয়— একটি জাতি রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে

(অভিযান রাজনৈতিক পর্যালোচক)

বাঙলাদেশে পাকিস্তানী ফ্যাসিষ্ট অবরোধ সমাপ্তির সময় আসন্ন হয়ে এসেছে। পাকিস্তানী জঙ্গীচক্র, নয় মাসেরও আগে বাঙলাদেশের নিরীহ গণতন্ত্রকামী মানুষের উপর এই যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। বাঙলাদেশের জনগণ পাকিস্তানী সৈন্য কিংবা সমর-সম্ভারের প্রাচুর্যে ভয় না পেয়ে বীরের মত যুদ্ধ করার পথ বেছে নিয়েছে। সেদিন বাঙলাদেশের এ যুদ্ধ ঘোষণাকে অনেক সমর বিশেষজ্ঞ অবিমৃষ্যকারীতা বলে উপহাস করেছিলেন। বাঙলাদেশের জনগণের সেদিন সত্যি সত্যি ভরসা প্রদানকারী কোনো বন্ধু ছিল না, বৃহৎ শক্তি বর্গের কাছ থেকে সাহায্যের কোন প্রতিশ্রুতি ছিলনা, সর্বোপরি নিজেরাও ছিল চূড়ান্তভাবে অসংগঠিত। তবু তারা যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, কারণ বাংলার জনগণের সংগ্রামী অভিজ্ঞতা এবং আত্মবিশ্বাসের বলে তারা এই ঐতিহাসিক সত্যে আস্থা স্থাপন করতে পেরেছিল যে একটি গোটা সংগ্রামী জাতির স্বাধীনতার দাবী ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলোর নেই।

বাঙলার মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব, ত্যাগ, সাহস এবং জলন্ত দেশপ্রেম পৃথিবীর দেশগুলোর ও বিশ্ব মানবের শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে। ভারতের মহান জনগণ এবং ভারত সরকারকে ধন্যবাদ। তাঁরা বাঙলার জনগণের এই মুক্তিসংগ্রামকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন, বাঙলার স্বাধীনতার দাবী যে ন্যায়সঙ্গত দাবী তা মেনে নিয়ে শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বরকমের সহযোগিতা প্রদান করেছেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। অপরপক্ষে পাকিস্তানের শক্তিশালী মিত্ররা পাকিস্তানের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চেষ্টার কসুর করেনি। সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিম ইউরোপের প্রতিটি মার্কিন তল্পীবাহক দেশ এবং তথাকথিত মুসলিম দেশসমূহ পাকিস্তানকে নৈতিক সমর্থন জানিয়েছে অথবা অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছে। জিন্নাহর কিংখাবে মোড়া পাকিস্তানের খসে পড়া অস্তিত্ব সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ইনজেকশনে যে টিকে থাকতে পারে না, বাংলার সংগ্রামী জনগণ, মুক্তিযোদ্ধারা তাই প্রমাণ করেছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো এতদিনে নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পেরেছে, অস্ত্র নয় মানুষের সংগ্রাম এবং শুভেচ্ছাই মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে। বাঙলাদেশে এই ঐতিহাসিক সত্য প্রমাণিত হতে যাচ্ছিলো। মুক্তিযোদ্ধাদের হাত চূড়ান্ত পরাজয় বরণ করার পূর্ব মুহূর্তে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের পরামর্শে ভারতের

উপর নগ্ন হামলা চালায়। সীমান্ত অতিক্রম করে নিরীহ জনসাধারণের উপর গোলাবর্ষণ করে, নগরে জনপদে বোমা ফেলে এবং এইভাবে পাকিস্তানের সঙ্গে বাঙলাদেশের যুদ্ধে ভারতকে জড়িয়ে ফেলে। এরই মধ্যে ভারত দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছে। পাকিস্তান নিশ্চয়ই অস্ত্র এবং সেনাবলে বহুগুণ শক্তিশালী ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করে এঁটে উঠা তার পথে স্বপ্নেরও অগোচর। তবু ভারতকে আক্রমণ করে তাকে সম্মুখ যুদ্ধে নামতে বাধ্য করেছে। এটা পাকিস্তানী সমর নায়কদের ঘোলা জলে মৎস্য শিকার করার আরেকটি ফন্দী। এ সম্বন্ধে বাঙলাদেশের জনমত বহু দিন আগে থেকেই সজাগ ছিলো। কয়দিন যুদ্ধ চালিয়ে জাতিসংঘের সাম্রাজ্যবাদী মামা কাকাদের ডেকে বলবে, আমরা আর পারলাম না, এবার তোমরা ঠ্যালা সামলাও। ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের একটা যুদ্ধ বিরতি চুক্তি হবে এবং মাঝখান থেকে বাঙলার জনগণের স্বাধীনতার দাবী ফসকে যাবে। পাকিস্তান বাস্তবে করেছেও তাই। কিন্তু ইয়াহিয়া খান ভুল করেছিলেন, তাসখন্দ একবারই হয়, বার বার হয় না। আমেরিকা যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব দিয়েছিলো। তার তল্পীবাহকেরা প্রস্তাব সমর্থন করেছে, বলেছে, ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের বিরোধ মিটিয়ে ফেলা উচিৎ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিসন্ধি ভণ্ডুল করেছে রাশিয়ান 'ভেটো'। রাশিয়ান প্রতিনিধি বলেছেন, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভারত পাকিস্তান বিরোধের প্রশ্ন আলোচনার সময় বাঙলাদেশের প্রতিনিধিকেও বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেয়া হোক। সব মিলিয়ে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে, ভেতরে বাইরে পাকিস্তানের অস্তিত্ব আজ চূড়ান্ত ধ্বংসের মুখোমুখী। গোটা বাঙলাদেশ ভারতীয় বাহিনীর সহায়তায় মুক্তি বাহিনীর করতলগত প্রায়ই হয়ে এসেছে। পশ্চিম রণাঙ্গনে ভারতের দুর্দ্ধর্ষ আক্রমণের মুখে পাকিস্তান মারের পর মার খাচ্ছে। বাঙলার পাললিক মাটিতে একটি নতুন দেশ একটি শক্তি প্রবুদ্ধ স্বাধীন জাতি মাথা তুলেছে। ভারত এই জাতিকে স্বাধীন বলে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। শীগগীর আমরা আশা করছি বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলো স্বীকৃতি জানাতে বাধ্য হবেন। এটা অনুকম্পা বা করুণা নয়; বৈদেশিক নীতি কূটনীতি নয়— একটি জাতি মেরে মরে, প্রাণ দিয়ে, রক্ত দিয়ে স্বাধীন হতে পারে, শক্তি বলে বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারে বিশ্ব রাষ্ট্রগুলো এই সহজ সত্যটি স্বীকার করে নেবেন, এটুকু শুভবুদ্ধি তাঁদের আছে বলে আমরা মনে করি।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
অভিযান ১ম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা	১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১	বিশ্ব পরিসরে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব আজ আমাদের হাতে

বিশ্ব পরিসরে বাঙলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব আজ আমাদের হাতে

(অভিযান রাজনৈতিক পর্যালোচক)

অবশেষে যা হবার তাই হলো। সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর চোখের জল আর রক্ত স্নানের সমাপ্তি ঘটলো। পৃথিবীর মানচিত্রে জন্ম নিল একটি নতুন রাষ্ট্র—স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশ।

এই স্বাধীনতা সংগ্রাম যেমন একদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদীদের নাগপাশ থেকে মুক্ত করেছে সাড়ে সাত কোটি বাঙালীকে অন্যদিকে তেমনি পঞ্চান্ন কোটি ভারত বাসীর আত্মার সাথে সংযুক্ত করেছে বাঙলাদেশের জনগণকে।

মহান ভারত এবং ভুটান এই নতুন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি জানিয়ে বিশ্বের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। অনেক দেশই এখনো স্বীকৃতি জানায়নি।

কিন্তু তাতে ক্ষোভ করার কিছু নেই। কারণ আমাদের প্রচুর সম্পদ না থাকতে পারে, না থাকতে পারে প্রভাব কিংবা প্রতিপত্তি কিন্তু বাংলার আপামর জনতার দৃঢ় মনোবল আমাদের রয়েছে। জনগণতান্ত্রিক চীনকেও অনেক দিন পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র মেনে নেয়নি। কিন্তু তা বলে তাঁর প্রগতি কিংবা সমৃদ্ধি শ্লথ হয়ে যায়নি। সাত কোটি চীনা জনগণ নিজস্ব সম্পদের উপর নির্ভর করে জনগণতান্ত্রিক চীনকে তার যোগ্য আসনে আজ প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ধর্ষিতা, লুণ্ঠিতা বাংলাকে নব সাজে সজ্জিত করার দায়িত্ব আজ আমাদের হাতে। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' কথাটার সঠিক মর্যাদা দেবার দিন আজ উপস্থিত।

নবজাত রাষ্ট্রকে নতুন ছাঁচে গড়ে তোলার আগে কতকগুলো বাস্তব সত্যকে আজ উপলব্ধি করতে হবে, যে উপলব্ধি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ রাষ্ট্র গড়ে তোলার পথে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

আমরা যেন ভুলে না যাই যে ২৫শে মার্চ যখন পাক জঙ্গীচক্রের বর্বর পশুরা আমাদের উপর নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো তখন আজ পাড়াগাঁয়ের খেতের কিষাণ, যারা রাজনীতির মারপ্যাঁচ থেকে সবসময় নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতো, লড়াই-এর ময়দানে

তারাই প্রথম ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুর বিরুদ্ধে। রোজকার মতো কারখানার ভোঁ সেদিনও বেজেছিল, কিন্তু খেটে খাওয়া মজুর তার আগেই শুনতে পেয়েছিল। বাংলা মায়ের করুণ আর্তনাদ। মায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে সে শরীক হয়েছিল শত্রুহননের মিছিলে। স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অগণিত ছাত্র শিক্ষক সেদিন সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীকে সঠিক নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিলেন মুক্তির মিছিলে।

আমাদের সুদীর্ঘ ২৩ বছরের ইতিহাস সংগ্রামের ইতিহাস। আমরা মায়ের ভাষার সম্মান রক্ষার সংগ্রাম করেছি, সংগ্রাম করেছি নিজেদের অধিকার আদায়ের দাবীতে। প্রত্যেকটি সংগ্রাম আমাদের সামনে নতুন নতুন শিক্ষা নিয়ে হাজির হয়েছে। আমরা উপলব্ধি করেছি সাম্প্রদায়িক হানাহানি একটি জাতিকে কেবল মাত্র ধ্বংসের পথেই নিয়ে যেতে পারে। আমরা আরও জেনেছি সাম্রাজ্যবাদ এবং উপনিবেশবাদের জোয়াল থেকে মুক্ত হতে না পারলে একটা জাতির সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। বাঙ্গালীর আত্মার সাথে যাদের নাড়ীর যোগ সেই সব মহাজ্ঞানী মহাজনদের অত্যন্ত কাছাকাছি যেতে আমরা তখনই সক্ষম হয়েছি যখন আমাদের কৃষ্টির উপর আঘাত এসেছে, সংস্কৃতির উপর আঘাত এসেছে।

এই কথাগুলো বলার পেছনে একটি মাত্রই উদ্দেশ্য সেটি হলো আমরা আজ অনেক দূর এগিয়ে গেছি সত্যি, কিন্তু আমাদের আরো অনেক অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে। বিশ্ব পরিসরে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে তার যোগ্য আসনে।

বাঙলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ সম্প্রতি এক বেতার ভাষণে বলেছেন যে অপরাধীকে শাস্তি দেবার ক্ষমতা একমাত্র সরকারেরই রয়েছে। আজ যদি কেউ ধর্ম কিংবা বর্ণের মাপকাঠিতেই লাঞ্ছিত হন তাহলে সেটা হবে বাঙলাদেশের জাতীয় পতাকার প্রতি চরম অবমাননা। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। নির্বাচনের প্রাক্কালে ঢাকার একটি জনসভায় তিনি বলেছিলেন যে, যারাই বাঙলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন তাদেরকেই বাঙলাদেশের জনগণ বলে পরিগণিত করা হবে।

এই কথা আমাদের অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। আজ যদি বাঙালী বিহারী প্রশ্ন ওঠে কিংবা সাম্প্রদায়িক হানাহানি শুরু হয় তাহলে বাঙলাদেশের সমৃদ্ধিই বিঘ্নিত হবে, বিগত গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলো থেকে আমরা যে শিক্ষা নিয়েছিলাম তার কোন মূল্যই থাকবে না। আমরা যে অনেকদূর এগিয়েছি সেটাও মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে।

ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতির মধ্যদিয়ে বিশ্বের কাছে আমাদের এটাই প্রমাণ করতে হবে যে গোটা বাঙালী জাতি সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পকে পচা আবর্জনার মতো ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করতে সক্ষম হয়েছে।

সাম্প্রদায়িকতার কবর রচনা করেই আমাদের ক্ষান্ত হলে চলবে না। আমাদের এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, আমরা সংগ্রাম করেছি সাম্রাজ্যবাদ এবং উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে। পশ্চিম পাকিস্তানের জঙ্গীচক্র মার্কিন সমর্থনপুষ্ট হয়ে আমাদের উপর যে শোষণ চালিয়েছে তাতে সবচেয়ে বেশী নিগৃহীত হয়েছে বাঙলার কৃষক সমাজ। মৌলিক গণতন্ত্র চালু করে গ্রামে গ্রামে নিজেদের দালাল তৈরী করা হয়েছিল। এই দালালরাই ছিল সাম্রাজ্যবাদ এবং

উপনিবেশবাদী শোষকদের আশাভরসা। সরকারী সুযোগ সুবিধাগুলো ছিল একমাত্র দালালদেরই প্রাপ্য। আর এই সুযোগে গ্রামের ধনী কৃষক হয়েছে মাঝারী কৃষক, মাঝারী কৃষক হয়েছে গরীব কৃষক, আর গরীব কৃষক হয়েছে ভূমিহীন। গ্রামের সমস্ত সম্পদ জমা হয়েছে গুটি কয়েক লোকের হাতে।

এই সত্যগুলো সামনে রেখে আমরা যদি আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে বিশ্লেষণ করি তাহলে যে সত্য আমাদের কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় সেটি হলো এই গুটি কয়েক লোকের কঠোর বিরোধীতা। অন্যদিকে সাধারণ কৃষক স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে জড়ো হয়েছিল মুক্তির মিছিলে।

সুতরাং এই সব দালালদের উপড়ে ফেলবার সময় এসেছে। উপড়ে ফেলতে বলছি এই কারণে যে কতকগুলো আগাছা যেমন সমস্ত জমিটাই নষ্ট করে দেয় তেমনি এই গুটিকয়েক আগাছা সমস্ত দেশকে ধ্বংসের পথেই নিয়ে যায়। কৃষক তাই প্রথমেই জমি থেকে আগাছা উপড়ে ফেলে দিয়ে জমিকে ফসলে ভরপুর করে তোলে। আমাদেরকেও তেমনি এই সব দালালদের নিশ্চিহ্ন করে সোনার বাঙলা গড়ে তুলতে হবে। শুধু নিশ্চিহ্ন করলেই হবে না, সাথে সাথে এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে আর যেন এই সব দালালদের সৃষ্টি না হয়।

এই দুটো মৌলিক প্রশ্নকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করেই আমাদের এগোতে হবে। এই উপলব্ধির উপর ভর করেই নির্ধারণ করতে হবে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা। যার বাস্তব প্রয়োগ জন্ম দেবে এক সুখী সুন্দর সমাজব্যবস্থা। ধর্মনিরপেক্ষ, গণতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্বপরিসরে প্রতিষ্ঠিত হবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

॥ মুজিবনগর সংবাদপত্র : ইংরেজী ॥

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh★ Vol. 1 : No.3	14 July, 1971	Pakistan Guilty of Genocide

PAKISTAN GUILTY OF GENOCIDE

Pakistan army's "mission to kill and burn Bengalis" still continues with utter disregard to the fundamental norms of human dignity and civilization. This calculated mass killing is the outcome of a nefarious design to eliminate every 'Bengali' whether Hindu or Muslim or Buddhist or Christian. The object is to destroy a nation whose people are ethnically and racially different from those in West Pakistan as a whole.

The 'fault' of the Bengalis was that they wanted the right to live. The ruthlers economic exploitation that was exercised upon the people and resources of East Pakistan, as it was then still called, had to be stopped if Pakistan as a single country were to exist. The majority people of a country could no longer bear this feeling of being colonized by a handful of people belonging to West Pakistan. This feeling was growing hander to bear for a long time but no redress was in sight as the Bengalis were deliberately kept away from the real corridors of power.

After the downfall of Ayub, came General Yahya Khan with the promise of handing over power to the elected representatives of the people. Elections were held throughout the country and the peoples representatives were elected but when the intention was put to the actual test, it colapsed at once. Neither Z. A. Bhutto nor the Military Junta was preparai to accept majority rule, the essence of democracy. While the negotiation between Yahya Khan and Sheikh Mujibur Rahman—leader ot the majicity party in the National Assembly, were still continuing, an organised army with modern war weapons suddenly clamped down upon unarmed and

Bangladesh : সাপ্তাহিক। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাংলাদেশ মিশন, বহিঃর্বিশ্ব প্রচার দফতর কর্তৃক মুজিবনগর বাংলাদেশ হতে প্রকাশিত। যোগাযোগের ঠিকানা : ৯, সার্কাস এভিনিউ, কলিকাতা-১৭

innocent civilians. They killed and burnt, raped and looted with one single aim to destroy a people who were no more ready to suffer any father humility and exploitation.

Yahya Khan's speech on March 26 clearly indicated the design on which the whole operation of mass killing was launched. Sheikh Mujib and his party were enemies of Pakistan and therefore they were to be eleminated. Looking at the results of December election which gave Awami League 167 of 169 seats from the 75 million people of the East, it is obvious that the whole population supported the programme which Mujib was trying to achieve through constitutional means.

The army therefore took the whole population as their target and killed and burnt indiscriminately. They did not find any reason to limit their onslaught on some selected individuals and consequently a full scale attack was launched to eliminate any sense of Bengali nationalism from amongst the people. It is clear now that the Pakistan Army does not intend to let anyone live within their reach who would assert himself to be a Bengali whether Muslim or Hindu.

Hitler's National Socialist regime in Germany exterminated more than eight million people. Subsequently United Nations adopted in 1948 the Convention on the Prevention and Punshment of the Crime of Genocide and defined it as "acts, committed with intent to destroy, in whole or in part, a national ethnical, racial or religious group by killing or causing serious bodily or mental harm to members of such group." The Convention also declared this crime as punishable under International Law and made it applicable to rulers and public officials also.

With this is connected the concept of fundamental human rights recognised both by the Convention and Charter of the United Nations. If crime against humanity is an offence under International Law, then Pakistan Army's action in Bangladesh could be taken up by the Penal Tribunal under Article 4 of the Convention.

No other better or clearer case of genocide has emerged since the end of Second World War than the one being committed by the Pakistani regime in Bangladesh today. By sheer brutal focre Pakistan Army is committing 'double genocide' one elimination of

Bengalis as a race and two Hindus as a religious group. Any one who dares to proclaim himself a Bengali is short at sight whether Muslim or Hindu and anyone who admits to being a Hindu is bayonetted to death. In simple terms this is genocide and this is exactly what the Pakistan Army is doing now. If world conscience is to act, no issue could be more worthwhile to take up that the present case of Bangladesh. Genocide is a crime which should never go unpunished.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Vol. 1 : No. 4	21 July, 1971	Elected Representatives Vow Afresh

ELECTED REPRESENTATIVES VOW AFRESH

The elected representatives of Bangladesh vowed afresh to liberate the occupied territory of Bangladesh from the hands of the West Pakistani occupation forces and to follow the ideals and ideology of the Awami League and its leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. They completely rejected the idea of any political accommodation with Islamabad.

This strong determination was voiced by all the 374 elected representative (Members of National and Provincial Asemblies of the now defunct Pakistan) of Bangladesh in the course of deliberations in a two-day conference held somewhere in Bangladesh, to consolidate the freedom and sovereignty of Bangladesh.

135 MNAs and 239 MPAs met in a conference on the 6th of July, 1971. The conference concluded on the 7th July, 1971. It may be mentioned that all the ministers of the People's Republic of Bangladesh, namely, Mr. Tajuddin Ahmed, Prime Minister, Mr. Khandaker Moshtaque Ahmed, Foregin Minister, Mr. Mansur Ali, Finance Minister and Mr. A. H. M. Kamaruzzaman Relief and Rehabilitation Minister, were Present.

The session started with the inaugural speech by Syed Nazrul Islam and concluded with the adoption of some resolutions. Mr. Tajuddin Ahmed, Prime Minister and Col. M.A.G. Usmani, Commander in Chief, Mukti Bahini (Liberation Forces) who is also a member of the National Assembly, addressed the conference and many members participated in the deliberations.

It became clear from the outcome of the two-day session that the members had moulded themselves to solidly stand behind the government in its effort to drive out the enemy. However, the

conference gave its clear, answerving, determined opinion, that there is no way left for any settlement after the carnage that has been unleashed in Bangladesh by Yahya's hordes. The emancipation of 75 million people and the liberation of Bangladesh lay solely in the complete elimination of occupation forces from the soil of Bangladesh. To achieve these ends, the conference resolved to push on the war of liberation with greater speed and vigour.

The conference in a resolution urged all the countries of the world to put pressure on the Islamabad regime to stop the genocide in Bangladesh. In another resolution it requested all the democratic countries in general, and the Secretary General, United Nations in particular, to put pressure on Islamabad to get the un-conditional release of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and to put his family members in the hands of the Bangladesh Government for their safety and security. The conference condoled the death of one elected representative at the hands of the Pakistan Army and prayed for the eternal peace of those souls who met myrtyrdom in the war of liberation.

The conference reiterated its confidence in the government of the People's Republic of Bangladesh and assured all necessary help to push on with the liberation programme.

In another resolution the members regretted the arms supply by the U.S. to Islamabad and condemned the action which amounts to helping Yahya Khan to continue his genocide in Bangladesh.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Vol. 1 : No. 4	21 July, 1971	First Bangladesh Mission in the World

FIRST BANGLADESH MISSION IN THE WORLD

On April 18 of this year Pakistan's Deputy High Commissioner in Calcutta hauled down the Pakistan flag from the top of his Mission premises, and hoisted the green, gold, and crimson banner of Bangladesh. Mr. Hossain Ali and the 64 other Bengali members of his Mission declared their allegiance to the motherland, and vowed to free her from the jackboots of the Pakistani occupation army who were on the rampage in Bangladesh.

Crowds which had earlier gathered around the Mission to protest the Pakistani brutalities, became cheering, jubilant throng, singing, shouting, and crying : Joi Bangla!

"Martyrs' blood is never shed in vain and it must bring victory to the people of Bangladesh", said Mrs. Ali.

Her husband, a veteran of 22 years in the Pakistan Foreign Service, declared that the Pakistanis were committing genocide in Bangladesh against people who were supposed to have been their brothers all these years. Since 1947 Pakistani propagandists had been proclaiming that India was Enemy No. 1, but now it was India which was providing a safe heaven for the millions of refugees.

Hoping to arouse "whatever is left of the conscience of mankind", he appealed to the world to extend all possible help to Bangladesh.

The Pakistani Government reacted to dramatic events in Calcutta by insisting that Hossain Ali and the other Bengali diplomats had changed allegiance under "duress and coercion" of the Indians.

Now the Swiss representative, Dr. Bonard, has interviewed them all and ascertained that none of them wants to return to Pakistan. They are all patriots, and have no desire to collaborate with the Pakistanis to annihilate their own kinsflok.

Why She Pleaded For Important Step

After the Bangladesh flag was hoisted on the Pakistan Deputy High Commission building in Calcutta on Sunday afternoon, Mrs. Ali, wife of the Deputy High Commissioner told reporters that she had been in Dhaka when the Pakistan Army first started the ruthless killing of unarmed civilians. Twenty-two students were killed when a peaceful procession of students were mowed down by Pakistani troops in front of her Dhaka residence, she said. The scene was so ghastly that her daughter felt sick after the incident.

While describing the indiscriminate killing of professors, teachers and students by Pakistani troops in Dhaka, Mrs. Ali broke down in tears. In a choked voice, she said that the situation had become so intolerable that she pleaded with her husband to take this "important step".

Mrs. Ali also described to reporters the pitiable conditions that had been obtaining in East Bengal during the past few years. Narrating the "discriminatory treatment" meted out by the West Pakistani Government to the people of eastern wing Mrs. Ali said that rice, which was the staple diet of the people of Bangladesh was sold at a higher price there than in Islamabad. Besides the the People there, particularly the told and the children suffered from an acute shortage of medicine, clothes and other necessities of daily life.

While supporting her husband's action, Mrs. Ali said that Yahya Khan had thought he would be able to crush the liberation movement with the help of the Army, but that wold not be possible as the entire population of Bangladesh was against him.

DIPLOMATIC OFFICERS

Mr. Rafiqul Islam Chowdhury,	**Mr. Anwarul Karim Choudhury.**	**Mr. Kazi Nazrul Islam,**	**Mr. M. Maqsood Ali**
First Secretary.	Third Secretary.	Third Secretary.	Asstt. Press Attache.

MINISTERIAL STAFF

Mr. Sayidur Rahman, Mr. M. A. Hakim, Mr. Amir Ali Choudhury, Mr. Anwar Hussain Choudhury, Mr. Md. Sayeduzzaman Miah, Mr. Jainal Abedin Choudhury, Mr. Mustafizur Rahman, Mr. Alimuzzaman, Mr. A. Z. M. A. Qadir, Mr. Matiur Rahman, Mr. Kazi Sekandar Ali, Mr. Md. Golamur Rahman, Mr. Shamsul Alam, Mr. Mohd. Siddiqullah, Mr. A. K. M. Abu Sufian, Mr. Abdur Rob, Mr. Md. Fakhrul Islam, Mr. Md. Aminullah, Mr. Md. Abdul Basher, Mr. A. B. M. Khurshid Alam, Mr. Abdul Mannan Bhuiyan, Mr. Abdur Rahman Bhuiyan, Mr. Md. Abdur Rahim, Mr. Md. Nurul Amin, Mr. Nur Ahmed, Mr. Md. Alauddin, Mr. Samiruddin, Mr. M. Solaiman, Mr. S. Shamsuddin Hussain, Mr. Jahur Husain, Mr. Mir Mozammel Haq, Mr. Md. Zakaria, Mr. Md. Wahidur Rahman, Mr. Abdur Noor, Mr. A. K. M. Abdur Rob, Mr. A. N. M. Qamrur Rashid, Mr. Anwaruzzaman, Mr. Abbasuddin Ahmed Chowdhury, Mr. Wahidur Rahman, Mr. Md. Shahidur Rahman, Mr. Shariful Alam, Mr. Abdul Kader, Mr. Abdul Matin Pradhania, Mr. Abdul Amin, Mr. Md. Hussain, Mr. Matior Rahman, Mr. Abdul Ghafur Mirdha, Mr. Aman Hossain, Mr. Hatem Ali, Mr. Bazlur Rahman, Mr. Md. Hadayatullah, Mr. Nurul Haq, Mr. Shamsul Anwar, Mr. Mumtaz Miah, Mr. Harmuzul Haq, Mr. Shamsu Miah, Mr. Mohd. Elies, Mr. Abdul Hashem.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Vol. 1 : No. 5	28 July, 1971	Double-Dealing by U.N. Officials

DOUBLE-DEALING BY U.N. OFFICIALS

The United Nations Secretariat seems to be actively pushing a proposal to post U. N. observers inside Bangladesh with the avowed aim of re-assuring the 7 million refugees now in India that it has become safe for them to return to their homeland.

In the light of authoritative accounts (the latest of which we reproduce else-where in this Issue) that the Pakistan military authorities are actually taking measures designed to prevent the refugees from coming back, and while the Pakistan Army is still persecuting the People of Bangladesh on such a scale that 50.000 fresh refugees crossed over into India last week, it would appear that the worthy gentlemen of the U.N. are as intent on deceiving the teeming, homeless people in the camps as they are on deceiving themselves.

Since the Bangadesh Freedom Fighters are waging an implacable War of Independence against the Pakistan military, it would certainly not be safe for the U. N. observers themselves if they were to stay anywhere near the pakistan Army. We remember that in March, while the Pakistan Army was gearing up for its murderous assault on the defenceless people of Bangladesh, the U.N. obligingly withdrew all its personnel from Bangladesh, thus leaving the field for the Subsequent massacres to take place free of any U.N. 'observation'. If the U.N. was so concerned about the safety of its personnel then, we fail to see why it is so eager to thrust the same people into situations of still greater danger now. It is difficult to avoid the judgement that the supposedly impartial U.N. Administrators are dancing to Pakistn's tune.

Besides, the jurisdiction of the U.N. High Commissioner for Refugees is presumably only over the means of providing

humanitarian relief for refugees. It seems strange for this Agency to take upon itself the task of "Persuading the refugees to return". Since it is clear that a political question is involved before the refugees can themselves deem it safe to return to Bangladesh we do not understand how the U.N. High Commissioner for Refugees can persume to take unilateral action at a time when the U.N.'s Political arm, the Security Council, has yet to meet to discuss the Bangladesh situation.

The U.N. has already compiled a disgraceful record on Bangladesh by remaining deafeningly silent about the Pakistan Army's open genocide there in clear violation of the U. N. Charter. It is to be hoped that U That will not compound this error by following the example of his predecessor who allowed his rash and ill-judged intervention in the Congo to mark his illustrious career in its last day. It would be tragic if the present Secretary General were to repeat the same squalid history in Bangladesh.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Vol. 1 : No. 5	28 July, 1971	Bangladesh Stamps A Mark of state hood

BANGLADESH STAMPS
A MARK OF STATE HOOD

The Government of the people's Republic of Bangladesh has authorised the international distribution of its first issue of Postage Stamps.

The Bangladesh stamps are in the following denominations:

10p (Paisas). Blue, scarlet, purple, Map of Bangladesh.

20p (Paisas). Yellow, scarlet, dark green, blue, Depicting Massacre at Dacca University on 25th-26th March, 1971.

50p (Paisas). Orange, light brown, dark brown, grey : Bearing the numerals 75, denoting a nation of 75 million people.

1 R (Rupee). Yellow, scarlet, green. The flag of independence, incorporating map of Bangladesh.

2 Rs. Blue, dark blue, magneta : Election 1970, shows a ballot paper and stylised ballot box inscribed "Results-167 seats out of 169 for Bangladesh.

3 Rs (Rupees). Green, dark green, blue. Proclamation of independent Government on 10th April 1971. Depicting the breaking of west Pakistan chains of exploitation.

5 Rs. (Rupees). Assimilated gold, orange, dark brown, halftone black. Portrait, of Sheikh Mujibur Rahman, President of Bangladesh.

10 Rs. (Rupees). Assimilated gold, magneta, dark blue, A support BANGLADESH Stamp.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Vol. 1 : No. 5	28 July, 1971	Inside Bangladesh

INSIDE BANGLADESH
GESTAPO INTERROGATION

The West Pakistani occupation Army has started new reign of Gestapo rule in Bangladesh. One of these fascist tactics is the issuing of a questionnaire to all Bengali Civil Officials which amounts to outright blackmail. Some of the questions posed are given below and no one need doubt that the Army only wants answers which toe the ridiculous Pakistani propaganda line.

1. Which points out of the six points of the Awami League do you support? Give reasons for your answer.
2. What would have been the situation if the Awami League had come to power?
3. Who is the political leader you admire most in Pakistan and why do you support his party programme?
4. Did you join the non-co-operation movement launched by the Awami League? Did you do it voluntarily or out of fear?
5. Why did the dialogue between the Awami League Leaders and other parties fail?
6. What form of Government (parliamentary or presidential) do you think is appropriate for Pakistan and why?
7. Give names of your superiors and juniors who support the Awami League party.
8. Did you subscribe to the Awami League Fund? If so whether in cash or in kind and whether it was voluntary or forced and what was the amount and which bank it was deposited in?

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Vol. 1 : No. 5	28 July, 1971	World Press

WORLD PRESS

Press reports throughout the world continue to be full of condemnation against the Yahya regim and are highlighting the remarkable progress of the Mukti Bahini.

U.A.R.

Rose Al Youssef

July 14, 1971.

Closely following Al-Ahram editor Heikal's strong plea to the UAR speak out on what he described as the worst carnage in contemporary history. Another Cairo Journal "Rose Al Youssef" has warned that the tragedy caused by the civil war in East Bengal and the resultant influx of over six million refugees into India might turn the subcontinent into a new centre of world conflict.

It said religion was the only link binding the Punjabis of West Pakistan and the Bengalis of East Bengal.

U.K.

Daily Telegraph

July 19, 1971.

The situation has deteriorated during the past few weeks in Dhaka, largely as a result of the improved organization and training of the urban group of Bangladesh guerillas.

London

The Sunday Times

July 11, 1971.

An article by Murray Sayle has thrown some fresh light on the activities and composition of the so-called Razakars that the Pakistan Army is relying on in Bangladesh to-day :

"These people (the Razakars) are, in fact, representatives of the political parties which were routed at the last elections, with an admixture of men with criminal records and bigoted Muslims...

I passed a bridge which had been blown up by the Mukti Fouj, the "Freedom Army." Local People told me-I thought with some glee-that the bridge had been defended by 25 Razakars who had fled at the first burst, of gunfire. Mr. Sayle describes the Razakar administration as a regime of paid informers, bigots and thugs answerable to no-one and apparently above whatever little law is left (in Bangladesh)."

The Times, London
July 12, 1971.

A considerable propaganda effort has been made by the Pakistan Government to suggest not only that the army action was necessary to prevent the mass slaughter of Biharis but also that killings of non-Bengalis took place on a substantial scale even before the army moved.

It is a pretty thin explanation. It is inconceivable had there been killings on the scale claimed that these would not have come to the eyes and ears of the many foreign journalists in East Pakistan until their expulsion en measse on March 25.

U.K. :
The New Statesman,
July 16, 1971.

Mr. Reginald Prentice, M.P. a member of the British Parliamentary delegation which visited Bangladesh and India recently, writes, "The patients at the local hospital at Agartala included 150 with bullet or beyonet wounds, all recently inflicted—80 of these were children."

UAR :
Al Ahram, July 9, 1971
Towards a New Arab Strategy
written by the editor—Heikal.

How can we accept to remain silent about what happened in East Pakistan where some one-quarter of a million people were slain in the most tragic carnage of contemporary history? How could it be said that our silence was in courtesy to Pakistan when the U.A.R.'s value and influence in all of Asia is the issue of Principle? If we said the Asian principle was no concern to us, then Asia would have the right to say the Arab principle did not

concern her.

U.S.A. :

New York Times, July 12, 1971

Article by columnist Anthony Lewis.

After Hitler, there were many and not only Germans by any means who said they had no idea of the extent of the horror. They knew terrible things were happening but six million Jews in the gas chambers...

Right now another immense human disaster is taking place for political reasons. This time there can be no excuse for any informed person failing to understand what is happening ... and yet somehow some responsible men do not see.

The disaster is in East Pakistan. Since West Pakistani troops moved in last spring to suppress the Eastern political movement, six million people have fled to India. Tens, probably hundreds of thousand have been killed. And the feeble Pakistani propaganda claim to be dealing only with 'miscreants' does not conceal the fact that the army is killing and terrorizing on grounds of rate and politics.

HONG KONG :

The Hongkong Standard, July 4, 1971

Yahya Khan's army has set a grisly new record in the bloody annals of the human race ...

... The revengeful armies of General Tikka Khan have evidently grown tired of killing after their earlier vicious excesses in Bangladesh and wholesale massacre seems to have diminished into sporadic outbursts of unprovoked murder.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Vol. 1 : No. 9	25 August, 1971	Some Thoughts on Bangladesh

SOME THOUGHTS ON BANGLADESH

By A. L. BASHAM

During a very biref visit to Calcutta I have seen something of the misery of the unhappy people who have been compelled to flee from East Bengal by the atrocious violence of West Pakistani troops. I am a man of peace, and it have never been my business to encourage hatred. But I am also a historian, and as such I cannot avoid looking to the past, and making comparisons. And I know that the hatred and bitterness felt by one people for another have been among the most powerful factors in the history of the world. I think of examples from the history of my own native land.

In ancient and medieval times, when the feeling of nationalism was not so strong, it was sometimes possible for a conqueror to hold down a defeated people indefinitely and even to assimilate it to his own people to form one nation. Thus the Normans conquered the Anglo-Saxons, and ultimately, thanks largely to the common sense of some medieval kings, the two became one nation, speaking the same language.

On the other hand Ireland was also conquered by the Normans but no efforts were made to win over the inhabitants. The culmination came in the 17th century, when Oliver Cromwell "pacified" Ireland, which had supported the king's party in the Civil War. The Irish never forgot the ruthless looting and murder perpetrated by the Parliamentary troops, and, though by the nineteenth century they had full representation in the British Parliament, the resentment and hatred of many Irishmen towards the British was never appeased and ended with the establishment of the Republic of Eire. After nearly three hundred years, the atroclties of Cromwell were not forgotten, and "The curse of Cromwell on you" remains one of the Irishman's most bitter

imprecations. Britain lost most of her American colonies as a result of her own stupid, obstinate and oppressive policy towards the calonists. Later she learnt part of the lesson, and Canada and Australia (which is now my home) achieved independent status without bloodshed.

But things were different in India. Though educated Indians watched what was happening in Canada and Australia, and began to ask for a greater say in their own affairs, the majority of the people were more or less quiescent, and accepted British rule. Very small steps in the direction of self government were taken, and it seemed that India would ultimately reach the same, goal as Canada and Australia, but would take longer to do so.

One day in 1919 the situation altered drastically. An unarmed political gathering in Jalianwala Bagh, Amritsar, was fired on, many men and women were killed, and a wave of horror went through India. From that time onwards the future of India was not in doubt and ultimately India established her Independence with comparatively little bloodshed, because here people or the more politically minded of them made up their minds that they would no longer tolerate the rule of a government which could behave so ruthlessly towards its subjects.

Now in East Bengal, within a month or two, thousands of atrocities have taken place, far more ruthless than the massacre of Jalianwala Bagh, for they were apparently carefully planned, while Jalianwala Bagh was largely due to the panic of local authorities. Even allowing for exaggeration, it appears that the loss of the life in East Bengal over the past three months runs into millions, the victims of violence unparalleled since the days of Chinghiz Khan, far more comprehensive and vicious than the cruelties of Cromwell in Ireland. The presence of so many millions of refugees within the borders of India is evidence enough of the conduct of the Pakistani troops.

Hitherto I have remained silent, in all the many disputes between India and Pakistan, for I am a specialist in early history, and I do not normally look on it as part of my duty to air my views on current affairs. Now, as a historian, I am compelled to speak. If history teaches any lesson in this matter it is that the people of

East Bengal will never again willingly associate themselves with Pakistan. If Pakistan holds East Bengal it will do so by force, as an occupying imperialist power, hated by the people whom it dominates. Such a situation cannot long continue. The question remains—How long? If the Pakistanis persist in their determination to cling to East Bengal it will spell the ruin of the economics of both countries, and immense loss of life and human misery on both sides. And ultimately Bangladesh will become independent for all the Pakistanis may do, as their ruthlessness will never be forgotten, and the Bengalis will never again accept their rule willingly.

The wiser brains of Pakistan must have already realised this. The United nations, governments of individual states, men of good will everywhere, must use all their influence to persuade the government of Pakistan to withdraw its troops and allow the new state to be formed. If Pakistan refuses to do so it will be branded before the eyes of the whole world as the most rughless imperialist power in history, and history has shown that imperialist states can never survive indefinitely.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Vol. 1 : No. 9	25 August, 1971	Prelude To A 'New Vietnam'

U. S. ARMS TO PAKISTAN

Prelude to a 'New Vietnam'?

Despite world wide astracism the Yahya regime for its inhuman suppression of the People of Bangladesh, the Nixon administration has faild to discontinue its policy of arming Pakistan's blood-thirsty army. This is, inspite of the fact, that it was mainly U.S. Arms which emboldened fascist Yahya to undertake such a gross military misadventure. It was clearly within Nixon's power to make Yahya see reason. However, far from even condemning the atrocities perpetrated, he chose to condemn them by pumping in more arms to an already top-heavy and berserk, war-Machine.

The great champion of Democracy has not stopped at merely supplying arms, whose value according to a Washington State Deptt. spokesman amounts to roughly 20 million dollars to be delivered by March of 1972! There are indications now that American commitment to the Yahya regime is rapidly increasing in score.

The U.S. Government has charted seventeen 1000 ton freighters ostensibly to enable food and other supplies to reach the interior. That these vessels will be used for military purposes is certain as it is common knowledge that Yahya is desperately in need of river-crafts to open up the water-logged countryside of Bangladesh for his marauding hordes.

The pro-American Pakistani officers who have been trained by the U.S. army along the lines of the 'Green Berets' in Vietnam, are now all in Bangladesh. These 'toughs' are specially trained for mass-murder, sabotage, assasination and torture. Reliable reports also have it that more than a dozen American 'experts' are

training Pakiṣtanis in counter-insurgency measures at Quetta, Baluchistan and Dacca. it may be pointed out here that during the early days of Vietnam, American experts played an exactly similar role. The U.S. Government seems determined to be sucked into Bangladesh as it was in Vietnam.

The American press has reported that American arms in Vietnam are being diverted to Dacca and Korachi. On these orms meant to establish the kind of "democracy" we are now seeing in south Vietnam?

American Boeing which have been leased to Pakistan have been incorporated into the Pakistan International Airlines and are presently engaged in airlifting troops to Bangladesh.

The Nixon Administration has also promised one million dollars to Pakistan to hire eighteen coasters on a 6 month lease. These vessels are supposed to restore communications and facilitate delivery of relief supplies to the people.

At present there are 200 U.S. aid experts in Bangladesh. They have been instructed by Washington to train the civilian population in counter-insurgency methods. These experts have already begun their work in Dacca.

Last, but not least, American 'Cobra' helicopters from Vietanm have been given to the Pakistan Military Junta, to quell the liberation struggle.

All these goes to prove America's evil designs in Bangladesh. Its active support of the Yahya regime is a result of very short-sighted policy. 75 million determined Bengalis will show these War-mongers that their just struggle will be crowned with victory. Apparently, the U.S. has not learned anything from its experiences in Koria, Vietnam and Laos where it has fared disastrously. Even now, when Nixon is advocating the withdrawal of troops from vietnam, he seems to be all set to get his rose bloodier afresh in Bangladesh. No amount of American support can save Yahya. Nixon's only gain will be a name in history as an accomplice to the butcher of our time—General Yahya Khan. It is not yet too late for Nixon to change his murderous policy. One

wishes that he will chose to listen to some of his saner countrymen such as senator Kenedy, Senetor Bowles Galbration and Congressman Gallaghar.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh	1 September, 1971	Editorial
Vol. 1 : No. 10		In Search of Truth

Editorial

'IN SEARCH OF TRUTH'

The consience of the governments of the modern world are still cold. The plight of the 7,50,00,000 people of the lower Gangetic area, the human misery of the people of Bangladesh could not arouse the governments of the world from their slumber.

The modern world which claims attainment of the peak of civilization is looking at the happenings of Bangladesh with equanimity. It is not irritated, not disturbed, at the unsurpassed barbarity of the Pakistani mercnaries of Yahya Khan, which has rare equality even in Dark Ages.

More than 3840 hours have passed into oblivion, since General Yaha's hordes cracked down upon, the unprepared, unarmed and democratic people of Bangladesh, with a calculation to subjugate a nation within 78 hours. But, calculations have betrayed him. The fond dream has become a night mare. The blunt dictator failed to assess the determination of a nation when it is compelled to take up arms to resist and fight for existance. Yahya and his hawks have let loose the horrors to subjugate a nation to slavery and the people of Bangladesh have taken up arms to fight a war to break the shackles of slavery and to become the master of their own destiny. To the Bengalis, it is a fight to live with human dignity, it is a war for emancipation and liberation.

Yet it is an unequal war. Pakistani army junta in course of 24 years have built up a standard army with the revenue of Bangladesh and armed it to the teeth with most modern, sophisticated death weapons They are being fed with arms and ammunitions by U.S.A., China, Iran, Thus, organised, regular, modern forces have been deployed against peasants, workers, students, intelligentsia of Bangladesh. "Kill the Bengalis, loot

their properties, burn their houses, rape their women" was the order on that fateful night of March 25. That order, as it generally believed is still in force. The mercenaris 'most faithfully' and with full venom carried out the orders of their masters. The brunt of farocity, the barbarity fell equally on men and women, irrespective of their cast, creed and age.

Two million have been killed, eight million have fled to neighbouring Countries, thirty million, if not more, have been made homeless within the country itself who are running here to there, there to thence foı lifc, thousands of women have been violated, and thousands of villages have been burnt, and properties worth billions of rupees have been looted. What is more, Bangladesh today is ravaged by flood, faced with famine, insensed with epidemics.

The people who fled from the country and have taken shelter in India, tells a sad story of human misery. Many have died of cholera, many from exhaustion of long long walk. A million children are faced with death due to mal-nutrition.

The otherside of the story is encouraging. The youths of Bangladesh with their firm faith, grim determination, unflinching obedience, undeterred resoluteness are gradually hitting hard on the occupation forces. The guerilla activities and commando actions of the men of Bangladesh liberation forces have by this time wondered the world. Thousands and thousands of youths are enrolling themselves in the liberation forces. The youth Camps are humming with determined and resolute men of all sections and of ages between 15 to 50. The grasp of things at so short a time, understanding of logistics, the rapidity and accuracy and boldness during action have earned praise and wonder for them. The words Mukti Bahini are terror to the enemies. The enemies have suffered at least 40.000 in death including a long list of their officers. Rail and road transports are battered, rivers have become most unsafe, Chittagong, Chalna, Mangla Ports are out of commission after the blasting and sinking of foreign and Pakistani ships. Jute, hide and skin, and tea are not there for export, mills and factories are closed attendence in offices in towns are mere apology, office works are merely 'made to order'. Educational institutions are closed. Trade and commerce are at

stand-still. In a word the life in Bangladesh is dead, inspite of the loud claim of military regime of of "normal life." Only the action of Mukti Bahini Break the lull. People's hopes and aspirations are with the Mukti Bahini. The Swadhin Bangla Betar Kendra (Radio Bangladesh) inspires, the Mukti Bahini activities embolden the people. With courage, fortitude and determination the people are facing all atrocities, all cruelties, all odds, because, they believe they are fighting for the truth. They are fighting for liberty, equality, fraternity.

many words have been uttered, volumes have been written, concern and sympathy have been expressed, much tears have been shed by the people of the world but rulers have remained cold. Thus the world today at its height of achievements, is again bewildered with the problem of the "Ruler and the Ruled".

The phillanthropists, the intellectuals, the educationists, the literature, the artists, the physicians, the politicians and statesmen, at the prick of conscience when they find a nation bleed at the fury of the barbarous, hordes, have urged upon the governments of the world to save the humanity.

Dr. N. Hirschhorm, Dr. R. A. Cash, Dr. W. E. Woodword of U.S. public health service wrote :

"... when will the U.S. ever learn that an immoral realpolitik always leads to destruction, despair and death?"

James Nicholas, Welland, Ont say :-

"Why have civilized governments granted generous military aid to West Pakistani, while being niggardly in their economic aid to the refugees in India? Why do some people in the West stage an uproar when animals are not treated humanely and are yet so silent when in the East 6 million of their fellow human beings are agonizing in misery?"

Dr. Wali Khan wrote from St. Hohn Nfd :

"Where is the humanity of the Washington leaders who uphold the traditional image of concerned and compassionate America, the champion of democracy? Is the U.S. condoning genocide in Bengladesh in the interest of stability rather than morality?"

Dr. Albert Blaustein, a professor at Rutgers Law School feels

distressed when he says :

"Its incredible to conceive so many people are suffering so seriously. We have such a mess in Vietnam war. We have forgotten we are a humanitarian nation".

The international Conference of distinguished scholars, editors and parliamentarians held in Toronto, observed in "Toronto Declaration of Concern", that the Participants were "horrified by the events of recent months in East Pakistan which have resulted in one of the major disaster in man's history".

"... The present situation is a threat to peace both in the Sub-continent of South-East Asia and throughout world with the danger of great power involvement in a familiar pattern of escalation. Inspite of repeated warnings including that of Secretary-General U Thant the World remains largely indifferent. The staggering costs of refugees operations have been left prominently as a burden for India to carry. No effective political pressures have been brought to bear by the World community to end the mounting tragedy".

Even Katherine G. Kelley of American Embassy—U.S. AID in Islambad, marked;

"If the U.S. has to agonize over the question of supporting a democracy as opposed to a military suppressionist regime that has murdered a million of its citizens and driven more than 6 million from their homes and country, then the United States has forfeited the right to ever again purport to exercise moral leadership or promote democracy".

The humanists are distressed, to hear the bells tolling for the humanity. They are bewildered to see the upholders, the makers of the great charter of 'Human Rights and Dignity' digging the grave for humane values and beliefs by their own hands.

The world to-day is posed with a big question where is the Truth?

The truth is in the minds of the people of Bangladesh, the truth is in the action of the Mukti Bahini. It is a faith with the Bengalis.

The people of Bangladesh, which once went by the names of

East Pakistan, wanted to live with all human dignity, to create a society free from political domination, economic exploitation, cultural annihilation. It is their wish. When the people wish who can stand on the way? Who constitute the country? It is the people. What is a government? It is, to quote, "of the people, by the people, for the people". So, the truth is, when the people of Bangladesh wish to be independent, sovereign, and to be the master of their own affairs, what authority, legal or moral, Yahya Khan has to murder a nation?

Geography, history, traditions, culture, language, literature, aptitude and ambition, attitude towards life, make Bengalis totally a different nation from the West Pakistanis. It is a truth. None can deny or defy. The 24 year's history of Pakistan could not deny these. So two separate policies were in practice. The countries those supply aid to Pakistan will bear ıt out. Had the country been one there would have been no customs barriers, and fromalities, the price of commodities would not have differed so fantastically. Had the country been one, the majority would not have been deprived of power and privileges, there would have been no such hate and blood for the Bengalis. Had the country been one so indiscriminate massacre could not have been there, the propagandist of integirity failed to realise that integrity can not be achieved in hate and blood.

Islam? The less is said about it, the better, The Pakistani hawks who literally float in the drums of whisky and Champaign, who in lust flirt, dishonour, rape the women, who in greed kill the people, oppress the believers of other faith, loot the properities, burn the houses, forfiet the right to utter the sacred word "Islam" which means "Peace and complete submission to the Creator". These people have brought slur on Islam. They are trying to destroy the pristıne beauty of the religion. Under the name of muslim (Tikka Khan is no Arabic, bears No meaning) they are 'Munafiks' (hypocrates) and are out to bring dishonour and to defame Islam. The private and public lives of these hypocrates are quite contradictory to Islamic laws. People of Bangladesh of whom 85% are muslims do not believe in these hoax.

So the truth is, the people of Bangladesh are determined to clear the soil of Bangladesh by driving out occupation forces. The

truth is Bangladesh is an independent, sovereign state, the eighth biggest state of world with its 75 million people, has come to stay.

The truth which Time (International) on its issue of August 23, 1971 could see, is :

"With hopes for a United Pakistan all but ended by the civil war, keeping Mujib alive would leave open one last option, negotiating the divorce of East and West in peace rather than war."

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Vol. 1 : No. 11	8 September, 1971	Beware of the Mad Dog : Kill It

BEWARE OF THE MAD DOG : Kill It

Freedom of Bangladesh, a cause so sacred and dear, efforts so genuine can not but go unrewarded. The recent happenings are sufficient indication that we are near our goal.

Pakistani military hawks have fallen into their own trap. They tried, and perhaps were partly successful, to deceive somebody for sometime, but ultimately have failed, to deceive everybody for all time. Things are not coming according to their calculations. So, the hawk of the hawks General Yahya khan has lost his balance. Not only his actions are barbarous, his words are brute. Ultimately the animal in him, his true colour, has came up.

It may be remembered Yahya khan in his broadcast on June 28 assured, of course, assurance from a man of his nature who honours more in breach than in fulfilment if carries any sense, to transfer the power to the elected representatives within 120 days. This was repeated to the newsmen recently when he chuckled, "I will hand over the power to the first man I find in the morning of October 27".

The people of Bangladesh has no illusion about Yahya and his words. So, the joke is : If on the preceding night of 27th October, Yahya remains in the army head-quarter the first man he may meet, a general and if he stays in his palace, naturally his wife. And others would add : What about that steward who carries the bed-tea and clears the wine bottles and glasses?

But the serious thinking is that two third of the promised time has already passed. How would it be possible to hold bye-elections within the stipulated time? And who are the candidates? Everybody, whether the occupation army men or their collaborators, by now, must have realised that Mukti Bahini

means what it says. They are making no fuss with the destiny of a nation.

The few quislings those have been pick up prefer to stay in Karachi-Lhore-Pindi. The so-called leaders have made their way to safe areas leaving their supporters behind. They want that these supporters and admirer should shed their blood to pave the way for their ascendency to power. This realisation is agitating the minds of their supporters. They are more distressed to see that the Pakistani army pushing them ahead, so that they are to bear the thrashing of the Mukti Bahini. This is, of course, another tactics to kill the Bengali youths, giving a cover of collaborators, their friends. And to maintain the friendship, these youths, who enrolled themselves as Razakars, willingly or under duress, are paying maximum price. The game is open. So we hear of the surrender of Rzakars to our Mukti Bahini.

Pakistan Radio is again barking on 'general amnesty' to the men of E. B. R., E. P. R. and police. If memory does not fail, it may be remembered that months before after the announcement of first amnesty', Pakistan Radio claimed thouseands of men of army and police had reported. If that version is to be believed, are we to conclude that many more millions are yet to 'surrender'? If the world is to believe that the Man Eater of Pindi has become vegetarian, then it may be asked why people are still leaving their country in a desperate bid to escape the thaws of the enemies? Why there are so much fear and sense of insecurity among the people of Bangladesh? The answer is straight and clear and do not require to break the brain to understand. The people do not and will not believe them, trust them.

Again Dr. Malik, the governor, is a "show boy". Because, Lt. Gen. Amir Abdullah Khan, better known as Gen. Niazi is the Martial Law Administrator of the zone and the Commander of the Eastern Command, Maj. Gen. Rahim Khan, Deputy Martial Law Administrator. Thus the power remains with the Martial Law Authority and the Governor, a representative of the President, and the Chief Martial Law Administrator will only act to please his master's whims and caprices.

Mr. Nurul Amin the leader of the Pakistan Democratic Party,

has declined to be the 'obedient servant'. He has preferred to be guided by his wisdom. Thus whatever the link the PDP had with West Pakistan to give the notion of National Party', Mr. Amin's 'No' has completed the divorce. The Jamat-e-Islam and all the three factions of Pakistan Muslim League (Qayyum, Council, Convention) have their headquarters at Lahore and Pindi. These parties have some 'workers' in their pay roll in Bangladesh. So, they are mercenaries too, with no support from the soil. Their atrocities to the people are naked examples to prove that these men are not of the people, for the people.

In the background of such political situation the Mukti Bahini gradually is hitting hard and givign death blows. The enemy forces are demoralised. They are panicky. Trade and commerce are at stand still. Ports have become out of commission. The rivers are unsafe.

Atmosphere in West Pakistan toohas become tense. With the "fall" of Omar-Tikka-Akbar clique to Yahya-Hamid-Pirzada clique, the favoured son of Tikka group Z. A. Bhutto is facing humilation. Pakistan People's Party, because of its programme is not liked by feudal and industrial lords of West Pakistan. They gave their temporary support to Bhutto only to subjugate the Bengalis. But when that failed they began to withdraw their support from him and depending more on their old guards, the Jamaat, the Muslim League and the Jamiat-e-Ulema. Bhutto, and ambitious, power hunger, feudal lord, does not see eye to eye with Moududi, Qayum and Daulatana. So, when, Bhutto asks for transfer of power to elected representatives, others propagate for the continuance of Martial Law. Personal attacks are not foreign to them.

The leader of the National Awami Party Mr. Wali Khan has slipped into Afganisthan. He has denounced Yahya's activities in strongest terms. Tehrik-e-Ishteqlal Party Chief Air Marshall Asgar Khan has again urged for the revival of democracy and the end of massacre in Bangladesh. In Beluchistan and Frontier Province, there are unrest and many leaders have been arrested. Factories are closed, so workers are agitaged. Production and sales are not there, so industrialists are indignant. In West Pakistan power does not emanate from the barrel of the guns but from the offices of the 22 families who control the finance of the country. The

students who fought vehemently against Ayub, find in Yahya a hypocrate who is heading towards perpetual army domination.

In such a Gloomy, Yahya has become mad. He is hawling, barking at every one. He has no restrain on his words. Out of despair and disdain he has become so desperate that Mukti Bahini has sent the following words : "Beware of the made dog. Kill it."

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh	8 September, 1971	From Mujibnagar
Vol. 1 : No. 11		"Acceptance of defeat"

FROM MUJIBNAGAR
"ACCEPTANCE OF DEFEAT"

Bangladesh Foreign Minister Khandaker Moshtaque Ahmed termed the appointment of Dr. Malik as the Governor of occupied territory of Bangladesh as an acceptance of defeat.

In a statement he said, the reported appointment of Dr. A. M. Malik, a Quisling trade-unionist, as the Governor of the occupied part of Bangladesh is the acceptance of defeat by the so-called military junta of Islamabad. It is evident that Tikka Khan's aweful majesty of ruthless killing, looting, burning and raping have been turned into ignominous nullity on the soil of Bangladesh. The killer has fallen. His chivalrous glory is crumbled into pieces. He is to get out as a disgraced man with head low and vanity lower. There is a clear message in this for General Yahya Khan also.

The Pakistani junta calls this an attempt of restoration of civilian rule. It is significant to note that the killers of Islamabad has gone for the "restoration of civilian rule" only in the colony and not at home i.e., West Pakistan. Therefore, the measure, besides everything else, is an expression of colonial rule completely different from home rule. Restoration of civilian rule was an issue before 25th of March 1971. People almost unanimously voted for Awami League to rule the country. Restoration of civilian rule at that time meant restoration of state power to the elected representatives and not any one without such mandate.

The appointment of Mr. Malik, is yet another attempt to throw a handful of dust in the eyes of the world to create cloud and confusion. People of Bangladesh know the designs behind this sort of restoration of civil administration. They witnessed 2 these same 'restoration' once after Ayub staged coup in 1958, again

after Yahya ascended the throne of Pakistan in 1969. When colonial rule by a military govenor becomes pungent stinky and embarrassing the military rulers go for transplanting a civilian quisling as the 'Subedar' of Bangladesh. This time also the military colonialists have exercised their ground rule of colonial administration. This known game is not going to pay any dividend this time in an attempt to convince the foreign powers to give aid and assistance.

Dr. A. M. Malik is an old man. He has a dubious past and no future. He has underwritten hither to unheard of crimes committed by his masters on the soil of Bangladesh beyond tolerance. He is incapable of reading the writings on the wall because he is suffering from senile degeneration. We can only pity him.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Vol. 1 : No. 11	8 September, 1971	Promise fulfilled

PROMISE FULFILLED

Bangladesh Goverment has paid all the arrear pension due to the poet Kazi Nazrul Islam, after Pakistan Government stopped it.

In a brief but impressive ceremony in the Calcutta residence of the poet on 4th September, H.E. Mr. M. Hossain Ali, Bangladesh High Commissioner in India, presented a cheque of Rs. 2,100.00 towards the payment of the arrear pension to the poet. While the High Commissioner was implementing the Bangladesh Cabinet decision, the Pakistan Government renewed the pension offer only to be rejected by the poet's eldest son Kazi Sabysachi.

Mr. Ali in his brief speech told that he was there to present the monthly allowance on behalf of 75 million people and the government of Bangladesh. He said, "Our resources are very limited. But we foster to keep open the door of free thinking human values."

Mr. Ali spoke in nice Bengali, While dealing with the national characteristics of Bengalis he remarked that whenever the national life was under the shakles of subjuagation, the Bengalis, in various ways tried to break the chain. The poet, he went on, who in the days of British hegemony was the first to lift his fisted hand with the slogan of "liberty" was ignored by the Pakistani rulers even after the independence. The youths for whom the poet craved, of whom he dreamt, are now engaged in liberation of their motherland with guns in their hands. The bullets will clear off the enemies of humanity shortly, he added.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Vol. 1 : No. 18	27 October, 1971	From Mujibnagar

FROM MUJIBNAGAR

Syed Nazrul Islam, Acting President of Bangladesh, has sent the following telegram to Herr Willy Brandt. Chancellor of the Federal Republic of Germany.

"Most delighted to know that your Excellency has been awarded Nobel Prize for Peace. Please accept heartiest congratulations and felicitations on my behalf and on behalf of the people and the Government of Bangladesh. Hope your Excellency will continue to champion the cause of exploited and suffering humanity all over the world."

No "Infiltrators"

When his attention was drawn to statements made by Yahya Khan to the Soviet President in Iran and to a French Journalist in an interview at Karachi on the 18th October, '71 to the effect that "Indian infiltrators" were fighting inside Bangladesh, Colonel M.A.G. Osmany, M.N.A. Commander-in-Chief of the Bangladesh Forces (Mukti Bahini) said :

"It is a travesty of truth deliberately being done to confuse the real issue—which is between the 75 million people of Bangladesh and the illegal military regime of Islamabad and deals with genocide, rape, repression and eviction to deny sovereign human rights, and has nothing to do with the Indo-Pakistan conflict. "Infiltrators" could not be expected to eliminate over 2 5,000 of Yahya's armed hoarders nor receive the absolute support of the entire Bangladesh people who ethnically and politically constitute a nation, fighting bravely against odds for their independence and inalienable human rights. Indeed the Mukti Bahini consist of both regular forces as well as citizen forces drawn from all walks of life, varying from University products and students to workers and farmer boys from the rural interior of Bangladesh, all fighting with

grim determination, courage and unshakable faith in their cause—a crusade for truth and justice—and to attain liberation from a colonialism of the vilest nature. And that is way, despite the disparity in sophisticated arms, the enemy is fighting a desperate losing battle. In his desperation, Yahya is making a bid to internationalise the problem and save his villainous hordes from the ignominious defeat which shall be his soon.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Vol. 1 : No. 18	27 October, 1971	Medical Care For Freedom Fighters

MEDICAL CARE FOR FREEDOM FIGHTERS

A number of Base Hospitals have been set up in lose proximity to thc Bangladesh Mukti Bahini military camps. One such field-hospital, named "Bangladesh" is in full operation in the Comilla Sector. It has an all-Bangladesh staff of 6 Doctors, 4 Final-Year Medical Students and 18 volunteer nurses, and it has been sponsored by the Bangladesh Medical Association in the United Kingdom.

Dr. Abdul Mobin Chounhury is a young Bengali Doctor who gave up his practice in England and is now working full-time in helping to run this Base Hospital.

The Base Hospital is serviced by 12 forward sub-sector Medical centres which in turn are connected to the various advanced field positions of the Mukti Bahini, At each of these advanced field positions there are two stretcher-bearers trained in First-Aid whose job it is to evacuate injured men quickly to the sub-sector headquarters. Those who have minor injuries, such as splinter injuries in non-sensitive places, or grazing bullet wounds, are kept back at this point to be treated in the tented medical centres, and to be tended by a Doctor and a medical assistant. Those who have more serious injuries are transferred to the Base Hospital.

Base Hospital Bangladesh is made up of sungrass and bamboo structures and have capacity for accommodating 100 indoor patients. 80% of these are for war casualties while the rest are for people suffering from serious illnesses. The fact that this Base Hospital of Bangladesh services 10,000 fighting men, is an indication of how low the casualties of the Mukti Bahini actually are.

Most of the equipment at the hospital has been captured by the Mukti Bahini from enemy-controlld medical centres inside Bangladesh. In this way, the hospital has acquired a large amount of surgical instruments and an electrical generator. The hospital is still always struggling for medicines and other essential supplies. Sometimes the doctors improvise things. Thus, old mosquito nets are cut up to make gauze and bedsheets for bandages.

The Base Hospital Bangladesh has been recently visited by the President, Prime Minister and the C-in-C, all of whom have warmly praised the organisers and have promised that the Bangladesh Government will give it all necessary help. The Bangladesh Government is now beginning to arrange for a steady flow of medical supplies and it is to be hoped that organisations abroad will also come forward with donations of medical equipment.

The four most important requirements are X-Ray facilities, a good electric generator, motor vehicles which can be used as ambulances, and a rugular supply of medicine plus a stock to be held in reserve.

The Base Hospital Bangladesh is one of serveral other such hospitals that are making an invaluable contribution to strengthen and streamiline our war efforts. The brave soldiers of the Mukti Bahini increasingly rest assured that they will be well looked after is injured.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Vol. 1 : No.20	10 November, 1971	Delhi Pakistan Mission- Yahya's Slaughter House

DELHI PAKISTAN MISSION— YAHYA'S SLAUGHTER HOUSE

Pakistanis set up yet another unique record of barbarism in foreign country when they inflicted brutalities on the Bengali employees of their High Commission in New Delhi on November 2, 1971. The Bengali employees along with the members of their families were mercilessly beaten up while they were escaping to freedom and declared allegiance to Bangladesh. Mr. Hussain Ali Khan, personal Assistant to Mr. Abdul Ghani, Chief of intelligence network in India, was forcibly kept inside the High Commission premises and beaten up. It is still unknown if Mr. Hussian Ali Khan is alive.

The ugly maltreatment with the Bengali staff was so nakedly exposed despite the assurance given to them on their freedom of movement. The High Commission authotities recently withdrew all restrictions on the movement of the Bengali Staff who were previously subjected to confinement within the chancery premises. They were told they could levave the High Commission should they so desire. The Pakistanis held Mr. Hussain Ali captive because he was personal assistant to the Chief of the Intelligence network in India.

Describing the High Commission as 'Yahya Khan's slaughter house in india the wailing and bleeding escapees showed their injuries to Pressmen and others outside the High Commission.

The West Pakistani atrocities invoked deep indignation and anger all over Bangladesh.

Bangladesh Government and leaders strongly condemned the torture and oppression committed by the West Pakistanis on the Bengali employees and called for international intervention for the release of Mr. Hussain Ali Khan.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Vol. 1 : No.20	10 November, 1971	Inside Bangladesh

INSIDE BANGLADESH

Bangladesh Towns Empty

About 30% of the pre-Mach population is missing from every East Bengal town.

Villages, however, are still being burned, widespread extortion continues and there has been no reduction of mutual hatred between Bengalis and the West Pakistan army of ocupation. The Martial Law Government still watches Bengalis closely and the 'offences' are punished harshly.

Pakistani Troops Face Problems

Apart from being continuously harassed by the Mukti Bahini the Pakistani troops in Bangladesh are also facing serious problems, relating mainly to health and supplies.

The soldiers are suffering from gastroentiritis and other stomach ailments almost everywhere in Bangladesh. This is attributed mainly to water pollution in the wake of the monsoons. At several places many soldiers have been admitted to hospitals.

Shortage of wheat is also reported in Bangladesh which causes great hardship specially to the West Pakistanis who regard it as their staple diet.

But perhaps the most distressing aspect of a Pakistani soldier's life in Bangladesh is that letters from relatives in West Pakistan do not reach him.

These letters are obviously not being delivered by the Army authorities as they might contain anxious inquiries which are likely to make a soldier restless. It is also feared that these letters might contain references to economic hardships in West Pakistan.

Heavy Army Losses

According to the correspondent of the Sunday Times, London, Pakistan Army losses in Bangladesh have risen to 189 per day. Carpenters are being employed full time in the Dacca Cantonment to make officer's coffins which get shipped to West Pakistan for burial, he adds.

Pakistani Boeings Change Flight Patterns

The attacks of Mukti Bahini guerilla inside Dacca have compelled the Pakistan army to construct pill-boxes along the route to the airport. Even Pakistan International Airlines have felt the effects of the Mukti Bahini's activities. Their Boeings which used to land in Dacca flying over the international route with all light blazing, have changed their flight patterns. The aircraft now fly over water as much as possible and without navigational light.

Elections to be Rigged

As was anticipated Yahya Khan's administration is rigging the forth coming bye-elections to the 78 seats in the National Assembly from East Bengal to ensure that supporters of the military regime get elected.

The stooge Governor of East Bengal Dr. A. M. Malik has admitted to Malcohn W. Browne of the *New York Times* that "the bye-elections have many imperfections."

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Vol. 1 : No. 21	17 November, 1971	Achievements of The Bangladesh Government

ACHIEVEMENTS OF THE BANGLADESH GOVERNMENT

Today's Government of Bangladesh springs from an extraordinary movement and a blood stained background of suffering millions. It has emerged through a traditional transfer of power as one would expect in a democratic country. The Awami League, the party which own the last elections in Pakistan with 88.6% of the east Bengal seats and with a Majority of 21 seats in the National Assembly was a constitutional political party which believed in bringing social reforms through legislation. For a party and a leadership of that background the necessity to wage and armed struggle was quite an unexpected development.

An Unique Leadership

But today the same political party is providing ferocious and determined leadership, under unique circumstances in the world's history, to the armed struggle against a colonial power. Less than 15 days after the colonial army launched its attack, the elected leaders of the country assembled and declared Bangladesh's independence and formed a Government to continue with the Struggle. This was not a Government in the traditional sense as the major function of this Government was, and is, to lend the liberation forces in order to drive out the occupation army form its territory. At the same time the Government has to maintain maximum jurisdiction over the people of Bangladesh, whether in the liberated of occupied areas. It has to administer the areas under its control, provide

food and shelter for millions of people who are fleeing from the village to another inside Bangladesh. It has to finance the vast war operations and at the same time maintain diplomatic and propaganda efforts to rally the world round its cause.

Mukti Bahini : The Most Educated Guerilla

cadre of the World

The Mukti Bahini that grew out of the spontaneous resistanee of the people of Bangladesh led by the East Bengal Regiment, the East Pakistan Rifles and the Awami League leaders, volunteers and students is now a well-organised and disciplined force. It has grown sufficiently powerful in strength and has increased in size. It is to the great credit of the Bangladesh Government that it has so successfully brought the whole Mukti Bahini under one disciplined command and the war is now being fought within a coordinated framework. No liberation war in any part of the world has seen such a speedy success both in terms of weakening the enemy and also in organising its efforts so singlehandedly. No liberation war has possessed such a remarkably well-educated cadre of guerillas fighting for the independence of a country. The Mukti Bahini is now equipped in all fields. It has recently trained its first batch of young officers and more are under training. The Mukti Bahini's marine-commandos have succeeded in crippling Pakistani shipping in Bangladesh. The urban guerillas have established an effective and permanent presence in Dacca and other major cities.

Dipolmatic and Propaganda War

On the diplomatic fornt the Bangladesh Government's efforts have had no less spectacular results. This is perhaps the only movement in the owrld which has seen mass defections of diplomats switching their allegiance from an established Government to a Goverment engaged in a liberation war. 30 diplomats ranging from Ambassadors down to juniors in the diplomatic service have joined the new Government and 96

other ministerial staff have also switched their allegiance. This could only be possible because of the fantastic success achieved by Mukti Bahini in the field and the love, affection, loyalty and allegiance that the Government of Bangladesh enjoys from its 75 million people both inside the country and abroad.

The propaganda machinery of the Bangladesh Government has also demonstrated its effectiveness mobilising world opinion in favour of its cause. So far it has briefed about 250 foreign correspondents, Radio Television teams and international News Agencies. The Mission of the Government in Calcutta has played a most useful role maintaining this liason with the outside world and also in looking after correspondents and more than 100 foreign visitors and dignitaries from all over the world. The various pablications of the External Publicity Division have received wide appreciation for presenting the facts on Bangladesh abroad. Representatives have been sent to all parts of India and many other countries including those of the Middle-East and south Asia to represent the Bangladesh case. The Press and Information Department with Bangladesh Radio as one of its principal organs, has achieved tremendous success in keeping the morale of the people consistently high. Finally a 16-member delegation was sent to lobby at the United Nations and succeeded in building solid international governmental support for the new state of Bangladesh.

Administration

The hard work of the Government of Bangladesh is also reflected in the efficient mobilisation of the civil machinery which is being established and directed to strengthen the total effort of the Mukti Bahini. There is a Secretariat with all the necessary departments manned by young and efficient offcers, technocrats and other voulnteers coming from different professions who work with dedication for the cause of this liberation war. The administration in the liberated areas covers trade and industry, courts, post and telephone services, police stations, schools, customs, Excise and collection of taxes etc.

Planning for the Future

While continuing with the war effort and the administration of the liberated areas the Bangladesh Government keeps itself acutely aware of the future at the same time. A Planning Commission with eminent experts of the country is already engaged in preparing the future socio-economic structure of the new society. The Government is very much aware that its responsibility will be much more grave and difficult once the war is over and the massive reconstruction programmes have to be immediately carried out in practice. Bangladesh has to cope with needs and demands of the people, who are already in the process of a revolution.

The People's War

In order to turn this struggle into a national liberation war the Bangladesh Government has mobilized all the other fighting forces of the country as well. At its initiative a 5-party consultative committee has been formed to strengthen the people's war that has now taken a definite shape for an outright victory.

Sheikh Mujibur Rahman

The leader and the source of inspiration of this liberation war, the man who pronounced the word 'Bangladesh' for the first time in our history in a political context, is still in the hands of the occupation army. But despite this, it is interestinng to note that Sheikh Mujib still dominates the thinking and the actions of the Government and the people of Bangladesh, He remains as the living profile of courage, sacrifice and dedication to the cause of the people. The people of Bangladesh are confident that they will get their leader back very soon.

An independent Bangladesh is now a political reality. The rapid success achieved in different spheres by the Government of Bangladesh has no parallel in the history of any liberation movement. Being confident of its victory, it now looks forward to

the future when a society will be built up free from exploitation. Programmes are being drawn to see that every citizen has the guarantee of his bread, education and employment and the Government of Bangladesh is pledged to carry out these programmes as successfully as it has engaged in liberating the people.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Vol. 1 : No. 24	8 December, 1971	India Accords Recognition To Bangladesh

INDIA ACCORDS RECOGNITION TO BANGLADESH

Truth has triumphed, India has recognised Bangladesh.

The epoch-making decision was announced by the Prime Minister of India. Mrs. Indira Gandhi in New Delhi on Monday, December 6, 1971. By this formal recognition India redeemed her pledge to the enhancement of human civilization, peace and progress. It is hoped that nations who belive in democaracy, secularism and socialism will now come forward to recognise the fact—Bangladesh and uphold the cause of human right and dignity.

The people of Bangladesh burst into endless joy and went into unprecedented jubilation at the news of the recognition. Sky was rented with slogans of "Joy Bangla", and "Sheikh Mujib Zindabad". Green-red-golden colour flag of Bangladesh fluttered proudly over all the houses.

The Bangladesh Cabinet in a resolution congratulated Indian Government for according recognition to the People's Republic of Bangladesh.

Khandaker Moshtaque Ahmed, Foreign Minister of the People's Republic of Bangladesh in a statement on Monday said :

"With an overwhelming heart precipitated with deep sense of gratitude, we the 75 million people of Bangladesh once again express our heartfelt thanks to the Government and people of India on this epoch-making moment of history. India to-day has formally redeemed her ideals of pledge and commitment to the enhancement of human civilization, peace and progress by according formal recognition to the Government of the People's Republic of Bangladesh".

On this historic day, let us all peldge to bring into being

faithfully the new economic and social order that our great leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman pledged to the Nation of Bangladesh. Let us also hope that the bond of friendship between India and Bangladesh will have ever lasting and eternal glory of greater and greater understanding. The great nation of India and emerging nation of Bangladesh can supplement and compliment each other according to their capabilities to put up a monumental example of peaceful co-existence undr the principle of panchshill.

We owe our thanks and congratulations to the heroic men and officers of Mukti Bahini and Indian forces who have written this new Page of history not in golden words but words stained with their blood. Glory belongs to them.

Our great leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the dreamer of Bangladesh has to be rescued from the prison of the barbarous junta of Islamabad. If blood can bring freedom, blood will also bring him back in his dream land— Bangladesh.

We make a fervent appeal to all freedom and peace-loving governments of the world to accord immediate recognition to the Government of the People's Republic of Bangladesh and help in holding up high the banner of democracy, secularism and socialism. — JOY BANGLA.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Vol. 1 : No. 24	8 December, 1971	Bangladesh No To UN Observers Idea

BANGLADESH NO TO UN OBSERVERS IDEA

The idea of posting U. N. observers on the Bangladesh side of the Indo-Bangladesh Border was condemned and looked down upon with contempt by the Government of Bangladesh. The same idea was rejected outright by the Government as early as 22nd July, 1971.

The Prime Minister Mr. Tajuddin Ahmed termed it as a planned conspiracy and a full attempt to protect the military regime of Yahya Khan from the back door.

Mr. Tajuddin Ahmed said, that the sponsors of the proposal would be wholely responsible for the fate of anybody who would try to come to Bangladesh as observers at the "peak period of our victory".

Mr. Ahmed said that those who remained as silent spectators at the time of an unprecedented genocide in Bangladesh by Yahya's invading troops, had now come out to save the army junta in the name of sending UN observers. "We will not tolerate any interference on any pretext in this final stage of our struggle of liberation against the colonial rule," he added.

Khandaker Moshtaque Ahmed, the Foreign Minister of Bangladesh condemned the latest initiative to post U. N. observers in Bangladesh. He said, UN observers of any description in Bangladesh will be regarded as messengers and protectors of imperialist and colonial interests.

In a statement released on December 2, in Mujibnagar the Foreign Minister expressed his firm faith in people's struggle and said, if people's struggle has ever won anywhere in the world it will win once againl in Bangladesh. He called up on the friends of Pakistan to accept totaiudependence and sovereignty of

Bangladesh instead of attempting to undrmine the inherent strength of vast multitude of the people of Bangladesh.

Not only have we an utter contempt for the so-called bound-to-be abortive "peace making attempts" to subjugate 75 million people of Bangladesh but also we want to warn that any unwelcome guest, whoever he might be, coming on behalf of and for Yahya Khan, will be replied to in Bangladesh in the same way as Yahya's occupation army is being replied to by our valiant members of the Mukti Bahini...

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Vol. 1 : No.24	8 December, 1971	Non-Alignment & Peaceful Co-Existance

NON-ALIGNMENT & PEACEFUL CO-EXISTANCE
President spelis out fundamentals of foreign policy

Syed Nazrul Islam, Acting President of the People's Republic of Bangladesh appealed to all the nations of the the world to recognise Bangladesh as an independent and sovereign country to preserve the ideals of freedom, peace and democracy.

In a broadcast to the nation over Radio Bangladesh, yesterday, Syed Nazrul Islam said, "Independent Bangladesh today is an established fact. I call upon all the countries of the world to accord to us immediate recognition and accelerate the liberation struggle of 75 million people.

The Acting President of Bangladesh said "Our struggle for independence should not be deemed as an end in itself but the beginning of a continuous struggle to reorganize the economic structure, the social and cultural life of golden Bengal."

Referring to the martyrs who sacrificed their lives at that altar of the freedom movement, he said, "At this historic juncture of our liberation struggle we all remember with deep regard the Shaheeds who valiantly laid down their lives for the country's salvation."

He added : "We particularly remember our great leader, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Without whose graceful presence among us all the pleasure of independence will be lost."

He reiterated his appeal to the peace-loving countries of the world to make concrete efforts to ensure the immediate release Sheikh Mujibur Rahman.

On the policies of his Government the acting President said : "Non-alignment and peaceful co-existence will be the fundamental tenest of our foreign policy."

The Bangladesh Government will support every democratic struggle against imperialism and colonialism. It will also steadily maintain friendly relations with all the peace-loving countries of the world, he added.

Syed Nazrul Islam congratulated Mrs. Gandhi on her earnest efforts to arouse world conscience on the Bangladesh issue and on her decision to accord recognition to the Bangladesh Government.

Offering hearty greetings to the Mukti Bahini and the allied Indian forces, Mr. Islam, said : "The day is not far off when the Bangladesh flag will be hoisted in Dacca and the dream of Bangabandhu will materialize."

The acting President of Bangladesh Syed Nazrul Islam, announced that his Government would bear the entire responsibility for Bangladesh refugees sheltered in India.

Acting President assured the refugees their safe return to their homes very soon. "It is our sacred duty to rehabilitate all the refugees who were forced to leave their homeland after the Army crackdown," he added.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Vol. 1 : No. 26	22 December, 1971	Horrifying Pakistani Elitocide

HORRIFYING PAKISTANI ELITOCIDE IN BANGLADESH

Before the imminent defeat of Pakistan army at the hands of the Indo-Bangladesh allied forces, a calculated plan was drawn up by some officeers including the head of the occupation army to kill all the intellectuals of Bangladesh. A list of 7 thousands was prepared in the chamber of the General at the Cantonment in Dacca soon after Bangladesh was recognized formally as a legal entity on 6th December and the Government of India formally accepted the status of this new country as a sovereign State.

From 7th to 13th of December this plan was meticulously executed by occupation army and as a result hundreds have been killed all over the province during these six nights. The report of the killing in Dacca reveals the massacre of some most eminent scholar's and intellectuals of Bangladesh. The dead-bodies now decomposing are still lying in the fields near Muhammadpur and other places. It is apparent that they were not successful to kill the number they calculated originally but they tried their best. Distinguished people whether a University Professor or an eminent journalist or a doctor or a government officer were picked up either from their places of work or residents by people with guns and face covered with musks and then slaughtered cold-bloodedly and left them abandoned in open fields and streets of Dacca. The names reported till now include Prof. Munir Chowdhury, Dr. Rabbi, Dr. Abul Khair, Shahidulla Kaiser, Serajuddin Hossain. Dr. Alim Chowdhury and Dr. Giasuddin Ahmed.

This was more then genocide. This was more than elitocide, it

was a genocide to kill the elite of the new born Bangladesh. The history has never witnessed such a horror and such a shockingly cold blooded massacre of a nation.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Vol. 1 : No.26	22 December, 1971	Occupation Forces Surrender

OCCUPATION FORCES SURRENDER DACCA CAPITAL OF FREE BANGLADESH

The Bangladesh National flag is now fluttering in Dacca, the free capital of free Bangladesh. With the surrender of the occupation forces to the allied command on December 16 ended eight months tyranny and oppression on the people of Bangladesh and begins a period of peace and prosperity. The names of the millions who sacrificed their lives for liberation of the motherland will be written down in blood in the golden pages of history. The dream of the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman has come true.

Having been beaten by the allied forces of Indian and Mukti Bahini, the West Pakistani forces surrendered in the afternoon of December 16. Lt. Gen. A. K. Niazi, Commander of occupation forces signed the Instrument of surrender which was accepted by the allied forces, Lt. Gen. Jagjit Singh Aurora at the Dacca Race Course where on March 7, in a mammoth public meeting the Father of the nation held out a solemn pledge to free the country.

As soon as the news of the surrender of the occupation Army spread like a wild fire, thousands of people came out of their houses to express their joy. Race Course, where the instrument of surrender was accepted was a scene of wild jubilation. The Race Course reverberated with deafening shouts of "Joy Bangla" "Sheikh Mujib Zindabad", "Mujib-Indira Zindabad".

The freedom has beed achieved but our struggle has not ended. A new struggle has already been launched for reconstruction and rebuilding the war devastated Bangladesh on the three declared objectives of Socialism, Secularism and democracy.

The Bangladesh leaders have promised a new socio-economic order which will end privileges and exploitation. The leaders have also asked the people to maintain law and order and not to take law in their own hands. They have assured that the collaborators with the millitary regime would be dealt with according to law. A tribunal would soon be set up to try war criminals. The people would also have their own constitution soon.

Civil administration has already started functioning in Dacca. Life in Dacca as also elsewhere is fast returning to normaly. The officials and the public are working round the clock to bring back life in different parts of the country.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
The Nation*	24 September, 1971	Editorial
Vol. 1 : No.1		Recognise Bangladesh

RECOGNISE BANGLADESH

Pakistan military junta is in quandary. In the face of virtual isolation from the free thinking, rightminded and conscious humanity due to its puritan morbidity and myopic fecundity, it is clinging to the path of carnage and destruction. Its policy of genocide and annihilation a carnage whoever comes on its way negates the very concept of man's right to live in society. This right is admittedly the dictate of nature as also the accepted norms adopted by the world assembly of United Nation. Besides, right to live is the unimpeachable privilege of human beings as ordained by God.

But what the military junta in Pakistan is mercilessly and wantonly perpetrating in Bangladesh is a colossal crime not only against the Bengali. Nation but also against the humanity at large. It is also the unpardonable breach of divine sanctions. Blunt challenge to humanity and threat to its survival is a vital and vexing issue that must shake the conscience of the world—world that believes in the survival of humanity and that strongly abhors the idea of destruction and extinction of mankind. Sitting on the fence as he is, the enemy is walking along the sharp edge of a knife hardly realising that tight-rope walking is not a plaything. And we, on the other hand, have been forced to be locked in a bloody war against demonic diety shamelessly giggling at the pitiable plight of the dying Bengalees.

---

* The Nation : পাক্ষিক। 'বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণের মুখপত্র'। সম্পাদক : আবদুস সোবহান। দি ন্যাশান পাবলিকেশন্স, মুজিবনগর, বাংলাদেশ-এর পক্ষে আবদুস সোবহান কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। যোগাযোগের ঠিকানা : ৯, ক্রক্‌ড লেন, কলিকাতা-১।

This catastrophic developmet has simply darkend the horizon of new dawn. The evil force of despondency is trying to devour the reddish ray adventing the new day. A bleeding nation in its frustration has been urging the world nations for recognition. Human right to live in freedom is a truism and that qualifies the demand for recognition. It physical occupation of a defendable territory is the prerequisite for recognition, the Government of Bangladesh does fulfil that condition. Outstanding world personalities, who have visited the free zones of Bangladesh, bear testimony to that. By now West Pakistan's blatant lies about the status and standing of Bangladesh Government, its hold on the people and the land have simply been bounced back at the liar Pakistan with a contemptuous bang.

The motive force behind the freedom struggle of Bangladesh is the rightful aspiration of a nation, seventh largest in the world, to govern itself independent of any string attached elsewhere. Severance of link with the colonial rulers of West Pakistan alone could set it on the track, Absence of rule by popular consent and continuous exploitation have made it rather imperative to say good-bye to the colonial masters who are there only as an accident of history. So we revolted. The octopus of imperialistic rule has been hit by the Bengalees with such a tremendous force that the ferocious animal is now groaning in torments and agony before the last breath.

As has been bluntly stated by the Home Minister of Bangladesh Government. Mr. A. H. M. Kamruzzaman, the issue of recognition will be an "acid test for uor real friends." Recognising our Government would mean accepting the inevitable. Bangladesh is undoubtedly a reality and it has come to stay. Those who believe in the right to self determination of a nation having its own geographical territory, history, culture and traditions should have no other option but to take cognizance of the fact of history in respect of the Bengali Nation. No nation believing in the end of colonial rule and having regard for freedom urge of a nation could ignore the call of Bangladesh Government for recognition. We hope the love for humanity and respect for

human dignity and honour would be the compelling force to inspire our friends to recognise the Government that functuion from Mujeebnagar in the name of the seven and a half crore people of Bangladesh.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
The Nation Vol. 1 : No.1	24 September, 1971	How Long The War Will Continue?

HOW LONG THE WAR WILL CONTINUE?

The Nation Special Report

How long can the Pakistan military junta sustain the senseless war against the freedom fighters of Bangladesh? This question has been haunting the minds of every peace-loving person in this part of the world, because the prowess of Yahya's hordes has substantially endangered the peace, security and stability of this region.

A snap analysis of the events preceding the war and the aftermath of the worst massacre of unarmed civilians reveal that in the face of war of attrition launched by the West Pakistani marauders, the people of Bangladesh have proved their mettle. They have further demonstrated through their undaunted action during the last four months that they would not only resist the forces of occupation but would eliminate the last vestige of mercenaries from West Pakistan, whatever the price.

The war has proved a blessing in disguise. A peace-loving nation of seven and a half crores has been turned into a nation of worriors. Each and every person belonging to the soil of Bangladesh is either fighting on the fronts, or helping the fighters in all possible manner. Young men, including students, have been trained or are being trained in guerrilla warfare. Those who have been trained and given assignments are playing hell with the mercenary troops of West Pakistan.

The City of Dacca, ostensibly under the control of Yahya's hordes, is now a city of guerillas, who are in virtual control of Dacca nights to the chagrin of the military junta.

The picture of the war fronts is all the more encouraging for the freedom fighters. Already Kushtia, Jessore and Khulna districts by and large plus Sunamganj in Sylhet district and certain other areas have been recaptured by the Mukti Bahini. Besides, in the rural areas of Bangladesh, only the prerogatives of the Bangladesh Government are respected. The rural population have adopted and attitude of defiance towards the West Pakistani occupation forces despite threat of extreme oppression and torture.

The trigger-happy Pak army is thus left with their war weapons only to fall back upon. The population is completely hostile to the marauders, whose efforts to bring about cleavage in the ranks of the freedom-crazy population have served as a boomerang. The people determined to achieve freedom from the clutches of West Pakistani userpers have eliminated a large number of quislings in an exemplary manner as a result of which would-be quislings have retired to obscurity. Hardly a quisling could be seen in the open any longer.

Completely disillusioned at the fate of their quislings, the marauders have chosen to import non-Bengali diehards from West Pakistan to sustain the process of elimination outside the ambit of the war theatres. But the proverbial cliche that the sinner can not escape punishment stood on the way of fulfilment of the wild desires of Pak rulers. The non-Bengalees brought from West Pakistan were inducted as Razakars (civilian force) and sent to the interior to herald a reign of terror so that the people could be coerced into submission to the will of the military junta. The course of events has, however, moved in a manner that has shocked the West Pakistani adventurists. Insted of co-operating with the Razakars, the Bengalees have formed themselves into groups and, by now, have eliminated a large number of

Razakars. Even without guerilla training, the local population have proved themselves as successful guerillas who are ambushing and eliminating the Razakars even in broad daylight.

So, for the occupation forces the war fronts are no less vulnerable than the occupied zones. Besides the hard core of Mukti Bahini which accepted the challenge of 25th March night, large number of young and determined boys have been trained by the Mukti Bahini at various youth camps and training centres spread over the free zones of Bangladesh. Batch after batches have been trained and sent direct to the war fronts. The young trained boys sport a grim determination on their faces. Charged with the spirit of defending the freedom of their motherland, Bangladesh, they are giving accounts of valour and matchless courage in each and every operation against the enemy. That is how a company could beat back a battalion : A company and a half could force two battalions to come out of Dacca cantonment with another battalion of artillery only to suffer 400 casualities.

The myth of Pak Army is shattered. It has already suffered a fantastic casuality of 42,000 men during its four-month long fight with the Mukti Bahini. For a regular and modern Army to suffer so miserably at the hands of comparatively less. number of men, with on matching fire power and air-striking facility, is simply astounding. It is a rare achievement for Mukti Bahini and a record in a so to say unconventional war. The Pakistan Army stands completely demoralised at the staggering casualty figure at the hands of freedom fighters. For Yahya's hordes, it is a lost battle, a humiliating chapter.

There is a felling of distrust among various denominations of Pak Army. The Punjabis do not trust the Pathans and Baluchis and vice versa. A Baluchi Platoon, besides many Baluchi individuals, have crossed over to India and surrendered because of their disagreement with the Punjabi

commanders. A widely known instance of the sort was that of a Punjabi commander who wanted his Baluchi officers and men to kill Bengali civilians. The Baluchis refused to shoot civilians. This was followed by the killing of a Baluchi Lt-Col by Punjabi Jawans.

Baluchis are now being treated with suspicion. Even the Baluchi Gandhi, Khan Abdus Samad Achakjai, has been lodged in jail. Mobile military courts have been set up under order from military authorities to try people raising dissenting voices. Anybody disagreeing with the senseless war policy of the military junta has to undergo terrible torture and punishment. Top Sindhi leaders such as Mr. G. M. Syed are languishing Yahya's jail because of their condemnation of the war in Bangladesh. In disgust, one of the most celebrated leaders of the Frontier Province, Khan Wali Khan, has left the country.

As it stands, the Pakistan Army is in complete disarray. Its men and officers have taken to looting and plundering currencies and other valuables. Besides, instead of war, they prefer to have a "good time" with the captured girls who have been lodged in different cantonments and fighting fronts. A demoralised and debase army is to fight freedom fighters whose only dedication is to free their motherland. After the Air Force and the Navy are organised by Bangladesh Government, all out offensive would be launched. It is just a matter of guess as to how long the demoralised and debase Pak army would be able to hold on the soil.

When the land, air and water of Bangladesh refuse to tolerate the occupation forces, when the Mukti Bahini is equipped with heavy weapons and air cover, there is no reason why the West Pakistani marauders would not be thrown out of Bangladesh.

Today, each and every person of Bangladesh is dedicated soldier sworn to liberate the motherland. The invincible urge for freedom is sure to turn the trend of the war in favour of

the just and riteous cause of the seven and a half crores of Bangladesh. The occupation forces have to quit making room for those to whom the land belongs. The flag of freedom born with stains of martyrs blood shall ever remain aloft. Bengalees are destined to be free.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
The Nation Vol. 1 : No.1	24 September, 1971	Frankly Speaking

FRANKLY SPEAKING

Bangladesh bleeds today. Its people are crying aloud in torments and agony. The bloodbath the world has seen on the soil of Bangladesh remains unsurpassed in the catalogue of brutality and bestiality in human history. Cities and towns of this unfortunate land are moistened with human blood mercilessly spilled by the occupation army of Pakistan. For them it is a war of attrition. For the Bangalees, it is a battle for survival. It is a war which we never wanted. It is a war which has been thrust on us by the power-hungry military junta. They are out to thorttle our voice and kill our urge for freedom—freedom from the colonial domination of West Pakistan. Freedom in our birth right and freedom is our life-line without which we languish in our morbid existence. Existence without freedom is just a body without soul, limbs without life. And that tantamounts to virtual death.

Bengalees as a living nation, the eighth largest in the world, cannot accept a decree for self-liquidation. No nation would agree to self-annihilation. Naturally there is a clash of interest between the rulers of the West and the ruled in the East. The bellicose attitude of the army puffed up by the singularity of brute force compelled the peaceful people of Bangladesh to rise up on the strength of non-violence. The abundance of goodwill of the Bengalees has not been reciprocated. Our meekness has been misconstrued as weakness. The forces of peace have been hit by the brutal show of violence. The brute force of violence has overtaken the land of peae. Intolerance and prowess of the military junta has turned the quiet soil of Bangladesh into a vast battleground. A modern army and its sophisticated

armoury have been let loose against unarmed civilians. How tragic was that lacs of people have been butchered, human habitations blown off, millions rendered homeless destitudes who have fled to India for the safety of their lives. The beastly process of elimination in Bangladesh has surpassed even Hitler's gestapo-method and scare-crow tactics. The air, land and water of Bangladesh are groaning under the pangs of inhuman brutalities and savage repression. In the language of blood-hounds of General Yahya, bestiality is the only property of humanity. Rationality has been sacrificed at the alter of animality. Otherwise how on earth could men, women and children be butchered so ruthlessly and mercilessly on the soil which till today they claim to be an intregal part of the same country.

The enemy was sadly mistaken when it thought that with a modern army it was going to finish off a "Bamboostick Army" We Bengalees never wanted a war. We were never prepared for a war either. But when the worst had befallen us it was a question of our honour and dignity. It was a question whether we would like to exist as a free nation or accept the indignities of slavery. The eighth largest nation in the world to be contented with colonial domination and servittude? No, never. So we had to choose the first alternative. Today each one of us is a freedom fighter. Our hearts are ignited with the flame of freedom. We have undergone utmost sacrifices during the two and a half month's war with the savages. And we are prepared for any sacrifices to vindicate our freedom. Bangladesh declared its independence on the 26th March. We must keep the flag of freedom aloft. The spirit of freedom shall ever remain alive. The flag of freedom born with stains of martyrs blood will never die.

We are fighting our battle with courage, determination and fortitude. Our men on the front, Muktibahini, have already proved their exceptional valour. Imbibed with the spirit of defending the honour and digniy of the motherland, the Muktibahini have already shatterd the phoney myth of enemy's superiority. We have sufficient fighting manpower. What we need now is arms assistance. This is imperative to contain the

diabolical enemy equipped with latest war-machines. Only then the Pakistani marauders will realise what people they have taken on. Only then the enemy will be forced to call it a day and withdraw and run for their safety to the hilly tracts and never-ending deserts of West Pakistan. Let riverine Bangladesh prove the Waterloo of Yahya Khan.

We want food to feed hungry millions in Bangladesh. The granary and the food-stocks have either been burnt or looted by Yahya's hordes in persuance with the scorched-earth policy. Already famine condition exists in the areas under occupation army. Moreover, over eight millions are suffering privations in the refugee camps in five Indian states. These unfortune millions too are in desperate need of food and medicine. The lives of these people must be saved. The whole world has a responsibility towards these unfortunate victims of the war of attrition. We appeal to world nations to come forward to render succour to the distressed humanity.

Furthermore, we want recognition of Bangladesh Government, which is the rightful claimant to administer Bangladesh. In fact, Sheikh Mujib was in effective control of the Government in Bangladesh from March 1st to 25th. Independent Bangladesh was declared as of 26th March. West Pakistani usurpers are holding on to certain pockets merely by use of brute force. They have no effective control on any city or town of Bangladesh. Even the provincial-metropolis, Dacca city, itself is controlled by Mukti Bahini.

If recognition is dependent upon effective control of territory, West Pakistani usurpers have forfieted their right to represent Bangladesh. It can be asserted without fear of contradiction that Sheikh Mujib's Govt. alone enjoys the confidence of the 75 million people of Bangladesh. His people owe allegiance to him alone. The occupation forces would better recognise the hard fact. These are facts which are aboveboard. The last election result lends further credence to this glaring truth. The freedom loving nation of the world have by now ascertained the real state of affairs prevailing in Bangladesh. Everybody knows which way

the wind is blowing. A newborn nation which has proved its mettle and biability to survive the onslaughts of the occupation forces deserves to be recognised by its own merit. It is a just cause. Its seeds are deeply rooted in the soil of Bangladesh. So recognition of Bangladesh means acceptance of the inevitable.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
The Nation Vol. 1 : No.1	24 September, 1971	Prima Facie

PRIMA FACIE

Now that the world response is sounding louder than ever, it is becoming Profoundly effective and appealing in so far as the Bangladesh issue is concerned. The nations that remained silent so long on the issue or rather whispered in favour of Bangladesh have come forward to initiate an organised move for acceptance of the reality.

The recent world conference on Bangladesh held in Delhi marks the beginning of the materialisation of the process of the concrete support and sympathy of the conscious nations of the world. As many as 25 nations attended the conference with equal zeal and enthusiasm. At the conference they initiated a bold move openly condemning the genocide that is being perpetrated on the soil of Bangladesh.

The proposed peace march from Kabul to Pindi is a sincere and human gesture. It is a history in itself and an example worthy of emulation. It is an outburst of feeling that would help sustain the future civilisation. Only firm faith in human values can inspire such an unique initiative. This has amply demonstrated that the world conscie nce can hardly remain mute in the face of pathetic cry of humanity within this planet.

Yahya's abstract bravery and foolish incantations have been challenged by the peace march proposal. Power manipulations in world politics cannot efface the effect of people's verdict. As long as the world is on the side of the people, might and manoeuvrings will be blown away like the house of cards.

By now, Yahya has been given to understand that no compromise is welcome after such a heinous crime against the entire Bengali nation. Nothing short of the complete independence is an acceptable solution.

Genocidal means is not the proper weapon to preserve unity unless such feeling comes from within. Resorting to genocide is not an endurable means. The proposed peace march will surely teach him that lesson. Whatever might he might have, he will have little courage to use the same weapon on the peace mission. And therein lies his defeat which, in its turn, signals the victory of Bangladesh.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
The Nation Vol. 1 : No.1	24 September, 1971	Women For the Cause Of Liberation

WOMEN HAVE SHAKEN OFF VEILS AND TAKEN UP GUNS

By Mina Rahman

The shy and rather softspoken women of Bangladesh have ardently responded to the call of their motherland. They have acted just as they were expected to do at this hour of our national crisis. From time immemorial, women have always come forward to help the menfolk and at present the women of Bangladesh are fighting for the liberation of the motherland.

Those, who have come to know the Bengalee women, are rather startled at this sudden change and awakening in them. They have shaken their veils and household preoccupations and have taken up guns. Happy are those women, who have given up their sons and daughters, husbands and brothers for the sake of their country and that too with a proud smile.

Following the army crackdown, their dreams are shattered and yet they go about their duties with grim determination. Along with the young men, a large number of young girls have enlisted and are still enlisting themselves every day at the guerilla training centres. The girls are even fighting in front lines. Nothing is too difficult or impossible for them any more.

Today the brave mother race of Bangladesh are determined to take revenge upon the Pakistan Army, they are going to avenge the deaths of their sons and brothers, the brutalities inflicted upon their sisters and daughters. They are going to fight on until every inch of their mother land is free.

The women of Bangladesh, whether old or young, are not only fighting the enemy but also disease and death, hunger

and famine along with certain other privations. Those who are in the occupied zones of Bangladesh are too fighting against heavy odds. Every minute of the day they pass with the constant fear of being killed or kidnapped. Such a situation maninly exists in the cities like Dacca and Chittagong.

Lakhs of women have crossed over to India, some with their families and others frighteningly alone. Once they have overcome the state of bewildered numbness and shock, they plunge themselves into various works like their counterparts. Among others women's medical corps, nursing and first aid training centres, youth camps have sprung up everywhere in the free zones. Under expert guidance, the devoted girls and women are working round the clock.

After finishing the nursing and first aid training, they are rushing to the war fronts to render succour to the sick and wounded. Admittedly, the toughest job is being faced by lady doctors and nurses. Most of the refugees, when they reach the Indian soil area too exhausted to respond to any treatment. Hunger and sickness trike them down and sometimes the most unfortunate of them just lie down and die before any medical relief could reach them. And a good number of the surviving lot even lose the will to live. Doctors and nurses have to perform the most stupendous task of coaxing the sick and the dying back to life and health.

Bangladesh can feel proud of its womenfolk and rightly so. They are just as brave and courageous as the menfolk and just as determined to drive out each and every soldier of the occupation army and achieve total independece. The name of Roushan Ara and many other Roushan Aras of Bangladesh will carve a niche for themselves in history beside such names as those of Joan of Arc, Chand Sultana and many other luminarises of the past and the present.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
The Nation Vol. 1 : No.1	24 September, 1971	Bangladesh Lawyers Condemn Mujib's Trial

BANGLADESH LAWYERS CONDEMN MUJIB'S TRIAL

(The Nation Report)

The lawyers of Bangladesh now in free zones have banded themselves together under the banner of an organisation set up at a meeting convened in Mujibnagar last week. The elder politician from Bangladesh, Mr. Kafiluddin Chowdhury, has become the Patron of that organisation and the Minister for External, Law and Parliamentary Affairs, Khondakar Mustaque Ahmed, has been elected President.

Other office-bearers of the organisation are : Kazi Abdul Khaleque (Secretary); Mr. Shah Moazzam Hussain, MPA, Mr. Abu Bakar Siddique and Mr. Shah Jamal Biswas (Vice-Presidents); Mr. Chittaranjan Guha and Mr. Kazi Abdus Salam (Joint-Secretaries): Mr. Abdul Haque (Treasurer) and Mr. Samaresh Chandra Ghosh (Office Secretary).

The meeting adopted the following resolutions.

1. This meeting condemns the Pak Military junta for the farciacl trial of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and urges upon the lawyers and peace-loving people of the world to exert pressure upon the respective Govt. for recognising Bangladesh.

2. This meeting also calls upon the member-nations of the world to recognise Bangladesh in the forthcoming sitting of U.N.

3. This meeting urges upon the peace-loving people of the world and eminent jurists to demand the trial of Yahya Khan, Tikka and Bhutto for committing the most nefarious crime against Human civilisation in violation the human rights and committing genocide, repression and rape.

4. This meeting lends its full support of the freedom fighters of the world who are fighting for liberation of their respective countries from the imperialistic domination and exploitations.

5. This meeting condemns the activities of the U.S.A. for thir active assistance in supplying arms to the Pak Military Junta, who are engaged in genocide in violation of human rights in Bangladesh and urges upon the Lawyers of that country to put pressure upon the respective Government for immediate halt to arm supply and other economic assistance to Pak Government.

6. The meeting observed 3 minutes silence at the sad demise of the celebrated Bengali Writer, Tara Shankar Bandopadhay.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
The Nation Vol. 1 : No.1	24 September, 1971	Pioneers of Diplomatic Onslaught on 'Pindi

PIONEERS OF DIPLOMATIC ONSLAUGHT ON 'PINDI

NEW DELHI
DIPLOMATS
Mr. K. M. Shehabuddin
Second Secretary
Mr. Amjadul Haq
Asstt. Press Attache

NON DIPLOMATIC STAFF
Mr. Abdul Majid, Mr. Shamsuddin
Mr. Nurul Huda

CALCUTTA
DIPLOMATS
Mr. M. Hossain Ali
Deputy High Commissioner
Mr. R. I. Choudhury
First Secretary
Mr. Anwarul Karim Chowdhury
Third Secretary (Political)
Mr. Kazi Nazrul Islam
Third Secretary (Admn)
Mr. M. Maqsood Ali
Asstt. Press Attache

NON-DIPLOMATIC OFFICER & STAFF
Mr. Sayidur Rahman
Mr. M. A. Hakim
Mr. Amin Ali Choudhury
Mr. Anwar Hussain
Mr. Sayeduzzaman Miah
Mr. Jainal Abedin Choudhury
Mr. Mustafizur Rahman
Mr. Alimuzzaman
Mr. A. Z. M. A. Qadir
Mr. Motiur Rahman
Mr. Kazi Sikandar Ali
Mr. Md. Golamur Rahman
Mr. Shamsul Alam
Mr. Mohd. Siddiqullah
Mr. A. K. M. Abu Sufian
Mr. Abdur Rob
Mr. Mohd. Fakhrul Islam
Mr. Mohd. Aminullah
Mr. Mohd. Abdul Bashar
Mr. A. B. M. Khurshed Alam
Mr. Abdul Mannan Bhuiyan
Mr. Abdur Rahman Bhuiyan
Mr. Mohd. Abdur Rahim
Mr. Md. Nurul Amin
Mr. Nur Ahmed
Mr. Mohd. Alauddin
Mr. Samiruddin

Mr. Mohd. Solaiman
Mr. Shamsuddin Hussain
Mr. Jahur Hussain
Mr. Mir Mozammel Haq
Mr. Mohd. Zakaria
Mr. Mohd. Wahidur Rahman
Mr. Abdun Noor
Mr. A. K. M. Abdur Rob
A. K. M. Qumrur Rashid
Anwaruzzaman
Abbasuddin Ahmed Choudhury
Wahidur Rahman
Md. Sharful Alam

HOME BASED CLASS—IV

Mr. Abdul Kader
Mr. Abdul Matin Prodhan
Mr. Abdul Amin
Mr. Mohd. Hossain
Mr. Motiur Rahman
Mr. Abdul Gaffar Mirdha
Mr. Aman Hossain
Mr. Hatim Ali
Mr. Bazlur Rahman
Mr. Mohd. Hedayetullah
Mr. Nurul Haq
Mr. Shamsul Anwar

HOME BASED CLASS—IV
LOCALLY RECRUITED

Mr. Mohd. Ishaque
Mr. Momtaz Miah
Mr. Mozammel Haq
Mr. Abdus Sobhan
Mr. Shanu Miah
Mr. Mohd Elias
Mr. Abdul Hashem

NEW YORK
DIPLOMATS

Mr. A. H. Mahmood Ali
Vice-Consul
Mr. S. A. Karim
Deputy Permanent Representative (U.N.)

WASHINGTON
DIPLOMATS

Mr. Enayet Karim
Minister
Mr. S. A. M. S. Kibria
Political Councillor
Mr. A. M. A. Muhith
Economic Councillor.
Mr. A. R. Matinuddin
Education and Cultural Councillor.
Mr. Sayed Muazzam Ali
Third Secretary
Mr. A. R. Chowdhury
Finance & Accounts Officer
Sheikh Rustam Ali
Assistant Information Officer

NON-DIPLOMATIC STAFF

Mr. Habibur Rahman
Mr. Suliman
Mr. M. Hoque
Mr. Nurul Islam
Mr. Mustaq Ahmed

LONDON
DIPLOMAT

Mr. Mohiuddin Ahmed
Second Secretary
Mr. Md. Akbar Lutful Matin
Director of Audit and Accounts

Mr. Abdur Rouf
Deputy Director
Film and Publications
Mr. Fazlul Haq Chowdhury
Labour Attache.

PARIS
NON-DIPLOMATIC STAFF
Mr. Mosharraf Hussain
Mr. Shaukat Ali

BERNE
NON-DIPLOMATIC STAFF
Mr. Golam Mostafa

HONK KONG
DIPLOMAT
Mr. Mohiuddin Ahmed
Acting Trade Commissioner.

BAGHDAD
DIPLOMAT
H. E. Mr. A. F. M. Abul Fateh
Ambassador

MANILA
DIPLOMAT
K. K. Panni
Ambassador.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
The Nation Vol. 1 : No.1	24 September, 1971	The World Press

THE WORLD PRESS

The Escapist Role of the United Nations in respect of Bangladesh problem was reflected in the curious statement of the newly elected President of the General Assembly, Dr. Adam Malik of Indonesia, who observed publicly that he was not in favour of a debate on that issue. This is, of course his personal view, but the premature expression of the Pressident's personal view is likely to affect the Assembly's deliberations. The object of the world organisation is to facilitate the solution of international problems through open discussion and free exchanges of ideas. It is not a little suprising that the President of the General Assembly (which is composed of the representative of all member-nations and is thus the most representative body in the world) should declare himself opposed to the adoption of that procedure in a case affecting a people, 75 million strong, fighting for basic human rights. He does not want open discussion bacause, he said, 'there world be no end to it and the problem could not be solved quickly'. His preference is for 'work behind the scenes.' Apparently he wants to bring back the age of secret diplomacy which was condemend by the Covenant of the League of Nations. If delay is a valid argument aganist discussion, the entire democartic process must be condemned. Is the General Assembly going to write the epitaph on democracy ?

Would it be very uncharitable to assume that Dr. Malik's reluctance to have an open debate on the Bangladesh issue springs from his desire to save the Yahya regime from the danger of publicity ? Its misdeeds are now fairly well known throughout the world, but formal exposure on the world platform is a slur which Islamabad is naturally anxious to escape. It is no part of Dr. Malik's duty to extend his protection to Pakistan. If other States accuse Pakistan of atrocities committed in violation of all laws—human and divine—Pakistan can defend itself, for its

representatives will have full freedom to participate in the Assembly debate. When there are grave allegations the only honourable course for the accused is to attempt effetive refutation. If the Yahya regime is unwilling to pursue that honourable course it should take the consequences. The function of the General Assembly is to express the voice of the world, not to stifle it. Dr. Malik is laying a dangerous precedent against democracy and fairness in international transactions.

The novelty of Dr. Malik's thesis is closely connected with his concept of Pakistan's legal position in the matter, and that concept is a mere echo of what Pakistan's ardent friends have been saying since the beginning of genocide in Bangladesh. 'You cannot', he said, 'force Pakistan to take any step because it is their internal problem'. The killing of the Jews was Hitler's internal problem too! Dr. Malik's prescription is that India and Pakistan should be 'pushed' to come together 'to solve this political problem'. How is the act of 'pushing' to be performed, and by whom? Why should Pakistan agree to be 'pushed' in a matter which is its 'internal problem'? And why should India and Pakistan be grouped together? Did India participate in creating the 'political problem' which is now the worlds headache? Dr. Malik has adopted the same strategey as the Western Powers have been following over the years, viz to put India and Pakistan on a par in respect of everything occuring in this sub-continent. That strategy has paid little dividend in the case of Kashmir. It will pay no dividend in the case of Bangladesh where the people are determined to be free. The liquidation of empires is a historical process; it cannot be controlled by British Prime Ministers or General Assembly Presidents.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
The Nation	8 October, 1971	Editorial
Vol. 1 : No.2		Whither Political Solution

WHITHER POLITICAL SOLUTION

Political solution for Bangladesh is an oft-repeated reeipe suggested and pleaded for. The exponents encompass a varied denominations from certain Heads of State and Governments down to intellectuals and political persons of repute and impact. both in the East as well as in the West. Understandably, the sugeestion symbolises their anxiety and distress at the anguished cry of the suffering miilions, now victims of blood hounds from West Pakistan. The ravages are still on and the magnitude of the worst human tragedy is growing alarmingly. Deaths of unarmed civilians are multiplying as the days pass. The largest exodus of the living memory continues. A black feather of the dark history indeed.

The parties directly involved in Bangladesh affair are the entire Bengali nation and the West Pakistani military junta, usurpring the right of the former. Both the sides are locked in a bloody battle: The latter is engaged in the forcible occupation of the land that does not belong to her while the former is fighting hard to secure the homeland by driving out the aggressors. The battle is in high peach and the destination of the Bengali nation is palpable destined. The days of independence are fast approaching.

The third party, which is indirectly involved is India. India did not ask for it. The circumstances have forced her to be involved in the issue, because of its respect for human values and love for humanity. Ninety lakh Bengalees ran for safety to the Indian soil following mass massacre unparallel in world history. We look upon the sacrifice of the Indian people and Government with a sense of gratitude. We are simply overwhelmed at the bold statement by Mrs. Indira Gandhi that "we will not push back 90 lakh refugees to the jaws of death."

We do appreciate the big burden of feeding nine million mouths for an indefinite period. It is a big strain on the Indian economy. We wish our benefactors also to appreciate the truth that short of freedom, the Beagalees can not accept any other solution. How can we go for a political settlement after a million Bengalees have been butchered. Thousends of women have been wronged, about a crore rendered homeless destitutes? After weighing all the pros and cons of the vexing issue, rightly the Bangladesh Governments maintains that, "no settlement is acceptable short of independence and independence alone can create conditions for the return of refugees in freedom and security."

The latest advocate of political settlement is America which has hitherto maintained an anti-Bangladesh posture by supplying arms to Pakistan even after confirmed reports of genocide reached Washington through her own sources, including the World Bank study team. But today she talks of political settlement on the plea of "threat to peace in South Asia". At a time when the Mukti Bahini by its determined fight and death-defying dedication is driving out the marauders form fronts after fronts. America is crying hoarse. The three point Rogers plan is : Restraint must be exercised in the subcontinent; efforts towerds an effective political settlement in East Bengal must be pursued; the international assistance programme must be expanded to avert famine and create conditions to encourage the return of refugees.

As against that the stand of the Government and the people of Bangladesh is candidly clear. "An effective political settlement to be acceptable to Bangldesh must satisfy the preconditions set by the Acting President. They are: Uaconditional release of Sheikh Mujibur Rahman; recognition of complete independence of Bangladeh; total withdrawal of West Pakistani Army and compensation for the men and material lost in the military crackdown. If the United States means what she has said in the three-point formula she should rather tell her protege, Yahya Khan, to fully accept the preconditions of the Bangladesh Government.

It must be clearly understood that for any solution to be

meaningful and acceptable, in the context of Rogers proposal, total independence is the last word. Short of that nothing can satisfy the urge for freedom of the Bangaless who are out to fight it out once for all. Blood is the price of freedom and we have paid the price, The Eighth largest nation of the world are prepared to give more blood to achieve the final goal. No power, however mighty that be, can suppress the voice of 7·5 crore people, who are determined to fight to the last man, last bullet and turn their land in a sovereign independent state. Big power machinations and conspiracy can not detract them from their charted path and that path is complete freedom.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
The Nation Vol. 1 : No.2	8 October, 1971	War Alone Can Free Bangladesh

WAR ALONE CAN FREE BANGLADESH

(The Nation Special Report.)

When and how the war of independence in Bangladesh will come to an end? This commonly-asked question can not possibly be replied in mono-syllable. It requires an objective analysis of the factors governing the issue to drive the point home. But a keen student of the history of liberation war would immediately jump to one solid conclusion : Our fighting force alone can liberate Bangladesh and the time schedule squarely depends on the Mukti Bahini's preparedness to hit the enemy from ground, air and water simultaneously with matching strength.

The solution lies there and no where else. It is the inherent strength of freedom fighters, military and moral, that can decide our destin'y, strength, and grit are the deciding factors in a war like this, talking and propagating about any different line will be tantamount to the betrayal of the cause. It would be just self-deception, a wild goose chase.

True, Bangladesh Issue is a cancerous disease in the body-politic of the subcontinent. The Bengali nation must shake off the aura of halucination that some other nation will fight and win the war for the former. Therefore, the Bengaless must religiouslly follow the gospel truth which says; "Freedom can never be had by begging. It has to be got by force. Its price is blood." The contrary prescription is 'escapism', a vile attempt to sidetrack the reality and thereby prejudice the valiant efforts of the brave sons of the soil on the war front.

Six eventful months of breathless mements punctuating the

war of independence have atleast proved one thing that coaxing and cajoling has done no good with the military junta. It is dragging on with the war of attrition and its avowed persistence to genocide.

So dignified polemics and thought-provoking resolutions in the United Nations or raising of passive vote at some international showpiece conference would simply be exercise in fultility, in so far as the liberation war is concerned. By now it is crystal clear that short of hard-hitting pounce on the enemy, no other posture could move the enemy even an inch from the occupied areas.

And on the other hand, Pakistan Army also recognised the might of only one force, that is the might of the Mukti Bahini, who with their Indomitable zeal and dogged persistence have caused the enemy to lose men and arms and retreat fom one front after the other.

Facts are on record that Pakistani Army is finding it hard to contain our valiant fighters on the land. It is the advantage of air cover that has given a temporary lease of life to the occupation army. The Mukti Bahini has now got over numerical deficiency in terms of the trained manpower. It has now a matching strength. Their moral strength is equally formidable. The owner of the soil does certainly find himself in an advantageous Position over the aggressors.

So. in the context of the Bangladesh war prospect, the most immediate tasks are: Recognition and the supply of sophisticated arms and planes, the latter being a concomittant of the former. Who will supply arms without recognition? Even India, which has been forced to foot the bill of feeding nine million mouths, can not supply arms to Bangladesh befor recognition.

The whole world know that the Mukti Bahini has been fighting mostly with whatever arms and ammunations East Bengal Regiment, East Pakistan Rifles together with the auxiliary forces had been in possiession as of 26th March, when they revolted. Furthermore, our men have been fighting with the enormous arms captured from the retreating West Pak. Army.

Because of the shortage of modern arms and weapons as also

the absence of planes, the Mukti Bahini had to stick to guerilla warfare. But the crux of the matter is that guerilla warfare is not the answer to total independence. There has to be total war to achieve total independence. And short of total independence, no other course is acceptable either to the fighting force or to the Bengali nation as a whole.

Then again, guerilla war would mean a prolonged war with our fate shrouded in uncertainty, Would the Bengali nation remain contented with the prolonged war? No, never, because that does not go with the urge for greedom of the Bengali nation, which wants total independence at the earliest. It is, therefore, being strongly felt by those keenly observing the development of the war in Bangladesh that an all-out onslaugnt on the enemy, as in a conventional war, is imperative.

Those who believe in The end of colonial rule and exploitation, Those who belive in the right of self-determination of a distinct people, have to go into the question of helping the Mukti Bahini with necessary arms. There is no death of manpower in the Mukti Bahini. The deficiency is that of sophisticated arms; and next comes planes. Equipped with modern arms and planes, the Mukti Bahini can chase the enemy out of the soil of Bangladesh sooner than expected. The enemy, will then, either take to their heels, or surrender or perish.

Of course, Bangladesh Navy will remain stand-by to take care of the fleeing West Pakistani marauders, if they choose the sea route.

The issue of the survival of the eighth largest nation of the world is there. Can the freedom-loving nations of the world play a passive role at this hour of crisis of a nation fighting for its independence? As signatories of the Charter of Human Rights they have a responsibility, a commitment to uphold right to self-determination. Should they forget that must of the present-day members of the United Nations are the by-product of the Second World War which laid the foundation of the liquidation of colonial empires in various corners of the globe.

It is logically incumbent on the saner sections of the

humanity, particularly, the post-War independent States to extend their helping hand to Bangladesh freedom fighters so that another colonial dominion goes in liquidation and human right to self rule is established.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
The Nation Vol. 1 : No.2	8 October, 1971	Frankly Speaking

FRANKLY SPEAKING

The human tragedy that occurred in a small hamlet known as My Lai in South Vietnam is now being repeated in thousand of villages of Bangladesh by the marauding Pak Army. This is not only the obesrvation of those far and near deeply experienced in the study of the political upheavals in various parts of the globe. This also the observation of the economic experts associated with the World Bank. The World Bank, which extended a big loan to Pakistan to finance numerous development projects, had sent a study team to verify facts and on return to Washington ten representatives jointly submitted a report asking for immediate suspension of aid to West Pakistan.

The document helps to give a complete and faithful picture of the My Lais perpetrated by the trigger-happy occupation Army. These reports are so graphic and authoritative that they need no preface or comments. The foreword of the report says:

The information for this report was obtained, though not in normal circumstances, in more or less the normal way—that is by travelling, observing, asking questions, filtering as answers and figures obtained and evaluating the information obtained for accuracy and eonsistency. This was, of course, a more difficult task than is confronted by most Bank missions and it should be said that, in the absence of hard facts, we have had to draw frequently upon general impressions of the situation.

Some information, For instance, that concerning actions by the Army and the extent of rebel activity is technically heresay in that it was not contained in official statements or reports made available to us; however, some treatment of these matters is necessary in order to round out a description of the situation in

East Bengal, and we have included only information that we have seen (or heard) for ourselves or which has come from normally reliable sources and which appears consistent with the effects we have noted and observed ourselves.

"The situation." to quote the World Bank report, "is very far indeed from normal; nor are there any signs that normality is being approached or that matters are even moving in that direction. For this picture to be changed, it appears that, as a minimum two formidable cobstraints must be removed or overcome :

(i) The general sense of fear and lack of confidence on the part of the most of the population.

(ii) The complete dislocation of the communication system : Its major manifestation is the almost complete absence of movement of people (Except within towns) and of the exchange of goods between regions and sectors anywhere within the province.

In the present political circumstances, it is impossible to predict what might constitute a sufficient set of conditions for a normalisation process to being. There are, however, a number of necessary conditions which—it would seem have to be put in any case.

Firstly, it is most unlikely that any significant movement in the direction of normality will occur untill there is a drastic reduction in the visibility,—and preferable even the presence—of the military and a reestablishment of a normal civilian administration in East Bengal.

Secondly, the food problem must be solved. For the present, this means programming the massive imports which will be required over the next six—perhaps the next twelve—months, and re-establishing—by some combination of permanent and temporary measures—an adequate transport and distribution system.

Thirdly, any remaining available resources must be directed first to rehabilitation and reconstruction and to breaking the most important and most persistent Physical and organisational bottlenecks impeding efforts to get the Economy going again.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
The Nation Vol. 1 : No.2	8 October, 1971	Prima Facie

PRIMA FACIE

Bhutto is crying hoarse. Rather he is in fury. His long cherished desire for power is still an idea, not a reality. Bhutto, who had contributed to hotbed of deaths and destruction launched by Yahya regime is in quandary. He is now biting his own lips. Yahya has used him and has now discarded him, kicked him.

The General's new design to regain the "buried beauty" of Pakistan and so-called integrity with a new type of constitution has come to the playboy politicion, Bhutto, as a terrible shock and a great disappointment. The kicked-out politician, who lent full support to Yahya's genocidal activity in Bangladesh, has now discovered that Yanya's plan to restore democracy was "contrary to people's expectations".

Traitors are never to be trusted. Once traitor to the cause of Bangladesh, he can never be faithful to Yahya either. So his aberration does not signify his sincere love for the sacred principles of democracy or his self-branded socialism. It rather adds a few more drops of doubt to his already tarnished image.

Yes, Bangladesh people are aware that "East Bengal is in flames, the whole country is in near ruin". But they do not want to hear it from a traitor, who is now shedding crocodile tears. And also that "for two and a half years, the martial law regime has chosen to describe itself as an interim government" is not a news. It dose not await Bhutto's confirmation The whole world knows it.

Whether he agrees or not, Bhutto has set himself to the task of preparing a new ground for him in Bangladesh. His inspiration lies in Yahya's announcement of by-election in East Bengal. His apparent sympathy for the people of Bangladesh is but a chameleon's game. If he thinks that the memory of the Bengalees is so short, he is sadly mistaken, surely, the conscious people of Bangladesh will not swallow Bhutto's sugar-coated pills any more.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
The Nation Vol. 1 : No.2	8 October, 1971	Capital Calling

CAPITAL CALLING
THE NATION REPORT

The otherwise monotonous tone of confusion in the minds of certain section of Bangalees regarding the unified nature of the freedom struggle has at last been allayed The fight for independence is the fight of all Bengalees, irrespective of party affiliations, caste or creed. The enemy did spare none when it struck, when it launched genocide on the soil of Bangladesh.

The blood-bath has, therefore, served as a cementing force in the rank and file of the entire Bengali Nation. Together they suffered at the hands of the West Pakistani marauders and together they are fighting against the enemy. The odds are too many, and the fight is challenging. Seven and a half crores of Bengalees have stood resolutely together to fight till the last drop of blood.

Together they are going the perilous journey. But the absence of recognition of the forces other than those belonging to the Awami League had a dampening effect on those outside the fold of the Awami League, which is holding the reigns of administration in Bangladesh. It is certainly a happy augury that an.Advisory Committee has been set up with eight representatives of five political parties. Besides the Awami League, the other four parties represented on the advisory Committee are : National Awami party (Bhasani group), National Awami party (Muzaffar group), Communist party of Bangladesh and the National Congress party of Bangladesh.

The entire Bengali Nation is engaged in a total fight for independence. It is the fight of the whole nation. Recognition of the other four parties will have a salutary effect on the liberation

struggle. These parties will, now, feel a sense of participation, which will serve as an incentive for them to be completely identified with the freedom struggle without any reservation.

The enemy can benefit only when they can bring about a cleavage in the rank of the fighting people. We have to be on guard. Unity has to be maintained zealously in the interest of the demand of the bour. This is time which demands military discipline in all our actions and postures. This is time to talk in a guarded Language weighing the pros and cons of every utternace that we make.

The Bengali nation has set up example after example through their enviable performances. After setting a record in the history of elections the democracy loving people of Bangladesh have turned revolutionaries. They have responded quickly to the demand of the circumstances after March 25 crackdown culminating in the worst genocide of the living memory. Yes, they have responded. Each and every Bengali has turned a fighter now sworn to defend the honour and dignity of their motherland, usurped and aggressed by the occupation forces. They are now determined to set up yet another example by freeing the motherland from the clutches of West Pakistani imperialism through war.

Day shall dawn soon.



Shabe-Barat, a holy Muslim festival, was observed in Mujibnagar with due solemnity. According to Muslim scriptures, that is the night on which the Almighty Allah will budget for the pleasures or penance, good or bad days for individual Muslims for the coming year. Praying for luck, the devoted Muslims spent the night amidst enthusiasm. All offices of Bangladesh Gavernment observed a closed holiday on the day, 5th of October.

At Mujibnagar, the Acting President, the Prime Minister and their Cabinet colleagues joined a special prayer. They prayed for

the salvation of the souls of the martyrs, who have laid down their lives in the war of liberation. Prayers were also offered for the salvation of the souls of lakhs of innocent men, women and children felled before the fierce and brutal attack of the West Pakistan occupation Army.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
The Nation Vol. 1 : No.2	8 October, 1971	Volunteer Corps Doing Fine Job

VOLUNTEER CORPS DOING FINE JOB

It is a unique experience to visit camps and institutions run by Bangladesh Volunteer Corps functioning in free zones of Bangladesh. The Corps has set up Children's Schools, Sweing Schools in various camps to utilise the children's merit and the labour of the grown up men and women respectively.

While on a visit to a number of camps the other day, the Chairman of the Volunteer corps, Mr. Rahmat Ali, stated that the Corps is running the institutions within its limited resources and capabilities. He hoped that after complete independence, the Volunteer Corps will be able to undertake bigger jobs, such as rehabilitation of the refuggees who have gone over to India for safety of life.

Amidst cheers, Mr. Rahmat Ali declared, "our real address is Padma-Meghna-Jamuna. And the day is not far off when we will return there with prerogatives of self-rule."

The occasion was highlighted by display parade of little boys and girls to the tune of national anthem. The children welcomed the chairman with shouts "Joy Bangla".

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
The Nation Vol. 1 : No.2	8 October, 1971	The Indian Point of View

THE INDIAN POINT OF VIEW
BY AN INDIAN POLITICIAN

East Bengal has emerged with the new name of Bangladesh as an independent sovereign republic. We offer our fraternal greetings to Sk. Mujibur Rahman and the people of Bangladesh for heroic and gallant fight against the militant totalitarianism of a Fascist Government. No language is strong enough to condemn the inhuman atrocities perpetrated on the unarmed people of Bangladesh, who are struggling for the establishment of democratic rights, rule of law and self-determination for over two decades. The brutal assaults on fundamental human rights are unknown in the history of the civilised world. Sk. Mujibur Rahman and 75 milions of people of Bangladesh have created history in the valiant struggle for freedom from exploitation and oppression of the pseudo-imperialists of West Pakistan.

After the recent general election in Pakistan, it was expected that the military rule could be replaced by a democratic government. But the greed for power of the military leaders supported by vested interests expedited the failure of negotiations between the self-imposed military dictators and vestsd interests on one hand and the accredited representatives of the people on the other. On the 26th March we were shocked to hear about the extreme drastic repressive measures taken by the military dictators to crush the nonviolent, non-cooperation movement launched by one of the greatest patriots of the modern age, Sk. Mujibur Rahman.

Freedom from political and economic exploitation is the

birthright for every human being and every nation. Denial of fundamental rights in an uncivilised manner cannot be tolerated in the 20th Century. Now it is high time for the world leaders and the United Nations to rise upto the occasion and to ask the military dictators of Pakistan firmly in one voice to put and end to the genocide immediately, in the name of equality, justice and above all humanity. If the military dictators do not come to their senses under world pressure and the civil war continues for an indefinite period then the United Nations should intervene. With the end of the 2nd World War, Fascism has eclipsed and the revival of it would be dangerous for the peace, prosperity, and tranquility of the entire world.

We in India particularly those responsible for Governmental administration here, I entirely agree, must make a cautious approach to the incidents on our Eastern borders. Much would depend to not only what we do, but also on the attitudes of other countries of the world. But we have to remember that in the interest of our territorial integrity and security of our border states like West Bengal. Tripura, Meghalaya and Assam, we cannot remain unconcerned with these happenings. Moreover, the people of these states have a long history of social and cultural ties as well as economic conncetions with Bangladesh and the natural emotions of the people of these border states would have to be taken into full consideration by our Central Government.

We urge upon the Central Government (1) to give immediate diplomatic recognition to Bangladesh as a sovereign independent republic; (2) to take up the matter to the Security Council and seek United Nations intervention to prevent unabated genocide in Bangladesh; (3) to rouse world conseience against this genecide diplomatically with all countries, especially with Afro-Asian nations, as well as in the United Nations organisation and with big powers; (4) to organise material help in the shape of food and medical relief and raising volunteer corps for the purpose; (5) to persuade all powers concerned to place an embargo on export and airlift of arms to Pakistan as well as on transit facilities for armed

personnel; (6) to give asylum to all those irrespective of their religion from Bangladesh who may cross the frontiers and (7) to give all possible help to enable Bangladesh to function effctively as a sovereign state.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
The Nation Vol. 1 : No.3	22 October, 1971	Battle of Freedom is Half-way Through

BATTLE OF FREEDOM IS HALF-WAY THROUGH AN ALL-OUT PUSH TO BRING NEW DAWN

THE NATION SPECIAL REPORT

The facade of Pakistani military might is shattered. The days of darkness and despondency are almost over. The new dawn is knocking at the door. Oh, ye, Bengalees, rise up, pluck up more courage, take up arms and spread around, hit the enemy and the collaborators, kill them maim them and consign them to the graves.

The 7.50 crore Bengalees are a big force, a formidable strength. As against that, the enemy has a depleted strength. The enemy is no match for such a big nation. Finish the enemy wherever they are, in towns and cities, on rivers and rivulets, in open field or in hiding. Hit them harass them, stop supplies and the enemy will fall flat or die.

This is the call of freedom, this is the call of motherland. Blood is the price of liberty, freedom is the price of liberty, freedom is the price of sacrifice. Each and every Bengalee must take up arms and be prepared for supreme sacrifice to win the war, to finish the marauders and to achieve independence.

Look at the small nation of Israel. They are a force to be reckoned with. Their might is enviable, their sacrifice is great. Why can not we pledge to die, to taste the fruit of freedom? Yes, we can, we are prepared. There is no time to muse over the past. Let us look forward confidently. Victory is ours.

The Bengalees have a heirtage, a heroic past. We belong to the race of Khudiram, Titu Mir, Surja Sen and Subhas Bose. They faced the British Tyrants boldly. We must also face the West Pakistani tyrants with the same spirit—spirit of sacrifice, confidence and determination.

The battle of Bangladesh independence is already half-way through. And one more push, large-scale attack from all sides—attack by 75 million people with military weapons, swords, spears, arrows and other weapons. Let 'our sporadic onslaught blind the enemy, baffle the enemy so that the enemy is eliminated to the last man. Mind you they are the aggressors, the intruders. They have no moral strength to face your bold attack, to hold on to your territory.

The enemy is shaky, there is revolt and dissensions in its ranks. His strength is already thinned out by the Mukti Bahini. Just lend a helping hand to the Mukti Bahini, our brave fighters who have already finished 25,000 marauders. And then the reward is ensured, the independence guaranteed.

The Commander in-Chief of Mukti Bahini has echoed the same sentiment and determination in a statemen in Mujibnagar on Thursday. The enemy is desperately loosing the battle at the hands of Mukti Bahini, who are fast marching forward towards victory.

Ignominous defeat for the enemy is inevitable and in a bid to avoid the inevitable the West Pakistani warlords are raising smokescreen. And to that end it is trying to internationalize the issue. Pakistan's slogan of "infiltrators" being sent by India is a travesty of truth. "We do not require infiltrators, the Mukti Bahini is sufficiently strong to face and defeat the occupation Army."

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
The Nation Vol. 1 : No.3	22 October, 1971	Prima Facie

PRIMA FACIE

By 'Argus'

The diabolical action of Yahya Khan together with its thrining interludes have been drawn on to the epilogue seemingly with a climax that offers a new extension to Aesoph's Fables. Absorving fairy tales, the imaginary heroes of the history did certainly leave a durable impression on the impressionable minds of young one's only to be forgotten at the maturity. Even Tarzan's fabulous strength of arms do evaporate as the young one's grow up to play brave heroes themselves. But what Yahya Khan has done surpasses both Aesoph's cobwebs and imaginary mighty demenour of Tarzan.

Yahya has combined "Three in one" In the farcical trial of Sk. Mujib. He appears in the garb of a prosecutor, the judge and the repriever also. With his human existence in this mundane world, he is trying to play the foul role of "Superman", through his supernatural action. He has done enough to become the hero of fairy tales but such tales will evoke vengence instead of pastime effect on the minds of the children of Bangladesh.

Undoubtedly, he is an intersting character. He is simply a unique villain and more violent than any other giant that the story books have ever told of. He is cruel, crude and rude and as desperate as no normal man could be. Yet he wants to live in "nobility" after committing the worst brutality of the history.

On the 26th March he played the prosecutor of Mujib labelling the charge of 'treason' and then threatened to court-martial him. And then again he appointed the judge of the court himself choosing the latter from the army barracks. To be more precise and frank, he himself became the judge, for it goes without saying

that the soldier-judge appointed by Yahya was but some one subject to his order and will. And that did come true. According to the 'Imroj' a Lahore Urdu Daily, the military court had recommended death sentence for Mujib. Nay long before the farcical trial ended he told "Al-Ahram" that he did not know whether Mujib would remain alive after the court-martial was over.

But the wind was blowing otherwise. Strong world opinion grew Against Yahya's murderous designs. Now he talks in a different voice. He speaks of reprieving the death penalty of the Sheikh. Reliable sourccs say that already a letter has been sent by him to the American President assuring the safety of the life of Mujib.

There is a tug of war in his mind whether to honour the world conscience or to complete his grand genocide plan by killing the uncrowned King, after the genocide of the Bengali nation itself. Surely, Mujib's life would be saved. No power on earth can alter this truth.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
The Nation Vol. 1 : No.3	22 October, 1971	Calcutta Mission's Defection is singular

CALCUTTA MISSION'S DEFECTION IS SINGULAR FROM THE NATION FOREIGN DESK

It was the call of duty, call of the Motherland. The whole fabric of the Bengali Society was caught up in the storms. The liberation war fever spread not only among the Bengalees inside Bangladesh, but also among the patriotic souls beyond.

Imbibed with the spirit of freedom, and inbron love for motherland, the Bengalees living abroad, particularly those in diplomatic missions, came out openly to express their allegiance to the Bangladesh Government. It is certainly significant that there has been wide defection by Bengali Ambassadors, Officers and staff from diplomatic missions. Surely these defections are no commonplace incidents, or whimsical actions, but bold, calculated and sensible steps generated and fostered by patriotic zeal and fervour of the mission employees. Hats off to them.

In the big assembly-line of defection, the one by the former Pakistan mission in Calcutta, headed by H. E. Mr. Hossain Ali, stands out prominently for more than one reason.

Firstly, this is the only mission, which has defied the authority of Pakistan Government in a body, barring the non-Bengalee employees.

Secondly, this mission has retained its Premises denying and defying the claim of Pakistan Government on the chancenry. So much so, 31 non-Bengali employees had to sneak out of the mission premises after conceding defeat to the majority fully affiliated to the Bangladesh Government.

Thirdly, the Calcutta mission (after the defection) has served as a "window for outside contact". Besides, this mission is the only fulfledged diplomatic cell to maintain effective coordination

with all other missions abroad by pressing all its functionaries into service.

Fourthly, its proximity to the war-time capital of Bangladesh, Mujibnagar, has made its position singular. Taking advantage of the proximity it is maintaining close touch with the leaders of the Bangladesh Government and airing their views and stand on various issues through the effective media of Indian Press.

Fifthly, in the early days of the liberation war; Bangladesh mission in Calcutta had been the only known place wherefrom the multitude of refugees could get guidance, help or at least a word of consolation.

It can, therefore, be rightly observed that, the defection of this mission has not only given a boost to the liberation struggle morally but has contributed a lot politically also. Of course, the humanitarian aspect of its service to the refugees can never be forgotten.

Even now when the preliminary phase of the liberation war is over, the officers and the staff of the mission, under the inspiring leadership, of His Excellency Mr. Hossain Ali, are working round-the-clock. Their services are on records. All these commendable actions would rather not go unrewarded.

It is heartening that the Bangladesh Government, in recognition of the singular contribution to the movement, has upgraded the status of the mission and designated H. E. Mr. Hossain Ali as the High Commissioner for Bangladesh Government in India. It is an honour which he has earned, its a reward which he deserved.

According to knowledgeable circles, the High Commissioner treats the entire mission staff as "members of the same family". It, therefore automatically devolves on him to take care of the members of his "big family."

And rightly, it is understood, he is soon going to recommend reward for them in the interest of a "happy home".

Quite mindful of his "big family", Mr. Hossain Ali has consistently shown his awareness of the real aspiration which every Bengalee is zealously maintaining and nurturing through

their action and pursuits. The goal is freedom—freedom from the occupation forces of West Pakistan. In keeping with his firm faith in the freedom of Bangladesh, Mr. Hossain Ali efficiently pleaded our cause in a select gathering in Calcutta recently. He said :

"Regarding the freedom struggle in Bangladesh by now, you and for that matter the civilized world, are aware of what had happened and is still happening in Bangladesh. I would not repeat them here as to how its came to pass that a nation comprising a sizeable seetion of humanity became the victim of worst kind of brutalities in the hands of a millitary junta. The story is too familiar; the world is aware of the massacre of an armed and defenceless people in Bangladesh.

However, let me tell you that by resorting to the wholesale slaughter of ths simple and god-fearing people of Bangladesh, the Junta of West Pakistan hes in fact, set, in motion a chain of events that has made the independence of Bangladesh not only an inevitability within a matter of time, but would also slowly but surely lead to the break-up of what is known today as West Pakistan.

The military clique headed by Yahya khan is already aware that it cannot hold captive, as it is trying desperately with the use of massive military fire-power and sophisticated weapons, the entire population of Bangladesh much longer.

They stand thoroughly condemened today in the eyes of the civilized world; their economy which flourished on the exploitation of the riches of Bangladesh cannot sustain the mad and senseless war of extermination that they have waged on us; politically the provinces of West Pakistan are already raising their voice against the prospect of a continued military repression and denial of civil liberties for years to come. The handsome foreign aid that they used exclusively to build the economy of West Pakistan and to maintain an over-expanding military machine, is gradually coming to a trickle.

The collapse of the military adventure in Bangladesh will also bring in its wake the crumbling of the economy of West Pakistan which is based on the 'military industry' ostensibly to fight India, but primarily to keep itself in power by suppressing the genuine

aspirations of the people, and also to provide employment opportunities to its 'martial Race'.

Our death-defying Mukti Bahini are already playing havoc with the enemy. The war of liberation is gaining momentum every day. Our guerillas are killing large number of West Pakistani soldiers—they are disrupting their line of communication by blowing up bridges, rail and road communication and also sinking boats and ships which the West Pakistan using to carry their arms ammunition and troops. Our guerillas are also systematically wiping out the collaborators inside Bangladesh.

The morale of the Pak Army has gone down with the colossal loss of their men and material and they are compelled to fall back at different points. The Mukti Bahini is in control of large areas of Bangladesh and already the troops belonging to the so-called 'Martial Race', are panicstriken and retreating.

Politically, we are today united as never before. Although the Awami League won absolute majority in the elections, it has now, in the larger interest of the country, joined hands with other equally dedicated political parties whose aim is also total independence for Bangladesh, in order to ensure the participation of all shades of people and opinion to carry the liberation struggle to victorious conclusion.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
The Nation Vol. 1 : No.3	22 October, 1971	Famine Stalks Bangladesh

FAMINES STALKS BANGLADESH

Bangladesh Is in the grip of famine threatening the lives of millions more closely following in the holocaust of the Pakistani Army crackdown on Bangladesh. According to an international survey in the coming months ten million people will die of starvation unless internationally organised relief measures are undertaken expeditiously and elaborately without any loss of time.

Already a deficit area, cultivation in Bangladesh has suffered tremendously this year because of the reign of terror let loose by the West Pakistani occupation army. Consequently plantation of paddy has been extremely erratic during the current season. November harvest would, therefore, fall far short of the total food requirements to feed aboud 7 crore mouths.

The fact remains that the blood hounds of West Pakistan wantonly destroyed foodstock either in Government stores or in private godowns or in improvised residential stores.

Long before this unfortunate picture emerged, international food experts had anticipated such a catastrophic situation, as sure as night follows the day, there will be an appalling famine in East Bengal unless the international Community intervenes now. This was the grim conclusion of South Asian experts, who met in Toronto recently under the sponsorship of Oxfam of Canada.

From 1966 to 1970, Bangladesh produced an average of 10.8 million tons of foodgrain against a requirement of 12 million tons—a deficit of ten percent. Recurring floods and cyclones never allowed the agricultural sector of Bangladesh to close this gap. Very little development programme was undertaken to control the annual flood or to establish irrigation network.

Bulk of the people of Bangladesh live in a precariously marginal subsistance. Slightest dislocation around them causes many to slip off from their holds on existence.

When the last November cyclone came half a million people were washed away, but five million others who survived were not sure whether they will survive the ordeal. Transportation facilities are so primitive that but for international help food could hardly be rushed to the victims. Man-made disaster of Yahya is again another thing. This is not localized disruption of communication and transportation. This is a total collapse.

In April, Yahya's army fanned out in all directions to occupy the countryside Magnitude and severity of army's action led to : Complete breakdown of the life system : economic, political and social. Entire Bangladesh pervaded with a sense of insecurity, terror and fear.

Agricultural fields which escaped army's destruction at best remained unattended. Agricultural system collapsed with the departure of 9 million refugees along with their livestocks and with a population of 30 million roaming around the countryside uprooted. Bangladesh which boasts the largest number of agricultural cooperatives in the world (for the same area) found herself coming to almost grinding halt with the collapse of cooperative machinery.

June was the planting season for the November harvest. Planting was erratic. Even Pakistan government's report shows at places it dropped to the ten percent of normal.

Flood this month affected an area 4000 sq. miles. Whatever planting took palce in these areas, half of it has been completely damaged by the flood.

PL 480 foodgrains which were heading for Chittagong in late March to cover the normal food deficit were diverted to avoid the army-navy activities in Chittagong. Even in normal situation the capacity of Chittagong port is quite limited. Under the present circumstances its food hanling capacity has been further reduced by the Army's top priority on keeping the army supplies from Karachi coming in continuously.

Railway and road network throughout Bangladesh is out of service. River network is the only means to carry foodstuff to the hinterlong. All river vessels including those given by the international community to carry food to the needy—have been transformed into troop carriers and gun-boats by the Yahya's army.

Pakistan army has only one very clearly defined objective in mind : to keep Bangladesh under Pakistani control at any cost. Army understands that language and that language alone. When river vessels were being given to Pakistan Army to carry relief materials—an Army officer remarked : "Now we can get into areas where we previously could not." He knew to what use he is going to put them.

Dr. Lincoln C. Chen of Massachusetts General Hospital and Dr. Jon E. Rohde of Children's Hospital Medical Center in an article in the British medical journal, 'Lancet', predicted that the period between now and november may precipitate a famine of unprecedented proportions affecting 25 million people.

In the famine of 1943 three million people died of starvation in Bangladesh. This impending famine will far exceed the '43 famine in magnitude. With a conservative estimate of 3 million tons food shortage (onefourth of total requirement) death from starvation can easily reach the staggering figure of 10 million and beyond.

While a great human disaster is in the offing, Yahya is playing games with the United Nations. He would not allow any relief operation without his occupation army's supervision. With the record of their post handling of relief operation Benglees know that they would be safer without army's help. If the world nations feel any way responsible for the lives of these millions, the only way to reach them is through the representatives of Bengali people.

Peter Shore, fromer British Labour Minster, suggests the same thing. "The first requriement is to establish quickly some relationship of confidence between the U.N. and the Bangladesh representatives. The Bangladesh authorities must be brought into the planning and administration of food relief for overriding practical reasons."

If there is anything called world conscience, it would be awfully uncomfortable when in coming months 10 million people will die of starvation. Very little time is left. Men and women of conscience must act NOW.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
The Nation Vol. 1 : No.3	22 October, 1971	An Evacuee Child Writes...

AN EVACUEE CHILD WRITES...

By Nasreen

The 2nd May ended with a beautiful Spring evening; and that is the day I can never forget as long as I live. We were still at Ramgarh, the Sub-Divisional town of Chittagong Hill Tracts. When I think of that day, I can still see the small town, the happy people leading their normal lives.

On the 2nd of may, Col, Ziaur Rahman told my father that he should shift his family to the other side of the Border. The B.S.F. helped us to cross over. At about 4 O'clok in the afternoon, the Pakistani soldiers came to Ramgarh and then I saw some of my college friends and other boys have known since childhood walk forward with a smiling face and take up their positions. The E. B. R., E. P. R. and the police also did the same.

But in my young heart, I only felt worried and scared for my friends. Some of them gave up their lives for their beloved motherland.

Slowly the stars came out bringing the day to a close. All on a sudden, I heard a shot, but I could not make out from where it came and then I saw my father's orderly come running to me; he was quite annoyed with me, for he saw me standing on the steps of the police station. He caught me by the hand and dragged me from that place, and then only I realised what was wrong.

The evening sky was all red and I could see my friends running and taking up their positions. I got really scared and started running, because this is the first time in my life I saw real mortar shells falling like rain drops all over the place. Curious even in the face of that calamitous situation, some of our neighbours and we three sisters climbed a hillock, and what we

saw was our brloved motherland burning to ashes. But still we did not give up hope, because we all knew that one day our motherland would be free and our death defying freedom fighters would not let a single Pak soldier remain in our sacred soil. In the midst of hopeful ponderings, I saw the Doctor of that samll hospital come running towards my sister, Naseem, for help. In no time we all three sisters went to help him. The mortar shells and machine-gun firing was so close that we thought it would come and fall on our ailing brother. The fierce-fighting continued for more than two days. But our brave boys had to retreat because the Pak army had thrice our strength equipped with modern fire powers.

After a few days, I went and stood near small stream that separated India and our Bangladesh. I saw the brute barbarian Pak soldiers enjoying the jackfruits of our cauntry. Let them enjoy those fruits once and for all, I thought, because they will never get another chance in their lifetime again.

Our brave brothers and fathers will make sure that none of the brute Yahya's boys can go back. An I too have made a promise that if I get a chance I will kill at least a Pak soldier and take back revenge for killing our fellow men, women and children—peace loving people of Bangladesh.

My mothers and sisters have been tortured by them and I being a girl from Bangladesh, will never let go off a chance to hit back upon the Pak army.

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতাযুদ্ধকালে বিদেশে প্রবাসী
বাঙালীদের দ্বারা প্রকাশিত
পত্র-পত্রিকা

বৃটেন

আমেরিকা

কানাডা

বৃটেন
ইংরেজী সংবাদপত্র

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh News Letter★ London : No. 4	26 April, 1971	Editorial Unite Or Be Damned

UNITE OR BE DAMNED

A National Liberation Struggle has been imposed on the Bengali people by the Military Dictatorship of the 'Islamic Republic of Pakistan'. An unprepared and unarmed people is fighting for its freedom. It is a war between a highly organised army with sophisticated war weapons from Sabre Jets to Napalam bombs and only the will of people determined not to be slaves in their own homeland.

Victory shall be ours. Because the sons of the soil are fighting a just war and against a foreign invader. We will overwhelm them with our man-power. We will trap them in our terrains and streams. We shall liquidate them one by one group by group and annihilate the lot and we shall vindicate the great cause of freedom for which so many of a our comrades have given their lives. The Great Murderers shall not go unpunished.

But what we need is to organise our victory. Unity in purpose we have achieved. Unity in action we must strive for. It is time for the overseas Bengali population to forget their parochial factions and petty squabble and dovetail their efforts and come to the aid of the freedom fighters in Bangladesh.

Please! Please! Please! Unite & Act!
And Act Quickly.

★ Bangladesh News Letter 'পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের মুখপত্র' (Campaign for self-rule of East Bengal)। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ফরিদ এস, জাফরি কর্তৃক ৩৯১, কিংস্টন রোড, লন্ডন থেকে প্রকাশিত। এটি একটি পাক্ষিক বলে প্রতীয়মান হয়।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh News Letter London : No. 4	26 April, 1971	The United Kingdom Diary

THE UNITED KINGDOM DIARY

Central Action Committee for the People's Republic of Bangladesh

The Central Action Committee for the People's Republic of Bangladesh in UK was constituted in Coventry on Saturday 24 April 1971 at the National Conference of the delegates from the local and regional action committees. There were over 125 accredited delegates and over 25 observers. The Conference was presided by Begum Bilquis Banu and among others was attended by Justice Abu Sayeed Chaudhury, former Vice-chancellor of the Dacca University.

The creation of the Central Action Committee marks the beginning of a new journey of the Bengali-speaking immigrants in UK towards political consolidation of the community. "It is going to be an arduous assignment" organisers pointed out but they were hopeful that in the long run "it is likely to be a highly rewarding mission." Mr. Abu Sayeed Chaudhury in his concluding speech also termed the Conference as "of historic significance and a momentous achievement for the Bangladesh movement in the United Kingdom."

The Conference also elected a 5-man Steering Committee to guide the work of the Central Action Committee. Mr. Abu Sayeed Chaudhury was invited to act as the adviser to the new body.

Action Bangladesh Clearing House

A clearing house for all actions for and in support of Bangladesh has been set up after two meetings at the office of the Peace News attended by representatives of Bangladesh Students Action Committee, International Conscience for Action, Peace Pledge Union, Friends Peace Council, Third World Review, Young

Liberals, Peace News, Campaign for Self-Rule for Bangladesh, Mr. Michael Barnes, Labour M.P. and Zakarya Choudhury.

A press release says : A clearing house for action on this world crisis has been set up in London. Its aim is to secure the immediate withdrawal of all West Pakistani forces from East Bengal and to ensure that adequate relief aid reaches the people. The clearing house consists of an office and phone and is manned by volunteers. It will provide immediate information for members of the public, press, peace and religious organisations as to what they can do to get the troops out and relief in. The address is : Action Bangladesh Clearing House, 34 Stratford Villas, London NW 1, Telephone between 10 a.m. and 1 p.m. only : 01-485 2889. The office will open Monday to Saturday.

Relief Fund

The League of Red Cross Societies in Geneva, the Federation of National Red Cross groups, have postponed indefinitely its long-term programme of civil rehabilitation in the wake of the autumn cyclone. The League has up to £2 millions lying idle. In Britain the Disasters Emergency Committee, comprising the British Red Cross, Oxfam, Save the Children, War on Want and Christian Aid, having spent about £800,000 on specific project, has another £700,000 which it is unable to spend because of the fighting, lack of information, and lack of access.

Michael Lake of the Guardian commenting on this situation on 15 April said : "The situation can be summed up simply, if brutally : the East Bengal economy, always in crisis, has broken down. The political, social and distributing infarastructure—ranging from local councils to bridges—is in the last stages of destruction. The main port of Chittagong is paralysed while 26 ships with relief supplies lie at anchor outside. Per-monsoon rains are hampering what movement is possible. The monsoon, due next month, is almost certain to rot what relief food is landed and left unhandled in the docks in addition to bringing the usual six-monthly cyclone with its trail of death and further waste. The Government of President Yahya Khan is determined to crush resistance in East Bengal, an operation necessarily entailing

widespread ruin since virtually the entire population seems united behind the vision of an independent Bangladesh.'

'Why the hell are we so silent?"

'Why the hell are we all so silent,' asked Woodrow Wyatt in a front page article in mass-circulation, Daily Mirror of 23 April, and added : "I feel deeply ashamed I have not written or said one word of protest at the mass slaughters in East Pakistan.

And why the hell are we all so silent?

WHERE are those who clamoured vociferously against the British and Nigerian governments over Biafra?

Where are those who used to march from Aldermaston to demand that we give up nuclear weapons?

What is happening in East Pakistan is far worse than any of these things.

Stravation in Biafra was horrifying. But it was Colonel Ojukwa of Biafra who started the unnecssary civil war without provocation.

East Pakistan is quite unlike that. The area is divided from West Pakistan by a thousand miles of territory.

The murder of defenceless, peaceful, poverty stricken Bengalis began. Hundreds of students, political leaders were butehered at Dacca University by West Pakistan soldiers.

Thousands upon thousands of ordinary, harmless Bengalis have been killed by bombs, shells and the firing squad. The party that won the elections was outlawed and its officials massacred.

No Press, television reporters, or impartial observers are allowed in. General Yahya is determined to stop the world learning the extent of horrors which have not been seen since Hitler and Stalin.

What are we doing about it? We are still supplying aid to General Yahya.

And on Tuesday Mr. Heath said in the Commons that he would appreciate it if Mr. Wilson "did not press me on the details of the exchanges I have had with the President of Pakistan."

Crushing a whole people is not just an internal matter to be discussed on friendly basis. If the Commonwealth can get steamed up about our selling a few naval vessels to South Africa why can't it get steamed up about this?

Why don't we take the affair to the United Nations? We were quick to recognise General Amin when he seized power in Uganda without being voted for by anybody.

Don't we recognise the votes of 75,000,000 people? Or are they too poor, too far away, too unimportant for us to brother about?

Dare not our Government even express a moral condemnation? Or is that confined to teachers masturbating in disagreeable sex education films?

What has happend to us? Are we afraid of offending our newfound table tennis chums, the Chinese, who have publicly supported General Yahya?

When the Turks massacred the Armenian Christians in the last century Gladstone thundered out against them. Today, alas, we are governed by mini-men.

Yet General Yahya's economic plight is so great that even the slightest pressure could force him to end the holocaust and be reasonable."

International Genocide

Roger Moody wrote in Peace News no 16 Appril : ".... There is no justification not only for what West Pakistan has recently done in East Bengal. but for what she plans to achieve, Even if Yahya Khan, by non-violent means could bring the people of East Bengal back into a lopsided domain (it has never been a fedaration), there is every reason to believe that the military government in Karachi would continue to bleed the East to feed West, and perpetuate an artificial economic framework within which millions are doomed to an early death... I have cast around in my mind for some indication what West Pakistan forces are now diong is something less than the final solution for whinch hitler provided the blueprint between 1933 and 1939, I can find none, This is genocide; International genocide (to use Sartre's term) and

suffieiently wide-spread to justify in- dictment on several counts under the Genocide convention of the U.N. (which Britain signed in 1969) .. At the same time the United States Government could embargo its arms... this might render continued policing more and more difficult. Economic sanctions are theoretically possibles at present Pakistan faces bankruptcy ... *since it is now clear that the Pakistan Government is not obove using any means, including starvation, to bring the Bangalis to submission, it is the heigh of hypocrisy not to say simple- mindedness, to try to persuade the murderer that your intervention on behalf of victim will not upset his necrophilous plans, The intention must be to upset, to intrerfere with and obstruct West Pakistan authority where-ever possible in East Bengal, For that authority does not rest on any mandate whatever—besides that of naked armed force."*

The Students Action Committee

Following their last Sunday's demonstration the Students Action Committee are stepping up their Parliamentary loobying to enlist the sympathy and support of the British Government and the political parties.

The students have further resolved to protest and demonstrate against the projected tour of pakistan Cricket team. They have already got the support of the Young Liberals and in the House of Cornmons itself 30 members have signed full support to their call of protest and total rejection of the Pakistan team. The students will want the sporting British public to realise that at this time when West Pakistan Army is massacaring people in Hitlerian fashion, West Pakistani sportsman playing the happy and peaceful game of cricket in this country would be insult to British sense of justice and fairplay. As 75 million people of Pakistan have rejected Pakistan and have now got their own independent government which is fighting a war of survival, the Pubjabis, mostly employed by the Government or semi-government agencies, cannot claim to represent all-Pakistan. It may be noted by the British sportsmen that Pakistan Cricket Control Board is an "official body" under full direction of the Military junta and almost all players are Punjabis.

BANGLADESH ACTION COMMITTEE IN WALES

Nurul Hossain writes from Cardiff :

We the people of Wales formed "Bangladesh Action Committee in Wales" on 27 March and its headquarter is in Cardiff (8 Northcote Street, Roath, Cardiff, Wales, phone Cardiff 44702). The Bengali people from different parts of Wales joined in this meeting and supported this Action Committee (Cardiff, Brigend, Newport, Port Albert, Cwnbran, Swansea, Neath, Porth Cawl and other places in Wales).

We staged a demonstration in London on 28 March in coordination with Bengal Students Action Committee, London, and demonstrated before different embassies (Russia, Ceylon, America, India).

We staged a demonstration outside Angel Hotel, Cardiff, before Mr. Heath, who was on visit to Cardiff on 3 April and distributed our leaflets condemning the massacre in East Bengal.

We held a general meeting in Cardiff on 11 April which was well attended by 500 people of Bangladesh coming from Cardiff, Newport, Swansea, Brigend, penter, Neath, etc. and formed a 26 member committee.

A Finance Committee was also formed in that meeting to raise fund for the relief of "Bangladesh people".

A Committee meeting was also held on 18 April to discuss the present situation of Bangladesh and to draw up some constructive plan. Reports came that people are contributing at least one week's wages or at least £25 for the initial contribution and £1 weekly will be contributed as long as our struggle continues.

We distributed leaflets to people all over Wales and a weekly newssheet in Bengali language is also being published.

Frank Judd on "Cruel Suppression"

Frank Judd, Labour M.P. for Portsmouth West, said at Gosport on 15 April that "Britain should be prepared to suspend the aid programme to Pakistan, first to highlight concern at the treatment of East Bengal, and secondly to demonstrate Britain's

refusal to be implicated in the economic support of a regime bent on "cruel suppression".

Bangladesh is Inevitable

Three Harvard University Professors, Edward S. Mason, Robert Dorfman and Stephen A. Marglin in a statement analysing cultural, linguistic, social, economic and political case for independent bangladesh, said on 1 April : "The independence of East Bengal is inevitable. What started as a movement for economic autonomy within the framework of a united Pakistan has been irrevocably transformed by the wholesale slaughter of East Bengali civilians into a movement that sooner or later will produce an independent East Bengal. Bangladesh is a matter of time."

Lord Brockway Condemns

Lord Fenner Brockway condemned on 18 April the Pakistan Government's action in East Bengal as "one of the most callous and brutal aggression in the world since the time of Hitler."

A resolution passed at the conference of the colonial Freedom Movement called for recognition of independent Bangladesh.

Yugoslavia Assails Pindi Oppression

The authoritative Yugoslav newspaper, Kommunist, the organ of the League of Communists, the ruling party which reflects the official policy, in an editorial on 7 April says : "The situation in East Bengal amounts to a civil war and we blame the Pakistani armed forces for the slaughter of thousands of innocent people. The fatal event in Pakistan is unfortunately the sixth case in the course of this year in which the army is stepping on the open political arena."

Socialist Labour League

A jam-packed Toynbee Hall in London's East End heard on 18 April Mike Banda, the editor of WORKERS PRESS, the official

organ of the Socialist Labour League, passionately extending full support of his organisation and newspaper to the struggle for national independence against the army of Pakistan's dictator Yahya Khan.

Calling for an all-out campaign in the British Labour movement to support the Republic of Bangladesh. Banda said that the Bengali struggle was a huge blow to imperialism. He warned against putting any trust in the United Nations or the so-called Great powers. He appealed to the British working class to "rise in support of Bangladesh and their Bengali comrades in Great Britain."

Volunteers for Relief Supplies to East Bengal

Roger Moody, editor of peace News (5 Caledonian Road, London N1) has announced : "The possibility is being explored by a small group of Londoners of sailing relief supplies into East Bengal, regardless of the consequences to the participants, whom it is hoped, would comprise an international team. Potential volunteers, physically fit and not hampered by personal ties, are asked to write (not phone please) to Roger Moody at peace News as soon as possible. Any other queries and offers of help and advice, by letter, would be appreciated."

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh News Letter London : No. 4	26 April, 1971	Letter From America

LETTER FROM AMERICA

NEW YORK (By Air Mail)

The peoples of the U.S.A., Canada and Latin America are horrified to learn that the military dictatorship led by Yahya has taken recourse to mass murder and has used most modern war weapons, supplied mainly by the U.S.A.

Public opinion fully supports the case for the self-determination of East Bengal as demanded by Sheikh Mujibur Rahman, who won an absolute majority in the first ever national election.

The Bengali students in the U.S.A., organised under the banner of East Pakistan League of America, have noted the political significance in the postponement of the National Assembly session on 2 March and have decided on plan to propagate the cause of Bangladesh. They are organising to launch a vigorous campaign of lectures, teach-ins, demonstrations and lobbying in the U.N. and other international forums. The Bengal Action Committee of East Pakistan League of America, with its headquarters in New York, was set up on 2 March. Three significant developments followed the formation of the Action Committee :

(a) Three professors of the Harvard University have published a paper on the current situation in East Bengal. This is now being used as a guide by those sympathetic to the cause of the subjugated Bengalis in their lectures and teach-ins at the campuses across the country.

(b) The International Studens' Cultural Organisation has extended its full support to the liberation movement of the Bengal Action Committee.

(c) Another organisation styled "Americans Concerned for Bangladesh", with its office at 145 East 14th Street, New York, has been set up. This organisation has already staged demonstrations in front of the U.S. And Pakistan missions at the U. N.

The Action Committee took the first positive step by seeking an interview with the President of the Security Council. They urged upon the president to exercise his influence on the member-nations to intervene in the name of suffering humanity and get the world's focus on East Bengal.

The first demonstration organised by the Action Committee was strged in front of the U.N. buildings on 9 March. The participants, including some American students, paraded through several main streets of New York and went to the office of the Pakistan Consulate-General. They occupied the office for several hours and took a vital decision concerning organisational matters.

The Action Committee sent a telegram to President Nixon urging him to use his good office to stop the mass slaughter of the people of Bangladesh.

In Another telegram, the Action Committee urged the U.N. secretary-General U Thant to call a meeting of the Security Council under Art. 99 of the U. N. Charter and arrange to despatch a U. N. Team to East Bengal to stop the "merciless and selective genocide" of the Bengalis.

The Action Committee called on all the members of the Security Council including France and discussed the grave situation in Bengal. The representatives of France, Argentine and India granted interviews to the Action Committee members more than once.

Besides writing letters to the American news papers and appearing in TV programmes, the Action Committee staged many demonstrations. On 26 March the demonstrators unfurled the flag of indepndent and sovereign Bangladesh in front of the U.N. buildings. They also staged a demonstration in front of the Ceylonese mission demanding stoppage of facilities to Yahya's ships and aircrafts which are carrying West Pakistani troops to East Bengal.

News about these demonstrations and the mass slaughter in East Bengal were covered both by the radio and TV net-works from coast to coast.

Bengali students in the big cities of the U.S.A., Canada and several Latin American countries have set up "chapters" of the Action Committee in co-operation with the local students.

The Action Committee has also set up a 16-member Finance Committee to raise funds for relief operations in the war-devastated Bangladesh.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh News Letter London : No. 7	21 June, 1971	The United Kingdom Diary

THE UNITED KINGDOM DIARY

Anthony Mascarenhas

The bombshell of the week is the exposure by Anthony Mascarenhas, Assistant Editor of the Morning News, Karachi, and the correspondent in Pakistan for the Times and the Sunday Times, of the genocide by the West Pakistan Army against the people of East Bengal. When on 2 May the Sunday Times published a story by Tony, playing up the gruesome killings of non-Bengalis and biharis by the Bengalis, we found it highly exaggerated, one-sided and contradictory and based on facts and on "heresay" figures supplied by the Army and "Islamists". We said then that it was in reality a handout by the Inter-services public relations and Tony among other Pakistani journalists writing also for some British and American papers was forced to file what the Army wanted them to file. Now Tony in an article in the Sunday Times on 13 June has himself exposed the gun-point reporting he had to do. We congratulate Tony and are happy that he is out of the country of the butchers and safe in a democracy where bullets and bayonets do not control either the pen or the tongue. His story of "genocide by the Pakistani Army" will haunt the world for ever. If the power had been transfered to the Awami League soon after the elections in December, we have no doubt that Sheikh Mujibur Rahman would have controlled the communal and the sectarian carnage as he did control the administration during the three weeks of his civil disobedience and earlier racial riots.

Rehman Sobhan

Rehman Sobhan returned from the United States since we published our last issue. Rehman has been to the states recently

where he met the representatives of the Aid Consortium countries and worked to counter the jugglery of Yahya's master financial wizard, M. M. Ahmed, who had been knocking at every prospective American door with a begging bowl.

In London Rehman called on his old friends in the New statesman and the paper came out with one of the strongest editorials : "Corpses in the Sun". Next day Guardian started serializing his article : "Prelude to an Order for Genocide" and "Helping Yahya to Himself".

Rehman also addressed an informal get-together of the Bangladesh Newsletter activists and Bangladesh Freedom Movement Overseas at the Ganges Restaurant for nearly two hours, a talk which was heard throughout with sustained attention.

Rehman has also had a number of meetings with leading editors, columnists, writers, members of parliament and trade union leaders. He addressed a public meeting of the Students Action Committee where he literally spell-bound the audience.

Women March for Aid

A hundred and fifty Bangladesh women and children marched through Westminster on 5 March with letters of protest for the Prime Minister and the relief agencies.

The protest was organised by the Bangladesh Women's Association in Great Britain. The letter delivered to Mr. Heath—who was not at home asked him to reconsider the decision to continue to give aid to Pakistan.

Placards called for an end to genocide and to aid for Pakistan, and condemned the Pakistan Government.

Mrs. Jahanara Rahman, one of the organisers, said the women were equally concerned about the cholera outbreak in India among Bengali refugees. But they feared that in the rush to send aid to the cholera victims the refugees without food would be forgotten.

The Association has collected over £400 in Britain, and a substantial amount of children's clothing, but it is waiting for an assurance that when it is sent it will rech their people.

Campaign to Stop Aid to Pakistan

Supporters in Britain of Bangladesh started a campaign to stop aid to Pakistan on 13 June with a large protest march, starting from Hyde Park and marching to the Minstry of Overseas Development, Canadian High Commission and the French, Belgian, German, Austrian American, Japanese, Dutch and Italian embassies, all of whose Governments sent aid to Pakistan. The marchers drew much attention in Park Lane, piccadilly, Downing Street and Trafalgar Square. The marchers were headed by a man reciting from the Quran. Another young man also recited a poem. The demonstrations will continue for some days.

President and Military Leaders of Pakistan "Guilty of Genocide"

Over three hundred Labour MPs, including six Privy councillors The Chairman of the Labour Party, Mr. Ian Mikardo, and three other members of Labour's National Executive, Frank Allaun, Mr. Tom Bradley and Tom Driberg, have signed a motion sponsored by Mr. John Stonehouse, formerly Minister of Posts and Telecommunications "accusing the president and military leaders of Pakistan of having broken the genocide convention of the United Nations and therefore by implication of being liable to trial."

The motion reads : "This House believes that the wide-spread murder of civilians and the atrocities on a massive scale by the Pakistan Army in East Bengal, contrary to the U. N. Convention on genocide signed by Pakistan itself, confirms that the military Government of Pakistan has forfeited all rights to rule in East Bengal, following its wanton refusal to accopt the democratic will of the people expressed in the election of December 1970; Therefore believes that the U.N. Security Council must be called urgently to consider the situation both. as a threat to international peace and as a contravention to the genocide convention; And futher believes that until order is restored under U.N. supervision, the Provisional Government of Bangladesh should be recognised as the vehicle for the experession of self-determination by the people of East Bengal."

A second motion also signed by over 250 members of all parties strongly censures the Pakistan Government and demands that "until a suitable political framework is created in East Bengal, financial aid to Pakistan will be suspended... His Majesty's Government should propose to the Pakistan Aid consortium at its forthcoming meeting that such aid should be redirected to meet the needs of the refugees."

Parliament also debated "Bangladesh" twice before this month on 9 and 10 June.

Disaster Fund at Half Million

More than £500,000 has been raised by the Disaster Emergency Committee to help Pakistani refugees since the national appeal was launched two weeks ago.

Maudling on East Bengali Refugees

Mr. Maudling the Home Secretary, said on 15 June that the Home Office was to investigate the Position of Bangali refugees who wish to come here to join close relatives but cannot provide the requisite papers because of the situation in East Bengal.

Donation to Bangladesh Fund

The Bengali Association in East Anglia (President *M. N. Rahman Secretary Mohd. Akseer)* have contributed a sum of £1,500 towards Bangladesh East 11 Goring Street, London E C 3. They have also launched regular weekly collection from 13 June, We congratulate them and hope others will follow their example.

Peace News

Peace News has been devoting almost half of its issue to the "Movement for Bangladesh since the genocide inside Bangladesh. It has published some very forceful articles by Roger Moody and others. Our readers will find it a very good regular reading. It costs 5p only and can be had from

5 Caledonian Road, London N L (OL—837 9794/5).

North And North-West London Meeting

The Action Committee for the People's Republic of Bangladesh in North and North-West London held a very well organised meeting under the Chairmanship of the Rt. Hon. A. J. Stallard MP. Among the main speakers were Mr. Justice A. S. Choudhury, Representative of Bangladesh Government in the United Kingdom, Mr. Abdul Mannan, one of the recently elected Awami League Members of the National Assembly, and Mr. Shah-Jahan, president of the Workers Association of Bangladesh (who arrived last week after attending the International Labour Organisation Conference at Geneva). Mr Stallard expressed his full understanding and support to the Freedom Movement of Bangladesh and asked if there was any Pakistan High Commission representative present at the meeting to tell his masters to stop sending him the rubbish in the form of bulletins etc. He said that he was getting regularly *Bangladesh News Letter* and appreciated its informative coverage of the events inside Bangladesh.

Mr. Justice Choudhury gave a chronicle of the events leading to the independence declaration and appealed to everyone to stand united, to work steadfastly for the Liberation Struggle and to rally behind the leadership of Sheikh Mujib.

Mr. Shah-Jahan appealed to the workers and trade unions of Great Britain to show solidarity with the workers of Bangladesh who were fighting for democracy and for their right to self-determination.

Mr. Mannan in an eloquent and most moving oratory in Bengali brought tears into the eyes of all, whether they understood him or not when he gave a graphic account of the genocide in Bangladesh.

Hyde park Rally

Mr. Peter shore MP for stepney and former secretary for Economic Affairs, told a protest meeting of Bengalees in Hyde park, London, on 19 June that "Britain should give a lead in effective international action against Pakistan. The exodus will only be contained when the vultures of Bengal stop their bloody

work. The International Aid Consortium must make it absolutely clear that there will be no funds at all for the pakistan economy unless and until the Pakistan Government agrees to a ceasefire and to a clear and certain return to civil and democratic selfrule."

Mr. Justice Choudhury, Representative of Bangladesh Government in the U.K., has toured almost all Britain and has addressed large public meeting in Bradford, Manchester, Leeds, Birmingham, Cardiff and a number of cities in Scotland.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh News Letter London : No. 7	21 June, 1971	Report From Bangladesh

GUERRILLA ACTIVITIES INCREASE NATIONAL LIBERATION STRUGGLE HAS NOT FADED

I was personally with the Commandos who made recently a number of sweeping raids inside the occupied territory in the Sylhet area. During the last fortnight over 500 West Pakistani troops have been killed and their arms and ammunition brought back to the base. Two jeeps and a military truck were also captured. The uniforms taken from the killed West Pakistani soldiers are now being used to deceive the enemy and their agents and a number of our student-guerrillas have managed to reach the interior. They keep in contact with the base by radio and through messengers, usually young boys. A gunboat was also sunk. Large areas in Northern Sylhet region have been liberated after three major bridges were destroyed and local quislings, informers and enemy spies were eliminated.

We have established 30 camps where 30,000 volunteers are training. We have also seasoned freedom fighters and officers and men of the Bengal Regiment and the Militia and quite a few policemen who are engaging the enemy in little battles while the guerrillas sneak behind the enemy camp and destroy their rations and everything else in the camp. We are definitely harrassing the enemy now on the entire border fornt of 1034 miles. All Pakistani outposts near West Bengal, Assam and Tripura have been destroyed and during the rains we shall not allow them to rebuild their camps within our range.

A correspondent from Krishnanagar reports :

I am one of the guerrillas. I was a student of Dhaka University and saw with my own eyes my friends brutally murdered by the West Pakistani army. I managed to flee to Calcutta and after a

short training have joined the Freedom Fighters. I have lost almost all my relations. I have now to take revenge. Death no longer frightens me. I have seen death in its ghastliest from. We are now very active here. Our Mukti Fouj is giving Pakistan Army a lesson or two. Many of our recruits are able-bodied men from the refugee camps. We feel all men who can handle a gun or a spear should join the Mukti Fouj and leave the old, women and children and the sick only in the refugee camps. We are proud to have our Hindu brethren from Bangladesh also joining the Mukti Fouj. This makes our Army a non-communal body. Although the Biharees proved by and large traitors and joined the enemy of the Bengali, but you will be surprised that there are many Biharees, staunch members of either the Awami League or the National Awami Party, who are fighting with us shoulder to shoulder against the West Pakistan Army. Two Pathan soldiers who deserted recently, have also joined us. They are followers of Khan Abdul Ghaffar Khan. Many of us will welcome an International Brigade fighting with us.

Mujibnagar may not be an active headquarter of the Bangladesh Provisional Government but it is in our hands and here we get trained.

We need some experts in guerrilla fighting. A man from Al-Fatah in India or West Pakistan manage to come to us and he said that they would be quite willing to provide experts who could train our boys in Guerrilla fighting. He said that as Pakistan Governments was supporting King Hussain and supplying him with sophisticated arms to kill the Palestinians, the Palestinians will be happy to give all help to the Liberation Fighters in Bangladesh. He wanted our Government to contact their leader Yasser Arafat.

Dacca Today

Mr. Shaik Rahman, a Chartered accountant from Dacca, who left the city on 7 June, in an interview to Martin Adeney of the Guardian reported the situation in Dacca : "People are being arrested in Dacca and nothing is heard about them. The list of people prohibited from leaving the province runs to 63 pages and

academics who have survived massacre and purge, are being listed for further investigation by civilian security forces."

Mr. Rahman listed the names of business men who have been taken away for questioning and not been seen again-one, the local general manager for the Philips Company, Wing Commander Baqee, as recently as Wednesday of last week. In Dacca, he claimed, visiting West Pakistani businessmen accepting statements that business has returned to normal get a rude awakening. Road communication outside Dacca is almost impossible. The steamer service to Khulna has stopped after the ambush of one steamer by liberation Army forces. It is difficult to telephone other centres except sometimes in the evenings. Chittagong, the main port, can only be reached by aircraft after a wait for one way tickets that takes days. The Liberation Army still makes its presence felt, if distantly, even though many of its members have crossed the border. A powerfull Free Bengal Radio transmitter can be heard between seven and eight, mornings and evenings, On 17 May eight grenades exploded simultaneously in buildings in Dacca which included the state Bank, two cinemas, and a smart shopping area...The jute town Narsinghdi is completely ravaged.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh News Letter London : No. 7	21 June, 1971	Afro-Asian Press Say

AFRO-ASIAN PRESS SAY

Japan

A correspondent of Nippon Kaizai Shimbun, Japan's Leading financial daily, said in a despatch on 24 May after visiting Western Pakistan :

"The present military regime of Pakistan, which has succeeded in suppressing the independence movement in East Bengal by sheer force is now trying to continue military rule in East Bengal. But the leadership of President Yahya Khan is questioned because of the severe economic blow the country has suffered."

Referring to his visit to various leading cities in West Pakistan, the correspondent went on to summarise his impresisons as : (1) President Yahya Khan is not necessarily regarded as the real political and military leader of Pakistan; (2) The President's guards have been much reinforced; (3) Common citizens keep their mouth shut about politics and avoid talking to foreigners; (4) Under strict censorship and control, newspapers both in East and West Pakistan have become stereotyped; (5) Shortage of consumer goods, hording and price rise.

Uganda

In an article in the Uganda newspaper *The People* (5 May) the writer, Nathan Epenu, asked : "Why this silence and apathy in the capitals of big-power countries to the indiscriminate killings of civilians in Bangladesh by West Pakistani forces?

Report for a few protest voices like those of U.S. Senator Fulbright and British MP Shaw, there are no fullscale demonstrations against the mass killings in this struggling state of Bangladesh—the kind witnessed for the Nigerian civil war or the ever-present Vietnam conflict.

Evidently what is at the core of acquiesced unconcern by the big Powers about the civil war in Pakistan is the fact that the views and vested interests of these countries have in Pakistan and breakaway Bangladesh are at best divided and at worst diametrically opposed to those of the other. Hence the general fear that once one country gets fully committed to one side of the conflict, other countries with different interests will inevitably support the other, thus escalating the conflict to world-wide scale. Certainly these are noble intentions, but what we want to see is not the big Powers taking sides again in this civil war but rather a concerted effort by all of them to exert the maximum pressure on the stronger side (West Pakistan).

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh News Letter London : No. 8	7 July, 1971	The United Kingdom Diary

THE UNITED KINGDOM DIARY

As the British Press Saw it

The times warns : "No plan for the future will succeed unless it can hope to win over a large body of Bengali opinion. If those ready to response find themselves in a category of collaborators they will be powerless. Yet the wording of the presidents proposals seems to call in East Pakistan (East Bengal) for what most of it people will still regard as collaborators... One can hardly imagine circumstances in which such a political solution could be acceptable to a majority in East pakistan (East Bengal). Nothing was said yesterday that might turn the tide of bitter resentment at what has been done. The Bengali population will not be inspired by a statement, however well intentioned (?), that reads as if it had been drafted dy adjutant for battalion orders."

The Guardian, a truly liberal voice, says more bluntly "Yahya Khan's nightmarish dreamworld shows no sign of crumbling. It is a matter of satisfaction to this simple soldier (in his latest broadcast) that in the difficult situation his country has faced recently the reaction and response from an overwhelming number of countries has been sympathy and understanding of the problems we are facing and trying to resolve. If Yahya belives that, if Yahya can brush aside the nausea of all Western reaction, that he may truly believe anything; even the field reports of his general in Bengal. His faith in what his aides tell him is touching but tragically pathetic. He has no real plans now. The proposals he unveiled yesterday for a return in to democratic government are a pathetic shame. If the aid givers of the world relent in their shocked disdain towards Pakistan it will not be because of an 'expert panel' conjuring up slick formulae for subjugating Dacca

once again... yesterday's World Bank in their resolve not to bend to blandishments or evaseve promises. The stronger that resolve the weaker the Rawalpindi regime appears.

The Guardian asks some telling questions too : And nowhere, in all the intellectual wasteland of Yahya's master plan, is the central question asked. Does Pakistan exist any longer? Does unity matter any longer? what precisely have the Punjabi legions achieved?

Justice Choudhury Comments

The special Representative of the People's Republic of Bangladesh in U.K. Mr. Justice A.S. Choudhury, commenting on Yahya's statement said on 29 June : "75 millions people of Bangladesh have already declared independence. They ary now engaged in throwing out the invading Army of West Pakistan from Bangladesh. There can never be any question of any political solution short of independence.... Constitution of the People's Republic of Bangladesh will be framed only by the elected representatives of the people. Bangladesh have nothing to do with a constitution to be framed by a special committee to be appointed by General Yahya Khan as announced today. The statement clearly reveals that the Army junta never had nor has any intention of real transfer of power to the people. At any rate the fight for liberation will go on and we have no concern whatsoever with the statement of Army rulers who have been rejected by the people... I fervently hope that all Governments and peoples of the world will realise the game of General Yahya Khan and his Army, and come to the aid of unarmed civilian population of Bangladesh."

Recently Justice Choudhury visited Netherlands at the invitation of the Dutch Labour party. He met members of different political parties and members of the Parliament of the Netherlands. The Permanent Committee of Foreign Affairs of the Netherlands Parliament particularly met him and discussed the problems facing East Bengal. Justice Choudhury, who was accompanied by Mr. Mannan, an elected member to the National Assembly also paid a courtesy cail on the Netherland's Foreign Office.

Action Committee Meeting

A meeting was organised at Cardiff which was addressed by Mr. Justice A. S. Choudhury and Mr. A. Mannan, M. N. A. On the spot cash collections were made for the Bangladesh Relief Fund.

Similar meeting were held during the fortnight all over the country.

London has been quite active during the period. A procession was taken out to demonstrate at the American Ambassy in protest for the reported supply of two ship-load of arms to Pakistan. An official, in the absence of the ambassador, received a letter which he promised to forward to Washington immediately. The demonstration was organised by the London Comittee, Students' Action Committee, Action Bangladesh, Women's Association and other sympathising groups. A film was shown of the genocide by East Pakistan Army in Bangladesh particularly the city of Dacca, at the Conway Hall on 30 June under the auspices of the Students Action Committee. Among the audience were a number of men and British Journalists.

The Editor of Bangladesh Newsletter took part in a discussion on Yahya's statement of policy with Mr. Mahmood Hashmi, editor of Mashriq and Mr. Ghazi, Chairman of the U.K. Branch of Bhutto's Peoples party at the BBC on 29 June. The discussion has broadcast to Pakistan, India, the middle East, Africa.

TO STOP GENOCIDE & DEMAND RECOGNITION OF BANGLADESH

A nationla rally in Trafalgar square on sunday, 1 Augst at 2.00—6.00 p.m.

A spokesman for the initial sponsors of the Rally : ACTION BANGLADESH (34 Stratford Villas, London, Nwl, The 485 2889), explained its purpose as follows : It has now became clear to anyone who can read or watch a television screen that the people of East Bengal have become Victims of genocide. The Pakistan Army is conducting a calculated campaign of terror in order to reduce the numbers of people remaining in East Bengal to a number "Manageable" by the West Pakistan authorities. We feel

it's time that the British public had a chance to express their disgust at this process, and in this rally we hope that the message that comes out loud and clear is that in order to stop the genocide in East Bengal we must recognize Bangladesh. Recognition by countries like Britain is the only way to force the Pakistan regime to face reality. And that reality is that they have lost war. They lost the allegiance of the people of East Bengal at the moment they unleashed their brutal attack on the night of 25 March. The rest of the world must not allow them to bury that reality under an ever increasing mountain of corpses."

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh News Letter London : No. 8	7 July, 1971	Support From The Left

SUPPORT FROM THE LEFT

Mineworkers' Support

An emergency resolution adopted at its annual conference in Aberdeen on 6 July the mineworkers' union executive expressed "profound concern" at the situation in East Bengal and called for the commencement of negotiations to achieve a settlement.

This should take fully into account the views of the people of both East Bengal and West Pakistan as freely expressed in their last general election said the resolution, first of its kind from a British trade union. The resolution, which was moved by the union's General Secretary, Mr. Lawrence Dally, also said : "We register our concern about the fate of political prisoners, including Sheikh Mujibur Rahman."

It also urged the British Government to use its influence with Pakistan Government to bring to a speedy end of all hostilities and military intorvention.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh News Letter London : No. 8	7 July, 1971	Arab Writer Exposes 'Jinnah's Heaven'

ARAB WRITER EXPOSES 'JINNAH'S HEAVEN'

The leading Arab newspaper of Beirut "Al Shaab" (9 June) carried the following front-page column by one of the most respected Arab-world writers, Muhamamed Nakkash.

"Had the late Mohammed Ali Jinnah come to life and seen what is happening in Pakistan today and in what way his great dream is coming true, would he be proud and happy or regret what he had done?

Five million Pakistanis from East Bengal have fled from Mohammed Ali Jinnah's heaven after seeing it change into hell for them.. they have fled to West Bengal in India. They preferred an enemy country to theirs ... They preferred displacement, living in tents or in the open rather than remaining in their homes. They even preferred hunger and cholera to death in the hands of their co-citizens...and the enemy opened its arms to them...

This is some of the fruits reaped by Muslims out of a Muslim country inprovised for them by Mohammed Ali Jinnah and his supporters. It is the embodiment of evidence that the element of religion cannot be a base for foundation of a state. It is geography (land and neighbours), language and a suitable regime which are the strongest foundations. Pakistani Bengalis found refuge and shelter at the hands of Indian Bengalis while they found fire and gunshots from their co-citizens (West Punjabis).

What is the fault of the East Pakistani people? The President of Pakistan told them to have elections and they did. He himself was supervising the elections. The elections, which were extremly honest and democratic, resulted in the victory of Sheikh Mujibur Rahman and his party. There were two democratic alternatives to take place : whether to transfer Pakistan into a Federal Union in

which the eastern section would be headed by Sheikh Mujib as Prime Minister and the western section by Zulfikar Ali Bhutto who won the elections there; or Pakistan to remain in its former form and the winner of the majority of votes in Parliament (who is Sheikh Mujib) to become Prime Minister.

Neither of the two alternatives was followed. Those who had power in their grip in West Pakistan have instead resorted to force of arms instead of will, and thus there was catastrophe.

The pretext was that the Army was to crush the secessionists. In fact, East Pakistan did not incline towards secession except when it was proved to her that the regime in the country did not depend on the will of the people but on the will of a domineering group living one thousand miles away. Who approved of living within such a country?

Whatever the case may be, it has been certified that Pakistan's entity in the form wanted by its founders and suporters is not fit to remain. It is an artificial construction and any artificial thing is doomed to vanish."

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh News Letter London : No. 8	7 July, 1971	West Pakistan Scene

Consequences of waging a colonial war will ruin the economy of West Pakistan and lead to its disintegration. Only by overthrowing the Military dictatorship such a course can be averted. Indication of growing restlessness is available in the report on the WEST PAKISTAN SCENE.

from our special correspondent (KARACHI)

The West Pakistanis have had three bombshells within a week. The first was the decision of the major aid-giving nations led by the World Bank to postpone indefinitely any new economic assistance to Pakistan. The ruling junta does not show any visible disappointment and the controlled Press has been inspired to abuse and accuse these powers who have been sustaining Pakistan for the last 23 years. But the intelligentsia, the big business, the men of trade and commerce and the general public are stunned. They know what it is going to mean to them in the long run. For the first time West Pakistan's economy is really paralysed.

The second bombshell was the "Budget". As usual it has been hailed. The Ministry of National Guidance and Home Affairs has seen to it. The rich has been taxed heavily—that is what we have been told—but what has been taken from the one hand has been given back to them from the other. The 22 families' corporation has seen to it the real burden should be carried by the consumer and the working classes, every ounce of their sweat and blood would now be squeezed from them and fed into the coffers of the capitalist controllers of our destiny, if we have any. Everything has gone up, Sugar, salt, flour, pulses, meat, vegetables, oils, kerosene oil, petrol, matches, cigarettes, textiles, literally everything. Now is the time for Bhutto to show the way "to eat grass for 1,000 years" as he had predicted not long ago. But he is

silent, speechless for a change. Not a word has come out of his mouth so far. And how strange that all of the swan-song politicians of the Muslim League, Jamaat-e-Islami, etc. without exception, who have been calling Yahya Khan everything but God himself, have also kept mum.

The third bombshell was Yahya's "statement of policy to the Nation". One wonders which of the sergeant-majors was really speaking in Yahya's puppet image. Except the MULLAHS and the controlled Press, no one has uttered a word either for or against. The politicians can now see how correct was Sheikh Mujibur Rahman when he had warned them that "today the Army rulers are going to crush me tomorrow will be your turn". Democracy is trampled to dust by the Generals' boots. The 'Revolutionary Councils' which started to rule the Islamic body's politic under 'Martial Laws' from its very inception till now perpetually rule over the Islamic Republic. Bhutto knows now that he and his Party, if any thing of it remains in four months' time, met their Waterloo. They have been outfoxed. He can perhaps survive if he decided to serve the new masters as he had served under Ayub and his gang for ten years. So far neither he nor any other politician has said a word. The patriarchs of the 22 families have seen to it that his wing has been clipped. He can no longer ride his 'white horse' over the horizon. Soon there will be no one even to mourn the poor man.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh News letter★ Vol. 1 : No. 12	November, 1971	Editorial Make The Inevitable Possible Immediately

MRS. GANDHI SAYS E. BENGAL MUST GAIN ITS INDEPENDENCE

And we say :

LET US ALL GET TOGETHER TO MAKE THE INEVITABLE POSSIBLE IMMEDIATELY

Mrs. Gandhi has now completed the last phase of her world tour. It was to enlighten world opinion about the causes- the murder of demeocracy in East Bengal, barbaric and ghastly actives of a military dictatorship to drown in blood the legitimate aspiration of a new nation that led to the influx of nine million distraught and desperate refugees into the heavily strained lap of India. With Mrs. Gandhi's return to India the Bangladesh crisis will be moving inexorably into its last round and heading for the climax. India will now have to make up her mind as to how long she can afford to sit "on the top of a volcano".

From all accounts it appears that President Yahya's junta stand isolated as never before. America has cut off all arms shipments to Pakistan. *Chinese Acting Foreign Minister only toasted good luck* to Mr. Bhutto's delegation. Also the West Pakistani generals have come to the end of their path of bungling violence. President Yahya's choice is limited. He and his hawk generals may battle and lose; or be yet sensible and talk and quit; or as a last desperate recourse take another plunge into madness and try to burst out of their troubles by starting or provoking a war against India.

It is time for India and the world to make up their minds. They must stop running after illusory solutions. They must spell out clearly and quickly, as Mrs. Gandhi is reported to have feebly tried during her television broadcast from Paris : ... Only solution

★ এই সংবাদপত্রটিতে সম্পাদক ও প্রকাশকের নাম ও ঠিকানার উল্লেখ নেই। যোগাযোগের জন্য একটি ঠিকানা নির্দেশ রয়েছে, সেটি হল : Editorial Board, Bangladesh Newsletter. P.O. Box 4 RG, London WL.

of the East Bengal crisis is independence of East Bengal... it is inevitable... it will come sooner or later...

The Indian Prime Minister may not have received all that encouraging support she expected from Big Powers but she has received sympathetic understanding. *It is for her to act now, act, in a resolute decisive way.* What ever happens she will have with her the uafailing pledge of the entire Bengali people to bring about, as quickly as human courage and material resources will permit, to fruition the only correct solution to the present crisis, the only 'inevitable solution', namely in the independence of Banglaesh. This the Bengal patriots will try to realise, irrespective of the sacrifices involved. And this way only it will be possible for the Bangladesh Government to take back our nationals who have been turned into destitutes on the Indian soil. Towards that end let all of us, the Bangladesh Liberation Army, the Bangladesh Government, the Bangladesh Liberation Movement Overseas, and all friends and allies of the Bangladesh all over the world make a determined, dedicated and concerted move.

from the Editorial Board.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Today*	15 September, 1971	Mukti Bahini
Vol. 1 : No. 2		Marches Ahead

MUKTI BAHINI MARCHES AHEAD
(by Special Correspondent)

As the harassed and tired soldiers of West Pakistani occupation army mourn their dead comrades and bitterly await their own turn for the same fate in the hands of the Bengali freedom fighters, the Mukti Bahini, Bangladesh Liberation Forces, grows in size and, what is more important, in skill and efficiency. During the last tweenty five weeks of the war about 25,000 West Pakstani invaders have paid with their lives the price for carrying out the orders of their dreadful masters— the blood-thirsty junta of Yahya khan. Only last week the bodies of 70 West Pakistani army officers were taken to Dacca from the northern part of Bangladesh. No wonder then that the young West Pakistani army officers are reprortedly beginning to question the cost of the occupation, both in terms of men and money.

Besides attacking and killing the barbarous invaders by ambush the main strategy so far the Mukti Bahini guerrillas has been to destroy the communications and power system. As reported in 'The Times', 90% of the culverts and small bridges on the roads linking Dacca to Comilla, Feni, Jessore and Kushtia have already been destroyed. And this has been achieved with such skill and efficiency that the West Pakistan propagandists have been unnerved into claiming, as usual, that this must have been the work of Indians.

That the operational efficiency of the Bangladesh guerrillas is continually on the increase is amply demonstrated by the fact that, despite the tight corden ereted by the occupation army around Dacca a passenger freight train was dynamited by our guerrillas on the last Friday, thus disrupting all rail traffic between Dacca and Narayanganj.

* Bangladesh Today : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, মুজিবনগর সরকারের লণ্ডনস্থ বাংলাদেশ মিশনের প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত একটি পাক্ষিক।

The guerrillas today operate regularly around Sylhet, Rangpur .nd in border areas around Comilla sometims approaching Dacca. Vast border areas are completly liberated and our freedom fighters control most of the countryside. Miss Clare Hollingworth of 'The Daily Telegraph' claims to have seen the Bangladesh flag flying over a considerable area within 40 miles of Dacca.

The victory of the Mukti Bahini over the occupation army of Yahya khan is inevitable. It is inevitable not only because of the military efficiency of the Mukti Bahini but also because of the support and co-operation our valiant freedom fighters receive from our population which is, as Miss Hollingworth puts it, "Bangladesh to a man".

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Today Vol. 1 : No. 2	15 September, 1971	Editorial Yahya's Civilian Eye Wash

YAHYA'S CIVILIAN EYE WASH

General Yahya Khan has appointed Dr. Malik the Governor of East Bengal to replace General Tikka Khan who has been promoted to the position of 'Core Commander' of West Pakistan Army. Dr. Malik's main responsibility is to form a civilian cabient with Bngali politicians who are Yahya's proteges. This has been trumpeted by the West Pakistan propaganda machine as the great liberalising move towards restoring political normalcy in the country. A civilian Governor heading a handpicked cabinet, however unrepresentative it might be, gives the superficial look of a civilian rule. A facade beautifully glossed by a cryptic artificer! A glittering eye-wash to fool the onlookers!

Although under Dr. Malik's Governorship, a civilian cabinet of Yahya's collaborators is going to be installed soon, the world has to judge whether any significant change of policy towards East Bengal has taken place. About a hundred thousand soldiers are in full military occupation of Bangladesh cities an main ports. The key posts in the civil, police and intelligence services have been filled up in recent months by the Punjabi officials. Bengalis have been systematically removed from all vantage positions. A large mumber of police force has been brought over from West Pakistan recently. To add to it, there has been a large recruitment of 'Razakars' a para-military force, form among the non-Bengali population of East Bengal to act as spearheads of the Army. Censorship on the press, restrictions on movements and ban on political activities remain as strictly as ever. Kidnapping of political suspects who in normal times would be considered patriots, and killing of innocent men and women continue to be the pleasure game of the common soldiers. Who will really govern the country? Who can exercise the real power in such a claustrophobic atmosphere of military occupation? When the Generals control everything and their terrifying presence has dealt a shattering blow to the normal life of the people, who can wonder that Dr.

Malik and his cabinet will be sheer prisoners in the hands of these Generals? They will be just another set of puppets of the military rulers.

Even Bhutto, the blue-eyed boy of Yahya, was bitterly critical of Dr. Malik's appointment when he said, 'Who does he (Dr. Malik) represent except himself? If the same thing is done for West Pakistan Bhutto's dreams of ruling West Pakistan will be shattered. No wonder a power hungry politician like Bhutto saw the death of genuine civilian rule in the appointment of Malik.

In trying to fool the world, Yahya has fooled no one but himself. except a fewcollaborators, whom the people of Bangladesh had rejected in the last general election (Dec. 1970), no Bengali will be deluded to thinking that this measure is a step towards a genuine withdrawal of the Army rule, The guerillas will, doubtless, keep on fighting until the last soldier of Yahya's ocupation army is physically annihilated. The guerillas have braced themselves up for this protracted struggle, The collaborators will be dealt with by the guerillas in the most fitting manner. The Bengalis and the guerilla forces know full well that the caricature of the series of ministries by the collaborators, short-lived, corrupt, and lacking in any popular base has only just begun. Puppet regimes will come into and go out of office in dozens but they are destined to fail in winning the hearts of 75 million people of Bangladesh.

However, Yahya's motive installing this civilian facade lies elsewhere, Faced with financial bankruptcy he is now in desperate need of foreign aid. Aid consortium had twice rejected Yahya's appeal for aid. The date of the third meeting is fast approaching and this time Yahya could not afford to go with his begger's bowl completely empty. Resuming the aid would need considerable persusasion backed up by some evidence of change of policy toward East Bengal. Behind-the scenes pressure on Yahya from the aid giving countries particulary America was for the political settlement of East Bengal. What Yahya has been doing is just a window-dressing operation to satisfy the aid givers.

If America, or for that matter any other country, now resumes aid to West Pakistan, Bengalis will consider it an act of abdication. No one has any doubt that this aid will be used to perpetrate West

Pakistan's military opccupation of Bangladesh, Over the last twenty years, by giving military and economic aid, America has turned West Pakistan into an arsenal and West Pkistani Army into bond of fascists. When the American Administration did not restrain these facists from their mass killings of the Bengalis, she became a party to Yahy's gnocidal activities. The world expected of the Americans a moral responsibility in stopping the abuse of their weapons by their client. They have totally failed in this. The resumption of aid to Yahya's Junta at this time would amount only to double abdication of their responsibility but also to financing the final burial of democracy in that part of the world.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Today Vol. 1 : No. 2	15 September, 1971	Mujib On Trial

MUJIB ON TRIAL

After about five months of oppressive silence, West Pakistan's military dictator General Yahya Khan has set up a kangaroo court to try Sheikh Mujibur Rahman on the charge of 'waging war against Pakistan.

If Yahya is sincere, why doesn't he let Sheikh Mujib have a legal counsel of his own choice? Why can't this lawyer be sent from any part of the world? Isn't it an outrage upon justice? Even a criminal has the fundamental right to proper defence in the court of law, why would Sheikh Mujib be deprived of this basic human right? Isn't it a sheer mockery of justice?

The basic question is, when did he wage that war? The world knows perfectly well that in the December 1970 election, he won an absolute majority (167 out of 303 seats) in the National Assembly on the basis of his Six Point Programme. Was this programme delared illegal by the military junta before or even after the election? On the contrary General Yahya commented that he didn't see why the six points could not be accommodated in the future constitution. More important still, he also said on January 14th 1971 that "Sheikh Mujibur Rahman is the future Prime Minister of Pakistan". What happened after this date that Sheikh Mujib turns into an enemy of the state overnight ? Who had the voilte— face? Yahya arbitrarily postponed the sheduled date of the National Assembly meeting fixed for 3rd March 1971. Who gave him such right to postpone the Assembly? Does the legal authority of political power flow from one's arbility to stage a coup d'etat? Or from the freely expressed popular verdict?

However, Yahya's abitrary postponement on 1st March 1971, brought he underlying tension to a crisis point. To make the situation grimmer still he sacked East Pakistan's Gvernor, Vice Admirial S.M. Ahsan and sent General Tikka Khan, the butcher of the Punjab and the bomber of Baluchistan to replace him.

Movement of the army from West to East Pakistan began on a massive scale increasing the number from 30,000 to 80,000. The frightening weight of the well euipped army presence was felt everywhere. The air was think with rumours about the army's ultimate motive. All indications showed that a brutal military attack was under way. Peoples' distrust of the army motive burst spontaneously into a militant protest on 2nd March, Ruthless killing by Yahy's army went on in Dacca and Chittagong, the number of deaths rising to a few hundred. Sheikh Mujib, caught between the army's shooting on the previous day and the burning fury of the people everywhere, struck out a middle course of action. He launched a non-violent, non-cooperation movement of Bengalis until the constituent Assembly was allowed to sit. The whole government machinery, the academic community and the business world of East Bengal accepted orders from him. On 7th March 1971, he issued a set of instructions to the people, This forced Yahya to come to talk with him. What is important to remember at this stage is that Yahya did not declare this non-violent movement illegal.

The world saw how Sheikh Mujibur established a de facto government in East Bengal with complete co-operation from his people until 25th. Yahya began the constitutional talks with Sheikh Mujib on 12th March meanwhile surreptitiously preparing for a massive attack. While Sheikh Mujib was kept engaged in talks and in finalising the details, Yahya suddenly left Dacca on the night of 25th March without formally breaking or ending the talks, giving General Tikka Khan full authority to shoot down the Bengalis in forty eight hours. An all-out military invasion followed. Althought the foreign journalists were hustled out of the country and all the press and communication media were gagged, the world learned slowly and gradually about the magnitude of the disaster wrought by th army. About a million people have been killed and another seven million have been driven away to become refugees in neighbouring India.

Where was the 'waging of war against Pakistan' by Sheikh Mujib? All that one can see to have happened between December 1970 election and March 1971, was the mounting of a military invasion by the establishment against the democratically expressed will of the people. Who declared the 'war' then? If any-

thing, it was Yahya's army who waged the war against the unarmed and defenceless people of Bengal, whose only fault was that they had voted for their rights. It is Yahya and his army who should be tried for treason.

Although Sheikh Mujib is now being tried secretly in the military court, the real trial that is taking place is that of yahaya and his junta in the bar of the civilised world opinion. The world opinion will never absolve the junta of their crimes against humanity.

If any physical harm, of whatever form, is done to Skeikh Mujib, it will not go unavenged. Bengalis will take this war of revenge to the generation of Yahya's grandchildren. Let the West Pakistani criminals of Yahya's junta take proper note of it,

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Today Vol. 1 : No. 2	15 September, 1971	'Bangladesh No More An Internal Issue'

BANGLADESH NO MORE AN INTERNAL ISSUE

— John Stonehouse, M.P.

More than 300 members of the House of Commons signed and tabled a motion urging Her Majesty's Government to recognise the People's Republic of Bangladesh as the only legally established authority to deal with the affairs of Bangladesh. A similar motion was signed previously by over 250 M.P.s demanding the release of Sheikh Mujibur Rahman— the accredited leader of the 75 million Bengalis. On 5th August 1971 the House of Commons debated the former motion and, below, we are reproducing the relevant extracts of the speech made by the Rt. Hon. John Stonehouse M.P., in this connection.

What is happening today in Bangladesh is not an internal problem for the Pakistan authorities. This, the world community must recognize. The genocide being carried out in Bangladesh is no more an internal matter than Hitler's extermination of the Jews. It is the world's concern. Refugees have had to flee from their homes in such numbers as to constitute and invasion of India by Pakistan. The refugees have been forced out by the Government policies of Yahya Khan. We all know that mass famine is due in Bangladesh this autumn. The real threat of war between Pakistan and India is a threat to world peace. Those who persist in considering all this an internal matter completely misjudge the situation. This situation is caused by the military repression by the Pakistan Army of the December.

Stories that there were atrocities against minorities before 25th March and that this is the reason why the army had to strike are untrue. There may have been examples of unrest, but nobody in political leadership was inciting rioters. The Awami League and Sheikh Mujibur Rahman in particular tried to prevent any communal unrest.

The Pakistan Army is engaged in one of the most brutal repressions of a population the world has ever seen. This is con-

firmed on all sides. The 'Sunday Times' in an extensive investigation, confirms that. what is happening is genocide. The Ist August issue of 'Newsweek' gives details of the most horrific atrocities perpetrated by the Pakistan Army. When a Government through its army, engages in such repression then it is the duty of the world community to intervene and stop it, as it should have ivtervened in what Hitler was doing to the Jews in the 1930s.

The United Nations should activate the geoncide Convention, and, if necessary use United Nations forces, with the agreement of the big powers to bring this disaster to an early end.

A Motion has been signed by over 250 M. Ps. about the position of Sheikh Mujibur Rahman. Why are we so particularly interested in the plight of this man? Because we recognise that if there is to be a political settlement it can only be with the democratically elected leaders of Bangladesh and with Sheikh Mujib in particular. He is key to this situation. Yahya Khan must come to recognise this fact. only then will some sort of agreement be reached, and I have no doubt what that agreement will be, it will be the emergence of the independent State of Bangladesh.

If this world problem is to be brought to an end, and lives are to be saved in the refugee camps and in Bangladesh itself it is essential that Sheikh Mujibur Rahman should be released. It is necessary for the world community, and for our Government in particular, to bring all possible pressure on Yahya khan to find a way out of the terrible situation he has allowed himself to get into, and to allow Sheikh Mujibur Rahman to be released and negotiatios to proceed to put an end to this disaster.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Today Vol. 1 : No. 2	15 September, 1971	'Bangladesh will Ensure Human Rights'

BANGLADESH WILL ENSURE BASIC HUMAN RIGHT EQUAL OPPRTUNITIES FOR ALL

— Justice Chowdhury

"Every citizen of Bangladesh will enjoy fundamental human rights on the basis of equality and fraternity." Announcing this on the occasion of the opening of the Bangladesh Mission in London, Mr. Justice Abu Sayeed Chowdhury, Special Representative of the People's Republic of Bangladesh and the High Commissioner for Bangladesh in U.K., said that in Bangladesh rich and poor would be treated alike and would have equal opportunities of life.

Amidst a representative gathering of about 300 citizens of independent Bangladesh from all over the United Kingdom, Mr. Justice Chowdhury said that the establishment of the Bangladesh Mission in London, which is the centre of our world movement for liberation is a great step and it was in accordance with the fulfillment of the desire of Bangladesh citizens in Great Britain. He hoped that the day was not far off when may Governments of the world would come forward to accept the reality and recognise the sovereignty of the People's of Republic of Bangladesh.

Mr. Chowdhury said that East Pakistan was politically dominated and economically expolited by West Pakisan for 24 long years. All efforts to have the legitimate rights of Bangladesh through costitutional means failed. The army of Yahya Khan, in complete disregard for truth and justice, resorted to loot, rape and arson and they were still perpetrating genocide. In view of this, the reality is that Pakistan today is a dead oncept.

TRIBUTE TO MUKTI BAHINI

Saluting the Mukti Bahini, Mr. Chowdhury said, "They are now engaged in a grim battle to throw out the invading army from our sacred soil, where we would build a prosperous society to live

in peace and amity." He paid glowing tributes to the young men and women of Bangladesh for their glorious achievements in the field and also the leadership who were providing the necessary guidance and direction to the revolutionery urge of 75 million people of Bangladesh.

RELEASE MUJIB

Accusing Yahya Khan of an unparralelled crime in human history, Mr. Chowdhury said that the army junta has been holding Sheikh Mujibur Rahman, the President of the People's Republic of Bangladesh, in an illegal detention and was now putting him on a so called 'secret trial'. He declared that Yahya Khan has no jurisdiction to put him on trial as Sheikh Mujibur is the Head of a Sovereign State. "Sheikh Mujibur Rahman, who is one of the most dedicated and fearless leaders ever known to the world, was not seen by anyone, even his solicitors, during the last five months. If any harm comes to him the 75 million people of Bangladesh will never forgive it, and the peace of the world will be threatened " he warned.

U.K. BENGALIES PRAISED

Mr. Justice Chowdhury, who has been heading the liberation movement in the United Kingdom since the army crackdown in Bangladesh, lauded the role of the citizens of Bangladesh residing in Great britain for their ceaseless efforts and tremendous sacrifice to help the liberation of their country. He appeald to them to continue their struggle unitedly in close co-operation with the Bangladesh Government as well as the Mukti Bahini.

Outlining the functions of the Mission and the Steering Committee, Mr. Chowdhury said that while the Mission would remain an official symboly of their soverign government in the U.K. and would discharge normal diplomatic functions, the Steering Committee would as usual continue to perform its duties of co-ordination among the large number of action committees in Great Britain and would remain responsible for all political work in connection with the liberation of the country form the occupation of the invading army. He assured that his services would be available to the Stering Committee as before and he would continue to serve as a volunteer for the liberattion movement.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Today Vol. 1 : No. 2	15 September, 1971	Lobbying Bangladesh

LOBBYING BANGLADESH

The need for mobilisation of world opinion in favour of Bangladesh cause can hardly be exaggerated. As such the Bangladesh Steering Committee in U.K. has sponsored a few visits to different conferences in Europe and UK to actively lobby Bangladesh cause in various quarters.

Mr. Mohammad Hossain. Mr. Nazrual Islam and Dr. H. A. Pramanik of Students Action Committee attended the 59th Conference of Inter Parliamentary Union at Paris and successfully propagated Bangladesh cause among 700 delegates from 77 countries.

The Annual TUC conference in Black pool was atended by Mr. Zakaria Choudhury, Mr. Sultan Sharif and Miss Suraya Khanam. The results were spectecular.

The same group is now attending the Annual Conference of the British Liberal Party in Scarborough.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Today Vol. 1 : No. 4	15 October, 1971	British Labour Party Condemns Yahya's Brutality.

THREAT TO WORLD PEACE
BRITISH LABOUR PARTY CONDEMNS YAHYA'S BRUTALITY

The Annual Conference of the British Labour Party at Brighton on Thursday expressed its horror and concern at the terrible human tragedy now taking place in Bangladesh. It condemned the 'Government of Pakistan' for its unjustified use of military force against the people and democratically elected leaders of East Bengal and held 'Pakistan Government' fully responsible for the terrible suffering endured by the people of Bangladesh.

Over three thousand delegates attending the conference approved without dissent a National Executive Committee resolution expressing grave concern at the totally inadequate response of world community to the vast refugee problem, called for an emergency humanitarian programme under the U.N to relieve faminie in Bangladesh and demanded the withholding of aid until military repression had ceased and political leaders, particularly Sheikh Mujibur Rahman, had been released.

Copies of the resolution have been sent to British Prime Minister and the Secretary General of the United Nations.

Following is the full text of the resolution approved at the Brtish Labour Party annual conference :

"Conference expresses its horror and concern at the terrible human tragedy now taking place in Bengal. It belives that the Pakistan Government must take full responsibility for the terrible suffering endured by the people of East Bengal and condemns the Government of Pakistan for unjustified use of military force against the people and democratically elected leaders of East Bengal.

RELEASE MUJIB

"Conference believes that a political solution can only be reached after:

1. Military repression in East Bengal has ceased;
2. The political leaders of East Bengal and in particular Sheikh Mujibur Rahman have been released.

"Any political solution should be negotiated with the democratically elcted leader of East Bengal and be acceptable to the people of the region.

STOP AID

"Without a satisfactory political solution long term aid to Pakistan would mean subsidising a descredited military regime. Conference, therefore, urges all countries and in particular the members of the Pakistan Aid Consortium to withhold all but urgent humanitarian aid until a political solution has been agreed wich is satisfactory to the people of East Bengal."

THREAT TO WORLD PEACE

"Conference belives that the present situation on the Indian subcontinent constitutes a threat to world peace with the danger of great power invoivement in a familiar pattern of escalation. The United Nations should, therefore, involve itself directly in working for a political solution which is in accordance with the will of the people of East Bengal. Conference urges the British Government to raise this matter at the current session of the United Nations."

REFUGEE AND FAMINE

'Conference expresses its grave concern at the totally inadeuate response ot the world Community to the vast refugee problem. The Government of India has carried a disproportionate share of this burden. All evidence points to the certainty of famine in East Bengal in the near future. Food must be supplied from outside and distributed directly to rural areas on a neutral basis under the supervision and administration of a greatly augmented United Nations staff with the mandate and facilities necessary for effective action. We urge the Government of Pakistan to cooperate with this emergency humanitarian programme. Conference urges the British Government to pledge full support for such a U.N. effort and meantime to increase substantially its bilateral aid to India to help the Indian Government to cope with the urgent and immediate problems of relief."

It may be mentioned here that the Bangladesh Central Steering Committee has sent a 14 member delegation to the conference to seek total support from over 3000 delegates on Bangladesh issue. Some delegates from Birmingham Action Committee and Bangladesh Women's Association also attended the conference and jointly carried out the herculean task of mobilising the opinion of the Labour party delegates in favour of Bangladesh.

Mr. Azizul Haq Bhuia, Convenor of the Steering Committee, lead the Campaign.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Today Vol. 1 : No. 4	15 October, 1971	Death 'On a Magaton Scale'

DEATH 'ON A MEGATON SCALE'

Mrs. Judith Hart, MP and former Minister for Overseas Aid in the last Labour Government, in a debate on the situation in Bangladesh at the annual Labour party conference at Brighton on October 7, urged the British Government to exert over pressure on pakistan. She had no doubt that the Government had put pressure on already, but added, "I believe the moment has now come when over expression and outright expression of world opinion is an urgent necessity."

Mrs. Hart, speaking for the National Executive Committee said that they were handicapped because words could not encompass the immensity of the suffering. "This is death and suffering on a megaton scale, the kind of thing we used to discuss when we talked about nuclear war. "They must understand, however, that this was a manmade problem, and it was therefor conceivable to produce man-made soluations. The direct responsibility for the tragedy rested with the pakistan Government. She warned of the imminent prospect of famine in East Bengal with crops not planted and a transport syestem and a rural economy which had totally broken down. There was desperate; urgency, and the british Government should take the initiative.

Quoting Burke— "All that is needed for the triumph of evil is that good men do nothing"— she insisted that there must be "action now while there might still be time."

Mr. Bruce Douglas Mann, MP for North kensington, said the disaster could lead to the greatest tragedy the world had ever known. He accused the "Pakistan authorities of the most brutal killing the world has ever seen." He urged the conference to go further and call for recognition of Bangladesh. This must be accepted that the country known as Pakistan was dead. The guerrillas in bengal must win their fight if millions of lives were not to be lost.

Rt. Hon. John Stonehouse, MP for Wednesbury, said that in the next three or four months more than 10 million people might die from famine. He described the behaviour of the Pakistan army and authorities as "the Marquis de Sade write large." After nearly 200 days of unmitigated horror still went on. It was a disaster that the UN and the world community had not raised its voice in a strong condemnation of this evil.

Mr. Tom Torney, MP for Bradford South, spoke of divisions between members of the Pakistan commuity in his city. They must first stop the tragic events in Bengal and then get the parties roun the table to discuss whether there should be a government of a free Bangladesh. The firs thing was to stop the killing.

SUPPORT BANGLADESH

Earlier on an invitation by the British Overseas Socialist Fellowship of the Labour Party to speak at a meeting of Labour Conference delegates at the Brighton Labour Club on Bangladesh, Mr. Justice Abu Sayeed Choudhury, Special Representative of the Bangladesh Government for Overseas flew in from New York where he was leading the Bangladesh Delegation at the U.N. General Assembly Session.

Before a packed house, Mr. Justice Choudhury appealed to the freedom loving peoples of the world to stand by the people of Bangladesh who are fighting a grim battle for their freedom. He also made a fervent appeal to recognise Bangladesh, secure release of Sheikh Mujibur Rahman and put pressure on Yahya Khan to withdraw West Pakistani Army from the soil of Bangladesh.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Today Vol. 1 : No. 5	1 November, 1971	Vigorous Offensive By Mukti Bahini

DACCA BESIEGED
VIGOROUS OFFENSIVE BY MUKTI BAHINI

The city of Dacca is almost cut off from the rest of the country. It it now a besieged city with intensification of guerrilla raids around it. Within a radius of 30 miles from the city centre, all road and railway lines leading to the rest of the country virtually remain cut off in a co-ordinated and massive guerrilla thrust by the Mukti Bahini in the recent weeks.

The Demra industrial complex near Sitalakha rive in the east and Jhinardi, Nahanbazar, Mathkola, Charmandalia and Kotiadi in the north, Nawabganj Duar in the south and Kaliapur area and Madhupur garh area and the Dacca Tangail road in the West have beeen under the intensive attack of the Mukti Bahini. In their efforts to cut off the city to lay a seige the Mukti Bahini destroyd all the culverts, railway bridges and laid mines on the main road and railway track.

They laid seven ambushes on the main roads with small arms and grenades, killed about 100 Razakars and 60 Pakistan soldiers and forced the military authority to rush supplies to the outlying pockets by helicopters. In Dacca city Motijheel, Dhanmandi, Belly Road and Jatrabari areas have been subjected to serious Mukti Bahini attacks. The power supply station at Postogola in Dacca town has been blown up despitr the stringent security measures by the martial law administration. Eight metre high walls around important Government building in the city inclooding power stations, the State Bank, the National Bank, and the Radio Station, have been built-up by the army.

MR. MARTIN WOOLLACOTT, in a despatch from Dacca to the GUARDIAN on October 17, 1971, writes :

"New guerrilla groups infiltrated into the Dacca area in the past three weeks have begun a vigorous offensive, disrupting the calm which followed the bombing of the Intercontinental Hotel early in September.

The new groups tried to shell Dacca airport. At Dacca satellite port they exploded bulk gas pipes and burnt a huge quantity of jute awaiting shipment. As part of their campaign to close educational institutions, they bombed the university medical school after warning students to leave. One girl had missed the waring and was seriously hurt.

The guerrillas are also thought responsible for the killing, four days ago, of Mr. Abdul Monem Khan, who was Governor of East Pakistan under President Ayub Khan. Some non-Bangladesh university groups had hoped he would return to politics. But some belive the killing may have been an act of private revenge.

In a development ominious for the United Nations, a grenade was hurled two nights ago at their head quarters in a Dacca suburb. But did not explode.

The most worrying incident for the military authorities was the attempted attack on the airport. The three inch bombs, in fact, fell on the cholera laboratory. There was much perplexity about this until it was realised that the laboratory is in a direct line with the airfield, and that the shells, Which must have been fired without a forward observer to correct the aim, had fallen only 600 yards short of the field.

As a result of these and other incidents the army and police in Dacca are tense and on full alert. Residents say more troops are in the city than a few weeks ago, there are more check-points on road, and guards on important buildings.

Outside immediate Dacca area, other groups in the past few days have attacked road and rail links to Mymenshingh. Four days ago guerrillas blew up a railway bridge between Tungi and Narsingdi north of Dacca. The engine and some carriages tumbled into a rive. According to one report, Pakistan newspapers confirm the attacks on the bridge, but say casualties on the train were very few.

Sources here say the new groups are made up largely of students. They are assigned to areas where they used to live and where their families ofter still live. Some, indeed, have never left the city since March except for two weeks of training.

Money to support then is collected from sympathisers by political groups who take no part in military action. The political groups arose spontaneously well organised. But they manage to put out a clandestine newspaper and distribute Bangladesh leaflets printed in Calcutta.

Reports about continuing army brutality reinforces public sympathy for the Mukti Bahini effort, in spite of accidents like the injured medical student and civilian casualties from shelling in border towns.

Indeed, it is an index of some popular attiudes towards the army that rumours attributing the shelling to Pakistani guns are circulating. If anything is nonsense this is yet such reports are widely believed.

Elsewhere in the province, the Pakistan Army seems to have made little progress in eliminating areas of Mukti Bahini strength.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Today Vol. 1 : No. 5	1 November, 1971	Recognise Reality Justice Chowdhury Urges U. N. Members

RECOGNISE REALITY
JUSTICE CHOWDHURY URGES U.N. MEMBERS

Mr. Justice Abu Syaeed Chowdhury, Special Reprsentative of the People's Republic of Bangladesh for Overseas and leaer of the 14 member Bangladesh delegation to the United Nations called upon UN members to "get over technicalities and come forward in the interests of truth, justice and humanity to recognise an humanity to recognise the reality which Bangladesh is."

Mr. Chowdhury told PTI in an interview in New York "We are fighting with our backs to the wall, We have no doubt that victory will be ours."

He recalled the events in Bangladesh leading to the declaration of independence by Sheikh Mujibur Rahman and said "the only thing left now for us is to throw out the last soldier of the invading West Pakistan army of Yahya Khan into the Bay of Bengal," He paid tribute to Mukti Bahini and the countless young people of Bangladesh who were engaged in this task.

The leader of the Bangladesh delegation reacted contemptuously when asked about the credentials of the few Persons from Bangladesh in the West Pakistan Government delegation to U. N. and said." they have been sent here to speak the voice of their dreadful master (Yahya) and they are regarded as quislings in the UN lobbies."

Mr. Chowdhury also added that according to information received from Bangladesh "the families of these quisling members were being kept in Dacca as hostages. If they do not speak the way Yahya Khan wants them to, revenge will be taken on their families. Therefore, I say that these gentlemen to not represent even themselves because they are here at gun point."

Asked about the steps being taken by Yahya Khan to hold by-elections and instal a so-called civilian government in Bangladesh. Mr. Chowdhury retorted, history will repeat itself, Quislings cannot delay independence. They met with a quick fate in the last great war and so they will in Bangladesh.

লন্ডন

২। বাংলাদেশ সংবাদপত্র

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা★ ১২শ সংখ্যা।	৩ আগস্ট, ১৯৭১	সভা-সমিতি-সম্মেলন

সাম্প্রতিককালের বৃহত্তম জনসভা

'এ্যাকশন বাংলাদেশের' উদ্যোগে গত ১লা আগস্ট ট্রাফালগার স্কোয়ারে বাংলাদেশের সমর্থনে সাম্প্রতিককালের বৃহত্তম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৪০ হাজার প্রবাসী বাঙালী ও কয়েক হাজার বৃটিশ নাগরিক উক্ত সভায় যোগদান করেন।

বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা এবং মুর্হুমুহ করতালি ও জয়ধ্বনির মধ্যে প্রায় চারঘণ্টা কাল সভার কাজ চলে। সভাশেষে বিচারপতি চৌধুরীর নেতৃত্বে চরম শৃংখলার সাথে এই বিপুল জনতা মিছিল সহকারে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মি. হীথের বাসভবন, পার্লামেন্ট হাউস ও বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করেন। বিভিন্ন শ্লোগানের মাধ্যমে বাংলাদেশের গণহত্যা বন্ধ, বাংলাদেশ সরকারের আশু স্বীকৃতি, শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি এবং বর্বর এহিয়া সরকারকে সকলপ্রকার আর্থিক ও সমরিক সাহায্য বন্ধ করার দাবি জানানো হয়। উক্ত মর্মে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর নিকট একটি স্মারকলিপিও পেশ করা হয়।

সভায় বিচারপতি চৌধুরী প্রবাসী স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিকদের সুবিধার জন্য লন্ডনে বাংলাদেশ মিশন স্থাপনের কথা ঘোষণা করেন। বৃটিশ পার্লামেন্ট সদস্য মি. প্রেন্টিস, মি. স্টোনহাউস ও মি. এডওয়ার্ডস, রেভা. রাইট, রেভা. ক্রস্থউইথ, লেডী গিফোর্ড এবং পল কনেট বক্তৃতা করেন।

★ ★ ★

★ বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা : বাংলাদেশ স্টিয়ারিং কমিটির জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক ১১নং গোরিং স্ট্রীট, লন্ডন থেকে প্রকাশিত একটি অর্ধ সাপ্তাহিক।

বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন

যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন ভারতে অবস্থানরত বাঙালী শরণার্থীদের জন্য এ পর্যন্ত বেশ কিছু কাপড় ও মুক্তিবাহিনীর জন্য কিছু ঔষধপত্র পাঠিয়েছেন। তাঁরা মুক্তিবাহিনীর সাহায্যের জন্য সার্জিকাল টীম ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ কয়েকটি ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল অবিলম্বে বাংলাদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন। এই পরিকল্পনার উৎসাহী ব্যক্তিদের নিম্নঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে :

Bangladesh Medical Association
9 A Wotton Road
Cricklewood, London N.W. 2



বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক কর্মী সম্মেলন

আগামী ২১ শে আগস্ট শনিবার লন্ডনে বাংলাদেশ গণসংস্কৃতি সংসদ

(ঠিকানা : Bangladesh Peoples Cultural Society, 59 Seymour House, Tavistock Place, London W.C. 1 Tel: 01-837-4542) এর উদ্যোগে বৃটেন প্রবাসী বাঙালী সাংস্কৃতিক কর্মীদের এক মহতী সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছে। গ্রেট বৃটেনের বাঙালী শিল্পী, সাহিত্যিক শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী, শ্রমিক ও ছাত্রকর্মী এবং সকল আঞ্চলিক সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধিবৃন্দ এতে অংশগ্রহণ করবেন।

সম্মেলন উদ্বোধন করবেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। এতে যোগদানের জন্য বাংলাদেশের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ও বাংলাদেশের ভ্রাম্যমাণ রাষ্ট্রদূত ডক্টর এ. আর. মল্লিক এবং খ্যাতনামা সাহিত্যক, চলচ্চিত্র পরিচালক ও বাংলাদেশ মুক্তিসংঘের সম্পাদক জহির রায়হানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

সম্মেলন শেষে দেশাত্মবোধক সাংগ্রামী গান পরিবেশন করা হবে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা ১৭শ ও ১৯শ সংখ্যা।	২০ ও ২৭ আগস্ট, ১৯৭১	পরিচিতি সভা, বাংলাদেশ মিশনের উদ্বোধন

২০ আগস্ট

ব্রাডফোর্ডে পরিচিতি সভা

গত রবিবার ব্রাডফোর্ডের তকদীর রেস্টুরেন্টে পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের সংগে সম্পর্কচ্ছেদকারী বাঙালী কর্মচারীদের এক পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের এ্যাকশন কমিটির ইয়র্কশায়ার বিভাগ এই সভার আয়োজন করেন। এতে ইয়র্কশায়ারের বিভিন্ন এ্যাকশন কমিটির প্রতিনিধিবৃন্দ এবং স্টীয়ারিং কমিটির কনভেনার জনাব আজিজুল হক ভূঞা ও সদস্য জনাব শেখ আব্দুল মান্নান উপস্থিত ছিলেন।

যাঁদেরকে এই সভায় পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় তাঁরা হলেন জনাব ফজলুল হক চৌধুরী, জনাব লুৎফুল মতিন, জনাব মহিউদ্দীন চৌধুরী ও জনাব নুরুল হুদা।

★ ★ ★

২৭ আগস্ট

লন্ডনে বাংলাদেশ মিশনের উদ্বোধন

আজ বেলা ৩টায় এক অনাড়ম্বর পরিবেশে বাংলাদেশের বিশেষ প্রতিনিধি ও গ্রেট বৃটেনে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার জনাব বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী নটিংহিলগেটের নিকট ২৪নং পেম্বরিজ গার্ডেনে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের মিশন উদ্বোধনের কথা ঘোষণা করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী ও অন্যান্য প্রতিনিধিবর্গসহ প্রায় দুইশত অতিথি উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে সকাল সাড়ে এগারটায় বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, রেডিও টিলিভিশনের সাংবাদিকদের জন্য আরেকটি বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। প্রায় শতাধিক ব্যক্তি এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

মিশনের ঠিকানা : 24 PEMBRIDGE GARDENS, LONDON W-2

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা ২২শ (?) সংখ্যা	৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন

বাংলাদেশের প্রতি বৃটিশ শ্রমিক দলের পূর্ণ সমর্থন

ব্রাইটনে বার্ষিক সভায় এহিয়া সরকারের তীব্র নিন্দা

বর্তমানে ব্রাইটনে অনুষ্ঠানরত বৃটিশ শ্রমিকদলের বার্ষিক সভায় উপস্থিত প্রায় তিন হাজার ডেলিগেট গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত বাংলাদেশের প্রতিনিধি ও জনগণের উপর বর্বরোচিত সামরিক অত্যাচার ও বেপরোয়া গণহত্যার জন্য পাকিস্তানী সামরিক জান্তার তীব্র নিন্দা করে পাকিস্তান সরকারকে এই মর্মান্তিক নির্যাতনের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী করেন।

প্রায় এক ঘণ্টা আলোচনা ও বক্তৃতার পর উক্ত সভা সর্বসম্মতিক্রমে অবিলম্বে শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি, সকল প্রকার সামরিক নির্যাতনের অবসান, জনগণের কছে গ্রহণযোগ্য শর্তাবলি নিয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদলের সংগে আলাপ আলোচনা চালাবার জন্য এহিয়া সরকারের নিকট দাবী জানিয়ে কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

উক্ত সভা বর্তমান পরিস্থিতির অবসান না হওয়া পর্যন্ত 'ঘৃণিত' সামরিক জান্তাকে কোন প্রকার সাহায্য না দেওয়ার জন্য বিশ্বের সকল দেশ বিশেষ করে "পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সাহায্য তহবিলের" সদস্য দেশসমূহের কাছে আবেদন জানান।

বাংলাদেশের বর্তমান দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাবলী যে কোন সময় বিশ্ব শান্তি ব্যাহত করতে পারে মনে করে শ্রমক দলীয় সভা জাতিসংঘকে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করার জন্য অনুরোধ জানান যাতে জাতিসংঘ এমন কোন পন্থা অবলম্বন করেন যা বাংলাদেশের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। জাতিসংঘের বর্তমান অধিবেশনে বৃটিশ সরকারকে সক্রিয় হওয়ার জন্যও জোর দাবী জানানো হয়।

দারুণ দুর্ভিক্ষের আশংকা প্রকাশ করে উক্ত সভা অনতিবিলম্বে ভরতে আগত শরণার্থীদের মধ্যে ও বাংলাদশের অভ্যন্তরে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধানে সরাসরি সাহায্য কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আবেদন জানান।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে বৃটিশ শ্রমিক দলীয় সভায় বাংলাদেশের পক্ষে প্রচার কার্য জোরদার করা ও ডেলিগেটদের পূর্ণ সমর্থন আদায়ের জন্য বাংলাদেশ স্টিয়ারিং কমিটি ১৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল ব্রাইটনে প্রেরণ করেন। বার্মিংহাম এ্যাকশন কমিটি এবং

বাংলাদেশ মহিলা সমিতি থেকেও কয়েকজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন এবং সম্মিলিত ভাবে এই গুরুদায়িত্ব পালন করেন। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেন স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক জনাব আজিজুল হক ভূঞা। তাঁদের কয়েকদিনব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সম্মিলিত ডেলিগেটগণ বাংলাদেশে এহিয়ার নির্যাতনে অত্যন্ত বিমোহিত হন এবং সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত প্রস্তাবসমূহ পাশ করেন।

ইতিপূর্বে শ্রমিকদলের একটি বিশেষ শাখা প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণ ক্রমে বাংলাদেশের বিশেষ প্রতিনিধি জনাব বিচারপতি চৌধুরী ব্রাইটন লেবার ক্লাবে সম্মিলিত ডেলিগেটদের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে এহিয়ার বর্বরতার উপর ভাষণ দেন। তিনি বিশ্বের সকল শান্তিকামী দেশসমূহকে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি এবং শেখ মুজিবুর রহমানের আশু মুক্তির জন্য পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক জান্তার উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য আবেদন জানান।

বাংলাদেশের পক্ষে জোর দাবী জানিয়ে যাঁরা বক্তৃতা করেন তাঁদের মধ্যে মি. পিটার শোর, রাইট অনারেবল জন স্টোন হাউস, মি. ব্রুস ডগলাস ম্যান, মি. ফ্রেড ইভান্স, লর্ড ব্রকওয়ে, অক্সফামের মি. বার্নাড হাম্ফরী, মি. পিটার কে, এইচ এবং মি. জাকারিয়া চৌধুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।



বাংলাদেশের প্রতি রাশেদ সোহরাওয়ার্দীর পূর্ণ সমর্থন

আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা বাংলার জনপ্রিয় নেতা ও পাকিস্তানের এককালীন প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দীর একমাত্র পুত্র জনাব রাশেদ সোহরাওয়ার্দী গতকাল এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের পূর্ণ সফলতা কামনা করেন।

বাংলাদেশে গণহত্যার কথা শুনে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছেন। যেহেতু তিনি রাজনীতির সংগে জড়িত ছিলেন না সেজন্য এ পর্যন্ত কোন বিবৃতি দেননি। সম্প্রতি তাঁর ভগ্নি বেগম আখতার সোলায়মানের দেওয়া কয়েকটি বিবৃতিতে তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতার রাজনৈতিক বলিষ্ঠ ভূমিকা ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন হতে পারে মনে করে তিনি বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানীরা গত ২৪ বছর ধরে বাংলাদেশের জনসাধারণকে শোষণ করে আসছে এবং বর্তমানে বেপরোয়া গণহত্যা ও নির্যাতন চালাচ্ছে। এই শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর পিতা আমরণ সংগ্রাম করেছেন।

তিনি বিশ্বাস করেন যে, মুক্তিবাহিনী শীঘ্রই হানাদার শত্রুসৈন্যকে বাংলাদেশের পবিত্র মাটি থেকে বিতাড়িত করে বাংলাদেশে পূর্ণ স্বাধীনতা কায়েম করবে।

জনাব সোহরাওয়ার্দী সকল বাঙালীকে দলমত ও রাজনৈতিক বিভেদ ভুলে গিয়ে একতার সংগে স্বাধীন বাংলাদেশে বসবাস করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

জনাব সোহরাওয়ার্দী বাংলাদেশ সরকারকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন যে তাঁরা সকলেই তাঁর পিতার সহকর্মী ও স্নেহভাজন ছিলেন।

জনাব সোহরাওয়ার্দী গতকাল বাংলাদেশ স্টিয়ারিং কমিটির অফিস পরিদর্শন করেন এবং বাংলাদেশের বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি চৌধুরী, স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক জনাব আজিজুল হক ভূঁএা, সদস্য জনাব শেখ আবদুল মান্নান ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দের সংগে প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করেন।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা ২৫তম সংখ্যা	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	বিভিন্ন বিশ্বসম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব

বিভিন্ন বিশ্ব সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব

সাম্প্রতিককালে ইউরোপ ও গ্রেট বৃটেনে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশের পক্ষে প্রচারকার্য ও জনমত সৃষ্টি করার জন্য লন্ডনস্থ বাংলাদেশ স্টিয়ারিং কমিটি বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কয়েকটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন।

★ প্যারিসে ৫৯তম আন্তঃপার্লামেন্টারী ইউনিয়ন সম্মেলনে বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের জনাব মোহাম্মদ হোসেন, জনাব নজরুল ইসলাম ও ড. প্রামানিক বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বের ৭৭টি দেশের ৭০০ শত প্রতিনিধিদের মধ্যে সপ্তাহব্যাপী প্রচারকার্য্য চালিয়ে সম্প্রতি লন্ডনে ফিরে এসেছেন। তাঁদের সার্থক প্রচারের ফলে সম্মেলনে বাংলাদেশ ও বাস্তুহারাদের সমর্থনে একটি প্রস্তাব পাশ করা হয়।

★ ব্লাকপুলে অনুষ্ঠিত বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে বাংলাদেশের পক্ষে প্রচারকার্য চালান জনাব জাকারিয়া চৌধুরী, জনাব সুলতান শরিফ ও মিস্ সুরাইয়া খানম।

অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন বিশিষ্ট শ্রমিক প্রতিনিধি বাংলাদেশে গণহত্যা ও শ্রমিক নিধনের করুন ইতিহাস বর্ণনা করেন এবং পৃথিবীর সকল ডক শ্রমিকদের অস্ত্রশস্ত্র বহনকারী পশ্চিম পাকিস্তানী জাহাজসমূহে কোন কাজ না করার জন্য অনুরোধ জানান।

★ স্কারবরোতে অনুষ্ঠানরত বৃটিশ লিবারেল পার্টির বার্ষিক সম্মেলনেও আমাদের প্রচারকাজ সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলছে। জনাব জাকারিয়া চৌধুরী, জনাব সুলতান শরিফ ও মিস সুরাইয়া খানম বর্তমানে এই গুরুদায়িত্ব পালনে ব্যস্ত রয়েছেন।

★ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক জনাব মোহাম্মদ হোসেন সম্প্রতি বুখারেস্টে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কিত ২১তম সম্মেলনে বাংলাদেশের পক্ষে প্রচারকার্য চালান। ফলে উক্ত সম্মেলন বিশ্বের সমস্ত দেশকে এহিয়ার সামরিক জান্তার জন্য কোন অস্ত্রশস্ত্র না দেওয়ার সুপারিশ জানান।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা ২৬তম সংখ্যা	২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	বিচারপতি চৌধুরীর তৎপরতা

ডেনমার্ক, সুইডেন, ফিনল্যান্ড সফরশেষে বিচারপতি চৌধুরীর লন্ডন প্রত্যাবর্তন

বাংলাদেশের আশু স্বীকৃতি ও শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্য জনমত সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে দুই সপ্তাহব্যাপী স্কানডিনেভিয়ান দেশসমূহে সফর শেষ করে বিচারপতি চৌধুরী সম্প্রতি লন্ডন প্রত্যাবর্তন করেছেন।

এক সাক্ষাতকারে বিচারপতি চৌধুরী জানান যে, তাঁর এই সফর অত্যন্ত ফলপ্রসু হয়েছে। সর্বত্রই তিনি বাংলাদেশের ব্যাপারে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল মনোভাবের পরিচয় পান এবং স্থানীয় জনগণের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটিগুলি খুবই সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

সুইডেন সফরকালে জনাব চৌধুরী পার্লামেন্ট সদস্য, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক মণ্ডলী, লিবারেল পার্টির হুইপ, ক্ষমতাসীন সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল, সুইডেন সরকারের বৈদেশিক দফতরের আইন বিভাগের প্রধান এবং বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার মি. গুনার মিরডালের সংগে সাক্ষাত করেন এবং বাংলাদেশ সমস্যা নিয়ে আলোকপাত করেন। তিনি রেডিও, টেলিভিশনের বিখ্যাত সাংবাদিক ফ্রেডেরিকসনের সংগেও ভিন্ন ভিন্নভাবে সাক্ষাতকারে মিলিত হন। সুইডেনের প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সেক্রেটারীর সংগেও বাংলাদেশ নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা হয়।

ফিনল্যান্ডে জনাব চৌধুরী সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশনের সদস্য, বৈদেশিক দফতরের সেক্রেটারী, পার্লামেন্টের সদস্যবৃন্দ ও আন্তর্জাতিক শান্তি কাউন্সিলের সেক্রেটারীর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। এ ছাড়াও তিনি স্থানীয় টেলিভিশনে সাক্ষাতদান ও সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির অফিস পরিদর্শন করেন।

ডেনমার্ক সফরকালেও জনাব চৌধুরী অনুরূপভাবে পার্লামেন্টের সদস্য, বৈদেশিক বিভাগের কর্মকর্তা এবং স্থানীয় জনসাধারণ দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির সংগে দেখা করেন ও বাংলাদেশ নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন। সেখানকার সকল মহল থেকে তাঁকে সর্বপ্রকার সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি ও শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্য জনাব চৌধুরী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে নরওয়ে, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড ও সুইডেন সরকারের কাছে আনুষ্ঠানিক চিঠিও হস্তান্তর করেন।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা, ২৬তম সংখ্যা	২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	জনসভা ও নৃত্যনাট্য

ইপসুইজে জনসভা

গত শনিবার ইপসুইজে ইংরেজ নাগরিক ও প্রবাসী বাঙালীদের মিলিত উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রায় তিনশত বাঙালী ও দুই শতেরও অধিক ইংরেজ নাগরিক উপস্থিত ছিলেন।

স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতি ও শেখ মুজিবের মুক্তির দাবীতে বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা করেন। স্টিয়ারিং কমিটির পক্ষ থেকে জনাব ড. কবির ও আবদুল হক প্রায় দেড় ঘণ্টা ব্যাপী বক্তৃতা করেন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ ব্যাখ্যা করেন। সভাশেষে সমবেত জনতা মছিল সহকারে বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করেন।

মিচানে জনসভা

বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে গত বৃহস্পতিবারে মিচানে এক জনসভা হয়। উদ্যোক্তাদের আমন্ত্রণক্রমে বাংলাদেশ স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য জনাব শেখ আবদুল মান্নান উক্ত সভায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকার উপর আলোকপাত করেন।

★ ★ ★

গণ-সংস্কৃতিক সংসদের নৃত্যনাট্য

বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে গত শনিবার ও রবিবার স্থানীয় কনওয়ে হলে মুক্তি সংগ্রামের উপর ভিত্তি করে রচিত "অস্ত্র হাতে তুলে নাও" নৃত্যনাট্যটি পরিবেশিত হয়। উভয় দিন হল ভর্তি জনসমাগম হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিচারপতি চৌধুরী প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন এবং বৃটিশ এম, পি, মি. পিটার শোর ও সিংহলের বিরোধী দলের সদস্য মি. নভরতন বক্তৃতা করেন।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা ৩৬তম ও ৩৭তম সংখ্যা	২৬ ও ২৯ অক্টোবর, ১৯৭১	ডেলিগেশন গণমিছিল

২৬ অক্টোবর

কনজারভেটিভ কনফারেন্সে ডেলিগেশন

স্টিয়ারিং কমিটির এক প্রতিনিধিদল সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কনজারভেটিভ পার্টির কনফারেন্সে বাংলাদেশের পক্ষে প্রচারকার্য চালান। এহিয়ার বর্তমান জংগী মনোভাবাপন্নতার জন্য কয়েকজন ইয়ং কনজারভেটিভ বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করবেন বলে মতামত দিয়েছেন। তাঁরা সম্মিলিতভাবে আলেক ডগলাস হোমকে অনুরোধ করবেন বলে জানান। স্টিয়ারিং কমিটির তরফ থেকে মিস সুরাইয়া খানম, জাকারিয়া চৌধুরী, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মানিক, আবদুল হাই, বার্মিংহামের জহুর আলী, ইসমাইল আজাদ, মি. পাশা প্রভৃতি যোগ দেন।

★ ★ ★

২৯ অক্টোবর

বাংলাদেশের স্বীকৃতির দাবীতে বিরাট গণ-মিছিল

বাংলাদেশ স্টিয়ারিং কমিটির উদ্যোগে বাংলাদেশের স্বীকৃতির দাবীতে আগামী শনিবার ৩০ শে অক্টোবর ১৯৭১ বেলা দেড় ঘটিকায় এক বিরাট জনসভা ও গণমিছিলের আয়োজন করেছেন। সভায় বিচারপতি চৌধুরী ছাড়াও বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্যদের কয়েকজন ও বাংলাদেশ থেকে আগত আওয়ামী লীগের ৪ জন এম-এন-এ ও এম-পি-এ এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক কমিটির প্রতিনিধিগণ বক্তৃতা করবেন।

সভাশেষে মিছিল হাইডপার্ক স্পীকার্স কর্ণার হতে আরম্ভ করে ব্রুক স্ট্রীট ক্লারিজেস হোটেল হয়ে হ্যানোভার স্কোয়ারে শেষ হবে।

লন্ডনে মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর আগমন উপলক্ষে এই জনসভা ও মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। বাংলাদেশের স্বীকৃতির দাবীতে এক স্মারকলিপি মিসেস গান্ধীকে দেওয়া হবে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা ৩৯তম ও ৫০তম সংখ্যা	৫ নভেম্বর ও ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১	বাংলাদেশ সরকার তৈরী। স্বীকৃতির দাবীতে জনসভা।

বাংলাদেশ সরকার পুরো প্রশাসনভার নেবার জন্য তৈরী

মুক্ত বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থার বস্তারিত কাঠামো বাংলাদেশ সরকার এখন দ্রুত চূড়ান্ত করে ফেলছেন। প্রকাশ শীঘ্রই পাকিস্তানী শত্রুসেনাবাহিনীকে বিতাড়িত করে গোটা বাংলাদেশকে স্বাধীন করা সম্ভব হবে বলে জানা গেছে।

বাংলাদেশ সরকার আগে থেকেই পূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্ব নেওয়ার জন্য তৈরী হয়ে থাকছেন। শত্রুসৈন্য সম্পূর্ণ বিতাড়িত হওয়ার পর যাতে বাংলাদেশের ভেতরে কোন অরাজক অবস্থা সৃষ্টি না হয় সেইজন্যই গোটা ছকটা তৈরী করে রাখা হচ্ছে এবং আগাম কতগুলি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

পাকিস্তানী শত্রুসৈন্যদের সাহায্যকারী লোকদের শাস্তিদানের ব্যাপারেও ইতিমধ্যে কয়েকটা নিয়ম-কানুন করে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, শত্রুসৈন্যদের সংগে বা পাকিস্তান সরকারের সংগে সহযোগিতা করার অভিযোগে কাউকে মুক্তিফৌজ বা কেউ কোন শাস্তি না দিয়ে তাদের ধরে আঞ্চলিক কমিটির কাছে নিয়ে যেতে হবে। প্রত্যেক এলাকায় এদের শাস্তি দেয়ার জন্য বা অনুরূপ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বাংলাদেশ সরকারের একটি বিশেষ কমিটি থাকবে।

বাংলাদেশের জন্য একটি পূর্ণাংগ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তৈরী করার জন্যও ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সরকার একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিকল্পনা বিশারদের সংগে কথা বলেছেন। উক্ত বিশারদ বাংলাদেশের কয়েকজন অভিজ্ঞ প্রতিনিধির সংগে আলোচনা করে একটি পূর্ণাংগ পরিকল্পনা তৈরী করছেন।

স্বীকৃতির দাবীতে হাইডপার্কে বিরাট জনসভা

গত রবিবার হাইড পার্ক স্পীকার্স কর্ণারে বাংলাদেশের স্বীকৃতির দাবীতে এক বিরাট জনসভা হয়। গ্রেট বৃটেনের বিভিন্ন অঞ্চল হতে বহু কষ্ট স্বীকার করে পনের সহস্রাধিক বাঙালী হাইডপার্কে সমবেত হয়ে বজ্রকণ্ঠে দাবী জানান, 'বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দাও', 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই।'

স্টিয়ারিং কমিটির জনসভায় বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ চৌধুরীর উপস্থিত থাকার কথা ছিল কিন্তু তিনি জাতিসংঘের বিশেষ অধিবেশনে বাংলাদেশের সপক্ষে ও বিভিন্ন দেশের নিকট স্বীকৃতি আদায়ের প্রচেষ্টার জন্য উপস্থিত হতে পারেননি।

কেন্দ্রীয় স্টিয়ারিং কমিটি তাই দেশের বৃহত্তর স্বার্থে একই স্থানে অনুষ্ঠিত একই উদ্দেশ্যে আহুত আওয়ামী লীগের জনসভাকে সমর্থন জানিয়ে উক্ত জনসভায় সকলকে শান্তিপূর্ণভাবে যোগ দিতে অনুরোধ করেন।

একই স্থানে দুইটি পৃথক জনসভা বিদেশীদের নিকট ভ্রান্ত ধারনার সৃষ্টি হতে পারে বা বাংলাদেশের এই দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে কোনরূপ বিভেদ সৃষ্টি না করে স্টীয়ারিং কমিটির আহুত জনসভা বাতিল করে সকলে এক বাক্যে বাংলাদেশের স্বীকৃতির দাবী জানান।

সভাশেষে পনের সহস্রাধিক জনতার মিছিল বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর নিকট ১০নং ডাউনিং স্ট্রিটে যেয়ে অনতিবিলম্বে বাংলাদেশের স্বীকৃতির আবেদন জানান।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জনমত★	২১ নভেম্বর, ১৯৭১	সম্পাদকীয়
৩য় বর্ষ : ৪০তম সংখ্যা		কোন আপোষ নয়

সম্পাদকীয়

কোন আপোষ নয়

বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল মুক্তিবাহিনীর দখলে চলে এসেছে। আরও আসছে এবং আসবে। সেদিনের বিক্ষিপ্ত মুক্তিসেনারা আজ এক সুসংগঠিত আদর্শবান মুক্তিবাহিনীতে পরিণত হয়েছে। তাঁদের লক্ষ্য এক। মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করা। দখলকারী বাহিনীকে পরাভূত করে মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা হলো তাঁদের আদর্শ। সেই আদর্শে ব্রতী হয়ে লক্ষ লক্ষ কিশোর-যুবক অস্ত্র হাতে নিয়েছেন, শত্রুর সংগে লড়াই করছেন। দেশের ভিতর থেকে সাধারণ মানুষ তাদের সমর্থন করছেন। দেশের ভিতরের মানুষের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা মুক্তিসেনাদের কাজে সুবিধে করে দিয়েছে অনেক। সেই সুবিধে আছে বলেই মুক্তিসেনারা খুব সহজেই শত্রুদের কাবু করতে পারছেন। সরা বাংলায় শত্রুরা আজ নাস্তানাবুদ, ঘায়েল হয়ে গেছে আক্রমণকারী বাহিনী। সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন বাংলার লক্ষ লক্ষ মুক্তিসেনারা তাঁদের সামরিক লক্ষ্যস্থল ঢাকার দিকে দুর্বার গতিতে অগ্রসর হবে— সে জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি চলেছে সেই 'চলো চলো— ঢাকা চলো' অভিযান পরিচালনার জন্য। আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা তার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

ঠিক এই যখন পরিস্থিতি তখন বিশ্বের নানা স্থান থেকে কূটনৈতিক চাপ পড়েছে সংশ্লিষ্টদের ওপর— আপোষের জন্য। বিশ্বের বিভিন্ন সরকার ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন পথে চাপ দিচ্ছেন। পত্রান্তরে প্রকাশ, শুধু পাকিস্তানের ইয়াহিয়াকেই নয়, আপোষের জন্য বিভিন্ন মহল থেকে বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ সরকারের উপর পরোক্ষ চাপ দেওয়ার জন্য ভারত সরকারকেও চাপ দিচ্ছেন।

কিন্তু কিসের আপোষ? কার সংগে আপোষ? কেন সে আপোষ?

আমরা, সাড়ে সাত কোটি মানুষ— বাংলাদেশের অধিবাসী। আমরা অধিকার আদায়ের সংগ্রামে লিপ্ত ছিলাম। ২৩ বছরেও তা পাইনি। আর পেতে চাই না। আমরা এখন চাচ্ছি পুনর্দখল। স্বাধীন গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ হচ্ছে আমাদের মাতৃভূমি। আক্রমণকারী পাকিস্তান সৈন্যবাহিনী হটকারিতা ও অস্ত্রের বলে আমাদের বেদখল দিয়েছে। আমরাও অস্ত্রের বলে দখল আদায় করবো। এই পথে কোন আপোষ নেই। রাশিয়া, আমেরিকা, বৃটেন, গণচীন,

★ জনমত : সাপ্তাহিক। প্রধান সম্পাদক : এ, টি, এম, ওয়ালী আশরাফ। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : আনিস আহমদ, জনমত পাবলিশার্স লিমিটেড, ২ টেম্পারলে রোড, লণ্ডন থেকে প্রকাশিত।

পশ্চিম জার্মানী ও যে কোন দেশই হোক না কেন— তারা যদি ইয়াহিয়াকে আপোষের পরামর্শ দিয়ে থাকে— দিক। আমরা তাতে সংশ্লিষ্ট নই। আমরা মাতৃভূমির মুক্তি সংগ্রামে লিপ্ত— মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব। আমাদের সংগ্রামের ক্ষতি করে এমন কোন প্রস্তাব যাঁরা করবেন— তাঁদেরকে আমাদের শত্রুর সহযোগী বলে আমরা ধরব।

ভূট্টোকে পিকিং কি বলেছে জানিনা, সুলতান মোহাম্মদকে উথান্ট কি বলেছে জানতে চাইনা, মিসেস গান্ধীকে পশ্চিমা নেতারা কি বলেছেন— শুনতে রাজী নই। আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করবো— আমরা, এ কথাটা সকলের অবগতির জন্য আমরা আবার পরিস্কার ভাষায় প্রকাশ করছি। কত বছর যুদ্ধ চলবে— সে হিসাব এখন কষবনা। শত্রুদের বিতাড়িত করার পর সে হিসাব হবে— কতদিন লাগলো। বাংলাদেশ সরকার এই বিষয়ে খেয়াল রাখবেন বলে 'জনমত' আশা করে।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জনমত	২১ নভেম্বর, ১৯৭১	বাংলাদেশ আন্দোলনের
৩য় বর্ষ : ৪০তম সংখ্যা		সপক্ষে বিভিন্ন তৎপরতা

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ডাক

লণ্ডন, ১৪ই নভেম্বর,

গ্রেট বৃটেনস্থ বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বাংলাদেশ মুক্তি বাহিনীর জন্য গরম কাপড়-চোপড় চেয়ে প্রবাসী বাঙালীদের কাছে এক আবেদন জানিয়েছেন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এক বিবৃতিতে বলেন যে, দেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়ার জন্য প্রবাসী বাঙালীদের কাছে এ'বার বিশেষ সুযোগ এসেছে। তাঁরা আশা প্রকাশ করেন যে, মুক্তি সেনাদের ব্যবহারের জন্য প্রবাসী বাঙালী ভাই-বোনেরা নিজেদের সাধ্যমত গরম কাপড়-চোপড় দান করবেন। সংগ্রাম পরিষদের কাছে সাহায্য পাঠানো যাবে বলে তাঁরা বলছেন।

★ ★ ★

কর্নেল ওসমানীর চিঠি

বার্মিংহাম, ১০ই নভেম্বর

আজ এখানে জানা গেছে যে, সেনাপতি কর্নেল ওসমানী মিডল্যান্ডের মহিলা সমিতির এক চিঠির জবাবে ঔষধ, তাঁবু ও কাপড়-চোপড় চেয়ে মহিলা সমিতির সভানেত্রী মিসেস বদরুন পাশার কাছে সম্প্রতি এক চিঠি লিখেছেন।

জানা গেছে যে, মহিলা সমিতি মুক্তি সেনাদের ব্যবহার্যে পাঠানোর জন্য কাপড়- চোপড় সংগ্রহ করছেন।

★ ★ ★

বাংলাদেশের সমর্থনে প্রস্তাব গ্রহণ

পোর্টসমাউথের দক্ষিণ নির্বাচনী এলাকার শ্রমিক দল গত ২রা নভেম্বর বাংলাদেশের সমর্থনে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন এবং প্রস্তাবের একটি কপি স্থানীয় বাংলাদেশ সংগ্রাম পরিষদেও পাঠানো হয়েছে।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, এই ওয়ার্ড সভা বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংগ্রামকে পূর্ণভাবে সমর্থন করে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক গোষ্ঠী কর্তৃক মানবাধিকার অস্বীকার করায় তার নিন্দা করে ও নির্বাচনী এলাকার দলকে স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশের সমর্থন করার আহ্বান জানায়।

★ ★ ★

বাস্তুহারাদের সাহায্যার্থে বিচিত্রানুষ্ঠান

লণ্ডন ১৪ই নভেম্বর,

আজ স্থানীয় স্যাডলার্স ওয়েলস্ থিয়েটারে বাংলাদেশের বাস্তুহারাদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে 'কনসার্ট ইন সিমপেথি'-র উদ্যোগে এক বিচিত্রানুষ্ঠান হয়। পূর্ণ হলে উদ্বোধনী দিবসে দুটি শো হয়। বাংলাদেশ ও ভারত থেকে আগত প্রখ্যাত শিল্পীবৃন্দ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন।

বীরেন্দ্র শংকর অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

★ ★ ★

বাংলাদেশের পক্ষে-৫০০, বিপক্ষে-৩, নিরপেক্ষ-২,

মানচেষ্টার থেকে আমাদের প্রতিনিধি জানাচ্ছেন যে, গত শুক্রবারে ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের এক বৈঠকে বাংলাদেশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পরে বাংলাদেশ পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে এই মর্মে মত প্রকাশ করেছেন যে, পূর্ণ স্বাধীনতাই হচ্ছে বাংলাদেশ সমস্যার একমাত্র সমাধান।

বাংলাদেশ তহবিলে ১৯ পাউন্ড দান করার এক প্রস্তাব সভায় ৫০০ ভোটে গৃহীত হয়েছে। প্রস্তবের বিপক্ষে ভোট পড়েছে ৩টা এবং ২ জন ভোটদানে বিরত থাকেন। অন্য একটি প্রস্তাবে তথাকথিত বৃটিশ নিরপেক্ষতা বাদ দেওয়ার উদ্দেশে পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার এলেককে বলার জন্য ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব স্টুডেন্টস্-এর প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

সভার সভাপতিত্ব করেন এন,ইউ,এস-এর আঞ্চলিক সভাপতি মি. জে. হ্যারিস ও বাংলাদেশের পক্ষে বক্তৃতা করেন জনাব কবীর আহমদ।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
জনমত ৩য় বর্ষ : ৪০তম সংখ্যা	২১ নভেম্বর, ১৯৭১	মুক্তিসংগ্রামে প্রবাসী বাঙালী

মুক্তি সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালী

মিডল্যান্ডের বাংলাদেশ মহিলা সমিতির সভানেত্রী মিসেস বদরুন পাশা বলেন, "আমি গত ১৯৭০-এর জানুয়ারী মাসে বার্মিংহাম আসি। এর আগে লেস্টারে ছিলাম এবং সেখানে আমি পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতির আহ্বায়ক ছিলাম। বার্মিংহামে এসেও পাকিস্তান মহিলা সমিতির সংগে জড়িত ছিলাম। কিন্তু গত মার্চ মাসে ইয়াহিয়া খাঁ-র বর্বর সেনারা বাংলাদেশে আক্রমণ পরিচালনার পরে আমরা বুঝতে পারলাম যে, পশ্চিমাদের সংগে আমাদের আর চলা সম্ভব নয়"।

মিসেস বদরুন পাশা বলেন, "এর পরই আমরা মিডল্যান্ডে বাংলাদেশ মহিলা সমিতি গঠন করি এবং ২৮ শে মার্চ মিডল্যান্ড প্রবাসী বাঙালীদের স্মলহিথ পার্কের জনসভায় মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে বক্তৃতা করি। তখন থেকেই মিডল্যান্ডের বাঙালীরা একত্রে কাজ করতে শুরু করলেন।"

মিডল্যান্ডের বাংলাদেশ মহিলা সমিতির কার্য্যবিবরণী দিতে গিয়ে মিসেস পাশা বলেন, "সমিতির পক্ষ থেকে বাংলাদেশের স্বীকৃতির দাবীতে ২৬ শে এপ্রিল ছ'জন সদস্য বৃটিশ পার্লামেন্টের লবি করেন এবং প্রধানমন্ত্রী মি. হীথের কছে এক আবেদন পাঠানো হয়। ২০ শে জুন বল্‌সল হীথ মাউন্ট প্লেজেন্ট স্কুলে এক মিলাদ মাহফিলেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ২৭শে জুন আমরা বিংলী হলে সভায় একটা মীনাবাজার করেছি। ৪ঠা জুলাই স্থানীয় কার্লটন সিনেমা হলে মণিহার নামের একটা চ্যারিটি সিনেমা করেছি। ১৭ ও ১৮ই জুলাই বার্মিংহামের সিটি সেন্টারে একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ২-রা অক্টোবর বল্‌সল হীথ মাউন্ট প্লেজেন্ট স্কুলে আমাদের সমিতির উদ্যোগে একটা বিরাট প্রদর্শনী হয়। এ ছাড়া বিলাতের প্রত্যেক স্থানে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের সফরের বিরুদ্ধে আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিলগুলোতে আমরা যোগ দিয়েছি।"

মিসেস পাশা আরও বলেন যে, বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর ব্যবহারের জন্য তাঁদের সমিতির কাছে বিলাতের বিভিন্ন স্থান থেকে কাপড়-চোপর আসছে। এইগুলি এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল কিন্তু এয়ার ইন্ডিয়া প্রথমে সম্মতি জানিয়ে এখন আবার পিছিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় একটু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, বর্তমানে এই সব কাপড়-চোপর কেন্দ্রীয় স্টিয়ারিং কমিটির মাধ্যমে পাঠানোর ব্যবস্থা হচ্ছে।

মিসেস পাশা প্রবাসী সকল বাঙালী ভাই-বোনদের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন যে, ইয়াহিয়া খাঁ-র বর্বর সেনাবাহিনী আমাদের মা-ভাই-বোনদের উপর যে অত্যাচার করেছে তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সকলকে তৈরী থাকতে হবে। তিনি বলেন, রক্তের বদলে রক্ত নেওয়াই হচ্ছে ইয়াহিয়া বাহিনীর অত্যাচারের উপযুক্ত জবাব।

মিসেস পাশা জানান যে, এদেশের এবং দুনিয়ার অন্যান্য সব বাংলাদেশ সংগ্রাম পরিষদগুলোর সংগে মিডল্যান্ডের বাংলাদেশ মহিলা সমিতির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এই যোগাযোগ বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন না করা পর্যন্ত চলবে। মিসেস পাশা বলেন, স্বাধীন বাংলার মানুষের পূর্ণ মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত বাঙালীদের এই সংগ্রাম দেশে-বিদেশে চলতে থাকবে, এতে কোন বিরতি হবে না।

॥ আমেরিকা ॥

বাংলদেশ লীগ অফ আমেরিকার বিভিন্ন শাখা কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদপত্র

বাংলাদেশ লীগ অফ আমেরিকার শাখাসমূহ

**CHAPTERS OF
BANGLADESH LEAGUE OF AMERICA★**

1. NEW YORK :
Bangladesh Legue of Amrica, Inc.
2667 Broadway,
New York. N.Y. 10025
President: **K.S. Ahmed**
Secretary : **Faizur Rahman**
Treasurer : **Abdul Haque**

2. CHLIFORNIA :
American League of Bangladesh
416 Sinclair Avenue
Glandale, Calif, 91206
President : **S.M.S. Doha**

3. COLRADO :
Bangladesh League of America
3728 East 7th Avenue,
Denver, Colo, 80206
President: **Gerald R. Handricks**
Secretary: **M. Sher Ali**

4. MASSACHUSSETTS :
Bangladesh Association
24 Peabody Terrace, Apt. 510
Boston, Mass.
President: **Khurshed Alam**
Secretary : **M. Alamgir**

5. ILLINOIS :
Bangladesh of America (Urbana Chapter)
1107 West Green Street
Urbana, 111, 61801
President: **A. Rahman**
Secretary: A.S. Shahab-Ud-Din

6. BANGLADESH BEAGUE OF AMERICA
(Chicago Chapter)
(Recently changed to
Bangladesh Defense League)
5245 South Kenwood Avenue
Chicago, 111, 60615
President: **F.R. Khan**

7. OHIO :
Bangladesh League Of America
5115 Prescatt Avenue D
Dayton, Ohio 45406
President : **A. K. M. Aminul Islam**
Secretary : **A. H. Jaffarullah**

8, NORTH CAROLINA :
Bangladesh League of America
218 Broad Street (East)
Elizabeth City, N.C. 27709
President: **A. L. Choudhury**

★ এই তালিকাটি জনাব, কে, এম, আলমগীর সম্পাদিত 'BAGLADESH' পত্রের তৃতীয় সংখ্যা (নিউইয়র্ক : ১৬ জুন, ১৯৭১) হতে নেয়া হয়েছে।

9. MICHIGAN :
Pakistan Association of America Inc.
3130 Cass Avenue
Detroit, Mich. 48201
President: **Abdus Shahid**
Secretary : **Mustafizur Rahman**

10. PENNSYLVANIA :
Bangladesh League of America
5903 Fifth Avenue
Pittsburgh, Penn.
President: **Q. M. Ahmed**

11. TEXAS :
Bangladesh League of America
P.O. Box 3325
College Station, Texas 77840
President : **Hafizur Rahman**

12. WASHINGTON, D.C.
Bangladesh League of America
P.O. Box 4465
Brookland Station,
Washington D.C. 20017
President : **Enayetur Rahim**
Secretary : **Mohsin R. Siddique**

13. TENNESSE :
Bangladesh League of America Inc.
808 Hillwood Blvd.
Nashville, Tenn. 37209
President: **Zillur Rahman Athar**
Secretary : Not Available

14. KENTUCKY :
Bangladesh League of America
2081 Williamsburg Rd.
Lexington, Kentucky 40504
President: George H. Bradbois Jr.
Secretary: **Mukhtar M. Ali**
Treasurer: **Shamsul H. Molla**

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
বাংলাদেশপত্র★ টেক্সাস : ১ম সংখ্যা	১৪ মে, ১৯৭১	সম্পাদকীয়, সংগঠন ও সংগ্রামের ইতিহাস ও কর্মসূচী

স্বাধীনতার ডাকে

বাংলদেশে আজ রক্তগঙ্গা বইছে। বাঙালীর রক্তে হোলী খেলে পাঞ্জাবী দুস্যু দল পৈশাচিক আনন্দে মত্ত। আমাদেরই ভাই-বোনরা যখন অত্যাচারীর খড়্গ রুখে দাঁড়াতে গিয়ে নির্বিচারে জীবন বিলিয়ে দিতে দ্বিধা করছেনা, তখন মার্কিনদেশের বিলাসময় পরিবেশের মধ্যে থেকে দেশের জন্য আমরা কি করছি? স্বাধীনতা আমরা পাবই, এ ব্যাপারে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। তবে, এ আন্দোলনে আমরা আমাদের দেশবাসীকে কতটুকুইবা সাহায্য করছি? ছিন্নবস্ত্রে, অনাহারে ও অন্নাভাবে থেকেও বাংলাদেশের বীর জনতা স্বৈরাচারী সাম্রাজ্যবাদের বেয়নেট শাসনকেও ভূলুণ্ঠিত করছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের এই সংকটময় মুহূর্তে দেশবাসী আমাদের কাছে অনেক কিছু আশা করে। আজ আমাদের সামান্য আত্মত্যাগের ভয়ে ভীত হলে চলবে না। কৈ আমরা এতটুকু আরাম আয়েস বিসর্জন দিতে পেরেছি? হাজারো মানুষের রক্তের ঋণে গড়া এই সংগ্রামের ডাকে আমরা এককভাবে সাড়া দিতে না পারলে উত্তরসুরীরা আমাদেরকে ক্ষমা করবে না।

তাই আজ আমাদের একতাবদ্ধ হতে হবে। আসুন বাংলা মায়ের ডাকে সবাই এক সাথে কাজ করে যাই। দলাদলী ও বিভেদ ভুলে গিয়ে মাত্র একটি লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য আমাদেরকে আত্মোৎসর্গ করতে হবে।

করণীয় আমাদের অনেক। প্রচার কার্য্যে দলবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। গণতন্ত্র ও স্বাধিকার আদায়ে বাংলাদেশের বীর জনতার মহান আদর্শ ও আত্মত্যাগের সংগ্রাম বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে হবে। প্রচার কার্য্যের এবং বাংলাদেশের দুর্গত মানবতার জন্য আর্থিক সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন। এই মুহূর্তে আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসা উচিত।

এই চরম সংকটকালে নির্বিকার হয়ে থাকলে চলবে না। বিনা ত্যাগে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা করলে ভুল হবে। এ ভুল— অমার্জনীয় অপরাধ। সংগ্রামহীন স্বাধীনতা লাভের নজীর ইতিহাসে নেই। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে গড়া এই মুক্তির সংগ্রামকে আমরা ব্যর্থ হতে দেব না। বাংলার জয় হবেই।

জয় বাংলা

★ বাংলাদেশপত্র : বাংলাদেশ লীগ অফ আমেরিকা, কলেজস্টেশান শাখা কর্তৃক মুদ্রিত প্রকাশিত ও প্রচারিত।

কলেজস্টেশান : আমাদের কর্মসূচী

গত নির্বাচনে অর্জিত গণতন্ত্রের অধিকার আদায়ের জন্য মার্চ মাসের প্রথম ভাগে শেখ মুজিবুর রহমান প্রদেশব্যাপী এক অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনকে বানচাল করে দেবার জন্য পাঞ্জাবী সৈন্যরা নির্বিচারে গণহত্যা আরম্ভ করে। এই ঘটনার প্রথম থেকেই আমরা কলেজস্টেশানের বাঙালী ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলাদেশের জন্য কাজ শুরু করি। প্রথমতঃ একটি সামরিক পরিষদ গঠন করা হয়। তারপর আজ (চৌদ্দই মে) মুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে আমাদের তিনজন সদস্য সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশ সংগ্রামী ছাত্র সংস্থার সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। এছাড়াও অনেকে বিভিন্ন দায়িত্ব নিয়ে স্বেচ্ছায় কাজে এগিয়ে আসেন।

পঁচিশে মার্চের আগে পর্যন্ত অনেক বার মার্কিন সেনেটর, প্রেসিডেন্ট নিক্সন, উথান্‌ট এবং বৃহৎ শক্তিবর্গের সরকার ও আরও অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছে পত্র ও তারবার্তা পাঠানো হয়— বাংলাদেশে রক্তপাত বন্ধ করা ও জনগণের নির্বাচিত নেতাদের হাতে শাসনভার হস্তান্তর করার দাবী জানিয়ে।

পঁচিশে মার্চের অপরিনামদর্শী ঘটনা আমাদেরকে সময়িকভাবে স্তম্ভিত ও বিহ্বল করে। কিন্তু বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণার পর পরেই পুরোদমে আমাদের প্রচার কার্য্য শুরু হয়। মাত্র একঘণ্টার নোটিশে আমরা সকল সদস্য একটা জরুরী সভায় মিলিত হয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করি। দুর্গত মানবতার সেবায় ব্যয় করার জন্য মাথাপিছু কমপক্ষে এক শত ডলার চাঁদা দেওয়ার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে এ সভায় নেওয়া হয়। এ ছাড়া প্রচার কার্য্যের ব্যয় বহনের জন্য মাসিক চাঁদার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। প্রথম কিস্তিতে তিন হাজর ডলার তুলে নিউইয়র্কে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে অনেকে ব্যাঙ্কে ধারের খাতার অঙ্ক বাড়িয়ে চাঁদা দিয়েছেন, অনেকে নির্ধারিত নিম্নমানের অনেক বেশী দিয়েছেন, এবং সকলেই যে কোন মুহূর্তে বাংলাদেশের জন্য সাধ্যমত সাহায্য করার অঙ্গীকার করেছেন।

ছাত্র হিসাবে টাকার অভাব থাকলেও আমাদের কর্মপ্রেরণার অভাব নেই। কলেজস্টেশান থেকে এ পর্যন্ত বহুমুখী প্রচার কার্য্য চালিয়েছি তার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

— পঁচিশে মার্চের পরে একশো সেনেটর, জাতিসংঘ প্রধান এবং বৃহৎ শক্তির রাষ্ট্র প্রধানগণের নিকট কয়েক দফা আবেদনপত্র ও তরবার্তা পাঠানো হয়। এখনও বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে তাঁদের নিকট পত্র ও তারবার্তা পাঠানো হচ্ছে।

— বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে ও দুর্গত মানবতার সাহায্যের দাবী জানিয়ে বিভিন্ন শহরের মার্কিন নাগরিকদের স্বাক্ষরসহ ১১ জন প্রভাবশালী সেনেটরের কাছে ১৫০০ আবেদনপত্র পাঠানো হয়েছে।

— টেক্সাস এ এন্ড এম ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র ও শিক্ষকদের মাঝে বাংলাদেশের

সংগ্রামের সঠিক চিত্র তুলে ধরা হয়। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ প্রত্যাগত অনেক শিক্ষক আমাদের বিশেষ সাহায্য করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের সাথে দল বেঁধে দেখা করে এখানকার বাংলাদেশের দুর্গত ছাত্রদের জন্য আর্থিক সাহায্যের আশ্বাস পাওয়া গেছে।

— পাকিস্তানে প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ইউজিন লক ও প্রাক্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ও বর্তমান বিরোধী দলের নেতা হ্যারল্ড উইলসনের সাথে যথাক্রমে ডালাস ও অস্টিনে দেখা করে আমাদের উদ্বেগ প্রকাশ করি এবং বাংলাদেশকে সাহায্য করার আবেদন জানাই।

—স্থানীয় বেতার, টিভি ও দৈনিকে বাংলাদেশের উপর সাক্ষাতকারে অংশগ্রহণ করেছি। এছাড়া হিউস্টনে বাংলাদেশ ছাত্র সংস্থার আয়োজনে ওখানকার টিভি ও বেতারে একই রকম আলোচনা সভায় যোগ দিয়েছি।

— হারভার্ডের তিনজন বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদের লেখা 'Conflict in East Pakistan: Background and Prospect" নামক নিরপেক্ষ রিপোর্টখানির পাঁচশো কপি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে এবং বিশ্বব্যাপী প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

— এখানে ছাত্র-সেনেটে বাংলাদেশের গণ-আন্দোলন দমনে পাকিস্তান সরকারের মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারকে নিন্দা করা হয়েছে।



বাংলাদেশ লীগ অফ আমেরিকা : সংগঠন ও সংগ্রামের ইতিহাস

আমাদের কেন্দ্রীয় সংস্থা গড়ে উঠার পিছনে রয়েছে বহুদিনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা। ১৯৪৭ সালে প্রবাসী সিলেটী ব্যবসায়ীরা নিউইয়র্কে পাকিস্তান লীগ অফ আমেরিকা নামে বাঙালীদের একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলেন। পরে এর নামকরণ হয় ইস্ট পাকিস্তান লীগ অফ আমেরিকা। সদস্য সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে এই সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ করা হয়। গত প্রলঙ্করী ঝড়ের পর এ সংস্থার সদস্যবর্গ পাক-সরকারের উদাসীনতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, বাংলাদেশে রিলিফের জন্য চাঁদা সংগ্রহ ও বাংলা ছবি দেখানো, জাতিসংঘের সম্মুখে বাংলাদেশকে আলাদা করার দাবী, একুশে ফেব্রুয়ারী উদ্‌যাপন, এছাড়া আরও বহুমুখী প্রচার কার্য্যে প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সংস্থার নাম বদলিয়ে বাংলাদেশ লীগ অফ আমেরিকা করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের সাথে এর সরাসরি যোগাযোগও স্থাপন হয়েছ।

শীঘ্রই কেন্দ্রীয় সংস্থার কর্মকর্তা নির্বাচিত হবে। এ ব্যাপারে সকল সদস্য সংস্থা ও মেম্বারদেরকে পূর্বাভাগে কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক ফয়জুর রহমান বাংলাদেশ লীগকে আরও জোরদার করে গড়ে তোলার জন্য মার্কিন ও কানাডাবাসী সকল বাঙালীদের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করেছেন।

কেন্দ্রীয় সংস্থার ঠিকানা :

ইস্ট পাকিস্তান লীগ অফ আমেরিকা, ইনক্
২৬৬৭ ব্রডওয়ে, নিউইয়র্ক, ১০০২৫
ফোন : (২১২) ৮৬৬-৭৪৭৪

যোগাযোগের আবেদন

নিউইয়র্ক মূলকেন্দ্রকে সবরকমের সাহায্য ও সরাসরি যোগাযোগের জন্য সমস্ত আমেরিকা ও কানাডাকে কতগুলি উপকেন্দ্রে ভাগ করা হয়েছে। আমেরিকার দক্ষিণ অঞ্চলের ৯টি স্টেটের ভার আমরা কলেজস্টেশান, টেক্সাস এ গ্রহণ করছি। আমাদের এই আঞ্চলিক কেন্দ্রের নাম— উপকেন্দ্র : দক্ষিণাঞ্চল। যে সমস্ত স্টেটে আমরা সদস্য শাখাগুলির সাথে এক সঙ্গে কাজ করতে চাই সেগুলো হলো: টেক্সাস, নিউমেক্সিকো, লুজিয়ানা, ওকলাহোমা, আলাকমা, আরকানসা, মিসিসিপি, ফ্লোরিডা ও জর্জিয়া। এ সমস্ত স্টেটে বাঙালী ছাত্র ও চাকুরীজীবী যারা আছেন তারা সবাই শীঘ্রই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আপনার এলাকায় আপনি একা হলেও দেশের এই দুর্দিনে আপনার সাহায্য আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

আপনাদের নিজ নিজ এলাকায় বাংলাদেশ লীগ অফ আমেরিকা শাখা গঠন করুন এবং শীঘ্রই আমাদের উপকেন্দ্রে আপনাদের সংগ্রাম পরিষদ ও সদস্যদের ঠিকানা ও আপনাদের কার্য্যকলাপের বিবরণ পাঠান। আপনাদের খবর 'বাংলাদেশ পত্রে' ছাপা হবে।

আমরা যদি কোনভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি, তবে জানাতে দ্বিধা করবেন না। আমরা আরও ফলপ্রসূভাবে কাজ করতে চাই। প্রচার কার্য্যে এবং নিউইয়র্কের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগে আমরা আপনাদেরকে সাহায্য করব। তবে চাঁদা পাঠানো ও যে কোন জরুরী কাজের জন্য আপনারা মূলকেন্দ্রের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন।

একটি প্রস্তাব ঃ

আমাদের এই আঞ্চলিক কেন্দ্রে আরও সুষ্ঠুভাবে কার্য্য সমাধার জন্য সকল সদস্য শাখাকে নিয়ে শীঘ্রই একটা আনুষ্ঠানিক আঞ্চলিক সংস্থা গঠনের প্রস্তাব এসেছে। এর মাধ্যমে আমাদের বর্তমান কর্মপ্রচেষ্টা আরও জোরদার করা যায়। প্রচারকার্য্য, অর্থ সংগ্রহ, নিজেদের মধ্যে সমঝোতা ও সহযোগিতার একটা নিয়মতান্ত্রিক ভিত্তি গঠন করাই আনুষ্ঠানিক সংগঠনের মূল লক্ষ্য হবে। পনেরই মে এক সাধারণ সভায় আমরা এই প্রস্তাব বিবেচনা করব। এ ব্যাপারে আপনাদের মতামত জানাবেন।

★ ★ ★

ভবিষ্যৎ কর্মসূচী

শীঘ্রই আমরা কলেজস্টেশান ও নিকটবর্তী শহরগুলেতে স্থানীয় মহলের কর্মকর্তাদের সাহায্যে চাঁদা সংগ্রহ অভিযান শুরু করব।

বাংলাদেশের উপর টেক্সাস এ এন্ড এম ইউনিভার্সিটিতে আলোচনা সভা ও সেমিনারের আয়োজন হচ্ছে।

পত্র-পত্রিকা ও বিদেশী খবরের কাগজে বাংলাদেশের উপর রচনা ও সংবাদ ছাপাবার আরও জোরদার চেষ্টা চালানো হবে।

এখানে অনেকেরই স্কলারশিপ বা দেশ থেকে টাকা আসা বন্ধ হয়ে গেছে। তাদের জন্য চাকরী বা অন্য কোন অর্থ সাহায্য জোগাড় করার চেষ্টা করা হবে।

এছাড়াও আমাদের নিয়মিত প্রচার কার্য্য আরও সুষ্ঠুভাবে চালানো হবে।

শীঘ্রই 'বাংলাদেশ পত্রে' বাংলাদেশের সংগ্রামে, ঐতিহ্য ও ইতিহাসের উপর একটি সাহিত্য সংখ্যা বেরুবে। প্রবন্ধ ও যে কোন রকম সাহিত্যমূলক রচনা সম্পাদকের ঠিকানায় পাঠাবার জন্য আমাদের পাঠক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সম্পাদক, 'বাংলাদেশ পত্র'
বক্স ২৩৭০
কলেজস্টেশান, টেক্সাস ৭৭৮৪০

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
BANGLADESH NEWSLETTERS★ Chicago : No. 1	17 May, 1971	Activities and Programmes for Bangladesh Movement : Editorial & News

EDITORIAL

This Week the war of national liberation of Bangladesh enters into its seventh week. During the last six weeks the Bengalis living abroad have done a great deal to express their horror at the inhuman brutalities perpetrated by the Pakistan army on the defenceless people of Bangladesh and also to mobilise public opinion in support of their cause and struggle. In the United States the various groups of Bengalis living in defferent parts of the country have written and approached Senators and Congressmen of their respective states to persuade them, and through them the U.S. government, to terminate all assistance to the military machine of West Pakistan. The Effect of all this lobbying can be seen in the recent pronouncement of Senate Foreign Relations Committee and the pending resolutions in front of the Senate. Some good work has also been done both with the press and television. Foreign missions both in Washington and New York have been kept informed about our will and determination to fight.

But we must remember that this is only the beginning of a long protracted struggle for us. For even after the victory over the occupation forces till the last forcign soldier is rooted out from the soil of Bangladesh... we will be faced with the stupendous task of rebuilding a nation from scratch. The scorched-earth policy of the enemy will destroy every economic base of Bangladesh before it leaves. Needless to say that the task of rebuilding will require tremendous sacrifices from all Bengalis both here and at home. The efforts have to be integrated and co-ordinated. At present we are faced with the dual task of both helping the liberation movement and also providing relief to millions rendered homeless by the Pakistan army. We know that defferent groups of Bangalis

★ BANGLADESH NEWSLETTER : বাংলাদেশ লীগ অফ আমেরিকা, শিকাগো শাখা কর্তৃক মুদ্রিভ ও প্রচারিত।

have devoted their attention to both of these two tasks but since there is no co-ordination of activities one group doesn't know thatt others are doing. The result hass been duplication of fforts in many cases. With a view to co-ordinating these activites, we have decided to bring out this news-letter. Our main aim is to pool all information from various groups and disseminate this information for the benefit of all bengalis and friends. We desire to have a central fund for all the money raised by differant groups so that it can be utilised to the best advantage.

Apart from news from different chapters, we shall pass on news from the central body of The Bangladesh League of America in New York for the benefit of all concerned. We also hope to bring to our readers direct news form the battlefield in Bangladesh.

In order to reach a larger audience we want to have a list of all the Bengalis and others who would want to receive our newsletter. We, therefor, request each of you to supply us with names and addresses which we may not have on our list. Please help us by writing immediately to:

The Bangladesh League of America, Chicago Chapter
5245 South Konwood Avenue
Chicago, Illinois 60615

RESISTANCE NEWS

The Pakistan government through its embassy is trying to convince Bengalis of this country with a flood of propaganda materials that conditions have returned to normal in Bangladesh, and that the entire independence movement was engineered by a "handful" of India-inspird "miscreants". All of this is pure nonsense. You will be better off throwing away this rubbish in the wastepaper basket if you can't stop it from coming to you.

The main reason why the newspapers in this country do not carry any resistance news these days is that the Pakistan army has successfully scaled off the only motorable road between Calcutta and the western scetor of Bangladesh. It was from this region that foreign newsmen based in Calcutta used to gather news during the first two weeks of the war. However, most of the 1300 mile border between India and Bangladesh is wide open.

Indian newsmen and our own men are constantly crossing the border with news about resistance activities all over Bangladesh.

A Bangladesh representative who has just arrived in this country writes: "Sylhet (district) Where the forests in the Tea Garden areas provide natural cover is still under control of the Bengal regiment, That a force is still hiolding out in the Chittagong Hill Tracts. That all over Bangladesh armed Bengalis have withdrawn into rural areas and are harassing army units through guerilla action. This may be expected to increase in frequency and intensity as the resistance acquires more skill at this type of warfare, gets additional supplies and weaponry, of which sizeable quantities have already been captured from the Pakistan army and when the monsoons make the logistical problems of the army more insecure. The capability for waging a prolonged war is there because the political motivation of the people has been guranteed by the indiscriminate character of the war waged by the army. By dstroying villages within the range of their artillery and declaring these areas as 'free fire zones' they have made the Pakistan army and subjet of hatred and a direct threat to the security of 75 million Bengalis who will be willing to resist or aid any resistance to this alien force."

Another Bengali who left country about a month ago write from Agartala: "Every day hundreds of young men are being trained for guerilla action. It's unbelievable how fast they learn. I am happy that I came. Otherwise I would have never known this dedication of the Bengalis, their love for their country and their willingness to die for its freedom and honor."

CHAPTER NEWS :

In this section of our newsletter we shall print news provided us by the different chapters as well as the national office of The Bangladesh League of America. We expect that chapter representatives will write to us directly about their activities so that we can pass them on to others. So far as we know apart from the national office in New York chapters of The Bangladesh League have been opned in Boston, Washington, Baltimore, Tennessee, North Carolina, Detroit, An Arbor, East Lansing, Chicago, Urbana, Bloomington (Indiana), Houston, College Station (Texas), Berkeley

and Los Angeles. There may be other chapters that we do not know of. So please let us know and send us your list of office-bearers. It is very important that we get together.

The National office in New York informs us that a national convention of the Bangladesh League is being organised. It will be held in New York metropolitan area some time in June. You will be kept informed about the specific dates, etc.

The New York group is also organising a big rally in front of the United Nations on June 12, 1971. If you can come, please inform Mr. K.S. Ahmed, President, The Bangladesh League of America, 2667 Broadway, N.Y.C., N.Y. 10025. Phone (212) 866-7474.

OUR RELATIONSHIP WITH WEST PAKISTAN:

Almost all of us from Bangladesh had friend from West Pakistan before the military creackdown of March 25. It is important that under the changed circumstances we redefine our relationship with them. It is certainly not true that all West Pakistanis are our enemies. There are many of them who support our cause. (See the April-May '71 issue of the Pakistan Forum edited by Mr. Feroze Ahmed, 1900 South Charles Street, Greenville, N.C. 27834.)

We must remember that our struggle for freedom may be a long one. We will need as many allies as possible. We can speed up our freedom not only by winning victories on the battlefields of Bangladesh but also in West Pakistan. Our West Pakistani friends can help us win that battle.

We feel that the reason why the majority of the West Pakistanis do not yet support our cause is that they are either uninformed or are being misled by false propaganda showered upon them by the Pakistan Embassy. It is our responsibility to inform them about the events that led to the present crisis. We are sure once they know of our version of vents they will revise their stands. We suggest that you lend them your copy of the Tajuddin Statement which contains a good background about the crisis. If you don't have a copy let us know. We will provide you with another paper by Dr. Rehman Sobhan entitled Bangladesh : Situation and option, at a nominal cost.

JOBS AND SCHOLARSHIP

We are currently exploring the possibility of obtaining jobs and scholarships for Bengalis from Bangladesh who do not wish to return home for the present. If your scholarship has expired or has been terminated by the Pakistan government or you are in need of a job, please write to The Secretary, Chicago Chapter. The following details should accompany all inquiries: type of visa held, academic qualifications, job experience, type of job or scholarship desired. Also let us know if you have any visa problems. We may be able to ofter some suggestions.

MAILING LIST :

We must have a list of all the Bengalis living in this country in order to maximize our strength; So please send the names and addresses of all the Bengalis you know to our Chicago address.

We also want to have a list of all friends and sympathisers of Bangladesh. If you think that someone should be on our mailing list, please let us know.

FUNDS :

The national liberation movement on Bangladesh is urgeatly in need of funds, especially foreign exchange. In order to meet these needs the League has established two funds, a Bangladesh Relief Fund and a General Fund. Contributions to the former will be used only for relief purpose, money contributed to the latter will be used for covering the operating expenses of the League, for lobbying, and so on.

RELIEF :

Large amount of money are needed for immediate relief. As of this date, more than 2,000,000 people have left Bangladesh for India an people continue to leave at the rate of about 50,000 per day. The government of India and other groups are doing their best to cope with the situation. But they cannot do everything. The refugees in India are your relatives and countrymen. They need your help.

Conditions in Bangladesh itself are very bad, and there is every reason to believe they will get worse before they get better. Tens of thousands are homeless. The threat of famine and epi-

demic looms larger over the next months. And the millitary regime of Pakistan has made it clear that it intends to do nothihg now or latter to relieve the suffering of the Bengalis. To the contrary, the army is making every attempt to destroy the economic base of Bangladesh and is prepared to starve the people of Bangladesh into submission. We in America must be ready to provide as much aid as we can, both now and over the many months that lie ahead. You can help. Contribute yourself and ged your friends to contribute to :

Bangladesh Relief Fund
5245 South Kenwoo Avenue
Chicago, Illinois 60615

OPERATING EXPENSES :

The League has unndertaken a wide variety of activities as dictated by the present critical circumstances in Bangladesh. The difficulty is that all of these activities cost money. In order to raise the money to cover these costs on a regular basis. We are asking those Bengalis who have jobs to pledge whatever per cent of their income they can afford to the League and make payments of this money to the League on a monthly basis. Please fill out the form below and return it to the Chicago Chapter :

I,.................................. pledge $ ....every month as a
name
contribution to the Bangladesh League of America. I understand that my contribution will be placed in the General Fund of the League and is not, therefore, tax deductible.

Signed...................................
Date.......................................
Address ....
Telephone ....

(Needless to say, all financial information enclosed will be held in strictest confidence by the Treasurer of the Chicago Chapter. Send your cheques to The Bangladesh League of America, 5245 South Kenwood Avenue, Chicago, Illinois 60615. You will receive receipts for any contribution you make. The Bangladesh government through its emissary informs us that arrangements are being-made to make your contributions redeemable at a later time. So please hold on to your receipts.)

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
BANGLADESH NEWSLETTERS Chicago : No. 2*	25 May, 1971	EDITORIAL & ANNOUNCEMENT

EDITORIAL

Death continues to stalk over the land of Bangladesh. Everyday hundreds and thousands are still being killed by the Pakistani army as part of its policy of forcing the Bengalis into submission. Houses and property are being destroyed at random and already more than 3 million (see May 22, New York Times) people of Bangladesh have sought refuge in neighbouring India more than 50,000 continue to pour in everyday. And yet the conscience of the world's governments seems unperturbed. They are still concerned about maintaining the status quo. The recent agreement between the United States and the British government to shore up the crumbling Pakistani economy, under certain conditions, is a case in point (see New York Times, May 20). The agreement calls for greater justice for the Bengalis but within the framework of Pakistani the present reality is overlooked completely .

The reality is that Pakistan is dead and lies buried under the heads of Bengali corpses. The sooner this is accepted by all concerned, the better. To dream of any return to Pakistan as it existed before March 25, 1971, is absurd. The blood of a million Bengalis killed by the Pakistani army since that date cannot go in vain. The remaining 74 million Bengalis owe it to their slain brothers to sacrifice the last drop of their own blood, if need be, to safeguard the sanctity, soverignty and freedom of Bangladesh. And they are ready for that supreme sacrifice. Let no man doubt the resolve of the Bengalis.

It is true the Bengali resistance forces have suffered great reverses in the initial stages of the struggle for national liberation. They have lost city after city to the Pakistani army. But this doesn't mean that the resistance has been crushed. The authority of

* এই সংখ্যা হতে বাংলাদেশ লীগ অফ আমেরিকার শিকাগো শাখার নাম 'বাংলাদেশ ডিফেন্স লীগ' উল্লেখ করা হয়েছে।

the army extends only up to the range of its guns in the cities. Beyond that the whole of the Bangladesh countryside is unpacified and under control of the liberation forces. These forces have regrouped and trained for guerilia action during the last month and a half. They are now engaged in constant harassment of the Pakistani army. The cost of the enemy's operation has been high, both in financial terms and in terms of army casualties.

The would powers and the aid-giving nations can, of course, sustain the Pakistani military operation, by providing aid to the West Pakistan regime. This can only prolong the genocide that is now being carried on with ruthless efficiency. The scorched-earth policy of this barbaric force may further cripple the economy and lay waste the whole of Bangladesh. Howevre, the West Pakistanis cannot rule the Bengalis again, no matter how much they reinforce their isolated enclaves of power. The army will remain as islands in a hostile sea with not a friendly face to turn to. Already more than 80% of the Bengali civil servants have joined the fighting alongside the liberation forces-thereby crippling the administration. The Bengali police and military forces have joined the struggle en masse.

Awareness of this reality dictates only one course of action for any government that cares for human lives and suffering. The Pakistani military should be forced to withdraw from the soil of Bangladesh. If the world is really interested in saving large numbers of innocent human lives, if democracy and freedom still mean anything to the world, then Bangladesh must be helep and helped now.

To the World at large, then, Bangladesh makes its appeal, Chinese guns, American ammunition, British and Soviet equipment are being used in this act of genocide. Today the selfish interests of the great powers inhibits them from taking sides with freedom and justice. If these powers were to simply indicate that their own tools could not be used to commit genocide, that no further aid would be forthcoming Paksitan till their army withdraws from the soil of Bangladesh— where the people so overwhelmingly rejected West Pakistani domination in the last general election and where the flood of Bengali blood has drowned all hopes of reconciliation— then, that military machine of repression would grind to a standstill.

Till then we maust stand alone and appeal over the heads of governments to the people of the world and ask them to tell their governments that the status quo is itself ephemeral, The future they seek in this region lies only with the people and not with their orppressors.

To the democratic peoples, the socialists and all people of humane impulse in West Pakistan, we appeal to them to exert their influence, whatever little they have, to see that the holocaust does not continue. Our quarrel was never with them; they must now bind together for a shared humanity and see to it that sanity prevails amongst their rulers. To them we say that a just society in West Pakistan can never be built from the blood and bones of the peasants, workers, students and intellectuals of Bangladesh. We will rise from the ashes of destruction to rebuild a new order; but because of their connivance, they will forever be held under the jaçk boots which tried to crush us.

As for ourselves we pledge that we shall not repeat the experience of 1947 when all the enthusiasm generated by the struggle for Pakistan was dissipated in building a society of previleges and greed. We have had rare opportunity of a second birth. Let us build with and for the people.

ANNOUNCEMENTS

I) Since the beginning of the crisis in Bangladesh the Bengalis living in this country have felt the necessity of having a central organisation to co-ordinate the activites of different groups. Accordingly, legal advice was sought from a law farm in Chicago and under their advice a new organisation. The Bangladesh Defence League, was incorporated in Illinois as a non-profit, tax-free organisation, though contributions to this organisation will not be tax-exempt

At a meeting held in Chicago on Sunday May 23 a Board of Directors for the BDL was formed including one member from each of the groups reprsented at the meeting. The Board of Directors will be the decision making body of the League and co-ordinate all of its activities such as fund-raising and lobbying. So far the Board of Directors includes one member each from the Michigan, Illinois, Ohio, Indiana and Texas groups which sent

representatives to the May 23 meeting By the time this newsletter reaches you we hope all of the other groups in this country working for the cause of Bangladesh will also be represented on the Board. .

2) Another new organisation. The Bangladesh Emergency Welfare Appeal, has also been incorporated in Illinois for the sole purpose of raising relief funds for the war-affected and displaced people of Bangladesh, Contributions to the Appeal are tax-exempt, which means that people will be able to deduct the amounts they contribute to the Appeal from their annual income tax. Like the BDL the BEWA will also be managed by a Board of Directors including representatives of all the Bangladesh groups in this country. The Chirman of the Board is Dr. F.R. Khan, noted structurl engineer, of Chicago.

The BEWA will soon launch a nation-wide appeal for funds. Further information together with receipt books will be mailed to the secretaries of the local groups.

3) The Bengalis in this country are dispersed throughout most of the United States. Many of you who will receive this newsletter may have formed groups that we do not yet know about. The next meeting of the Board of the BDL will be held in Chicago on June 6. If you wish to be represented at this meeting please send the name of your representative to the Secretary of the BDL, 5245 South Kenwood Avenue, Illinois 60615.

4) Justice Abu Sayeed Choudhury, the Vice-Chancellor of Dacca University and the Bangladesh representative to the U.N. is due to arrive in New York on Monday May 24. During his stay in this country he will meet with U.N. and U.S. officials.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh* (West Coast News Bulletin) California : No. 1	1 June, 1971	Editorial & News

Dear Patriots,

GREETINGS!!

After eight weeks' lapse since the start of the liberation war in Bangladesh it became necessary to find ways for co-ordinating a channeling the spontaneous patriotic responses shown by all the Bengalis residing in the West Coast of the United States. In order to arrive at some specific lines of approach for effective co-ordination and communication, a meetting was held on May 22, 1971 at San Francisco among the representatives of Los Angeles, Berkeley, Stanford and San Francisco Bengali residents.

Since many of our compatriots are scattered over a wide area, we must set up an effective co-ordinating system to utilize the efforts and enthusiasm of all these scattered individuals in a well knit organised way. This will eliminate unnecessary expenses like long distance pheone, calls etc. and unwanted expenditure of human energy. This news bulletin is the first step to set up the effectiveunified organisation.

In the meeting of May 22, the fullowing decisions were arrived at by all the representatives of Berkeley, Los Angeles, Stanford and San Francisco.

1. The main co-ordinating body will be stationed at los Angeles and will communicate wih the other units of the West coast at Berkeley, San Francisco, Stanford, Sa Diego, Santa Barbara, Denver (Colorado) and Tuscon (Arizona). It will aslo look forward to setting up co-ordination with more units in Hawaii, Dallas and Pittsburg (Kansas).

2. Active communication with New York. Washington, Chicago and Michigan bodies will be maintained by the main co-ordinating body and it will also convey the instructions received from the Bangladesh Government to all other units of the West Coast.

* Bangladesh (West Coast News Bulletin) : বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার ক্যালিফর্নিয়া শাখা—আমেরিকান লীগ অব বাংলাদেশ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রচারিত।

3. All units will exchange information of interest amongst themselves and will pass on the news to all local members.

4. A remittance of 5% of the total collections will be made by all the West Coast units to the Los Angeles body in order to cover the overhead expenses of publicity and other co-ordinating expenses.

5. Generally each unit will keep up the publicity campaign to expose the brutalities and the atrocities of the Pakistan army committed in our land, and promote our legitimate claims of Bangladesh to complete independence amongst the American public in general and the representative America in particular.

6. Ststements of all collections of funds will be submitted to Los Angeles.

7. A master list of all residents and sympathisers will be prepared and the co-ordinators of each unit will send names and addresses of all such persons to the co-ordinators in Los Angeles.

8. Dr. Jyoti Das Gupta of Berkeley, a proffessor of Political Science will advise anyone interested on political information and writing up of Political letters.

Names and addresses of the co-ordinators of some of the West Coast units are given below. The other units are requested to send the names and addresses of their co-ordinators to Los-Angeles.

Los Angeles :

1. Mr. Abul H. Saaduddin
505, Gayley Avenue, 401
Los Angeles, Calif. 90024
Tel : (213) 478-3166

2. Mr. Chandan Das
1621, Glendon Avenue, 7
Los Angeles, Calif. 90024
Tel: (213) 475-2946

Berkely :

1. Mr. Jamal Munshi
1215 Kains
Berkeley, Calif.
Tel. : (415) 526-7417

2. Dr. Jyoti Das Gupta
Tel: (415) 524-8533

San Francisco

1. Miss Amina Panni
770, Lake Marced Blvd.
Room 1330, Verducci Hall
San Francisco, Calif, 91432
Tel: (415) 469-3179

2. Mr. A. B. M. Faruque
Tel: (415)775-4966

Stan ford:

1. Dr. Rafiqur Rahman
610 Circle Drive, Apt. 1
Palo Alto
Calif, 94303
Tel: (415) 325-5796

San Diego :

1. Mr. Ranadhir Mitra
3903-A Miramer Street
La Jolla
Calif. 92037

Santa Barbara :

1. Miss Pramita Ghosh
6520, Cervantes Road,
22 Goleta, Calif, 93017
Tel: (805) 968-1372

Denver (Colorado) :

1. Dr. M. Sher Ali
6401, West Colfax
Denver, Colo, 80214
Tel: (303) 237-7375

Tuscon (Arizona) :

1. Dr. M. Shafiqullah
1736 E. Broadway
Tuscon, Arizona 85719
Tel: (602) 624-5458

NEWS OF INTEREST

Berkely : A concert of Ustad Ali Akbar Khan (renowned Sarodist) Mr. John Handy (American jazz) and Mr. Zakir Hussain (tabla) was held on May 28, 1971 to raise funds for relief of Bangladesh refugee's in India, Nearly three thousand dollars were collected from sale of tickets and about five haundred dollars were collected on the spot as donations.

San Francisco : A demonstration is being organised on June 2, 1971.

Los Angeles : All members have committed to contribute $ 10.00 every month to the organisation and we hope, members of other units will do the same. Donations are flowing in and more are expected. Plans are being arranged to hold a demonstration on June 11, 1971.

Tuscon (Ariozn)	:	Publicity campaign going on in Arizona State University campus and donations are flowing in.
Denver (Colorado)	:	Local chapter formed and funds are being collected. Attached to this newsletter is an enclosure describing the present state of politics in Bangladesh. It also includes an assessment of the people with whom the pakistani military regime is hobnobbing to form a puppet Government in Bangladesh.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Newsletter Chicago : No. 3	10 June, 1971	News on Activities for Bangladesh Movement

SCHOLARS APPEAL TO NIXON

American, Canadian and other scholars specializing in the language literature, history, economy and life of Bangladesh and West Bengal held their annual conference at the University of Minnesota on May 29-30, 1971. Two sessions of the Conference were devoted primarily to the discussion of the current events in Bangladesh. In a statement sent to President Nixon, Secretary of State and the members of the Senate and the House participating American scholars appealed to stop all military and economic aid to the Gvernment of Pakistan. Following is the full text of statement :

As scholars of Bengal, we share a deep distress at the continuing attempt by the Government of Pakistan to kill and terrorize large numbers of bengali people and to destroy their society. Having examined the extensive evidence available to us relating the events that have occured in East Bengal since March 25, 1971, we can only conclude that it is the policy of the Government of Pakistan to eliminate Bengali culture and society as we presently know it. We are aware of the full seriousness of this charge and do not make it lightly, Yet we feel that we, as students of Bengali culture and society outside of Bengal, have a special responsibility both to the people whose life and work we have studied and to our academic colleagues in East Bengal. As citizens of the country which has largely equipped the Pakistani army. We can not remain silent while that army kills the people to whom we are so deeply indebted. We therefore ask the U.S. government to use all proper means available to it to bring an end to the killing in East Bengal. We are concerned at recent reports for example, that of the Christian Science Monitor of May 26, 1971, that "The U.S. now is reported ready to participate in a standby loan of roughly $ 100 million to be given by the consortium this summer". We believe that the U.S. should not give further assistance of any kind to the Government of Pakistan until it ceases

the use of military force in East Bengal, Moreover, we urge that all possible assistance be provided to the enormous and ever-nicreasing number of Bengalis who bave been forced by the Pakistan army to leave their homes.

A similar statement has been issued by the non-American scholars expressing their concern appealing to the United Nations for immediate action.

ORGANISATION NEWS

A meeting of the Bangladesh Defense League was held Chicago on June 6, 1971, to consider the ways and means of co-ordinating the activities of different groups arround the United States and Canada. Representatives from Illinois, Michigan, Indiana, Ohio, Wisconsin were present in this meeting. Bangladesh groups working in nine southwestern states already organised themselves into a zonal unit and sent a representative on their behalf to participate in the meeting.

Legal Counsellor of the BDL explained the legal framework of the organisation and clarified various legal points for the benefit of the participants. BDL acountant presented appropriate procedure for collecting funds and channeling them to the central fund. Other organisational matters were discussed in detail an arrangements for closer co-operation to achieve continuity and maximum efficiency in the efforts of the individual units were agreed upon.

A Board of Directors, under whose guidance the co-ordination of activities will be undertaken, was formed with on representative from each group. This will later be enlarged to include representation from all other groups not yet presented.

Mr. Mahmud Ali, former Vice-Consul of the Pakistan Consulate in New York, who served his relations with the Government of Pakistan and declared allegiance to the Bangladesh Government, also attended the meeting and presented a report. The meeting approved the budget of the Bangladesh Mission in New York and the amount was released from the BDL fund.

The meeting also allocated funds to immediately establish a Mission in Washington D.C.

The meeting approved a guideline for all member of the BDL to the effect that each member will contribute a minimum of ten percent of his take-home salary to the BDL until the invaders of Bangladesh are driven out. Bangladesh Government is in urgent need of large sums of foreign exchange. All members and sympathisers are urged to donate maximum possible amount.

I was further decided that a research unit under the title 'Bangladesh Research Center' be established as a subsidiary of the BDL. The Reserch center will be responsible for bringing out timely books, articles, papers, brochures, to advance the cause of Bangladesh and counter the false and malicious propaganda of the Pakistan Government and its embassies around the world. Bangladesh Research Center will welcome materials for publication and distribution. Please send us your suggestions.

The President of the BDL will visit the West Coast and contact the Bangladesh groups to change ideas with them with view to coordinating their efforts with other groups.

A nation-wide campagin for donation to the Bangladesh Emergency Welfare Appeal is being worked upon. A brochure to accompany the fund raising appeal is under preparation.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh★ New York : No. 3	16 June, 1971	Editorial

EDITORIAL

Our country was born on 26th night of March is passing through much pain and agony. For all practical purpose, Pakistan as one country is dead. Bangladesh has come to reality out of much sacrifice and struggle for complete control of the territory has just started. This is the begining of a long drawn fight against the foreign troops of Yahya's fascist military regime of west Pakistan.

Yahya's agent Tikka Khan will try to create quislings and will pick up few traitors from Bangladesh Some of them may come out with statement under duress and gunpoint. We have no way of knowing the truth as there it complete blackout of any news. Foreign correspondents may now be allowed to enter and visit selected places under military supervision.

Awami League got a clear mandate for six points program by majority population of former Pakistan. Fascist military government declaring this party illegal, its leaders traitors, started bombing cities and villages, burned houses and student dorms, mowed down people under tanks. They have already killed more than a million by this time and forced more than 4 million to flee their home and to take shelter in nighbouring India. According to Fascist military ruler, entire population of Bangladesh are "miscreants and infiltrators". Civilized world is not only shocked but have lost words to express condemnation of such unparalled barbarism.

Our task is remendous at this moment. We have to realise once for all that we cannot stay as a colony of West Pakistan any more. Therefore, we have to continue our fight untill we win, We have to inform American people by organising seminers, teaching, fund collection drive, demonstrations, rally etc, to mobilise public

★ Bangladesh : বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার শাখা সংগঠন কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রচারিত। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি : কে, এম, আলমগীর।

opinion so that US Government stops military and economic aid to the West Pakistani based Yahya Government. We have to urge American people to send telegrame, letters and memoranda to their leaders and representatives to move in positive direction in favour of our people and the cause of Bangladesh. We have to watch the false propaganda of Pakistan Embassy and Islamabad and counter with truth. Bangladesh liberation army is more organised to-day. Number of Volunteers are increasing daily in thousands, training tenters are coming up more in unmbers and these are better equipped today. Commander-in-Chief of Bangladesh army General Osmani has predicted. "The Country will be cleared of the occupation forces within 14 to 18 months"

Surely vitory is ours.

★ ★ ★

One of our freedom fighters who was known to all Bengalis Mr. Dewan Mahbub Ali suddenly expired while attending a political conference in Budapest this month (Inna Lillah...) We extend our heartfelt condolence to his family. Nation has lost a gallant fighter and an esteemed political leader whose repleaement is hard to come in long time.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh★ New York : No. 3	16 June, 1971	A Glimpse of Activities

BANGLAESH LEAGUE OF AMERICAN (NEW YORK) A GLIMPSE OF ACIVITIES

The East Pakistan League of America, now known as Bangladesh League of America was founded in 1947 as Pakistan League of America. Then Amended to East Pakistan League of America on December 12, 1970. Since its inception, it undertook various activities to further the cause of Bengalis both home and abroad. Here, a brief description of the activities of the League, centering around major Bengali national events are presented :

Cyclone: The League arranged a film show, *SHUTARANG* to raise funds for the Cyclone victims of East Bengal. It has held a demonstration in New York in protest of apathy of the Central Government towards flood victims of East Bengal. The League despatched letters, telegrams to the Government of the USA, US Ambassador in Islamabad and the US Consul in Dacca protesting diverstion of ships carrying food grains for the cyclone victimes of East Bengal to Karachi. In addition to these, the League submitted a memorandum before the Human Rights Commission of the UN, pointing out colonial treatments of East Bengal by West Pakistani and urged for right of self-determination for the people of East Bengal.

General Election : Devastating cyclone was followed by General Election in Pakistan. The League in its telegram to Sheikh Mujibur Rahman, dated March 6, 1971 hailed his landslide victory and pledged its unequivocal support for the Six points program of the Awami League. The League also sent a telegram to Yayha Khan, demanding self-determination of East Bengal.

PROCLAMATION OF PEOPLES REPUBLIC OF BANGLADESH

Following ruthless army crack down of the self determination movement in East Bengal, Sk. Mujibur proclaimed Democratic Peoples Republic of Bangladesh on March 26, 1971. The League

left no stone unturned to rise up to the call of the Nation. The League immediately launched all out campaign to seek support for the reognition of independent Bangladesh and stopping genocide let loose by the army of Yahya Khan. Letters and telegrams were sent to Presidents of USA, USSR and France and Prime Ministers of UK and India, bringing to their attention the facts of the present crisis and urging upon them to recognize the independence of Bangladesh and use their good offices to stop the genocide in East Bengal.

Letters an memoranda were sent to the US Government and the members of the US Congress, requesting suspension of all types of US aid to the Government of Pakistan with immediate effect and to help stop the genocide. The representatives of the League personally met almost all the Ambassadors of the Member States of the United Nations and requested them to condemn the atrocities of the West Pakistani troops in East Bengal and sought support for the realization of the right of self determination of the people of Bangladesh of its Government.

Telegrams were also to Mr. U. Thant, Secretary General of the UN, requesting him to intervene in the crisis,, in compliance with the article 99 of the UN Charter; he was also requested to send an UN observer and sponsor an UN supervised relief operation in Bangladesh. Several attempts were made in vain to have a personal interview with Mr. U Thant.

Organizational Activities : A Relief committee of Bangladesh was formed with Mr. Nurul Amin Chowdhury as Chairman in a meeting on March 30. The Action Committee, formed earlier, was enlarged in a meeting on April 4, 1971. On April 25, an Election Exmination Committee was formed in view of the next general election of the League with Mr. Shahadat Hussain as Chairman.

CHAPTER NEWS

Greater Washington D.C. Chapter of Bangladesh Leagure of America is in full swing of their activities to further the cause of Bangladesh. The Chapter has launched a vigorous lobbying campaign in the US Congress every day as a routine, a group of League members alternatively contact the Senators and Congressmen with relevant literature to prove our cause for Bangladesh. The respons to this efforts is highly fruitful and

affective. The League in collaboration with the local chapter of Bangladesh Friendship Association and American University arranged a seminar for Joyprakash Narayan, the Sarvoday leader from India. It may also be mentioned the League has waged an impressive fund raising drive. In a general meeting of the League, it was agreed that each member of the League would contribute at last 5% of one's salary each month to the League Account. The response to this commitment is highly favourable.

Dr. Badruddoza of Mason City, lowa organized a TV Program in the local channel where he explained the events led to the declaration of independence by the people of Bangladesh. He also arranged sending more than 40 telegrams by his local American friendship to American Senators and Congressmen.

A panel discussion on Bangladesh was held in the International House, Columbia University, in the last week of April, 1971. Mr, & Mrs, Baman Basu, Dr. Rashiduzzaman and others participated in the disccussion. After the discussion, it was resolved that a fund would be raised from the members of the International House to help the War victims in Bangladesh.

Dr. Zillur Rahman Athar, Dr. Habibur Rahman, Dr. Yunus, Dr, Ismail and others from Nashville, Tennesee, arranged a TV program in their local channel where they gave vivid accounts of the army led blood baths in Bangladesh.

★ ★ ★

RALLY IN NEW YORK

New York June 12, 1971. Under the joint sponsorship of Bangladesh League of America, Bangladesh Friendship Accociation and joint Committee of Indian Organization, a mass rally in support for the cause of Bangladesh was held in New York on June 12, 1971. An estimated 1,000 people from different walks of life an from different regions of the country attended the rally. The speaker in the raly were Mr. Joyprakash Narayan, Dr. Iqbal Ahmad, Mr. Willim Ryan, Dr. Plastrik, Mrs, Anne Taylor, Dr. Alamgir. And Mr. A Pulley. The meeting was chaired by octogenarian freedom fighter Mr. P.C. Mukherjee.

Joyprakash Narayan, the Sarvoday leader from India pointe out in his address that the people of East Bengal did not want to severe their ties from the Union of Pakistan until the time when it

was virtually forced upon them by the military Government of Pakiastan. Mr. Narayan maintained that the independence of Bangladesh is inevitable since it is the life and death question of each and every Bengali in that region. He appealed to the leaders of the world in general and the free world in particular to exercise their good-offices in bringing lasting peace in the area immediately, in accordance with the wishes of the people. He attributed greater responsibilities to the Big powers for restoring lasting peace in Bangladesh and he warned the leaders of the Big Powers that they would be held responsible for the miseries of Bengalis, if they fail to rise up to the needs and aspirations of teeming millions of Bengalis.

Dr. Iqbal Ahmad, a scholar from West Pakistan deeply condemned the acts of brutalities unleashed by the military Government of Yahya Khan. He termed the military Govt. of Pakistan as an extreme fascist Government. Dr. Ahmad extended his full support to the right of self-determination of the Bengalis.

Mr. William Ryan, US Congressman while addressing the rally urged the United States Government to withheld all types of aids for the Government of Pakistan till the rights of Bengal are restored. He assured his all out supports to the realization of the rights of self-determination of the Bengalis. Dr. Plastrik, Professor of the New York University also called for suspension of US aids to the Government of Pakistan till lasting peace is restored in East Bengal. He cautioned that the resumption of any US aid to the Government of Pakistan prior to the restoration of the rights of self determination of the Bengalis, will make USA as a party to the suppression of the inalienable fundamental rights of the 75 million Bengalis.

Mrs. Anne Taylor, the free-lance journalist, who earlier went on hunger strike in Washington for the cause of Bangladesh. apprised the audienc with her eye-witness accounts of acts of brutalities committed by the West Pakistani armies against the unarmed civilians in East Bengal and finally, she appealed to the right thinking people in the USA to help realize the rights of self determination of the Bengalis Earlier, Dr. Alamgir, from Bangladesh League of America made a fervent appeal to the people of the USA to exert influence upon their Government to stop any aid to the Government of Pakistan till the independence of Bangladesh is fully guaranteed and the last soldier from West Pakistan is removed from the soil of Bangladesh.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh News letter Chicago : No. 4	1 July, 1971	Editorial Bangladesh Counts On You

Editorial

BNGLADESH COUNTS ON YOU

Three months have passed since the brutal army operation began in Bangladesh. During this time hundreds of thousands of defenceless Bengalis have sacrificed their lives at the alter of freedom and justice. A conservative estimate puts the number of those killed by Pakistan Army close to half a million. Six million people have been forced to leave their home for the safty and protection on the other side of the border. A hundred thousand more continue pour into India everyday with tales of army brutalites, rape, torture, arson and killing. Thousand fall dead on the way from fatigue and exhaustion. And several more thousands have died from cholera and other diseases and continue to die everyday in the overcrowded camps in India. An exodus of this magnitude is probably unprecedented in human history. Within its own limitations, the government and the people of India have done a super-human job in taking care of these helpless millions of refugees. We owe a deep sence of gratitude to them for coming to our aid at the time of our greatest need.

Within Bangladesh Bengalis are sacrifying their lives to ensure that we can live as free and proud people for all times to come. The tales of their courage and determination are being documented everyday in the press.

But what are we doing for our motherland at time of her greatest need? We, who are living in the comfort and luxury of Western life, far removed from the scene of death, disease and destruction may ask ourselves : Have we given our utmost for the sake of our country? Individually and collectively we must put every bit of pressure on the officials of this country to stop all aid to Pakistan, and take all possible measures to create strong public opinion in this country against any aid to pakistan.

Secondly, Bangladesh is badly in need of foreign currency. A dollar goes a long way to help our cause. Let us pledge that from every pay-check we will keep only an amount to cover bare necessities and the rest will go to help Bangladesh. Can we afford to do otherwise?

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh News letter Chicago : No. 4	1 July, 1971	News on Activities For Bangladesh Movement

CO-ORDINATION BODY FOR WEST COAST BANGLADESH GROUPS

With the beginnig of the liberation war in Bangladesh it became necessary to find ways for co-ordinating and channeling the spontaneous patriotic responses of all the Bengalis. In order to arrive at some specific lines of approach for effective co-ordination and communication, a meeting was held on May 22, 1971 at San Fransisco attended by the represeentatives of Los Angeles, Berkeley, Stanford and San Francisco Bengali resedents. The following decisions were taken in the meeting :

1. The main co-ordination body will be stationed at Los Angeles and will communicate with the orther units of the West Coast at Berkeley, San Francisco, Stanford, San Diego, Santa Barbara, Denver (Colorado) and Tuscon (Arizona). It will aslo look forward to setting up co-ordination with more units in Hawaii, Dalas, and pittsburg (Kansas).

2. Active communication with New York, Washington, Chicago and Michigan bodies will be maintained by the main co-ordinating body, and it will also convey the instructions reseived from the Banglaesh government to all other units of the West Coast.

3. All unitls will exchange information of interst amongst themselves and will pass on the news to local members.

4. A remittance of 5% of the total collections will be made by all the West Coast units to the Los Angeles body in order to cover the overhead expenses of publicity and orther co-ordinating expenses.

5. Generally eaeh unit will keep up the publicity campaing to expose the brutalities and the afrocities of the Pakistan army committed in our land, and promote our legitimate claims of Bangladesh to complete independence amongst the America public in general and the reprsentative Americas in particular.

6. Statement of all collections of funds will submitted to Los Angeles.

7. A master list of all residents and sympathisers will be prepared and the co-ordination of each unit will send names and Addresses and of all such persons to the co-ordinatiors in Los Angeles.

PUBLIC MEETING

A public meeting will be held on Thursday, June 24 at 8 P.M. at Friends Meeting House, Fourth and Arch Streets, Philadelphia, Pa. The purpose of the meeting is to establish an organization, the FRIENDS OF EAST BENGAL in order to 1) inform the American public of the events in East Bengal, 2) to Support relief work and 3) to appeal for an embargo on further aid to West Pakistan until it ends its reign of terror in East Bengal. The meeting is being organized by prof. Charles kahn (University of Penn), Rev. Richard L. Keach (Central Baptist Chucrh, Wayne) and others. All are requested to attend.

NEWS IN BRIEF

A symposium of Bangladesh will be held at the University of Windsor, Canada, on July 7, 1971 at 7:00 P.M. The topic for the symopsium is *THE CASE FOR BANGLADESH.* Speakers will include Prof. Ron Inden, Department of History, University of Chicago, Prof. Ralph Nicholas, Department of Anthropology, Michigan State University, Prof. Peter Bertocci, Department of Sociology and Anthropology, Oakland University, Michigan, Azizul Huq Khondker, BDL director from Detroit. The place of the meeting is The Room, Assumption College, 400 Huron Line, Windsor, Canade : Everybody is cordially invited to attend.

The next meeting of the Board of Directiors of the Bangladesh Defense League will be held i Madison, Wisconsing, on July 3, 1971 (Saturday at 1.30 P.M. All members of the BDL and sympathisers are welecome to attend this meeting. If you decide to come please contact BDL, 408 Virginia Terrace, Madison, Wisconsin (Phone 6098-233-0253).

The Bangladesh Information Center has been set up in Washington headed by Mr. Abdur Razzaque Khan. This office will co-ordinate all lobbying activities in Washington D.C Please contact Mr. Khan (703-931-2997) if you need any gaidance for lobbyig.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh (West Coast News Bulletin) California : No. 2	1 July, 1971	Editorial & Reports

Editorial

BANGALI BLOOD ON U.S. HANDS

Finally, Bengali's blood is on U.S. Hands. It's a pity that a Democratic nation like United States should flout the principles of Freedom and join hands with Pakistani dictators who are trying to subvert the very cause of this very country (U.S.) supposedly is fighting for in other parts of the world.

Sending of two ship-loads of arms to Pakistan, in the face of world indignation an repeated requests from the U.S. Senators, Congressmen and citizens to the contrary, shows blatant disregard for the hauman suffering precipitated by the Pakistani army with U.S. arms in East Bengal (Bangladesh). By Aiding the bestial action of Yahya's herdes of wolves with arms supplied by U.S. tax payers money, the Government of United States has forced the American people to become an unwilling partner in the geocide being committed in Bangladesh.

This is tantamount to the betrayal of human rights o unarmed Bengalis as well as a cynical deception of the American people by the Nixon regime.

The Freedom Fighters of Bangladesh deserve applause from the American people, and the League members & their friends for continuing the struggle for Freedom in the face of increasing adversity and the strengthening of enemy hands by direct U.S. aid to Yahya.

We, on behalf of the League and the American people, fervently appeal to Mr. Nixon and his Government to desist from helping the enemies of humanity and cut off all aid to Yahya and his military junta till they are out of Bangladesh.

STORY BEHIND RAPES

Human Breeding Camps In Bangladesh : A few days ago, a Punjabi student, whose father is a Colonel And involved in millitary action in Bangladesh made some shocking and revealing

remarks which must not be taken too lightly. He arrived in Los Angeles from Karachi only 10 days ago and was expressing the general feeling currently prevalent in West Pakistan— the feeling of intense hatred and dislike for the Bengali people.

It appeared from his boastful statements that the West Pakistanis now determined not to lose the colony in East Pakistan, are bent upon the idea of forced miscegenation (inter-breeding of races) in Bangladesh. Soldiers and officers have been instructed and ordered to have forced sexual relationship with Bengali women at any cost, so that enough children are born with West Pakistani blood who will increase the number of non-Bangalis in Bangladesh, Such a sinister move, heinous and detestable in itself, will surely cause the greatest damage to Bengali people, for these children when grown up, will naturally bear allegiance to West Pakistani people because of their blood relationship which will be amply manifest in their physical features. The West Pakistanis believe this great plan of theirs will start becoming effective within the comming generation. Bangladesh will thus be killed once and for all.

To be blunt, in other words, Bengali women—our mothers, daughters, sisters, wives nieces are now facing the ultimate dishonor and degradation at the hands of the West Pakistani troops. They say that they had once conquered Bangladesh (Bengal) with 17 cavalrymen only. Probably they are now confident that their army of 70,000 soldiers will be able to conquer Bangladesh again in the twentieth century. The statement of the Punjabi student is not just a mere boast; perhaps it does have some truth in it.

PRISONER OF ONE'S OWN FOLLY

In the gloomy era of McCarthism in the U.S. the official foreign policy guideline was "those who are not with us— are against us." The result of the guiding principle (which was the brain-child of the far-sighted Secretary of State— John Foster Dulles) was a "pactomania" which saw the U.S. forge artificial and often useless forty-seven alliances during the Eisenhower days. An integral part of this cold war foreign policy was the 'containment of China' which involved providing a strategic umbrella for countries bordering China. India and Pakistan were both offered military aid as a part of a bilateral defence agreement. India spurned the offer

while Pakistan— obsessed with the idea of being overrun by India— embraced it. India naturally felt that such infusion of arms into the subcontinent would cause and arms imbalance and tried everything it could to stop the arms shipment. The official U.S. line to India's protestations was that such arms were given to Pakistan with the explicit understanding that they would be used for defence against China only. This official lie exploded in the face of the U.S. Government when Pakistan launched a full-scale attack on India in 1955 using the same equipment that the U.S. had provided. As the 'diplomatic protests' failed to produce the desired result, the U.S. imposed a new embargo on fresh arms shipment. It was a pertial embargo in the sense that 'non-lethal end items' such as spare parts as well as jeeps and trucks could still be supplied. In order to lift the embargo unconditionally, Pakistan started making strong overtures to China & Soviet Union and obtained substantial millitary hardware in the process. So well did Pakistan set off one big power against the other, that the U.S. decided last October to resume the arms shipment using the official pretext that otherwise Pakistan would be overly dependent on the communist camp for its military hardware. This cruel hypocrisy has now resulted in the most ruthless genocide in the annals of human history paralleling those in the medieval ages. The hands of the Nixon Administration officials are stained with blood of the innocent Bengalis whose only offense was to demand proper representation on the governance of their state. To the total humiliation of the Bengalis against the brutal military machine of West Pakistan has been added the shameless apathy of the U.S. Government toward the plight of the refugees fleeing to India. While millions of dollars are still spent today to bring the exiles from Cuba to "freedom" in the U.S. The money and supplies provided to alleviate the sufferings of six million refugees have been pitifully inadequate. The U. S. still prides itself as being the universal protector of human values and democratic institutions. When will the hypocricy end?

A.K.M.
Los Angcles

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh News letter Chicago : No. 5	15 July, 1971	News on Activities For Bangladesh Movement

AMERICAN PEACE ORGANIZATIONS SUPPORT BANGLADESH

In the annual convention of the Peoples Coalition for Peace Justice (PCPJ) help in Milwaukee, Wisconsin, on June 25-27, resolutious were adopted supporting liberation of Bangladesh. Peoples Coalition is an umbrella organization of more than 100 peace organizations in this country. More than 800 deligates attended the conference.

Dr. Iqbal Ahmed, a West Pakistani scholar, was invited to address the plenary session of the conference to appraise the situation in Bangladesh, Dr. Ahmed appealed to the delegates to organize a strong resistance to the U.S. policy of aiding the military junta of West Pakistan and stop the beginning of another Vietnam type U.S. involvement in South- East Asia.

An all day Teach-in on Bangladesh organized by Bangladesh Defense League attracted the attention of conference. Local newsmedia covered teach-in in detail. Various affiliated organization of the PCPJ seperately and the conference collectively discussed the Bangladesh issue and adopted action programs.

The following suggestions were sent out by the PCPJ to all its members from its Washington D.C. office :

What can we do in three weeks (MAX) to stop America from perpetrating the worst human Disaster in modern history?

Support PCPJ National Actions

The Peoples' Coalition has just planned three national demonstration; New York, Washington and Sun Francisco, If you are in those areas, find out the demonstration details from PCPJ organizations and work on recruitment, media education, etc, (Also ask about the special May Day Tribe actions).

Stimulate And Support Local Action Elsewhere

Call your local groups and find out what they are doing about East Pakistan NOW (in a month it will be too late). Volunteer to get them moving.

Local Targets

Demonstrations at any Air Force, Army or Dept. of Defense supply agency or contruct administration, protesting the pentagon's continuing defiance of the Congressional ban on Pakistan arms shipments. (See N.Y. Times, June 22 and 25).

Lobbying

Get churches, etc. to write congressmen to support Gallagher Ammend. to H.R. 8961 the Saxbe-Church amendment to the Foreign Assistance Act (Senate), banning all aid to Pakistan.

Also wire the State Dept. (protesting keeping secret American reports on conditions in East Pakistan)— Nixon, and the Senate Foreign Affairs Comm, etc, Call the following, for information and literature, as well as local peace groups :

National: PCPJ Office— (202) 737-6800; Bangladesh League (Washington) (703) 931-2997; New York (Bangladesh) (212) 685-4530; Chicago (B.D.) (312) 288-0728; San Francisco (B.D) (415) 325-5796; Philadelphia (215) 747-4747.

PROTEST SET OVE ARMS TO PAKISTAN

A coalition of peace organization announced plans for demonstrations in three cities to protest American arms shipments to Pakistan.

Sidney Lens, a co-ordinator for the People Coalition for Peace and Justice, told a press conference in Christ the King Church, 25 W. Jackson, that U.S. military aid is "propping up a vicious military dictatorship" in Pakistan.

Lens said the Peoples Coalition plans to demonstrate at federal buildings in New York, Washington and San Francisco.

David Burak, a spokesman for the Mayday Tribe, an organization affiliated with the coalition, said his group plans "disruptive demonstrations of a nonviolent sort to halt the loading of armaments onto ships in New York."

He would not specify what the actions would be.

(Sun-Times, July 1, 1971 Chicago).

WISCONSIN PEACE GROUPS DEMONSTRATE

A coalition of Wisconsin peace groups called Wisconsin Alliance in association with the American Servicemen's Union (ASU) organized a demonstration on july 3 at the Pakistan Student's convention held at Madison. Demonstrators carried placards and stood silent vigil during the plenary session of the conference. The Alliance and the ASU earlier in a press conference announced their plan to stage a demon. stration at the air port when the Pakistan mbassador arrived. But the demostration could not take place the Ambassador cancelled his scheduled appearance in the convention at the last moment. The Alliance and ASU sponsored a Teach-in on Bangladesh where Bangladesh literature were distributed. Dr. Iqbal Ahmed and Mr. Muzammel Huq addressed the well-attended teach-in and answered questions on Bangladesh. A number of TV and Radio programs on Bangladesh were organized by the sponsors on this occasion.

BDL BOARD MEETING

A meeting of the Board of Directors of the Bangladesh Defense league was held in Madison on July 3. Activities and programs of the league were revived in this meeting. BDL has arged all the Bangladesh groups in the USA and Cnada to contact their local peace organization and co-ordinate their activities with the Address and telephone number of the nearest peace organization can be obtained from Mr. Brad Little, 1029 Vermont Ave. N.W. Washington D.C. (Phone: (202) 727-8600)

FRIENDS OF EAST BENGAL

On Tuesday, June 24th, at the Friends Meeting Hall, at 4th and Arch Streets, a group of citizens concerned about recent events in Pakistan, fromed. The Friends of East Bengal, a non-profit organization open to all who wish to join. The following resolution of purpose was passed :

1. To help relieve the suffering imposed by military action against the people of East Bengal, since March 25, 1971.
2. To further the freedom and political self-determination of the people of East Bengal.
3. To exert influence on the United States government to direct its policies to these goals.

Persons interested in joining or learning more about. The Friends of East Bengal may contact :

The Friends of East Bengal
C/o Charles khan
305 Logan Hall
University of Pennsylvania
Phila, Penna, 19104
594-8563
GR2-3969

COLUMBIA STUDENTS FOR BANGLADESH

A group of Columbia University students deeply concerned about the outrageous situation in East Bengal presented a petition bearing nearly four hundred signatures of students and professors to the United Nations. The petition urges certain spesific measures designed to stop the bloodbath in Bangladesh. Signers include two Nobel Laureates

PUBLIC MEETING IN CANADA

At public meeting at International House. University of British Columbia on June 16, to hear jay Prakash Narayan of the Gandhi Peace Foundation speak on the situation in Bangladesh the following resolution was approved.

"We call upon the President of Pakistan to cease terrorizing the people is whose name he govern and to reopen negotiation with the surviving elected members of the National Assembly so that democratic and responsible government can be restored to East Pakistan".

Forwarded by Porofessor Barrie M. Morris of the Department of Asian Studies University of British Columbia, to professor Ralph W. Nicholas, Asian Studies Center, Michigan State University, on June 16, 1971.

BANGLADEHS ASSOCIATION OF QUEBEC

Naiyyum Choudhury, General Secretary of the Bangladesh Association of Quebec reports:

"Padma" carrying U. S. Arms and amunition arrived in Montreal port to load Canadian made sabre Jet parts for Pakistan Air Force. The timely action of the Montreal Press resulted in putting an embargo on the Canadian arms shipments.

We are keeping a close watch on this North America-Pakistan conspiracy and trying to unveil it to the Canadian people by working with local press and sympathetic Canadians.

Demonstrations against the arrival of Padma were supported and joined by several labour groups including the Confederation of National Trade Unions.

REPORT FROM MICHIGAN

From Michigan Mr. Muzammel Huq reports:

On the 29th of June I went to Grand Rapid to attend the convention of "Anether Mother For Peace" to distribute information materials and give a talk about the situation in Bangladesh.

We have started a fund raising drive at the Michigan State University. An appeal signed by Prof. Ralph Nicholas (Professor of Anthroplogy), Prof. Bill Ross (Chairman, South-East Asian Studies Department) and Prof. Richard Niekoff has been distributed among the four thousand faculty members of the M.S.U.

At M.S.U. students from Bangladesh in association with the Friends of Bangladesh have started a buket dinner to collect funds. 300 tickets for the dinner have been sold in the first week. The dinner will be followed by a discussion on Bangladesh. Dr. Jamza Alvi from West Pakistan will speak to the audience to support the cause of Bangladesh.

(Please do write us about the activities of your group, Your programs may give ldeas for new plans for other groups: Bangladesh, Newsletter).

BANGLADESH ASSN. OF DELAWARE VALLEY

Bengalis living in and around Philadelphla have formed an organization in order to co-ordinate their activitiess in furthering the cause of Bangladesh. This organization will make available to interested individuals informative materials from the Western press. For more details contack the Association at 49 Marboro Lane, Willingboro, N.J. 08046 .

BANGLADESH LEAGUE CONVENTION

The annual convention of Bangladesh League of America was held in New York on June 26, 1971, Apart from the New York

group, chapters of the Bangladesh League represented in the convention were Washingtion, D.C. Kentucky, Tennessee and N. Carolina. Observers from the Bangladesh Defense League, Bangladesh Association of Delaware Valley and the Bangladesh Association of Ohio were also present. The day-long activities of the convention included reports from the chapters and other Bangladesh organizations. Convention was concluded with the formation of a co-ordinating committee to co-ordinate the activeties of different groups working for the liberation of Bangladesh and the election of the executive committee of the League.

BANGLADESH DEFENSE LEAGUE LINKS UP WITH WEST COAST GROUPS

Dr. F.R. Khan President of the Bangladesh Defense League attended a meeting of the Bay Area Bangladesh groups and sympathizers held in San Francisco on June 25. 1971. Representatives from the Los Angeles group were also present in the meeting. Dr. Khan explained the organizational structure of the BDL and the Bangladesh Emergency Welfare Appeal and gave a report on the programs and activities of these organizations. He emphasized the need for better co-ordination among all Bangladesh groups throughout the United States and Canada.

The meeting resolved that a part or all the funds raise by the Bay Are a organization will be channelled through the BDL and the BEWA. It was agreed that one representative of the group will be nominated to serve as a member of the Boards of Directors of the BDL and BEWA.

A second co-ordinating meeting with the president of the BDL is scheduled to be held in San Francisco on july 18, 1971.

FROM BANGLADESH MISSION, NEW YORK

Mr. A.H. Mahmud Ali of the Bangladesh Mission in N.Y. has supplied us with followng information :

1. The Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities— an organ of the United Nations— is meeting in N.Y. from the 2nd of August, 1971. This Sub-Cmmission is an expert body and therefore is an appropriate U.N.

organ to consider and look into the human rights aspects of the situation in Est Bengal. Anybody who has some information, may address a letter to the Secretary-General of the United Nations with a copy to the Bangladesh Mission, 10 East 39 Street. Room 1002A, New York, 10016.

Those who have left East Bengal after the 25th of March, 1971, can testify before non-governmental organizations such as The International League for the Rights of Man which are in consultative status with the U.N. so that their testimony can be presented to the Sub-commission.

Letters received from refugees in India or from East Bengal would be useful.

Those interested in testifying, may kindly write to the Bangladesh Mission.

2. The U.S. Presidential Committee on foreign Scholarships is meeting in early September next. This Committee decides on the grant of funds to educational institutions in foreign countries.

Those who have left East Bengal after March 25, 1971, may testify before this Committee. Those interested may write to the Bangladesh Mission.

ACTIONS SUGGESTED

1. Generate as many calls, letters and telegrams to Senators and representative from all possible states. Ask that they co-sponsor the Church- Saxbe amendment S-1657 and similar legislation in the House (Gallagher amendment), Urge them to make public statements and query the Department of State and the Pentagon.

2. Talk to your local civic groups and inform them of the magnitude of the disaster in Bengal and how we are presently involved.

3. Follow all possible newspapers for inormation daily. Have someone in your area keep a briefing file.

4. Support your local Bangladesh group. Idicate to them the value of pressure on Washington.

5. Send your best informed people to assit directly in the large job of informing Congressmen.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Shikha★ New York : No. 5	1 August, 1971	Editorial and News on Bangladesh Movement

Editorial

UNITED WE STAND ...

It has been quite a long time since Pakistan army's bloody campaign to stop first the autonomy movement and then the independence movement of the Bengalis in Bangladesh started on March 25, which resulted in the massacre of the Bengali population in general and the intellectuals in particular and the exodus of about seven million terrorstricken people. The conscientious people of the world have cried out in anguish and condemned the mediaeval barbarism of Pakistan Government. But the so-called world powers, big or small, with a few exceptions, have maintained silence over this worst genocide of its kind since Hitler's time. The hue and cry raised by their people failed to reach them panetrating the formidable barrier of power politics. The exceptions are India. U.S.A and China. India along with the monumental task of taking care of about seven million refugees has publicly supported the cause of the people of Bangladesh, while U.S. is sending military equipments to feed the blood-thirsty military junta of Pakistan despite tremendous pressure from within and outside the government to stop all military aid to Pakistan until a political accomodation is worked out for the Bengalis. China, who has been the most outspoken critic of 'the aggressors and their running dogs' has been turned into a running dog herself by taking sides with the Pakistani aggressors. While this goes on Bangladesh is bleeding and she is bleeding profusely.

The lesson is : we, the people of Bangladesh, have to fight an liberate our 'golden Bengal', with whatever means we have, without even the moral support of these world powers. That means, our Mukti Bahini and our peasants and workers inside occupied Bangladesh are our only saviours.

What we need at this crucial point of our history making is a global unity—unity among all political parties and fighting forces.

★ Shikha : বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা, নিউ ইয়র্ক শাখা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রচারিত।

At the same time, we have to induce and instruct the populace inside Bangladesh, and this, we think, should be given serious considerations because the most important factor in a guerrilla warfare is the active support of the populace, Only when the entire population of Bangladesh take up arms will the castle of military junta collapse. The Awami League, undoubtedly, commands the overwhelming mass support in Bangladesh, but the National Awami Parties and other parties, who have pledged their support for the independence struggle, also are influential in some areas. It is imperative that all the parties, regardless of their differences in political and social ideologies, join hands and from a broad liberation front to cope with the 70,000 well-trained professional ar my. The longer we wait, the firmer will be the grip of the West Pakistani vampires on us and harder will it be to throw them off.

ACTIVITIES IN AND AROUND AMERICA

Ali-Choudhury in Canada

International news of the civil war, massacres, fligts of refugees and cholera epidemica are misrepresentations, being circulated by powerful financial groups", said Mr. Hamidul Huq Choudhury and Mr. Mahmud Ali in a press conference while about 15 men and women paraded in protest with placards outside the National Press building. The protestors welled chants like "Long Live Bangladesh", "Down With Traitors", "Ali-Choudhury Go Back Home".

Mr. Choudhury who did most of the talking at the sparsely attended press briefing, challenged the commonly cited figures about 6,500,000 for the number of refugees who have fled to India. He denied there was a genocidal policy being conducted by the soldiers of Yahya Khan.

For the most part, Mr. Choudhury met direct questions with long polemics that ranged far from the point of the question. He was challenged several times by frustrated reporters to stick to the point.

To one reporter who was in Dacca on March 7 and 8 and who described it as quiet on those days, Mr. Choudhury said, "This is your version. You will have to read the papers".

Mr. Ali, a tough looking man who sat quietly most of the time, at one point leaned forward over the desk and speaking loudly

and aggressively said. "If the country's integrity was at stake, it is the duty of the army to uphold it... whenever necessary the army and the police will be used", (reported by Clair Balfour of the Globe and Mail, Toronto, July 22, 1971).

From Toronto Mr. Sarwar Alam Khan, President of Bangladesh Association of Canada, reports:

The so-called 'Pakistan Solidarity Commitee' in toronto organised a meeting to be addressed by traitor Mahmud Ali in the Ontario College of Education auditorium on July 18, 1971 .

To protest this propaganda tactics of Yahya Khan, the Bangladesh Association of Canada (Toronto) arranged a peaceful demonstration in front of the auditorium. As only 'Pakistanis' were ivited, we decided to boycott the meeting totally.

The unruly West Pakistanis jumped on the lawful demonstration and attacked us with physical violence without any provocation from our side. When imposed upon us we had to retaliate, and they were forced to retreat. At this point, the oplice arrived and pushed them inside the auditorium. The meeting was reported to be a complete failure.

Demonstration before U.N.

About fifty Bengalis and American sympathisers staged a demonstration on July 24 before the United Nations. They were carrying signs showing "Free Mujib Immediately", "Try Yahya not Mujib" etc. The demonstration organised by Bangladesh League of America, New York was in protest against the President Yahya's recent statement indicating the trial of Sheikh Mujib on charges carrying death penalty.

Later Bangladesh League of America handed over a memorandum to Secretary General U. Thant urging him to intervene with the authorites of Pakistan to halt the forthcoming juridical killing of Sheikh Mujib and to stop the genocide and try the perpetrators of the genocide by an International tribunal.

ISCO Appeals to world Powers

International Student Cultural Organisation (ISCO), New York, consisting of members from Germany, Poland, America, India, Iran, Sudan and many other countries, in an extraordinary

meeting, demanded the immediate withdrawl of all invading Pakistani troops from Bangladesh and called on its brethren organisations to support the cause of democracy an self-determination of the people of Bangladesh.

According to the chairman, Mr. Sudhangshu B. Karmakar, the organisation has sent appeals to United Nations Ambassadors, heads and influential political leaders of different countries including premier Chou En-Lni and Presiden Nixon urging them to use their influence on Pakistani military junta to stop immediately the genocide and withdraw all the killers from Bangladesh.

In response the National Council of Israeli Students has reportedly pledged their full support for the people of Bangladesh.

Beatles come to the Aid of Bangladesh

George Harrison and Ringo Starr of the four Beatles have agreed to give special concert on August 1, 1971 at the Madison Square Garden, New York, in aid of the refugee children of Bangladesh,

This will be Harrison's first concert since 1966, Others who will join him in raising funds are reported to be Ravi Shankar and singer Leon Russel.

Pickets against Shipment of Arms

Members of Save East Bengal Committee, Friends for Bangladesh, Quakrrs and different Peace groups jointly picketed pier 36 on the East River in New York on July 23 against the shipment of arms to the West Pakistani government from the United States.

The Pakistani Lines ship Sutlej, berthed at the pier, is reportedly carrying military equipments.

Similiar demonstration was also staged at Baltimore city port against arms loading into the Pakistani freighter padma on July 15. Seven Quakers were arrested on that day.

The freighter Padma finished loading and sailed from Baltimore on July 18. Two longshoremen said that they had seen cannons aboard the ship.

Suport Gallagher Bill

U.S. citizens, born in East Bengal, living in and around New York city, have sent letters and telegrams to congressmen urging

them to exert all their influence to stop all aid to Pakistan and to support the bill passed by Asian and Pacific Affairs Standing Committee under the chairmanship of Mr. Gallagher. In their letters they also urged the Congressmen to support the Saxbe-Church amendment No. S-1657 when it comes to the floor.

Bangladesh Infromation Center

The Bangladesh Information Center has been set up in Washington, D.C. The office will be a strictly non-partisan information center and clearing house for all Bangladesh groups and sympathisers. Followng Volunteers are workng in the office on a temporary basis now : M. Siddique, M. Yunus, F. Faisal, W. Greenough, Dr, Nalin (part-time).

A. Taylor (full-time).

The Information Center has published the first iussue of its news letter. For more information write to ;

Bangladesh information Center
418 Seward Square, Apt, 4
Washington, D.C. 20003
or call: (202) 547-3194

ANNOUNCEMENT !! ANNOUNCEMENT !!

The General Secretary of the Bangladesh League of America, Inc. in New York announces the general meeting to be held on Sunday, August 8, 1971, at the Gulistan Restaurant, 145 Bleecker Street, New York at 11.00 A.M. Apart from the general discussions about the activities of the League, the meeting will decide upon the amendments to the consitution brought forth on the election day. Prof. Stanley Plastrik of New York University will speak on this occasion. All members and interested persons are hereby invited to attend the meeting.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Newsletter Chicago : No. 6	5 August, 1971	How The Pakistan Question Stands In Congress

HOW THE PAKISTAN QUESTION STANDS IN CONGRESS

On july 15, the House Foreign Affairs committee voted 17 to 6 in favor of the Gallagher Amendment (HR 9160) to withhold military and economic assistance from Pakistan untill East Pakistani refugees have been returned to their homes and "reasonable stability" has been achieved in the country. We are hopeful that the entire House will follow the Committee's recommendations. For Congress to authorize the Administration's request of $131.8 million in economic and military aid for the fiscal year 1972 is to strengthen the control of the military regime and to deny help to the Bengalis who are being subjugated by the army.

In the Senate, the feeling against American economic and military assistance to the Pakistan Army is stronger than in the House. There are at present 32 co-sponsors to the Saxbe-Church Amendment (S 1657) to the Foreign Assistance Act of 1961. They are as follows : Allott, Colorado; Beall, Maryland; Bayh, Indiana; Bellmon, Oklahoma; Bennett, Utah; Beggs, Delaware; Brooke, Massachusetts; Case, New Jersey; Church, Idaho; Cranston, California; Eagleton, Maine; Gurney, Florida; Hart, Michigan; Hartke, Indiana; Hatfield, Oregon; Hughes, Iowa; Humphrey, Minnesota; McCovern, South Dcakota; Mondale, Minnesota; Moss, Utab; Muskie, Maine; Pastore, Rhode Island; Bell, Rhode Island; Proxmire, Wisconsin; Pandolph, West Virginia; Ribicoff, Connecticut; Roth, Delaware; Saxbe, Ohio; Scott, Pennsylvania; Stovens, Alaska; Stevenson, Illinois; Tunney, California, *Please Act Immediately. These Measures are Presently Being Considered In Congress.*

How you can help:

In The House (in case the House fails to take action this week).

Your letter or postcard asking for your Representative's support for the Gallagher Amendment (HR 9160) to the Foreign Assistance Act is crucial in order to assure its passage when it

reaches the House floor. Each mailing is recorded on a tally which circulates weekly to every Congressman. In addition a thoughtful letter usually provokes a thoughtful answer, so we are enclosing a sample format letter which you may wish to send.

Snggested postcard format :

Support the Gallagher amendment (HR 9160) to the Foreign Assistance Act of 1961 Stop Economic and military assistance to the Pakistan military regime. Support relief efforts in East Pakistan .

In The Senate

A mailing to your Senators asking for support of the Saxbe-Church amendment (S 1657) is also important, Certain members of the Foreign Relations Committee need additional pressure, even though they may not be from your state :

Sparkman, Alabama	Aiken, Vermont
Mansfield, Montana	Sccott, Pennsylvania
Symington, Missouri	Pearson, Kansas
McGee, Wyoming	Spong , Virginia

Support Postcard Format:

Support the Saxbe-Church Amendment (S 1657) to the foreign Assistance act of 1961. Stop Economic and military assistane to the Pakistan military regime. Support relif efforts in East Pakistan.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Newsletter Chicago : No. 6	5 August, 1971	Editor's Note

EDITOR'S NOTE

We are sorry for the slight delay in the publication of this issue of our Newsletter. Both of our editors were out of town and our chief editor is still in Washington, D.C. helping lobbying efforts at the Capital Hall, We hope our readers will appreciate our diffiulties.

There is a good chance that by the time this newsletter reaches you, the House of Representatives of the United States Congress will be considering the Gallagher Amendment and acting upon it. At least it is on the agenda for floor action on Tuesday August 3, 1971. Our Washington lobbyists feel encouraged by the responses from the majority of Congressmen and their aides they have contacted. We are very much hopeful that the amendment will pass the House.

The similar Saxbe-Church Amendment in the Senate will come up for floor action some time in September when the Senate reassembles after summer recess. There is a stronger bipartisan feeling in the Senate in favor of the Amendment. (Both the Gallagher Amendment and the Saxbe-Church Amendment to the Foreign Assistane Act of 1961 will stop economic and military assistance to the Pakistan military regime till a political solution is found in East Bengal.) Already 32 Senators have co-sponsored the amendment. But it is important that we get more support. So please keep up the drive to have more letters sent to all the Senators during the month of August. Make your American friends write to their own Senators. And if for some reason the House fails to act on the Gallagher Amendment before the summer recess, letters and cables to all the Congressmen should also continue to flow in.

We are fighting for a just cause. Never has a people been so wronged as we have been at the hands of Pakistan. It is, therefore, comparatively easy for us to win support to our cause. Just let more and more people know about the facts and they will support us. Let us work a bit barder in August. If we can stop the U.S. gov-

ernment from aiding the tottering government of Pakistan, the battle in Bangladesh will be half won. The Mukti Bahini (Liberation Army) will do the rest for us. Joy Bangla !

ATTENTION

1. The Bangladesh National Anthem on Record. The BDL has made arrangements with a recording company in this country to produce a 45 r.p.m. disc record containing the national anthem of Bangladesh: "Amar Sonar Bangla". Already the preliminary recording has been completed. Two renowned singers from Bangladesh sang the anthem for the recording. The record will be available from the Bangladesh Defense League office. Please place your orders with our office.

2. We have reprinted several thousand copies of a booklet entitled "Why Bangladesh" (46 pages) originally published by the Public Relationis Department, Government of Bangladesh. We would like to sell this book in order to raise funds and also for publicity. We would like our readers to help. Please let us know how many copies you want for yourselves and how many you can sell, We would like to sell it at 50c a piece.

3. Senator Kennedy is expected to make a trip to the refugee camps in India sometime in August. Please write commending Senator Kennedy on his action and ask your friends to write too.

4. The format of the brochure for Bangladesh Emergency Welfare Appeal (BEWA) has gone to the press. As soon as it is ready we will send it to different groups. The brochure may be distributed personally or mailed to prospective donors. We will send a copy of the brochure to each of our readers with our next newsletter.

5. The Bangladesh Information Center in Washington, D.C. has brought out its first newsletter which contains many useful informantions about lobbying activities etc. If you haven't received your copy please send your address to the Bangladesh Information Center, 418 Seward Square, Apt. 4, Washington, D.C. 20003 (Phone: 202-547-3194).

SPECIAL NOTE

Below is a draft of a letter which could be sent to Congressmen and Senators. If your Senators and Congressmen have already

indicated support for the Gellagher amendment or the Saxbe-Church amendment, it would be helpful if you would write them brief note indicating your approval of the pasition each has taken. Senators or Congressmen with some sort of national constituency (such as Paul Mc-Closkey or Harold Hughes) will undoubtedly take into account the opinions of persons writing to them from other states, particularly on an issue which doesn't affect the home-town voters very much.

Dear Senator :

Knowing of your interest in international affairs and American foreign policy, we would like to convey to you our concern on the question of U.S. aid to Pakistan. The situation in East Pakistan, far from returning to normal, has deteriorated in the past several months. The report of a World Bank mission to East Pakistan last month confirms, beyond any doubt, the existence of widespread fear, death, and destruction, as well as the disruption of normal activities. Bengalis continue to fear for their lives on a daily basis; the economic life of the area has been almost totally disrupted; and the food situation threatens to become desperate.

As long as the American Government continues to support the Pakistan Government with military and economic aid, it is, in effect, supporting the repressive action of the Pakistan Army and its persistent brutality toward a civilian population. As you know, eye-witness accounts have reveale that America planes, tanks and armoured personnel ccarriers have been used in East Pakistan, and four pakistani ships have carried military euipment from the United States to Pakistan since the outbreak of defficulties March 25, despite the imposition of a State Departmeat ban on such shipments. On the basis of its fact-finding mission to East Pakistan, the World Bank recommended to the Aid-to Pakistan Consortium that it temporarily suspend aid to the Government of Pakistan. Ten of the eleven consortium members have agreed to follow this recommendation. Only the United States is continuing its aid program. In the face of this vidence-eye-witness accounts, evaluations done by reporter admitted to East Pakistan, and the World Bank mission's report— it is inexcusable that the United States continue aid to Pakistan.

Therefore, we urge you to support an amendment to the Foreign Assistance Act of 1961 which is being proposed by

Senators Saxbe and Church (Congressman Gallagher in the House). This ammendment calls for the suspension of all U.S. aid to the Pakistan Government until there has been peaceful political accomodation in East Pakistan as determined by international observers. We are convinced that only firm Congressional action will result in the cessation of U.S. involvement in this tragic situation. In no way could America interests or the real interests of Pakistan be served by continuing to assist a regime which savagely suppresses its own people, flaunts the democratic process demonstrated in the elections of last December, causes a flood of more than seven million refugees to a neighboring state, and threatens the peace security and development of the entire sub-continent.

Sincerely yours.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Newsletter Chicago : No. 6	5 August, 1971	*Economic Counsellor Resigns *BDL President Visits

ECONOMIC COUNSELLOR AT THE PAKISTAN EMBASSY RESIGNS

Mr. A.M.A. Muhit a senior oficer of the Civil Service of Pakistan and the Economic Counsellor at the Pakistan Embassy in Washington has formally resigned his post and severed all connections with the Government of Pakistan. In a letter to the President of Pakistan dated July 21, Mr. Muhit gave reasons for his resignation together with a total indictment of the Yahya regime. In his letter, Mr. Muhit questioned the legitimacy of the Yahya government, assailed it for its colonial ambition, savagery, and utter lack of humanitarian concern.

It may be recalled that Mr. Muhit was awarded a Tamgha (title) for his meritorious services to the Government of Pakistan. His last home post was Joint Secretary, Natural Rsources Division, Government of Pakistan.

We congratulate Mr. Muhit for his bold decision.

BDL PRESIDENT VISITS SAN FRANCISCO AND HOUSTON

The President of the BDL visited San Francisco on July 18 to meet with the representatives of Bangladesh groups on the West Coast. A meeting was held on that occasion with representatives from the Bay area and the Los Angeles group. The meeting named a member from the Bay area to the Board of Directors of the BDL. The los Angeles group will also select one person to the Board of Directors after their next general meeting.

The BDL. President visited Houston, Texas on July 21st and met with the representatives of the South-West zone of Bangladesh Defense League, Among the things the group suggested was efforts should be made to merge all the three newsletters now being published in North America and have only one central Newsletters. (We welcome the idea. We will get in touch with the other two groups concerned: Editor Bangladesh Newsletter).

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Newsletter Chicago : No. 6	5 August, 1971	News From Various Bangladesh Groups

NEWS FROM VARIOUS BANGLADESH GROUPS
Bangladesh Association of the Mid-West

In about a week's time the Bangladesh Association of Midwest will launch a massive fund drive for relief of the victims of Pakistan Army brutalities in Bangladesh. Our Bloomington (Indiana) group informs us that the drive is aimed at the University community in particular. Already the Chancellor of the University of Indiana at Bloomington, several deans and about five chairmen of different departments of the University have issued appeals for the fund drive. Several State Senators have also supported the drive.

Bangladesh Association of Canada

The Preisident of the BAC (Toronto) has sent us the following information :

The so-called "Pakistan Solidarity commitee" in Toronto organised a meeting to be addressed by traitor Mahmud Ali of PDP in the Ontario College of Education auditorium on July 18, 1971.

To protest this propaganda tactics of Yahya Khan, the Bangladesh Association of Canada (Toronto) arranged a peaceful demonstration in front of the auditorium. As only "Pakistanis" were invited, we decided boycott the meeting totally.

The unrully West Pakistanis jumped on the lawfull demonstration and sttacked us with physical violence without any provocation from our side. When imposed upon us we had to retaliate, and they were forced to retreat, However, at this point the Police arrived and pushed them inside the auditorium.

We wanted to have a peacefull demonstration, and as such we informed the Police about the demonstration beforehand, Whereas the "Solidarity Committee" with its gangaster policy wanted to put us down with violence. Their attempet did not succeed, and the demonstration continued as scheduled.

The meeting was a complete failure, it proved to be nothing but a farce to the audience.

Bangladesh Association of Saskatchewan

The President of the Saskatoon Branch of Bangladesh Association of Saskatchewan, Canad, writes inter alia :

"Here in Saskatoon we have been doing whatever we can. Mostly it has been sending cables, letters etc, to the canadian Governmental leaders. As you are aware, these have produced results as far as Canada's reaction to the Bangladesh situation. The most recent one was that of cancellation of all export permits for arms scheduled for PADMA."

San Francisco

The San Francisco group in collaboration with the Stanford India Association organized a program of songs by Joan Baez at the Stanford Frost Amphitheatre' on July 24. The program was a great success. More than 12,000 Attended the concert with many more waiting outside. In the middle of the program Miss Baez made an announcement that a major portion of the proceeds from the concert will go to aid the refugees from East Bengal. At the concert the Bangladesh group collected about 2500 signatures to a petition which was later sent to all Senators and congressmen from California. The group has also mounted a massive letter-writing campaign to the congressmen in support of the Gallagher Amendment. They have also been meeting with many church heads in San Francisco to solicit help and support.

Los Angeles

The Los Angeles group informs us that they have contacted the Longshoreman's Association at Los Angeles and have received assurances from them that they will not load any military goods on any ship destined for Pakistan.

Champaign-Urbana

The group has arranged for a regular weekly film show of renowned international movies in raise funds for Bangladesh. They have already shown "Nayak" by Satyajit Roy on July 23rd. The film show was followed by refreshment in which Bengali food

items were sold to raise funds. About $250 were raised. The next picture to be shown will be "Day Shall Dawn" the first Bengali picture produced in East Bengal which won international acclaim at the Moscow Flim Festival.

Madison

The Bangladesh Liberation Committee of Madision has set up a permanent table at the Student Union of the Madison campus of the University of Wisconsin for distribution of literature on Bangladesh. For the last one month the group, composed almost exclusively of Americans, has been distributing literature and selling buttons supplied by the BDL. They have recently written an article for the Capital Times, the largest circulating newspaper in Madison, which was given prominent position in the newspaper. Recently they collected about 1500 signatiures on a petition urging that all military and economic aid be stopped to Pakistan till its military withdraws from Bangladesh. The petition was sent to all Congressmen and Senators of Wisconsin.

Philadelphia

The Friend's of East Bengal have continued to be alter for any in-coming Pakistani vessel in their area. If and when such vessel appears in the Baltimore harbor this group plans to picket and obstruct loading of any arms and ammunition to Pakistan. They have already gotten assurances from the Lengshoremens Union that arms and ammunitions will not be loaded by members of this union. The group has already distributed thousands of leaflets in the neighboring areas to make known their cause.

★ ★ ★

LETTER FROM A READER

Following is a letter received from one of our readers Even though a newsletter of our type has little scope to print individual letters, we think it important to print this letter;

Dear Sir.

I am sure that by this time some of us has read the june-July issue of the *Pakistan Forum* . From this and its previous issues,

specially April-May issue one can see that the Pakistan Forum and its management is supporting the cause of Begalis of Bangladesh for its liberation Therefore, I think that all Bengalis of Bangladesh not only should read it but they should also help the management of Pakistan Forum so that non-Bengali Pakistanis can read it.

I, therefore, like to request you to please send a circular to all your local chapters requesting them to appeal to all its members and also apeal to all readers of your periodical "Bangladesh Newsletter" to send $ 10.00 to Pakistan Forum as one years subscription, though the rate of subscription is $7.00. Because this extra $3.,00 will help them send one copy to Non-Bengali Pakistani who don't believe in Bangladesh. Because of its support of Bangladesh, the Pakistan Forum has lost. some of its subscribers.

Address of the Pakistan Forum is : Mr. Feroz Ahmed, General Editor, Pakistan Forum, 1900 South Charles Street, 22-D, Greenville, N.C. 27834.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Newsletter Chicago : No. 7	20 August, 1971	Editor's Note & Suggested Course of Actions

EDITOR'S NOTE

Since the publication of our last Newsletter some important developments have taken in this country vis-a-vis the Bangladesh situation.

1) The House has passed the Gallagher amendment to suspend all military and economic assistance to Pakistan. This was possible largely due to the efforts of all the Bangladesh groups in this country and due to many of our American friends. The Bangladesh Information Center co-ordinated the lobbying efforts in the Capitol Hill. We congratulate all those who helped in the lobbying and without whose untiring efforts our cause woul not have received such wide support in the house .

Our next hurdle is the U.S. Senate. Already there are 32 Senators who have co-sponsored the Saxbe-Church Amendment in the Senate. There are a few other Senators who have not co-sponsored but who have expressed their support to cut all aid to Pakistan. We do not foresee any serious trouble for the amendment when the Senate considers it sometime in late September or early October. However we cannot relent in our offorts till the Senate acts upon it. This will require a large number of volunteers to lobby in the Senate in September and October. We urge you all to start making arrangements right away to make yourselves available in Washington, D.C. during that time. The need may also arise to lobby in U.N. when the General Assembly meets in October.

2) Another significant development is the defection of all the Bengali diplomats and Staff from the Pakistan Embassy in Washington, D.C, and the Pakistan Mission at the U.N. on August 4, 1971. We congratulate all those who defected and declared their allegiance to the People's Republic of Bangladesh. We hope this will generate the longawaited movement which will see all the Bengalis still serving the government of Pakistan to similarly defect and declare allegiance to the Government of Bangladesh.

3) The significance of the defection was enhanced by the almost simultaneous arrival of Mr. Mustafizur Rahman Siddiqui in the U.S. Capital as the ambassador of the Government of Bangladesh. Mr. M. R. Siddiqui, a member of the National Assemble from Chittagong, arrived in Washington, D.C. on August 6. 1971. He is now in the process of getting acquainted with various Bengali groups in this country. He has already given a press conference in New York and appeared on various TV programs. A Bangladesh mission will be opened by him in Washington, D.C. within the next week or two. We welcome Mr. Siddiqui and extend to him our congratulations and whole-hearted support.

SUGGESTED COURSE OF ACTIONs FOR BANGLADESH GROUPS

a) As advised in the telegram for the Bangladesh mission in Calcutta, we should hold rallies all over the U.S. And Canada to protest the trial of Sheikh Mujib and demand his immediate release. Also ask your friends to write to President Nixon, Mr. U. Thant, Amnesty International (address : Turnagaine lane, Farringdon St., London EC6, England). Suggested, format, of telegram : "Pakistan military court holding secret trial for Bengali leader Sheikh Mujibur Rahman on Fictitious charges. We urge you to use your good offices to prevent President Yahya from doing so".

b) Write to Secretary U. Thant pointing out to him the evil designs behind Pakistan's scceptance of the Un team of observers in occupied Bangladesh. Draw your arguments from Mr. M.R. Sidiqui's speech reported elsewhere in this Newsletter.

c) U. S. Senators are more amenable to pressures from their own constituencies than from anywhere else. If your local newspaper carry any favorable editorials or comments, please send a copy to each of your Senators.

d) The Massachusetts Senate has recently passed resolution similar in effect to the Saxbe-Church amendment. Try and influence your own State legislatures co-sponsor and pass such resolutions. All such resolutions are sent to President Nixon and may influence his future decisions.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Newsletter Chicago : No. 7	20 August, 1971	★Bangladesh Ambassador Addresses— ★BDL President's Trip—

BANGLADESH AMBASSADOR ADDRESSES DETROIT MEETING

Since his arrival in the United States Mr. M. R. Siddiqui, the Ambassador of Bangladesh to the United States has been travelling around the country on a get-acquainted mission with various Bangladesh groups. He has so far met the Bengali communities in Washington, D.C. New York, Cnonecticut, Boston and Detroit.

The meeting is Detroit was arranged by the Bangladesh Defense League of Michigan on Aug. 15. The President and the Secretary of the BDL were also present and so were a few members from other midwest areas.

In his address to the group, the Ambassador of Bangladesh congratulated all the Bengali groups in the US for their "wonderful work" in propagating the cause of Bangladesh and for winning sympathy and support of the American public, "What you have achieved," he said, "has taken us a long way ahead,"

BDL PRESIDENT'S TRIP TO WASHINGTON, PHILADELPHIA, AND NEW YORK

Aug. 10—BDL President visited Washington, D. C., met with Mr. M. R. Siddiqui and the Bengali diplomats who recently defected from Pak. Embassy, discussed with them about matters relating to co-ordination of efforts between the bengali community in the U. S. and the Bangladesh Missions in Washington and New York. Later he visited the Bangladesh Information Center to discuss about continued co-operation between the BDL and the Information Center.

In the evening, BDL President visited Philadelphia and met with the members of the Friends of East Bengal and the Bangladesh Association of Greater Delaware Valley. Measures were discussed to establish direct contact between these to organisations and the Bangladesh Defense League. It was agreed that measures should be taken to co-ordinate all communication between the three organizations. One person was named to the Board of Directors of the Bangladesh Defense League.

On Aug. 11, BDL President visited New York and attended a meeting of the Bangladesh League of America which was attended and addressed by the Bangladesh Ambassador.

First-ever Definitives of Bangladesh was honored at a reception at the House of Commons in London on July 26th under the patronage of the Rt. Hon. John Stonehouse M.P., until recently Minister of Posts of the British Government, and Justice Abu Sayeed Chowdhury, Bangladesh envoy to the U.K. More than $ 23,000 dollar's worth of stamps were sold on the opening day in England.

The stamps are designed by the Bengali artist Biman Mullick who designed Britain's Gandhi stamp in 1969. They have been printed in England by the format Security Printers Ltd.

Bangladesh postage stamps are used for internal and external mail. Post offices are operating in the liberated territories of Bangladesh. The Bangladesh mail, bearing Bangladesh Stamps, is accepted by the Government of India for onward transmission. (This is exactly the same relationship as existed for Nepal's postage stamps from 1881 to 1959, during which time mail from Nepal bearing Nepalese stamps were accepted by the Government of India for onward transmission.)

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Newsletter Chicago : No. 7	20 August, 1971	News From Various Bangladesh Groups

NEWS FROM VARIOUS BANGLADESH GROUPS
Bangladesh Association of Midwest, Inc.

On the Move :

Dr. Islam is now in Bangladesh. On the way he visited Justice Chowdhury, the streering committee, and other groups and individuals in London. He is expected to be in Bangladesh till the middle of September. Dr. Banerjee went on a campaign on the Capitol Hill to mount support for the Gallaghar amendment to the Foreign Assistance Act and saw some of the Key Senators and Congressmen.

Dr. Bhattacharjee and Dr. & Mrs. Faruque went on a similar mission on the eve of the voting on the bill and spoke with 45 Congressmen and Senators/Aids.

These members also initiated a campaign in the Senate to "Save Shikh Mujib's Life."

Dr. Bhattacharjee also participated in the meeting of the Friends of East Bengal in Philadelphia and in Columbia.

Dr. Banerjee is back from a trip to Montreal where he spoke to the Bangladesh group regarding US Activities. Dr. Banerjee soon will leave for London and Paris.

Mail Bag :

A National telephone campaign was carried out urging various groups and individuals to send telegrams to their Congressmen in support of the Gallaghar amendment. More than 200 telegrams were sent to the 24 Ohio Congressmen. A nationwide telegram campaign to "Save Sheikh Mujib's Life" has been initiated.

Please send as many telegrams as you can to President Nixon.

Many personal letters and appeals have been sent by individuals and groups to the Senators, Congressmen and the UN.

Funds :

Individual members contributed generously for various projects. A massive fund raising campaign is now underway in Bloomington, Indiana. An early fall benefit concert is planned for the Miami University. Please let us know to help you stage a similar concert in your community. Funds are also being collected on Behalf of OXFAM, Let us know if you are interested.

East Lansing

Bangladesh Defense League, Michigan reports following activities : Symposium, Signature campaign (to stop aid) Letters and telegrams to Senators and Congressmen by U. S. citizens.

A 40-minute television program on Bangladesh, Benifit dinner, Collection booth and signature drive at the campus, Collection booth at shopping center.

Newspaper articles contributed by Dr. Nicholas, Mrs. Marta Nicholas Dr. Alavi.

Radio Programs, Donation Appeal through newspapers, Faculty letters (2,000), Bangladesh literature distributon in the Congress, Demonstration against US aid at State Capital Steps. Continuing educational programs at churches, service clubs (Rotary etc.), Peace Council, Dorms, Bangladesh buttons and bumper sticker sale.

Detroit

Azizul H. Khondker reports :

In the Indian Festival (July 30—Aug. 1) at the Detroit River Front Ethnic Festival ground, a Bangladesh booth was set up. Fifty volunteers from the Committee of the Concerned (Ann Arbor), Bangladesh Defense League (Mich.), and the Bangladesh Association of America (Detroit), worked explaining the situation in Bangladesh, Collecting donations and gathering signatures in support of the Gallagher Amendment. Over 13,000 signatures were collected. The entire proceeds from the Indian Festival was sent for refugees. The peacefulness of the Bangladesh booth was interrupted occasionally by gangs of West Pakistani "miscreant" who were routed by the police.

On July 7 a symposium was held at the University of Windsor, Ontario in support of Bangladesh. The audience was larger than

expected and it was very receptive. Members of the press were also present. The local station CKLW—TV ran a review of the symposium earlier the same night and on the following day the Windsor Star Weekend Magazine sent its special correspondent Ernest Hill to collect first hand news about the East Bengal refugees. He published his report in a nine page article in the Weekend Magazine of July 31.

Ohio : Friends of East Bengal

B. Chandrasekaran reports from Ohio :

We are proud to report to you the starting of organization in Columbus called *The Friends of East Bengal*

About 15 interested persons, mainly students and faculty members of the Ohio State University, got together the 29th of July to discuss our responses to the tragedy in Bangladesh. We had a larger meeting organized as a result of our decisions at this first meeting. The second meeting, which was actually the charter meeting of the Group, had an attendance of more than 60 people, this time representing a larger cross-section of the community and was held on 5 August. We were fortunate in having as our main speaker Dr. J. K. Bhattacharjee of Oxford, Ohio who has been very active for the cause of Bangladesh, and has been in contact with many similar organizations. The meeting was a great success, in the sense most of the attendees have agreed to serve on one committee or another as volunteers.

We have already organized signacampaigns for petitions to Congressmen and the President to end military and economic aid to W. Pakistan. As a result of our appeals to the local Unitarian and Catholic churches, over 100 telegrams were sent over the last weekend, urging local Congressmen to vote in suport of the Gallagher Amendment. Displays and information booths in many centers in Columbus are planned. We are planning to concentrate on the local church groups in the beginning for collecting funds for refugee relief. Public service spots on television and radio for this purpose are also planned.

At the moment, there are three major committees in operation:

1. relief 2. publicity and information and 3. organization of charity shows, large meetings, etc.

The address of the group is :
Friends of East Bengal
P. O. Box 3035
Columbus, Ohio 43210

Arizona : Friends of East Bengal

Jon Markoulis writes from Arizona : We have started a "Friends of East Bengal" group in Tempe, Ariz. So far we have called a press conference and held a vigil in front of the Federal Building in Phoenix. The object was to educate the public in this area because the local papers are not carrying the story. The TV coverage we got was not very good. As a group we asked that the US stop aid to West Pakistan and use its troops in Asia to get food and medical supplies to the people in need, in East Bengal. So far we have collected about $ 100 which we gave to UNICEF.

The peace centers in Temps and Phoenix, The Catholic center for peace and Justice, WILPF and UNICEF make up our group. In September we are going to hold a panel discussion on the situation in East Bengal. The address of the group :
friends of East Bengal
1414 S. McAllister
Tempe. Arizona.

Milwaukee August 12, 1971

Ron DeNicola writes from Milwaukee Peace Action Committee : The meeting Tuesday night was relatively a success. Twenty people showed up including several Murquette Indian students from the International Studant Club.

We split the group into two caucusses, one on relief and the larger on political action and the education. Next Tuesday at 8-00 P. M. we will have our second meeting which basically will deal with an internal workshop, This meeting will be most important as its objectives are to educate ourselves to the utmost. I hope you or a BDL representative can attenad.

Wednesday had our press conference in which we made public statement to the effect that relief and educational efforts on East pakistan will be centered at the PAC in Milwaukee and asking the community for support. There was good coverage on only one TV station, channel 6.

Bangladesh Association of Canada

Toronto

'Crisis in Bangladesh' was the theme of a symposium held on August 5, 1971 at 7-30 p.m. in the University of Toronto campus under the auspices of The Bangladesh Association, University of Toronto. The following were the speakers :

1. Mr. Andrew Brewin, Member of the Canadian Parliament
2. Mr. Frederick Nossal, Associate Editor of Toronto Telegram
3. Mr. Paul Ignatieff, Director of UNICEF Toronto
4. Mr. Leslie Smith of Food and Drug Directorate, Depertment of National Health and Welfare.

Mr. Brewin was one of the three members of the Canadian Parliamentary Deligation which, on the invitation of The Governments of India and Pakistan, visited recently the refugee camps in India and also Bangladesh. He reiterated his earlier stand that any political solution in East Bengal must reflect the wishes of the people expressed in the last December election.

Mr. Ignatieff emphasized the need of massive relief for the refugees in India which he called 'a crisis inside a crisis'.

Mr. Smith gave his eye-witness accounts of the difficult situations the refugees are passing through, A documentary film which Mr. Smith took was also shown.

California : Joan Baez benefit Concert

Famous folk singer Joan Baez gave a concert on July 24 at the Stanford University campus for the benifit of the 7 million refugees of Bangladesh, The concert was attended by over 1200 persons from San Francisco Bay area. It was organized by Mrs. Ranu Basu and others from the Stanford India Association. The members of the American League for Bangladesh, the peoples Union and the Institute for the Study of Nonviolence helped tremendously in publicizing and staging the concert.

At the concert, members of American League for Bangladesh and of the Stanford India Student Association distributed over 8000 leaflets which exposed the U. S. complicity in the genocide in Bangladesh. The leflet pointed out recent U. S. shipment of arms to the brutal Pakistan Military Junta and the

Administration's declared policy of continuing to do so. Mrs. Joan Baez Harris condemned the Administration's immoral and shameful policy and asked the 12000 member audience to sign a petition which urged the U. S. Government to stop all aid to the repressive regume in Islamabad. Several thousand of audience signed the petition.

New York : Friends of East Bengal

The friends of East Bengal (New York) held a mass rally in New York on August 14 in co-operation with the Bangladesh League of America. About 500 people participated in the rally that took place at the UN Plaza from mid-day to about 3 P. M. The rally was addressed by Dr. Alamgir of the Bangladesh League, Dr. Iqbal Ahmad and Ejaj Ahmad two noted scholars from W. Pakistan, and by Mr. S. J. Avery of the Quaker project.

The speeches were followed by several small workshops on the Bangladesh crisis.

An eighty page booklet containing a historical summary of Pak-Bangladesh confilct since 1947 put together by the Friends of East Bengal was distributed at the rally together with many other pamphlets. The address of the Friends of East Bengal (New York) is : 13 E. 17th St., 6th Floor, N. Y., N. Y. Phone (212) 741-0750



ANNOUNCEMENTS

1. We are enclosing the Bangladesh Emergency Welfare Appeal brochure with this newsletter as a specimen copy. Please let us know how many you want to distribute to prospective donors in your area.

2. Those of you who have requested us for the "Why Bangladesh" booklet, please allow us another week before we can mail them to you.

3. Please send us a report of your group activities for publication in our newsletter. Send us paper clippings too from your local newspapers.

4. We have reprinted a large number of bumper-stickers : "Stop Pakistan Genocide in Bangladesh." We will supply them to Bangladesh groups at cost.

BANGLADESH POSTAGE STAMPS

A set of eight postage stamps has been issued by the Bangladesh Postal Department. The inauguration of the Entire set of Banglaesh stamps are available at a cost of $ 2.64 from *Inter-Governmental Philatelic Corp., P. O. Box* 259, Cedarhurst, N. Y. 11516. Bangladesh groups are encouraged to use these stamps for fund raising purposes.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Newsletter Chicago : No. 8	10 September, 1971	Week-long Demonstration Against World Airways

WEEK-LONG DEMONSTRATION AGAINST WORLD AIRWAYS

Members of the Chicago Friends of East Bengal organized a week-long demonstration beginning on August 24 against World Airways, Inc. Demonstrators gathered everyday outside the Equitable Building in downtown Chicago carrying signs protesting the lease of two Boeing 707s to Pakistan for ferrying troops from West Pakistan to Bangladesh.

PIA, Pakistan's official flag carrier, has seven of its own Boeing 707s. The two leased from th World Airways have been added to the fleet. PIA is paying the Oakland, Calif., based World Airways 170,000 dollars a month for the two leased planes.

Demonstrators were throwing a large number of a paper planes "carrying tanks and troops" to draw the attention of the public to the collaboration of the airline in the massacre that is being perpetrated in Bangladesh, Roadside lectures by the demonstrators were attended by large group of sympathetic listeneres everyday.

To reenact the heaps of dead bodies floating through the rivers in Bangladesh the demonstrators put a number of human body shaped baloons bathed in red dye in the water.

Dick Murray and William Hogan, two organizers of the demonstration, were arrsested on Monday (Aug. 30) on charges of polluting the water.

Demonstration ended on August 31. Chicago newspapers and television gave detailed coverage to the demonstration.

DEFENSE LEAGUE MEETING

A meeting of the Bangladesh Defense League will be held in Chicago on Saturday, September 11 to review the activities of the League and adopt a comprehensive program for all. All are encouraged to attend. For details call (312), 288-0728.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Newsletter Chicago : No. 9	25 September, 1971	News From Bangladesh Groups

NEWS FROM BANGLADESH GROUPS

Colorado

Dr. M. Sher Ali, president of Bangladesh League of America, Colorado, reports :

A booth was set up in the Blue Room Mall of Cinderella City, the largest shopping center in the mid west on August 14.

On August 21 a variety show was staged to raise funds.

On August 31 Ambassador Siddiqui and Mr. A. M. A. Muhit addressed a largely attended press conference in Denver. Local radios, newspapers gave extensive coverage of the press conference. The ambassador met state political leaders and appraised the Bangladesh situation.

Indiana-Ohio

Representatives of various Bangladesh groups and Friends of East Bengal attended a meeting of the Bangladesh Association of Midwest on September 18 to hear a fist hand report from Dr. Aminul Islam who has just returned after a six-week tour of duty with the Bangladesh government. Dr. Islam worked closely with the Mukti Bahini and the Ministry of Foreign Affairs. Persons or groups interested to know more about the current situation may contact Dr. Islam (1272) Mr. Vernon Ave., Dayton, Ohio (45405).

Urbana, IL

An internationa film festival has been organized in aid of the children of Bangladesh in the University of Illinois campus. Seven feature films from seven different countries will be shown September 20 through 26.

Tennessee

President and several members of the Bangladesh League of America, Tenn. Attended the meeting of the Bangladesh Defense League in Chicago and expressed their desire to co-ordinate their activities with the Defense League. A member will soon be nominated from Tenn, to join the Board of Directors of the Defense League.

Toronto

A benefit presentation of Satyajit Ray's "Dui Kanya" was organized on August 26 There were four showings of the movie. Entire proceeds from the presentation was donated to Oxfam of Canada.

Another charity performance has been arrange from September 17. An evening of music and dances at Eitons Auditorium will be highlighted by the performances of playback singer Suman Kalyanpur and party. Proceeds will go to Oxfam.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Newsletter Chicago : No. 9	25 September, 1971	Editor's Note

PLEASE NOTE

1. With the opening of the college and Universities we expect requests for speakers to speak on Bangladesh from various campuses. On behalf of Bangladesh Defense League Dr. J. Bhattacharjee will maintain a list of speakers and organize all lecture assignments for various parts of the country. Those who are interested to be included in the speakers pool and those who need their service please contact :

Dr. Jnanendra K. Bhattacharjee.
Dept. of Microbiology
Miami Univ., Oxford, Ohio 45056
(513) 529-4727

Dr. Bhattacharjee will also supply information and provide assistance in organizing benefit performance for your locality.

Along with the 7th issue of the Bangladesh Newsletter we have mailed a specimen brochure prepared for fund raising by the Bangladesh Emergency Welfare Appeal. We requested all interested persons and groups to feel free to ask for required number of brochures to raise funds. We would be happy to supply these brochures on request.

3. A large supply of information materials has just been produced by the Defense League. Let us know if you would like to make use of some of them.

4. Bangladesh Mission in Washington, D. C. is publishing a weekly newsletter. If you are not getting it write to :

Bangladesh Mission

1223 Conn. Ave. NW

Fourth Floor, Washington DC 20036.

5. Friends of East Bengal, Nashville, TN, is offering to help setting up Bangladesh Information Desks in school campases. They will supply literature (you pay only mailing cost) and advise you on how to go about setting up desks. Contact :

Friends of East Bengal
Box 42, Sta B
Vanderbilt Univ.
Nashville, TN 37203

ANNOUNCEMENT

Members of medical profession have a special role to play in the freedom struggle of Bangladesh. Doctors in the United Kingdom have already organized themselves to provide medical assistance to the Mukti Bahini and the refugees. A similar move in North America has been initiated by the Bangladesh Defense League. All doctors are requested to contact Dr. Zillur Rahman Athar immediately for further communication at the following address :

Zillur Rahman Athar M. D.
808 Hillwood Blvd.
Nashville, TN 37209
Ph : (615) 356-3912

★ ★ ★

Write to us giving your views comments and suggestions. Keep us informed of your programs. Send us addresses of persons interested in our liberation war. We'll send them the Newsletter and other literature.

—Editor

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Newsletter Chicago : No. 10	10 October, 1971	Editorial Yahya's House of Wax

Editorial

YAHYAS HOUSE OF WAX

If wax figures could run nations, colonialism would have been a thriving business. Veteran colonial powers possessed no less skill and finesse in manufacturing native 'leaders' in their back-yards than does General Yahya. History is replete with examples how these homemade 'leaders' along with their elaborate regal paraphernalia crumbled into bits and pieces in less trying situation than that exists today in Bangladesh. But, probably colonial minds work in a way that History cannot cure.

Yahya's backyard factory is working overtime to put up a grand wax museum of our time. A 'governor', a handy set of 'cabinet member' even a full line of assemblymen! Parody is the name of the game. A very ambitious parody at that. The General does not plan to stop until he has put in a pre-fabricated 'constitution' as the center-piece of the show.

Nations around the world are watching the Pakistani military junta at their endeavour and are perhaps a little amused at their desperation. But the people of Bangladesh have very little to feel amused about. As the grand show of 'Change' unfurles on the show-window for the world amusement, skulls and bones pile up at yet faster ate behind the velvet screen. Life is becoming more and more insecure in occupied Bangladesh. Elsewhere on these pages we have reports describing continuation and intensification of savagery of the Pakistani occupation army while military chieftains are sweet-talking to the world to keep the US senators calm and the United Nations General Assembly hopefull.

Since History cannot cure the peculiar workings of the colonial minds, it has developed its own way of dealing with them. It crushes them under its wheels. People of Bangladesh are determined to turn these wheels of history faster.

★ ★ ★

IMPORTANT ANNOUNCEMENTS

Saxbe-Church Amendment to the Foreign Assistance Bill is expected to be reported out of the Committee on Foreign Relations very soon. It will be ready for floor action by the third week of October.

Generate as many letters and telegrams to your senators as you can. Persuade your friends to write to their senators immediately. Better still, if you can, come to Washington D. C. to personally lobby in the senate. We are requesting each of our readers to organize to send at least five letters. Try to avoid writing from letters. For more information about lobbying. contact Bangladesh Information Center, 418 Seward Sq. SE, Apt 4, Washington D. C. 20003 (Ph. (202) 547 3194).

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Newsletter Chicago : No. 10	10 October, 1971	Death And Terror Reign In Occupied Bangladesh

DEATH AND TERROR REIGN IN OCCUPIED BANGLADESH

A highly placed citizen of Bangladesh who just fled the country attended the Bangladesh defense League meeting in Chicago on September 25. He gave a report on the current situation. For fear army reprisal on the members of his family he left behind, he wishes not to be identified by name.

Dacca is a city of death and terror, he reports, and so is the rest of occupied Bangladesh. Nobody ventures to go out of their houses after sunset. If you go out, chances are that you may not return. Even for people who do not indulge in such risky enterprises —life is not quite guaranteed. Some of them, for no reason, disappear. You never hear from them again.

Offices and schools in Dacca are open, but 'functioning' hardly is a word to describe them. Bengali officers, high or low, are not trusted. They are relegated to positions of clerks while the army personnel keep the decision-making to themselves.

Attendance in Dacca University is below 5 percent. When the University opened for the first time only 32 Students attended out of Six thousand. Attendance has now increased to the present level after continuous campaign of reprisal against the parents. In Rajshahi University attendance is still belwo 3 percent of total. Majority of the students attending classes are non-Bengalis.

Out of 94.000 students who were scheduled to appear in the high schools graduation examination about 3500 appeared. Again the bulk of them are non-Bengalis.

Bengali youths are prime suspect. Harrassment and physical torture of the youth is common place of experience. Cities are gradually becoming the prison of the middle aged.

Atrocity stories proliferate, each competing with every other in terms or savagery. An eye-witness described how a Bengali Wing-Commander of Pakistan Air Force was kept in his detention cell with legs tied to the ceiling. After 66 days of ceaseless torture he succumbed to death.

About 300 women prisoners in Dacca military Cantonment are not allowed to wear clothes because some of them have committed suicide by converting their saries into hanging ropes.

Rightist organizations like Muslim League and Jamat-e-Islami have been activated to recruit Razakars (vigilante group) Razakars are regularly sent out to loot and burn villages at night. Later Government press releases condemn these activities by throwing the responsibility to the Mukti Bahini.

In the cities poor rickshaw drivers are forced into joining the Razakars. They are denied their driver's permit unless they have served with the Razakars for a period.

Relatives of Mukti Bahini fighters are singled out regularly for wholesale reprisal, Guerrilla prisoners are sometimes released and sent back to their camps to collect information while Pakistan army holds their families as hostages.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Newsletter Chicago : No. 10	10 October, 1971	News In Brief

NEWS IN BRIEF

Saskatchewan, Canada

Chancellor of the University of Saskatchewan declared September 30 as the Bangladesh Day. Bangladesh Association of Saskatchewan organized elaborate day-long program for the observance of the day. The campus community demonstrated its support for the Bangladesh cause by participating in all the programs.

Carbondale, Illiniis

Annual conference of the Carbondale Peace Committee will be held on October 22-23. Estimated 500 students will participate in the conference. The discussion of the situation in Bangladesh will be one of the major items on the conference agenda. Bangladesh Defense League representative will attend the conference and conduct a teach-in.

Athens, Georgia

Bangladesh Defense League has been formed here. The League has launched a campaign to encourage US citizens to write to their representatives. Already 10,000 leaflets have been distributed.

Minneapolis. Minnesot

Bangladesh Crisis Committee has been formed in the University of Minnesot. The Committee has been sponsored by the faculty members of the university. On September 30 the Committee organized a public meeting to educate the people about the situation in Bangladesh. On October 2, a rummage sale was conducted by the members of the Committee to raise funds for Bangladesh relief.

Madison, Wis

Young World for Development, an organization of high school students, with chapters all over the US, organizes marches

throughout the country to collect funds for various causes. A marcher collects a dime from a sponsor for each mile he/she walks. This year Madison chapter of YWD will collect money for Bangladesh by Marching on October 17. Bangladesh Defense League representative will speak to various Madison area schools for two weeks to acquaint the participants with the Bangladesh situation.

Unless you help *Millions will die of Starvation*.. Send your contribution to Bangladesh Emergency welfare Appeal

30, W. Monroe Street (5th floor)
Chicago, Il 60603.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Newsletter Chicago : No. 11	25 October, 1971	University Professors Arrested, Dismissed

UNIVERSITY PROFESSORS ARRESTED, DISMISSED

The true face of Yahya's 'general amnesty' is emerging from under the sheep's skin with its unmistakably familiar features. A so-called screening procedure has been imposed on the faculty members of the Dacca University. After the preliminary screening the following faculty members have recently been arrested :

1. Prof. Ahsanul Huq
   Department of English
   Secretary of the Dacca University Teacher's Association.
2. Prof. K. M. Shaduddin
   Department of Sociology
   Secreatary, Dacca University Club
3. Prof. Rafiqul Islam
   Department of Bengali
4. Prof. Shahidullah
   Department of Mathematics
5. Prof. Abul Khair
   Department of History

The following faculty members have been dismissed :

1. Prof. A. B. M. Habibullah
   Head of the Dept. of Islamic History
2. Prof. Enamul Huq
   Professor Emeritus
3. Prof. M. Moniruzzaman
   Dept. of Bengali

The following faculty members have been served with warning notices :

1. Prof. Munir Chowdhury
   Head of the Dept. of Bengali
2. Prof. Nilima Ebrahim
   Dept. of Bengali
3. Prof. Serajul Islam Chowdhury
   Dept. of English

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Newsletter Chicago : No. 11	25 October, 1971	News On Bangladesh Movement

TEN DAYS IN PIPE-CITY

Lafayette Park in Washington D. C. has got an opportunity to experience a mock-up of the greatests misery of our country. A mineature refugee city has sprung up in the Park to offer the citizens of Washington a closer view of the refugee camps in India. Organised by the Philadelphia Friends of East Bengal and supported by a number of Bangladesh groups in the region, a series of drain-pipe shelters have been set up for a period of ten days beginning from October 14. This dramatization of the refugee situation has attracte the attention of the public and the press in Washington. Scores of volunteers from New York, Philadelphia, Baltimore and Boston have arrived in Washington to join the participants in this ten day program.

The program includes a march to the Pakistan Embassy on Saturday (Oct 16), a religious memorial service on Sunday and a mass lobbying in the Senate on Monday.

This ten-day "refugee camp" is run by "camp director' Dick Taylor who organized the "naval blockade" of the arms carrying Pakistani ship PADMA. Dick Taylor is assisted by David Hartsough and Bill Moyer.

MORE DIPLOMATS DECALRE ALLEGIANCE TO BANGLADESH

By the end of the second week of October a total of 114 diplomats all over the world have severed their relationship with the Yahya regime and declared allegiance to the Government of Bangladesh. Among the diplomats who recently joined the liberation struggle of Bangladesh are : Pakistani ambassador to Argentina Mr. Abdul Momin, Political Counsellor to the Pakistani High Commissioner to the U. K. Mr. M. M. Rezaul Karim, Minister-Counseller in the Pakistan High Commission in New Delhi Mr. Humayun Rasheed Chowdhury, Mr. Latif in Beirut, Mr.

Abdul Karim Mondal in Madrid, Mr. Nayebul Huda in Belgium and Mr. Mustafizur Rahman, First Secretary of the Pakistan Embassy in Nepal.

NEWS IN BRIEF

Michigan

A large rally was held in front of the Ann Arbor City Hall in support of the Bangladesh Liberation struggle. Among the demonstrators more than one hundred participants carried placards demanding the complete embargo on US arm shipment and economic aid.

A Teach-in was held in the University of Michigan on Bangladesh at the conclusion of the rally. Prof. Rhode Murphy, Director of the Chinese Study center, Mayor Harris, Prof. R. C. Porter, Prof. of Economics, Prof. Rod Huber, Mr. Mozammel Huq, Mr. Rashidur Reza Farooqui Spoke in the Teach-In,

Governor Milikan of Michigan has declared a Bangladesh Day to be observed throughout the state of Michigan.

University of Michigan has invited Senator Kennedy to speak on Bangladesh situation.

A Faculty Committee has been formed in the University of Michigan under the presidentship of Prof. Howard Schuman, Chairman of the Department of Sociology, the provide assistance to the educators of Bangladesh who have been forced to take refugee in India.

MADISON MARCH FOR BANGLADESH

The secretary of the Bangladesh Defense league visited Madison Wisc on October 7 & 8 and addressed the local high school students in connection with the Walk for Development project that is scheduled to take place in Madison on Sunday, October 17, 1971. This year the group has taken Bangladesh as a foreign project and would contribute a part of the funds raised to the Bangladesh Emergency Welfare Appeal. Last year they raised around $85,000. This year the proceeds are estimated to be over $100000.

An important aspect of the walk is the education of the local public on the differed projects for which the walk is undertaken. In this connection talks are arranged in every high school, college and university of the area, week-long radio and TV shows are sponsored.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Newsletter Chicago : No. 12	10 November, 1971	Bangladesh Activities Around The States

BANGLADESH ACTIVITIES AROUND THE STATES

Ann Arbor, Michigan

Friends of Bangladesh, an organization comprised mostly of the faculty members of the University of Michigan, has sponsored a day of fast in all the dormitories of the university to be observed on November 6, 71. Prof. Rodrick Huber and Miss Deborah Bernhardt are organizing the program to raise funds for the Bangladesh relief.

On October 28, during the Homecoming celebrations Friends of Bangladesh sponsored a Bangladesh Float depicting the death, destruction and brutality brought over to Bangladesh by the Pakistan occupation army. Prof. Peter Hook and Miss Snehalata Deksheet designed the float which dramatized the man-made disaster and the role the US is playing in it.

Dr. A. R. Mallick, president of the Chittagong University and Dr. Ashabul Huq, member of the provincial assembly (Both are members of the Bangladesh delegation to the United Nations) addressed a public meeting in East Lansing and appeared on the local TV program on October 26, 71.

They addressed a meeting of the faculty members and concerned public in Ann Arbor the following day.

Grand Rapids, Michigan

International League for Peace and Freedom and the YWCA Peace Task Force jointly sponsored a Teach-In on Bangladesh on October 11, 71 at the Central YWCA. Mr. Muzammel Huq, president of the Bangladesh Association of the University of Michigan was invited to speak in the Teach-in. At the conclusion of the Teach-in a Bangladesh Committee under the Presidentship of Mrs. Janet Mair was formed to organize activities to educate the local citizens on the situation in Bangladesh and sponsor relief drive. Mr. Huq also addressed the students at the Grand Valley State College.

Bangladesh Association of Mid-West

Bangladesh Association of Mid-West informs that representatives of the organization are keeping a continuous vigil, on the Capitol Hill Washington D. C. They, Along with the representatives from the Friends of East Bengal, Columbus. Ohio, also participated in the Bangladesh Rally in Washington.

The Association in touch with Bangladesh campaigns now underway in various campus communities including Purdue, Ohio State, Miami-Western, Akron, Case-Western and Florida State. Campaign includes teach-in, distribution of literatute, display in the University Center and fund raising.

The Association has sent a large consignment of winter clothes to the Bangladesh refugees.

Bangladesh Defense League

Bangladesh representatives to the United Nations, Dr. A. R. Mallick and Dr. Ashabul Huq attended the meeting of the Board of Directors of the Bangladesh Defense League on October 23, 71 and briefed the meeting on the current political and military situation in Bangladesh.

Fast a day to Save a People

On Wednesday, November 3, student in many high schools and colleges throughout the USA will go hungry. Their lunch money, snack change whatever they might normally spend to feed themselves, will go instead to feed the hungry millions in the refugee camps of West Bengal. The Project called *November 3 Fast to Save a People* is co-sponsored by a variety of organizations. All funds collected will be channeled through Oxfam-America, Inc.

Three thousand colleges and 30,000 high schools may participate in this project. Governors of Rhode Island and Arakans have proclaimed November 3 as *East Pakistan Refugee Dau* in their states.

Miss World Airways Marries Spectre of Death

Friends of East Bengal, Chicago, continue their campaign against the World Airways which leased two Bowing 707 airplanes to the military junta of Pakistan facilitate their transport of men

and arms to occupied Bangladesh. On October 21 the Friends organized a 'Wedding Ceremony' joining 'Miss World Airways' with the SPECTRE OF DEATH. The wedding took place in front of the Equitable Building which houses the office of the World Airways. The wedding was attended by a large number of Chicago Citizens.

The Friends organized a public meeting at the Equitable Plaza on October 28. Speakers included Dr. Eqbal Ahmed, a West Pakistani scholar associated with the Adlai Stevenson Institute.

Joan Baez Sings for Bangladesh

Ann Arbor, October 24 : Twenty thousand listeners listened Joan Baez as she sang for two hours at Crisler Arena. Joan punctuated her singing with acerbic remarks thrust at the Nixon administration and establishment politics in general. Some of last night's most moving moments resulted from original political works such as Bangladesh.

"When the sun sinks in the West
Die a million people of Bangladesh."

She appealed to the audience to help the Bangladesh refugees in every way they can and support the Bangladesh cause.

Ravi Shankar Gives Benefit Performance

Iwoa Bengal Relief Committee of Iowa City organized a benefit performance by Ustad Ravi Shankar, the well-known sitarist, on October 21, 1971. Prior to the performance a massive publicity campaign was undertaken by the committee to acquaint the citizens of Iowa City the magnitudes of human disaster that has befallen on the people of Bangladesh and the events leading to this disaster.

PLEASE NOTE

1. Mukti Bahini require large supplies of winter clothes, medicines, tents and blankets. From your individual efforts in your local community you'll be amazed how much of them you can collect. if you have an organization, all the better. Initiate the drive today. For arrangement for *FREE AIR TRANSPORTATION* to the Mukti Bahini.
Contact :

Dr. Muhammad Yunus
500 Paragon Mills Rd. Apt. B-7
Nashville, TN 37211
Phone : (615) 833-3064

2. Doctors can easily collect midicines by writing to the pharmaceautical companies and also urging their colleagues to donate the sample medicines. Doctors in Nashville already sent 90 cartons of medicines to the Mukti Bahini hospitals. YOU can do it too. For Free air transportation note the above address.

3. We have received a number of letters from our readers expressing their desire to contribute to the Bangladesh Newsletter by way of subscription. We sincerely appreciate your support to the Newsletter. We are not accepting any contribution separately for the Newsletter. But we strongly urge readers to contribute generously to the Bangladesh Defense League to support its program and activities. Won't you send us a monthly/on time contribution?

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Newsletter Chicago : No. 13	25 November. 1971	News on Activities For Bangladesh Movement

BANGLADESH REFUGEE CAMP AT THE UNITED NATIONS

Yew York : A refugee camp made of sewer pipes was set up at Hammarskjold Plaza in front of the United Nations Building on the first November to dramatize the conditions of Bengali refugees in India. The camp, organized by the Bangladesh Action Coalition, to simulate the conditions of refugee camps in India which house an estimated ten million Bengalis who have fled from the rapacious Pakistani occupation army in Bangladesh, continued its existence for one week.

Volunteers lived in the camp for the entire week, subsisting on rice and dahl (pulse), the refugee ration at the Indian camps. According to the organizers of the UN refugee camp, the inmates of the camp were not threatened with death by cholera, typhoid and above all, a brutal army unlike their less fortunate counterparts, but they attempted to point out to the well-fed and comfortably clothed diplomats at the United Nations the harsh realities of Bangladesh. Igal Roodenko, the chairman of the Bangladesh Action Coalition said, "The camp was a protest against the inexcusable inaction and mute complicity of the world community during the past seven months when an entire people has been subjected to the most barbarous genocide." The camp was also "a protest against the arms aid and economic assistance which the US government has continued to give to the Pakistani military regime. Ignoring the obvious nature of the conflict in Bangladesh, where a democracy is pitted against the most reactionary of dictatorships, the US government continues to control and manipulate international relief offorts in a way that has only increased oppression."

Roodenko pointed out that all United Nations relief aid is being sent through the military regime of West Pakistan and that UN officials admit to the diversion of past aid for military purposes.

Sponsoring groups in the Coalition include Americans for Bangladesh, Bangladesh League of America, Save East Bengal Committee, War Resistors League, Quaker Social Action Program, The Catholic Peace Fellowship and more than a dozen other groups of concerned citizens.

Poets Alen Ginsberg and W.S. Morwin participated in the poetry reading session of the week-long program. The program also included relief fast, memorial service, peace march along the sixth avenue and a protest march to the Pakistani consulate.

BANGLADESH ACTIVITIES IN EAST LANSING

Lansing Area Committee for Emergency Refugee Fund has been formed to raise money for helping the refugees. A target of $100,000 has been fixed. The collection drive is in progress.

A booth was set up by the Bangladesh Association during MSU registration for three days. Literatures on bangladesh were distributed and 'Joi Bangla' buttons were sold. An educational campaign on Bangladesh was also launched by the association in various churches and schools. A public meeting was organized at the Union Building, Michigan State University, which was addressed by Dr. A. R. Mallick and Dr. Ashabul Huq, the members of the United Nations delegation from Bangladesh. The visit of the Bangladesh delegates to East Lansing was highlighted by a series of radio and TV interviews and panel discussions and a press conference.

FRENCH COMMITTEE FOR BANGLADESH

Frencch Committee of Solidarity with Bangladesh has recently been formed in France. It encompasses political activites and citizens of all political shades. It has published a statement asking the Government to place an immediate and total embargo on the delivery of all arms, military material helicopters, and submarines—as well as spare parts — for which contracts had been signed before the Pakistani invasion of Bangladesh. The committee pointedly drew attention to a statement by General Yahya Khan in which he thanked the French Government for the military equiptment supplied to his country.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Newsletter Chicago : No. 14	10 December, 1971	News on Activities For Bangladesh Movement

BANGLDESH CONFERENCE IN WASHINGTON

A national conference, under the title "Consultation on the American Response to events in East Pakistan" was helds in Washington D. C. from November 10-18. The conferencce organized primarily by the representatives of church groups (including the National council of Churches, the Friends and the Unitarian Universalist Association) attracted about 100 interested public figures from many parts of the US and Canada.

The lead speech was given by Senator Kennedy. In his brief address Kennedy criticized the US policy and decried the terror which has resulted in the daily deaths of 4300 children (Kennedy's figure) in the refugee camps in india.

Another importand address was delivered by Prof. Edward Dimok, Director of the South Asia Language and Area Center, University of Chicago. (Copies of Prof. Dimock's scholarly address are available at the Bangladesh Information Center, 423 5th Street SE, Washington D. C. 20003).

State Department Director for Pakistan and Afganistan Bruce Laingen spoke extensively on US Policy but failed to provide any convincing defense for the administration policy. He gave strong assurances that they US embassy in West Pakistan has convincing reasons to believe that Mujib remains alive.

Mr. Mujahid Hussain, First Secretary of the Embassy of Pakistan, was scheduled to speak at the conference but after arriving in the hall he abruptly walked out after noticing the name of Mr. S A. M. S. Kibria of the Bangladesh Misson on the program. (Pakistan Embassy later issued a condemnation of the conference).

Mr. Enayet Karim addressed the conference on behalf of Bangladesh, following an address by Mr. Maharajakrishna Rasgotra, Minister for Political Affairs, Embassy of India.

Rep. Peter Frelinghuysen, who recently returned from a tour

of the refugee camps in India and the war-stricken areas of Bangladesh, made the final presentation of the conference.

The conference, which was presided over by Dr. Homer Jack, Secretary General of the World conference of Religion for peace, was co-sponsored by Harry Applewhite, Director for International Relations, Council for Christian Social Action, United Church of Christ; Robert Jones, Executive Director, Washington Office, Unitarian Universalist Association; Dr. Allan Parrent, Department of International Affairs, National Council of churches; Edward Snyder, Friends Committee on National Legislation.

A LETTER FORM BANGLADESH MEDICAL ASSOCIATION

The following letter, dated November 4, 1971, has been addressed to all doctors by the general secretary of the Bangladesh medical Association, U. K. (9A Wotton Road, London NW2, UK) after his return from Bangladesh :

Dear Colleague :

Conditions are very bad. There is a great shortage of drugs and warm clothing. In September of Commander-in-Chief visited the Hospital, and in October we had a visit from the Acting President and Prime Minister of Bangladesh. A letter from the C-in-C to our President is enclosed. The C-in-C has endorsed our plan to set up 3 more hospitals, and even requested that we set up 10 more instead. The sooner we are able to do this, the greater will be our contribution to the fight for our country.

During the last two months we have given :

- medical and other help to the Mukti Bahini
- medical supplies (5,000 lbs. drugs etc.)
- clothing (2000 1bs.)

We urgently request your help on the following projects :

1. Dr. Mobin has been doing a tremendous job in establishing the first Bangladesh Hospital. He has been working there for almost six months. He must soon be replaced. We urge you to give three months time to serve in our Hospital. Contact us as soon as possible if you are willing to undertake this vitally needed work.

2. Please try to give us 10% of your salary. This can be easily arranged by bankers order.

3. As to drugs. Contact your local GPs and ask for donations of the free samples they receive regularly. Aspirins, cough mixtures antibiotics, tetanus toxoid, and anti malarials—all are needed.

4. The response to our appeal for clothing has been moderate. If the Mukti Bahini are not to die of cold, they must have the basic necessities. These can easily be supplied from the UK. Knitted woolen aquares, joined together, make very good blankets. Please help us with this.

5. Our mailing list does not include all the Bangladesh doctors in the UK and abroad. We would like to have complete supnort. Please make a personal effort to find out the names of doctors not already in the Bangladesh Medical Association and send them to us. *We would also appreciate your notifying us immediately of changes in address.*

Yesterday I received a letter from Bangladesh giving news of the Liberation Army. The Mukti Bahini have captured Chhatak and the Pakistan army has been forced to retreat to Sunamganj. Below is a confidential report of the Combined Military Hospital in Dacca giving details of casualties sustained by the Pakistani fores until July.

Combined Military Hospital, Dacca Casualties up to 26.7.71.

Total no. dead soldiers brought to hospital	7,493
Total no. soldiers fatally wounded	5,643
Total no. soldiers wounded	4,830
Total no. soldiers dead from snake bite	147
Mentally disabled soldiers subsequently transferred elsewhere	246
	18,359

We have been very active in arousing interest in the British Community in our projects, and may establish a medical aid Committee along the lines of "Medical Aid to Vietnam." We will try to be in touch with you every 4-6 weeks.

It is essential that Bengalis not directly involved in the Liberation Struggle help in their individual capacities. Without physicians and drugs our fighters cannot survive. We can and must help them.

Yours sincerely,
A T M Zafrullah Chowdhury
General Secretary

A LETTER FROM THE MUKTI BAHINI COMMANDER-in-CHIEF TO THE PRESIDENT OF BANGLADESH MEDICAL ASSOCIATION

To
Dr. A H. S. Rahman
President,
Bangladesh Medical Association

October 13, 1971

Dear Dr. Rahman :

I am taking the opportunity of Dr. Zafrullah Chowdhury's temporary return to UK, to write and thank you and, through you, the Bangladesh medical Association for making Drs. Zafrullah and Mobin available to organize hospital in the field for the medical equipment and medicines. So far they have organized one hospital in the field which I was very impressed with. It promises to be a good hospital even though accommodated in bamboo huts.

I need hardly to add that we look forward to your sustained interest and efforts in providing us with medical facilities and equipment which I have no doubt will be properly utilized, under Dr. Zafrullah's dedicated care.

Yours sincerely,
M. A. G. Osmany

PARTICIPATE IN THE LIBERATION STRUGGLE : HELP MUKTI BAHINI

If you are a doctor, Mukti Bahini need your experience and skill. You can serve in the Mukti Bahini hospitals for three months. Dr. Zillur Rahman Athar M. D. (808 Hillwood Blvd., Nashville, TN 37209, Phone : (615) 356-3912) is co-ordinating the medical efforts in North America and maintaining liason with the Bangladesh Medical Association in England. Write to him to facilitate the preparation of a rotating roster of doctors available for Mukti Bahini hospitals. You may also establish direct contact with the Medical Association in England (9A Wotton Road, London NW 2, U. K.)

Please send medicines, winter clothes and cash to Mukti Bahini. For information regarding free air transportation of medicines and the channels to send money to Mukti Bahini contact Dr. Muhammad Yunus (500 Paragon Mills B-7, Nashville, TN 37211, Phone (615) 833-3064).

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Newsletter Chicago : No. 14	10 December, 1971	Bangladesh Activities Around The US

BANGLADESH ACTIVITIES AROUND THE U.S.

San Fransisco Bay Area

Dr. A. R. Mallick and Dr. A. Hoque, members of the Bangladesh delegation to the UN, spoke to a gathering of approximately 250 students and faculty of Stanford University on Nov 2. The American League for Bangladesh organized an elaborate publicity campaign for the rally in the community and on campus. The Stanford Daily and the local Palo Alto Times gave good coverage of the event. Immediately preceeding the rally the visitors adressed a group of local newsmen. In the news conference the visitors explained the nature of the liberation struggle in Bangladesh. Repeatedly they stressed the fact that the 75 million people of Bangladesh are fighting to be free from an enemy whose nature is facist and whose tactics are medieval. The rally was opened by Joan Baez's song on Bangladesh followed by opening remarks by the chairman of the American League for Bangladesh. He pointed out to the gathering how another poor and populous country in South Asia became the victim of Mr. Nixon's generation of peace.

In his opening speech, Dr Mallick dealt with the background of the genocidal war in Bangladesh. He told the rally that the 75 million Bangalis of Bangladesh are fighting a true and genuine liberation struggle. Their struggle is for life against death. He exposed the brutal and medieval character of the Pakistani regime. The enemy is waging a war for the extermination of a people.

Following Dr. Mallick, Dr. Hoque spoke to the assembly. He gave an eyewitness account of his experiences and told the rally that despite heavy odds, the liberation struggle is forging ahead and the victory of the Mukti Bahini, Bangladesh peoples army, is inevitable. At the end of the rally, Mrs. Hubert Marshall, spokesman for the Stanford Women for Peac, made a scathing attack on the Nixon administration for its complicity in the genocide in Bangladesh.

In addition to Stanford campus the visitors also spoke in U.C. Berkeley and Santa Cruz. They appealed to the citizens to help stop all aid to the repressive and brutal regime in Pakistan.

Santa Cruz, California :

At a meeting of the students and faculty of the University of California at Santa Cruz on November 10, it was decided to organize a campus group called "Friends of Bangladesh," with Chris Maier and Evelyn Lee as co-ordinators and Professor Dilip Basu as advisor. The group intends to educate the campus and local communities on the Bangladesh issue, through leafleting, lectures, teach-in, film-shows etc. Students were urged to mail some pertinent literature to their parents, asking them to contribute toward refugee relief and write to their congressmen and senators. Two hundred and fifty students signed up to fast on November 18 as a gesture of solidarity with Bangladesh and contribute their meal tickets to refugee relief.

East Lansing, Michigan

Arrangements are in progress for fast on December 1, 1971, in 16 Dormitories, 20 sororities, 30 fraternities and 13 coop housing. Proceeds from the fast will go to help the refugees. Educational campaign on Bangladesh is continuing rigorously. Speakers from Bangladesh Association Aaddressed meetings in several Dorms and high Schools on Bangladesh issue. There was a short TV appearance in the local TV appealing for funds for the Bengali refugees. On November 14, Rev Warren Day and Mr. S. Poddar from Lansing Area Committee for Emergency Refugee fund had 15 minute radio Program about the conditions of refugees and causes leading to this gravest human disaster. All Lansing area Presbyterian Churches collected funds in their churches on November 21, to help the refugees.

Dewitt, Michigan

The Lions Club of Dewitt-Lansing invited the President of Bangladesh Association, Michigan State University to speak to its meeting on November 18, 1971. He spoke in the meeting on the Bangladesh issue and appealed for funds and winter clothes. Literature and leafleats were also distributed.

Ann Arbor, Michigan

On the 22nd of November about 1000 students of the South Quadrangle of the University of Michigan observed a fast to donate their money for the Bangladesh refugees. In the evening a mass Meeting and a cultural show was organized for the fasting students. Mr. Rod Huber and Mr. Hank Haitowit spoke on the situation in Bangladesh. Miss Sheron Lower and Miss Indu Malini performed Bengali dances to the tune of Tagore songs presented by Miss Beth Lingdberg, Mr. Ashok Talwar and Mr. and Mrs. Raja. The program was produced and conducted by Mr. Peter Hook and Miss Sneholata Deeksheet. The fast was organized by Mr. Bart Taub.

A weekly Bangladesh information desk at the univ. center distributes materials on Bangladesh situation under the management of a sub-committee chairman Miss Terry Cline.

Urbana, Illinois

Bangladesh Association at the University of Illinois took part in a panel discussion sponsored by the local cosmopolitan club. Mr. Mohammad H. Mondal and Mr. Rabbani of the Association and Dr. M. Rahman of Eastern Illinois University at Chrleston, Ill. spoke on the background of the tragedy in Bangladesh and the future of Bangladesh. The association is presenting a film in the first week of December to raise funds. A drive for collection of winter clothes for the Mukti Bahini is in progress.

POETRY READING BY GINSBERG AND VOZNESENSKY

New York : For the first time, Allen Ginsberg and Andrei Voznesensky, the distinguished Russian poet, will give a poetry reading together. The reading to be held on Saturday, November 20th, at 7 P. M., at St. George's Church, 207 E. 16th Street, is intended to raise the public level of consciousness about the problem of Bangladesh and what the American people can do to alleviate it.

To quote Mr. Ginsberg, who has recently returned from a tour of the refugee camps in India :

Millions of brothers in woe,
Millions of sisters nowhere to go,
Millions of children in the rain,

Millions of mothers in pain—
September flood over Jessore road.

Joining them will be Kenneth Koch, Ed Sanders, Gregory Corso, Peter Orlovsky, Anne Waldman, Michael Brownstein, Dick Gallup, and Ron Padgett.

The reading is sponsored by Americans for Bangladesh, a group of concerned citizens working to educate the public about Bangladesh and to raise relief funds for Bangladesh.

POETRY READING IN ENGLAND

Glenda Jackson, the actress, read a Bengali poem as well as passages from Shakespeare and Yeats at a Sadlers Wells Theatre concert on November 14, 71 to raise funds for refugees from Bangladesh. Bengali artists included well-known folk singers and Birender Shankar, nephew of Ravi Shankar, the celebrated sitar player.

কানাডা

॥ বাংলাদেশ সমিতি কানাডা ও কুবেক কর্ত্তৃক প্রকাশিত সংবাদপত্র ॥

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh★ Toronto : No. 2	31 July, 1971	Call-up in West Pakistan

CALL-UP IN WEST PAKISTAN

Pakistan has introduced army conscription for the first time, writes, Anthony Mascarenhas. The move coincides with President Yahya Khan's stern warning yesterday 'we are very near to war with Inaia.' And the war in the eastern province is now taking its economic toll in the western wing. Karachi papers report wide-spread lay off of 2,300 textile workers and 1,000 public service employees in the city alone. 75 textile installations have been closed down in the province. In Layalpur there was a demonstration of mill workers against the mass lay off last month.

All over West Pakistan the industries are affected by the loss of protected East Pakistan market, the loss of raw material from the east and the necessity to pay cash for imported chemicals and machineries. Some Japaness companies have refused to give credit without guarantees from British banks. British exporters have put off when the Board of Trade declined to underwrite new contracts with Pakistan.

A Karachi editor says "Pakistan died in March. The only way this land can be held together is by the bayonet and the toreh. But that it is not unity, that is slavery. There can never be one nation in the future, only two enemies," reports Newsweek's Loren Jenkins.

Labour unrest in West Pakistan is sharply mounting and along with that Z. A. Bhutto, the PPP chief is fast loosing his support. Recently he met presiden Yahya Khan to discuss the present political situation in West Pakistan. Yahya Khan seems to be in no mood to transfer administration to civilian Government.

★ Bangladesh : বাংলাদেশ সমিতি কানাডা টরোন্টো শাখা কর্তৃক প্রকাশিত।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Toronto : No. 3	25 August, 1971	Editorial

EDITORIAL

Since the Bangladesh struggle, long simiering dormancy, erupted into intense activity last March, our minds have been challenged in trying to grasp the magnitude of the cataclysm and our souls touched by the sufferings and the spirit of the Bengali people.

The world has been shocked by the genocide that has driven 7 million Bengalis to seek shelter in India. These dispossessed millions perfer to face disease and malnutrition in foreign land rather than the murderous guns of their erstwhile countrymen. Numbered by the terrible experience that they have survived, they face an uncertain future. It would be suicidal for them to return to Pakistan under the present conditions. And the likelihood of a "political settlement" is nil. They have one hope— one thing can give them a better future— that hope is victory. Victory for the iberation forces. Victory for the Bengali people!

Inside Bangladesh, the army of Yahya Khan continues its reign of terror. Oppressed as never before, no one dares to speak. But in the minds of the people there is a single thought—when the chance comes, to wrest the gun from the hands of the oppressor, and to obtain freedom. The Pakistan government knows this. That is why they are conducting an intense campaign of propaganda aimed at demoralizing the people. They identify the popular forces as "miscreants" alleging that they are part of some sinister Indian plot against Pakistan. They attempt to use religion as a divisive force, making it a crime to be a Hindu. They set up "peace committees" of collaborators. All with one aim—the subjugation of the people.

What can give hope to these millions who daily live in the midst of oppression, whose lives and property are never scure and who face imminent famine along with their present afflications? For them the "unity and integrity" of the "Islamic" Republic of Pakistan means the perpetration of their role as exploited colonials. Their hope too is for victory. Victory for the liberation forces! Victory for the Bengali people!

As Bengalis who are living abroad you have the chance to contribute to that needed victory. You can speak out against the oppressor, and tell the true facts about events in Bangladesh to influential people and concerned citizens of the world. You can try to enlist their support for relief and recognition. You have no valid excuse for silence. Your silence will no ensure the safety of your relatives at home. No one is safe there. So speak up for Bangladesh.

Another way you can contribute to victory for the people is by your financial support. Perhaps you can only give a little, but even a boost to the effort. Give something every month. Your continued financial support is needed. People are dying, but the only sacrifice required of you is a financial one. Don't hesitate to be generous.

Bngladesh means freedom from economic exploitation. It means democracy in the truest sense of the world—rule of the people. It means a secular state in which there will be equality for all. Many obstacles must be overcome to make this a reality. Your dedicated support can help to make this dream come true. Don't let down your suffering compatriots. Throw yourself into the struggle. Make the ultimate victory of Bangladesh your victory.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Toronto : No. 3	25 August, 1971	Trial of Sheikh Mujib & World Reactions

TRIAL OF SHEIKH MUJIB ANNOUNCED

Rawalpindi,

August 9,—"East Pakistani" leader Sheikh Mujibur Rahman will be tried by a special military court of "waging war against Pakistan" and other offences, a government statement said yesterday, The triel will begin tomorrow and will be held behind closed doors, the statement said. The spokesman added : "The accused will be given proper opportunity to prepare his defence and will be provided with all facilities permitted in law, including engaging counsel of his own choice, provided such counsel is a citizen of Pakistan".

World Reactions :

United Nations, N. Y., August 10, Secretary General Thant warned today that the fate of the East Pakistani leader, Sheikh Mujibur Rahman, would "inevitably have repurcussions outside the borders of Pakistan". Mr. Thant said he had been receiving expressions of concern about Sheikh Mujib, party chief of the Awami League, from many governments every day. Mr. Thant's statements on Sheikh Mujib said that the Secretary General "Feels that it is an extremely sensitive and delicate matter, which falls within the competence of the judicial system of a member state, in this case Pakistan." "It is also a matter of extraordinary interest and concern in many quarters, from the humanitarian as well as the political point of view." Mr. Thant said that there was a general feeling that the hope of restoring peace and normality in the region was remote unless some kind of accomodation is reached."

Washington,

August 10, Eleven Senators urged that the United States Government convey to Pakistan their "profound hope" that compassion would be shown to Sheikh Mujib. Senator Fred R. Harris,

Democrat of Oklahoma, said that the death of Sheikh Mujib, who commands the loyalty of millions of East Pakistanis, could contribute "to a further rise in tensions at a time when war could break out at any moment" between India and Pakistan.

Washington,

August 11, William Rogers, U. S. Secretary of State, has warned Pakistan that "any summary action" in the trial of East Pakistan leader Sheikh Mujibur Rahman will increase chances of warfare in that Asian country. Mr. Rogers hinted that Pakistan could lose U. S. Support if Sheikh Mujib, now facing a secret court martial for "Waging war against Pakistan," were executed or given a heavy prison sentence.

On Prime Minister Trudeau's behalf, the Canadian High Commission in Pakistan asked President Yahya Khan to recognize "the value of magnanimity and humanitarian consideration" in deciding Mujib's fate. Although the trial is an internal Pakistani matter, the Canadian government realizes that its results will have international repurcussions, a spokesman said.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Toronto : No. 3	25 August, 1971	News on Bangladesh Movement

BANGLADESH AMBASSADOR VISITS TORONTO

Mr. M. R. Siddiqui, the newly appointed Bangladesh ambassador to the US and Canada was in Toronto to attend the international conference on South Asia. On August 22, he met with the members of the Bangladesh Association of Canada (Toronto) and addressed them.

SEMINAR ON BANGLADESH

A seminar on the "Crisis in Bangladesh" was arranged by the Bangladesh Association of Canada (Toronto) on August 5, 1971. Mr. Andrew Brewin, M. P., a member of the Canadian Parliamentary Delegation which visited India, Pakistan and Bangladesh last month, was the main speaker. Others on the panel, who had also recently returned from India, were Mr. Frederic Nossal of the Toronto Telegram, Mr. Leslie Smith of OXFAM, and Mr. Paul Ignitieff of UNICEF. Mr. Stanley Burke was the chairman.

All the speakers gave horrifying accounts of the plight of the 7 million refugees in India. While Mr. Smith and Mr. Ignitieff had to confine themselves only to the refugee problem, Mr. Brewin and Mr. Nossal also touched on the political and other aspects. Mr. Brewin said that in his opinion the only solution to the Bangladesh crisis was an independent Bangladesh. Mr. Smith documented his speech with pictures of the refugee camps.

A group of West Pakistanis and two Bengali Quislings belonging to the so-called "Pakistan Solidarity Committee" staged a unruly demonstration and tried their best to disrupt the proceedings with a shameful display of infantile behaviour. But when they found that the audience was hostile to their hooliganism, they soon left the meeting. After they left one Canadian was heard to remark., "Now I know where the trouble lies". Another said, "I do not see how there can be any meaningful coexistence if this is their (Demonstrator's) attitude towards fellow countrymen".

The seminer proved very successful and was attended by over 500 people.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON "PEACE IN SOUTH ASIA"

An international conference on South Asia was organized by OXFAM of Canada in Toronto on August 20 and 21. The conference was attended by delegates from the USA, Canada, Britain, India and Bangladesh. Delegates from Pakistan who had indicated their willingness to attend were unable to do so. The delegates, all of whom are experts on India and Pakistan, sought to be impartial and objective and at the end of the conference made a declaration on the present state of affairs in Bangladesh. The declaration urged all governments :

1. To terminate immediately all military deliveries to Pakistan.
2. To suspend all economic aid to Pakistan.
3. To channel all possible resources into a massive emergency programme for famine relief in "East Pakistan" directed and administered by the UN.
4. To make firm continuing commitments to share fairly the economic burden of supporting the refugees in Inida.
5. To intervene to save the life of Sheikh Mujibur Rahman.

The declaration was not signed by the Bangladesh delegates as it fell short of recognizing Bangladesh.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Toronto : No. 6	15 October, 1971	Local News

LOCAL NEWS

Professor Muzaffar in Toronto

Professor Muzaffar Ahmed, President of the Bangladesh national Awami Party and a member of the Consultative Committee, who came to New York as a member of the Bangladesh delegation to the U. N. Paid a visit to Toronto on his way back to Bangladesh. He also addressed the Bangladesh citizens residing in Toronto on October 7.

He gave a report on the progress made by the Bangladesh delegation to the U. N., and also reported the over all progress made in the diplomatic field. He also gave a picture of the latest situation at the front. He emphasized on the need for unity at this moment of our national crisis. He said that though the people of Bangladesh were eager to see an early end to this war imposed on them, they were ready for a long and protracted war and were willing to lay down their lives to the last man to free their motherland.

South Asia Crisis Committee

Recently a South Asia Crisis Committee has been formed in Toronto with Mr. stanley Burke, a former CBC broadcaster, as its Director. The aim of the group is to educate the Canadian people of the imminent famine in Bangladesh. Mr. Burke hopes to expand the activities of his committee on a national basis. At present various campus groups are actively working to educate the people. "People must wake up", Mr. Burke said, "when millions of people are waiting to die."

ANNOUNCEMENTS

A symposium on Bangladesh will be held at McMaster University, Hamilton, on October 20 at 7 p.m. Speakers include Mr. S. A. Sultan and Mr. Mafiz Chowdhury, members of the Bangladesh delegation to the U. N.

The next general meeting of the Association will be held at 117 Carlton Street, Toronto, on Sunday, October 31 at 12 noon. Members are requested to attend.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Toronto : No. 7	31 October, 1971	Local News

LOCAL NEWS
SYMPOSIUM ON BANGLADESH

Hamilton, October 6 : A symposium on Bangladesh was jointly organized by the Carribian Student Organisation and Bangladesh Association at McMaster University, Hamilton on October 6. Mr. S. A. Sultan and Mr. S Ahmed, member of the Bangladesh Deligation to the United Nations, spoke on the occassion and answered the questions from the floor. Large number of student and teacher of the University participated in the discussion. The meeting proved to be a success.

On the following day both the speakers gave a talk to the Political Science Association at McMaster University, and in the evening addressed the members of the Bangladesh Association of Canada, Toronto at its office in Toronto. Both of them spoke about the need for unity at this moment of our national crisis.

JOIN US ON NOVEMBER 6

The Bangladesh Association of Canada, Toronto, will join the anti-war Rally, organized by the Vietnam Mobilization Committee, on Saturday, November 6 at 2 pm, to protest against the blasting of an atom bomb at a Amchitka, Alska.

The Bangladesh Association will join the rally with their own banners, placards and slogans primarily to propagate our own cause and to show our soliderity with all oppressed people of the world. We want to let the people of Canada know that we do not want war, war has been forced on us. Come and join us in the peace rally at 2 pm at Queen's Park.

BANGLADESH STAMPS

A complete set of Bangladesh stamps are now available with us. It you want a set of stamps, call : Mr. Khan at 363-2834. The proceeds will go to liberation struggle.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Sphulinga★	1 August, 1971	Editorial
Quebec : No. 2		Peoples war In Bangladesh

PEOPLES WAR IN BANGLADESH

The people of Bangladesh are at war. The facist forces of Bhutto-Yahya clique have unleashed a reign of terror and barbarism of a scale without precedence in history, in an attempt to keep 75 million Bengalis in subjugation. But they have failed utterly in their efforts, instead they have succeeded in uniting the Bengalis resolutely in their struggle for liberation. The people of East Bengal are now in the move not only to end once and for all the sub-colonial exploitation of West Pakistani ruling class, but also the neo-colonial subjugation of Western Imperialism.

In the present day world the interest to U. S. Imperialism is in direct opposition to the interest and well being of the Vast majority of its population. U.S. interest lies in continuous subjugation and neo-colonial exploitation of the people of the world. Whenever the people rise against this exploitation, U. S. Imperialism tries to suppress them either by using direct force (as in Vietnam) on with the help of their agents ruling classes of so called "free world". Pakistan is no exception to this phenomenon. It is therefore hardly surprising that U.S.A. has come with open support of the Pakistani ruling class. In their vile conspiracy against the Bengali people they were even thinking of sending police to help the Pakistani army. (Ref : Newsweek, August 2, 1971. "And not content with this he (Senator Kennedy) went to intimate that U. S. had plans to send police teams to East Pakistan to help Yahya's Punjabi soldiers suppress Bengali resistance".) Now they are trying to use the United Nations to bolster the strength of the faultering Pakistani army.

It all these attempts to keep an united Pakistan fails in the face of a determined struggle of the Bengalis, the U. S. Imperialists have other optios of their future conspiracy.

Those who wants real liberation of our country must cau-

★ স্ফুলিঙ্গ : বাংলাদেশ সমিতি কুবেক কর্তৃক প্রকাশিত।

tiously follow these evil designs of U.S. Imperialists. Inspite of world wide concern over the present situation in Bengal the imperialists will act according to their own interest. There is no reason to believe that their strategic change in policy will bring any good to Bengali people. For it is clear that in the final analysis it is the U. S. Imperialism which is the enemy of the people of the world and their emancipation lies in its total destruction. The people of Bengal are now moving to the forefront of a world-wide anti-imperialist struggle along with the people of the South East Asia, the Middle East, Africa and Latin America.

The correct method of the liberation struggle is now becoming obvious to the people of Bengal. Their past experience and the lesson from the historic struggle of the people of Indo-China and other people of the world dictates that it is only through protracted guerrilla tactics based on the principles of "class struggle" and "people's war" one can hope to defeat an enemy with superior fire power. This tested method has brought the giant American power to its knees in many fronts of the struggle.

Many blunders and weaknesses of the past struggle are now obvious. Total lack of understanding of the situation resulted in a limited struggle for a limited victory. But such a victory is neither feasible in the face of formidable enemy nor is it desirable since it does not change the basic condition of the vast majority of the people vis-a-vis neo-colonial exploitation. The concept of non-violence, non-co-operation and democratic method, while it was very obvious that the enemy is armed to the teeth and would not give up its occupation voluntarily proved futile. Lack of armed preparation of the people made them easy and helpless victims of the blood thirsty enemy.

The people of Bengal are learning from the past mistakes and are now turning into effective fighters. They convinced that this well armed enemy which is being helped by the imperialists and the local interest groups can only be defeated through a protracted "people's War"—a war led by and fought foı the interest of the majority of the people, i.e. the working class and the larger poorer section of the peasantry.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Sphulinga Quebec : No. 2	1 August, 1971	The story of Padma

THE STORY OF PADMA

by Sarwar Alam

Padma, a mighty flowing river in Bengal is a silent witness to the history of oppression and revolution which is not new to the Bengali peasantry. Its namesake, a Pakistani ship has recently collaborated with the U.S. imperialists in an effort to suppress the liberation struggle in Bangladesh.

"A freighter flying the flag of Pakistan sailed from New York for Karachi last night with a cargo of United states military equipment for Pakistan in an apparent violation of the Nixon administration's ban on the shipment." (Ted Szulc, Montreal Star, June 22, 1971.) On June 30, the ship arrived in Montreal. That day, on it's front page, the Montreal Star declared "Protesters to greet arms ship". The Bangladesh Association of Quebec hastily arranged a protest rally and march. It contacted the local press and expressed grave concern about possible Canadian arms shipment to Pakistan. Although the Canadian foreign minister, Michel sharp had declared in the press "Padma is of no concern to Canada", they seemed far from convinced. Meanwhile, Robert L. Stanfield, the leader of the opposition in the House of Commons was requested to raise the issue in the Parliament.

Michel Chartrand, the CNTU leader, the American deserters, the Palestine Liberation Organisation, the Vietnamese Patriotic group, Comite Moratoire du Vietman, Women's Liberation Organisation and many local Canadians joined the rally. It strongly condemned the U. S. Policy of arms shipment to Pakistan and it's overal imperialistic policy.

By the evening of the same day, the local press discovered "Canadian-made Sabre Jet parts are going to Pakistan aboard Padma". Heath macquarrie M.P. raised the question of arms shipment to Pakistan. Finally the arms shipment was embargoed.

Our rally was directed against the U. S. Imperialist policy which has no sympathy for the struggling people of the world or

the strong anti-imperialist feeling of the progressive Americans. The participation of the various groups, especially the Vietnamese and Palestinians symbolises the fact that Vietnam, Palestine and Bengal, all are the same struggle in different fronts. The solidarity they have shown with us is surely a solidarity shown to their own struggling people. The local press fought against the Canadian arms shipment because they know a military involvement in Pakistan would help the military-industrial complex and would cost the tax-payers more dollars. The American people are well aware of the cost of the Vietnam war; they have paid too much in taxes to keep the American military-industrial complex alive. Will they go for another Vietnam in Bengal? The Answer is no. Their hard earned dollars have other purposes to serve.

★ ★ ★

The editors of this news bulletin welcome your letters and comments.

The Bangladesh Association of Quebec urgently needs money. Please send your donations to :

Bangladesh Association of Quebec
3520 Lorne Avenue, Montreal 130, P.Q.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Sphulinga Quebec : No. 3	1 September, 1971	News on Bangladesh Movement

The Member and Sympathisers of Bangladesh Association of Vancouver, Attack U. S. on Bengali Issue

The members and the sympathisers of the Bangladesh Association of B. C. held a militant demonstration in front of the U. S. consulate on Friday the 30th July. After rally they passed a resolution condemning the "U. S. complicity" in the war in Bangladesh which has killed about one million Bangalis and driven more than ten million Bangalis to cholera infested refugee camps accross the border in India.

Three Bengali Sailors Seek Political Asylum in Canada

Three Bengali sailors deserted to Pakistani ship, Sutlej, on 17th August. In a press Conference in montreal they said they did not feel safe to go back to Pakistan. They also did not like to collaborate with the ship which is carrying arms from U. S.A. for the West Pakistani military. At present they are staying with the Bangladesh Association of Quebec.

Dr. Yvan Garsse of 'Information Retrieval, Storage and Dissemination on Genocide, Crimes against humanity, Crimes against peace and War Crimes' has written to us :

We shall be grateful to you for any information and document you could send us (regarding the Genocide being carried out the West Pakistani Army in Bangladesh.)

His Institute collects publications, periodicals, reports, maps, papers, articles, films, photographies and other material on Genocide, Crimes against humanity, Crimes against Peace, War crimes and related matters. Address :

STUDIECENTRUM, Parklaan 2.
B-2700 SINT NIKLAAS WAAS, Belgium.

Mukti Bahini Needs You

In a telegram to the Bangladesh Medical Association, London, The Bangladesh Mukti Bahini requests for four surgical specialists and Anaesthetists immediately.

For further Information Contact :

Bangladesh Medical Association
9 A Wotton Road, Cricklewood
London W. 2.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, মুজিবনগর সরকারের ওয়াশিংটনস্থ
বাংলাদেশ মিশন কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদপত্র।

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh★ Vol. 1 : No. 1	3 September, 1971	World Concern Over Mujibur Rahman's Trial

WORLD CONCERN OVER MUJIBUR RAHMAN'S TRIAL

(*Compiled from news dispatches*)

Large numbers of jurists statesmen and newspapers all over the world have condemned in the past weeks Sheikh Mujibur Rahman's secret trial by military rulers of West Pakistan. Their view is that a secret military trial of a leader elected by 75 million people is unjust and inhuman.

World Peace Council

The Secretariat of the World Peace Council in Helsinki in a statement said that in staging trial and in other acts of massacre and pillage Yahya Khan's dictatorship has revealed itself to the world as devoid of all morl scruples and contemptuous of people's rights.

"The only fault of Sheikh Mujibur Rahman, who also fought against British alien rulers of India while Yehya Khan and his henchmen were loyally serving the British Masters, is that the people of Bangladesh gave his party 167 of 169 seats in the first-ever general elections held."

International Commission of Jurists

The International Commission of Jurists has formally protested to West Pakistan President Yahya Khan against the secret military trial of the Bangladesh leader, Sheikh Mujibur Rahman. A cable signed ICJ's Secretary General said : "International Commission of Jurists protest against the secret military trial of Sheikh Mujibur Rahman. Justice has nothing to hide."

U Thant

The U. N. Secretary General, U Thant, in a press statement said he shared the feeling of many U. N. representatives "that any

★ Bangladesh : সাপ্তাহিক সংবাদ বুলেটিন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, মুজিবনগর সরকারের পক্ষে বাংলাদেশ মিশন, ওয়াশিংটন হতে এম, আর, সিদ্দিকী কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

developments concerning the fate of Sheikh Mujibur Rahman will inevitably have repercussions outside the borders of Pakistan."

U. S. Senators

Eleven U.S. Senators have urged the American Government to convey to Pakistan their profound hope that compassion would be shown for Sheikh Mujibur Rahman.

New York Post

Since Washington has accumulated some dubious credits with President Yahya Khan it should use them to restrain his vengeful trial of Sheikh Mujibur Rahman. If Rahman is found guilty in secret trial and put to death he will become a martyer for both East Pakistan and India, and the true victim will be Asian peace.

Christian Science Monitor

Many would doubt whether his (Mujibur Rahman's) drive to obtain autonomy for East Bengalis could be considered treasonable. Harsh sentence against him after secret trial would create a deplorable impression.

Toronto Telegram

It is up to the entire international community to help save Sheikh Mujib's life and thus prevent General Yahya Khan's regime not only from committing another unnecessary killing but possibly from throwing entire subcontinent into renewed turmoil.

Arseiter Zeitung (*Austria*)

Death sentence on Mujib will mean historically a death sentence on the state of Pakistan.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Vol. 1: No. 1	3 September, 1971	News on Activities for the Cause of Bangladesh

US SENATORS URGE STOPPAGE OF ALL AID TO PAKISTAN

Senator Edward M. Kennedy, just returned from a week-long visit to the Bengali refugee camps in India and on the borders of Bangladesh, assailed the U. S. policy toward Pakistan as "bankrupt" and demanded : "We must end immediately all further U.S. arms shipments to West Pakistan. We must end all other economic support of a regime that continues to violate the most basic principles of humanity."

In an impassioned address to the National Press Club in Washington, August 26, Senator Kennedy said, "We must demonstrate to the generals of West Pakistan and to the peoples of the world that the United States has a deep and abiding revulsion of the monumental slaughter that has ravaged East Bengal."

Senator Kennedy, Chairman of the Judiciary Subcommittee on Refugees said the situation in Bangladesh should particularly distress Americans since "it is our military hardware—our guns, our tanks and aircraft—delivered over the decades which are contributing substantially to the suffering there."

He urged the Americans not to "support a regime that is alien to the principles for which so many of his fellow citizens have given their lives in virtually every corner of the world."

The Massachussetts Senator began by describing what he called "the most appalling tide of human misery in modern times" and asked the Americans to understand what has produced this massive human tragedy in Bangladesh.

Senator Kennedy drew comparison between American actions in vietnam and the current U.S. involvement in Bangladesh. After sacrificing nearly $ 100 billion and 45,000 lives to support democracy in Vietnam, he said, "America is being asked by its leadership... to co-operate in a conspiracy, against the results of a free election" in Bangladesh.

Senator Charles Percy

Senator Charles Percy said at a Press Conference in New Delhi August 28, that he was in favour of stoppage of all military and economic assistance to Pakistan.

The Republican Senator described the developments in Bangladesh as one of the greatest human tragedies recorded in history.

TORONTO CONFERENCE EXPRESSES CONCERN ON BANGLADESH

An international conference of distinguished scholars, editors and parliamentarians held in Toronto called upon all governments supplying arms and economic aid to Pakistan to stop immediately till a lasting political solution in Bangladesh was found.

The conference warned that the present situation in Bangladesh posed a great threat to peace in the Indian sub continent. The Conference resolution called "Toronto Declaration of Concern" said that participants were "horrified by events of recent months in East Pakistan which have resulted in one of the major disasters in man's history."

It said "the present situation is a threat to peace both in the sub-continent of South Asia and throughout the world with danger of great power involvement in the familiar pattern of escalation."

Among the signatories to the Conference held from August 19-21 were former Director General of U.N. Technical Assistance, Hugh Keenleyside; former british Labor Minister, Judith Hart; British M. P., Bernard Braine; and former Canadian ambassador to China, Chester Ronning.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Vol. 1: No. 2	10 September, 1971	W. Pakistan Army Emulates Gestapo & SS

WEST PAKISTAN ARMY EMULATES GESTAPO & SS

LE MONDE, the renowned French weekly, carried an article on August 6 entitled "May Bangladesh Live" by Professor Louis Dumont, well-known academician and Director of Studies of the Ecole Pratique des Hautes Etudes of Paris.

The article, *inter alia*, disclosed the dialogue exchanged on the telephone (monitored verbatim) on the morning of March 26 between the field units of the West Pakistan occupation army in Dacca and its headquarters at Kurmitola. The dialogue concerned Dacca University, which was the first target of the West Pakistan Army. The communication was published in an abridged form in the article, reading as follows :

Headquarters of West Pakistan army :

"HOW MANY DEAD APPROXIMATELY"

Field Unit of West Pakistan Army !

"AT LEAST 300"

Headquarters :

"WELL DONE ... WONDERFUL JOB"

The article continues : "In conformity with the order given in the communication, a hole was dug to hide the corpses by employees of the University who were shot dead on the spot after their task was completed. Here is where a regular army showed itself to be worthy EMULATORS OF THE GESTAPO AND THE SS and this throws conclusive light on the trocities which followed."

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Vol. 1: No. 3	17 September, 1971	The Pakistan Massacre

THE PAKISTAN MASSACRE

Excerpted below is "*A letter to a pakistani Diplomat*" by Dr. Eqbal Ahmad, a West Pakistani Professor in the United States, published in the *New York Review of Books. Volume XVII, Number 3, September* 2, 1971.

... the miserable Mr. Bhutto who changes his politics like a lizard his color, or the Generals who, bred by colonial Britain and armed by the U.S.A. appear bent on turning the country into a Muslim version of Greece and Spain.

However, as I see the facts surrounding recent developments, I am able to find neither a political and economic nor a moral justification for the current policy of military intervention... Not even the most hawkish West Pakistanis deny the gross economic inequities and exploitation suffered by the Bengalis. Politically, twelve years of direct military rule deprived them of even a minor share in the exercise of power.

The nearly unanimous electoral support for the Awami League's demand for provincial autonomy was the result of the neglect of East Pakistan, climaxing in the example of the incredible negligence in the relief of cyclone victims last November.

Having failed to arrive at an extra-parliamentary settlement, the military, supported by West Pakistani leaders, intervened on March 25, 1971, to offset the results of Pakistan's first freely held elections. Perhaps the army had little hope of obtaining the capitulation of Pakistan's elected representatives. It is now clear that the army used the negotiations between General Yahya and Sheikh Mujib as a cover to prepare for its intervention.

The closing of journals like Asad and Lail-O-Nahar the recent jailing without trial in West Pakistan of 800 persons, including leaders like Afzal Bangash, Mukhtar Rana, and G. M. Syed, intellectuals like Abdullah Malik and Sheikh Ayaz, academicians like G. M. Shah, and the recent public floggings of dissenters against the government in Lyalpur and Sialkot are indicative of the shift toward totalitarianism.

Unless there is an immediate end to military rule in East Pakistan, famine and pestilence as well as periodic massacres by the army will cost millions of lives in the coming months. The intervention has already caused an estimated 250,000 deaths of unarmed civilians.

The dispatch of more supplies for relief is by itself unlikely to avert the impending tragedy. Only a quick restoration of civilian rule can prevent the use of food grains and medicine as military weapons, and only such a restoration can ensure both the distribution of relief and an effective role for international agencies in the administration of such relief.

Lastly, I should stress that no genuine restoration of civilian government will be possible until the East Pakistanis have been conceded their right to autonomy or even secession.

I believe that the only workable course for *West Pakistanis is to insist on immediate and unconditional termination of martial law, the convening of the duly elected national assembly, and a commitment that the majority decisions of that assembly shall be binding on all, even if these decisions, dismember Pakistan as a state consisting of East and West.* We must reject the army's absurd claim that it has intervened to protect the nation's "integrity" from the party that had just won, in Pakistan's only freely held elections, a governing majority in the national assembly.

In fact, the elected representatives of East Pakistan had insisted only on fulfilling their mandate to achieve autonomy for their province. The proclamation by the East Pakistanis of the independent state of Bangladesh took place only after the army refused to convene the national assembly and after it had brutally intervened in East Pakistan on March 25, 1971.

Much more alarming is the American government's decision to continue armaments sales and economic aid to the dictatorship, despite the unanimous opposition of its Western allies, of important men in the Congress, and of the World Bank. This is particularly striking in view of the longstanding loyalty to the West and to the US of Sheikh Mujib and his party.

Americans have become silent accomplices in crimes against humanity in yet another part of Asia.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Vol. 1: No. 3	17 September, 1971	Siddiqi Heads Bangladesh Mission

SIDDIQI HEADS BANGLADESH MISSION

Mustafizur Rahman Siddiqi, who arrived in Washington recently as Head of the Bangladesh Mission, is an elected Member of the National Assembly from Chittagong. Mr. Siddiqi is a graduate of London University and received his M. A. degree from Calcutta University. He was a member of the Central Committee and President of Chittagong District Awami League. Since his arrival here last month, he has been active in political, diplomatic and academic circles, seeking support for the Bangladesh struggle of independence.

Besides meeting political leaders, M. R. Siddiqi has called on American Government and U. N. officials. A persuasive diplomat, he recently undertook cross-country tours which took him to a dozen U. S. cities and Canada.

During his tours, the Chief of the Bangladesh Mission addressed a number of faculty and student gatherings and press conferencs. Newspapers of most of the cities which he visited frontpaged news of his speeches accompanied by photographs.

Giving an eye-witness account of the regin of terror let loose by the West Pakistan Army in Bangladesh, Mr. Siddiqi, having been in Bangladesh as recently as July, told pressmen various cities that American weapons and money have contributed substantially to the killings and repression in Bangladesh. America, he said, has a special responsibility to see that the killing is stopped. He urged the Americans cut off all military an economic assistance to the Yahya regime.

Addressing students of the University fo California at Davis, Mr. Siddiqi said "only the people of Bangladesh can decide what they want and they have given their verdict of an independent Bangladesh."

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Vol. 1: No. 3	17 September, 1971	U. N. Humanitarian Assistance in Bangladesh

U. N. HUMANITARIAN ASSISTANCE IN BANGLADESH WHAT IT REALLY MENAS

By an Observer

What the dispatch of 38 experts the first phase of the United Nations mission to Bangladesh has begun. At first sight the U.N. role would appear to be worthy of the best tradition of the world today. But behind its humanitarian facade lurks a great danger.

The primary purpose of the U. N. monitors, it has been reported, would be to revive communication and remobilize river and road transportation, which would "help restore confidence in the East Pakistani administration." We are further advised that unless these conditions are fulfilied relief goods so generously provied by the donor countries would not reach the people for whom they are intended and millions would starve. Also presumably, without supervision donor countries would not feel encouraged to give more humanitarian aid to Bangladesh.

We appreciate the anxiety of many donor countries to help the suffering people in Bangladesh. What we fail to understand is their apparent belief that the military administration is the right vehicle through which aid should be provided in Bangladesh. Last year's experience with the cyclone disaster should have been sufficient warning that the military could not be trusted to carry out relief work. It is common knowledge that relief goods were misappropriated by the military for their own use and no proper accounting has yet been given of millions of dollars donated by individuals and organizations to relief funds opened by Pakistan Embassies abroad. It is also well documented that helicopters and boats provided for relief purposes were used for military operations on and after March 25.

Unicef Vehicles

The United Nations properties have not ben exepmt from the grabbfng hands of the military either. UNICEF jeeps were taken

over and have been openly used in Bangladesh by the military for their transportation needs. According to the *Daily Telegraph* of London, August 31, only handful of these vehicles have been returned to thir owners. The Bangladesh Government has solid information that FAO vehicles and boats have also been requisitioned and the Bengali personnel arrested and maltreated. The Secretary General has not felt bold enough even to protest openly against the seizure of U.N. properties, not to speak of ensuring that similar incidents do not recur. If this is the record of the United Nations in conducting humanitarian work in Bangladesh so far, what guarantee is there that the sophisticated equipment and ground support materials now being provided will not be commandered by the West Pakistani Army for purposes of repression rather than relief?

Secretary General

While the Secretary General appears to be following the precept of "Hear no evil, speak no evil, see no evil," so far as the Government of Pakistan is concerned, he has gone out of his way to show his disapproval of a letter published by Miss Alic Thorner in the *New Yourk Times.* Miss Thorner, it may be recalled, made some pertinent remarks about the United Nations, She thought that U.N. efforts would temporarily strengthen the logistical position of the Pakistan Army and aggravate the miseries of the people of Bangladesh.

The people of Bangladesh, as the sole arbiter of their destiny, are determined to liberate their homeland from the occupation forces of West Pakistan. Khondokar Mushtaq Ahmed, the Foreign Minister of Bangladesh, has urged the world to take notice of the fact that any "attempt to sidetrack the Bangladesh Government on the Bangladesh issue is fraught with grave danger." It is our earnest hope that the Secretary General will heed this call and not allow interested parties to influence him to take a course of action that is likely to prolong the presence of occupation forces in Bangladesh.

Let there be no doubt that the liberation fight will continue until the occupation forces have been annihilated or driven out of Bangladesh to the lastman.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Vol. 1: No. 4	24 September, 1971	Bangladesh Situation Poses Threat To World Peace

BANGLADESH SITUATION POSES THREAT TO WORLD PEACE
U THANT — PODGORNY—GIRI—ZAHIR SHAH URGE POLITICAL SOLUTION

The situation in Bangladesh is a threat to world peace. The U.N. Secretary General, U Thant, Soviet President Nikolai Podgorny, Indian President V. V. Giri, and Afghan King Mohammad Zahir Shah have called for speedy political settlement in Bangladesh as a condition for preservation of peace in Asia.

U Thant

Addressing a press conference in New York last week, U. N. Secretary General U Thant reiterated that the situation in Bangladesh constituted a threat to international peace and security. He expressed his regret that the Security Council had taken no action in response to his July 20 memorandum on the Bangladesh situation, Unless a climate of confidence was restored in Bangladesh, there would be no prospect of return of most of the refugees from India, he observed.

Podgorny

The Soviet President Nikolai Podgorny has called for the "speediest political settlement" in Bangladesh as condition for preservation of peace in Southern Asia. He was speaking at Kremlin banquet September 14, in honor of the visiting Afghan King, Muhammed Zahir Shah. The Soviet President said, "An aggravation of the situation in the Asian subscontinent has taken place lately." The problem of refugees, he observed, rose in connection with known events in Bangladesh.

Zahir Shah

In his relpy to the Soviet President's banquet speech, the Afghan King said, "In our opinion any use of military pressure for the solution of disputes leads to dangerous consequences. All dif-

ferences should be resolved politically with due regard for the inalienble rights of people and nations."

V. V. Giri

The Indian Presient V. V. Giri said in Singapore last week that the influx of over eight million Bengali refugees had created special problems for India. He made it clear the India had given temporary shelter to the refugees as a trust for the international community till such time as they are able to return to their homeland in safety and honor. The creation of necessary conditions to achieve this objective was the urgent need of the hour, he added.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Vol. 1: No. 4	24 September, 1971	Bangladesh Missions

BANGLADESH MISSION

Seven Bangladesh Missions have been opened in various countries. The Missions are located in Washington, New York, London, New Delhi, Calcutta, Stockholm and Hongkong. While more missions are being set up in important world capitals, the eighth Bangladesh Mission will be opened this week in Manila

Bangladesh Associations

Thirty two Associations of Bangladesh have been formed in various cities of the United States and Canada. In addition, over a dozen "Friends of Bangladesh" (a multinational organization) are active in the United States. Such associations have also been formed in other countries.

Information Center

A National Information Center for Bangladesh in Washington is operated by Americans in corporation with citizens of Bangladesh.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Vol. 1: No. 4	24 September, 1971	Banladesh Forces Gain Tenacity and Skills

BANGLADESH FORCES GAIN TENACITY AND SKILLS

Bangladesh has organized in less than four months two branches of its forces—the regular army and the freedom fighters. Although they are new and their number is still small, both branches of the forces have gained considerable tenacity and skill in their operations against the West Pakistan occupation army which inherits a martial tradition of over 200 years and is equipped with sophisticated American and communist arms.

Martin Wollacott, a British correspondent, recently accompanied 16 soldiers and 2 officers of Bangladesh in their hunt by boat for demoralized West Pakistan army. *Excerpted below is a dispatch by Manchester Guardian Correspondent Wollacott, published in the Washington Post, September 18.*

The warrant officer's flashlight as he passed down the line of men illuminated 16 pairs of bare feet, three old Bren guns, three battered British two-inch mortars and a kit bag with a dozen mortar bombs still in their sealed cardboard tubes.

The captain, a tall young man with spectacles who used to be an officer in the Pakistan Army Service Corps, emerged from his tent wearing a striped sports shirt and the long cloth skirt Bengalis call a lungi. The warrant officer saluted him. The captain then addressed the men in Bengali. The English words "discipline," "disciplined force," "no smoking" occurred several times.

He ended by saying in English : "I want to see quick firing on target and quick dispersal" The warrant officer saluted again, and the 18 men, with two correspondents trailing behind, set off from the camp, in a border area about 55 miles northeast of Calcutta.

Facing his company, the captain had said earlier, were tow battalions of the Pakistani army, both from the Frontier Force Regiment. The night's patrol was what is called a "jitter party" and was aimed at disturbing the sleep and peace of mind of a compa-

ny of Pakistani troops at a place called Maslia, on a bend of the River Kapotakshi, about four miles inside East Bengal.

About a mile from the camp, the party climbed aboard three large country boats. Somebody put one of the mortars down on my hand, there was much clicking of safety catches, and in spite of the captain's strictures, soveral men lit cigarettes.

The boats began to slide across the water—more like a huge and convoluted lake than a river now, because it is swollen by flooding. Starlight gave a clear view of distant tree lines.

Several of the men chatted away in normal conversational tones, to my horror, but the talk faded as we went deeper in. The boats grounded and everybody jumped into the water and waded to land, one party of men with Bren gun and one mortar disapearing into the darkness to the left, and the rest of us, with two Brens and two mortars, moving single file into a grove of trees.

There were numerous inexplicable stops en route and the young guerrilla detailed to look after us kept saying rather pointlessly something like "Here we are in Bangladesh".

After perhaps 20 minutes we came to a large village, passed quietly through and emerged on a river bank. The guns and mortars were set up, the bombs taken from the cardboard tubes. About 200 villagers in the huts nearest the firing party woke up pulled out quickly, presumably to huts at the other end of the village, carrying bedding and other bundles.

Then the firing started, sounding incredibly loud after all the whispering and shuffling that had gone before-short bursts from the Brens, whumps and bangs from the mortars, single shots from the 303 rifles carried by the other men. The party to our left joined in. It lasted perhaps eight minutes. There was no resopnse from the "enemy location" and the sergeant mysteriously announced "We fire now In 20 minutes they fire."

We returned to the boats at some speed. The warrant officer counted the party, and we pushed off into the water again. Twenty minutes later, to the minute—I looked at my watch—came the extremely nasty sound of a mortar bomb landing about 400 yards from the boats.

The minutes later we were out of the boats and half an hour

afterwards back at camp, freshening up by pouring pump water over our heads. The captain, confident that his jitter party wold come to no harm, was sleeping soundly in his tent,... The patrol, all in all, was a competent effort. The men knew how to work the weapons, and they moved quickly to and from the chosen position,...

To be fair to the Mukti Bahini liberation fighteres, jitter parties are not their main occupation. *The captain's company of Niyomita Bahini claims to have killed 125 Pakistan soldiers, including two officers, in the four months it has been in existence. He also said that, during the whole four months,. the Pakistanis had attempted no counter ambushes, done no counter mining and had "on only one occasion" attempted to outflank a Mukti party during an engagement.*

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Vol. 1: No. 5	1 October, 1971	Editorial Deceiving The Americans

Editorial

DECEIVING THE AMERICANS

The stage was already set, the die was cast. On March 25 Yahya abruptly broke off his talks with Mujbur Rahman in Dacca. At sundown, before taking his secret flight from Dacca, never to return again to his sanctuary in west Pakistan, Yahya ordered General Tikka Khan to fix the Bengalis for their crimes in electing leaders of their choice. They had elected leaders who were determined to give the Bengalis a fair deal and end West Pakistani exploitation. West Pakistani soldiers, using American machine guns, tanks, bazookas and cannons, have killed more unarmed civilians than have ever been killed in such a brief period anywhere else in the world. And the killing goes on.

General Yahya miscalculated. He thought that the power of repression was absolute. Now Bengali resistance has put him in a tight corner. West Pakistan depends on international charity and booty from Bangladesh for its sustenance. In order to refurbish her image in the world, specially for those who give her financial and material assistance. West Pakistan has to take special care to convince the Americans that U. S. assistance will be used for human welfare.

General Yahya while going on with his repressive design has taken a number of measures to hoodwink the Americans. He has appointed a civilian governor and some ministers in Dacca who have never represented the people. These people are required to work under the "protective cover" of the all powerful Martial Law Administrator who as Tikka Khan's second-in-command perpetrated and is continuing to perpetrate atrocities in Bangladesh. General yahya is also claiming that refugees are returning. While 105,000 refugees are claimed to have returned, there are impartial observers who maintain the the refugee flow out of Bangladesh is still continuing and the total unmber has reached nine million.

Yahya has also decided to give a constitution to the country in the true tradition of a dictator. He intends to hold by-elections in almost half of the parliamentary constituencies in Bangladesh, but, his intentions are always open to question. His physical hold over all these constituencies is too tenuous to permit holding of any elections in the near future. He will allow the National Assembly to have a look at the constitution, but he will have the final authority to veto any amendment proposed.

Yahya's game is too full of contradictions and does not inspire any confidence at all. The House of Representatives has laready passed a bill to suspend all economic and military assistance to Pakistan. A similar piece of legislation—that is, the Saxbe-Church Amendment—is now befor the Senate which has been cosponsored by 35 other Senators. we have no doubt that the Americans and their representatives will not finance the military opertion of a director intended to butcher democracy and constitutionalism.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Vol. 1: No. 5	1 October, 1971	Behind the Veil of Yahya's Secrecy

BEHIND THE VEIL OF YAHYA'S SECRECY

In secret order U.O. No. 2303/71-Secy (s) of June 21, 1971, signed by Roedad Khan, Secretary, Ministry of Information and National Affairs, Government of Pakistan, guidelines were issued to Pakistani central and provincial officials *for handling the visits of foreign correspondents, U. S. Senators and Congressmen, and British Parliamentarians* (The language used in the order has not been changed.)

"Following the lifting of restriction on the visit of foreign correspondents, the following guidelines are suggested for handling the resultant situation : We must know who is landing at Dacca and who is going where in East Pakistan. To that end PIA has been requested to gather the information discreetly and convey it to PIO/DGPR and JS. Dacca.

"Copies of all dispatches filed by them from Dacca and Karachi should be sent immediately to PIO/DGPR.

'PID should set up an Information Desk at Intercontinental, Dacca to maintain liaison with the foreign correspondents and supply our literature to them. Secretary. Information, Government of East Pakistan, should make arrangements for keeping in touch with foreign correspondents down to the Sub-Divisional level where the Provincial Information Officer should not only be able to supply information but also brief the visiting correspondents. This means that he, on his part, should be fully kept in the picture and supplied with talking points and other publications setting out the government policy in respect to East Pakistan.

"The Chief Secretary shoul similarly alert the Divisional Commissioners and District and Sub-Disvisional Officers on how to handle visiting foreign correspondents who are likely to contact the local administration for answers to their queries. It will be desirable to keep the foreign correspondents away from the cantonments and contact with Army Officers...

"Visits of VIPs (such as British M.Ps and Congressmen) :

"While all facilities and consideration normally extended to VIPS (should be given), there should be no over-entertainment which is incongruous with the present situation in East Pakistan and no over display of military personnel, The security arragements should be unobtrusive...

"They should be encouraged to meet the friendly foreigners, like those in Chittagong and Sylhet, who have personally experienced the depredations of the rebels.

"Most of them would like to see for themselves the resumption of normal economic life in areas such as Narayanganj and the functioning of the part of Chittagong.

"Above all, they would be interested in seeing the return of displaced persons and the arrangements made for receiving and rehabilitating them. To that end, they would like to visit two or three of the reception centers. They would be shown the crowded ones, but the crowds should be ensured by delaying dispersal rather than faking.

"While an effort should be made to avoid their seeing the more heavily damaged portions of places like Khulna, there should be no deliberate obvious attempt to keep them away.

"They are likely to eheck up on what they heard of alleged attempts to eliminate intellectuals and will perhaps insist upon seeing Jagannath Hall and meetting some of the intellectuals. We should have no objection, but only dependable ones may be invited to see tem... (EXTRACT)

NOTES ON ABBREVIATIONS

DGPR— Director General of Public Relations.
JS— Joint Secretary.
PIA— Pakistan International Airlines
PID— Press Information Department
PIO— Principal Information Officer.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Vol. 1: No. 5	1 October, 1971	News on Pakistan Situation

PAKISTAN GOES BANKRUPT

The economic impact of the first three months of the crisis (April-June) in Bangladesh has been brought out in the Annual Report of the State Bank of Pakistan for 1970-71. It is indicative of the very heavy cost of the West Pakistan military adventure in Bangladesh. The State Bank Governor said in his remarks. "we are stuck with an inefficient, capital intensive, import—dependent industrial complex, catering to domestic demands mostly on inessential nature." The salient features of the Annual Report of the State Bank of Pakistan are given below :

Gross National Product

Declined from 66 percent in 1969 to 1.4 percent in 1970-71. Agricultural production dropped by 3.2% as against rise of 8.2% in 1969-70.

Fall in production of major crops

Wheat by 9.3%, rice by 9.1% Jute by 12.7%.

Industrial Production

Increased by 2.4% compared to 11.2% during the previous year. Deficit in government financial transactions amounted to $229 millions against $130 million last year.

Balance of payment

Overall deficit of $114 million as compared with overall deficit of $39 million in the previous year. During the period July-September the economic situation in Pakistan has obviously worsened still further.

Will you still send your money to finance Yahay Khan's militarism in Bangladesh.

MASS TRANSFER OF WEST PAKISTANI DIPLOMATS

All West Pakistani doplomats including the Ambassador, Military Intelligence Officer and their Confidential Assistants have been tarnsferred from the Embassy In Washington to Rawalpindi.

The mass transfer is due to their failure to report in advance to Islamabad the declaration of allegiance to Bangladesh by 18 Bengali diplomats and officials in U.S.

The West Pakistani Ambassador was due to retire from the Embassy on October 31 but has been recalled. A retired General, formerly Pakistan's Ambassador in Peking has been appointed West Pakistani Ambassador in Washington.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Vol. 1: No. 6	8 October, 1971	News on Pakistan Situation

WEST PAKISTAN'S GRATUITOUS ADVISE TO WORLD BANK

West Pakistan accused 118-nation World Bank of not legalizing her unilateral default on debt servicing. It is recalled that Pakistan declared a unilateral six month moratorium for all her debts incurred with the Western countries. The West Paksitani leader of the delegation to the annual Bank Fund meeting in Washington, S.U. Durrani, said on September 29, "A stage has been reached where some of the largest developing countries are unlike to be eligible to borrow from the Bank ... This is clearly an untenable situration and raises the difficult question of how far the Bank can show greater flexibility in rearranging a mortization schedules for its loans under certain specified conditions."

Making an oblique reference to the Bank Report on the Pakistani situation, extracts from which were published in the New York Times last June, Mr. Durrani gave an unsolicited rude piece of advise to the Bank. Suggesting that there may be "conflict between its strictly economic foundations and the political implications of its actions, he surmised that "perhaps the need is for greater sensibility to the political consequences of actions by a staff that is expert in its own restricted field of competence, but whose objectivity needs a stronger buttress in producers and arrangements within the institution itself." The Mission Report of June commented on the regin of terror and widespread destruction in Bangladesh which make it impossible to resume development activities there in the foreseeable future.

Soon after the conclusion of the Bank Fund meetings, West Pakistan was on its kness crying for a moratorium on debt repayment inability for fiscal year 1971-72. Interestingly, the delegation this time was led by the departing Ambassador Hilaly,

West Pakistan has a debt servicing liablity of $310 million this year, including $88 million of deferred payments from last year. Est Europein countries are to receive $40 million and the World Bank $51 million.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Vol. 1: No. 7	15 October, 1971	Universal Call for Political Solution

UNIVERSAL CALL FOR POLITICAL SOLUTION

Four big powers and many of the other members of the United Nations have called for a political solution of the issue of Bangladesh. In their speeches, Foreign Minsters and heads of delegations of various countries now attending the U.N. General Assembly session in New York have made heart-felt references to the Bengali refugee problems, created as a result of the West Pakistani Army atrocities in Bangladesh.

The 130-member Gereral Assembly session which began September 21 will continue until the end of December. The delegates who have spoken so far have asked the military junta of West Pakistan to create suitable conditions for the return of the nine million Bangladesh refugees to their homes: (Words have been capitalized for emphasis in quotations following).

U.S.A.

The U.S. Secretary of State, William P. Rogers, stressed the need for international "efforts towards an effective POLITICAL SETTLEMENT" of the problem now facing Bangladesh. He said, "International assistance programs must be expanded to avert famine and to create conditions to encourage the return of refugees."

U.S.S.R.

The Soviet Foreign Minister, Andrei Gromyko, told U.N. members that the "present state of affairs in the area (Bangladesh) is acute and it is not merely an INTERNAL MATTER" of Pakistan. He said, "We are convinced that a general detente in the region can be achieved only through a POLITICAL SETTLEMENT of the question" of Bangladesh.

U.K.

The British Foreign Secretary, Sir Alec Douglas Hume, Added his voice to the super powers and other nations calling for a POLITICAL SETTLEMENT in Bangladesh. He warned the world

community that, "It must never be said of the politicians that we met here and argued about who was to distribute food while the millions of innocent people starved."

France

The French Foreign Minister, Maurice Schumann, insisted on the need for an early solution of the Bangladesh crisis and said that, unless the "wrong" done by Pakistan is "righted at the root." the exodus of people from Bangladesh will not stop.

India

The External Affairs Minister of India, Sardar Swaran Singh, called upon the United Nations "to impress on the military regime of Islamabad that force will not succeed and, therefore, a POLITICAL SETTLEMENT between the military regime and already elected members is essential."

Canada

The head of the Canadian delegation asked, "At what point does an internal conflict affect so many nations to such an extent that it can no longer properly be accepted as a domestic matter?"

Japan

Japan colled uppon the world body to "expedite the POLITICAL SOLUTION" of the Bangladesh issue.

Others

In addition, Poland, Holland, Finland, Belgium, Norway, Sweden, Mexico, Australia, Nepal, Zambia, Italy, New Zealand and Luxembourg urged the Government of General Yahya Khan to reach an "appropriate POLITICAL SETTLEMENT" of the Bangladesh crisis.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Vol. 1: No. 7	15 October, 1971	Political Solution

Editorial

POLITICAL SOLUTION

Yahya Khan in his broadcast of October 12 has made a statement of his intentions. By-electons will be held toward the end of December, he says, to fill the National Assembly seats forcibly vacated by him. He proposes to form a new central government and hand over the power to it, "soon after the inaugural session of the National Assembly." He has also benevolently conceded to the National Assembly the right to propose amendments to the constitution now being prepared under his supervision. Each amendment, however, must be submitted to him for his consideration and approval.

With the Awami League the only representative political party in Bangladesh—remaining banned and its elected leader Sheikh Mujibur Rahman behind prison bars, it is difficult to see how there can be any meaningful participation of the people of Bangladesh in the proposed by-elections. Moreover, who has given the right to Yahya Khan to unseat so many members of the National and Provincial Assemblies freely elected by the people? Again what is the basis of Yahya Khan's assumption that the remaining members of the national and Provincial Assemblies will turn up as his dutiful stooges? What validity would a central goverment have where the inalienable rights of the people of Bangladesh are not reflected?

The heart of the matter is that the Awami League own a clear and overwhelming mandate from the people of Bangladesh for a program of self-determination and autonomy. That mandate was completely ignored by the Yahya regime and it tried to suppress the movement for autonomy by brutal and savage force. The peole of Bangladesh reacted with a spirit of heroism and resolved to free themselves from the colonial domination of West Pakistan. In such a situation, it would be idle to expect that a sham transfer of power to a puppet civil administration subservient to the army

would achieve any purpose at all except that of perpetuating army rule. Even as an attempt to hoodwink worl opinion it is bound to fail, for the ghastly happenings in Bangladesh since March 25 are by now fairly well known.

Yahya Khan must realize that in the present circumstances of the country no meaningful political solution is possible without fulfilling the following conditions : a) accepting the independence of Bangladesh, b) the unconditional release of Sheikh Mujibur Rahman and (c) the withdrawl of West Pakistani Army from Bangladesh.

It appears that Yahya Khan has learned no lesson from his predecessor who also tried to impose a one man constitution and a puppet government on the people. The effort of ayub Khan failed and a people's movement forced him out of power; the same fate awaits Yahya Khan if he persists in his folly.

In a free democratic country a constitution is given by a people unto a people.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Vol. 1: No. 7	15 October, 1971	Bangladesh Victory is Certain

OUR READERS SPEAK
10 REASONS WHY BANGLADESH VICTORY IS CERTAIN

Military

1. West Pakistan's occupation army in Bangladesh is unfamiliar with the terrain, unaccustomed to the climate and ignorant of the local language and customs, After the massacres of Bengalis committed by the West Pakistani troops, the only local support it can get is from the small immigrant community, mostly Biharis.

2. Pakistan's forces in Bangladesh cannot be increased beyond 100,000 in the foreseeable future without endangering the security of West Pakistan, unless it is prepared to extend the recruitment base of the army. But the Punjabi-controlled army (more than 85%) in not keen to give military training to non-Punjabis for fear of armed insurrection among minority groups (Sindhis, Baluchis, Pathans). The army has been obliged to introduce virtual conscription in the so-called "martial" districts of Punjab.

3. Facting this army is the Mukti Bahini (liberation forces) which is rapidly growing in number, gaining in combat experience and using increasingly sophisticated arms and equipment, By the end of the year, the Mukti Bahini will be able to field a force larger than the occupation forces, It is well-known that even to contain guerrilla forces a conventional army needs to be at least five times larger.

Economic

4. West Pakistan has a deficit economy. It is heavily dependent on revenues and foreign exchange earnings from East Pakistan. West Pakistan cannot get foreign exchange from East Pakistan anymore. Nor can it use East as a captive market for its overpriced goods.

5. Foreign aid to Pakistan, the lion's share of which was appropriated for West Pakistan, Has been practically cut off by

Western donor countries (except the United States) resulting in a loss of Shalf billion in foreign exchange, which is one-half of pakistan's annual import bill. The mood of the U.S. Congress after genocide in Bangladesh is to bar all U.S. aid to Pakistan until the situation becomes normal, Chinese aid is small in volume and is not given in hard currency.

6. Military expenditure has increased from $400 million in 1965 to $ 800 million a year now, most of the war materials have to be imported, causing a heavy drain on limited foreign exchange, Whatever production of military material takes place domestically, it is in West Pakistan, Therefore, all the arms, equipment etc, have to be transported around the Indian peninsula at enormous cost. Transportation within Bangladesh is another bottleneck, since the railway system and road communication between chittagong and its hinterland have been rendered inoperative.

Political

7. The Pakistan Government is giving top priority to its military needs in Bangladesh and neglecting economci problems. The business community of West Pakistan initially welcomed the military crackdown in the belief that it will be a brief surgical operation. They are now unhappy. Top businessmen and industrialists are transferring their funds abroad through black market because of lack of confidence in the future of Pakistan. Middle classes are feeling the pinch more, because of high taxes and rising prices since March. Labour is becoming restive.

8. Many political leaders in West Pakistan have been arrested to keep tensions under control. Even Bhutto who connived with Yahya khan to bring about the present crisis, has now publicly warned of the possibility of "civil war in West Pakistan." Wali khan, whose party secured the second highest number of seats in West Pakistan, made a similar statement earlier.

9. Disaffection in the minority regions in West Pakistan is rising rapidly. This has necessitated the transfer of Tikka Khan—whose ascendancy in the army dates back to 1958, when he ruthlessly bombed the Baluchi tribesmen into submission to West Pakistan.

Moral

10. International moral feeling has always been a significant factor in all liberation struggles. Worldwide revulsion against repressive methods by foreign occupation forces eventually causes a "loss of will" in the metropolitan territory (e.g. Algeria, Vietnam) and erosion of its international prestige. Pakistan's political relations will inevitably worsen with the whole world, with the possible exception of those Governments that themselves follow a policy similar to Pakistan (e.g. Nigeria in Moslem North), or countries which use or may need Pakistani mercenaries to put down popular forces (eg., Persian Arab Gulf States).

A Diplomat
Washington, D. C.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Vol. 1: No. 8	22 October, 1971	Editorial Mukti Bahini

Editorial

MUKTI BAHINI

Since the declaration of independenc of Bangladesh last April, the most important development in the region has been the emergence of the Mukti Bahini— Bengali liberation forces.

The Mukti Bahini have effectively reactivated the Bengali struggle for freedom. The resistance movement has taken firm roots throughout Bangladesh, and their supporters can be found at all levels of society. They are flourishing, not withering, under massive West Pakistani relations and are demonstrating that they can maintain a level of sabotage too high for the world shrug off as unimportant.

The Mukti Bahini are growing in size, skill and efficiency. Their spectacular acts of sabotage include heavy damage to the fashionable Intercontinental Hotel in Dacca, located within sight of the West Pakistani military headquarters. Bengali frogmen have sunk a dozen West Pakistani and foreign ships in Bangladesh ports. As the army of Yahya Khan has failed to provide adequate protection to foreign interests, British shipping lines have already suspended traffic of Bangladesh.

Besides, 157 major road and rail bridges have been damaged since the freedom fighters began to fight back against West Pakistan. They have severed the main rail lines in Bangladesh. Road travel is paralyzed because bridges are damaged beyond repair, and river traffic is constantly impeded by the liberation forces.

Paying glowing tributes to the performance of the valiant Bengali freedom fighters, the New York Times said, October 17, "If the Vietcong had been doing this well after six months, they would have considered it a remarkably good start."

In general, the Mukti Bahini have greatly undermined the ability of the military regime to maintain law, order and public administration. This has contributed to increasing gloom and

despondency among. Yahya Khan's forces. Just recently, the Mukti Bahini have delivered Particularly telling blows against them and West Pakistani troops are already showing signs of restivensess.

The victory of the Mukti Bahini over the demoralized occupation forces of West Pakistan inevitable. The victory is as certain as the glorious conclusion of the American War of Independence and the Algerian Liberation Struggle.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Vol. 1: No. 9	29 October, 1971	Editorial Yahya's Strategy

Editorial

YAHYA'S STRATEGY

In politics the most obvious is frequnetly the most misleading. In this context, Yahya's threat of a "total war" against India is *bovious* but *misleading.*

Now that his colonial grip on the East is weakening, Yahya *obviously* hopes to continue the rule of the Generals in the West by raising "Crush India" slogans.

Yahya's threat of a total war is *misleading* because more than anybody else he knows for sure that West Pakistani troops have performed miserably against India in past wars. But, behind Yahya's propaganda war lies his real intention of attracting international intervention and mediation to save the "integrity and solidarity" of the Khan dynasty.

Yahya is giving the world a quite fraudulent impression that he could manage the "internal affair" and install a puppet regime in Dacca if it weren't for the activities of "Indian infiltrators and agents" in Bangladesh. It is incredible that "Indian infiltrators and agents" could cause so much trouble for Yahya in the deep interior of Bangladesh. Apparently Yahya is ashamed to admit that the Bengali Mukti Bahini are gradually taking over the control of Bangladesh. However, the gecognition of the independence of Bangladesh has been delayed because of Yahya's maneuvers to get arms and other supplies from some of the outisde powers which are most anxious to bail him out.

Yahya was counting for so long on his ability to go through the farce of proclaiming a constitution, filling up the vacancies in the Assemblies— created by his earlier decision to disqualify nearly half of the elected representatives— and establishing a civilian government under the army's tutelage. He apparently expected that once he was able to put through this program of fake democracy the world community would be more favorably inclined toward him.

But the Mukti Bahini have upset all his plans. Now that they have stepped up their offensive and are inflicting heavy casualties on West Pakistani troops, Yahya Khan is desperately trying to cloud the vital issue of independence of Bangladesh by his war propaganda. But his brinkmanship will have no effect in Bangladesh of abroad except to satisfy the dehumanized military machine in West Pakistan.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Vol. 1: No. 12	19 November, 1971	U. N. Mission May withdraw

U. N. MISSION
MAY WITHDRAW

Dacca, November 10 — The head of the emergency United Nations Mission in Bangladesh will leave Dacca soon for New York with a report that the stedily escalating level of fighting there threatens to make the mission's job impossible, reported the Baltimore Sun, November 11.

Paul-Marc Henry, the U. N. Assistant Secretary-General who heads the mission in Bangladesh, is having trouble in reaching liberated areas, Many foreign correspondents have reported recently that at least a quarter of the total land of Bangladesh is now under control of the Government of Bangladesh. Baltimore Sun correspondent, John Woodruff, reporting from Dacca said that M. Henry is expected to report directly to Secretary-General U Thant that the liberated areas are not accessible without new arrangements involving permission from the Bangladesh Government.

The Sun correspondent, Woodruff, also pointed out that the West Pakistani generals in Bangladesh not yet agreed to let the U. N. Mission distribute food directly to the people."

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Vol. 1: No. 14	3 December, 1971	Man-Made Disaster

Commentary—

MAN-MADE DISASTER

The first comprehensive film report on the "Man-Made-Disaster" in Bangladesh was presented on the NBC network monthly program "Chronolog" on November 26.

The documentary was written, produced, directed and narrated by Bob Rogers, who spent nearly two months in Bangladesh and in the refugee camps in India.

Rogers made several clandestine entries in to occupied Bangladesh to obtain the exclusive film report on Mukti Bahini operatitions. The NBC party spent four days with the large group of Bengali guerrillas which controls a sizealbe area of Bangladesh.

On a separate trip to occupied Bangladesh the NBC film crew managed to film Bengali villages that had been freshly destroyed by the West Pakistan army.

Flashes of the continuing West Pakistan army atrocities and assault on Bengali women were seen from time to time during the narrative. Some of the Sequences depicted life in Bengali refugee camps in India.

Rogers who has successfully produced highly aclaimed film reports on many violent episodes during the last ten years said in his commentary on the events in Bangladesh. "This is the most gruesome situation I have encountered. And the saddest part is that the world seems to be just sitting back and letting it happen."

Commenting on the the documentary, the Washington Post said November 27, "masterfully filmed...in such uncompromising details that it required a strong constitution— both physicla and morla to keep with it".

Indeed the film was excellent. It exhibited the technological sophistry of the American communication media, particularly the creative mind of the NBC crew. We congratulate Bob Rogers, members of team and the NBC net work for sponsoring the program to help alleviate the tragedy which continues to occur daily in Bangladesh.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Vol. 1: No. 14	3 December, 1971	Programs On Bangladesh

PROGRAMS ON BANGLADESH

Bangladesh Ambassador, M.R. Siddiqi, will appear on Channel 20 on Sunday, December 5 at 11 : 30 p.m. in an hourr long program, with participation by represntatives of India and Pakistan also.

Many Washingtonians saw the Bangladesh Ambassador for the first time on Channel 26 on November 24, when he effectively countered Pakistan propaganda aired by its Ambassador on the previous night on the same program. When asked, the Deputy Chief of the Bangladesh Mission, Enayet Karim, who also participated in the program, denied any contract of the Bangladesh Grovernment with the Pakistani regime or the American Government.

Since last August when the Bangladesh Mission was set up in the nation's capital, Ambassador Siddiqi has been touring extensively to explain the Bangladesh case for independence. He has held TV and press interviews in Boston, Detroit, Los Angeles, San Francisco, Davis, Denver, Albany and Bethlehem. In adition, Ambassador Siddiqi has addressed students and faculty members on various campuses in the U.S. and Canad.

The National Council of Churches of Christ in the U.S. organized a "consultation" program in Washington on the situation in Bangladesh with the representatives of Bangladesh, India and Pakistan on Noveember 10. Addressing the group the Deputy Chief of the Bangladesh Mission, Enayet Karim, said that Bangladesh is a reality and their is no way for the people of Bangladesh and West Pakistan to coexist.

Representatives of West Pakistan arrived at the "consultation." but upon seeing the members of the Bangladesh Mission refused to attend. "This was contrary to the prior understanding that the arrengement for this session was satisfactory" to the West Pakistani diplomats, said a summary report prepared by the organizers of the program.

Bangladesh counsellors S.A.M.S. Kibria, A.M.A. Mithith and S.A.R. Matinuddin have been addressing students and faculty on various American University campuses. They are also appearing on TV and radio interviews to seek support for the Bangladesh struggle.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh	10 December, 1971	Editorial
Vol. 1: No. 15		Recognition of Bangladesh

Editorial

RECOGNITION OF BANGLADESH

It is universally known that Pakistan died on March 25 when the "future Prime Minister of Pakistan." Sheikh Mujibur Rahman was clandestinely flown into captivity at an undisclosed location in remote West Pakistan, and Yahya's General Tikka Khan went into action against the unarmed civilians in Bangladesh. A reign of terror was unleashed. Intellectuals and political leaders were gunned down in Dacca streets. Women were raped and children bayonetted by the so-called professional soldiers of West Pakistan. A systematic decimation of a people took place all over Banglaesh. Yahya's record of genocide has paled even Hitler's record. Bangladesh has become a locked-in arena of systematic slaughter. This, in short, is the background of the creation of Bangladesh.

Bangladesh has been recognized de jure by India and another neighbor, Bhutan. While according formal diplomatic recognition to the People's Republic of Bangladesh, Indian Prime Minister, Mrs, Indira Gandhi, said in the Parliament in New Delhi on Decemer 6, "The people of Bangladesh battling for their very existence and the people if India fighting to defeat aggression now find themselves partisans in the same cause." Indian recognition of Bangladesh as Mrs. Gandhi said has not been guided by "emotion" but by a realistic assessment of the situation prevailing in the country (Bangladesh). In fact the recognition has been delayed until the Bengali Mukti Bahini have liberated and established effective control in almost all territories hitherto under the occupation of West Pakistan. The Bangladesh Government has congratulated India for its "bold and decisive step" in laying the foundation of good-neighborly relations.

An identical situation prevailed in 1778 when France recognized the United States of America. It is worth noting here that the United States came into being in circumstances similar to

those existing in Bangladesh. The American colonies had been experiencing the same kind of exploitation and "taxation without representation" at the hands of the "mother country." These striking similarities between the oldest and the newest of the new nations raise our hope that the United States will recognize the Republic of Bangladesh as a partner in defense of freedom and democracy. By opening diplomatic relations the bonds of friendship already existing between the two peoples will be more firmly riveted.

The Foreign Minister of Bangladesh has called upon the international community to recognize the Republic of Bangladesh. It is our hope that the world community of nations will adequately respond to the call of Bangladesh by accogrding full diplomatic recognition to it.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Liberation Supplement	16 December, 1971	Editorial Bangladesh

Editoral

BANGLADESH

Bangladesh was completely liberated today at one minute past 6 a.m. Eastern Standard Time. JOI BANGLA : victiory for Bangladesh. This day marks the end of a poignant phase in our national history.

At this suppreme moment our thoughts are with the father of the nation, Sheikh Mujibur Rahman. Today 75 million Bengalis and freedom loving people everywhere in the world salute this valiant leader and pray for his early release.

It is the beginning of a new and noble nation. To the Bangladesh Mukti Bahini and the Indian troops we send our greetings and warm felicitations. To our friends abroad we express our deepest gratitude.

The creation of Bangladesh gives us a tremendous opportunity to demonstrate to the world our objective of peace, freedom and democracy. On this happy and auspicious occasion we join our Acting President and the Prime Minister who have appealed to the nation not to take revenge on the non-Bengali citizens who have committed barbarous crimes against humanity in Bangladesh.

We must be magnanimous in our victory and forgive our foes, We should demonstrate to the world by our action and behavier that we are fully worthy of our freedom.

It is our appeal to every man and woma in Bangladesh to strive ceaselessly for the establishment of the new nation for which they have already suffered and sacrificed so much.

This is indeed a bitter-sweet victory. Millions of our people have laid down their lives in defense of the country's freedom and many more have endured unspeakable horrors. Innumerable homes have been destroyed and the infrastructure of the country's economy is at the breaking point. All these are chastening thoughts but the vibrant reality of freedom is what ultimately matters. We must, however, remember that the price of freedom is eternal vigilance.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Vol. 1: No. 16	17 December, 1971	U.S. Congressmen Move Resolutions for Recognition

U.S. CONGRESSMEN MOVE RESOLUTIONS FOR RECOGNITION OF BANGLADESH

U.S. Congressmen Paul N. McCloskey and Heanry Helstoski, in two separate resolutions introdiced on December 9, have urged the United States Government to extend full diplomatic recognition to the Republic of Banglaesh as a "free and independent nation," by following American "Anti-colonial heritage."

McCloskey

Congressman McLloskey, a Republican candidate for President, said in a press release that "It appears impossible for West and East Pakistan to be ever reunited, given the actions of the West Pakistan army against the Bengalis.."

Helstoski

Criticizing American policy on Banglaesh Congressman Helstoski who proposed the rsolution, December 9, in the House of Representatives, said that "the Government of Pakistan through its heinours repression of the Awami League and the civilian population of East Bengal has forfeited any claim to allegiance of citizens of that region."

Banglaesh Primier

Meanwhile, the Banglaesh Prime Minister, Tajuddin Ahmen, in a broadcast on December 8 urged other nations to follow the example of India and Bhutan in secording recognition to the Republkic of Banglaesh.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Vol. 1: No. 16	17 December, 1971	Review And Outlook

Review and Outlook —

TWO PEOPLES IN DEFENCE OF FREEDOM AND DEMOCRACY

The oldest and the newest peoples in defense of freedom and democracy in the world are the United States of America and Bangladesh. The War of independence that is nearing a successful conclusion in Bangladesh is part of the general worldwide movement for liberation from colonial domination which began in 1775 in North America. The Bangladesh struggle for independence is no different from the War of Independence waged by the American patriots nearly two centuries ago. Like the American colonies. former East Pakistan was being "bled white" in the interests of distant alien rulers. Like the Americans, Bengalis had to pay taxes to unrepresentative tyrannical regimes totally indifferent to the people's welfare. Like the Americans the Bengalis decided, through their representatives, to exercise their inalienable right of self-determination. Like the Americans, the Bengalis have prevailed— they have won their inherent right to liberty, equality, freedom and justice. Like the Americans, the Bengalis have established a "government of the people, by the people and for the people." which "shall not perish from the earth."

AMERICAN WAR OF INDEPENDENCE

The American patriots saw in the British rule a pattern of exploitation and taxation without representation by a foreign government 3,000 miles accross the Atlantic Ocean. Forbidden to exploit the hands of the West, ordered to pay for an alien army, told that their trade would be closely regulated, injured deeply by the interference with their West Indian trade, suffering a heavy loss in foreign exchange— the American colonists expressed their genuine grievances against the mother country.

At first the Americans sought their rights within the British empire. Britain, however, undertook to assert her sovereignty through armed assault on the colonists. Increasingle the patriots

came to realize that they must secure their right to self-rule outside the empire. Finally the War of independence began in 1775.

A royal proclamation of August 23, 1775, declared the colonies to be in rebellion. The British troops went into action and the massacre that followed forced the Socond Continental Congress to proclaim American Independence from Britain. Ultimately the American colonial dependencies defeated their mighty parent state with foreign assistance.

American Declaration of Independence

The American Declaration of Independence is the most important document in the history of the freedom movement. According to the Declaration, all men are born equal and all equally have the right to live their lives in liberty and as happily as possible.

BANGLADESH WAR OF INDEPENDENCE

Twenty-four years of political and economic exploitation and taxation without representation were tolerated by the Bengalis in the hope that eventually West Pakistan would realize the folly of its policy of colonization in East Pakistan. The main aim behind the six-point Awami League program was to enable the people of East pakistan to live as dignified citizens within the framework of Pakistan, But West Pakistani rulers, 3,000 miles away across the Idian Ocean, saw in the six-point program of autonomy the danger of losing their colonial grip on East Pakistan.

On March 25, Yahya Khan ordered the wholesale massacre of the defenseless Bengalis by the West Pakistani army, and subsequently East Pakistani elected representatives were branded as traitors. At this point it became apparent that living together by East Pakistan was no longer possible.

A spontaneous War of Liberation was waged by the Bengali Muki Bahini. An autumn offensive was launched last month by 150,000 freedom fighters. The heroic struggle of the Mukti Bahini has received moral and material support from freedom loving peoples all over the world.

Bangladesh Declaration of Independence

The birth of the sovereign People's Republic of Bangladesh was proclaimed at Mujibnagar inside Bangladesh by the elected representatives. The Acting president, Syed Nazrul Islam, proclaimed in hi Declaration of Independence that "Bangladesh has been given nos choice but to secure its right of self-determination through a national liberation struggle against the colonial oppression of West Pakistan.

সংবাদপত্র	তারিখ	শিরোনাম
Bangladesh Vol. 1: No. 16	17 December, 1971	Colonial Exploitation On Bangladesh

AT A GLANCE—

CLONIAL EXPLOITATION
OF BANGLADESH

POLICY MAKERS

	Bangladesh	**W. Pakistan**
Chief Executive (Prime Minster or President)	5 Years	19 years
Commander-in-Chief Army	none	24 years
Commander-in-Chief Navy	none	24 years
Commander-in-Chief Air Force	none	24 years
Finance Minister	none	24 years
Plinning Minister/Chief	none	24 years

POWER CENTERS

	Bangldesh	**W. Pakistan**
Capital of the country	none	x
Parliament of the country	none	x
Supreme Court	none	x
Headquarters of the Army	none	x
Headquarters of the Nave	none	x
Headqaurters of the Air Force	none	x
Headquarter of the State Bank	none	x

FOREIGN SERVICE

Including Ambassadors	**Bangladesh**	**W.Pakistan**
Class 1 Employee	58	179
Class II Employee	48	196
Class III Employee	17	58
Class IV Employee	4	89

TOTAL EXPENDITURES
(in millions of $)

Bangladesh		**W. Pakistan**
$ 569.10 29%	(1950-55)	$ 2,370.90 80%
1,104.00 26%	(1955-60)	3,475.50 74%
2,948.40 32%	(1960-65)	7,045.50 68%
4,838.40 36%	(1965-70)	8,601.60 64%

CENTRAL SERVICES

	Bangladesh	**W. Pakistan**
Defense	8.1%	91.9%
Home Dept.	22.5%	77.5%
Education Dept.	27.3%	72.7%
Information Dept.	20.1%	79.9%
Health Dept.	19.0%	81.0%
Agriculure	21.0%	79.0%
Law Dept.	35.0%	65.0%

নির্ঘণ্ট
বাংলা

ই

উ

এ

ও

ক

চ

ছ

জ

প

ফ

ব

ভ

ম

য

র

হ

ক্ষ

Index

D

E

F

G

H

I

J

K

N

O

P

S

T

U

V

W

Y

Z

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : দলিল ও ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ প্রকল্প'র কর্মকর্তাবৃন্দ

১।	জনাব আব্বাস আলী মিয়া	-	প্রকল্প পরিচালক
২।	জনাব নাজমুন নাহার মিথুন	-	গবেষণা কর্মকর্তা
৩।	জনাব শামীমা সুলতানা	-	গবেষণা কর্মকর্তা
৪।	জনাব মোঃ সাহেব আলী	-	গবেষণা কর্মকর্তা
৫।	জনাব মোঃ জাকির হোসেন	-	গবেষণা কর্মকর্তা
৬।	জনাব এ. কে. এম. কুতুবউদ্দিন	-	গবেষণা কর্মকর্তা
৭।	জনাব দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী	-	গবেষণা কর্মকর্তা
৮।	জনাব মুশফিকা নাহার	-	গবেষণা কর্মকর্তা
৯।	জনাব মোঃ মাহফুজ্জামান আশরাফ	-	গবেষণা কর্মকর্তা
১০।	ড. জ্যোতি বিশ্বাস	-	গবেষণা কর্মকর্তা
১১।	জনাব মেহেলিকা ববিতা	-	গবেষণা কর্মকর্তা
১২।	জনাব মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন	-	গবেষণা কর্মকর্তা